

**132641**













R M I C LIBRARY	
Acc. No.	132641
Class No.	181.48 P.A.D
Date	23.12.85
Author	Ob
Title	✓
Subj.	✓
Blk. Card	C.B.C.
Checked	587

# বেদান্তদর্শনম্ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষত্তঃ

প্রশ্ননিকূপণাভ্যাম্ ॥১॥\*

দ্বিতীয়েহধ্যায়ে স্মৃতিভায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্ম-  
দর্শনে পরিহৃতঃ । পরপক্ষাণাক্ষানপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতম্ । শ্রুতি-

দ্বিতীয়তৃতীয়াধ্যায়য়োর্হেতুহেতুমদ্বাবলক্ষণং সম্বন্ধং দর্শয়ন্ সুখাববোধার্থ  
মর্থসংক্ষেপমাহ—“দ্বিতীয়েহধ্যায়” ইতি । স্মৃতিভায়শ্রুতিবিরোধপরিহারেণ  
হনধ্যবসায়লক্ষণমপ্রামাণ্যং পরিহৃতং । তথা চ প্রামাণ্যে নিশ্চলীকৃতো

বেদান্ত-বিহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের ও জ্ঞানের যে বিরোধ, তাহার  
পরিহার দ্বিতীয়াধ্যায়ে হইয়াছে । পরপক্ষের (সাংখ্যাদি মতের) অনপেক্ষতা  
(অসারতা) প্রপঞ্চিত হইয়াছে এবং শ্রুতিসমূহের বিরোধভঞ্জনও হইয়াছে ।  
জীবাতিরিক্ত পদার্থ সকল জীবের উপকরণ (ভোগের জিনিশ) ও ব্রহ্ম-

\* জীবঃ তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরগ্রহণার্থং দেহবীজৈত্বত্বস্মৈঃ সম্পরিষত্তঃ পরিবেষ্টিভৌ  
রংহতি গচ্ছতীতি প্রশ্ননিকূপণাভ্যামবগম্যব্যমিতি সূত্রযোজনা ।—জীব যখন এতদেহ ত্যাগ  
করিয়া দেহান্তর বা পুনর্জন্মগ্রহণ করিতে যায়, তখন সে দেহ-বীজ ভূতস্মৈঃ পরিবেষ্টিত হই-  
য়াই যায় । শ্রুতিতে এই বিষয়ের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে, সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত  
জাত হওয়া গিয়াছে ।

বিপ্রতিষেধশ্চ পরিহৃতঃ। তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বা  
জীৰোপকরণানি ত্রন্ধণো জায়ন্ত ইত্যুক্তম্। অধেদানীমুৎ  
করণোপহিতস্ত জীবস্ত সংসারগতিপ্রকারস্তদবশান্তরাণি ত্রন্ধ  
সতত্ত্বং বিদ্যাভেদাভেদৌ গুণোপসংহারানুপসংহারৌ সম্যগ্  
শনাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ সম্যগদর্শনোপায়বিধিপ্রভেদৌ মুক্তিফল  
নিয়মশ্চেত্যতদর্শজাতং তৃতীয়েহধ্যায়ে নিরূপয়িষ্যতে প্রস  
ঙ্গাগতঞ্চ কিমপ্যন্যৎ। তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে পঞ্চাশিবিদ্যা  
মাশ্রিত্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রদর্শ্যতে বৈরাগ্যহেতোঃ  
তস্মাচ্ছূণ্ডপ্ৰসেততি চাস্তে শ্রবণাৎ। জীবো মুখ্যপ্রাণসচিব

ভার্তারো বিচারো ভবত্যানাথা তু নির্বীজতয়া ন সিধ্যেদিত্যবাস্তবসঙ্গতি  
দর্শয়িতুং তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীৰোপকরণানি চেতু্যুক্তম্  
অধ্যায়ার্থসংক্ষেপমুক্তম্। পাদার্থসংক্ষেপমাহ—“তত্র প্রথমে তাবৎ পাদ” ইতি  
তস্ত প্রয়োজনমাহ—“বৈরাগ্যে”তি। পূর্বাপরপরিশোধনায় ভূমিকামারচয়তি—  
“জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ” ইতি। “করণোপাদানবদ্ ভূতোপাদানশ্রাস্তত্বা

প্রভব, এ কথাও দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে। [ অথে...কিমপ্যন্যৎ  
সম্প্রতি এই তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা  
ত্রন্ধভাব, উপাসনার ভেদাভেদ, গুণের (উপাসনাস্থের) সংগ্রহ ও অসংগ্রহ  
তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞানের উপায় অর্থাৎ সাধন ও তদ্বিধানের প্রভেদ, মুক্তি  
ফলের একরূপ্য,—এই সকল নিরূপিত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অগ্ৰান্ত কোন  
কোন বিষয়ও (দেহাত্মবাদ দৃষণাদি) বিচারিত হইবে। [ তত্র...শ্রবণাৎ  
তস্মাধ্যে এই প্রথম পাদে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ পঞ্চাশি বিদ্যা। \* অবলম্বন  
করিয়া সংসারগতির প্রভেদ বর্ণিত হইবে। পঞ্চাশি-বিদ্যার শেষে “জুগুপ্সা  
অর্থাৎ হেয় বোধ করিবেক” এইরূপ শুনা যায়, স্মৃতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে  
যে, জীবের বৈরাগ্য উৎপাদন করাই পঞ্চাশি-বিদ্যা উপদেশের অভিপ্রেত।  
[ জীবো...নিরূপণাতাম্ ] সংসার প্রকরণস্থ শ্রুতির “অনন্তর অর্থাৎ মরণকালে  
এই-সকল প্রাণ (মুখ্যপ্রাণ ও ইঞ্জিয়) হৃদয়ে আগমন করে, অনন্তর জীব  
একীভূত হয়।” এই স্থান থেকে “অভিনব ও কল্যাণকর শরীরান্তর ধারণ করে”

\* ইহা এক প্রকার উপাসনা। দিব, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ, যোবিৎ, এই পাঁচ অগ্নি,  
ইহাতে ব্রহ্মা সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেত, এই পাঁচ আহুতি। এই প্রকার জ্ঞান বা ভাবনা করিতে  
হয়। এই ভাবনামাত্র জ্ঞান পঞ্চাশি-বিদ্যা নামে খ্যাত।

ইন্দ্রিয়ঃ সমনস্কোহবিদ্যাকৰ্মপূৰ্ব্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূৰ্ব্বেদেহং  
হায় দেহাস্তরং প্রতিপদ্যত ইত্যেতদবগতম্। ‘অধৈন-  
তে প্রাণা অভিসমায়ন্তি’ ইত্যেবমাদেঃ ‘অন্তম্ভবতরং  
ল্যাণতরং রূপং কুরুতে’ ইত্যেবমস্তাৎ সংসারপ্রকরণস্থা-  
কাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মফলোপভোগসম্ভবাচ্চ। স কিং দেহবীজৈ-  
তিসূক্ষ্মৈরসম্পরিষক্তো গচ্ছত্যাহোমিৎ সম্পরিষক্ত ইতি  
শ্রুতে। কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্। অসম্পরিষক্ত ইতি। কৃতঃ।  
রণোপাদানবদ্ভূতোপাদানস্যাশ্রিতত্বাৎ। ‘স এতাস্তেজো-  
ত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ’ ইত্যত্র তেজোমাত্রাশ্রদেন করণানামু-

ত। অত্র চ করণোপাদানশ্রুতৌ ভৌতিকত্বাৎ করণানাং ভূতোপাদানত্ব  
করিত্বয়োপাদানাতিরিক্তভূতবিবক্ষ্যাধিকরণারম্ভঃ। যদি ভূতাত্মাদায়াগমি-  
ত্বা তদপি করণোপাদানবদেবাস্রোষাৎ ন চ শ্রুতে। তন্মায় ভূতপরিষ-  
ণরংহতাপি তু করণমাত্রপরিষক্তঃ। ন হাগমৈকগম্যেহর্থে তদভাবঃ প্রমেয়া-  
বৎ ন পরিচ্ছেত্তুমহতি। ন চ দেহান্তরান্তান্তথাভূতপত্তা। ভূতপরিষক্তস্ত  
পর্যাস্ত বাক্যসন্দর্ভের ও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মফলভোগসম্ভাবনাসংস্থাপক যুক্তির দ্বারা  
না ঘাইতেছে যে, প্রাণসহায় জীব পূৰ্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ সেজিয়,  
নক্ষ ও অবিদ্যা, কৰ্ম্ম (ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কার সহ অন্ত  
ন শরীর গ্রহণ করে। এই স্থানে সন্দেহ ও বিচার এই যে, তিনি যখন  
সন্দেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর প্রাপ্তির উদ্দেশে গমন করেন, নূতন জন্ম  
বার জন্ম যান, তখন তিনি দেহবীজ ভূত-স্বক্ষ (ভূত-স্বক্ষ = পক্ষীকৃত  
ভূতের স্বক্ষ অংশ—যাহা ভাবিদেহের বীজস্বরূপ—ভবিষ্যতে যাহার পরি-  
ম অন্ত শরীর হইবে) সমালিঙ্গিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি-না।  
ইং তৎসঙ্গে দেহবীজ ভূত-স্বক্ষ যায় কি-না। প্রথমতঃই পাওয়া যায়, জীব  
বীজ স্বক্ষ-ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায় না। অর্থাৎ স্বক্ষ স্বক্ষ ভূতাত্ম  
সঙ্গে যায় না। হেতু এই যে, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গ্রহণের দ্বার ভূত-স্বক্ষ  
ণের উল্লেখ নাই। শ্রুতি “সেই মুমূর্ষু জীব এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ  
রাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ—” এই সন্দর্ভে তেজোমাত্রা-শক্তি ইন্দ্রিয়-  
য়ের কীৰ্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু ভূত-স্বক্ষ গ্রহণের কীৰ্ত্তন করেন নাই।  
সন্দর্ভের শেষ ভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীৰ্ত্তন আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার  
স্ব-ভূতের) কীৰ্ত্তন নাই। না থাকাই সম্ভব। যেহেতু ভূতমাত্রা স্নগত—



পাদানং সঙ্কীৰ্ত্তয়তি বাক্যশেষে চক্ষুরাদিসঙ্কীৰ্ত্তনাৎ । নৈবভূ-  
তমাত্ৰোপাদানসঙ্কীৰ্ত্তনমস্তি, স্থলভাশ্চ সৰ্বত্র ভূতমাত্ৰাঃ ।  
যত্রৈষ দেহ আরম্ভব্যস্তত্রৈব সন্তি । ততশ্চ তামাং নয়নং  
নিম্প্রয়োজনম্ । তন্মাদসম্প্রিষন্তো যাতিত্যেবং প্রাপ্তে পঠ-  
ত্যাচার্য্যঃ ।—তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্প্রিষন্ত ইতি ।  
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈ-

রংহণকল্পনেতি যুক্তমিত্যাহ—“স্থলভাশ্চ সৰ্বত্র ভূতমাত্ৰা” ইতি । “দ্যুপৰ্জ্জন্ত”  
ইতি । ইহ হি কায়ারম্ভগম্যিহোত্রাপূৰ্ণপরিণামলক্ষণং শ্রদ্ধাদিহেন পঞ্চধা প্রবি-  
ভজ্য পঞ্চস্থ দ্যুপ্রভৃতিষণ্মিষু হোতব্যেহেনোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং  
বিবক্ষন্ত্যাহ ঋতিঃ—“অসৌ বাব লোকোগৌতমাগ্নিঃ” ইত্যাদি । অত্র  
সায়ংপ্রাতরগ্নিহোত্রাহতা হতে পয়াদিসাধনে শ্রদ্ধাপূৰ্ণমাহবনীয়াগ্নিসমিদ্বী-  
মাচ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গভাবিতে কর্জাদিকারকভাবিতে চান্তরিক্ষং ক্রমেণোৎ-  
ক্রাম্য দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যৌ হৃক্ষভূতে দ্রবদ্রব্যপয়ঃপ্রভৃত্যাপ্পশ্বদ্ধাদপশ্ব-  
বাচ্যে শ্রদ্ধাহেতুকদ্ধাক্ষ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যে তয়োরাহতোরধিকরণগম্যিরন্ত্রে চ  
সমিদ্বীমাচ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গা রূপকহেন নিদিগ্ধস্তে,—অসৌ বাব দ্যুলোকো-  
গৌতমাগ্নিঃ । যথাগ্নিহোত্রাধিকরণমাহবনীয় এবং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাগ্নিহোত্রাহতি  
পরিণামাবস্থারূপাঃ হৃক্ষা যা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাত্তদধিকরণং দ্যুলোকঃ । অস্তা  
দিত্য এব সমিং, তেন হীক্লেহসৌ দ্যুলোকোদীপ্যতেহতঃ সমিদ্ধানাং সমিং  
তস্তাদিত্যন্ত রশ্ময়োধূমা ইন্ধনাদিবাণিত্যাদ্রশ্মীনাং সমুৎপাদহরচ্চিঃপ্রকাশ  
সামান্যাদিত্যকার্য্যত্বাচ্চ । চক্রমা অঙ্গারোহচ্চিষঃ প্রশমেহভব্যাক্তেঃ । নক্ষত্রা  
ণ্যুত বিস্ফুলিঙ্গাশ্চক্রমসোহঙ্গারস্তাবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণতাসামান্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ  
তদেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা যজমানপ্রাণা অগ্ন্যাদিরূপা অধিদেবং শ্রদ্ধাং জুহ্বতি  
শ্রদ্ধা চোক্তা । পর্জন্তোবাব গৌতমাগ্নিঃ । পর্জন্তো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী  
দেবতাবিশেষস্তন্ত বায়ুরেব সমিং । বায়ুনা হি পর্জন্তোহগ্নিঃ সমিধ্যতে পুরো  
বাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ । অভ্রং ধূমঃ । ধূমকার্য্যত্বাৎ ধূমসাদৃশ্যাচ্চ । বিহু  
দচ্চিঃ প্রকাশসামান্যাত্ । অশনিরঙ্গারঃ কাঠিষ্ঠাদ্বিহ্নাৎসম্বদ্ধাচ্চ । গৰ্জ্জিত  
মেধানাম্ । বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ণতাসামান্যাত্ । তস্মিন্দেবা যজমানপ্রাণা অগ্নি  
রূপাঃ সোমঃ রাজানং জুহ্বতি তন্ত সোমস্তাহতেৰ্ধ্বং ভবতি । এতদ্বক্তং ভবতি  
—শ্রদ্ধাথ্যা আপো দ্যুলোকমাহতিহেন প্রবিষ্ট চক্রাকারেণ পরিণতাঃ সত্যে  
সৰ্বত্র পাওয়া যায় । যে স্থানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানেই হৃক্ষ-ভূত পাওয়া

**ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তো রংহতি গচ্ছতীত্যবগম্যম্। কৃতঃ।**

দ্বিতীয়ে পৰ্য্যয়ে পৰ্জ্জন্ত্যমৌ হতা বৃষ্টিভেদেণ পরিণমন্ত ইতি। পৃথিবী বাব  
গৌতমায়িতন্ত পৃথিব্যাখ্যাত্তাং সৎসর এব সমিং। সৎসরেণ কালেন হি  
সমিদ্ধা ভূমির্জীহাদিনিপ্তয়ে কল্পতে। আকাশো ধূমঃ পৃথিব্যাগ্নেৰুখিত  
ইবাকাশো দৃশ্যতে রাজিরক্তিঃ পৃথিব্যাঃ শ্রামায়া অরূপা শ্রামতয়া রাজির-  
ম্মেৰিবানুরূপমচ্চিদ্দিশোহঙ্কারাঃ প্রাণে রাজিরূপাচ্চিঃশমন উপশান্তানাং প্রসন্নানাং  
দিশাং দর্শনাং। অবাস্তরদিশো বিষ্ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বসামান্যাং। তন্মিন্নেতন্মিন্নম্ভৌ  
শ্রদ্ধাসোমপরিণামক্রমেণাগতা আপো বৃষ্টিক্রমেণ পরিণতা দেবা জুহ্বতি তস্তা  
আহুতেরন্নং ব্রীহিবাদি ভবতি। পুরুষো বাব গৌতমায়িতন্ত বাগেব সমিং।  
বাচা খৰ্ষ্যং তাবাদ্যষ্টহানহিতয়া বর্ণপদবাক্যাভিব্যক্তিক্রমেণার্থজাতং প্রকাশয়ন্  
সমিধ্যতে। প্রাণো ধূমো ধূমবন্ধুখারির্গমাং। জিহ্বাচ্চিলৌহিতত্বসাম্যাচ্ছুর-  
ঙ্কারাঃ প্রভাশ্রয়ত্বাং। শ্রোত্রং বিষ্ফুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ত্তাং। তা এবাপঃ শ্রদ্ধাদি-  
পরিণামক্রমেণাগতা ব্রীহাদিরূপৈঃ পরিণতাঃ সত্যঃ পুরুষেহমৌ হতাত্তাং  
পরিণামো রেতঃ সম্ভবতি। যোষা বাব গৌতমায়িতন্ত উপস্থ এব সমিং। তেন  
হি না পুত্রাছ্যংপাদনায় সমিধ্যতে। যদুপমদ্বয়তে স ধূমঃ স্রীসম্ভবাহুপমদ্বয়স্য।  
লোমানি বা ধূমঃ। যোনিরচ্চিলৌহিতত্বাং। যদন্তঃ করোতি মৈথুনং তেহঙ্কারা  
অভিনন্দাঃ স্তম্বলবা বিষ্ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বাং। তন্মিন্নেতন্মিন্নম্ভৌ দেবা রেতোজুহ্বতি  
তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি। এবং শ্রদ্ধাসোমবর্ষান্নরেতোহবনক্রমেণ যোষাশ্চ  
প্রাপ্যাপো গর্ভাখ্যা ভবন্তি। তত্রাপ্সমবায়িত্তাদাপঃ পুরুষবচসোভবন্তি পঞ্চম্যা-  
মাহতাবিতি। যতঃ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসোভবন্তি তন্মাদত্তিঃ  
পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতীতি গম্যতে। এতদ্ব্যক্তং ভবতি—শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা  
আপ ইত্যগ্রে বক্ষ্যতি। তাসাং ত্রিবৃৎকৃততয়া তেজোহন্নাবিনাভাবেনাব-  
গ্রহণেন তেজোহন্নয়োৰপি সংগ্রহ ইত্যেতদপি বক্ষ্যতে। যদ্যপ্যেতাবতাপি  
ভূতবেষ্টিতস্ত জীবস্ত রংহণং নাবগম্যতে তেজোহবন্নানাং পঞ্চম্যামাহতো পুরুষ-  
বচস্ব্যগ্রশ্রবণং তথাপীষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন যথা চন্দ্রলোক-  
প্রাপ্তিকথনপরয়া আকাশাচ্চন্দ্রমসমেব 'সোমো রাজেতি শ্রুত্যা সহ শ্রদ্ধাঃ  
জুহ্বতি তস্তা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতীত্যাত্মাঃ শ্রুতেঃ সমানত্বান্যাম্যতে  
ভূতপরিষক্তো রংহতীতি। তথাহি—যা এবাপোহতা দ্বিতীয়স্যামাহতো সোম-  
ভাবং গতাত্তাভিরেব পরিষক্তো জীব ইষ্টাদিকারী চন্দ্রভূয়ং গতচন্দ্রলোকং  
প্রাপ্ত ইতি। নহ্ন স্বতন্ত্রা আপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ সোমভাবমাগ্নুবন্ত তভির-  
যাইবে অথবা আছে স্ততরাং স্তম্ভ-ভূত সন্ধে লওয়া নিশ্চয়োদ্ধন। অতএব, জীব

প্রশ্ননিরূপণাভ্যায় । তথাহি প্রশ্নঃ ‘বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতা-  
বাংপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি’ ইতি । নিরূপণঞ্চ প্রতিবচনং ছাপ-  
জ্জ্ঞাপৃথিবীপুরুষযোষিৎস্ব পঞ্চম্যয়িস্ব শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যমরতো-  
রূপাঃ পঞ্চাহুতীর্দর্শয়িত্বা ‘ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাংপঃ পুরুষ-  
বচসো ভবন্তি’ ইতি । তস্মাদস্তিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতি  
ব্রজতীতি গম্যতে । নন্বগ্না শ্রুতির্জলোকাবৎ পূর্বদেহং

পরিষক্ত এব তু জীবঃ সেন্দিয়মাত্রোগত্বা সোমভাবমমুভবতু কো দোষঃ ।  
অয়ং দোষঃ । যতঃ শ্রুতিসামান্যতীক্রম ইতি । এবং হি শ্রুতিসামান্যং কল্পেত  
যদি যেন রূপেণ যেন চ ক্রমেণাপাং সোমভাবস্তেনৈব জীবস্তাপি সোম-  
ভাবোভবেৎ । অন্তথা তু ন শ্রুতিসামান্যং স্ত্যং । তস্মাৎ পরিষক্তা পরিষক্ত-  
রংহণবিশয়ে শ্রুতিসামান্যাহুরোধেন পরিষক্তরংহণং নিশ্চীযতে । অতো দধিপয়ঃ-  
প্রভৃতয়ো দ্রবভূয়স্বাদাপো হতাঃ স্থলোভূতা ইষ্টাদিকারিণমশ্রিতা নৈধনে  
বিদ্বিনা দেহে ভূয়মানে হতাঃ সত্য আহুতিমযা ইষ্টাদিকারিণং পরিবেষ্টি  
স্বর্গং লোকং নয়ন্তীতি । চোদয়তি—“নন্বগ্না শ্রুতি” রিতি । অয়মর্থঃ—এবং  
হি স্থলদেহপরিষক্তোরংহেৎ বদ্যস্য স্থলং শরীরং রংহতো ন ভবেৎ । অস্তি  
অস্য বর্তমানস্থলশরীরযোগ আদেহান্তরপ্রাপ্তেস্তৃণজলায়ুকানিদর্শনেন । তস্মা-

স্থল-ভূত সমালিঙ্গিত না হইয়াই যায় । এতৎপ্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাস বলিতেছেন,—  
জীব দেহান্তর পাইবার জন্ত স্থল-ভূতপরিষক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহবীজ স্থল স্থল  
ভূতভাগে বেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা শ্রুত্যান্ত প্রশ্ন ও নিরূপণ দ্বারা জানা  
যায় । [ তথাহি... গম্যতে ] প্রশ্ন যথা—“আপ্ পাঁচ প্রকার অগ্নিতে আহুত  
( প্রক্ষিপ্ত ) হইয়া যে-প্রকারে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয় অর্থাৎ মনুষ্যাকারে  
পরিণত হয়—সেই প্রকারটা কি জান ?” ( রাজা প্রবাহত শ্বেতকেতুকে এই  
প্রশ্ন করিয়াছিলেন ) । ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর—দিব্, পর্জন্ত, পৃথিবী,  
পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচ  
আহুতি, ইহা বলিয়া “এই প্রকারে আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য  
হয়” এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে । ঐ প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে,  
জীব অপ্-পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয় ।  
[ নন্বগ্না...ইত্যবিরোধঃ ] যদি বল, অগ্ন এক শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব জলো-  
কার স্ত্যয় যে-পর্যন্ত দেহান্তর না পায় সে-পর্যন্ত পূর্বদেহ ত্যাগ করে না,  
যথা—“যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণ পূর্বক পূর্বগৃহীত তৃণ ত্যাগ করে,

ন মুঞ্চতি যাবন্ন দেহাস্তরমাক্রামতীতি দর্শয়তি ।—তদযথা ভৃগুজলায়ুকেতি, তত্রাপ্যহপ্লরিবেষ্টিতশ্চৈব জীবন্ত কশ্মোপস্থাপিতপ্রতিপত্তব্যদেহবিষয়কভাবনাদীর্ঘাভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়ত ইত্যবিরোধঃ । এবং ঋতুযুক্তে দেহাস্তরপ্রতিপত্তি-প্রকারে সতি যাঃ পুরুষমতিপ্রভবাঃ প্রকল্পনাঃ—ব্যাপিনাং করণানামাত্মনশ্চ দেহাস্তরপ্রতিপত্তৌ কশ্মবশাৎ রুত্তিলাভস্তত্র ভবতি কেবলশ্চৈব বাত্মনো রুত্তিলাভস্তত্র তত্র ভবতীন্দ্রিয়গি তু দেহবদভিনবাত্মনো তত্র তত্র ভোগস্থান উৎপাদ্যন্তে

ম্মিদর্শনপ্রতিবিরোধাম্ স্বদেহপরিষকোরংহতীতি পরিহরতি—“তত্রাপী”তি । ন তাবৎ পরমাশ্রয়ঃ সংসরণসম্ভবঃ । তস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ কিন্তু জীবানাম্ । পরমাত্মৈব চোপাধিকল্পিতাবচ্ছেদোজীব ইত্যাত্মায়তে তস্য চ দেহজিহ্বাদেহপাদেঃ প্রাদেশিকত্বাৎ তত্র সন্দেহান্তরং গন্তমহতি । তস্মাৎ স্বদেহপরিষকোরংহতিকশ্মোপস্থাপিতঃ প্রতিপত্তব্যঃ । প্রাপ্তব্যো যো দেহস্তদ্বিষয়া ভাবনয়া উৎপাদনয়া দীর্ঘাভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়তে । সাংখ্যানাং কল্পনামাহ—“ব্যাপিনাং করণানা”মিতি । আহঙ্কারিকত্বাৎ করণানামহঙ্কারস্য চ জগন্মূলব্যাপিত্বাৎ করণানামপি ব্যাপিতেত্যর্থঃ । বৌদ্ধানাং কল্পনামাহ—“কেবলস্যৈব বাত্মন” ইতি । আলয়বিজ্ঞানসন্তান আত্মা তস্য রুত্তিঃ ষট্ প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানানি পঞ্চেন্দ্রিয়গি তু চক্ষুর্দাদীনি অভিনবানি জায়ন্তে । কণ্ঠকল্পনামাহ—

তেমনি, জীবও দেহাস্তর গ্রহণ করিয়া পূর্বদেহ ত্যাগ করে।” ইহা উল্লিখিত পক্ষের বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী নহে । কারণ, মরণকালে অপ-পরিবেষ্টিত জীবের যে-পূর্বকর্ম ভবিষ্যদেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায়—ভাবনাময় দেহবিশেষ জন্মায়, তাহাই উক্ত প্রতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, আগে ভাবিদেহবিষয়ক-জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয় । অর্থাৎ আমি দেব বা মনুষ্য, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে । তৎপরে দেহপরিতি্যাগ হয় । মরণ-যন্ত্রণা এতদ্দেহের অভিমান ও কার্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়, অনন্তর কর্ম-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে) স্মতরাং অবিরোধ—অল্পমাত্রও বিরোধ নাই । [ এবং...বিরোধঃ ] ঋতুযুক্ত পুনর্জন্মগ্রহণপ্রণালী বিদ্যমানে বুদ্ধি মাত্র কল্পিত জন্মান্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী প্রতিবাহিত বিধায় আদরের অযোগ্য অর্থাৎ হেয় । পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মান্তরগ্রহণবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত যথা ।—সাঙ্খ্য বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক, কর্ম-

মন এব চ কেবলং ভোগস্থানমভিপ্রতিষ্ঠতে । জীব এবোৎ-  
প্লুত দেহাদেহান্তরং প্রতিপদ্যতে শুক ইব বৃক্ষাৎ বৃক্ষান্তর-  
মিত্যেবমাদ্যাঃ । তাঃ সৰ্ব্বা এবানাদৰ্ত্তব্যাঃ শ্রুতিবিরোধাৎ ।  
ননুদাহতাত্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাত্যাং কেবলাভিরক্তিঃ সম্পরি-  
ষক্তো রংহতীতি প্রাপ্নোতি, অপ্শব্দশ্রবণসামর্থ্যাৎ, তত্র কথং  
সামাণেন প্রতিজ্ঞায়তে সৰ্ব্বৈরেব ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তো  
রহতীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ১ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাতু ভূয়স্ত্যাৎ ॥ ২ ॥\*

“মন এব চে”তি । ভোগস্থানং ভোগায়তনং শরীরমভিনবমিতি যাবৎ ।  
দিগম্বরকল্পনামাহ—“জীব এবোৎপ্লুতো”তি । আদিগ্রহণেন লোকায়তিকানাং  
কল্পনাং সংগৃহীতি । তে হি শরীরায়বাদিনো ভবীভাবমায়ন আহর্য কস্যা-  
চিদগমনমিতি । চোদয়তি—“ননুদাহতাত্যা”মিতি । অত্র সূত্রেণোত্তরমাহ ।

প্রভাবে যেস্থানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানেই সে সকল বৃত্তিমান্ (বৃত্তি = বিষয়-  
গ্রহণ সামর্থ্যের আবির্ভাব) হইবেক । বুদ্ধ বলেন, অসহায় আত্মা দেহান্তর  
প্রাপ্তে তদেহেই বৃত্তিলাভ করেন । যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও  
সেই সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয় । এই মতে ধারাবাহি-নিরীকল্পক ( অহং  
অহং ইত্যাকার ) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া  
বৃত্তিলাভ । কণাদ বলেন, মন সঙ্গে যায়, অত্যাশ্র ইন্দ্রিয় তদেহে নূতন হয় ।  
জৈনগণ বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায় সেইরূপ জীবও এ দেহ  
তাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে । এ সমস্তই শ্রুতিবাধিত, স্মৃতরাং অগ্রাহ ।  
[ ননুদাঃ...পঠতি ] এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন—তাহাতে  
কেবল জলসূক্ষ্মাংশসমেত জীবের গমন প্রতীত হয় । প্রশ্ন-প্রতিবচন শ্রুতিতে  
জলবাচী অপ্শব্দেরই শ্রবণ আছে, অত্ৰ ভূতের শ্রবণ নাই । তবে কিপ্রকারে  
বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিলে, জীব সমুদায় ভূতের সূক্ষ্মাংশ সহ গমন করে ?  
সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—

\* তু-শব্দঃ শব্দোচ্চৈর্ধ্বঃ । কেবলাভিরক্তিঃ সম্পরিষক্তোরংহতীতি নাশঙ্কিতবাম্ । যতস্তাত্মা-  
স্মিক । ত্র্যাত্মকত্বংপি ভূয়স্ত্যাৎ অকাহল্যাদাপ ইত্যুক্তিঃ ।—এমন মনে করিও না যে, কেবল  
জলসূক্ষ্মাংশই সঙ্গে যায় । কেননা, জলভূতও ত্রিবিধকৃত অর্থাৎ ত্র্যাত্মক—জল, পৃথিবী, তেজ,  
এই তিন্ মিশ্রিত । স্মৃতরাং জলের গমনে অস্ত্র ছুরি গমন ( সঙ্গে যাওয়া ) সিদ্ধ হয় ।  
আধিক্য অনুসারে নামোচ্চৈর্ধ্ব হইয়া থাকে ; স্মৃতরাং জলের আধিক্য থাকায় জলবাচী আপ্-

তুশদেন চোদিতামাশঙ্কায়ুচ্ছিনতি । ত্র্যাত্মিকা হ্যাপঃ ।  
ত্রিবৎকরণশ্রুতেঃ । তাস্মারন্তিকাস্বভ্যুপগতাস্মিতরদপি ভূত-  
দ্বয়মবশ্যমভ্যুপগন্তব্যং ভবতি । ত্র্যাত্মকশ্চ দেহস্ত্রয়াণামপি  
তেজোহবমানাং তস্মিন্ কার্যোপলক্ষেঃ । পুনশ্চ ত্র্যাত্মকস্ত্রিধা-  
তুকত্বাৎ ত্রিভির্বাতপিতল্লেষ্যভিঃ । ন ভূতান্তরাণি স প্রত্যা-  
খ্যায় কেবলাভিরন্তিরারকুং শক্যতে । তস্মাৎ ভূয়স্বাপেক্ষো-  
হয়মাপঃ পুরুষবচস ইতি প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরপশন্দো ন কৈব-  
ল্যাপেক্ষঃ । সর্বদেহেষু হি রসলোহিতাদিদ্রবভূয়স্বং দৃশ্যতে ।

তেজসঃ কার্যমশিতপীতাহারপরিপাকঃ । অপাং কার্যং স্নেহস্বাদাদি ।  
পৃথিবাঃ কার্যং গন্ধাদি । যন্ত গন্ধস্বাদপাকপ্রাণবকাশদানদর্শনাদেহস্য পাঞ্চ-  
ভৌতিকত্বং পশ্যন্তেজোহবমানাত্বেন ত্র্যাত্মকত্বেন পরিতুষ্যতি তং প্রত্যা-  
হ—“পুনশ্চ ত্র্যাত্মক” ইতি । বাতপিত্তল্লেষ্যভিঃ ত্রিভির্ধাতুভিঃ শরীরধারণাকৈক্সি-  
ধাতুত্বাৎ । অতো ন স দেহো ভূতান্তরাণি প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিরন্তিরারকুং  
শক্যতে । অবগ্রহণনিয়মস্তাহি কস্মাদিত্যত আহ—“তস্মাভূয়স্বাপেক্ষ” ইতি ।

তু-শব্দের দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রোক্ত  
আশঙ্কা অবকাশ পায় না, ইহাই তু-শব্দে বলা হইয়াছে । কারণ এই যে, সেই  
অগ্রগণ্যমান জল ত্র্যাত্মক, কেবল জল নহে । ত্রিবৎকরণ শ্রুতি তাহার  
প্রমাণ । ত্রিবৎকৃত ( পঞ্চীকৃত ) ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির ও  
স্বীকৃত আছে । সূত্ররাং জল ভূতের আরম্ভক স্বীকারে অগ্র ভূতদ্বয়ের  
স্বীকার সূত্ররাং হইয়া থাকে । দেহ ত্র্যাত্মক—ভূতত্রয়ের পরিণাম । কারণ  
এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনেরই কার্য দেখা যায় ।  
ত্র্যাত্মকতার অগ্র নিদর্শন ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও ল্লেষ্য । এই তিনের  
দ্বারা দেহ বিধৃত আছে । অতএব, বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ  
জন্মিতে পারে না । দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব  
ও তৈজস কার্য থাকিত না । ইত্যাদিবিধ কারণে বুঝিতে হইবে, আপের  
পুরুষ-শব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা আধিক্যের  
অমুসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে ।  
অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে অপশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল

শব্দের উল্লেখ হইয়াছে । ঐ স্থলে কলিতার্থ—এমন বুঝিতে হইবে না যে, আপ স্মৃশ্যংশই  
সঙ্গে যায়, ভূতান্তরের স্মৃশ্যংশ যায় না । সমুদায় ভূতেরই স্মৃশ্যংশ সঙ্গে যায় ।

নমু পার্ধিবো ধাতুভূমিষ্ঠৌ দেহেষুপলক্ষ্যতে । নৈষ দোষঃ ।  
 ইতরাপেক্ষয়াহপাং বাহুল্যং ভবিষ্যতি । দৃশ্যতে চ শুক্র-  
 শোণিতলক্ষণেহপি দেহবীজে দ্রববাহুল্যম্ । কৰ্ম চ নিমিত্ত-  
 কারণম্ । দেহাস্তরারম্ভে কৰ্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনী সোমাজ্য-  
 পয়ঃপ্রভৃতিদ্রবদ্রব্যাপাশ্রয়াণি •কৰ্ম্মসমবায়িন্তৃচাপঃ শ্রদ্ধা-  
 শব্দোদিতাঃ সহ কৰ্ম্মিভির্হ্যুলোকাথেহম্ণৌ হুয়ন্ত ইতি  
 বক্ষ্যতি । তস্মাদপ্যপাং বাহুল্যপ্রসিদ্ধিঃ । বাহুল্যাচ্চাপ্শব্দেন  
 সর্বেষামেব দেহবীজানাং ভূতসূক্ষ্মাণামুপাদানমিতি নিরব-  
 দ্যম্ ॥ ২ ॥

### প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥\*

পৃথিবীধাতুবর্জমিতরন্তেজ আদ্যপেক্ষয়া কার্যস্য শরীরস্য লোহিতাদিদ্রবভূয়-  
 স্বাত্ত্বকরণয়োশোপাদাননিমিত্তয়োর্দ্রবভূয়স্বাদপাং পুরুষবচস্বোক্তিন পুনর্ভূতা-  
 স্তরনিরাসার্থা ।

জল বৃক্বাইবার জন্ত নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বৃক্বাইবার জন্য । দেখাও যায়,  
 সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক । [নমু...নিরবদ্যম্] শরীরে  
 পৃথিবীধাতুর আধিক্য দেখা যায় সত্য ; পরন্তু তাহা অত্ৰাপেক্ষা অধিক,  
 জলধাতু অপেক্ষা অধিক নহে । দেহের বীজ শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রব-  
 বাহুল্য দেখা যায় । ( ফলিতার্থ, দেহে জলধাতুই সর্বাপেক্ষা অধিক ) । সেই  
 সকল ভূত হুস্ম দেহের উপাদান কারণ এবং কৰ্ম্ম তাহার নিমিত্ত কারণ ।  
 অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম ( তজ্জনিত অপূর্ব বা শক্তিবিশেষ ) তৎকালে সোম,  
 আজ্য ( ঘৃত ) ছগ্ন ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য আশ্রয় করে । সেই কৰ্ম্মসমবায়ী  
 দ্রবদ্রব্য বা আপ, এতৎ শাস্ত্রে শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয় এবং তাহাই কৰ্ম্মকারী  
 পুরুষকে ছ্যলোক্যাখ্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে ( লইয়া যায় ) । এ সকল কথা  
 পরে বলা হইবে । এতদুপাসারে আপেরই আধিক্য প্রথিত হয়, সেই আধিক্য  
 অনুসারেই অপ-শব্দের কথন । সুতরাং অপ-শব্দের কথনে সমুদায় দেহবীজ  
 ভূত হুস্মের কথন সিদ্ধ হইয়াছে ।

\* দেহান্তরপ্রতিপত্তার্থঃ প্রাণানাং গতিঃ জ্ঞয়তে তস্মাদপি ন কেবলাভিন্নত্বঃ পরিবেষ্টিতো  
 গচ্ছত্যপিহ তৃতাত্ত্বরেঃ ।—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রাণেরও গমন শুনা যায় । প্রাণের নিরাশ্রয়া  
 গতি সম্ভবে না । হুতরাং তদাশ্রয়ভূত ভূতপঞ্চকের গমন স্বীকার্য । ( প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয় ) ।

প্রাণানাং দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রীযতে । ‘তমুৎ-  
ক্রান্তং প্রাণেহনুৎক্রামতি প্রাণমনুৎক্রামন্তং সর্বের প্রাণা  
অনুৎক্রামন্তি’ ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ । সা চ প্রাণানাং গতির-  
প্রায়মন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়-  
ভূতানামপ্যপি ভূতান্তরোপস্থফটানাং গতিরবগম্যতে । ন  
হি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ কচিদগচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা জীবতো-  
হদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভান্ত্বাৎ ॥৪॥\*

শ্রাদেতৎ । নৈব প্রাণা দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ সহ জীবেন

প্রাণানাং জীবদেহে সাশ্রয়ত্বমবগতম্ । গচ্ছতি জীবদেহে তদনুবিধায়িনঃ  
প্রাণা অপি গচ্ছন্তীতি দৃষ্টম্ । অতঃ ষাট্‌কোশিকাদেহাছুৎক্রামন্তঃ কস্মিংশ্চছুৎ-  
ক্রামন্ত্যুক্ত্রামন্তি । স চেবামনুবিধেয়ঃ স্ফোদোহোভূতেজস্রিময় ইতি গম্যতে ।  
ন ইন্দ্রিয়মাত্রাশ্রয়ত্বমেবাং দৃষ্টং যতস্তন্মাত্রাশ্রয়ানাং গতিরুপপদ্যোতেতি ।

দেহান্তর প্রাপ্তির জন্য প্রাণেবাও জীবাত্মার সঙ্গে যায়, ইহা শ্রুতিও  
শুনাইয়াছেন । যথা—“জীব উৎক্রমোদাত হইলে মুখ্য প্রাণ তাঁহার অনুগামী  
হয় এবং মুখ্য প্রাণেব উৎক্রমোদ্যমে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রমোদাত হয় ।”  
আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে প্রাণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গতি সম্ভব হয়  
না ; সুতরাং বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় স্বরূপ ভূতান্তর পবিত্রিত  
জলভূত (স্বক্ষ) তৎসঙ্গে গমন করে । যখন জীবদেহে প্রাণগণকে নিরাশ্রয়ে  
অবস্থান ও গমন করিতে দেখা যায় না, তখন অল্প অবস্থাতেও তাহা নহে,  
ইহা বুঝিতে হইবে ।

যদি বল, প্রাণাদি অগ্নি প্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায়  
প্রাণেবা দেহান্তর প্রাপ্তার্থ জীব সহ গমন কবে না, মরণ কালে বাক্  
প্রভৃতি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতি কর্তৃক

\* অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরূপকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্নাদীন গচ্ছতীতি শ্রবণাৎ প্রাণা ন  
জীবেন সহ গচ্ছতীতি ন কিস্ত গচ্ছত্যেব । কৃতঃ? ভান্ত্বাৎ । ভান্ত্বং হি প্রাণাদীনামগ্ন্যা-  
গমনং ন তু তন্মুখ্যম্ ।—মরণ কালে বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্নাদি দেবতায় গমন কবে, এই  
শ্রুতি দেখিয়া সে সকল পুনর্জন্ম গ্রহণার্থী জীবের সহিত গমন করে না, এরূপ বলিতে  
পার না । কারণ, ঐ উক্তি (প্রাণাদির অগ্ন্যাদি দেবতায় যাওয়া) গোপ, মুখ্য নহে । অর্থাৎ  
ঐ উক্তির অভিপ্রায় অন্তরূপ । (ভাষ্যানুবাদে বাক্ত আছে) ।



গচ্ছন্তি। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ। তথাহি শ্রুতিমরণকালে বাগা-  
দয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাदीन् দেवान् গচ্ছন্তীতি দর্শয়তি 'তত্রাশ্ব পুরু-  
ষশ্চ মৃতশ্চাহগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণা' ইত্যাদিনেতি চেৎ,  
ন, ভাক্ত্বাৎ। বাগাদীনাং অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিগৌণী লোমশ্চ  
কেশেষু চাদর্শনাৎ। 'ঔষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ' ইতি  
হি তত্রান্নায়তে। ন হি লোমানি কেশাশ্চোৎপ্লুতৌষধী-  
র্বনস্পতীংশ্চ গচ্ছন্তীতি সম্ভবতি। ন চ জীবশ্চ প্রাণোপাধি-  
প্রত্যাখ্যানে গমনমবকল্পতে। নাপি প্রাণৈর্কিনা দেহান্তর  
উপভোগ উপপদ্যতে। বিস্পষ্টঞ্চ প্রাণানাং সহ জীবেন  
গমনমশ্রুত্বা শ্রাবিতম্। অতো বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীণামগ্ন্যাাদিদেব-

শ্রাবিতেহপি স্পষ্টে জীবস্য প্রাণৈঃ সহ গমনেহগ্ন্যাদিগতিশ্রুতা শ্রুতিবিরো-  
ধোথাপনার্থা। অত্র হি লোমকেশরৌষধিবনস্পতিগমনং দৃষ্টবিরোধাত্তাত্ত্ব-  
তাবদভ্যুপেয়ম্। এবঞ্চ তদ্ব্যাপ্যতত্বেন তেষামপি শ্রুতিবিরোধাত্তাত্ত্বমেবো-  
চিতমিতি। ভক্তিশ্চোপকারনিবৃত্তিরুক্তা।

দর্শিত হইয়াছে, যথা—“তখন এই মৃত পুরুষের বাক্যোক্ত অগ্নিদেবতায় ও  
প্রাণ বায়ুদেবতায় অপ্যয় ( লয়প্রাপ্ত ) হয়।” ইহার প্রতিবাদ এই যে, ঐ  
উক্তি ( বাক্যাদি অগ্ন্যাাদিদেবতায় লীন হয়, এই কথন ) ভাক্ত্ব অর্থাৎ গোণ  
( আরোপিত )। [বাগাদীনা...চর্য্যতে] যখন ওষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের  
ও কেশের গমন দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ লোমের ওষধিগমন ও কেশের বনস্পতি-  
গমন যখন গোণ, উপচার মাত্র, তখন অবশ্যই তৎসহপাঠিত বাক্যাদির  
অগ্ন্যাদিগমনও গোণ ( ভাক্ত্ব বা উপচারিক )। “অগ্নিং বাগপ্যেতি” ইত্যাদি  
বাক্য যে স্থানে পাঠিত হইয়াছে সেই স্থানেই “লোম সকল ওষধিতে ও কেশ  
বনস্পতিতে গমন করে।” এ বাক্যও উচ্চারিত হইয়াছে। লোম ও কেশ  
কি চলিয়া গিয়া ওষধি ও বনস্পতি প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। তাহা  
সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, প্রাণ জীবের উপাধি, তাহার গমন না মানিয়া  
কিরূপে জীবের গমন মাশ্র করিবে? কল্পনা করিবে? প্রাণের গমন স্বীকার  
না করিলে কোনও ক্রমে জীবের দেহান্তর-ভোগ উপপন্ন হইবেক না।  
প্রাণেরা যে জীবের সহিত যায়, অশ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন।  
তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবদশায় অগ্ন্যাাদি দেবতা যে বাক্যাদি-ইন্দ্রি-  
য়ের উপকার করে, তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা করে, মরণকালে সে

তানাং বাগাদ্যুপকারিণীনাং মরণকাল উপকারনিবৃত্তিমাত্র-  
মপেক্ষ্য বাগাদয়োহ্গম্যাদৌ গচ্ছন্তীত্ব্যুপচর্য্যতে ॥ ৪ ॥

প্রথমেই শ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥\*

স্বাদেতৎ। কথং পুনঃ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো  
ভবন্তীত্যেতন্নির্দ্ধারয়িতুং পার্য্যতে যাবতা নৈব প্রথমেহগ্নাবপাং  
শ্রবণমস্তি। ইহ হি হ্যলোকপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চানামাহ-  
তীনামাধারত্বেনাধীতাঃ। তেষাঞ্চ প্রমুখে ‘অসৌ বাব লোকো  
গৌতমাগ্নিঃ’ ইত্যুপপত্ত্য ‘তস্মিন্মেতস্মিন্মগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং  
জুহ্বতি’ ইতি শ্রদ্ধা হোম্যদ্রব্যত্বেনাবেদিতাঃ। ন তত্রাপো  
হোম্যদ্রব্যতয়া শ্রুতাঃ। যদি নাম পর্জ্ঞ্যাদিবৃত্তরেষু চতুষ-

পঞ্চম্যামাহতাবাপং পুরুষবচস্বপ্রকারে পৃষ্ঠে প্রথমায়ামাহতো অনপাং

সহায়তা বা সে উপকার থাকে না অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাব  
“অগ্নিঃ বাগপ্যেতি” ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বীকার করিলাম, বাক্য অগ্নিতে যায়—ইত্যাদি প্রয়োগ মুখ্য নহে, তাহা  
ঔপচারিক; কিন্তু ভূতান্তরসংযুক্ত আপ্ (জল-ভূত) পঞ্চমী আছুতির পর  
পুরুষাকার প্রাপ্ত হয় (দেহাকাশে পরিণত হয়), ইহা তুমি কিসে নির্দ্ধারণ  
করিতে পার? অর্থাৎ পার না। কেন-না, প্রথমাগ্নিতে আপের শ্রবণ  
নাই, তাহাতে শ্রদ্ধার শ্রবণ আছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাই প্রথমাগ্নির আহুতি, আপ্  
নহে। শ্রুতি যেখানে আহুতিপঞ্চকের আধার হ্যলোকপ্রভৃতি অগ্নি-পঞ্চকের  
বর্ণনা কবিরিয়াছেন, সেখানে, প্রথমেই “হে গৌতম! এই লোক অগ্নি” এইরূপ  
বলিয়া পরে বলিয়াছেন—“দেবতার এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন।”  
এই শ্রুতি শ্রদ্ধাকেই প্রথমাগ্নির হোমদ্রব্য বলিয়াছেন, আপের আহুতিত্ব  
বলেন নাই। [যদি...দোষঃ] যদিও পর্জ্ঞ্য প্রভৃতি অন্যান্য অগ্নিতে  
শ্রদ্ধাহুতির শ্রবণ নাই, যদিও সে সকল অগ্নিতে আপ্-আহুতির শ্রবণ নাই, না  
থাকিলেও কল্পনার বলে তাহার (আপের) গ্রহণ করিতে পার। কেন-না, সে

\* প্রথমে প্রথমাগ্নৌ, অশ্রবণাৎ অপাং হোম্যদ্রব্যতয়াহুতপন্যাদাং, নাপাং পুরুষবচস্বাদিতি  
চেৎ যদি মন্যে, তন্ন মন্তব্যম্। হি যতঃ, তা এব তত্রাপ্যাপ এব, পরিগৃহ্যন্তে শ্রদ্ধাশব্দে-  
নেতি পুরণীয়ম্। কৃতঃ? উপপত্তেঃ। উপপত্তাতে হুপোগ্রহণাৎ পূর্বোক্তরোগ্রহণসম্বর্ভঃ।—  
পঞ্চাগ্নির প্রথম অগ্নি এতলোক, তাহার আহুতি-দ্রব্য আপ্ নহে, কিন্তু শ্রদ্ধা, হতরাং আপ্

গ্নিষপাং হোম্যদ্রব্যতা পরিকল্প্যেত পরিকল্পতাং নাম ।  
 তেষু হোতব্যতয়োপাত্তানাং সোমাদীনামবহুলত্বোপপত্তেঃ ।  
 প্রথমে ত্বগ্নৌ শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যাহশ্রুতা আপঃ পরিক-  
 ল্প্যন্ত ইতি সাহসমেতৎ । শ্রদ্ধা চ নাম প্রত্যয়বিশেষঃ প্রসিক্ধি-  
 সামর্থ্যাৎ । তস্মাদযুক্তঃ পঞ্চম্যামাহ্তাবপাং পুরুষভাব ইতি  
 চেৎ । নৈষ দোষঃ । হি যতস্তত্রাপি প্রথমেহগ্নৌ তা এবাপঃ  
 শ্রদ্ধাশব্দেনাভিপ্রেয়ন্তে । কুতঃ । উপপত্তেঃ । এবং ছাদি-  
 মধ্যাবসানসংজ্ঞানাদনাকুলমেতদেকবাক্যমুপপদ্যতে । ইতরথা  
 পুনঃ পঞ্চম্যামাহ্তাবপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্ঠে প্রতিবচ-  
 নাবসরে প্রথমাহ্তিস্থানে যদ্যনপোহোম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং নামা-

শ্রদ্ধায়া হোতব্যতাভিধানমসম্বন্ধমহুপপন্নঞ্চ । ন হি যথা পশ্বাদিত্যোহুদয়াদয়ো-  
 হব্যবাব অবদায নিষ্কব্য হবন্ত এবং শ্রদ্ধা বুদ্ধিপ্রসাদলক্ষণা নিষ্কপ্টং বা হোতুং বা

সকল অগ্নির হোমদ্রব্যঃ সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি—সে সকলে আপের আধিক্য  
 আছে—আধিক্য থাকার সে কল্পনা ( আপের কল্পনা ) সম্ভব হইতে পারে,  
 কিন্তু কৃতিকথিত প্রথমাগ্নির আহুতিদ্রব্য শ্রদ্ধা, তাহা ত্যাগ করিয়া আপের  
 গ্রহণ সম্ভব ব্যতীত অত্র কিছু নহে । প্রসিক্ধি আছে, শ্রদ্ধা এক প্রকার  
 বিশ্বাস অর্থাৎ নির্মূল জ্ঞানবিশেষ । সুতরাং তাহার ( শ্রদ্ধাশব্দের ) অপ্ অর্থ  
 গ্রহণার্থ লক্ষণার অবতারণ করা নিতান্ত অগ্রায্য । এই সকল কারণে  
 বলিয়াছি বা বলিতেছি, পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষভাব, এই সিদ্ধান্ত  
 যুক্তিবহির্ভূত । যদি কেহ একপ বলেন, আপত্তি করেন, তবে তৎপ্রত্যুত্তরার্থ  
 বলা যাইতেছে, ঐ উক্তি সদোষ অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত নহে । [ হি...  
 ভবতি ] তৎপ্রতি হেতু এই যে, সেই আপুই প্রথমাগ্নির আহুতিতে শ্রদ্ধা-  
 শব্দে কথিত হইয়াছে এবং তাহাই উপপন্ন হয় ! আপ-অর্থেই শ্রদ্ধাশব্দের  
 প্রয়োগ, ইহা স্বীকার করিলে প্রোক্তপ্রস্তাবের উপক্রম, উপসংহার ও মধ্য,  
 সমস্ত মিলিত, একবাক্য বা একার্থপ্রতিপাদক হইতে পারে, নচেৎ একপ্রকার

পাঁচ অগ্নির আহুতি নহে । যদি তাহা না হইল, তবে, আপের পুরুষবচনব্যতীত অর্থাৎ পুরুষা-  
 কারে পরিণত হওয়া কিরূপে সম্ভব বা সাধু হইতে পারে ? এ প্রশ্ন করিতে পার না । কারণ,  
 প্রথমাগ্নির হোম্যদ্রব্য শ্রদ্ধা সত্য ; কিন্তু তাহার অর্থ আপ । আপ-অভিপ্রায়েই শ্রদ্ধা-  
 শব্দের প্রয়োগ । আপ-অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, এইরূপ অর্থ হইলেই পূর্বাগর প্রশ্ন  
 সম্ভব হয় ।

বতারয়েৎ ততোহন্যথা প্রমোহন্যথা প্রতিবচনমিত্যেকবা-  
 ক্যতা ন স্মাদিতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভব-  
 ন্তীতি চোপসংহরম্মেতদেব দর্শয়তি। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোম-  
 ষ্ট্যাদি স্থলীভবদবহ্লং লক্ষ্যতে। সা চ শ্রদ্ধায়া অপ্ত্বে  
 ক্তিঃ। কারণানুরূপং হি কার্য্যং ভবতি। ন চ শ্রদ্ধাধ্যাঃ  
 প্রত্যয়ো মনসো জীবন্ত বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণো নিষ্কম্য হোমা-  
 য়াপাদাতুং শক্যতে পশ্বাদিত্য ইব হৃদয়াদীনীত্যাপ এব  
 শ্রদ্ধাশব্দা ভবেয়ুঃ। শ্রদ্ধাশব্দশ্চাপ্নূপদ্যতে বৈদিকাৎ  
 প্রয়োগদর্শনাৎ ‘শ্রদ্ধা বা আপঃ’ ইতি। তনুত্বঞ্চ শ্রদ্ধাসারূপ্যং  
 ক্যতে। ম চাপ্যেবমোৎসর্গিকো কারণানুরূপতা কার্য্যন্ত যুজ্যতে। তস্মাদ্ভ-

শ্র ও অশ্র প্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। আপ্  
 কল পঞ্চমী আহতিতে কিপ্রকারে পুরুষশব্দবাচ্য হয়? শ্রুতি যদি এই  
 প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রথমাহতিস্থানে আপ্ নহে এমন কোন পদার্থ বলিয়া  
 থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই একপ্রকার প্রশ্ন ও অশ্র প্রকার প্রত্যুত্তর  
 হওয়ায় একবাক্যতা ভঙ্গ ও ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। শ্রুতি “আপ্ পঞ্চমী  
 আহতিতে পুরুষশব্দ-বাচ্য হয়” এইরূপে উপসংহার করিয়া শ্রদ্ধাশব্দের  
 অর্থার্থতাই দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাহতি হইতে সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে  
 সূত্রাং সে সকল শ্রদ্ধাজন্ত এবং স্থূল হইলে সে সকলে আপ্-বাহুল্যের  
 (জলীয়ভাগের আধিক্যে) লক্ষণা এবং তদনুসাবে শ্রদ্ধা-শব্দের গোণার্থ  
 আপ্। কার্য্যমাত্রেই কারণের অনুরূপ, কারণের বিরূপ নহে। (অভিপ্রায়  
 এই যে, জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধা আহতির অযোগ্য; সূত্রাং প্রোক্তস্থলে সে শ্রদ্ধার  
 গ্রহণ নহে)। [ন চ...ভবতি] শ্রদ্ধা-নামক জ্ঞান মনের অথবা জীবাত্মার  
 (ভ্রায়াদি মতে) ধর্ম্ম, তাহা কেহ মন হইতে অথবা আত্মা হইতে পশ্বাদি  
 হইতে মাংসোৎকর্ষনের ভ্রায় উৎকর্ষন করতঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে পারে  
 না; সে কারণেও বুঝা উচিত, ঐ শ্রদ্ধা-শব্দ জ্ঞানবিশেষ অর্থে প্রযোজিত  
 হয় নাই, আপ্ অর্থেই প্রযোজিত হইয়াছে। বেদেও আপ্ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের  
 প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“শ্রদ্ধাই আপ্।” শ্রদ্ধা স্বস্ম, দেহবীজ আপ্ ও  
 স্বস্ম, তদনুসারে (স্বস্মত্বগুণ লক্ষ্য করিয়া) শ্রদ্ধা-শব্দের আপ্-বোধকতা  
 সাধু বলিয়া গণ্য। সিংহপরাক্রম মনুষ্যে সিংহশব্দের প্রয়োগ যজ্ঞপ, শ্রদ্ধা-  
 সম স্বস্ম আপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগও তজ্ঞপ। অর্থাৎ উহা গোণ প্রয়োগ।

গচ্ছন্ত্যাপো দেহবীজভূতা ইত্যতঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ স্ত্যঃ। যথা  
সিংহপরাক্রমোনরঃ সিংহশব্দোভবতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বককৰ্ম্মসম-  
বায়াক্ষাপ্ত শ্রদ্ধাশব্দ উপপদ্যতে মঞ্চশব্দ ইব পুরুষেষু।  
শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তিঃ। ‘আপো হ্যস্মৈ শ্রদ্ধাং সং  
নমন্তে পুণ্যায় কৰ্ম্মণে’ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

অশ্রুতত্বাদিত্যে চেম্মেচ্চাদিকারিণাং

প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥\*

অথাপি স্মাৎ প্রপঞ্চপ্রতিবচনাভ্যামাপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ  
পঞ্চম্যামাহৃতৌ পুরুষাকারং প্রতিপদ্যেরন্ ন তু তৎসম্পরি-  
ষক্তা জীবা রংহেয়ুরশ্রুতত্বাৎ। ন হত্বাপামিব জীবানাং শ্রাব-  
য়িতা কশ্চিচ্ছন্দোহস্তি। তস্মাদ্রংহতি সম্পরিষক্ত ইত্যযুক্ত-

ক্যাহয়মপ্ত শ্রদ্ধাশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি। অত এবাহ শ্রুতিঃ “আপোহে”তি।

অস্বার্থঃ পূৰ্ব্বমেবোক্তঃ। অগ্নিহোত্রে ষট্শৃংক্রান্তিগতিপ্রতিষ্ঠাতৃপ্তিপূনরা-  
বৃত্তিলোকপ্রত্যাখ্যিষ্মিসমিদ্ধু মাচ্চিরদ্ধারবিস্কুলিঙ্গেষু প্রশ্নাঃ ষট্ তেষাং বঃ

[ শ্রদ্ধা...শ্রুতেঃ ] অপিচ, শ্রদ্ধাখ্য জ্ঞানের সহিত লৌকিক বৈদিক ক্রিয়ার  
হেতু-হেতুমৎ সম্বন্ধ আছে। সে কারণেও তদঙ্গীভূত আপকে শ্রদ্ধা-শব্দে  
উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন পুরুষকে মঞ্চ-শব্দে উল্লেখ করা যায় সেই  
রূপ। ( মঞ্চস্ত পুরুষই শব্দ করে, কিন্তু লোকে বলে, মঞ্চ শব্দ করিতেছে )।  
উল্লিখিত আপ্ শ্রদ্ধা-মূলক, সে কারণেও আপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগ।  
শ্রুতিও বলিয়াছেন, “আপ্ই পুণ্যকৰ্ম্মে যজ্ঞমানের শ্রদ্ধা জন্মায়।” ইত্যাদি।

আপ্ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন  
প্রতিবচন-শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হইলেও জীব যে আপ্বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর  
পাইবার জন্ত গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না। কেননা, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ  
শ্রুতিতে তাদৃশ অর্থের বোধক শব্দ নাই। যেমন আপ্বেোধক শব্দ আছে,  
তেমনি যদি জীববেোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্বারা জীবের  
আপের সহিত গতি বুঝা যাইত। কিন্তু তাহা নাই। যেহেতু নাই, সেই হেতু  
“জীব আগ্নিরিষক্ত হইয়া গমন করে” এ কথা অব্যক্ত। এই আপত্তির প্রত্যা-

\* অন্ত নামাংগাং গভিনঃ সঃ জীবোরংহত্যশ্রুতত্বাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে। অশ্রুতত্বাৎ  
শব্দেবোধিতত্বাৎ জীবো নাস্তিঃ সহ দেহান্তরপ্রতিপত্তয়ে রংহতীতি চেদ্রুচ্যতে তন্নোক্তাত্ম।

মতি চেৎ, নৈষ দোষঃ । কৃতঃ । ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ।  
 ‘অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দাতুমিত্যুপাসতে তে ধূমভি-  
 নন্তবন্তি’ ইত্যুপক্রম্যেষ্ঠাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন  
 পথা চন্দ্রপ্রাপ্তিং কথয়তি ‘আকাশাচ্চন্দ্রমসমেঘ সোমো রাজা  
 ইতি । ত এবাহাপি প্রতীয়ন্তে । ‘তস্মিন্মেতস্মিন্ময়ৌ দেবাঃ  
 শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্তা আহুতেঃ সোমো রাজা সন্তবতি, ইতি  
 ঋতিসামান্যাত্ । তেষাঞ্চাগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিকর্মাধানভূতা  
 দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ো দ্রবদ্রব্যভূয়স্বাত্ প্রত্যক্ষমেবাপঃ সন্তবন্তি, তা  
 আহবনীয়ে হতাঃ সূক্ষ্মা আহুতোহপূর্ব্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ঠ্যা-  
 দিকারিণ আশ্রয়ন্তি । তেষাঞ্চ শরীরং নৈধনেন বিধানেনাস্ত্যে-

সমাহারঃ যগ্নাং সা ষট্ প্রশ্নী । তস্যা নিরূপণং প্রতিবচনম্ । হৃত্রাস্তরমবতারয়িতুং

স্তর বা খণ্ডন এই যে, সে রূপ শব্দ না থাকা দোষ নহে । অর্থাৎ নিদর্শিত-  
 স্থলে সাংক্ষাৎ তদর্থের বোধক শব্দ না থাকিলেও “ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী জীব  
 চন্দ্রলোকে গমন করে” এই বাক্যের দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয় । [ অথ...  
 সামান্যাত্ ] “যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত দান করে এবং তদর্থ উপাসনা ( ধ্যান ) করে,  
 তাহারা প্রথমে ধূমে অভিসম্বৃত্ত অর্থাৎ ধূমপ্রাপ্ত হয় ।” এই শ্রুতি বলিতে-  
 ছেন, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী জীব ( যজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে দান ইষ্টে । তত্ত্বিন্ন দান—  
 বাপী কুপ তড়াগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি—পূর্ত্ত ) ধূমাদিক্রমে পিতৃযান পথে চন্দ্র  
 প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে । এ অর্থ “আকাশ হইতে চন্দ্রমা  
 প্রাপ্ত হয়, ইনি সোমরাজ” এতৎশ্রুতিতেও প্রতীত হইতেছে । “দেবতার  
 এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন, সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন  
 ( পরিপূর্ত্ত ) হন” এ শ্রুতিতেও সোমরাজ-শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা-শব্দ কথিত আপের  
 সহিত জীবের চন্দ্রলোকগতি প্রতীত হয় । [ তেষাঞ্চ...জুহোতীতি ] অগ্নি-

কৃতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ । প্রতীয়ন্তে ইষ্টাদিকারিণাং জীবানামন্তিঃ সহ গতিঃ শ্রদ্ধাহুতি-  
 বাক্যাত্ । বিবরণস্ত ভাষ্যে প্রষ্টব্যম্ ।—শ্রদ্ধাশব্দে আপ্ ও আপের পরিণাম পুরুষ, এতদ্ব্যতীত  
 বীকার করিলেও আপের সহিত জীবের গমন হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য । কারণ, ঐ তৎ অশ্রুত  
 অর্থাৎ শ্রুতিতে তদ্বোধক শব্দ নাই । যদি কেহ এক্ষণ বলেন, তবে তদ্ব্যতীত বলা যায়, তাহা  
 হে । অর্থাৎ সে কথা বলিবার উপায় নাই । কারণ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিপুণ্যকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি  
 অবলম্বনে পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে যায়, গমন করে, এই বাক্যে আপের সহিত জীবের গমন  
 প্রতীত হয় । ভাষ্য দেখ, বিশেষ বিবরণ পাইবে ।

হ্মারুত্তিজো জুহত্যহসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি । ততস্তাঃ  
 শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়িত্বা আহুতিময্য আপোহপূর্ব্বরূপাঃ  
 সত্যস্তানিষ্ঠাদিকারিণো জীবান্ পরিবেষ্ট্যাহমুং লোকং ফল-  
 দানায় নরন্তীতি যজ্ঞদ্র জুহোতিনাভিধীয়তে—শ্রদ্ধাং জুহো-  
 তীতি । তথাচাহ্মিহোত্রে যট্শ্রদ্ধানির্ব্বচনরূপেণ বাক্যশেষেণ  
 ‘তে বা এতে আহুতী হতে উৎক্রামতঃ’ ইত্যেবমাদিনাহগ্নি-  
 হোত্রাহুত্যাঃ ফলারন্তায় লোকান্তরপ্রাপ্তির্দশিতা । তস্মাদা-  
 হুতিময়ীভিরন্তিঃ সম্পরিষক্তা জীবা রংহন্তি স্বকর্ম্মফলোপ-  
 ভোগায়েতি শ্লিষ্যতে । কথং পুনরিদমিষ্ঠাদিকারিণাং স্বকর্ম্ম-

শব্দতে—“কথং পুন”রিতি । সোমং রাজানমাপ্যস্বাপক্ষীয়স্বেতি । এবমেতাং-

হোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মের সাধন ( উপকরণ ) দধি, হুঙ্ক ও  
 সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রববহুল । সুতরাং সে সকল আপ্ বলিয়া গণ্য ।  
 হোমকর্ম্মের দ্বারা সে সকল স্বক্ষতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাবপ্রাপ্ত হয় ।  
 হইয়া অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয় । অবশেষে তাহা যজ্ঞাদিকারীকে  
 আশ্রয় করে । পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণনিমিত্তক অন্ত্যেষ্টি-  
 বিধানে অন্ত্য অগ্নিতে ( শ্মশানাগ্নিতে ) হোম করে—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিক্ষেপ  
 করে । মন্ত্রের অর্থ এই—“এই যজ্ঞমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন” ।  
 অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-পূর্ব্বদেহানুষ্ঠিত-কর্ম্ম-সম্পর্কযুক্ত আহুতিময়ী স্বক্ষ  
 আপ্ অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে ( ভবিষ্যদেহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামের  
 শক্তিবিশেষরূপে ) পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অল্পরূপ ফলদানার্থ  
 ( পুনর্ভোগ প্রদানার্থ ) সেই সেই লোকে লইয়া যায় । অর্থাৎ তাহারই  
 শক্তিতে জীব পুনর্ভোগয়তন ( দেহ ) লাভ করে । এই তষ্টি “শ্রদ্ধাং  
 জুহোতি” এতদ্বাক্যে জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । [ তথাচা...শ্লিষ্যতে ]  
 অগ্নিহোত্র প্রকরণের শেষে ছয়টি প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য আছে, \*  
 সে বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে, যজ্ঞমানের ফলোৎপাদনার্থ অর্থাৎ ভবি-  
 ষ্যচ্ছোগার্থ তৎসঙ্গে সেই সেই স্বক্ষতা প্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাহুতিনিচর লোকান্তর  
 পর্য্যন্ত গমন করে । এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব আহুতিময়ী আপ্-  
 পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে । [ কথং...পঠতি ]

\* জনক বাস্তবাক্যে অগ্নিহোত্রাহুতি সম্বন্ধে ছয়টি প্রশ্ন করেন । তদবধা—তুমি কি  
 নায়কালের ও প্রাতঃকালের আহুতির উৎক্রান্তি, পতি, প্রতিষ্ঠা, ক্ষুণ্ণি, পুনরাগমন ও লোকে

লোপভোগায় রংহণং প্রতিজ্ঞায়তে, যাবতা তেষাং ধূম-  
ধতীকেন বর্জনা চন্দ্রমসমধিকৃতানামমভাবং দর্শয়তি “এষ  
দামো রাজা তদেবানামমং তদেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি। “তে  
চন্দ্রং প্রাপ্যামং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমা-  
প্যায়স্বাপক্ষীয়স্বৈত্যেবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি” ইতি চ সমান-  
বিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্। ন চ ব্যাঘ্রাদিভিরিব দেবৈর্ভক্ষ্যমাণানা-  
মুপভোগঃ সম্ভবতীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৬ ॥

ভান্তং বাহনাত্মবিত্তাং তথা হি দর্শয়তি ॥৭॥\*

ত্রে ভক্ষয়ন্তীতি ক্রিয়াসমভিহাষণাপ্যায়নাপক্ষয়ো যথা সোমস্য তথা ভক্ষয়ন্তি।  
নামময়ান্ লোকানিত্যর্থঃ। অত উত্তরং পঠতি—

শ্রী—ইষ্টাপূর্তাদিকারী অর্থাৎ পুণ্যকর্মকারী জীব স্বকৃতকর্মের ফলভোগার্থ  
প্রাপ্তিরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে ?  
ন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা ধূমাবলম্বনপূর্বক পিতৃদান পথে গমন  
রতঃ চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়—তাহারা দেবগণের অন্ন ( ভক্ষ্য ) হয়। যথা—“এই চন্দ্র  
জা, ইনি দেবতাদের অন্ন, দেবতারা ইহাকে ভক্ষণ করেন।” “যাহারা  
দ্রুপ্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রেব ন্যায় পুনঃ পুনঃ  
স্বাদন করতঃ ভক্ষণ করেন।” এ শ্রুতিও পূর্বশ্রুতির সহিত সমানার্থ।  
তএব, দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণ করে—ব্যাঘ্রাদির ন্যায় উদরস্থ করে,  
প্রকারে তাহাদের স্বকর্মফলভোগ হইবে ? ইহার প্রত্যুত্তর—

বিং ভোগয়ন্তেন উখান ( উৎপত্তি ) জান ? যাজ্ঞবল্ক্য ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দেন।  
যথা—সেই এই আত্মতত্ত্ব হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অস্থিরিক পথে ছালোকে  
ছালোকরূপ আহবনীয়কে প্রতিষ্ঠা করে,—ছালোককে পরিতৃপ্ত করে, পরে তাহা পুনরা-  
হয়, অনন্তর পৃথিবীতে পুরুষে ও স্ত্রীদেহে হত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে উদ্ভিত  
বিং উৎপন্ন বা পরিণত হয়।

\* তেবামমভবকথং ভান্তং ন তু চর্যগনিগরগাভাং মুখাম্। হি যতঃ শ্রুতিরপানাস্তবিদ্যা-  
গমনাস্তবিত্তাদেব তথা দর্শয়তি পশুবদেবভোগাতাং ধাপয়তি ন তু চর্যগীয়ভাবমিতি  
র্থঃ।—চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুণ্যকর্মকারী জীব দেবতার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, এ কথা মুখ্য নহে,  
য ভান্ত অর্থাৎ উপচারিক। কেননা, তাহারা অনাস্তবিত্ত—পঞ্চাগ্রিবিদ্যা বিদিত নহে।  
হতু তাহারা পঞ্চাগ্রিবিদ্যা বিদিত নহে, সেই হেতু শ্রুতি তাহাদিগকে পশুর ন্যায় দেবভোগ্য  
লয়াছেন। দেবতারা পশু চর্যগ করেন না, তাহাদের দ্বারা তৃপ্তিমান্ন আহরণ করেন।



কৰ্মজনিতফলোপভোগকর্তা হৃদিকারী ন পুনরুপভোগ্যঃ। তস্মাচ্ছাস্ত্রসা-  
লোকানুপগতানাং দেবাদিতিক্ষ্যহে স্বৰ্গকামো যজ্ঞেতেতি যাগভাবনায়াঃ কৰ্ত্র-

বা-শব্দের প্রয়োগে প্রদত্ত দোষের নিষেধ দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ অল্পত্ব-কথন মুখ্য নহে ; কিন্তু তান্ত্র অর্থাৎ ঔপচারিক। ঐ অল্পত্ব মুখ্য হইলে অর্থাৎ চর্যগপূর্বক নিগরণীয় রূপ হইলে (গেলা বা গলাধঃকরণ করা হইলে), “অধিকারী স্বর্গ-কামনা যাগ করিবেক” ইত্যাদি শ্রুতি নিরুদ্ধ হয়। লোকসকল স্মৃতিভোগের লোভেই যাগপ্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গিয়া যদি স্মৃতির পরিবর্তে দেবতার ভক্ষ্য হইতে হয়, তাহা হইলে লোকে কিজন্ত ক্রোধের যজ্ঞাদি করিবে? করিবেক না। না করিলেই ঐ ঐ শাস্ত্রের নিরোধ বা আনর্থক্য হইল। অতএব, শাস্ত্র-সার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবেক, মানিতে হইবেক, ঐ অল্প-শব্দ গোণ, মুখ্য নহে। যেমন ভক্ষ্য-দ্রব্য সকল ভোগের সাধন (উপকরণ), তেমনি, চন্দ্রলোকগত জীবেরা দেবগণের ভোগের সাধন (উপকরণ)। শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত জীবদিগকে দেবগণের অল্প বলিয়াছেন। শত শত স্থানে ভোগোপকরণের বিধায় অনল্প পদার্থে অল্পশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রাজ-গণের অল্প বৈশ্য এবং বৈশ্যের অল্প পশু, ইত্যাদি। (বৈশ্যেরা রাজাদিগের ভোগের উপায়, সে বিধায় তাহারা রাজাদিগের অল্প অর্থাৎ ভোগের জিনিষ।) [তন্মা-বারয়তি] অতএব, ইহ-লোকে মহুয্যেরা যেমন বাহিত্রী, পুত্র

চৰ্ৰ্ণাদিব্যাপারং বারয়তি । তেষাঞ্চৈচ্ছাদিকারিণাং দেবান্  
প্রতি গুণভাবোপগতানামপ্যুপভোগ উপপদ্যতে রাজোপ-  
জ্জীবিনামিব পরিজনানাম্। অনাত্মবিত্তাচ্ছৈচ্ছাদিকারিণাং  
দেবোপভোগ্যতাব উপপদ্যতে । তথা হি শ্রুতিরনাত্মবিদাং  
দেবোপভোগ্যতাং দর্শয়তি—“অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে-  
হন্যোহন্যাবন্যোহন্যস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবা-  
নাম” ইতি । স চান্মিন্নপি লোক ইচ্ছাদিভিঃ কল্পভিঃ প্রীণ-  
য়ন্ পশুবদেবানামুপকরোত্যম্মিন্নপি লোকে তদুপজ্জীবী  
তদাদিকং ফলমুপভুঞ্জানঃ পশুবদেব দেবানামুপকরোতীতি

পেক্ষিতোপায়তাকপবিশিষ্টতিবিবোধাদল্পশব্দোভোক্তৃণামেব সত্যং দেবোপজ্জী-  
বিতামাত্রোণ ভোক্তৃণময়িতব্যো ন তু চৰ্ৰ্ণনিগরণাভ্যাং মুখ্য ইতি । অত্রৈবার্থে

ও মিত্রাদি লইয়া সুখে বিহার কবে, সেই সেই জীপুত্রাদি যেমন সেই বিহর্তা  
পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি, দেবতাবাও ইষ্টাপুত্রাদি পুণ্যকৰ্ম্মকাৰী  
সেই সেই জীবদিককে লইয়া সুখে বিহার করেন, তদনুসারে তাঁহারা দেব-  
গণের ভোগের সাধন,—অন্নৈব ত্রায় উপকরণ,—সুতরাং অন্ন । প্রোক্তস্থলে  
ঐরূপ অন্নই অভিপ্রেত, এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্ন-শ্রুতির তাৎপর্য্য । যে ভক্ষণ  
চৰ্ৰ্ণ ও নিগরণ ( গিলিয়া ফেলা ) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নিদর্শিতস্থলে সে ভক্ষণ  
নহে । মনুষ্য মোদক চৰ্ৰ্ণ করে, চৰ্ৰ্ণ করিয়া নিগরণ ( গলাধঃকরণ ) করে,  
তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে । কিন্তু দেবতাবা চন্দ্রলোকগত জীবকে  
সেক্ষেপে ভক্ষণ করেন না । সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদির ত্রায়  
অন্ন নহেন । “দেবতারা গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা  
সেই সেই অমৃত ( সুখসাধন ) দেখিয়াই তৃপ্ত হন ।” এ শ্রুতিও দেবগণের  
চৰ্ৰ্ণাদি ব্যাপার নাই বলিয়াছেন । [ তেবাং...গম্যতে ] যেমন রাজোপজ্জীবী  
পরিজনগণের সুখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি, দেবানুগামী ইষ্টাদি-  
কাৰী জীবেরও স্বকৰ্ম্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয় । ইষ্টাদিকারীরা কৰ্ম্মী,  
তাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই জ্ঞতাঁহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগো-  
পকরণ । শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়াছেন । যথা—“যে  
উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা কবে, আমি এই ও ইনি আমার  
উপাস্ত, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানেনা অর্থাৎ সে  
অনাত্মজ্ঞ । যজ্ঞপ পশু ; সেও দেবগণের নিকট তজ্জপ ।” সে এ লোকে যাপ

গম্যতে । অনাস্মবিদ্যাং তথা হি দর্শয়তি ইত্যন্তা ব্যাখ্যা ।  
 অনাস্মবিদো হ্যেতে কেবলকর্ষণ ইচ্ছাদিকারিণো ন জ্ঞান-  
 কৰ্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনঃ । পঞ্চাশ্চবিদ্যামিহাস্মবিদ্যেতু্যপচরন্তি  
 প্রকরণাং । পঞ্চাশ্চবিদ্যাবিহীনহ্যচ্ছেদমিচ্ছাদিকারিণাং গুণ-  
 বাদেনোন্নতমুদ্রাব্যতে পঞ্চাশ্চবিদ্যাপ্রশংসায়ৈ । পঞ্চাশ্চবিদ্যা  
 ইহ বিধিসিতা বাক্যতাংপর্য্যাবগমাং । তথা হি শ্রুতাস্তরং  
 চন্দ্রমণ্ডলে ভোগসম্ভাবং দর্শয়তি ‘স সোমলোকে বিভূতি-  
 মনুভূয় পুনরাবর্ততে’ ইতি । তথান্যদপি শ্রুতাস্তরং ‘অথ যে  
 শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একঃ কৰ্ম্মদেবানামা-  
 নন্দো যে কৰ্ম্মণা দেবত্বমভিসম্প্রয়ন্তে’ ইতি ইচ্ছাদিকারিণাং

শ্রুতাস্তরং সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ—‘তথা হি দর্শয়তি’ শ্রুতিরনাস্মবিদ্যামনাস্মবিদ্যাদেব  
 পশুত্বদেবোপভোগ্যতাং ন তু চর্য্যনীয়ত্বাৎ । যথা হি বলীবদাদয়ো ভুঞ্জান  
 অপি স্বকলং স্বামিনোহনাদিবহনেনোপকুর্য্যণা ভোগ্যা এবং পরমতত্ত্বমবিদ্বাংস  
 ইষ্টাদিকারিণ ইহ দধিপয়ঃপূর্বোডাশাদিনাঃস্মৃষ্টিং লোকে পরিচারকতয়া  
 দেবানামুপভোগ্যা ইতি শ্রুতার্থঃ । অথ বা ‘অনাস্মবিদ্যাত্তথা হি দর্শয়তীত্য-  
 ত্তাহ্যন্তা ব্যাখ্যা’ । আত্মবিং পঞ্চাশ্চবিদ্যাবিং । ন আত্মবিং অনাস্মবিং ।  
 যো হি পঞ্চাশ্চবিদ্যাং ন বেদ তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি নিন্দ্যাতে পঞ্চাশ্চবিদ্যাং  
 স্তোতুং তন্তা এব প্রকৃতত্বাৎ । তদনেনোপচারস্ত প্রয়োজনমুক্তম্ । উপচার-  
 নিমিত্তানন্তপপত্তিমাহ—‘তথা হি’ “দর্শয়তি” । শ্রুতির্ভোক্তৃত্বম্ । “স সোম-  
 লোকে বিভূতিমনুভূয়ে”তি । শেষমতিবোহিতার্থম্ ।

বজ্রাদি কন্মের দ্বারা দেবগণের সম্ভাব্য উৎপাদন করতঃ পশুর আয় উপকার  
 করে, এবং পরোপকারেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালন  
 পূর্বক স্বোপাঞ্জিত কৰ্ম্মের ফলভোগ ও পশুর আয় দেবোপকার করিতে  
 থাকে । [ অনাস্ম ঠায়িনঃ ] অত প্রকাব ব্যাপ্যা এই যে, ইষ্টাদিকৰ্ম্মকারীরা  
 কেবল কৰ্ম্মী, আত্মবিং নহে । অর্থাৎ জ্ঞান ও কৰ্ম্ম, উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে ।  
 [ পঞ্চাশ্চ দর্শয়তি ] অনাস্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে আত্মজ্ঞ  
 বা আত্মবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অমুসারে তাহা পঞ্চাশ্চবিদ্যাতে  
 পর্য্যবসিত । অর্থাৎ পঞ্চাশ্চবিদ্যাই উপচার ক্রমে আত্মবিদ্যা-শব্দে কথিত  
 হইয়াছে । ইষ্টাদিকারীরা পঞ্চাশ্চবিদ্যা-বিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাশ্চ  
 উপাসনায় অনভিজ্ঞ বলিয়া পঞ্চাশ্চবিদ্যাব প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের

দেবৈঃ সম্বসতাং ভোগপ্রাপ্তিং দর্শয়তি । এবং ভাক্তত্বাদম-  
ভাববচনশ্চেষ্টাদিকারিণো জীবা রংহন্তীতি প্রতীয়ন্তে । তস্মা-  
দ্রংহতি সম্পরিষক্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্ ॥ ৭ ॥

কৃতাত্ম্যেহুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং

যথৈতমনেবঞ্চ ॥ ৮ ॥\*

ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা বর্ত্তনা চন্দ্রমণ্ডলমধিরূঢ়াণাং

নিদানার্থ ইষ্টাদিকর্ষকারাদিগকে দেবগণেব অন্ন বলা হইয়াছে । প্রোক্ত  
বাক্যের যে রূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাশিবিদ্যাই ঐ প্রকরণের  
বিধিৎসিত । চন্দ্রমণ্ডলে যে ভোগ আছে তাহা ঐত্যন্তরেও প্রদর্শিত হইয়াছে ।  
যথা—“সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য অমুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত  
হয় ।” এ কথা অল্প শ্রুতিতেও আছে । যথা—“পিতৃলোকজয়ীব যে আনন্দ,  
কর্ম্মদেবদিগের সেই আনন্দ । যাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবদ্ব লাভ করে,  
তাহারা কর্ম্মদেব ।” এ শ্রুতিতেও ইষ্টাদিকর্ষকারী দেবগণের সহিত বসতি ও  
বৃত্তভোগ শ্রুত হইতেছে । [ এবং...যুক্তমেবোক্তম্ ] অতএব, শ্রুতি যে বলিয়া-  
ছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া দেবগণের অন্ন হয়, প্রদর্শিত কারণে  
তাহা মুখ্য নহে ; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ । যেহেতু গৌণ, সেই হেতু  
হত্বকারের “বংহতি সম্পরিষক্তঃ” এ কথা যুক্তিযুক্ত ।

ইষ্টাপূষ্ঠাদিকর্ষকারী ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে আনোহণ করে—আবার  
ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতিকর্ষক কথিত হইয়াছে । যথা—“যাবৎ

\* ইদানীমাগতিঃ নিরূপয়তি । কৃতস্ত অশ্রুতিস্ত ইষ্টাদেঃ কর্ষণঃ অতঃ প্রোক্তো ভোগেনোপক্ষয়ে  
শ্রুতি, অশ্রুতবান্ ভুক্ত্যবশিষ্টকর্ষণা সহিতচন্দ্রলোকাদিমং লোকমবরোহতাগচ্ছতি পুনর্কর্ম্ম-  
শ্রুতিপদ্যত ইত্যর্থঃ । কৃত এতজ্জজ্ঞায়তে ? তত্রাহ দৃষ্টেতি । শ্রুতিশ্রুতিভানিভার্থঃ । কেন  
পথাবরোহতীত্যপেক্ষ্যামাহ যথৈতি । যথেষৎ যথাগতং যেন মার্গেণ গতবান্ তেনৈব মার্গেণ  
অন্যেবক তদ্বিপর্ধ্যায় চ । বিপর্ধ্যায়োহধিকোহব্রাদিঃ ।—যাহারা এই লোকে ইষ্টাদিকর্ষের  
দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে চন্দ্রলোকে গিয়াছে তাহারা সে স্থানে নিরন্তর কর্ম্মমুগ্ধপ  
হংসভোগ করিতে থাকে । ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হয় । পুণ্যক্ষয় হইলে সে আর  
স্থানে থাকিতে পারে না । কিছু শেষ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনর্বার এতলোকে আগমন  
করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে । এ তথা শ্রুতি ও শ্রুতি উভয় প্রমাণে প্রমিত । তাহারা যে পথে  
ও যে ক্রমে চন্দ্রারোহণ করিয়াছিল অবতরণকালে সেই পথে ও সেই ক্রমে পৃথিবীতে আগমন  
করে । শ্রুতিতে আরোহণ পথের বৈশিষ্ট্য ক্রমে বর্ণিত আছে, অবরোহণ পথের ক্রমে তদপেক্ষা  
কিছু অধিক পদার্থ কথিত হইয়াছে । সে অধিক অব্র অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি একটী ।

ভুক্তভোগানাং ততঃ প্রত্যবরোহ আশ্রায়তে 'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুখিত্বাহতমেবাধ্যানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেষ্টম্' ইত্যাবৃত্ত্য যাবৎ 'রমণীয়চরণা ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপদ্যন্তে কপুষচরণাঃ স্বাদিযোনিম্' ইতি । তত্রৈদং বিচার্যতে । কিং নিরনুশয়া ভুক্ত-  
কৃৎস্নকর্মাণোহবরোহন্ত্যাহোম্মিৎ সানুশয়া ইতি । কিন্তুাবৎ  
প্রাপ্তম্ । নিরনুশয়া ইতি । কুতঃ । যাবৎসম্পাতমিতি বিশে-  
ষণং । সম্পাতশব্দেনাত্র কর্মানয় উচ্যতে সম্পতন্ত্যনেনা-  
শ্রাল্লোকাদমুং লোকং ফলোপভোগায়তি । যাবৎসম্পাতমুখি-  
ত্বেনৈতৎ চ কৃৎস্নস্ত তস্মৈ তত্রৈব ভুক্ততাং দর্শয়তি । 'তেষাং  
যদা তৎপর্যাবতি' ইতি চ শ্রুত্যন্তরেণৈব এবার্থঃ প্রদর্শ্যতে ।  
স্বাদেতৎ । যাবদমুখিল্লোকে উপভোক্তব্যং কৰ্ম্যং তাবদুপ-

---

“যাবৎ সম্পাতমুখিত্বেন” ইতি । যাবদুপবন্ধাৎ যৎকিঞ্চিৎ করোত্যয়মিতি চ  
যৎকিঞ্চিৎ কৰ্ম্যং কৃতং তস্মাস্তং প্রাপ্যতি শ্রবণাৎ । প্রায়শ্চ চৈকপ্রঘট্টকেন  
সকলকর্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ । ন খর্বভিব্যক্তিনিমিত্তস্ত সাধারণ্যেহভিব্যক্তি-  
নিয়-  
মোযুক্তঃ । ফলদানান্তিমুখীকরণকাভিব্যক্তিঃ । তস্মাৎ সমস্তমেব কৰ্মফলমুপ-  
ভোজিতবৎ স্বফলবিরোধি চ কৰ্ম্যং । তস্মাচ্ছ্রুতরূপপদেষ্ট নিরনুশয়ানামেব

---

কৰ্ম্যং তাবৎ সেই চক্রলোকে বাস করে ; পরে, যথাগত পথে এতলোকে পুন-  
রাগত হয় । রমণীয়াচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ও পাপাচারীরা কুকুরাদি  
যোনিতে—” ইত্যাদি । [ তত্রৈদং... প্রদর্শ্যতে ] এ বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত  
হইতেছে যে, তাহারা নিঃশেষিতরূপে কৰ্মফলভোগ করিয়া অবতরণ করে ?  
কি কিছু শেষ থাকিতে অবতরণ করে ? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিরনুশয়  
হইলে অর্থাৎ সন্ধিতাদৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে । কেননা, ঐ  
স্থানে যাবৎ সম্পাতং—সম্পতন পর্যন্ত চক্রলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি  
আছে । যাহার দ্বারা ফলভোগার্থ পরলোকে সম্যক্ পরিপতিত হয়, গমন  
করে, এইরূপ পতিতে সম্পাতশব্দে কর্মানয়, স্তত্রৈদং যাবৎসম্পাতং—শ্রুতি  
সেখানে সমুদায় কৰ্মের ফলভোগ বলিয়াছেন । “যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকৰ্ম-  
কারীদিগের কৰ্ম্য ( পুণ্য ) পরিক্রীণ হয়—তখন তাহারা পুনর্বার এই লোকে  
আইসে ।” এ শ্রুতিও ঐ অর্থ দেখাইয়াছেন—বলিয়াছেন । [ স্বাদেতৎ...দর্শ-  
য়তি ] যে পরিমাণ কৰ্ম্য সেই লোকের উপভোগপ্রদানে শক্ত—সেখানে সেই

ভুঙ্ত ইতি কল্পয়িষ্যমীতি নৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে যৎ-  
কিঞ্চৈত্যন্ত্র পরামর্শাৎ। ‘প্রাপ্যাস্তু কৰ্ম্মণস্তন্ত্ৰ যৎকিঞ্চৈহ  
করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কৰ্ম্মণে’  
ইত্যপ্যপরা ত্রুতিৰ্যৎকিঞ্চৈত্যবিশেষপরামর্শেন কৃৎসন্ত্ৰেহ-  
কৃতন্ত্ৰ কৰ্ম্মণস্তন্ত্ৰ ক্ষয়িততাং দর্শয়তি। অপি চ প্রায়ণমনা-  
রক্ষফলন্ত্ৰ কৰ্ম্মণোহভিব্যঞ্জকম্। প্রাক্ প্রায়ণাদারক্ষফলেন  
কৰ্ম্মণা প্রতিবন্ধস্তাভিব্যক্ত্যনুপপত্তেঃ। তচ্চাবিশেষাৎ যাবৎ  
কিঞ্চিদনারক্ষফলং তন্ত্ৰ সৰ্ব্বস্তাভিব্যঞ্জকম্। ন হি সাধারণে  
নিমিত্তে নৈমিত্তিকমসাধারণং ভবিতুমহঁতি। ন হ্যবিশিষ্টে

চরণাণাচাবদবরোহো ন কৰ্ম্মণঃ। আচারকৰ্ম্মণী চ শ্রুতে: প্রসিদ্ধভেদে। যথা-  
কারী যথাকারী তথা ভবতীতি। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যাচারমেব  
যোনিনিমিত্তমুপদিশতি ন তু কৰ্ম্মবতাং বা কৰ্ম্মশীলে য়ে অপ্যবিশেষণামু-  
শয়ন্তপাপি যদ্যপ্যয়মিষ্টাপ্তকারী স্বয়ং নিরমুশয়োভুক্তভোগস্বাত্থাপি পিত্রা-  
দিগতাহুশবশাভিধিপাকান্ জাত্যায়ুর্ভোগাংশ্চলোকাদবরুহানুভবিষ্যতি।  
স্বর্যতে হন্তন্ত্ৰ মুকুতহুতাত্যামন্ত্ৰ তৎসম্বন্ধিনস্তৎফলভাগিতা—‘পতত্যর্ধ-  
শরীরেণ যন্ত্ৰ ভাৰ্য্যা সুরাং পিবেৎ’ ইত্যাদি। তথা শ্রাদ্ধবৈখানরীরেষ্ঠ্যাদেঃ  
পিতাপুত্রাদিগামিফলশ্রুতিঃ। তস্মাদযাবৎ সম্প্রতিমিত্যপক্রমাহুরোধাৎ যৎ-  
কিঞ্চৈহ করোতীতি চ শ্রুতাস্তরাহুসারাদ্রমণীয়চরণৎ সৰ্ব্বদ্বাস্তরগতমিষ্টাপ্ত-  
কারিণি ভাক্তং গময়িতব্যম্। তথা চ নিরমুশয়ানামেব ভুক্তভোগানামবরোহ

পরিমাণ কৰ্ম্মের ফলভোগ হয়, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। কারণ যে, অত্র  
শ্রুতিতে যৎকিঞ্চিং—যে কিছু—এইরূপ বিশেষণ আছে। যথা—‘জীব ইহ-  
লোকে যে-কিছু কৰ্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অন্ত অর্থাৎ নাশ হইলে  
পুনঃ কৰ্ম্ম করিবার জন্য ইহলোকে আগমন করে।’ এই শ্রুতি নির্দেশরূপে  
যৎকিঞ্চিং—যে-কিছু—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন,  
জানাইয়াছেন, এতলোককৃত সমস্ত কৰ্ম্মই চন্দ্রলোকে ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত  
হয়। [অপিচ...পদ্যতে] অত্র হেতু এই যে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্তাস্তর এই  
যে, মরণ যাবস্ত অনারক্ষফল কৰ্ম্মের অভিব্যঞ্জক। যে সকল কৰ্ম্ম ফলদানে উন্মূখ  
হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, মরণ উপলক্ষ্যে সে সকল ফলদানে উন্মূখ  
বা উন্মূখ হয়। অতএব, মরণের পূর্বে অনারক্ষফল কৰ্ম্ম সকল আরক্ষফলকৰ্ম্মে  
প্রতিবন্ধ থাকায় তৎকালে (মরণের পূর্বে) সে সকলের অভিব্যক্তি হওয়া

প্রদীপসন্নিধৌ ঘটোহভিব্যজ্যতে ন পট ইত্যুপপদ্যতে।  
তস্মান্নিরমুশয়া অবরোহস্তীত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।—কৃত-  
ত্যয়েহ্নুশয়বানিতি। যেন কর্মবৃন্দেন চন্দ্রমসমারূঢ়াঃ  
ফলোপভোগায় তস্মিন্মুপভোগেন ক্ষয়িতে তেবাং যদশ্ময়ং  
শরীরং চন্দ্রমশ্ময়পভোগায়ারূঢ়ং তদুপভোগক্ষয়দর্শনজশোকায়ি-  
সম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে সবিত্তিকিরণসম্পর্কাদিব হিমকরকে

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। যেন কর্মকলাপেন ফলমুপভোজিতং তস্মিন্মতীতেহপি  
সামুশয়া এব চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহস্তি। কৃতঃ। দৃষ্টমুত্তিভ্যাম্। প্রত্যক্ষদৃষ্টা শ্রুতি-  
দৃষ্টশব্দবাচ্যা। স্মৃতিশোপভুক্তা। অথ বা দৃষ্টশব্দেনোচ্চাবচরুপোভোগ উচ্যতে।  
অয়মভিসন্ধিঃ—কপুয়চরণা রমণীয়চরণা ইত্যবরোহতামেতদ্বিশেষণম্। ন চ  
সতি মুখ্যার্থসম্ভবে সম্বন্ধিমাৎরেণোপচরিতার্থত্বং জ্ঞায়াম্। ন চোপক্রমবিরোধা-  
চ্ছ্রুতান্তরবিরোধাত মুখ্যার্থাসম্ভব ইতি সাম্প্রতম্। দত্তকলেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্যাপেক্ষ-  
য়াহপি যাবৎ পদস্ত যৎ কিঞ্চিৎ পদস্ত চোপপত্তেঃ। ন হি যাবজ্জীবময়িহোত্রং  
জুহুয়াদিতি যাবজ্জীবমাহারবিহারাদিসময়েহপি হোমং বিধত্তে। নাপি মধ্যা-  
হ্নাদাবপি তু সায়াংপ্রাতঃকালাপেক্ষয়া। সায়াংপ্রাতঃকালবিধানসামর্থ্যাৎ কালস্ত  
চাতুর্পাদেয়তয়াহনস্তাপি নিমিত্তাহুপ্রবেশান্তত্বেবমিতি চেৎ, ন, ইহাপি  
রমণীয়চরণা ইত্যাদের্ম্মুখ্যার্থাহুরোধাত্তদুপপত্তেঃ। তৎ কিমিদানীমুপসংহার-

অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। যখন কোন বিশেষাভিধান নাই, তখন ইহাই বুঝিতে  
হইবে যে, যে-কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত (অনারূঢ়কল) কর্ম থাকে—মরণ সে  
সমুদায়কে অভিযুক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ করায়। নিমিত্ত বা কারণ সাধা-  
রণ; নৈমিত্তিক বা কার্য্য অসাধারণ, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভব হয় না।  
দীপের নৈকট্যাদি সম্বন্ধের কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই অথচ ঘট অভিযুক্ত  
হয় ও পট অভিযুক্ত হয় না, এ বিষয় বা এ কথা সর্ব্বথা অল্পপন্ন।  
[তস্মান্নিরমুশয়া...বানিতি] এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রলোকস্থ জীব  
অল্পশয়শূণ্য হইয়া (নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া) এতলোকে আগমন  
করে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা যাইতেছে, জীব কৃতকর্ম্মের বিনাশ হইলে  
সামুশয় হইয়া অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মশেষ সহ এতলোকে অবতরণ করে,  
নিরমুশয় হইয়া নহে। [যেন...রোহস্তি] পুণ্যকর্ম্মা জীব যে পুণ্যকর্ম্মে চন্দ্র-  
লোকগামী হইয়াছিল, সে কর্ম্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত  
হইলে, ভোপের নিমিত্ত সে স্থানে তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল সে  
শরীর তখন ভোগক্ষয় দর্শনোৎপন্ন শোকায়ির দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—

হতভুগক্তিঃসম্পর্কাদিব চ স্নতকাঠিন্তম্ । ততঃ কৃতাত্যয়ে  
কৃতশ্চেষ্ঠাদেঃ কর্মণঃ ফলোপভোগেনোপক্ষয়ে সতি সানুশয়া  
এবেমমবরোহস্তি । কেন হেতুনা । দৃষ্টস্মৃতিভ্যামিত্যাহ । তথা  
ই প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ সানুশয়ানামবরোহং দর্শয়তি ‘তদ্ য ইহ  
রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন  
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা । অথ য  
ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন  
ধযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা’ ইতি ।  
চরণশব্দেনাত্রাহনুশয়ঃ সূচ্যত ইতি বর্ণয়িষ্যতে । দৃষ্টশ্চায়ং

রোধেনোপক্রমঃ সঙ্কোচয়িতব্যঃ । নেতৃত্বাচ্যতে । ন হ্যসাবুপসংহারানমুরোধে-  
প্যসঙ্কুচত্ব্তিরূপপত্তমর্থিতি । ন হি যাবন্তঃ সম্প্রাতা যাবতাং বা পুসাং সম্প্রা-  
ন্তে সর্বে তত্রেষ্টাদিকারিণা ভোগেন ক্ষয়ং নীয়ন্তে । পুরুষান্তরাশ্রয়াণাং  
ক্ষয়শয়ানাং তত্ত্বোগেন ক্ষয়েহতিপ্রসঙ্গাৎ । চিরোপভুক্তানাঞ্চ কর্ম্মশয়ানাম-  
তাং চক্ষ্মণলোপভোগেনানপনয়নাং । তথা চ স্বয়ং সঙ্কুচস্তী যাবচ্ছুক্তিরূপ-  
হাবানুরোধপ্রাপ্তমপি সঙ্কোচনমহুমত্ততে । এতেন যৎ কিঞ্চিৎ করোতী-  
পি ব্যাখ্যাতম্ । অপি চেষ্টাপূর্ত্তকারীহ জন্মনি কেবলং ন তন্মাত্রমকার্ষীৎ ।  
পি তু গোদোহনেনাপঃ প্রণয়ন্ পশুফলমপ্যপূর্ত্তং সমচেষীৎ । এবমহ-

য়প্রাপ্ত ইহিতে থাকে । যেমন সূর্য্যাকিরণ-স্পর্শে হিমসজ্জাত ও করকা  
বীভূত হয়, অগ্নিশিখাসম্পর্কে স্নতকাঠিন্ত বিগলিত হয়, তেমনি, ভোগনাশ  
নিজ শোকাগ্নির দ্বারা চক্ষ্মলোকবাসী ক্ষীণকর্মা জীবের জলময় শরীর  
বীভূত হয় । অনন্তর ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর কর্ম্মবল ( পুণ্য ) ভোগ দ্বারা ক্ষয়  
ওয়ার সানুশয় অর্থাৎ অভুক্ত কর্ম্মশেষ থাকা অবস্থায় তাহারা এতল্লোকে  
নরাগত হয় । [ কেন...হুচয়তি ] এ সিদ্ধান্তের হেতু প্রত্যক্ষ ও অহুমান  
র্থ্যং শ্রুতি ও স্মৃতি । শ্রুতিই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সানুশয় ( কর্ম্মশেষযুক্ত )  
বের অবরোহণ বলিতেছে । যথা—“অবতরণকারী জীবের মধ্যে যাহারা  
কর্মে এই কর্ম্মভূমিতে রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যকর্মা ছিল, তাহারা রমণীয়  
নি প্রাপ্ত হয় । ব্রাহ্মণ-যোনিতে, ক্ষত্র-যোনিতে অথবা বৈশ্য-যোনিতে  
প্রবেশ করে । যাহারা পাপাচারী ছিল তাহারা পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয় ।  
কুকুর-যোনিতে না হয় শূকর-যোনিতে অথবা চাণ্ডাল-যোনিতে উদ্ভূত  
।” শ্রুতিতে যে চরণ-শব্দে আছে, তাহার দ্বারা অনুশয়ের স্ফুটনা অর্থাৎ



জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যচ্চাবচরূপ উপভোগঃ প্রবিতজ্যমান আক-  
স্মিকত্বাসম্ভবাদনুশয়সম্ভাবং সূচয়তি । অভ্যুদয়প্রত্যবায়য়োঃ  
স্কৃততদুৎকৃতহেতুত্বস্ত্য সামান্যতঃ শাস্ত্রোপগমিতত্বাৎ । স্মৃতি-  
রপি বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রত্যেককৰ্ম্মফলমনুভূয়  
ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিন্ধস্থ-  
মেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইতি সানুশয়ানামেবাবরোহং দর্শ-  
য়তি । কঃ পুনরনুশয়ো নামেতি । কেচিৎপ্রবাদাহুঃ স্বর্গার্থস্ত

নিশ্চয় বাস্তবঃশরীরচেষ্টাভিঃ পুণ্যাপুণ্যমিহামুদ্রোপভোগ্যং সঙ্কিতবতোন মর্ত্য-  
লোকাদিভোগ্যং চন্দ্রলোকোপভোগ্যং ভবিতুমর্হতি । ন চ স্বফলবিরোধিনো-  
হনুশয়স্ত ঋতে প্রায়শ্চিত্তাদায়জ্ঞানাদ্বাহদত্তফলস্ত ধ্বংসঃ সম্ভবতি । তস্মাত্তেনা-  
নুশয়েনায়মনুশয়বান্ পরাবর্তত ইতি স্পষ্টম্ । ন চৈকভবিকঃ কৰ্ম্মাশয় ইত্যগ্রে  
তাস্যরুদ্ধক্যতি । অগ্রে তু সকলকৰ্ম্মফলে পরাবৃত্তিশঙ্কা নিকর্ষীভেতি মন্ত্যমানা  
অন্যাধিকরণং বর্ণয়াঞ্চকুরিত্যাহ—“কেচিৎপ্রবাদাহুঃ”রिति । অনুশয়োহত্র দত্ত-

অনুমান করিতে হইবে, সূত্রকার ইহা বলিবেন । জন্মের দ্বারাই প্রাণিগণের  
উচ্চাবচ ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণক  
নহে । আকস্মিক কোন কিছু হওয়া অসম্ভব । সেইজন্তই উচ্চাবচ বা বিচিত্র  
ভোগের কারণস্বরূপ অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত ( অনুমিত ) হয় । ( মনুষ্য জন্মে  
একরূপ ভোগ, পশু জন্মে অন্तरরূপ ভোগ, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মে এক-  
প্রকার ভোগ, ক্ষত্রিয় জন্মে অন্तरপ্রকার ভোগ,—এ সকল বিভাগের বা তার-  
তম্যের মূলে যে কারণ আছে, সে কারণ অন্तर-কিছু নহে, কৰ্ম্মাশয়ই তাহার  
কারণ, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে ) । [ অভ্যুদয়...দর্শয়তি ] অভ্যুদয়ের  
ও প্রত্যবায়ের অর্থাৎ মঙ্গলের ও অমঙ্গলের ( অথবা সুখের ও দুঃখের )  
জনক হেতু স্কৃত ও দুৎকৃত, শাস্ত্র তাহা সামান্যাকারে বলিয়াছেন, বিশেষ  
করিয়া বলেন নাই । অর্থাৎ অমুক স্কৃতে অমুক স্তূথ—অমুকপ্রকার অভ্যুদয়,  
এরূপ অক্লিনির্দেশস্থায় অবলম্বন করিয়া বলেন নাই । স্মৃতিও বলিয়াছেন,  
স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচার্যাদি আশ্রমী, সকলেই স্ব স্ব কৰ্ম্মের  
ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মলেশের সামর্থ্যে বিশিষ্ট দেশে, জাতিতে  
ও কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়ু, অপাপ-জীবন, পণ্ডিত বা মেধাবী,  
সদাচারী, ধনী ও বুদ্ধিমান্ হয় । স্মৃতি এইরূপ বলিয়া ইহাই দেখাইয়া-  
ছেন যে, অনুশয়ী জীবেরই অবতরণ হয়, নিরনুশয় অর্থাৎ নিরবশেষকৰ্ম্মীর  
নহে । নিঃশেষিত কৰ্ম্মফলে মোক্ষ, তখন জন্মভাব । [ কঃ পুন...ইপীতি ]

কৰ্ম্মণো ভুক্তফলস্বাবশেষঃ কশ্চিদমুশয়ো নাম ভাণ্ডানুসারি-  
স্নেহবৎ । যথা হি স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সৰ্ব্বাত্মনা রিচ্যতে  
ভাণ্ডানুসার্যেব কশ্চিৎ স্নেহশেষোহবতিষ্ঠতে তথানুশয়ো-  
হপীতি । ননু কার্য্যবিরোধিত্বাদদৃষ্টশ্চ ন ভুক্তফলস্বাবশেষাব-  
স্থানং ত্রায্যম্ । নায়ং দোষঃ । ন হি সৰ্ব্বাত্মনা ভুক্তফলত্বং  
কৰ্ম্মণঃ প্রতিজানীমহে । ননু নিরবশেষকৰ্ম্মফলোপভোগায়  
চন্দ্রমণ্ডলমারুঢ়াঃ । বাঢ়ম্ । তথাপি স্বল্পকৰ্ম্মাবশেষমাত্রেণ  
তত্রাবস্থাতুং ন শক্যতে । যথা কিল কশ্চিৎ সেবকঃ সকলৈঃ  
সেবোপকরণৈরাজকুলমুপস্থপ্তশ্চিরপ্রবাসাৎ পরিক্ষীণবহুপ-

লশ্চ কৰ্ম্মণঃ শেষ উচ্যতে । তত্রৈদমিহ বিচার্য্যতে । কিং দত্তকলানামিষ্টা-  
বৃত্তকৰ্ম্মণামবশেষাদিহাবৰ্ত্তন্তে উত তাল্প্যপভোগেন নিরবশেষং ক্ষপয়িত্বাহমুপ-  
ভুক্তকৰ্ম্মবশাদিহাবৰ্ত্তন্ত ইতি । তত্রেষ্টাদীনাং ভোগেন সমূলকাষং কথিতত্বা-  
নিরমুশয়া এবামুপভুক্তকৰ্ম্মবশাদাবৰ্ত্তন্ত ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে । “সামুশয়া এবেম-  
মবরোহন্তি” ইতি । কৃতঃ । দৃষ্টানুসারাৎ । যথা ভাণ্ডে মধুনি সর্পিষি বা  
ক্ষালিতেহপি ভাণ্ডলেপকং তচ্ছেষঃ মধু বা সর্পির্কী ন ক্ষালয়িতুং শক্যমিতি দৃষ্ট-  
মেবং তদনুসারাদেতদপি প্রতিপত্তব্যম্ । ন চাবশেষমাত্রাচ্চন্দ্রমণ্ডলে তিষ্ঠাসল্পপি

অমুশয় কি ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বলেন, অমুশয় ভুক্তফল কৰ্ম্মের  
কোনও এক অবশেষ, তাহা ভাণ্ডানুগত স্নেহের (যত তৈলাদির) অমুরূপ ।  
যেমন স্নেহভাণ্ড রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থ তৈলাদি নিকাশিত হইলেও) তাহা  
নিঃশেষিত রূপে হয় না, কোন কিছু শেষ ভাণ্ডাপ্রিত হইয়া থাকে,  
তেমনি, কৰ্ম্মবৃন্দ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়  
না, কিছু না কিছু অবশেষ থাকে । [ননু...জানীমহে] যদি বল, সে অদৃষ্ট  
স্বৰ্গভোগেরই জনক সুতরাং তাহার অমুরক্তি বা অবশেষ মর্ত্যভোগ  
জন্মাইবে কেন ? তাহা অসম্ভব বা অযুক্ত ? এতদ্বত্তরে বলা যায়, তাহা অযুক্ত  
নহে । কেননা, সেই স্থানেই সেই কৰ্ম্মের সার্বাস্বিক বা নিরবশেষ ফল-  
ভোগ হয়, ইহা আমাদের প্রতিজ্ঞাত নহে । [ননু...শক্ৰোতীতি] জীব নিরব-  
শেষ কৰ্ম্মফল ভোগ করিবার জন্মই চন্দ্রলোকে যায়, ভোগশেষ না হইলে  
আসিবে কেন ? ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কথা এই যে, জীব  
স্বল্পাবশেষ কৰ্ম্ম লইয়া সেখানে থাকিতে পারে না । কোন সেবক সেবার  
উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকূলে স্থখে বাস করে, কিন্তু যখন সে-সকলের

করণচ্ছত্রপাত্ৰাদিমাাত্রাবশেষো ন রাজকূলেহবস্থাভুং শক্ৰো-  
 ত্যেবমনুষ্যলেশমাত্রপরিগ্রহো ন চন্দ্রমণ্ডলেহবস্থাভুং শক্ৰো-  
 তীতি । ন চৈতদযুক্তমিব । ন হি স্বর্গার্থস্ত কৰ্ম্মণো ভুক্তফল-  
 স্ত্রাবশেষানুরত্তিরূপপদ্যতে, কার্য্যবিরোধিত্বাদিত্যুক্তম্ । নস্ব-  
 তদপ্যুক্তং ন স্বর্গফলস্ত কৰ্ম্মণো নিখিলস্ত ভুক্তফলত্বং ভব-  
 তীতি । তদেতদপেশলম্ । স্বর্গার্থং কিল কৰ্ম্ম স্বর্গস্থশ্চৈব  
 স্বর্গফলং নিখিলং জনয়তি স্বর্গচ্যুতস্তাহপি কঞ্চিৎ ফললেশং  
 জনয়তীতি ন শব্দপ্রমাণকানামীদৃশী কল্পনাহবকল্পতে ।  
 স্নেহভাণ্ডে তু স্নেহলেশানুরত্তির্দৃষ্টত্বাদুপপদ্যতে । তথা

স্বাভুং পারয়তি । যথা সেবকোহাস্তিকাস্বীয়পদাতিত্রাতপরিবৃত্তো মহারাজঃ  
 সেবমানঃ কালবশাচ্ছত্রপাত্ৰকাবশেষো ন সেবিতুমর্হতীতি দৃষ্টং তন্মুলা চ লো-  
 কিকী স্ততিরিতি দৃষ্টস্বতিভ্যাং সানুশয়া এবাবর্তন্ত ইতি । তদেতদদৃষয়তি—  
 “ন চৈতদিতি” । এবকারে প্রয়োক্তব্যো ইবকারো গুড়জিহ্বিকয়া প্রযুক্তঃ ।

অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাত্ৰাদিমাাত্র অবশেষ থাকে, তখন  
 যেমন সে রাজকূলে অবস্থান করিতে শক্ত হয় না, তেমনি, চন্দ্রমণ্ডলেও  
 কৰ্ম্মা জীব কৰ্ম্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না । [ ন চৈতদ্...  
 পেশলম্ ] সম্প্রদায় বিশেষের এই মত বুক্তিগুক্ত বলিয়া বোধ হয় না । কারণ,  
 যে কৰ্ম্মের ফল স্বর্গ, সে কৰ্ম্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে, ইহাই সঙ্গত কথা ।  
 কিন্তু তাহার অবশেষ মর্ত্যজন্মে অনুবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মর্ত্যফল প্রদান  
 করিবে, এ কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিবিরোধ হেতু উপপন্নও হয় না । এ  
 কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে । ( স্বর্গফলের উদ্দেশে যাহার বিধান তাহার  
 শেষ যদি মর্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে ‘স্বর্গকামো যজ্ঞত’ ইত্যাদি বিধির  
 সার্থক্য ও প্রামাণ্য থাকে না ) । বলিয়াছিল যে, স্বর্গফলক কৰ্ম্মের নিঃশেষ  
 ভোগ হয় না, সে কথা সন্তোষজনক নহে । [ স্বর্গার্থং...কল্পতে ] স্বর্গজনক  
 কৰ্ম্ম স্বর্গস্থ জীবের সমগ্র স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ  
 মর্ত্যভোগ জন্মায় এ কথা শব্দপ্রমাণবাদী মীমাংসক বলিতে পারেন না ।  
 [ স্নেহ...বিরোধঃ ] তৈল-ভাণ্ডে তৈলের অনুবর্তন দৃষ্ট হয়, স্তূতরাং সে স্থলে  
 তাহা অনুপপন্ন নহে । সেবকগণেরও উপকরণ শেষের অনুবর্তন থাকে,  
 তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কৰ্ম্মের শেষ অর্থাৎ স্বপ্নশেষাংশ যে  
 অনুবৃত্ত হয়, মর্ত্যজন্মীয় ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখন দেখে নাই

সেবকশ্রোপকরণলেশানুর্ত্তির্দৃশ্যতে। ন ত্বিহ তথা স্বর্গফলশ্রু  
কৰ্ম্মণো লেশানুর্ত্তির্দৃশ্যতে নাপি কল্পয়িতুং শক্যতে। স্বর্গ-  
ফলত্বশাস্ত্রবিরোধাৎ। অবশ্যকৈতদেবং বিজ্ঞেয়ং ন স্বর্গফলশ্রু  
ক্টাদেঃ কৰ্ম্মণো ভাণ্ডানুসারিস্নেহবদেকদেশোহনুবর্ত্তমানোহনু-  
শয় ইতি। যদি হি যেন স্মরুতেন কৰ্ম্মণেক্টাদিনা স্বর্গমম্বভূবন্  
তশ্চৈব কশ্চিদেকদেশোহনুশয়ঃ কল্লোত ততো রমণীয় এবৈ-  
কোহনুশয়ঃ স্যাৎ ন বিপরীতঃ। তত্রেয়মনুশয়বিভাগশ্চতি-  
রূপরুধ্যত ‘তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অথ য ইহ কপূয়চরণাঃ’  
ইতি। তস্মাদানুশয়িকফলে কৰ্ম্মজাতে উপভুক্তে অব-  
শিষ্টমৈহিকফলং কৰ্ম্মান্তরজাতমনুশয়স্তদ্বন্তোহবরোহন্তীতি।  
যদুক্তং যৎকিঞ্চত্যবিশেষপরামর্শাৎ সর্ব্বশ্রেহকৃতশ্চ কৰ্ম্মণঃ  
ফলোপভোগেনাহন্তং প্রাপ্য নিরনুশয়া অবরোহন্তীতি  
নৈতদেবম্। অনুশয়সম্ভাবস্তাবগমিতত্বাৎ। যৎকিঞ্চিদিকৃত-

শদৈকগম্যোহর্থে ন সামান্যতোদৃষ্টানুমানাবসব ইত্যর্থঃ। শেষমতিবোহিতার্থম্।

এবং তাহা কল্পনার (অনুমানের) ও অগোচর। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা  
স্বর্গফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধী। [ অবশ্য...ইতি ] ইহা নিশ্চিত জানিও যে,  
অনুশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকর্ম্মের ভাণ্ডানুগত তৈলাদির স্থায় শেবানুবর্ত্তন নহে।  
জীব যে-স্মরুতে—যে-ইষ্টাদিকর্ম্মে স্বর্গ অনুভব করিয়াছে, সেই স্মরুতের—সেই  
কর্ম্মের—শেষ ভাগকে অনুশয় বলিতে গেলে রমণীয় ভাগকেই অনুশয় বলিতে  
হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপ-ভাগকে অনুশয় বলা যায় না।  
পাপভাগ অনুশয় মধ্যে নিবিষ্ট না হইলে “যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়চারী—  
আর যাহারা এতলোকে কপূয়কারী অর্থাৎ অশোভনকর্ম্মকারী” এই অনুশয়-  
বিভাগশ্রুতির উপরোধ (পীড়া বা ব্যর্থতা) হয়। [ তস্মা...হন্তীতি ] অন্ততঃ  
সেই জন্ত বলা উচিত, স্বীকার করা উচিত, তল্লোকীয়ফলপ্রদ কর্ম্মসমূহের  
ফলভোগ শেষ হইলে এতলোকীয়ফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্ম্মনিচয়ে—যাহা তৎ  
তৎকালে কর্ম্মান্তরানুষ্ঠানে সঞ্চিত হইয়াছিল—তাহাই অনুশয় এবং জীব  
তৎ সহ অবরোহণ করে অর্থাৎ সে লোক হইতে এ লোকে জন্মগ্রহণ করে।  
[ যদুক্তং...গম্যতে ] বলিয়াছিল যে, শ্রুতিতে “যৎকিঞ্চ—যে কিছু” এই  
সাধারণ কথা থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা

মামুগ্নিকফলং কৰ্ম্মারূপভোগং তৎ সৰ্বং ফলোপভোগেন ক্ষপ-  
য়িত্বৈতি গম্যতে। যদপ্যুক্তং প্রায়ণমবিশেষাদনারূপফলং কৃৎ-  
স্নমেব কৰ্ম্মাভিব্যক্তি, তত্র কেনচিৎ কৰ্ম্মণাহমুগ্নিন্ লোকে  
ফলমারভ্যতে কেনচিদশ্বিমিত্যং বিভাগো ন সম্ভবতীতি  
তদপ্যনুশয়সম্ভাবপ্রতিপাদনেনৈব প্রত্যাভ্যুতম্। অপি চ কেন  
হেতুনা প্রায়ণমনারূপফলস্য কৰ্ম্মণোহভিব্যক্তকং প্রতিজ্ঞায়ত  
ইতি বক্তব্যম্। আরূপফলেন কৰ্ম্মণা প্রতিবদ্ধশ্চেতরস্য বৃত্ত্যু-

পূৰ্ণপক্ষহেতুমহুভাষতে। “যদপ্যুক্তং প্রায়ণ”মিতি। দৃষয়তি—“তদপ্যনুশয়-  
সম্ভাবে”তি। রনগীযচরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যাদিকর্যাহুশয়প্রতিপাদনপরয়া  
ঐত্যা বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। “অপি চে”ত্যাди। ইহ জন্মনি হি পর্যায়েণ স্বথ-  
দ্বংধে ভুজ্যামানে দৃশ্যেতে। যুগপচ্ছেদেকপ্রঘটকেন প্রায়ণেন স্বথঃখফলানি  
কৰ্ম্মাণি ব্যজ্যেয়ান্ যুগপদেব তৎফলানি ভুজ্যেয়ান্। তস্মাদুপভোগপর্যায়-  
দর্শনাৎ বলীয়সা দুৰ্ললস্তাভিভবঃ কল্পনীয়ঃ। এবং বিরুদ্ধজাতিনিমিত্তোপভোগ-  
ফলেষপি কৰ্ম্মস্য দ্রষ্টব্যম্। ন চাভিব্যক্তক কৰ্ম্ম ফলং ন দত্ত ইতি চ সম্ভবতি।  
ফলোপজনাতিমুখ্যং হি কৰ্ম্মণামভিব্যক্তিঃ। অপি চ প্রায়ণস্তাভিব্যক্তকত্বে  
স্বর্গনরকতির্থগোনিগতানাং জন্তুনাং তস্মিন্ জন্মনি কৰ্ম্মস্বনধিকারান্নাপূৰ্ণ-

ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না, তখন জীব অবরোহণ করে,  
পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। সে কথা নিতান্ত অত্যাঘ্য অর্থাৎ তাহা হইতেই  
পারে না। অবরোহণকালে যে অনুশয় (সঞ্চিত কৰ্ম্মশেষ) থাকে—তাহা  
ঐতিকর্ভূক বোধিত হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্যে জানা যায়, পারত্রিক  
ফলপ্রদ ও আরূপভোগ (যাহা সে লোকে ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে)  
এমন যে-কিছু কৰ্ম্ম—সে সমস্তই ফলভোগে শ্লীণ হইলে জীবের ইহ-লোকে  
অবরোহণ হয়। [যদপ্যুক্তং...প্রত্যাভ্যুতম্] আর এক কথা বলিয়াছিল যে,  
মরণ নির্বিশেষভাবে সমুদায় অনারূপ (সঞ্চিত) কৰ্ম্মের অভিব্যক্তক—  
মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কৰ্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয়—সে কথায় এই দোষ  
হয় যে, কোন কৰ্ম্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোন কৰ্ম্ম এতলোকীয় ফল  
জন্মায়, এ বিভাগ অসম্ভব। মরণই সমুদায় সঞ্চিত কৰ্ম্মের অভিব্যক্তক,  
ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং তাহা অনুশয় (অনারূপফল কৰ্ম্ম) সম্ভাব  
প্রতিপাদনে প্রত্যাভ্যুত হইয়াছে। [অপিচ...পশমাং] অস্ত্র কথা এই যে,  
মরণ সমুদায় অনারূপফল কৰ্ম্মের অভিব্যক্তক (ফলোন্মুখকারী), এ

বানুপপত্তন্তুপশমাং। প্রায়ণকালে বৃত্ত্যুত্তবো ভবতীতি  
হ্যুচ্যেত তত্র বক্তব্যম্। যথা—তর্হি প্রাক্ প্রায়ণাদারকফলেন  
শ্র্মণা প্রতিবদ্ধন্তে তরশ্চ বৃত্ত্যুত্তবানুপপত্তিঃ, এবং প্রায়ণ-  
ালেহপি বিরুদ্ধফলশ্চানেকশ্চ কর্মণো যুগপৎফলারম্ভাসম্ভ-  
বত। প্রতিবদ্ধশ্চ দুর্বলশ্চ বৃত্ত্যুত্তবানুপপত্তিরিতি। ন হ-

শ্রমপজনঃ পূর্বকৃতশ্চ কর্মশায়শ্চ প্রায়ণাভিব্যক্ততয়া ফলোপভোগেন প্রক-  
্রান্তি তেষাং কর্মশায় ইতি ন তে সংশয়েরুঃ। ন চ মুচ্যেরদ্ব্যজ্ঞানাতাবা-

তিজ্ঞা তুমি কোন্ হেতু অবলম্বনে (কোন্ যুক্তিতে) করিতে পার, তাহা  
নতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহার (মরণের)  
খিল কর্ম্যভিব্যক্তকল্প পক্ষে কোনও পরিকার হেতু দেখাইতে পারিবে না।

কর্ম্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে সে কর্ম্ম অনারম্ভফল কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখে।  
রুদ্ধ রাখায় তাহার বৃত্তি (ফলাবস্থাপ্রাপ্তি) হয় না। তাহা উপশাস্ত্রই থাকে।

[প্রায়ণ...পত্তিরিতি] মরণকালে বৃত্ত্যুত্তব (অভিব্যক্তি) হয় বলিলে আমরা  
ধরিব, যেমন মরণের পূর্বে আরম্ভফলকর্ম্মে অনারম্ভফল (সঞ্চিত—যাহা  
পশ্চাৎ ফলপ্রদ হইবে) কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ থাকায় বৃত্তিমান্ হয় না, ফলপ্রসব  
করে না, তেমনি, মরণ সময়েও বিরুদ্ধফল বহু কর্ম্ম যুগপৎ (এক কালে বা  
এক সময়ে) ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না। বলবান্  
দুর্বলের অবরোধক সূত্রাং প্রবল কর্ম্মের দ্বারা দুর্বল কর্ম্মের অবরোধ ঘটনা  
হওয়ায় দুর্বল তৎকালে বৃত্তিমান্ হইতে পারে না অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইতে  
পারে না। এ বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ স্বর্গ-নারক-দেহোৎপাদক  
বহুকর্ম্ম এক দেহের উৎপত্তি অসম্ভব। [ন হনারম্ভ...সম্ভাব্যতে] স্বর্গফল  
আরম্ভ হয় নাই, নরকফলও আরম্ভ হয় নাই, অর্থাৎ সেই সেই দেহ উৎপাদন  
করে নাই, এরূপ কর্ম্মনিবহের ইতর বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও  
যে সকলের ফল দেহান্তরোপভোগ্য—সে সকল কর্ম্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়,  
হইয়া তদেহ উৎপাদন করে, এরূপ বলিতে পারক নহ। হেতু এই যে,  
তাহাতে অমুগতকল্পের বিরোধ আছে। (যে কর্ম্ম স্বর্গ হয় সে কর্ম্ম নরক  
হয় না, এবং যে কর্ম্ম নরক হয়, সে কর্ম্ম স্বর্গ হয় না। স্বর্গজনক কর্ম্ম  
স্বর্গই হয়, নরকজনক কর্ম্ম নরকই হয়। ইহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত।  
সূত্রাং মরণে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যক্তি নিয়মবিরুদ্ধ অর্থাৎ হইতেই  
পারে না।) এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কর্ম্ম অভি-  
ব্যক্ত হয়, ফলদানোন্মুখ হয়, কতকগুলি বা লোপ হয়। বলিলে কর্ম্মের ঐকা-

নারকফলস্বসামান্যেন জাত্যন্তরোপভোগ্যফলমপ্যনেকং কৰ্ম্মৈ-  
কস্মিন্ প্রায়ণে যুগপদভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভত ইতি  
শক্যং বক্তুম্ । প্রতিনিয়তফলত্ববিরোধাৎ । নাপি কশ্চিৎ  
কৰ্ম্মণঃ প্রায়ণেহভিব্যক্তিঃ কশ্চিচ্ছ্বেদ ইতি শক্যতে বক্তুম্,  
ঐকান্তিকফলত্ববিরোধাৎ । ন হি প্রায়শ্চিত্তাদিভির্হেতুভি-  
র্বিবিনা কৰ্ম্মণামুচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে । স্মৃতিরপি বিরুদ্ধফলেন  
কৰ্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্ত কৰ্ম্মাস্তরস্ত চিরমপ্যবস্থানং দর্শয়তি—

“কদাচিৎ স্মৃতং কৰ্ম্ম কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি ।

পচ্যমানস্ত সংসারে যাবদদুঃখাদ্বিমুচ্যতে” ॥

ইত্যেবঞ্জাতীয়া । যদি চ কুৎসন্ননারকফলং কৰ্ম্ম একস্মিন্  
প্রায়ণেহভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভেত ততঃ স্বর্গনরক-  
তির্য্যগ্যোনিষধিকারানবগমাদ্ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানুৎপত্তৌ নিমিত্তাভাবা-

দিতি কষ্টাঘতাৰিষ্টা দশাম্ । ন চ স্বসমবেতমেব প্রায়ণেনাভিব্যজ্যতেহপূৰ্ব্বং  
ন পরসমবেতং যেন পিত্তাদিগতেন কৰ্ম্মণাবর্তেরম্মিতি । শেষং স্মগমম্ ।

স্তিকফলত্বনিয়ম ( ফলের অবশুস্তাব ) থাকে না । প্রায়শ্চিত্তাদি নাশক হেতু  
( প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যান ও ভোগ ) ব্যতীত অন্য কিছুতে কৰ্ম্মের  
উচ্ছেদ ( বিনাশ বা ক্ষয় ) হওয়ার সম্ভাবনা নাই । ফলিতার্থ—কোনও কালে  
মরণ কৰ্ম্মের নাশক হয় না । [ স্মৃতি...জাতীয়া ] কৰ্ম্ম বিরুদ্ধফল কৰ্ম্মের দ্বারা  
অবরুদ্ধ হইলে—এক কৰ্ম্ম অন্য কৰ্ম্মে প্রতিবদ্ধ হইলে—তাহা দীর্ঘকাল তদ-  
বস্থ থাকে, ফলোন্মুখ হয় না, এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“কখন কখন  
এমনও হয় যে, সংসারভোগকারী জীবের যত কাল না সেই সেই দুঃখের  
অবসান হয়, পাপকৰ্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়, তত কাল তাহার পুরোঁপা-  
জ্জিত স্মৃত্ত কৰ্ম্ম কূটস্থ ( নির্ঝাপার বা স্তিমিত ) থাকে ।” [ যদি চ...  
কল্পনা ] মরণ যদি সমুদায় অনারকফল কৰ্ম্ম অভিযুক্ত করিয়া একমাত্র জন্ম  
আরম্ভ ( এক দেহ উৎপাদন ) করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক অথবা  
তির্য্যক্, এতন্মধ্যে যে-কোন জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কৰ্ম্মে অনধিকার  
ধাকার স্মৃতরাং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উপাজ্জিত না হওয়ার কারণের অভাবে তৎপরে অন্য  
জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয় । তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে । অপিচ, ঐ অর্থ  
স্মৃতিবিরুদ্ধ ( মরণকালে সঞ্চিত সমুদায় কৰ্ম্ম এক কালে ফলদানোন্মুখ হইয়া

মান্তরা জ্ঞাতিরূপপদ্যেত ব্রহ্মহত্যাাদীনাকৈকৈকশ্চ কৰ্ম্মণো-  
নেকজন্মনিমিত্তং স্বৰ্য্যমাণমুপরুধ্যত । ন চ ধৰ্ম্মা-  
শ্ময়োঃ স্বরূপফলসাধনাদিসমধিগমে শাস্ত্রাদতিরিক্তং কারণং  
ক্যং সম্ভাবয়িতুম্ । ন চ দৃষ্টফলশ্চ কৰ্ম্মণঃ কারীৰ্য্যাদেঃ  
প্রায়ণমভিবাঞ্ছকং সম্ভবতীত্যেযাপি কেয়ং প্রায়ণশ্চাভিবাঞ্ছ-  
ত্বকল্পনা । প্রদীপোপন্যাসোহপি কৰ্ম্মবলাবলপ্রদর্শনেনৈব  
প্রতীতীতঃ স্থূলসূক্ষ্মরূপাভিযুক্তিবচেদং দ্রষ্টব্যম্ । যথা হি  
প্রদীপঃ সমানেহপি সন্নিধানে স্থূলরূপমভিব্যনক্তি ন সূক্ষ্মম্ ।  
এবং প্রায়ণং সমানেহপ্যনারকফলশ্চ কৰ্ম্মজাতশ্চ প্রাপ্তাবস-  
ত্বে বলবতঃ কৰ্ম্মণো বৃত্তিমুক্তাবয়তি ন দুৰ্বলশ্চেতি ।

চর্য্যাক নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপস্থিত করিল, অনধিকার প্রবৃত্ত সে জন্মে  
ক্ষাধর্ম্ম সঞ্চিত হইল না, অথবা পূর্বকক্ষাশয় সমস্তই সেই জন্মের ভোগে  
প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহার আর পবজন্ম হওয়ার কারণ থাকিল না,  
যদি না থাকায় জন্মও হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না ।  
তোক জীবের প্রত্যেক জন্ম ঐরূপ হইলে সংসার থাকে না । তাহা কি হয় ?  
( সম্ভব ? ) । স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাাদি কৰ্ম্ম অনেক জন্মের কারণ ।—  
ব্রহ্মহন নরকভোগান্তে কুকুর, শূকর, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, ভাগ, মেঘ, মৃগ,  
ক্ষী, চণ্ডাল, পুষ্ক ( নীচ জাতিবিশেষ ), এই সকল যোনিতে উৎপন্ন হয় । ”  
স্বত্র ব্যতীত অত্র কোন প্রমাণে কি ধর্ম্মের স্বরূপ, ফল ও সাধন জানা যায় ?  
যদি যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই । যে সকল ধর্ম্মের ফল দৃষ্ট—  
যদি যায়—অর্থাৎ ঐহিক, মরণ সে সকল ধর্ম্মেরও অভিবাঞ্ছক, ইহা সম্ভাবিত  
হে । ( বৃষ্টিকামনায় কারীরী যাগ করে, তদ্বিনেই তাহার ফল হয়, সুতরাং  
গৃহা মরণ প্রতীক্ষা করে না । ) অতএব, মরণ সর্বধর্ম্মের অভিবাঞ্ছক, এ  
কল্পনা সঙ্গত নহে । [ প্রদীপো...দুর্বলশ্চেতি ] প্রদীপ দৃষ্টান্তটি কেবল ধর্ম্মের  
প্রবল দুর্বল বুঝিবার জন্য অত্র কিছুই জ্ঞাত নহে । প্রদীপ যেমন স্থূলসূক্ষ্ম রূপের  
অভিবাঞ্ছক ও অনভিবাঞ্ছক হয়, সেইরূপ । নৈকটা সমান, অথচ প্রদীপ  
লক্ষণ ব্যক্ত করে, সূক্ষ্মরূপ ব্যক্ত করে না । সেইরূপ মরণও অনারকফল  
ধর্ম্মের মধ্যে যাহা প্রবল হইয়াছে, ফল দিবার অবসর পাঠিয়াছে, তাহাকেই  
প্রিয়মান করে—ফলদানার্থ উন্মুখ করে । কিন্তু যাহা দুর্বল থাকে তাহাকে



তস্মাচ্ছ্রুতিস্মৃতিভাষ্যবিরোধাদগ্নিকৌহয়মশেষকর্মাভিব্যক্ত্যভ্যু-  
পগমঃ শেষকর্ম্মসম্ভাবেহনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যয়মপ্যস্বাহনে সম্ভ্রমঃ  
সম্যগদর্শনাদশেষকর্ম্মক্ষয়শ্রুতেঃ । তস্মাৎ স্থিতমেতদনুশয়-  
বস্তুত্ববরোহন্তীতি । তে চাবরোহন্তো যথেষ্টমনেবং চাব-  
রোহন্তি । যথেষ্টমিতি যথাগতমিত্যর্থঃ । অনেবমিতি তদ্বি-  
পর্য্যয়েণেত্যর্থঃ । ধূমাকাশয়োঃ পিতৃযাণেধ্বন্যুপাত্তয়ো-  
বরোহে সঙ্কীর্ত্তনাৎ যথেষ্টং শব্দাচ্চ যথাগতমিতি প্রতীয়তে ।  
রাত্ৰাদ্যসঙ্কীর্ত্তনাদব্ভ্রাত্যুপসম্ভ্যানাচ্চ বিপর্য্যয়োহপি প্রতী-  
য়তে ॥ ৮ ॥

## চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্শ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥\*

উদ্ধৃক্ত করিতে সমর্থ নহে; প্রত্যুত তাহাকে রুদ্ধ রাখে । [ তস্মাৎ রোহ-  
ন্তীতি ] এই সকল কারণে, ঐতি স্থিতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, মরণকালে  
সমুদায় কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, হইয়া জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ্য । কর্ম্মশেষ  
থাকিলে মোক্ষ অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উৎপাদনার্থ কর্ম্মের একত্ববিকল্প  
নিয়ম স্বীকার করা কর্তব্য, এ আপত্তি বা এ সকল কথা এতৎস্থানের যোগ্য  
নহে । কেননা, ঐতি বলিয়াছেন, সম্যক্জ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মনিবৃত্তি  
হয়, অল্প কিছুতে নহে । এত দূর বিচারের পর স্থির হইল যে, অনুশয়বিশিষ্ট  
জীবেরই অবরোহণ এবং অভুক্ত বা সঞ্চিত কর্ম্মের নাম অনুশয় । [ তে...  
প্রতীয়তে ] তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে ও তদতিরিক্ত ক্রমেও  
হয় । ‘যথেষ্ট’ শব্দের অর্থ যথাগত । অভিপ্রায় এই যে, যে প্রকারে বা  
যে ক্রমে আরোহণ করিয়াছিল সেই প্রকারে বা সেই ক্রমে । ‘অনেব’  
শব্দে—তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত ক্রম । অবরোহণকালে পিতৃযান পথে ধূমের  
ও আকাশের কখন আছে, সে জ্ঞাত, যথেষ্ট শব্দে ‘যথাগত’ এই অর্থ প্রতীত  
হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ থাকায় বিপরীত  
ক্রমও প্রতীত হয় ।

\* চরণাৎ শীলাৎ যোনিপ্রাপ্তির্নানুশয়াদিতি ন বক্তব্যম্ । যতঃ সা চরণশ্রুতির্লক্ষণার্থে  
কার্শ্ণাজিনের্মতম্ । স্মৃতিবক্তোদয়ঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানরূপক শীলং সর্বকর্মাঙ্গমিভ্যুক্তং তদ্বোধক  
চরণপদমস্মিনঃ শ্রোতাদিকর্ম্মণোলক্ষকং “কর্ম্মণ এবোদ্ভবাবস্থা ধর্মাধর্মাধাণ্যপূর্ব্বম্” ইতি কথং

অথাপি স্মাৎ যা শ্রুতিরনুশয়সম্ভাবপ্রতিপাদনায়োদাহতা তদ্ব য ইহ রমণীয়চরণাঃ’ ইতি সা খলু চরণাদ্যোন্তাপত্তিঃ শ্লিষ্যতি নানুশয়াৎ। অন্যচ্চরণমন্তোহনুশয়ঃ। চরণঞ্চারিত্রমা-  
চারঃ শীলমিত্যনর্থান্তরম্। অনুশয়স্ত ভুক্তফলাৎ কর্মণোহতি-  
রুক্তং কর্ম্মাভিপ্রেতম্। শ্রুতিশ্চ কর্ম্মচরণে ভেদেন ব্যপদি-  
তি। ‘যথাচারী তথা ভবতি’ ইতি ‘যান্ত্রনবদ্যানি কর্ম্মাণি  
গনি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্ত্রস্মাকং স্ফচরিতানি  
গনি ত্বয়োপান্তানি’ ইতি চ। তস্মাচ্চরণাদ্যোন্তাপত্তিশ্রুতে-

অনেন নিরনুশয়া এবাবরোহন্তীতি পূর্বপক্ষবীজং নিগূঢ়মুদ্যটা নিরন্ততি।  
দ্যপি—

‘অক্রোধঃ সর্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।

অনুগ্রহশ্চ জ্ঞানঞ্চ শীলমেতদ্বিহুর্ক্ষুধাঃ ॥’ ইতি

“যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়াচরণ করে” এই শ্রুতি অনুশয়ের অস্তিত্ব  
দর্শনার্থ আহরণ করিয়াছ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ঐ শ্রুতি আচরণের  
রা যোনি বা জন্মবিশেষ প্রাপ্তি দেখাইয়াছেন, অনুশয়ের দ্বারা নহে। অনুশয়  
আচরণ এক পদার্থ নহে; প্রত্যুত বিভিন্ন। চরণ, আচরণ, আচার, শীল,  
রিত্র বা চরিত্র, এ সকলের অর্থভেদ নাই। অনুশয়শব্দ ভুক্তফল কর্ম্মের  
তিরিক্ত ‘কর্ম্ম (যাহার ভোগ হয় নাই তাহা) অভিপ্রায়ে প্রযোজিত হয়।  
তিও কর্ম্মকে ও আচরণকে বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—  
যেন আচরণ—তেমনি গতি।” “যে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত—সেই সকলের  
দ্বা করিবেক।” “নিন্দিত কর্ম্মের সেবা করিবেক না।” “যাহা আগাদের  
শাভন চরিত্র—তুমি তাহারই উপাসনা করিবে।” ইত্যাদি। অতএব, আচার-  
মিত্তক যোনিপ্রাপ্তি, এতদ্রূপ শ্রবণ (শ্রুতি) থাকায় অনুশয় থাকা অসিদ্ধ  
লিতে পারিবে না। কারণ, ঐ চরণ-শ্রুতি অনুশয় অর্থের উপলক্ষক, ইহা  
কার্ণাজিনি আচার্যের অভিমত। (কৃতকর্ম্মের উত্তরাবহার অত্র নাম

৭য়ৈব তদভিমাংসার্থানুশয়সিদ্ধিরিতি কার্ণাজিনিমতমিতি ভাবঃ।—রমণীয় চরণ, কপূর-  
ণ, ইত্যাদিহলে যে চরণ-শব্দ আছে তাহার অর্থ আচরণ অর্থাৎ শীল এবং তাহারই দ্বারা  
যে যোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্মান্তরলাভ হয়। অনুশয় শব্দ না থাকায় অনুশয়ের দ্বারা যোনি-  
প্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য হুতরাং তাহা বলিতে পার না। কারণ, শ্রুতিস্থ চরণ-শব্দ অনুশয়ের  
লক্ষক অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা অনুশয়ের বোধক, ইহা কার্ণাজিনি মনি স্বীকার্য্য।

নানুশয়সিদ্ধিরিতি চেম্মৈষ দোষঃ। যতোহনুশয়োপলক্ষণার্থে-  
বৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ফাজিনিরাচার্যো মন্যতে ॥ ৯ ॥

**আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥\***

স্বাদেতৎ। কস্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রোতং শীলং বিহায়  
লাক্ষণিকোহনুশয়ঃ প্রত্যায্যতে। ননু শীলশ্চৈব তু শ্রোতস্ত  
বিহিতপ্রতিষিদ্ধস্ত সাধবসাধুরূপস্ত শুভাশুভযোগ্যাপত্তিঃ ফলং  
ভবিষ্যতি। অবশ্যঞ্চ শীলস্ত্যপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগম্যব্যম্।  
অন্যথা হ্যানর্থক্যমেব শীলস্ত প্রসজ্যেতেতি চেৎ। নৈষ

স্বতে: শীলমাচারোহনুশয়াদ্বিন্নস্তথাপ্যস্তানুশয়ান্নতয়াহনুশয়োপলক্ষণত্বং  
কার্ফাজিনিরাচার্যো মেনে। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূষচরণা ইতানেনানু-  
শয়োপলক্ষণাৎ সিদ্ধং সানুশয়ানামেবাবরোহণমিতি।

‘আচারহীনং ন পুনস্তি বেদা’ ইতি হি স্বত্বা বেদপদেন বেদার্থমুপলক্ষয়ন্ত্যা  
বেদার্থানুষ্ঠানশেষত্বমাচারশ্রোক্তং ন তু স্বতন্ত্র আচারঃ ফলস্ত সাধনম্। তেন  
অপূর্ক, যাহার বিভাগ ধর্ম ও অধর্ম এবং তাহাই এতন্মতে অনুশয়। এই  
অনুশয় কর্ম-বাচক চরণ-শব্দের লক্ষণালভ্য অর্থ অর্থাৎ ঐ অর্থ লক্ষণা বৃত্তির  
দ্বারা লব্ধ হয়)।

মানিলাম, চরণ-শব্দের অনুশয় অর্থ কার্ফাজিনির অভিमत। কিন্তু  
কেন চরণ-শব্দের শ্রুতাক্ত শীল (সদাচার) অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা বৃত্তির  
দ্বারা অনুশয় অর্থ গ্রহণ কর? শ্রুতাক্ত সাধু ও অসাধুরূপ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ  
শীল + কি শুভাশুভ জন্মরূপ ফলদানে সমর্থ নহে? অবশ্যই শীলের  
কোনরূপ ফল থাকা মানিতে হইবেক। না মানিলে নিশ্চিত শীল বিধানের

\* চরণ-শব্দেন চেৎ লাক্ষণিকোহনুশয়ো গৃহ্যতে তহি শীলবিধানানর্থক্যমিতি ন বক্তব্যম্।  
কৃতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ। শ্রোতাদিকর্থং হি শীলাপেক্ষম্। শীলস্ত সর্বকর্মাস্বত্বাং তত্র পুণ্ড-  
ফলাপেক্ষাঙ্গিকফলেনার্থবন্ধমিতি যাবৎ।—যদি চরণ-শব্দের মুখ্য আচারার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ  
অনুশয়ার্থ গ্রহণ কর, তবে, জিজ্ঞাস্য হইবে যে, আচাব-বিধানের প্রয়োজন কি? কোন ফলের  
জন্য আচারের বিধান? অর্থাৎ সদাচার বিধান নিরর্থক। এতদ্বত্তরে বলা যায়, আচার বিধান  
নিরর্থক নহে। কেননা, শ্রোত-স্মার্ত্ত সমুদায় কর্ম শীল বা সদাচার সাপেক্ষ। আচারপুত  
না হইলে কর্মসাধিকার হয় না, এবং কৃতকর্মের ফলও হয় না। (ভাষ্য দেখ)।

† কায়-মনোবাক্যে সর্বভূতের অপকার বর্জন, অগ্নিগ্রহ ও জ্ঞান (শাস্ত্রার্থজ্ঞান), এ সকল  
বিহিত শীল এবং শোভন। জোষ, অন্ত ও পার্শ্ববাদি নিবিদ্ধ শীল হুতরাং সে সকল  
অশোভন।

দোষঃ। কুতঃ। তদপেক্ষত্বাৎ। ইচ্ছাদি হি কৰ্ম্মজাতং চরণা-  
পেক্ষম্। ন হি সদাচারহীনঃ কশ্চিদধিকৃতঃ স্ত্রাৎ কৰ্ম্মণি।  
'আচারহীনং ন পুনস্তি বেদাঃ' ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। পুরুষার্থত্বাদ-  
প্যাচারস্ত নানর্থক্যম্। ইচ্ছাদৌ হি কৰ্ম্মজাতে ফলমারভমাণে  
তদপেক্ষ এবাচারস্তত্রৈব কক্ষিতশয়মারম্ভ্যতে। কৰ্ম্ম চ  
দৰ্শ্যার্থকারীতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ কৰ্ম্মেব শীলোপ-  
নক্ষিতমনুষ্যভূতং যোন্তাপত্তৌ কারণমিতি কাৰ্শ্বাজিনে-  
র্যতম্। ন হি কৰ্ম্মণি সম্ভবতি শীলাদ্যোন্তাপত্তিরুক্তা। ন হি  
পদ্যং পলায়িতুং পারয়মাণো জানুভ্যাং রংহিতুমর্হতীতি ॥১০॥

দর্শ্যার্থানুষ্ঠানোপকারকতয়াচারস্ত নানর্থক্যং ক্রত্বর্থস্ত। তদনেন সমিদ্ধাদিবদা-  
চারস্ত ক্রত্বর্থমুক্তম্। সম্ভ্রতি স্তানাদিবং পুরুষার্থত্বে পুরুষসংস্কারত্বেহপ্যদোষ  
ইত্যাহ—“পুরুষার্থত্বাদপ্যাচারস্তে”তি। তদেবং চরণশব্দেনাচারবাচিনা। সর্বো-  
দ্বয়শ্চ লক্ষিত ইত্যুক্তম্। বাদরিস্ত মুখ্য এব চরণশব্দঃ কৰ্ম্মণীত্যাহ—

নানর্থক্য ইহিবে। যদি কেহ এরূপ বলেন, বা আপত্তি করেন, তাহা  
ইলে তদন্তরার্থ বলা যাইতেছে, ঐ দোষ অর্থাৎ শীলবিধানের অনর্থক্য  
দাষ হয় না। কেন-না শ্রোত স্মার্ত প্রত্যেক কৰ্ম্ম শীল-সাপেক্ষ। [ ইচ্ছাদি...  
প্রসিদ্ধিঃ ] ইষ্ট ও আপূর্ত প্রভৃতি কৰ্ম্মসমূহ সমস্তই চরণাপেক্ষ অর্থাৎ শীল-  
সাপেক্ষ। কেহই সদাচার-বিহীন হইয়া শ্রোত স্মার্ত কৰ্ম্মে অধিকার লাভ  
করে না। কদাচার পুরুষ সে সকল কৰ্ম্মে অনধিকারী, ইহা স্মৃতির দ্বারাও  
প্রমাণিত হয়। যথা—“বেদ আচারবিহীনকে পবিত্র করেন না।” ইত্যাদি।  
চার কৰ্ম্মকর্ত্তা পুরুষের সংস্কার সাধন করে, সে ভাবেও তাহার সাক্ষ্য  
লাভে। ইচ্ছাদিকৰ্ম্ম আরম্ভ হইলে তৎসঙ্গে যে সদাচার অহুষ্ঠিত হয়, সে অহু-  
নি প্রকৃত বা অহুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের কোন-না কোন অতিশয় ( উৎকর্ষ ) জন্মায়।  
কৰ্ম্মই সর্বার্থকারী, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। [ তস্মাৎ...মর্হতীতি ]  
তএব, কৰ্ম্মই শীল সহ অহুষ্ঠিত হইয়া অবশেষে অহুশয় প্রাপ্ত হয় এবং  
নই অহুশয়ই যোনিপ্রাপ্তির ( ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করার ) কারণ,  
হা কাৰ্শ্বাজিনি মূর্নির মত। কৰ্ম্মের প্রভাবে যোনিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা  
যে শীলের দ্বারা যোনিলাভ হওয়ার কল্পনা যুক্তিবিকল্প। পদসকালনে  
লাগন করিতে পারিলে জাহ্নব দ্বারা পলায়ন করা সম্ভব নহে।

## স্মৃততুচ্ছতে এবতি তু বাদরিঃ ॥১১ ॥\*

বাদরিজ্ঞাচার্য্যঃ স্মৃততুচ্ছতে এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যেতে ইতি মন্ততে । চরণমনুষ্ঠানং কৰ্ম্মেত্যনর্থাস্তরম্ । তথা হুবি-  
শেষেণ কৰ্ম্মমাত্রে চরতিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে । যো হীক্টা-  
দিলক্ষণং পুণ্যং কৰ্ম্ম করোতি তং লৌকিকা আচক্ষতে ধৰ্ম্মক্ষ-  
রত্যেষ মহাত্মেতি । আচারোহপি ধৰ্ম্মবিশেষ এব । ভেদব্যপ-  
দেশস্ত কৰ্ম্মচরণয়োৰ্ব্রাক্ষণপরিব্রাজকত্বায়েনাপ্যুপপদ্যতে ।  
তস্মাদ্রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকৰ্ম্মাণঃ, কপূয়চরণা নিন্দিতকৰ্ম্মাণ  
ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ১১ ॥

## অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ১২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যুক্তম্ । যে ত্বিতরে-

ব্রাক্ষণপরিব্রাজকত্বায়ো গোবলীবর্দিত্যয়ঃ । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

যে বৈ কে চান্মান্নোকাং প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সৰ্বে গচ্ছন্তীতি কৌষীত-

বাদরি মুনিও বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে স্মৃত ও তুচ্ছত বুঝায় । চরণ,  
অনুষ্ঠান, কৰ্ম্ম, এ সকল শব্দ একার্থ । লোকদিগকেও কোনরূপ বিশেষ  
উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র বা সামান্ত্রতঃ কৰ্ম্ম-অর্থে চরণ-ধাতুর প্রয়োগ  
করিতে দেখা যায় । যাহারা ইষ্টাদি পুণ্য কৰ্ম্ম করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া  
লোকে বলে, ইহারা ধৰ্ম্মচরণ করিতেছে এবং ইহারা মহাত্মা । [ আচারো...  
নির্ণয়ঃ ] আচারও এক প্রকার ধৰ্ম্ম । তবে-যে কোন কোন স্থলে কৰ্ম্মের ও  
চরণের ( আচারের ) প্রভেদ কখন দেখা যায়, তাহা ব্রাক্ষণ-পরিব্রাজক-দৃষ্টান্তে  
সঙ্গত । ( যে ব্রাক্ষণ সেই পরিব্রাজক । এতদৃষ্টান্তে যাহা কৰ্ম্ম, তাহাই চরণ  
অর্থ্যাং সদাচার ) । অতএব, শ্রুতায়ুক্ত রমণীয়চরণ শব্দের অর্থ প্রশস্ত কৰ্ম্ম-  
কারী এবং কপূয়চরণ শব্দের অর্থ নিন্দিতকৰ্ম্মকারী ।

বলা হইয়াছে যে, ইষ্টাপূৰ্ণাদিপুণ্যকৰ্ম্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে ।

\* বাদরিস্থিতি ষোজ্যম্ ।—বাদরি আচার্য্য বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে স্মৃত ও তুচ্ছত কৰ্ম্ম  
বুঝায় ।

† পূৰ্ণপক্ষত্ৰয়মেতৎ । অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতিমিত্ব ইত্যর্থঃ ।—  
“যে-কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে” এই শ্রুতিতে “যে-কেহ” এইরূপ সাধারণ উল্লেখ  
থাকায় বলিতে পারি, যাহারা শাস্ত্র-নিন্দিত কৰ্ম্ম করে—তাহারাও চন্দ্রলোকে যায় ।

হনিষ্ঠাদিকারিণস্তেহপি কিং চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, উত ন গচ্ছ-  
ন্তীতি চিন্ত্যতে। তত্র তাবদাহ—ইষ্ঠাদিকারিণ এব চন্দ্রমসং  
গচ্ছন্তীত্যেতন্ম। কস্মাৎ। যতোহনিষ্ঠাদিকারিণামপি চন্দ্র-  
মণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতম্। তথা হ্যবিশেষেণ কৌষীতকিনঃ  
সমামনন্তি ‘যে বৈ কেচান্মাল্লোকাং প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে  
সর্কে গচ্ছন্তি’ ইতি। দেহারন্তোহপি চ পুনর্জ্জায়মানানাং

কিনাং সমামানাদেহারন্তস্ত চ চন্দ্রলোকগমনমন্তরেণানুপপত্তেঃ। পঞ্চম্যামাহ-  
তাবিতাহতিসংখ্যানিয়মাৎ। তথাহি—ছ্যাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতঃপরিণামক্রমেণ তা  
এবাপো যোষিদমৌ হতাঃ পুরুষবচসোভবন্তীত্যবিশেষেণ শ্রুতম্। ন চৈতন্নমু-  
ঘ্যতিপ্রায়ং কপূয়চরণাঃ স্ব্যোনিমিত্যমমুঘ্যতাপি শ্রবণাৎ। গমনাগমনায় চ  
দেবদানপিতৃদানয়োরেব মার্গয়োন্নানাং পথ্যন্তরস্তাশ্রতেজ্জায়ন্ত্রিয়শ্চেতি  
তৃতীয়ং স্থানমিতি চ স্থানত্বমাত্রোণাবগমাৎ পথিত্বেনাপ্রতীতেচন্দ্রলোকাদ-  
বতীর্ণানামপি চ তৎস্থানত্বসম্ভবাদসম্পূরণেণ প্রতিবচনোপপত্তেঃ অনন্তমার্গ  
তয়া চ তত্তোগবিরহিণামপি গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলাদ্যুপসর্পতীতিবৎ সংযমনাদিষু  
ষমবশ্রুতায়ৈ চন্দ্রলোকগমনোপপত্তেঃ। ন কতরেণ চ নেত্যস্তাসম্পূরণপ্রতি-  
পাদনপরতয়া মার্গদ্বয়নিষেধপরত্বাভাবাৎ অনিষ্ঠাদিকারিণামপি চন্দ্রলোক-  
গমনে প্রাপ্তেহভিধীয়তে। সত্যং স্থানতয়াহবগতস্ত ন মার্গত্বং তথাপি বেথ  
যথাহৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত ইত্যস্ত প্রতিবচনাবসরে মার্গদ্বয়নিষেধপূর্বে  
চৃতীয়ং স্থানমভিবদন অসম্পূরণায় তৎপ্রতিপক্ষমাচক্ষীত। যদি পুনস্তেনৈব  
মার্গেণাগত্য জন্মমরণপ্রবন্ধবৎস্থানমধ্যাসীত নৈততৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ন  
ইষ্ঠাদিকারিণশ্চন্দ্রমণ্ডলাদবরুহ রমণীয়াং নিন্দিতাং বা যোনিং প্রতিপদ্যমানা-  
ন্তীয়ং স্থানং প্রতিপদ্যন্তে। তৎকন্ত হেতোঃ। পিতৃযানেন পথাহবরোহাৎ।  
তদ্যদি ক্ষুদ্রজন্তুবোহপ্যনেনৈব পথাহবরোহেয়ুঃ, নৈতদেবাং জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ

কিন্ত বাহারা তরিপরীতকারী অর্থাৎ অনিষ্ঠাদিকারী (নিন্দিতকর্মকারী)  
তাহারা কোণায় যায়? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায়? অথবা যায় না? এই  
প্রশ্নের প্রথম পক্ষে বলা যায়, কেবল ইষ্টকারীরাই যে চন্দ্রলোকে যায় এমন  
নহে, অনিষ্টকারীরাও যায়। কেন-না, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য,  
ইহা শ্রুত আছে (শ্রুতিতে উক্ত আছে)। যথা—“যে কেহ এ লোক হইতে  
প্রয়াণ করে—তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়।” কৌষিতকি-ব্রাহ্মণের এই  
শ্রুতি ইষ্টকারী যায় আর অনিষ্টকারী যায় না, এমন কোন অবধারণ বাক্য  
বলেন নাই, সামান্ততঃই বলিয়াছেন। [ দেহারন্তো...বাভাং ] আরও দেখ,

নাস্তুরেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিমবকল্লোত, পঞ্চম্যামাহতাবিত্যাহতি-  
সম্ব্যানিয়মাৎ । তস্মাৎ সৰ্ব্ব এব চন্দ্রমসমাসীদেয়ুঃ । ইষ্টাদি-  
কারিণামিতরেবাঞ্চ সমানগতিত্বং ন যুক্তমিতি চেৎ, ন । ইত-  
রেবাং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাভাবাৎ ॥ ১২ ॥

সংযমনে অনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহো  
তদাতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥\*

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । নৈতদস্তি সৰ্ব্বে চন্দ্রমসং  
গচ্ছন্তীতি । কস্মাৎ । ভোগায়ৈব হি চন্দ্রারোহণং ন নিস্প্র-

তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ । ততোবগচ্ছামঃ, সংযমনং সপ্ত চ যাতনা ভূমীর্যমবশ-  
তয়া প্রতিপদ্যমানা অনিষ্টাদিকারিণো ন চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তীতি । তস্মাৎ যে  
বৈ কে চেতীষ্টাদিকারিবিষয়ং ন সৰ্ব্ববিষয়ং পঞ্চম্যামাহতাবিতি চ স্বার্থবিধান-  
পরং ন পুনরপঞ্চম্যাহতিপ্রতিষেধপবমপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ । সংযমনে অনু-  
ভূয়েতি স্বত্রেণাবরোহাপাদনতয়া সংযমনস্ত্রোপাদানচন্দ্রমণ্ডলাপাদাননিষেধ  
আজ্ঞসঃ । তথা চ সিদ্ধান্তসূত্রমেব । পূৰ্ব্বপক্ষসূত্রে তু শব্দান্তরাধ্যাহারেন কণ-  
ঞ্চিদগময়িতব্যম্ । জীবজং জরায়ুজম্ । সংশৌকজং সংস্বেদজম্ ।

সিদ্ধান্তসূত্রং ব্যাচষ্টে—তুশব্দ ইত্যাদিনা । সংযমনে যমলোকে যমকৃতা  
যাতনাঃ অনুভূয়াবরোহন্তীত্যেবং আরোহাববোহাবিতি যোজনা সূত্রস্ত

যাহারা পুনর্জীব জন্মিবে তাহাদের দেহোৎপত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয় বলিতে  
পার না । কারণ, “পঞ্চমী আহতিতে—” এই শ্রুতিতে আহতি সংখ্যার  
নিয়ম আছে । অতএব, সাধারণতঃ সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবশ্য  
স্বীকর্তব্য । যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া  
উচিত নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র,  
কিন্তু সেখানে তাহাদের স্থখভোগ হয় না । ( পূৰ্ব্বপক্ষ ) ।

তুশব্দ পূৰ্ব্বপক্ষের নিষেধক । অর্থাৎ সকলেই যে চন্দ্রমণ্ডলে যায়, তাহা  
যায় না । কেন ? তাহা বিবেচনা কর । চন্দ্রে আরোহণ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে

\* তুশব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষব্যাবৰ্ত্তকঃ । সৰ্বে ন চন্দ্রমণ্ডলে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ । সংযমনে যমপুত্রে  
যামী যাতনা অনুভূয় ইতরেবাং অনিষ্টকারিণাং অববোহন্তীত্যেবমারোহাবরোহো জয়েতে ইতি  
সূত্রার্থঃ ।—সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইষ্টানিষ্টকারীর বিশেষ নাই, এ পক্ষ অগ্রাহ্য । কারণ,  
শ্রুতিতে অনিষ্টকারীর আরোহাবরোহ নিয়মলিখিত প্রকারে অভিহিত হইয়াছে । যথা—অনিষ্ট-

রাজনং নাপি প্রত্যবরোহায়ৈব । যথা কশ্চিদ্রক্ষমারোহতি  
 স্পফলোপাদানায় ন নিশ্চয়োজনং নাপি পতনায়ৈব ।  
 ভাগশ্চানিষ্ঠাদিকারিণাং চন্দ্রমসি নাস্তীত্যুক্তম্ । তস্মাদি-  
 নাদিকারিণ এব চন্দ্রমসমারোহন্তি নেতরে । ইতরে তু সংয-  
 নং যমালয়মবগাহ স্বদুষ্কৃতানুরূপা যামীর্যাতনা অনুভূয়  
 নরেবেমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি । এবভূতো তেষামারো-  
 বরোহো ভবতঃ । কৃতঃ । তদাতিদর্শনাৎ । তথাহি যম-  
 নস্বরূপা ঋতিঃ প্রয়তামনিষ্ঠাদিকারিণাং যমবশ্তাং  
 গতি—

‘ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং

প্রমাদ্যন্তং বিত্তরাগেণ মৃঢ়ম্ ।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী

পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে’ ॥ ইতি ।

৥ যমবশ্তাং মৃঢ়া গচ্ছতাম্ । সম্যক পদস্তাং প্রাপ্যত ইতি সাম্পরায়ঃ  
 লোকঃ, তদুপায়ঃ সাম্পরায়ঃ, বালমজ্ঞঃ, বিশেষতো বিত্তরাগেণ মৃঢ়ঃ  
 হ্যং প্রমাদঃ কুর্কন্তং প্রতি ন ভাতি । স চ বালোহ্যং স্ত্রীবিভাদিলোকো-

যা ভোগের নিমিত্ত, সূতবাং তাহা নিশ্চয়োজন নহে । লোকে যেমন  
 পুষ্পাদি গ্রহণের নিমিত্তই রক্ষারোহণ করে, অথবা নিশ্চয়োজনে কিংবা  
 বার জন্ত রক্ষাবোহণ করে না ; তেমনি, জীবও ভোগের উদ্দেশে চন্দ্রা-  
 ণ করে, নিশ্চয়োজনে অথবা পতনের জন্ত চন্দ্রারোহণ করে না । সেখানে  
 দের চন্দ্রলোকবোগ্য ভোগ হয় না, একথা পূর্বে বলিয়াছি, স্বীকার  
 যাছি, সে কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্র-  
 ক যায়, বিপরীতকারীরা যায় না । যাহারা নিমিত্তকর্ম্মকারী  
 রা যমালয় গমন পূর্ব্বক সেখানে সেই সেই দৃষ্টত কর্ম্মের অনুরূপ  
 দত্ত যাতনা অনুভব করিয়া তৎপরে ইহ লোকে আগমন করে ।  
 [ভূতো...ভবতি] তাহাদের যে কথিত প্রকার আরোহণাবরোহণ হয়  
 যমবচনরূপা ঋতিতে আছে । তাহাদের তদ্রূপ গতি অর্থাৎ যমবশ্ততা

। যমপুরে আরোহণ করে, সেখানে যমকৃত-যাতনা ভোগ করিয়া ভোগান্তে পুনররোহণ-  
 পুনর্দেহ গ্রহণ করে ।



‘বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং’ ইত্যেবঞ্জাতীয়কঞ্চ বহ্নেঃ  
যমবশ্তাপ্রাপ্তিলিঙ্গং ভবতি ॥ ১৩ ॥

অরন্তি চ ॥ ১৪ ॥\*

অপি চ মনুব্যাসপ্রভৃতয়ঃ শিষ্টা সংযমেন পুরে যমায়ত্তা  
কপূয়কৰ্মবিপাকং অরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু ॥ ১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ১৫ ॥†

অপি চ সপ্ত নরকা রোরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগ  
ভূমিত্বেন অর্য্যন্তে পৌরাণিকৈঃ। তাননিষ্ঠাদিকারিণঃ প্রাপ্তু-  
হন্তি ন পরলোকোহস্তীতি মানো স মে মম যমস্ত বশমাপ্নোতীত্যর্থঃ। ইতি  
রত্নপ্রভা।

( সংযমেন তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধে যমপুরে। কপূয়কৰ্মবিপাকং পাপকৰ্মজং ফলম্  
নচিকেতা নাম ঋষিশ্রমধিকৃত্য প্রবৃত্তং উপাখ্যানং নাচিকেতোপাখ্যানম্। )

( যমায়ত্তা যাতনেতি চিত্রগুপ্তাদয়ো যাতয়ন্তীতি স্মৃতিরুদ্ভূতমিতি মত্যা  
নদ্বিতি নানা বহবঃ। )

ঐতিকর্ষক ব্যক্ত হইয়াছে। যমের উক্তি যথা—“সাম্পরায়েয় অর্থাৎ পর  
লোকের শুভ উপায় অজ্ঞের বিশেষতঃ ধনমুগ্ধের নিকট প্রতিভাত ( প্রকা-  
শিত ) হয় না। তাহারা মনে করে, এই লোকই আছে, এ লোক অর্থাৎ  
পরলোক নাই। সেই জন্তই তাহারা পুনঃপুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়।” “যম  
লোক পাপিজনের গমনীয়” এইরূপ ও অন্তরূপ অনেক বাক্য আছে—  
যাহাতে পাপীর যমবশ্তা প্রাপ্তির বোধক কথা আছে।

মহু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে যমের সংযম  
নামক পুরে যমপ্রদত্ত পাপ কৰ্মের ফলভোগ বর্ণন করিয়াছেন।

পৌরাণিকেরাও দুষ্কৃত কৰ্মের ফলভোগস্থান রোরব প্রভৃতি সপ্তসংখ্য  
নরকের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, অনিষ্টকারী  
সেই সকল স্থানেই যায়, চন্দ্র তাহাদের চূর্ণত। চন্দ্রলোকে গমন করা দুঃ

\* সংযমনাখ্যে যমপুরে যমায়ত্তং পাপিনাং পাপকৰ্মবিপাকমিতি পুরণীয়ম্।—মহু  
ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও যমপুরে পাপীর পাপকৰ্মের ফলভোগ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন।

† নরকাঃ সন্তীতি শেষঃ। তে চ দুষ্কৃতকৰ্মফলভোগভূময় ইত্যভিপ্রায়ঃ।—রোরব মহারোর  
প্রভৃতি সাত প্রকার নরক স্থান আছে। সেই সকল স্থানে পাপীর গমন ও দুষ্কৃতফলভোগ  
হয়, ইহা পুরাণাদিতেও বর্ণিত আছে।

স্ত। কৃতস্তে চন্দ্রং প্রাপ্নুয়ুরিত্যভিপ্রায়ঃ। ননু বিরুদ্ধমিদং  
 ায়ত্তা যাতনাঃ পাপকৰ্ম্মাণোহনুভবন্তীতি, যাবত। তেষু  
 রৈবাদিষু অগ্রে চিত্রগুণাদয়ো নানাধিষ্ঠাতারঃ স্বৰ্য্যস্ত  
 ত, নেতাহ ॥ ১৫ ॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৬ ॥\*

তেষপি সপ্তস্ব নরকেষু তস্মৈব যমস্থাধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপার-  
 পগমাদবিরোধঃ। যমপ্রযুক্তা এব হি তে চিত্রগুণাদয়ো-  
 ধিষ্ঠাতারঃ স্বৰ্য্যস্তে ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাকৰ্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥†

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ‘বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূৰ্য্যতে,

(অধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপারঃ প্রেরকত্বম্। স্বৰ্য্যস্তে স্থতাব্যুচ্যস্তে)

যদ্বক্তং মার্গাস্তরাভাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি তন্ন। তৃতীয়মার্গশ্রুতে-

ক, তাহাদের চন্দ্র দর্শনও হয় না। [নহু...নেতাহ্] বলিতে পার  
 পাপীরা যমপ্রদত্ত যাতনা ভোগ করে, এ কথা বিরুদ্ধ। কেন-না, স্থিতিতে  
 হ, চিত্রগুণাদি রৌরবাদি নরকের অধীশ্বর, স্ততরাং তাঁহারা হই সেই সেই  
 ক নারকী জীবকে যাতনা প্রদান করেন, সেখানে যমের কর্তৃত্ব নাই। যদি  
 এরূপ বলেন, তাহা হইলে তত্ত্বার্থ স্তত্র এই—

সে সকল স্থান অর্থাৎ রৌরবাদি সপ্ত নরক যমের কর্তৃত্বাধীন, ইহা  
 ত থাকায় ঐ সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। চিত্রগুণাদিও যমনিযুক্ত, তৎকর্তৃত্ব  
 ক হইয়াই তাঁহারা পাপিজনপূর্ণ নরকের উপর আধিপত্য করেন।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে একটী প্রশ্ন আছে। যথা—“তুমি কি তাহা জান ?

তেষপি নরকেষু তদ্ব্যাপারং তস্ত যমস্ত কর্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ বিরোধোনাশ্রীতি  
 ১।—সে সকল স্থানেও যমের কর্তৃত্ব থাকায় কথিত সিদ্ধান্ত স্থিতিবিরুদ্ধ নহে। (ভাষ্য  
 ।

তু: পূৰ্ব্বোক্তিনিরাসায়। যদ্বক্তং মার্গাস্তরাভাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি তন্ন।  
 ার্গশ্রুতেরিতি গর্তিতার্থঃ। তত্র “এতয়োঃ পথোঃ” ইতি শ্রুতিভাগস্ত “এতয়োঃ পি-  
 া: পথবয়সাধনয়োঃ” ইত্মর্থঃ কার্য্যঃ। কৃতঃ? প্রকৃতত্বাৎ তৎপ্রক্রিয়ামুক্তবাদিতার্থঃ।  
 ভাষ্যে ঐষ্টবাম্।—শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দ্বিবিধ গতি বলিয়া তৃতীয় গতি  
 র স্তত্র অথ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাব অনুসারে “এতয়োঃ পথোঃ”  
 কোব তাৎপৰ্য্যার্থ “সেই দুই পথের প্রাপক বিদ্যা ও কৰ্ম্মঃ”

ইত্যন্ত প্রসঙ্গ প্রতিবচনাবসরে শ্রয়তে ‘অধৈতয়োঃ পথোন্  
কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি  
জায়ন্ত ত্রিযশ্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাহসৌ লোকো :  
সম্পূর্য্যতে’ ইতি । তত্রৈতয়োঃ পথোরিতি বিদ্যাকৰ্ম্মণোরি-  
ত্যেতৎ । কস্মাৎ । প্রকৃতত্বাৎ । বিদ্যাকৰ্ম্মণী হি দেবযান-  
পিতৃযানয়োঃ পথোঃ প্রতিপত্তৌ প্রকৃতে । ‘তদ্ য ইথঃ  
বিভুঃ’ ইতি বিদ্যা তয়া প্রতিপত্তব্যো দেবযানঃ পশ্চাঃ প্রকী-  
ৰ্ত্তিতঃ । ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তমিতি কৰ্ম্ম তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযান-  
পশ্চাঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তৎপ্রক্রিয়ায়ামধৈতয়োঃ পথোন্ কতরেণ

রিত্যাহ—বিদ্যাকৰ্ম্মণোরিতি । মার্গদ্বিতয়োক্ত্যনন্তরং তৃতীয়মার্গোক্তিসমা-  
রম্ভার্থং শ্রুতাবশ্যকঃ । এতসৌর্বিদ্যাকৰ্ম্মণোঃ পথিদ্বয়সাধনয়োঃ পথতরোণা-  
সাধনে ন যে নরা ন যুক্তান্তে জন্মমরণাবৃত্তিরূপতৃতীয়সর্গস্থানি ভূতানি ভবন্তি  
ক্রিয়াবৃত্তৌ লোচি । তেন পাপিনাং চন্দ্রগতাভাবাচ্চন্দ্রলোকো ন সম্পূর্য্য-  
ইতি শ্রুতার্থঃ । প্রতিপত্তাবিতি প্রাপ্তিসাধনে ইত্যর্থঃ । অপি চ পাপিনা  
চন্দ্রগতো ‘অসৌ লোকঃ সম্পূর্য্যতে অতশ্চ ন সম্পূর্য্যতে’ ইত্যেতৎপ্রতি-  
বচনং বিরুদ্ধং প্রসজ্যেতেত্যম্বয়ঃ । অবরোহাদসম্পূরণমশ্রুতং ন কল্যাণ শ্রুত

যে-প্রকারে চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না ?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুন। যায়—“সে  
সকল জীব দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের অন্যতর পথের অনুপ-  
যুক্ত—তাহারা পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ-যুক্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জী-  
( দংশ মশকাদি ) হয় । ইহারা জন্মে, আবারও শীঘ্রই মরে । ইহারা তৃতীয়  
স্থান অর্থাৎ প্রোক্ত পথদ্বয়তিরিক্ত তৃতীয়স্থানেই থাকে, চন্দ্রে গমন ক-  
রে না । সেই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না । ( ফলিতার্থ—পাপীর চন্দ্রলোকগতি  
হয় না, সেই কারণে সে লোক পূর্ণ হয় না ) । ” এই ক্ষতিতে যে “এই দুই  
পথের—” কথা আছে, তাহার অর্থ তদ্বত্তয় পথের সাধন বিদ্যা ও কৰ্ম্ম ।  
উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকৰ্ম্ম প্রকরণে কথিত । [ বিদ্যা...শ্রুতম্ ] সেখানে  
বিদ্যা ( জ্ঞান বা উপাসনা ) ও কৰ্ম্ম এই দুইটী যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান  
পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রস্তাব রূত হইয়াছে । “যাহারা এই  
প্রকারে জানেন” এই বাক্যে বিদ্যার কথন, তদ্বারা দেবযানপথ প্রাপ্তব্য ।  
( ফলিতার্থ—জ্ঞানই দেবযান পথে লইয়া যায় ) । “ইষ্ট, আপত্ত ও দত্ত,

চ নেতি শ্রুতম্ । এতচ্ছ্রুতং ভবতি । যে চ ন বিদ্যাসাধনে-  
দেবযানে পথ্যধিকৃতাঃ, নাপি কৰ্ম্মণা পিতৃযানে, তেষামেষ  
ক্ষুদ্রজন্তুরূপগোহসকৃদাবর্তী তৃতীয়ঃ পস্থা ভবতীতি । তস্মাদপি  
নানিষ্টাদিকারিভিঃ চন্দ্রমাঃ প্রাপ্যতে । শ্রাদেতৎ । তেহপি  
চন্দ্রবিশ্বমারুহ ততোহবরুহ ক্ষুদ্রজন্তুহং প্রতিপৎশাস্ত্র ইতি  
তদপি নাস্তি, আরোহানর্থক্যাৎ । অপি চ সৰ্ব্বেষু প্রয়ৎসু  
চন্দ্রলোকং প্রাপ্নু বৎশ্বসৌ লোকঃ প্রয়ন্তিঃ সম্পূর্য্যেতেত্যতঃ  
প্রশ্নবিরুদ্ধং প্রতিবচনং প্রসজ্যেত । তথাহি প্রতিবচনং দাত-  
ব্যং যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে । অবরোহাভ্যুপগমাদ-  
সম্পূরণোপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অশ্রুতত্বাৎ । সত্যমবরোহা-  
দপ্যসম্পূরণমুপপদ্যতে । শ্রুতিস্তু তৃতীয়স্থানসঙ্কীৰ্ত্তনে-

হাশ্রাপত্তেরিত্যাহ—নাশ্রুতত্বাদিতি । অবরোহ এব তৃতীয়ং স্থানং শ্রুত-  
মতাত আহ—অবরোহশ্রেতি । ইমমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি ইষ্টাদিকা-  
ণামবরোহোক্তেরনিষ্টাদিকারিণামপি অবরোহার্থসিদ্ধত্বাৎ পুনরুক্তির্যার্থে-  
চ্যর্থঃ । অথৈতয়োরিতি মার্গান্তরোপক্রমবোধস্বতৌ সশব্দবোধশ্চেত্যত স্থান-

এ সকল কৰ্ম্ম ।” এ সকলের দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্তব্য । ( কৰ্ম্মই পিতৃযান  
পথে লইয়া যায় ) । ইহারই পরে শ্রুতি “অথ” বলিয়া বলিয়াছেন “এই ছই  
পথের” ইত্যাদি । ঐ অথ-শব্দেব দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান সূচিত  
হয়, তাহা প্রদর্শিত পথের অতিরিক্ত । [ এত...প্রাপ্যতে ] ঐ শ্রুতিতে  
ইহাই কথিত হইয়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযান পথের অনধিকারী,  
মথবা যাহারা কৰ্ম্মসাধন পিতৃযান পথের অধিকারী নহে, তাহারা এই  
সকল শীঘ্র জন্ম-মরণ-শীল ক্ষুদ্র জন্তুরূপ তৃতীয় স্থান বা তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত  
হয় । ঐ সকল কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায়  
না । [ শ্রাদেতৎ...প্রসজ্যৎ ] যদি বল, এরূপ হইলেও ত হইতে পারে  
য, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণপূর্ব্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ  
ক্ষুদ্রজন্তু প্রাপ্ত হয় ? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে । অর্থাৎ তাহা হয় না ।  
কন-না ভোগ না থাকায় আরোহণ নিশ্চয়োজন । আরও দেখ, সকলেই  
দি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ব্বতাই স্থির থাকে  
তেরাং “পূরণ হয় না কেন ?” এ প্রশ্ন হইতে পারে না । অতএব, ঐ অর্থ

সম্পূরণং দর্শয়তি 'এতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাহসৌ লোকো  
ন সম্পূর্য্যত' ইতি। তেনাহনারোহাদেবাসম্পূরণমিতি যুক্তম্।  
অবরোহশ্চোদিকারিষ্যপ্যবিশিষ্টত্বে সতি তৃতীয়স্থানোক্ত্যা-  
নর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। তুশব্দস্তু শাখান্তরীয়বাক্যপ্রভবামশেষগমনা-  
শঙ্কামুচ্ছিনতি। এবং সত্যধিকৃতাপেক্ষঃ শাখান্তরীয়ে বাক্যে  
সর্বশব্দোহবতিষ্ঠতে। যে বৈ কেচিদধিকৃতা অস্মাল্লোকাৎ

শব্দো মার্গলক্ষক ইতি দ্রষ্টব্যম্। এবমবিশেষশ্রুতের্গাভাবাচ্চেতি পূর্বপক্ষ-  
বীজদ্বয়ং নিরস্ত তৃতীয়বীজনিরাসার্থং সূত্রমাহ—যৎপুনরিত্যাদিনা। ইতি  
রত্নপ্রভা।

প্রশ্নবিরুদ্ধ। ( প্রশ্ন—সম্পূরণ হয় না কেন? 'সম্পূরণ হয় না, ইহাই স্থির,'  
কিন্তু "কেন?" ইহা অস্থির বা সংশয়িত। সেই জন্মই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অস-  
ম্ভব )। সম্পূরণ হয় না কেন? তাহাই বলিতে হইবে, সম্পূরণের প্রকার  
বলিতে হইবে না। যদি বল, অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূরণ বলা হয়,  
বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতি তাহা বলেন নাই,  
এবং সেরূপ প্রশ্নও করেন নাই। অবরোহণ (তথা হইতে নামিয়া আসা)  
স্বীকারে অসম্পূরণ উপপন্ন হয় সত্য; কিন্তু শ্রুতি সেরূপে অসম্পূরণ দেখান্  
নাই। শ্রুতি তৃতীয়স্থান কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, পাপীরা  
চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোকের পূরণ হয় না। যথা—"ইহা তৃতীয়  
স্থান অর্থাৎ কথিত দেবদান গতির ও পিতৃদান গতির অতিরিক্ত তৃতীয়া  
গতি।" সেই কারণে এই চন্দ্রলোক সম্পূরিত হয় না। (খালি থাকে)।  
অতএব, আরোহণাবরোহণ ব্যতীত প্রকারান্তরে অসম্পূরণ হওয়াই শ্রুতির  
ও যুক্তির অমুমত। অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূরণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে  
ইষ্টাদিকারীর সহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কখনের প্রয়োজন  
থাকে না। [তুশব্দ...ইতি] অত্র শাখাস্থিত শ্রুতিতে যে সমুদায় জীবের  
চন্দ্রগতি শুনা যায়—তৎ শ্রবণে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা  
জন্মে—সূত্রকার সে আশঙ্কা তুশব্দের প্রয়োগে বিদূরিত করিয়াছেন। তাহাতে  
বুঝিতে হইবে, শাখান্তরীর বাক্যে যে সর্বশব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ  
অর্থাৎ তাহার অর্থ অধিকারী সকল। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল অধিকারী  
(চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য) এতলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই

প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তীতি। যৎ পুনরুক্তং  
দেহলাভোপপত্তয়ে সর্বে চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীতি পঞ্চম্যামাহতা-  
বিত্যাহৃতিসংখ্যানিয়মাদিতি তৎ প্রত্যুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

### ন তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ ॥১৮॥\*

ন তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় পঞ্চসংখ্যানিয়ম আহুতী-  
নামাদর্ভব্যঃ। কৃতঃ। তথোপলক্ষেঃ। তথা হস্তুরেণৈবাহ-  
তিসংখ্যানিয়মং বর্ণিতেন প্রকারেণ তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরূপল-  
ভ্যতে ‘জায়ন্ত্রিয়ন্ত্র’ ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানমিতি। অপি  
চ ‘পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি’ ইতি মনুষ্য-  
শরীরহেতুহেনাহুতিসংখ্যা সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে ন কীটপতঙ্গাদিশরীর-  
হেতুহেন। পুরুষশব্দস্য মনুষ্যজাতিবচনত্বাৎ। অপি চ

বিদ্যাকর্মশূন্যানাং কৃমিকীটাদিভাবেন জায়ন্তেত্যাদিশ্রুত্যা নিরন্তরজন্ম-

স্তপ্রাপ্ত হয়।” [যৎপুন...প্রত্যুচ্যতে] বলিযাছিলে যে, আহুতিসংখ্যার  
নিয়ম থাকায় (চতুর্থী আহুতির পর পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষশব্দবাচ্য অর্থাৎ  
দহোৎপত্তি হওয়ার নিয়ম থাকায়) সকলকেই চন্দ্রলোকে যাইতে হয়, হ্র-  
দ্রার এক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধ বলিতেছেন। (পঞ্চমী আহুতি—জীবোনিতে  
নক্ষিণ হওয়া। চন্দ্রলোকে না গেলে বর্ষণাদির দ্বারা পৃথিবীতে আসা ঘটে  
।। এবং রেতে বা রক্তে বাস করাও ঘটে না)। এক্ষণে হ্রদ্রের দ্বারা ঐ  
মাপতির প্রতাপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

তৃতীয় স্থানকে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত আহুতির ও আহুতিসংখ্যার নিয়ম  
নাই। শ্রুত্যান্ত ঐ আহুতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্ভব্য নহে। কেন-না,  
গাহাই উপলব্ধ (প্রতীত) হয়। নিয়মিত আহুতি সংখ্যা ব্যতীত কথিত  
প্রকারে অর্থাৎ “জন্মে আর মরে; জন্মে আর মরে।” এইরূপে তৃতীয়স্থান  
ভিত্ত হওয়া প্রতীত হয়। [অপিচ...আরভ্যতে] “আপ পঞ্চমী আহুতিতে  
ক্ৰম-শব্দের বাচ্য হয়” এই যে শ্রুত্যান্ত আহুতি সংখ্যার নিয়ম, এ নিয়ম

\* তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় আহুতিসংখ্যানিয়মো নাপেক্ষিতঃ। কৃতঃ? তথোপলক্ষেঃ।  
নাপি হি পঞ্চমীমাহতিং জায়ন্ত্রিয়ন্তেত্যেতৎপ্রকারেণৈব তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরূপলভ্যত ইতি  
ত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—তৃতীয় স্থান প্রাপ্তিতে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি শরীর লাভের নিমিত্ত আহুতি  
য়ম নাই। কেন-না, বিনা আহুতিতে ঐ সকল জীবের দেহ হইতে দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ  
।খ)।

পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্তুমুপদিশ্যতে নাপঞ্চম্যামাহুতৌ  
পুরুষবচস্তুং প্রতিষিধ্যতে । বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাদোষাৎ । তত্র  
যেষামারোহাবরোহৌ সন্তবতস্তেষাং পঞ্চম্যামাহুতৌ দেহ  
উদ্ভবিষ্যত্যন্যেষাস্তু বিনৈবাহুতিসম্ব্যয়া ভূতাস্তরোপসৃষ্ঠাভির-  
ন্তির্দেহ আরভ্যতে ॥ ১৮ ॥

### স্মর্য্যতেহপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥\*

অপি চ স্মর্য্যতে লোকে দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং সীতা-  
দ্রৌপদীপ্রভৃতীনাঞ্চাযোনিজস্বম্ । তত্র দ্রোণাদীনাং যোষি-  
দ্বিষয়ৈকাহুতিনাস্তি । ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাস্তু যোষিৎপুরুষবিষয়ে দ্বে

মরণোপলক্কেনাহুতিসম্ব্যাদর ইত্যর্থঃ । পুরুষশকাঁচৈবমিত্যাহ—অপি চেতি ।  
ইতি রত্নপ্রভা ।

মল্লষাদেহস্তাহপি নাহুতিসম্ব্যানিয়ম ইত্যাহ—অপিচেত্যাदिना । বিধি-  
নিষেধরূপার্থদ্বয়ে বাক্যভেদঃ স্তাদিত্যর্থঃ । অনিয়মে স্মৃতিসম্বাদার্থং সূত্রম্ ।

মানব-শরীরবিষয়ে, কোট-পতঙ্গাদি শরীরবিষয়ে নহে । কারণ, ঐ পুরুষ-শব্দ—  
মল্লষাজ্ঞাতিরই বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে । আরও দেখ, শ্রুতি  
পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষপদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য ;  
কিন্তু অপপঞ্চমী আহুতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই । ( পঞ্চম আহুতিস্থান  
ব্যতীত পুরুষদেহ হইবে না, এমন কথা বলেন নাই ) । ঐ এক বাক্যের বিধি  
নিষেধ উভয়ার্থ স্বীকার করিতে গেলে তাহার দ্ব্যর্থতা দোষ স্বীকার করিতে  
হইবে । ( এক বাক্যে দুই অর্থ প্রতীত হয় না । তাহা বলাও অস্বাভ্য ) । অত-  
এব, বুঝিতে হইবে, যাহাদের আরোহাবরোহ সম্ভব, আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে  
তাহাদেরই দেহ জন্মায়, তন্নিম্ন জীবের দেহ বিনা আহুতিতে ভূতাস্তর সংসৃষ্ট  
আপের দ্বারা উৎপন্ন হয় । সে সকল শরীর আহুতিসংখ্যার নিয়ম বহির্ভূত ।

অন্য শরীরের কথা দূরে থাকুক, মল্লষাশরীরোৎপত্তিতেও যে আহুতি-  
সংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদিগ্রন্থে দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদী  
প্রভৃতির অযোনিজস্ব কথন দ্বারা দর্শিত হইয়াছে । দ্রোণাদির জন্মে যোষিদিব-  
য়ক এক আহুতির অভাব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির স্ত্রীপুংসংসর্গরূপ আহুতিব্রয়ের

\* লোকাতেহনেনেতি লোকে ভারতাদিঃ ।—ঋষিরা ভারতাদি গ্রন্থে আহুতিসংখ্যার  
আদরাভাব স্মরণ করিয়াছেন, এবং জীবলোকেও তাহা দেখা যায় ।

।প্যাহতী ন স্তঃ । যথা চ তত্রাহতিসংখ্যানাদরো ভবতি  
।বমম্ভত্রাপি ভবিষ্যতি । বলাকাপ্যস্তুরেণৈব রেতঃসেকং গৰ্ভং  
স্ত ইতি লোকে রূঢ়িঃ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥\*

অপি চ চতুর্বিধে ভূতগ্রামে জরায়ুজাণ্ডজ্বেদজোন্ডি-  
হ্লক্ষণে স্বেদজোন্ডিজ্জয়োরন্তরেণৈব গ্রাম্যধর্মমুৎপত্তিদর্শ-  
দাহতিসংখ্যানাদরো ভবতি, এবমম্ভত্রাপি ভবিষ্যতি । ননু  
তথাং খল্বেথাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—অণ্ডজং

যতেহপীতি । লোকাৎতহনেনেতি লোকো ভারতাদিরুক্তঃ । মুখ্যার্থমপ্যাহ—  
।কেতি । ইতি রত্নপ্রভা ।

অণ্ডজানি চ জরায়ুজানি চ স্বেদজানি চ উন্ডিজ্জানি চেতি । শ্রুতাবষ্টন্তেন  
এং ব্যাচষ্টে—অপি চেতি । অম্ভত্রাপ্যনিষ্টাদিকারিষ্মিত্যর্থঃ । অনয়া শ্রুত্যা  
তুর্বিধাং কথমুক্তং শ্রুতান্তরে ত্রীণ্যেবেত্যবধারণবিরোধাদিতি শঙ্কোত্তরত্বেন  
ব্রহ্মদন্তে—নম্বিত্যাদিনা । ইতি রত্নপ্রভা ।

ভাব আছে । যেমন সে সকল দেহে আহতিসংখ্যানিয়মের অভাব আছে,  
সমি, দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখা যায় । বকী বিনা রেতঃসেকে  
স্ত্রী হয়, এ সংবাদ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ । ( ঋতুমতী বকী মৈথুন্য ধর্ম্মে  
স্ত্রী হয় না, মেঘগর্জন শ্রবণে গর্ভিণী হয় ) ।

অপিচ, জরায়ুজ ( ১ ) অণ্ডজ ( ২ ) স্বেদজ ( ৩ ) ও উন্ডিজ্জ ( ৪ ) এই  
চতুর্বিধ জীবজাতির বা ভূত গ্রামের মধ্যে স্বেদজ ও উন্ডিজ্জ ভূতের বিনা  
মধ্যম্বে উৎপত্তি হইতে দেখা যায় । তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহাদের  
ক্ষে আহতিসংখ্যা অনিরমিত । বখন স্বেদজ ও উন্ডিজ্জ জন্মে আহতি-  
খ্যার অনাদর দেখা যায় তখন যে অন্য জন্মেও আহতিসংখ্যার অনাদর  
কিবেক তদ্বিষয়ে আর কথা কি । [ ননু...মিত্যত্রোচ্যতে ] যদি বল, শ্রুতি  
বিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতি বলিয়াছেন, যথা—“অণ্ডজ ( ১ ) জীবজ বা

\* বিনাপি গ্রাম্যধর্ম্মমুৎপত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ ।—চতুর্বিধ ভূত গ্রামের মধ্যে দ্বিবিধ ভূতের  
। মৈথুন্যধর্ম্মে দেহোৎপত্তি হইতে দেখা যায় ।



‘জীবজমুত্তিজ্জমিতি’ অত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রামে শ্রয়তে কথং  
চতুর্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ২০ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥\*

‘অণ্ডজং জীবজমুত্তিজ্জম্’ ইত্যত্র তৃতীয়েনোত্তিজ্জশব্দে-  
নৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ, উভয়োরপি স্বেদ-  
জোত্তিজ্জয়োর্ভূম্যদকোত্তেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ । স্বাবরো-  
দ্ভেদাত্ম বিলক্ষণো জঙ্গমোত্তেদ ইত্যন্যত্র স্বেদজোত্তিজ্জয়ো-  
র্ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

সাভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাদ্য ‘তস্মিন্ যাবৎ সম্পাত-

জীবজং জরায়ুজং মহুযাদি, ভূমিমুত্তিদ্য জায়তে বৃক্ষাদিকং, উদকং ভিত্ত্বা  
জায়তে যুদ্ধাদিজঙ্গমমিতি ভেদঃ । সংশোকঃ স্বেদঃ । ইতি রত্নপ্রভা ।

যদ্যপি যথৈতমাকাশনাকাশদ্বায়ুমিত্যতো ন তাদাত্ম্যং ক্ষুটমবগম্যতে

জরায়ুজ (২)।ও উত্তিজ্জ (৩)।” কিন্তু ভূমি বলিতেছে, ভূতজাতি চতুর্বিধ ।  
ইহার কারণ কি ? সূত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

“অণ্ডজ, জীবজ ও উত্তিজ্জ ।” এই শ্রুতিতে যে তৃতীয় উত্তিজ্জ শব্দ আছে,  
ঐ উত্তিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক । কেননা,  
স্বেদজ ও উত্তিজ্জ এই দুইয়ের মধ্যে ভূমি-জল-উত্তেদ-পূর্বক উৎপন্ন হওয়ার  
প্রণালী তুল্য । স্বাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোত্তেদে নাই । সে কারণেও তদ্বয়ের  
ভেদবাদ অবিরুদ্ধ ।

২১

ইষ্টাদিপুণ্যকর্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের পূর্ব  
পর্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে

\* তৃতীয়েনোত্তিজ্জশব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ, প্রত্যেতি  
শেষঃ ।—শ্রুতি উত্তিজ্জ শব্দে স্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক ।

† সমানোভাবো ধর্মো যস্য স সভাবন্তস্য ভাবঃ সাভাব্যঃ সাম্যানিত্যর্থঃ । সাম্যাপত্তি-  
র্ভবতি ন তু তত্তত্ত্বাবাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ । তদেব হ্যাপপদ্যতে ন তদ্ব্যং ।—অবরোহণকারীরা  
অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না । কেননা, আকাশাদির সমান  
হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ।

মুখিহা ততঃ সানুশয়া অবরোহন্তি’ ইত্যুক্তম্। অথাবরোহ-  
প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে। তদ্রোহমবরোহশ্চৈতীর্ভবতি ‘অধৈতমেবা-  
ধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতমাকাশমাকাশায়াং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো  
ভবতি ধূমো ভূত্বাহব্রং ভবত্যব্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো  
ভূত্বা প্রবর্ষতি’ ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপ-  
মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র  
প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ।  
এবং হি শ্ৰুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্ৰুতিলক্ষণা-  
বিষয়ে চ শ্ৰুতির্ন্যায়া ন লক্ষণা। তথা চ ‘বায়ুর্ভূত্বা ধূমো

তথাপি বায়ুভূত্বৈত্যাদেঃ ক্ষুটতরতাদ্ব্যাবগমাদযথৈতমাকাশমিত্যেতদপি  
তাদ্ব্যাবগমাবতিষ্ঠতে। ন চান্তান্ত্যভাবানুপপত্তিঃ। মহুষ্যশরীরস্ত ননিকৈ-  
শ্বরস্ত দেবদেহরূপপরিণামশ্রবণাদেবং দেবদেহস্ত চ নহস্য তিথ্যকুশ্রবণাৎ।  
তন্মানুস্মার্থপরিচয়গেণ ন গোপী বৃত্তিরাশ্রয়ণীয়া। গোপ্যাঞ্চ বৃত্তৌ লক্ষণা-  
শব্দঃ প্রযুক্তো গুণে লক্ষণায়াঃ সম্ভবাৎ। যথাহঃ—‘লক্ষ্যমাণগুণৈর্ঘোগাদ-  
বৃত্তেরিষ্ঠা তু গোপতা’ ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—‘সাত্বাব্যাপত্তিঃ’। সমানো-  
ভাবো রূপং যেযাং তে সত্বাবস্তেযাং ভাবঃ সাত্বাব্যং সাক্ষ্যং সাদৃশ্যমিতি

অর্থং পুনর্বার এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কি  
রূপে অবরোহণ করে? তাহা বিচারিত হইবে। অবরোহণ-বিষয়িণী শ্ৰুতি  
এইরূপ—“অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগান্তে  
শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে  
বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর অব্র হইয়া, অব্র হইয়া মেঘ  
হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।” ইত্যাদি। [তত্র...ইতি] এখানে সংশয়  
এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা  
আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির  
স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রুত্যাৰ্থে লক্ষণা করিতে হয়।  
(মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অন্ত্যায়)। যে স্থানে  
প্রোক্ত অর্থ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে  
আক্ষরিক অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যথা বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয়  
না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই “বায়ু হইয়া ধূম হয়” এইরূপ এইরূপ  
পাঠ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে। স্মৃত্যং পাওয়া

ভবতি' ইত্যেবমাদীশ্বরানি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে । তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—আকাশাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি । চন্দ্রমণ্ডলে যদক্ষয়ং শরীর-মুপভোগার্থমারন্ধং তদুপভোগক্ষয়ে সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মাকাশসমং ভবতি ততো বায়োর্বর্ষমেতি ততো ধূমা-দিভিঃ সংস্জ্যত ইতি । তদেতদুচ্যতে যথেষ্টমাকাশমাকাশ-দ্বায়ু-মিত্যেবমাদিনা । কুত এতৎ । উপপত্তেঃ । এবং হ্যেত-দুপপদ্যতে । ন হ্যন্তস্থান্ভাব উপপদ্যতে । আকাশস্বরূপ-

যাবৎ । কুতঃ । উপপত্তেঃ । এতদেব ব্যতিরেকমুখেন ব্যাচষ্টে—“ন হ্যন্তস্থান-ভাব উপপদ্যতে” । মুক্তমেতদ্যদেবশরীরমজগরভাবেন পরিণমতে দেবদেহ-সময়েহজগরশরীরস্তাভাবঃ । যদি তু দেবাজগরশরীরে সমসময়ে স্তাতাং ন দেবশরীরমজগরশরীরং শিল্লিশতেনাপি ক্রিয়তে । ন হি দধিপয়সী সমসময়ে পরস্পরায়তনী শক্যে সম্পাদয়িতুং তথেষাপি স্বক্ষশরীরাকাশয়োঃ উপপত্তাবান্ন পরস্পরায়তনং ভবিতুমর্হতি । এবং বায়ুাদিষপি যোজ্যম্ । তথা চ তদ্ব্যবস্ত্তং-

গেল, অবরোহকারীরা অবরোহকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশ-দির তুল্য হয় না । স্বত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয় । [ চন্দ্রমণ্ডলে...উপপদ্যতে ] ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায় । বিলীন বা বিক্রত হইয়া ( গলিয়া গিয়া ) স্বক্ষ আকাশের সমান হয় । আকাশের ন্যায় স্বক্ষ ও লঘু হয় বলিয়া বায়ুর বশ্ত হয়, বায়ুবশ্ত হইয়া ধূমাদির সহিত সংস্থষ্ট ( মিশ্রিত ) হয় । এতদ্রূপ ক্রমে অব্দ্রপ্রবিষ্ট ( জলগর্ত মেঘ অব্দ্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ । মেঘের সঞ্চারাবস্থা অব্দ্র, বর্ষণাবস্থা মেঘ ), তৎপরে বৃষ্টিজল প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি প্রবিষ্ট হয় । শ্রুতি এই তথ্যটি “ষথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন । ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ । ঐরূপ হইলেই শ্রুতার্থ ঠিক থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয় । অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন । [ আকাশস্বরূপ...চর্য্যতে ] জীব আকাশ প্রাপ্ত হইলে তাহার বায়ু-আদি-ক্রমে অবরোহ উপপন্ন হয় না । আকাশ বিভূ, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ । সে কারণ, আকাশ-সদৃশ

প্রতিপত্তৌ চ বায়াদিক্রমোণাবরোহো নোপপদ্যতে । বিভূ-  
ত্বাচ্চাকাশেন নিত্যসম্বন্ধস্তান্ন তৎসাদৃশ্যাপত্তেরনন্তৎসম্বন্ধো  
ঘটতে । অতঃসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ত্রায্যমেব । অত আকা-  
শাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিতাব ইতু্যপচর্য্যতে ॥ ২২ ॥

### নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥\*

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্ভীহাদিপ্রতিপত্তেৰ্ভবতি  
বিশয়ঃ—কিং দীর্ঘং কালং পূৰ্বপূৰ্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্ত-  
রসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্লমল্লমিতি । তত্রানিয়মো নিয়মকারিণঃ  
শাস্ত্রাস্তাভাবাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি ।  
অল্লমল্লং কালমাকাশাদিতাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং

সাদৃশ্যেনোপচারিকো ব্যাখ্যেয়ঃ । নব্বাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাং কিং  
সাদৃশ্যেনেত্যত আহ—“বিভূত্বাচ্চাকাশেনে”তি ।

হুনিপ্পতরমিতি হুংথেন নিঃসরণং ক্রতে ন তু বিলম্বেনেতি মন্ততে পূৰ্ব-

হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ ঘটনা হয় না । যেখানে ঐত্যর্থের অর্থাৎ আক্ষরিক  
অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয় ন্যায় । সেই জন্তই বলি,  
ঐতি আকাশস্যম্ব হওয়াকেই উপচার ক্রমে আকাশতাব প্রাপ্তি বলিয়া-  
ছেন ।

বলা হইল, অমুশরী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া  
ধানাদিতাব প্রাপ্ত হয় । এই স্থানে সংশয়, ধানাদিতাব প্রাপ্তির পূর্বে  
যে আকাশাদিতাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয় ?  
কি বিলম্ব সমাপ্ত হয় ? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূৰ্ব পূৰ্ব পদার্থের সাদৃশ্য-  
বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয় ? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র

\* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যেনাবস্থায় ভূবমাপত্তস্তীতি শেষঃ । তত্র বিশেষা-  
দিতি হেতুঃ । বিশিনিষ্টি হি ঐতিব্রাহ্মণাদিতাবাপত্তিঃ “অতোবৈহুনিপ্পতরং” ইত্যাদিনা  
সম্পর্ভেণ । অত্র হুংথেন ব্রাহ্মণাদিতাবান্নিঃসরণমুক্তম্ । তেনাত্তাৎ হুংথেনাকাশাদিতাবান্নিঃসরণ-  
স্তবতীতি তদেব চ বিশেষদর্শনমিতি ।—অমুশরী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিতাব  
হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে । পৃথিবীতে আসিলে যে শস্যাদিতাব প্রাপ্ত হয়,  
সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা ঐতি বলিয়াছেন । ঐতির সে কথায় বুঝা যায়, পূৰ্ব পূৰ্ব  
অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধানাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয় ।

ভুবমাপতন্তি । কুত এতৎ । বিশেষদর্শনাৎ । তথা হি ত্রীহা-  
দিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি ‘অতো বৈ খলু দুর্নিশ্পপতরম্’  
ইতি । তকার একচ্ছান্দস্তাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ ।  
দুর্নিশ্পপতরং দুর্নিজ্জমতরং দুঃখতরমস্মাৎ ত্রীহাদিভাবাম্ভিঃস-  
রণং ভবতীত্যর্থঃ । তদত্র দুঃখং নিশ্পপতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্বেষু  
সুখং নিশ্পপতনং দর্শয়তি । সুখদুঃখতাবিশেষশ্চায়াং নিশ্পপত-  
নস্ত কালান্নতদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ । তস্মিন্নবধৌ শরীরানিশ্পপ্তেরূপ-  
ভোগাসম্ভবাৎ । তস্মাৎ ত্রীহাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্লেনৈব  
কালেনাবরোহঃ স্তাদিতি ॥ ২৩ ॥

পক্ষী । বিনা স্থলশরীরং ন স্থলশরীরে দুঃখভাগিতি দুর্নিশ্পপতরং বিলম্বং  
লক্ষয়তীতি রাহস্যঃ ।

পূর্বপূর্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সাদৃশ্য হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ  
করে ? সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ । তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম  
নাই । কেননা নিয়মকারী শাস্ত্র নাই । ( বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্রও  
হইতে পারে ) । এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ “নাতিচিরেণ” যত্র বলা হইল ।  
অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির  
সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে । বিশেষ দর্শন থাকাতাই উক্ত সিদ্ধান্ত  
অবিচাল্য । [ তথাহি...স্তাদিতি ] কি বিশেষ ? তাহা বলিতেছি । ধাত্তাদি-  
শস্ত্রভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্বাৱস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা  
দেখাইয়াছেন । যথা—“ইহা হইতে দুর্নিশ্পপতর হয় ।” বৈদিকপ্রক্রিয়া  
অনুসারে একটা ত লুপ্ত আছে । উহার অর্থ দুর্নিজ্জমতর অর্থাৎ জীব অতি  
দুঃখে ত্রীহাদি হইতে নিজ্জমত হয় । এই দুঃখনিজ্জমই পূর্ব পূর্ব অবস্থার  
সুখনিজ্জম বলিতেছে । নিজ্জমের সুখদুঃখ = কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত ।  
অর্থাৎ অল্পকালে নিজ্জমত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ত্রীহাদিভাবে থাকাই  
দুঃখ । সে সময়ে শরীর নিশ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ  
অসম্ভব । এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশরী জীব যত দিন  
না ধাত্তাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাবে হইতে  
নিজ্জমত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে ।

## অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥\*

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে ‘ত ইহ ত্রীহিব্যা  
ওষধিবনম্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে’ ইতি । তত্র সংশয়ঃ ।  
কিমস্মিন্নেবাবরোহে স্বাবরজাত্যাপমাঃ স্বাবরসুখদুঃখভাজো-  
হনুশয়িনো ভবন্ত্যাহোম্মিৎ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তরাধিষ্ঠিতেষু স্বাবর-  
শরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ।  
স্বাবরজাত্যাপমাস্তৎসুখদুঃখভাজোহনুশয়িনো ভবন্তীতি । কুত  
এতৎ । জনেশ্বৰ্য্যার্থহোপপত্তেঃ, স্বাবরভাবশ্চ চ শ্রুতি-  
স্মৃত্যোরুপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্চেষ্টাদেঃ

আকাশসাক্ষ্যং বায়ুধুমাদিসম্পর্কোহনুশয়িনামুক্ত ইহেদানীং ত্রীহিব্যা  
ওষধিবনম্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত ইতি শ্রুয়তে । তত্র সংশয়ঃ । কিমনু-  
শয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ত্রীহিব্যাদয়ঃ স্বাবরা ভবন্ত্যাহোম্মিৎ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তরাধি-  
ষ্ঠিতেষু সংসর্গমাত্রমনুভবন্তীতি । তত্র মনুষ্যো জায়তে দেবো জায়ত ইত্যাদৌ  
প্রযোগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধত্বাদ্যপি ত্রীহাদিশরীরপরিগ্রহ এব  
জনিমুখ্যার্থ ইতি ত্রীহাদিশরীরো এবানুশয়িন ইতি যুক্তম্ । ন চ রমণীয়চরণাঃ

শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্য্যন্ত  
বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনম্পতি, তিল, মাষ,—  
ইত্যাদি ইত্যাদি হয় ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবর-জাতি  
প্রাপ্ত হইয়া স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবাস্তরাধিষ্ঠিত সেই  
সেই স্বাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্বাবর-  
জাত্যাপন্ন কর্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয় । ইহা  
কেন বলি?—না ঐক্য হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে । স্বাবর ভাব  
যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ । অপিচ, ইষ্টা-  
পূর্তাদিকর্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্টফল  
হওয়া অসম্ভব নহে । অতএব, কর্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি

\* অন্যান্য জীবাস্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিস্বাবরে ত্রীহাদৌ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত  
ইতি পুরণীয়ম্ । কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ববদিত । অত্রাপি পূর্ববৎ বায়ুদ্যবৎ অভিলাপঃ  
শ্রোতঃ সঙ্কীৰ্ত্তনমন্তীতি ।—স্বর্গচ্যুত কর্মশেষী জীবেরা জাতিস্বাবর হয় না । জীবাস্তরাধিষ্ঠিত  
জাতিস্বাবরে সংশ্লেষমাত্র লাভ করে । কারণ এই যে, শ্রুতি ত্রীহাদি জন্মেও পূর্বের ছায়  
বায়ু ধুমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন ।

কৰ্মজাতস্থানিফলত্বোপপত্তেঃ । তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং  
ত্রীহাদিজন্ম শ্বাদিজন্মবৎ । যথা শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং  
বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং শ্বাদিজন্ম তৎস্ব-  
ছঃখান্বিতং ভবতি এবং ত্রীহাদিজন্মাপীতি । এবং প্রাপ্তে  
ক্রমঃ । অনৈজ্জ্যবৈরধিষ্ঠিতেষু ত্রীহাদিষু সংসর্গমাত্রমন্ম-  
শয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তৎস্বছঃখভাজো ভবন্তি পূর্ববৎ ।  
যথা বায়ুধূমাদিভাবোহনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রমেবং ত্রীহা-  
দিভাবোহপি জাতিস্থাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্ । কুত এতৎ ।  
তদ্বদেবেহাপ্যভিলাপাৎ । কোহভিলাপস্ত তদ্বদ্যবঃ ।  
কৰ্মব্যাপারমন্তরেণ সঙ্কীৰ্তনম্ । যথাকাশাদিষু প্রবৰ্ধণান্তেষু ন  
কঞ্চিৎ কৰ্মব্যাপারং পরামুশ্যেতৎ ত্রীহাদিজন্মত্বপি । তস্মা-

কপূয়চরণা ইতিবৎ কৰ্মবিশেষাসঙ্কীৰ্তনাত্তদভাবে ত্রীহাদীনাং শরীরভাবাভাবাং  
ক্ষেত্রজান্তরাধিষ্ঠিতানাং তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্প্রতম্ । ইষ্টাদিকারিণামি-  
ষ্টাদিকমসঙ্কীৰ্তনাদিষ্টাদেচ্চ হিংসাদোষদূষিতত্বেন সাবদ্যফলতয়া চন্দ্রলোক-  
ভোগানন্তরং স্বাবরশরীরভোগ্যত্বফলত্বত্বাপ্যপত্তেঃ । ন চ ন হিংস্রাং সর্কী  
ভূতানীতি সামান্ত্রশাস্ত্রান্নিষেদীয়পঞ্চহিংসাবিষয়বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনং সামা-

জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম । [ যথা...জন্মাপীতি ]  
“কুকুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ স্ব-  
ছঃখান্বিত মুখ্য কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধাত্বাদি জন্মও  
সেইরূপ জানিবে । [ এবং...পূর্ববৎ ] এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা  
হইল, স্বর্গচ্যুত কৰ্মশেষী জীব জীবান্তরাধিত ধাত্বাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির  
ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং স্থাবর-স্বছঃখভাগী হয় না ।  
[ যথা...শয়িনাম্ ] অনুশয়ী অর্থাৎ কৰ্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব  
যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধাত্বাদিভাবও  
জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র । ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রোত কথনের  
তদ্বদ্যবের দ্বারা জ্ঞান যায় । অভিলাপের তদ্বদ্যব = কৰ্মব্যাপারের অকীৰ্তন ।  
শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবৰ্ধণ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কৰ্মব্যাপার বলেন  
নাই, তেমনি, ত্রীহাদি জন্মেও কৰ্মব্যাপার বলেন নাই । ( কৰ্মব্যাপার =  
পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী ) । অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধাত্বাদি-

স্নাত্যত্র স্মৃত্বেৎখভাজ্জমশুশয়িনাম্। যত্র তু স্মৃত্বেৎখভাজ্জ-  
মভিপ্রৈতি পরামুশতি তত্র কৰ্ম্মব্যাপারং রমণীয়চরণাঃ কপূয়-  
চরণা ইতি। অপি চ মুখেহনুশয়িনাং ত্রীহাদিজন্মনি ত্রীহা-  
দিষু লুপ্ত্যমানেষু কণ্ড্যমানেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্য-  
মাণেষু চ তদভিমানিনোহনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো  
বচ্ছরীরমভিমম্বতে স তস্মিন্ পীড়্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্।  
তত্র ত্রীহাদিভাবাদ্ভেদঃসিগ্ভাবোহনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত।  
অতঃ সংসর্গমাত্রমশুশয়িনামন্যাধিষ্ঠিতেষু ত্রীহাদিষু ভবতি।  
এতেন জনেন্মুখ্যার্থত্বং প্রতি ক্রয়াদুপভোগস্থানত্বঞ্চ স্থাবর-

গ্রন্থাঙ্গত্বং হিংসাসামান্যদ্বারেণ বিশেষোপসর্পণং বিলম্বেনেতি সাক্ষাদ্বিশেষবস্তুশ্চ:  
শাক্তাং শীঘ্রতরপ্ৰবৃত্তাদহরুর্লভ্যাদিতি সাম্প্রতিকম্। ন হি বলবদিত্যেব দুর্লভং  
বাধতে কিন্তু সতি বিরোধে। ন চেহান্তি বিরোধো ভিন্নগোচরচারিত্বাৎ।  
অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি হি ক্রতুপ্রকরণে সমান্নাতং ক্রত্বর্থতামন্ত গময়তি  
ন ত্বপনয়তি নিষেধাপাদিতামন্ত পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতাম্। তেনাস্ত নিষেধা-  
দন্ত পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতা বিধেচ ক্রত্বর্থতা কো বিরোধঃ। যথাহঃ—

ভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় স্মৃত্বেৎখ ভাগী হয় না। [যত্র তু...ভবতি]  
যস্থলে স্মৃত্বেৎখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কৰ্ম্ম-বিশেষ উল্লেখঃ কথিত হয়, সেই  
স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারী রমণীয়  
যানি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যানি লাভ করে। আরও  
দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধাত্তাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভি-  
মানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধাত্তাদির ছেদনে, কুট্টনে, ভজ্জনে, পচনে ও ভক্ষণে  
অর্থাৎ ধাত্তাদি দেহের নাশে তদেহ হইতে উৎক্রান্তি হয়, ইহা মানিতে  
হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্যাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত  
বৈধটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী  
সে দেহের পীড়নে প্রাণণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়।  
ধাত্তাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধাত্তাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্বক রেতঃসেক-  
যোগে দেহোৎপত্তি হয়, এরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির  
যে, জীবাস্ত্রাধিষ্ঠিত স্থাবর-দেহে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত অনুশয়ীদিগের কেবলমাত্র  
উল্লেখ হয়, মুখ্য ধাত্তাদি জন্ম হয় না। [এতেন...চক্ষ্মহে] এই বিচারের  
লিভার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্মশ্রুতি-



ভাবন্তু । ন চ বয়মুপভোগস্থানস্বং স্বাবরভাবস্তাবজানীমহে ।  
ভবত্বশ্চোবাং জন্তুনাংপুণ্যসামর্থ্যেন স্বাবরভাবমুপগতানামেত-  
দুপভোগস্থানম্ । চন্দ্রমসস্তবরোহস্তোহনুশয়িনো ন স্বাবরভাব-  
মুপভুক্তত ইত্যচক্ষ্মহে ॥ ২৪ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥

যৎ পুনরুক্তং পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কৰ্ম্ম  
তন্ত্রানিষ্টমপি ফলমবকল্পত ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং  
ব্রীহাদিজন্মাহন্ত তত্র গোণী 'কল্পনাহনর্থিকৈতি তৎ পরিব্রী-

যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলঙ্গাদীনী ভক্ষয়েৎ ।

ন ক্রতোস্তত্র বৈশুণ্যং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ ॥ ইতি ।

তস্মাজ্ঞেনমুখ্যার্থবাদব্রীহাদিশরীরী অনুশয়িনো জায়ন্ত ইতি প্রাপ্তেহভি-  
ধীয়তে—

ভবেদেতদেবং যদি রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতিবদব্রীহাদিষ্মশুশ্রবতাং  
কৰ্ম্মবিশেষঃ কীর্ত্যেত । ন চৈতদন্তি । ন চেষ্টাদেঃ কৰ্ম্মণঃ স্বাবরশরীরো-

মুখ্যা নহে এবং সেই স্বাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগীয়তনও নহে । আমরা  
সামান্যতঃ স্বাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না । পাপপ্রভাবে  
অন্যান্য জীব স্বাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের  
আয়তন হয় ইউক, কিন্তু যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া  
স্বাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্বাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র । স্মরণ্যং সেই সেই  
স্বাবর দেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার  
উদ্দেশ্য ।

বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ ; সেই  
কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত  
অনুশরীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গোণ নহে । ধাত্বাদিজন্মের গোণত্ব কল্পনা

\* অশুদ্ধঃ অনর্থহেতুনা ছুরিতাপূর্বেণ মিলিতমাধ্বরিকং কৰ্ম্ম হিংসাদিযোগাদিতি ন ।

- হেতু মাহ শব্দাদিতি । শব্দাৎ শাস্ত্রাদেব হি তন্ত্ৰ শুদ্ধত্বমবধার্য্যতে ।—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ  
পশুহিংসাসাধ্য, সে কারণ তৎপ্রভব অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম্মমিশ্রিত), সেই কারণে  
চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্ম্মফলভোগান্তে অধর্ম্মফল ভোগার্থ স্বাবর জন্ম পায়, এরূপ বলিতে পার  
না । কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসায় ছুরিতাপূর্ব্ব জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম্ম হয় না ।  
যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্বাবর হইবে কেন ?

য়তে । ন । শাস্ত্রহেতুত্বাধ্বাধর্মবিজ্ঞানশ্চ । অয়ং ধর্মোহয়ম-  
ধর্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণমতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োৱনিয়-  
তদেশকালনিমিত্তত্বাচ্চ । যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ  
যো ধর্মোহনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেধধর্মো  
ভবতি । তেন ন শাস্ত্রাদৃতে ধর্মাদধর্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্ত-  
চিদন্তি । শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যত্বাকো জ্যোতিষ্যোমো ধর্ম

পভোগ্যত্বঃখলপ্রসবহেতুভাবঃ সম্ভবতি । তন্তু ধর্মত্বেন স্মৃথৈকহেতুত্বাৎ । ন  
চ তদপাতায়াঃ পশুহিংসায়ান হিংস্তাদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বার্থা আপি হুঃখলত্ব-  
সম্ভবঃ । পুরুষার্থায়া এব ন হিংস্তাদিতি প্রতিষেধাৎ । তথাহি ন হিংস্তাদিতি  
নিষেধস্ত নিষেধাধীননিরূপণতয়া তদর্থং নিষেধাৎ তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞা-  
য়তে । ন চৈতন্নানুতং বদেৎ ন তো পশৌ করোতীতিবৎ কস্তচিৎ প্রকরণে  
সমাসাতং যেনানুতবদনবদস্ত নিষেধস্ত ক্রত্বত্বৈ নিষেধোহপি ক্রত্বর্থঃ স্তাৎ ।  
পশৌ নিষিদ্ধয়োৱাজ্যভাগয়োঃ ক্রত্বত্বেন নিষেধস্তাপি ক্রত্বত্বং ভবেৎ । এবং  
হি সত্যাজ্যভাগরহিতৈরপ্যাক্তান্তরৈৱাজ্যভাগসাধ্যঃ ক্রত্বপকারোবিজ্ঞায়তে ।  
তস্মাদনানরভাধীতেন ন হিংস্তাদিত্যেননাভিহিতস্ত বিধূপহিতস্ত পুরুষ-  
ব্যাপারস্ত বিবিধভক্তিবিরোধাদ্হুঃখাত্মকপ্রকৃত্যর্থহিংসাকর্মভাব্যত্বপরিভ্যাগেন  
পুরুষার্থ এব ভাব্যোহবতিষ্ঠতে । আখ্যাতানভিহিতস্তাপি পুরুষস্ত কৰ্ত্তব্যপারা-  
ভিধানদ্বারেণোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তন্তু রাগতঃ প্রাপ্তত্বাদনুবাদেন নঞর্থং  
বিধিরূপসংক্রামতি । তেন পুরুষার্থো নিষেধ ইতি তদধীননিরূপণো নিষে-  
ধোহপি পুরুষার্থো ভবতি । তথা চায়মর্থঃ সম্পাদ্যতে—যৎ পুরুষার্থং হননং

নিরর্থক । এই সূত্রে সেই পূর্বোক্ত দোষবাদের পরিহার হইবে । [ ন...বক্তুম্ ]  
যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ব ( ধর্ম ) অশুদ্ধ অর্থাৎ ছুরিতাপূর্বমিশ্রিত নহে । কারণ  
এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্মাদধর্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু  
( গমক বা বোধক ) । ধর্মাদধর্ম অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিসয়,  
সুতরাং তাহা জ্ঞানিবার শাস্ত্র ব্যতীত অন্য উপায় নাই । বিশেষতঃ তদ্বয়ের  
দেশকালাদির নিয়ম নাই । যে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষ্যে বা যে  
নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে  
কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম হইয়া দাঁড়ায় । সুতরাং  
শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্মাদধর্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে  
পারে না । তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অনুগ্রহীত  
অথবা হিংসা ও অনুগ্রহাদিযুক্ত ( যজ্ঞে হিংসাও আছে, অনুগ্রহও আছে )

ইত্যবধারিতম্। স কথমশুদ্ধ ইতি শাক্যতে বক্তুম্। ননু ন হিংস্যাৎ সৰ্ব্বা ভূতানীতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধৰ্ম ইত্যবগময়তি। বাচম্। উৎসর্গস্তু সং, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অগ্নী-যোমীয়ং পশুমালভেতেতি। উৎসর্গাপবাদয়োঃচ ব্যক্তিত-বিষয়ত্বম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং কৰ্ম্ম শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বা-দনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্ম প্রতিকল্পং ফলং জাতিস্বা-বরত্বম্। ন চ শ্রাদ্দিজন্মবদপি ত্রীহাদিজন্ম ভবিতুমৰ্হতি। তদ্ধি কপূয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে। নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধি-

তন্ন কুর্যাদিতি ক্রত্বর্থশ্চাপি চ নিবেধে হিংস্যাঃ ক্রত্বপকারকত্বমপি কল্যেত। ন চ দৃষ্টে পুরুষোপকারকত্বে প্রত্যর্থিনি সতি তৎ কল্পনাস্পদম্। ন চ স্বাত-জ্ঞাপারতন্ত্ৰ্যে অসতি সংযোগপৃথক্বে খাদিরতাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ। তস্মাৎ-পুরুষার্থপ্রতিষেধে ন ক্রত্বর্থত্বমপ্যাস্বন্দতীতি শুদ্ধস্বথফলত্বমেবোদীনাং ন স্বাবরশরীরোপভোগ্যত্বঃফলত্বমপীতি। আকাশাদিষিব কৰ্ম্মব্যাপারমন্তরেণা-ভিলাপাৎ। অমুশয়িনাং ত্রীহাদিসংযোগমাত্রং ন তু দেহত্বমিতি। অয়মেবার্থ উৎসর্গাপবাদকথনেনোপলক্ষিতঃ। অপি চ যুথোহমুশয়িনাং ত্রীহাদিজন্ম-নীতি ত্রীহাদিভাবমাপন্নঃ খব্বমুশয়িনঃ পুরুষৈরুপভুক্তা রেতঃসিগ্ভাবমমুভব-স্তীতি শ্রয়তে। তদেতদ্ত্রীহাদিদেহত্বোহমুশয়িনাং নোপপদ্যতে। ত্রীহাদি-

জ্যোতিষ্টোমাদি বাগ ধৰ্ম্ম ( ধৰ্ম্মজনক )। অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকৰ্ম্মকে কি-রূপে অশুদ্ধ বলিতে পার ? [ননু...স্বাবরত্বম্] বলিতে পার যে, “সৰ্বভূতে অহিংসা করিবেক” এই নিবেধ শাস্ত্র ভূত-(ভূত=প্রাণ)-বিষয়ক হিংসার অধৰ্ম্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, ঐটি শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎ-সর্গ অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র। ঐ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—“অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।” সামান্য ও বিশেষ—দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ ভিন্ন স্থলগুলিতেই সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, অবৈধ হিংসায় অধৰ্ম্ম, আর বৈধ হিংসায় ধৰ্ম্ম)। অতএব, বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কৰ্ম্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ না হয়, তবে, কি-জন্য তাহার জাতিস্বাবরত্ব ফল হইবে ? [ন চ...চর্য্যতে] ধান্যাদিজন্ম কুকুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল

কারোহস্তি । অতঃশব্দম্বলাৎ স্থলিতানামনুশয়িনাং ত্রীহাদি-  
সংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইত্যুপচর্য্যতে ॥ ২৫ ॥

### রেতঃসিগ্‌যোগোহথ ॥ ২৬ ॥\*

ইতঃশব্দ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবো যৎ কারণং ত্রীহাদি-  
ভাবস্থানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাব আশ্রায়তে ‘যো যো  
হ্রস্মমতি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদুয় এব ভবতি’ ইতি । ন চাত্র  
মুখ্যো রেতঃসিগ্‌ভাবঃ সম্ভবতি । চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌ-  
বনো রেতঃসিগ্‌ভবতি কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমদ্যমানান্নানু-  
গতোহনুশয়ী প্রতিপদ্যতে । তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্‌যোগ

দেহে হি ত্রীহাদিষু লুনেষবহস্তিনা ফলীকৃতেষু চ ত্রীহাদিদেহবিনাশাদনুশ-  
য়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি কথমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাবঃ । সংসর্গমাত্রে তু সংসর্গিষু  
ত্রীহাদিষু নষ্টেষুপি ন সংসর্গিণোহনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি রেতঃসিগ্‌ভাব উপ-  
পদ্যতে । শেষমুক্তম্ । ( প্রবাসো নির্গমঃ )

সদ্যোজাতোহি বালো ন রেতঃসিগ্‌ভবতাপি তু চিরজাতঃ প্রৌঢ়যৌবনন্ত-  
শ্বাদপি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে । তৎ কিমিদানীং সর্ব্বত্রৈবানুশয়িনাং সংসর্গ-

পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে । সেস্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা  
উপলক্ষ্যও নাই । উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অমু-  
শয়বান্ জীব ত্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ত্রীহিযবাদি হয় না ।  
অতি সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচার বাক্যে ত্রীহাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন ।

ত্রীহাদিসংশ্লেষই ত্রীহাদিভাব, এতৎপ্রতি অন্য কারণ এই যে, ত্রীহাদি-  
ভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত ( রেতঃসেক্ত ) হয় । এতদ্বর্থে  
অতি এই যে “যেহেতু অন্ন ভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, সেই হেতু সে পুন-  
র্বার হয় ।” বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব সম্ভব হয় না । যে  
জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই  
রেতঃসেক্ত হয় । অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অন্যানুগত অনু-  
শয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে ? এ স্থলে ইহা  
অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তি  
( অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত

\* অথ ত্রীহাদিভাবপ্রাপ্ত্যন্তরং রেতঃসিগ্‌যোগঃ শ্বাদনুশয়িনামিতি বোজনম্ ।—অনুশয়ী  
ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় । ( কসিভাব্য ভাবো ব্যক্ত হইয়াছে ) ।

এব রেতঃসিগ্ভাবোহভ্যুপগম্যব্যঃ । তদ্বৎ ত্রীহাদিভাবোহপি  
ত্রীহাদিযোগ এবত্যবিরোধঃ ॥ ২৬ ॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৭ ॥\*

অথ রেতঃসিগ্ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি  
যোনেরধি শরীরমনুশয়িনামনুশয়ফলোপভোগায় জায়ত  
ইত্যাহ শাস্ত্রং ‘তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা’ ইত্যাদি । তস্মাদপ্যব-  
গম্যতে নাবরোহে ত্রীহাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব স্নখ-  
দুঃখাশ্রিতং ভবতীতি । তস্মাৎ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং  
তজ্জন্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-  
কৃতো তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ॥

মাত্রঃ । তথা চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিসু তথাভাব আপদ্যোতেতি, নেত্যাহ ।

সুগমম্ ।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াং ভামত্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

এবং কশ্মিণাং গত্যাগতিসংসারো দুর্বার ইত্যনুসন্ধানাৎ কশ্মফলাদৈরাগ্যা-  
তদ্বজ্ঞানসাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি—ইতি সিদ্ধমিতি । ইতি রত্নপ্রভা ।

হইয়া যায়, স্ততরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না ।  
সংশ্লেন্ন স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ত্রীহাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয় । )  
এবং দৃষ্টান্তে ত্রীহাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তি ; এইরূপেই বিরোধ  
ভঞ্জন হইতে পারে ।

রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অত্যন্তরোর্দে  
অনুশরীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে । এ কথাও “যাহারা ইহলোকে  
রমণীয়চরণ করে” ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । ইহারও দ্বারা জানা  
যায়, অবরোহকালে যে ত্রীহাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা সেই ত্রীহাদি  
শরীর তৎসম্বন্ধীয় স্নখদুঃখাশ্রিত নহে । প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ  
হইতেছে যে, অনুশরীদিগের ত্রীহাদি জন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট  
হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে ।

\* যোনেঃ শরীরমিতি ঐতেন ত্রীহাদিশরীরত্বমনুশয়িনামিতি স্বার্থঃ ।—রেতঃসিগ্ভাব  
প্রাপ্তির পর যোনিবেশে ও রেত-উপাধানে অনুশরীদিগের অভুক্ত শেষ কর্ত্ত্বের ফল ভোগ  
শরীর জন্মে । ( কথাগুলির ফল ভাষা ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে ) ।

## দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সক্যো সৃষ্টিরাহি ॥ ১ ॥\*

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চায়িবিদ্যামুদাহৃত্য জীবন্ত সংসার-  
গতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ । ইদানীং তদ্ব্যবহাভেদঃ প্রপ-  
ঞ্চ্যতে । ইদমামনন্তি ‘স যত্র প্রশপিতি’ ইত্যুপক্রম্য ‘ন তত্র  
রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্  
পথঃ সৃজতে’ ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ । কিং প্রবোধ ইব

ইদানীন্ত তদ্ব্যব জীবন্তব্যবহাভেদঃ স্বয়ংজ্যোতির্দ্বিসিদ্ধার্থঃ প্রপঞ্চ্যতে ।  
“কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোষ্মিন্নাময়ী”তি । যদ্যপি  
ব্রহ্মণোত্তমানির্বাচ্যতয়া জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাগতমৌলভয়োরপি সর্গয়োদ্যাময়ত্বং  
তথাপি যথা জাগ্রৎসৃষ্টিব্রহ্মত্বাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগমুভবর্তে, ব্রহ্মত্বতাব-  
সাক্ষাৎকারাতু নিবর্ততে, এবং কিং স্বপ্নসৃষ্টিরাহোষ্মিৎ প্রতিদিনমেব নিবর্তত

অব্যবহিত পূর্বপাদে পঞ্চায়ি-বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার  
সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইয়াছে ; এক্ষণে এই পাদে তাহার (জীবের)  
অব্যবহাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বলা হইবেক ।

[ইদ...সৃষ্টিরিতি] শ্রুতি “সেই জীব যাহাতে স্পৃষ্ট হয়” এই উপক্রমে  
বলিয়াছেন—“সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই । জীব রথ,  
রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বাঙ্গিক সৃষ্টি  
কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক ? সত্য ? অথবা তাহা মায়াময়ী ? রজু  
সর্পাদির ত্রায় মিথ্যা ? এই সংশয়ের পূর্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়,

\* ষোল্লোকস্থানয়োজ্জাগ্রৎসৃষ্টিস্থানয়োঃ সাক্ষ্যো অন্তরালে ভবৎ সাক্ষ্যং স্বপ্নঃ । তস্মিন্  
বা সৃষ্টিঃ সা তথ্যরূপা ভবিতুমর্হতি । হি যতঃ আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ । পূর্বপক্ষস্বত্বমেতৎ ।—  
ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তরালীবহা) অথবা জাগ্রৎ  
সৃষ্টির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্যা সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্রায় সত্য । একথা বলিবার কারণ এই  
যে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন । (এই পূর্বপক্ষ সূত্র) ।

স্বপ্নেহপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোষিস্থায়াময়ীতি। তত্র  
 তাবৎ প্রতিপদ্যতে সঙ্কো সৃষ্টিরিতি। সঙ্ক্যমিতি স্বপ্নস্থান-  
 মাচক্ষে বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ ‘সঙ্ক্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্’  
 ইতি। দ্বয়োলোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োৰ্বা সঙ্কৌ  
 ভবতীতি সঙ্ক্যং তস্মিন্ সঙ্ক্যে স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টিৰ্ভবিতু-

ইতি বিমর্শার্থঃ। “দ্বয়োঃ” ইহলোকপরলোকস্থানয়োঃ। সঙ্কৌ ভবং সঙ্ক্যম্।  
 ঐহলৌকিকচক্ষুরাদ্যাব্যাপারাজ্ঞপাদিসাক্ষাৎকারোপজননাদনৈহলৌকিকং পার  
 লৌকিকেন্দ্রিয়াদিব্যাপারস্ত চ ভবিষ্যতোহপ্রত্যুৎপন্নত্বেন ন পারলৌকিকম্।  
 ন চ ন রূপাদিসাক্ষাৎকারোস্তি স্বপ্নদশস্তস্মাভ্যুভয়োলৌকিকয়োরস্তান্তরালত্বমিতি  
 ব্রহ্মাস্ত্রাবাসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথ্যরূপৈব সৃষ্টিৰ্ভবিতুমর্হতি। অয়মতিসন্ধিঃ—  
 ইহ হি সর্ক্যাণ্যেব মিথ্যাজ্ঞানানুদাহরণং তেষাং সত্যং প্রতিজ্ঞায়তে। প্রকৃ-  
 তোপযোগিতয়া তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্। জ্ঞানং যমর্থমববোধয়তি স তথৈ-  
 বেতি যুক্তম্। তথাভাবস্ত জ্ঞানারোহাৎ। অতথাস্তস্তদ্ব্যপ্রতীয়মানস্ত তথা-  
 ভাবপ্রমেয়বিরোধেন কল্পনানাস্পদত্বাৎ। বাধকপ্রত্যাদতথ্যত্বমিতি চেৎ, ন,  
 তস্ত বাধকত্বাসিদ্ধেঃ। সমানগোচরে হি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী জ্ঞানে বিরু-  
 দ্ধ্যেতে। বলবদবলবত্বানিশ্চয়াচ্চ বাধ্যবাধকভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চেহ  
 সমানবিষয়ত্বম্। কালভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। তথাহি ক্ষীরং দৃষ্টং কালান্তরে  
 দধি ভবতি এবং রজতং দৃষ্টং কালান্তরে শুক্লিৰ্ভবেৎ। নানারূপং বা তদ্বস্ত।  
 তদ্যস্ত তীব্রাতপক্লাস্তিসহিতং চক্ষুঃ স তস্ত রজতরূপতাং গৃহ্নাতি। যস্ত তু  
 কেবলমালোকমাত্রোপকৃতং, স তস্মৈব শুক্লিরূপতাং গৃহ্নাতি। এবমুৎপল-  
 মপি নীললোহিতং দিবা সৌরীভির্ভাভিরভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহ্যতে। প্রদোপা-  
 ভিব্যক্তস্ত নক্তং লোহিততয়া। এবমসত্যং নিদ্রায়াং সত্যোহপি রথাদীন  
 ন গৃহ্নাতি নিদ্রাণস্ত গৃহ্নাতীতি সামগ্রীভেদাদ্বা কালভেদাদ্বা বিরোধাতবঃ।  
 নাপি পূর্বোত্তরয়োৰ্কলবদবলবত্বনির্ণয়ঃ। দ্বয়োরপি স্বগোচরচারিতয়া সমান-  
 ত্বেন বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। তস্মাদপ্যবশ্যমবিরোধোব্যবস্থাপনীয়ঃ। তৎ  
 সিদ্ধমেতৎ। বিবাদাস্পদং প্রত্যয়াঃ সম্যকঃ প্রত্যয়স্বাক্ষাৎসত্ত্বাদিপ্রত্যয়ব-  
 দিতি। ইমমর্থং শ্রুতিরপি দর্শয়তি—“অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ স্বজতে”তি।  
 ন চ ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পথানো ভবন্তীতি বিরোধোহুপচরিতার্থী স্বজত  
 ইতি শ্রুতিৰ্ক্যাখ্যেয়া। স্বজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রুতিসম্বাদাৎ প্রমাণান্তর-

সঙ্ক্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। [সঙ্ক্য...মর্হতি] সঙ্ক্য-শব্দে স্বপ্নস্থান।  
 বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সঙ্ক্য-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“তৃতীয়

মহীতি। কৃতঃ। যতঃ প্রমাণভূতা ঋতিরেবমাহ ‘অথ রথান্  
রথযোগান পথঃ সৃজতে’ ইত্যাদি। স হি কৰ্ত্তেতি চোপ-  
সংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ১ ॥

### নিৰ্মাতারন্ধৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥\*

দৃষ্টাদাচ্চ। বলীয়স্বেন তদনুগুণতয়া ন তত্র রথা ইত্যস্তা তাক্ষসেন ব্যাখ্যা-  
নাং জাগ্রদবস্থাদর্শনযোগ্যা ন সন্তি ন তু রথান সন্তীতি। অতএব কৰ্ত্ত-  
কৃতিঃ শাখাস্তরশ্চতিরূদাহত। প্রাজ্ঞকৰ্ত্তৃকত্বাচ্চাশ্রয় পারমার্থিকত্বং বিয়দাদি-  
গবৎ। ন চ জীবকৰ্ত্তৃকত্বায় প্রাজ্ঞকৰ্ত্তৃকত্বমিতি সাশ্রিতম্। অল্পত্র ধর্মান-  
গত্বাধর্মাদিতি প্রাজ্ঞশ্চৈব প্রকৃতত্বাৎ। জীবকৰ্ত্তৃকত্বেহপি চ প্রাজ্ঞানভেদেন  
বীজশ্চ প্রাজ্ঞত্বাৎ। অপি চ জাগ্রৎপ্রত্যয়সম্বাদবস্ত্বেহপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচি-  
শ্রুস্তে। তদ্বথা—স্বপ্নে শুক্লাধরধরঃ শুক্লমাণ্যানুলেপনো ব্রাহ্মণায়নঃ প্রিয়-  
তং প্রাত্যহ—প্রিয়ব্রত পঞ্চমেহহনি প্রাতরেবোক্ষরাপ্রায়ভূমিদানেন নর-  
তিত্বাং মানয়িষ্যতীতি। স চ জাগ্রত্তথাত্মনোমাননমুভয় স্বপ্নপ্রত্যয়ঃ  
ত্যাভিমমুত্তে। তস্মাৎ সন্ধ্যো পারমার্থিকী সৃষ্টিরিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

‘প্ৰস্থান তাহা সন্ধ্যা আখ্যায় অভিহিত।’ যাহা ছই লোকের + (ইহ-  
রলোকের) অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই ছই অবস্থার সন্ধিতে বা  
সুস্তরালে হয় তাহা সন্ধ্যা। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্যা-শব্দে স্বপ্ন। এই  
প্ৰস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ  
ষ্টির ন্যায় সত্য। [কৃতঃ...গম্যতে] সত্য বলিবার কারণ এই যে,  
মাণসরূপা ঋতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তর রথ, রথ-  
গাও পথ সৃজন করেন।” “তিনিই কৰ্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন” এই শেষ  
ক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয়।

\* একে শাখিনঃ কামানাং নির্মাতারমাস্তানমামনন্তি কামান্চ পুত্রাদয়ঃ। কাম্যা ইত্যম্মি-  
র্ধ কামা ইতি।—কোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সঙ্কাস্থানে যে কাম্য নির্দ্রাণ হয়  
হার কৰ্ত্তা আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন।

† ইহ-পর-লোকের অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ  
গীতি উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিংক ও নিত্যস্বপ্নের স্থায় সন্ধ্যা। বৃত্তাকালে যখন  
দায় ইন্দ্রিয় নির্জাপার হয় তখন আর সে এ লোক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা  
স্মরণমাত্র অবলম্বনে এতদ্রোহ অতি অশ্লষ্টরূপে স্মরণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে তাহার  
বৈকল্য-বলে মানস পরলোক ক্ষুণ্ণরূপে জ্ঞান উদিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে পরলোকে



অপি চৈকে শাখিনোহস্মিন্নেব সঙ্কে স্থানে কামানাং  
নিৰ্ম্মাতারমাত্মানমামনস্তি ‘য এষ সৃষ্টেযু জাগৰ্ত্তি কামং কামং  
পুরুষো নিৰ্ম্মিমাণঃ’ ইতি । পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভি-  
প্রেয়স্তুে কাম্যন্তু ইতি । নমু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবো-  
চ্যেরন, ন, ‘শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃগীষ’ ইতি প্রকৃত্য ‘অন্তে  
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি’ ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুত্রা-  
দিষু কামশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ । প্রাজ্ঞঃ চৈনং নিৰ্ম্মাতারং  
প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ । প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং  
‘অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাধৰ্ম্মাৎ’ ইত্যাদি । তদ্বিষয় এব চ বাক্য-  
শেষোহপি—

কিঞ্চ স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনিৰ্ম্মিতত্বাৎ আকাশাদিবদিতি সূত্রার্থমাহ—  
অপি চেত্যাদিনা । রুঢ়িমাশঙ্ক্য প্রকরণম্মিরশ্চতি—নবিত্যাদিনা । যঃ সৃষ্টেযু  
করণেযু জাগৰ্ত্তি তদেব শুক্রং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ । স্বপ্নস্ত জাগ্রদর্থৈঃ সমান-

আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সন্ধ্যা অর্থাৎ স্বপ্ন-  
স্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীক্ষিত পুত্রাদি পদার্থের স্বজনকর্ত্তা আত্মা ।  
যথা—“ইন্দ্রিয়গণ সৃষ্ট হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি  
করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—” ইত্যাদি । এই ক্ষতিতে যে কাম-শব্দ আছে,  
তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ । যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়  
তাহাও কাম । [ নমু...ইতি ] কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়,  
অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে । কেননা, “তুমি শতবর্ষজীবী  
পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর” এই প্রক্রমের পর “শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ  
পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে  
কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে । অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবে  
শেষ বাক্য, এই দুই দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যস্থানী  
পদার্থের নিৰ্ম্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা । প্রকরণটি প্রাজ্ঞবিষয়ক । কেননা  
উহা “যাহা ধৰ্ম্মাতীত, অধৰ্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, তাহা বল—”  
ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে । প্রকরণের শেষেও ধৰ্ম্মাদ্যতীত প্রাজ্ঞ  
আত্মার কথন আছে । যথা—“সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম

যে রূপ হইবেক সেইরূপটি তাহার ভাবনা পথে আইসে । এই ভাবনায় জ্ঞান স্বপ্নসদৃ-  
বলিয়া স্বপ্ন । এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকব্ধের সন্ধিতে হয় বলিয়া সন্ধ্যা ।

‘তদেব শুক্রং তদ্রক্ষ তদেবায়তমুচ্যতে।

তস্মি’ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বৈ তদ্ব নাত্যেতি কশ্চন’ ॥

ইতি। প্রাজ্ঞকর্তৃকা চ সৃষ্টিস্থত্ব্যরূপা সমধিগতা জাগ-  
রিতাশ্রয়া তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টিৰ্ভবিভুমহতি। তথা চ শ্রুতিঃ  
‘অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশা এবাশ্রয় ইতি যানি হেব  
জাগ্রৎ পশুতি তানি সুষুপ্তঃ’ ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমান-  
ন্যায়তাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সন্ধ্যো সৃষ্টিরিত্যেবং  
প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ২ ॥

মায়ামাত্রস্ত কাংশ্চৈনানভিব্যক্ত-

স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥\*

দেশবশতেরভেদশ্রুতেশ্চ সত্যত্বে তাৎপর্যমিত্যাহ—অথো খল্বাহরিতি। ইতি  
বহুপ্রভা।

অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই  
আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।”  
[ প্রাজ্ঞ...প্রত্যাহ ] যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রস্তাবে কথিত,  
সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য;  
তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে।  
যথা—“পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহঁার। ইনি জাগ্রৎস্থানে  
যাহা দেখেন, তাহাই সুষুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন স্থান স্থিত হইয়া দেখেন।” এই  
শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্যা-সৃষ্টিও  
জাগ্রৎসৃষ্টির স্তায় তথ্যরূপ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে হত্কার প্রত্যুত্তর  
বলিতেছেন—

\* তু-শব্দেন পূর্বপক্ষঃ নিষেধতি। সন্ধ্যো সৃষ্টি’ পারমার্থিকীতি যাবৎ। সা মায়ামাত্রঃ  
মায়াময়োব। যতঃ সা কাংশ্চৈন দেশকালানমিতাদিরূপেণ পরমার্থবস্তুধর্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপা ন  
ভবতি ততঃ সা সৃষ্টি’ পরমার্থরূপা কিন্তু মায়াময়ী। জাগ্রদর্থস্ত সত্যত্বব্যাপকো যো যো ধর্মঃ  
স্বপ্নে তদভাবাদৃশ্যত ইতি নিষেধঃ।—স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির স্তায় তথ্যরূপা নহে। তৎপ্রতি  
কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থের ধর্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে।  
(ভাব্যানুবাদ দেখ)।

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । নৈতদন্তি—যদুক্তং সঙ্ঘো  
সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি । মায়াময়্যেব সঙ্ঘো সৃষ্টির তত্র পর-  
মার্থগন্ধোহপ্যস্তি । কুতঃ । কাৎস্নেয়ানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।  
ন হি কাৎস্নেয়ান পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ । কিং  
পুনরত্র কাৎস্ন্যমভিপ্রেতম্ । দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ ।  
ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়ানি দেশকালনিমিত্তাণ্যবাধশ্চ স্বপ্নে  
সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ স্বপ্নে রথাदीनामुচিতো দেশঃ সম্ভবতি ।  
ন তাবৎ সংরতে দেহদেশে রথাদয়োহবকাশং লভেরন্ ।  
ত্বাদেতৎ । বহির্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহ-

ইদমত্রাকৃতম্ । ন তাবৎ ক্ষীরশ্চেব দধি রজতস্ত পরিণামঃ শুক্তিঃ  
সম্ভবতি । ন হি জাদ্বীশ্বরগৃহে চিরস্থিতান্তপি রজতভাজনানি শুক্তিভাবমমু-  
ভবন্তি দৃশ্যন্তে । ন চেতরস্ত রজতামুভবসময়েহন্তোহনাকুলেন্দ্রিয়ো ন তস্ত  
শুক্তিভাবমমুভবতি প্রত্যেতি চ । ন চোভয়রূপং বস্তু । সামগ্রীভেদাত্ত  
কদাচিদস্ত তোরভাবোহমুভূয়তে কদাচিন্নরীচিতেতি সাম্প্রতম্ । পারমার্থিকে  
হস্ত তোরভাবে তৎসাধ্যামুদত্তোপশমলক্ষণার্থক্রিয়াং কুর্য্যাম্মরীচিসাধ্যামপি  
রূপপ্রকাশলক্ষণাম্ । ন মরীচিভিঃ কন্তুচিৎক্ষায়া উদত্তোপশাম্যতি । ন চ  
তোরমেব দ্বিবিধমুদত্তোপশমনমতত্ত্বোপশমনমিতি যুক্তম্ । তদর্থক্রিয়াকারিত্ব-  
ব্যাপ্তং তোরত্বং মাত্রয়াপি তামকুর্ত্তোরমেব ন শ্রুতং । অপি চ তোরপ্রত্যয়-  
সমীচীনত্বাহস্ত দ্বৈবিধ্যমভ্যুপেয়তে তচ্চাভ্যুপগমেহপি ন সেক্ষুমহতি ।  
তথা হ্রসমর্থধিয়া তোরমেতদिति মন্বানো ন তক্ষগপি মনোচিতোপশমভিধানং  
যথা মরীচীনমুভবন্ । অথাশ্রুতং শক্তমভিমন্তমানোহভিধাবতি । কিমপরাঙ্কঃ

সূত্রস্থ তুশব্দ উদ্ঘাটিত পূর্বপক্ষের নিরাসক । বলিয়াছিল যে, স্বাপ্নিক  
সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ছায় সত্য ; তাহা নহে । স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী ।  
তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই । কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে  
অভিব্যক্ত নহে । সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্ম স্বপ্নের স্বরূপে  
প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না । দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এইগুলি  
সূত্রস্থ কাৎস্ন-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে । সত্যবস্তু দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল,  
নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে । [ ন তাবৎ...  
লভেরন্ ] স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে ? না এই  
সম্বুদ্ধিত দেহস্থানে রথাদি পর্য্যাপ্ত হয় ? [ ত্বাদেতৎ...বীতেতি ] আচ্ছা,

ণাৎ দর্শয়তি চ শ্রুতিবর্হির্দেহাৎ স্বপ্নঃ ‘বহিঃ কুলায়াদমৃত-  
শরিত্বা স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্’ ইতি । স্থিতিগতি-  
প্রত্যয়ভেদশ্চ নানিচ্ছান্তে জন্তৌ সামঞ্জস্যমশ্ববীতেতি ।  
নেতুচ্যতে । ন হি হুপ্তস্ত জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেন যোজনশতাস্ত-  
রিতং দেশং পর্যোতুং বিপর্যোতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে ।  
কচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি ‘কুরুস্বহং শয্যায়াং  
শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতি-  
বুদ্ধশ্চ’ ইতি । দেহাচ্ছেদপেয়াৎ পঞ্চালেষেব প্রতিবুধ্যতে  
তানসাবভিগত ইতি কুরুষেব তু প্রতিবুধ্যতে । যেন চায়াং

মরীচিশু তোয়বিপর্যাসেন সার্কজনীনেন যত্নমতিলজ্য বিপর্যাসান্তরং কল্প্যতে ।  
ন চ ক্ষীরদধিপ্রত্যয়বদাচার্যমাতুলব্রাক্ষণপ্রত্যয়বদা তোয়মরীচিবিজ্ঞানে সমু-  
চ্চি তাবগাহিনী স্বাহুভবাৎ । পরস্পরবিরুদ্ধকোর্ধাধাবাধকভাবাবভাসনাৎ ।  
তত্রাপি রজতজ্ঞানং পূর্বমুৎপন্নং বাধ্যমুত্তরন্ত বাধকং শুক্তিজ্ঞানং প্রাপ্তিপূর্বক-  
ত্বাৎ প্রতিবেদ্যত্বং । রজতজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রাপকাভাবেন শুক্তেরপ্রাপ্তায়াঃ  
প্রতিবেদ্যাসম্ভবাৎ পূর্বজ্ঞানপ্রাপ্তন্ত রজতং শুক্তিজ্ঞানমপবাধিতুমর্হতি । তদপ-  
বাধ্যত্বকঞ্চ স্বাহুভবাদবসীযতে । যথাহঃ—

আগামিত্বাদবাধিত্বা পরং পূর্বং হি জায়তে ।

পূর্বং পুনরবাধিত্বা পরং নোৎপদ্যতে কচিং ॥

ন চ বর্তমানরজতাবভাসি জ্ঞানং তবিষ্যক্তামস্তা গোচরয়ন্ত তবিষ্যতা  
স্বসময়বর্ত্তিনীং শুক্তিং গোচরয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যতে কালভেদেন বিরোধাত্তা-

এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে ? জীব  
যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন না মনে করিব যে, জীব  
দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে ? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাও-  
য়ার কথা বলিয়াছেন । যথা—“সেই অমৃত পুরুষ ( আত্মা ) কুলায়ের অর্থাৎ  
গেই-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন ।” আরও  
দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয় তাহা হইলে স্থিতি, গতি  
ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ ( অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও  
অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন )  
সঙ্গত হয় না । [ নেতুচ্যতে...কল্পয়েৎ ] প্রশ্নকাবীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত

দেহেন দেশান্তরমঙ্গুনো মন্যতে তমন্তো পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশে  
এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যন্তি ন  
তানি তথাভূতান্যেব ভবন্তি। পরিধাবংশেচৎ পশ্যেজ্জাগ্রদ্বস্ত-  
ভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরেব দেহে স্বপ্নং  
'স যত্রৈতৎ স্বপ্নমাচরতি' ইত্যুপক্রম্য 'স্বৈ শরীরে যথাকামং  
পরিবর্ততে' ইতি। অতশ্চ শ্রুতু্যপপত্তিবিরোধাহিঃ কুলায়-  
শ্রুতিগৌণী ব্যাখ্যাতব্য। 'বহিরিব কুলায়ান্মৃতশচরিত্বা'  
ইতি। যো হি বসন্তপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি

বাদিতি যুক্তম্। মা নামাহস্তাজ্ঞাসীং প্রত্যক্ষং ভবিষ্যত্ত্বাং তৎপৃষ্ঠভাবিতামু-  
মানমুপকারহেতুভাবমিবাসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে স্বেমানমাকলয়তি।  
অসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে রজতমিদং স্থিরং রজতবাদমুতুতপ্রত্যভি-  
জ্ঞাতরজতবৎ। তথা চ রজতগোচরং প্রত্যক্ষং বস্তুতঃ স্থিরমেব রজতং  
গোচরয়েৎ। তথা চ ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপ্নয়াদিতি বিরোধাত্  
শুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে। যথাহঃ—

রজতং গৃহমাণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহতে।

ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং ব্যাপ্নোতি তেন তৎ ॥ ইতি

নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর। স্মৃষ্ট জীব কি ক্ষণকালমধ্যে শত যোজন  
দূরে গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য  
সম্ভাবিত? (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্ব করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও  
আছে, যাহা প্রত্যাগমনবর্জিত। শ্রুতিও ঐ রূপ একটা স্বপ্ন শুনাইয়াছেন।  
যথা—“আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে  
পাঞ্চালদেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে  
আর প্রত্যাবর্তন করা ঘটিল না)” জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে  
যাইত তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু  
সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে  
ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ  
লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে বে-  
প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক সে প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া  
দেখিলে স্বপ্নে অবস্থাই জাগ্রদর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয়  
না। স্বপ্নে অনেক বিপর্য্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [ দর্শয়তি...ভবতি ইতি ]

স বহিরিব শরীরাস্তবতীতি । স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোহপ্যেবং  
সতি বিশ্রলস্ত এবাভ্যুপগম্যব্যঃ । কালবিসম্বাদোহপি চ স্বপ্নে  
ভবতি রজ্ঞ্যাং স্রপ্তো বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে তথা  
মুহূর্তমাত্রপ্রবর্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহুন্ বর্ষপুগানতিবাহয়তি ।  
নিমিত্তান্যপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কস্মিণে বোচিতানি বিদ্যন্তে ।  
করণোপসংহারাক্ষি নাস্তি রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীন সন্তি ।  
রথাদিনির্ব্বর্তনেহপি কুতোহস্ত নিমেষমাত্রেন সামর্থ্যং দারুণি  
বা । বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নসৃষ্টাঃ প্রবোধে । স্বপ্ন এব  
চৈতে স্থলভাবা ভবন্ত্যাদ্যন্ত্যোর্ব্যভিচারদর্শনাৎ । রথো-

প্রত্যক্ষেণ চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি কেচিৎপ্রাচ্যকৃতে তদযুক্তম্ । যদি চির-  
স্থায়িত্বং যোগ্যতা ন সা প্রত্যক্ষগোচরঃ শক্তেরতীন্দ্রিয়ত্বাৎ । অথ কালান্তর-  
ব্যাপিত্বং, তদপ্যযুক্তং, কালান্তরেণ ভবিষ্যতেন্দ্রিয়স্ত সংযোগ্যযোগাৎ । তদুপ-  
হিতদীপ্তো ব্যাপিত্বাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ । ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদব্রাহ্মি সংস্কারঃ  
সহকাৰী যেনাবর্তমানমপ্যাকলয়েৎ । তস্মাদত্যন্তাত্যাসবশেন প্রত্যক্ষানন্তরং  
শীঘ্রতরোৎপন্নবিনশদবস্থামানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত  
ইতি মন্তব্যম্ । অত এবৈতৎ স্কন্ধতরং কালব্যবধানমবিবেচয়ন্তঃ সৌগতাঃ  
প্রাহদিবিধোহি বিষয়ঃ প্রত্যক্ষস্ত গ্রাহ্যশাধ্যবসেয়শ্চ । গ্রাহ্যক্ষণ একঃ স্থল-

দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা ঐতিও বলিয়াছেন । যথা—“ঐহাতে  
দর্শন হয়” এই উপক্রমে বলা হইয়াছে “তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ  
পরিবর্তিত হন ।” অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই  
ঐতির গোণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর ঐতি-যুক্তি-বিরোধ  
হইবে না । সে গোণ ব্যাখ্যা এই—“অমৃত ( আত্মা ) যেন শরীরের বাহিরে  
গিয়া—” ইত্যাদি । যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে  
না, সে অবস্থাই শরীরবহির্বর্তী হয় । [ স্থিতি...বাহয়তি ] স্বপ্নে অবস্থান ও  
যাওয়া প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থাৎ গোণ ( যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ ) বলিয়া  
স্বীকার করিতে হইবে । স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায় । রজ্ঞী সময়ে  
স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নজট্টার এই ভারতবর্ষেই দিবস দর্শন হয় । আরও  
দেখ, স্বপ্ন মুহূর্তমাত্র প্রবর্তিত, কিন্তু স্বপ্নজট্টা কখন কখন দেখে, শত  
শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে । [ নিমিত্তান্যপি...বুদ্ধঃ ] স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির  
অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও নাই । ( নিমিত্ত = কারণ ) । তৎকালে

হয়মিতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্প-  
দ্যতে । মনুষ্যোহয়মিতি বা নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ । স্পষ্ট-  
ক্কাভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে প্রাবয়তি শাস্ত্রং ‘ন তত্র রথো ন রথ-  
যোগো ন পশ্চানো ভবন্তি’ ইত্যাদি । তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্ন-  
দর্শনম্ ॥ ৩ ॥

**সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥\***

মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি,

ক্ষণেহিব্যবসেষশ্চ সন্তান ইতি । এতেন স্বপ্নপ্রত্যয়োমিথ্যাভেদে ব্যাখ্যাতঃ ।  
যত্ত্ব সত্যং স্বপ্নদর্শনমুক্তং তত্রাপ্যাপ্যাত্ৰা ত্রাক্ষণায়নেনাখ্যাতে সম্বাদাভাবাৎ ।  
প্রিয়ব্রতস্তাখ্যাতসম্বাদিস্ত কাকতালীয়ো ন স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণয়িতুমর্হতি । তাদৃশ-  
শ্বেষ বহলং বিসম্বাদদর্শনাৎ । দর্শিতশ্চ বিসম্বাদো ভাষ্যকৃতো কাৎক্ষণিকান-  
ভিব্যক্তিং বিবৃণুতাং রজন্যাং স্পৃষ্ট ইতি । রজনীসময়েহপি হি ভারতাবধীসন্তরে  
কেতুমালদো বাসরো ভবতীতি ভারতে বর্ষ ইত্যুক্তম্ ।

দর্শনং সূচকম্ । তচ্চ স্বরূপেণ সং, অসত্ত্বদৃশম্ । অত এব স্তীদর্শন-

ইন্দ্রিয়গণ স্পৃষ্ট, সূতরাং তথন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়  
নাই। জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য  
আছে? না তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে? তাহা নাই। আরও  
দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদশায় রজ্জুসর্পের স্তায় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে  
না। অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত)  
হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটা রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহা আর রথ  
রহিল না। রথের পরিবর্তে তাহা মনুষ্য হইল, দেখিতে দেখিতে তাহা  
আবার বৃক্ষ হইল। [ স্পষ্টক...দর্শনম্ ] শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব  
স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। যথা—“সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।”  
ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক অর্থাৎ  
মায়াময়।

স্বপ্ন মায়িক ( সংস্কার-সহায় অজ্ঞানের পরিণাম বিশেষ ), তাই বলিয়া

\* মায়িকোহপি স্বপ্নঃ সাক্ষসাধুনোর্বিষয়াতোঃ সূচকোহমুদ্যাপকোহতত্ত্বত্বে পরমার্থগন্ধো  
নাভীতি ন বক্তব্যম্ । শ্রুতে হি স্বপ্নস্য ভবিষ্যৎসাক্ষসাধুৎসূচকত্বম্ । তদ্বিদঃ স্বপ্নবিদ আচক্ষতে  
চ।—স্বপ্ন মায়ামাত্র সত্য; কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অমুদ্যাপক। কেননা,  
শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তরুণ রূপতা বলিয়াছেন ।

নেতৃত্বাচ্যতে। সূচকশ্চ হি স্বপ্নো ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্ব-  
সাধুনোঃ। তথা হি শ্রুয়তে ‘যদা কৰ্ম্মস্ব কাম্যেষু স্থিয়ং  
স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে’  
ইতি। তথা ‘পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি’  
ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি শ্রাবয়তি।  
আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ ‘কুঞ্জরারোহণাদানি স্বপ্নে ধন্যামি  
খরযানাদীন্যধন্যানি’ ইতি। মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ  
কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মন্যন্তে। তত্রাপি  
ভবতু নাম সূচ্যমানস্ত বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্ত তু জ্ঞীদর্শনাদে-  
র্ভবত্যেব বৈতথ্যং বাধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদুপপন্নং

স্বরূপসাধ্যাশ্চরমধাতুবিবর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থায়ামনুবর্তন্তে। জ্ঞীসাধ্যাস্ত মাল্য-  
বিলেপনদন্তকৃতাদয়ো নানুবর্তন্তে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেহপি প্রাজ্ঞব্যাপার

তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই,  
এমত নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক। এ কথা শ্রুতিতেও শুনা  
যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন। শ্রুতি যথা—“যদি  
স্বপ্নে কাম্যকৰ্ম্মবিষয়ে জ্ঞী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন  
দর্শনেব দ্বারা সে কার্যের সমৃদ্ধি বা স্রুসিদ্ধি হইবে।” “স্বপ্নে যদি কৃষ্ণ-  
দন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে  
বিনষ্ট করে।” ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায়।  
[ আচক্ষতে...প্রায়ঃ ] স্বপ্নাধ্যায়(শাস্ত্রবিশেষ)বেত্তাগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে  
কুঞ্জরারোহণাদি শুভ এবং গর্দভারোহণাদি অশুভ। মন্ত্রের দ্বারা, দেবতা-  
মুণ্ডের দ্বারা ও ওষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট  
হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য। (এতাবত এই বলা হইল যে,  
স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক) ফলিতার্থ বা  
অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক জ্ঞীসন্দর্শনাদি  
মিথ্যা। [ তস্মা...সৃজতি ] প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব  
উপপন্ন হয়। স্বপ্নের তথ্যরূপতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা  
গৌণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে  
বলে লাক্সল গো প্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুতঃ লাক্সল পবাদের চালক



স্বপ্নস্ত মায়াব্রহ্মম্ । যদুক্তমাহ হীতি তদেবং সতি ভাস্তং  
 ব্যাখ্যাতব্যং যথা লাস্কলং গবাদীন্মুদ্রহতীতি । নিমিত্তমাত্রত্বা-  
 দেবমুচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব লাস্কলং গবাদীন্মুদ্রহতি । এবং  
 নিমিত্তমাত্রত্বাৎ স্পষ্টো রথাদীন্ সৃজতে স হি কৰ্ত্তেতি  
 চোচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব স্পষ্টো রথাদীন্ সৃজতি । নিমিত্ত-  
 ত্বস্ত্বস্ত রথাদিপ্রতিভাননিমিত্তমোদত্রাসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূ-  
 তয়োঃ স্কৃততদুক্ততয়োঃ কৰ্ত্ত্বেনেতি বক্তব্যম্ । অপি চ জাগ-  
 রিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদিত্যাদিজ্যোতিৰ্ব্যতিকরাচ্চা-  
 স্ত্রনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্কং দ্রষ্টুর্দুর্বিবেচনমিতি তদ্বিবেচনায়  
 স্বপ্ন উপন্যস্তঃ । তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং স্পষ্টত্যা নোচ্যেত  
 স্বয়ংজ্যোতিষ্কং ন নির্ণীতং স্যাৎ । তস্মাদ্রথাদ্যভাববচন-  
 স্পষ্টত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাস্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ । এতেন  
 নির্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্ । যদপ্যুক্তং 'প্রাজ্ঞমেনং নির্মাতার-

ইতি । প্রাজ্ঞব্যাপারত্বেন পারমার্থিকত্বানুমানং প্রত্যক্ষেণ বাধকপ্রত্যয়েনা-

নহে ; তেমনি, নিমিত্ত সামান্য লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, স্পষ্ট  
 রথাদি সৃষ্টি করে এবং স্পষ্ট রথাদির সৃজন-কৰ্ত্তা । কিন্তু তিনি বাস্তব  
 পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না । [ নিমিত্তত্ব...ব্যাখ্যাতম্ ] স্বপ্নেও রথাদি  
 দর্শনের পর হর্ষবিষাদাদি হয় । তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে  
 হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কারণীভূত স্কৃততদুক্তত ( পুণ্য-পাপ )  
 সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কৰ্ত্ত্বরূপ নিমিত্ত কারণ । অতঃ কথ্য এই যে, জাগ্রৎ-  
 কালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের  
 ব্যতিকর ( মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ ) থাকে, সেই কারণে আত্মার  
 স্বয়ম্প্রকাশতা তৎকালে দুর্বিবেচনীয় হয় । আত্মার সেই দুর্বিবেচ্য স্বয়-  
 ম্প্রকাশতাকে স্মৃতিবেচ্য বা স্মৃতিবোধ্য করিবার জন্ত শ্রুতি কথিত প্রকার  
 স্বপ্ন বর্ণন করিয়াছেন । শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া  
 যদি রথাদিসৃষ্টিবাক্যের মুখার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়-  
 ম্প্রকাশতা সুখনির্ণীত হইবে না । অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির  
 সাহায্যে রথাদিসৃষ্টি-বাক্যের গোণার্থ গ্রহণ করা উচিত । রথাদিসৃষ্টি-  
 শ্রুতির ন্যায় নির্মাণশ্রুতিরও গোণার্থে করা হইয়াছে । [ যদপ্যুক্তং...বিরূ-

মায়নন্তি’ ইতি, তদপ্যসৎ। ঋত্যন্তরে ‘স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং  
নিৰ্ম্মায় স্মেন ভাসা স্মেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি’ ইতি জীব-  
ব্যাপারপ্রবণাৎ। ইহাপি চ ‘য এষ স্তপ্তেষু জাগৰ্ত্তি’ ইতি  
প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবাহয়ং কামানাং নিৰ্ম্মাতা সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে।  
তস্য তু বাক্যশেষেণ তদেব শুক্লস্তদব্রহ্মেতি জীবভাবং  
ব্যবর্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে। ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদিবিদিতি ন  
ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুদ্ধ্যতে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেহপি প্রাজ্ঞ-  
ব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্য সৰ্ব্বেশ্বরত্বাৎ সৰ্ব্বাস্বপ্যবস্থাস্ব-  
ধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্ত নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো  
বিয়দাদিসর্গবিদিত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদি-  
সর্গস্থাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমন্তি। প্রতিপাদিতং হি ‘তদন্তত্ব-

বিরুদ্ধমানং নাস্ত্বানং লভত ইতি ভাবঃ। বন্ধমোক্ষয়োরান্তরালিকং তৃতীয়-  
মৈশ্বর্যমিতি।

ধ্যতে] বলিয়াছিল যে, স্বাপ্ন পদার্থের নিৰ্ম্মাণ-কর্ত্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা  
সাধু নহে। কেন-না, অত্র ঋতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপার-  
বিশেষ। যথা—“জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ  
বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নিৰ্ম্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাপ্রিত বুদ্ধি  
বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তি=বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা) ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা  
স্বপ্নানুভব করেন।” কঠ ঋতিতেও “ইন্দ্రిয়গণ স্তপ্ত হইলে এই যে ইনি  
জাগ্রৎ থাকেন” এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য  
ঐষ্ট্য অর্থাৎ স্বাপ্নপদার্থের নিৰ্ম্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে “তিনিই শুদ্ধ  
ও ব্রহ্ম” এই শেষবাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ  
হইয়াছে। “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবাত্মবাদের পর জীব-  
ভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেই-  
রূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্মপ্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। [ন  
চাস্মাভিঃ...মুদিতম্] স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন  
কথা আমরাও বলি না। তিনি সৰ্ব্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অব-  
স্থায় তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাপ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির স্থায়  
পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এই মাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য।

মারুস্তগশকাদিভ্যঃ' ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্ ।  
প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো  
ভবতি সক্ষ্যাশ্রয়স্ত প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশে-  
ষিকমিদং সক্ষ্যন্ত মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ॥ ৪ ॥

পর্যভিধানাত্তুরিতরোহিতং ততো

হস্য বন্ধবিপর্যায়ো ॥ ৫ ॥\*

অথাপি স্মৃতাং পরশ্চৈব তাবদাত্মনোহংশো জীবোহগ্নেরিব  
বিস্কুলিঙ্গঃ, তত্রৈবং সতি যথামিস্কুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহন-  
প্রকাশনশক্তি ভবত এবং জীবেশ্বরয়োরাপি জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি ।  
ততশ্চ জীবশ্চৈশ্বর্যবশাৎ সাক্ষল্লিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টির্ভবিষ্য-

‘পর্যভিধানাত্তুরিতরোহিতং ততো হস্য বন্ধবিপর্যায়ো’ ‘দেহযোগাচ্চ  
সোহপী’তি সূত্রদ্বয়ং কৃতোপপাদনমস্মাভিঃ প্রথমসূত্রে । নিগদব্যাখ্যাতং  
চৈতর্যোভাষামিতি ।

পূর্ব্বং কুণ্ডসামগ্র্যভাবাৎ স্বপ্নো মায়েতুক্তং তচ্চায়ুক্তং সংকল্পমাত্রেনাপি

আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই । সমুদায় প্রপঞ্চ মাষিক,  
মিথ্যা, এ সকল “তদনন্যত্বং” সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, দেখান হই-  
রাছে । যাবৎ না ব্রহ্মাত্মসাক্ষ্যাকার হয় তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ  
যথাবস্থিতরূপে থাকে ; কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত ( অন্তথা ),  
এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ ।

বিস্কুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ । যেমন  
দাহ-প্রকাশ-শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিও জীবেশ্বরের  
সমান । জীব যখন ঈশ্বরংশ ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, তখন একরূপ হইতেও পারে যে,

\* ঈশ্বরংশো জীবন্ততশ্চ তরোজ্ঞানৈশ্বৰ্য্যে সমানে ইতি মহাহ পূর্ব্বপক্ষী পরেতি । তৎসমা-  
ধানমাহ—তিবোহিতমিতি । তুঃ পর্যভিমানতপক্ষ্যাবৃত্ত্যর্থঃ । পর্যভিধানাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ সা  
সত্যোতিপক্ষে ন সাধায়াশ্রিত্যর্থঃ । যদ্যপি জীবসোপধরসমানধর্ম্মত্বমস্তি তথাপি তৎ তিরোহিত-  
মাবৃত্তমেবাস্ত্যবিদ্যায় । ততস্তস্মাদেব নিমিত্তাদীশ্বররূপাদস্য জীবস্য বন্ধবিপর্যায়ো বন্ধমোক্ষৌ  
ভবতঃ—জীবই পবমায়, পরমেশ্বর, তাঁহার সঙ্কল্পে, সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন ? এ আশঙ্কা  
করিতে পার না । কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য্য-শক্তি অবিন্যাস দ্বারা তিরো-  
হিত আছে এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনির্মিতক । ভাষ্য ব্যাখ্যার বিশদার্থ বলা হইয়াছে ।

তীতি। অত্রোচ্যতে। সত্যপি জীবেশ্বরয়োরাংশাংশীভাবে  
প্রত্যক্ষমেব জীবেশ্বরবিপরীতধর্মত্বং। কিং পুনর্জীবন্তেশ্বর-  
সমানধর্মত্বং নাস্ত্যেব ন নাস্তীতি। বিদ্যমানমপি তু তৎ  
তিরোহিতং অবিদ্যাব্যবধানাৎ। তৎপুনস্তিরোহিতং সং-  
পরমেশ্বরমভিধায়তে। যতমানস্ত জন্তোর্বিন্দুতধ্বান্তস্ত  
তিমিরতিস্কৃতস্তেব দুঃশক্তিরৌষধবীৰ্যাদীশ্বরপ্রসাদাৎ সংসি-  
দ্ধস্ত কশ্চিৎচিদেবাভির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্বেষাং জন্তুনাম্।

সত্যসৃষ্টিসম্ভবাৎ ইতি শঙ্কাং কৃত্বা পরিহরন্ সূত্রং ব্যাচষ্টে—অথাপি শ্রাদিত্যা-  
দিনা। সত্যসঙ্কল্পস্ত হি সঙ্করাৎ সৃষ্টিঃ সত্য ভবতি জীবন্ত ত্বসত্যসঙ্কল্পত্বং  
প্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থঃ। তর্হি বিরুদ্ধধর্মবত্বাজ্জীবন্তেশ্বরত্বং নাস্ত্যেবেতি  
শক্যতে—কিমিতি। নাস্তীতি ন কিস্তাবৃতমস্তি, তৎপুনরীশ্বরপ্রসাদাৎ কশ্চিৎ  
ব্যজ্যত ইত্যাহ—ন নাস্তীতি। বিন্দুতধ্বান্তস্ত নিম্পাপস্ত সংসিদ্ধস্তাণিমা-  
দিশিষ্টস্তেত্যর্থঃ। ব্রহ্মবাহমিতি দেবং জ্ঞাত্বা সাংক্ষাৎকৃত্য সর্বপাশানাংবিদ্যা-  
দিক্লেশানাংমহানিরপক্ষয়ন্তুভূয়ো ভবতি। ক্ষীণৈশ্চ ক্লেশৈশ্চ কার্য্যজন্মমরণা-  
দ্বকবন্ধধ্বংস ইতি নিবৃত্তবিদ্যাফলমুক্তং সগুণবিদ্যাফলমাহ। তস্মেতি।  
পবস্ত্যভিমুখ্যোনাংগ্রহেণ ধ্যানাদ্বক্ষ্যোক্ষ্যাপেক্ষয়া মল্লোক্তহানিদ্ব্যাপেক্ষয়া বা  
তৃতীয়ং বিশেষ্যগমিমাদিরূপং মর্ত্যদেহপাতে সতি সিদ্ধদেহে ভবতি তদ্বোগা-

ঐশ্বর্য্যেব জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কলে সত্য স্বপ্ন রথাদির সৃষ্টি হয়।  
(ফলিতার্থ—সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কলে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে)।  
[অত্রোচ্যতে—জন্তুনাম্] এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি-  
ভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্মবত্তা প্রত্যক্ষ। জীব অসত্যসঙ্কল্প,  
কিন্তু ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, ইত্যাদি। তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই  
বলা যায় না। আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছা-  
দিত (প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে। আবরণ-বিধ্বস্ত হইলেই তাহা  
অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত (কার্য্যক্ষম) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহং-  
গ্রহ উপাসনায় রত থাকে, নিম্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট,  
ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার  
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়। যেমন তিমিরযোগে  
দুঃশক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঔষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন  
পূর্ববৎ দুঃশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও স্বভাবতঃই

কৃতঃ । ততো হি ঈশ্বরান্ধেতোরস্ত জীবস্ত বন্ধমোক্শৌ ভবতঃ ।  
 ঈশ্বরস্ত স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্বন্ধস্তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাত্ম মোক্ষঃ ।  
 তথা চ শ্রুতিঃ ‘জ্ঞাত্বা দেবং সৰ্ব্বপাশাপহানিঃ ক্লীণৈঃ  
 ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপহানিঃ । তস্মাভিধানাং তৃতীয়ং দেহভেদে  
 বিশ্বৈশ্বৰ্য্যং কেবল আপ্তকামঃ’ ইত্যেবমাদ্যা ॥ ৫ ॥

### দেহযোগাদ্বা মোক্ষপি ॥ ৬ ॥\*

কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈ-  
 শ্বৰ্য্যো ভবতি যুক্তস্ত জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যয়োরতিরস্কৃতত্বং বিস্মুলিঙ্গ-

নস্তরমাত্মজ্ঞানাং কেবলোদ্বৈতশূন্য আপ্তকামঃ প্রাপ্তস্বয়ংজ্যোতিরানন্দো  
 ভবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ । ইতি রত্নপ্রভা ।

উক্তৈশ্বৰ্য্যতিরোভাবে দেহাভিমানো হেতুরিতি কথনার্থং সূত্রং, তদ্বিরস্তা-

যে সৰ্ব্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না । [ কৃত-  
 স্ততো...মাদ্যা ] সেই কারণেই ঈশ্বর নিমিত্তক বন্ধভাব ও মুক্তভাব ।  
 ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বন্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ । এ কথা  
 শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা—“সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে  
 সমুদায় পাশের অর্থাৎ বন্ধন রজ্জুর (অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঞ্চকের) বিনাশ  
 হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও  
 প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয় ।” তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্যাদেহ পাশ ও সিদ্ধদেহ লাভ  
 হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অগ্নিমািত্ররূপ অষ্টৈ-  
 শ্বৰ্য্য (অগ্নিমা ও লঘিমা প্রভৃতি ৮ প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে  
 (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ দ্বৈতরহিত ও আপ্তকাম (প্রাপ্ত স্বাঙ্গানন্দ)  
 হয় । (এই শেষার্ধ্বে সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্বার্ধ্বে  
 নির্গুণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক) ।

জীব পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য লুপ্ত, ইহার কারণ কি ?  
 যেমন বিস্মুলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরিক্ত থাকে, তেমনি, জীবেরও  
 জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য অতিরিক্ত থাকা উচিত । ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা

\* কিংসং জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যতিরোভাবেঃ বেদযোগাৎ । দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেবঃ ।—জীব  
 ঈশ্বর সত্য ; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা ইওয়ার তাঁহার  
 জ্ঞান ও ঈশ্বৰ্য্য অভিন্ন হইয়া আছে ।

শ্বেব দহনপ্রকাশয়োঃ । অত্রোচ্যতে । সত্যমেবৈতৎ । সোহপি  
তু জীবন্ত জ্ঞানৈশ্বর্যতিরোভাবো দেহযোগাদেহেन्द्रিয়মনো-  
বুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাস্তবতি । অস্তি চাত্রোপমা যথাগ্নে-  
দ্বিহনপ্রকাশনসম্পন্নস্তাপ্যরণিগতস্ত দহনপ্রকাশনে তিরো-  
ভবতঃ । যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্ত । এবমবিদ্যাপ্রতাপস্থাপিতনাম-  
রূপকৃতদেহাত্ম্যপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবন্ত জ্ঞা-  
নৈশ্বর্যতিরোভাবঃ । বাশব্দো জীবেশ্বরয়োরনুত্ৰাশঙ্কাব্যা-  
বৃত্ত্যর্থঃ । নম্বন্ত এব জীব ঈশ্বরাদস্ত তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্যত্বাৎ  
কিং দেহযোগকল্পনয়া । নেতুচ্যতে । ন হন্যন্ত জীবশ্বেশ্বরাত্ম-

শব্দামাহ কস্মাদিতি । সত্যাবরণং নাস্তীত্যঙ্গীকৃত্য কল্পিতাবরণং সাধয়তি—  
অত্রোচ্যত ইত্যাদিনা । জীবশ্বেশ্বরত্বমঙ্গীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ পরমন্যত্বকল্পনে-  
ত্যাশঙ্কামুদ্ভাব্য ঐশ্র্য নিরস্ততি—নন্বিত্যাদিনা । স্বপ্নেহপ্যালোকাদেঃ স্বপ্নত্বে

সত্য বটে ; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়ানুভব,—  
এই সকল থাকায়—টাহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বর্য তিরোভূত আছে ।  
[অস্তি...ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে । যজ্ঞপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি  
থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে,  
তজ্জপ, জীবেরও অবিদ্যাজনিতনামরূপকৃতদেহাদি-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য  
তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয় । [বা...বৃত্ত্যর্থঃ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ  
আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । [নম্বন্ত...বটতে]  
যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য  
অল্প, দেহ-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্যের তিরোভাব, এ কল্পনার প্রয়োজন কি ?  
প্রয়োজন আছে । জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে ।  
জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না । কেন ? তাহা বলি-  
তেছি । “সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন ।” এই উপক্রমের পর  
বলা হইয়াছে, “জীবরূপী আত্মা হইয়া অমুপ্রবেশ পূর্বক—” । এই ঐশ্র্য  
আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অমুসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন । (ইহাতেও  
স্থির হইতেছে যে, পরামাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অমুপ্রবিষ্ট আছেন) ।  
এতদ্বিন্ন অন্য ঐশ্র্যও আছে । যথা—“হে ষ্বেতকেতো ! সেই সত্য,  
তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি ।” এ ঐশ্র্যও জীবের উদ্দেশ করিয়া তাহারই

পপদ্যতে । ‘সেয়ং দেবতৈষ্কত’ ইত্যুপক্রম্য ‘অনেন জীবেনাত্ম-  
নানুপ্রবিশ্য’ ইত্যাত্মশব্দেন জীবন্ত পরামর্শাৎ । ‘তৎ সত্যং স  
আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’ ইতি চ জীবায়োপদিশতীশ্বর-  
াত্মম্ । অতোহনন্ত এবেশ্বরাত্ম জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরো-  
হিতজ্ঞানৈশ্বর্যো ভবতি । অতশ্চ ন সাক্ষাৎ জীবন্ত স্বপ্নে  
রথাদিসৃষ্টিসিদ্ধির্ঘটতে । যদি চ সাক্ষাৎ জীবন্ত স্বপ্নে সৃষ্টিসিদ্ধিঃ  
শ্রুতং নৈবানিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ । ন হি কশ্চিদনিষ্টং  
সম্ভবয়তে । যৎপুনরুক্তং জাগরিতদেশশ্রুতিঃ স্বপ্নস্ত সত্যত্বং  
খ্যাপয়তীতি ন তৎ সাম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং স্বয়ংজ্যোতি-  
স্তুবিরোধাৎ । শ্রুতৌব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্ত দর্শিতত্বাৎ ।  
জাগরিতপ্রভবাসনা নিমিত্তত্বাৎ স্বপ্নস্ত তত্তুল্যনির্ভাসত্বাভি-  
প্রায়ং তৎ । তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্ত মায়ামাত্রত্বম্ ॥ ৬ ॥

জাগ্রতীবাগ্ননঃ স্বপ্রকাশত্বমক্ষুটং শ্রুতং প্রাতিভাসিকহে স্বালোকেন্দ্রিয়-  
দ্যসংস্পর্শপার্থ্যারোক্ষ্যাত্মজ্যোতিষ এবৈতি ক্ষুট সিধ্যতি । তস্মাদেশাদিসাম্য-  
বচনং স্বপ্নস্ত জাগ্রতুল্যভাবানাভিপ্রায়মিত্যর্থঃ । ইতি রত্নপ্রভা ।

ঈশ্বরাত্মা উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করি-  
য়াছেন । এই জন্যই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে  
অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ায় বিলুপ্তজ্ঞানৈ-  
শ্বর্য্য হইয়াছেন । যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্য—সেই হেতু তিনি  
স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য রথাদি সৃজন করিতে পারেন না । [ যদি চ...  
মাত্রত্বম্ ] স্বাপ্নিক সৃষ্টি সম্ভবপরীকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন  
সন্দর্শন করিত না । কে আপনার অনিষ্ট সম্ভব করে ? বলিয়াছিল যে,  
জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা  
স্থাপন করিবে, বস্তুতঃ তাহা করিবে না । সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য  
অভিহিত হয় নাই । স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা(সংস্কার)প্রভব । সেই কারণে  
স্বপ্নকে জাগ্রতুল্য বলা হইয়াছে । অন্যথা আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতার ব্যাঘাত ও  
শ্রুতিকর্তৃক স্বাপ্নরথাদির মিথ্যাত্ব কখন বাধিত হইবেক । উপসংহার এই  
যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে ।

তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছূতেরাশ্বনি চ ॥ ৭ ॥\*

স্বপ্নাবস্থা পরিক্ষিতা। স্বপুণ্ড্রাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে।  
তজ্জৈতাঃ স্বপুণ্ড্রবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। কচিৎ শ্রুয়তে ‘তদ্  
যত্রৈতৎ স্বপুণ্ড্রঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি আশু  
তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি’ ইতি। অন্যত্র তু নাড়ীরেবানুক্রম্য  
শ্রুয়তে ‘তাভিঃ প্রত্যবস্প্য পুরীততি শেতে’ ইতি। তথান্য-  
ত্রাপি নাড়ীরেবানুক্রম্য ‘তাসু তদা ভবতি যদা স্বপুণ্ড্রঃ স্বপ্নং  
ন কক্ষন পশ্যতি। অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি’ ইতি।

ইহ হি নাড়ীপুরীতং পরমাত্মানোজীবন্ত স্বপুণ্ড্রাবস্থায়ং স্থানত্বেন শ্রুয়ন্তে।  
তত্র কিমেবাং স্থানানাং বিকল্প আহোহিৎ সমুচ্চয়ঃ। কিমতো, যদ্যেবাং  
এতদতোভবতি। যদা নাড়্যো বা পুরীতরা স্বপুণ্ড্রস্থানং তদা বিপরীতগ্রহণ-  
নিবৃত্তাবপি ন জীবন্ত পরমাত্মভাব ইতি। অবিদ্যানিবৃত্তাবপি জীবন্ত পর-  
মাত্মভাব্য কারণান্তরমপেক্ষিতব্যম্। তচ্চ কশ্মৈব ন তু তত্ত্বজ্ঞানং বিপরীত-  
জ্ঞাননিবৃত্তিমাশ্রয়ে তত্ত্বোপযোগাৎ। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেচ্চ বিনাপি তত্ত্বজ্ঞানং  
স্বপুণ্ড্রাবপি সম্ভবাৎ। ততশ্চ কশ্মণৈবাপবর্গো ন জ্ঞানেন। যথাহঃ—কশ্মণৈব

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে স্বপুণ্ড্রাবস্থা বিচারিত হইবে। স্বপুণ্ড্র-  
বিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, “যে প্রকারে স্বপু  
হয় সে প্রকার এই—জীব যখন স্বপুণ্ড্র হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণ নির্ব্যা-  
পার হয়, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মানোগয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈত-  
প্রায়) হয়, জীব তখন, নাড়ীস্থানগত থাকেন।” অন্য স্থানেও নাড়ী অন্-  
ক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, “সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণ  
পূর্ব্বক পুরীতং নাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন।” অন্য শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের  
পর কথিত হইয়াছে—“যখন স্বপুণ্ড্র হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন  
না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব  
প্রাপ্ত হন।” আবার শ্রুতান্তরে এইরূপ শুনা যায়—“এই যে হৃদয়াস্তরস্থ

\* তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনাভাবঃ স্বপুণ্ড্রমিতি বাবৎ। স চ নাড়ীশাস্ত্রানি চেতি ভবতীতি শেষঃ।  
কৃতঃ? তচ্ছূতেঃ। শ্রুতৌ স্বপুণ্ড্রস্য তথাবিধমুচ্যাত ইত্যর্থঃ। অনেন নাড়ীদ্বীনাং সমুচ্চয়  
উক্তঃ।—জীব নাড়ী সমস্ত দ্বারা আশ্রিতে (আপন স্বরূপে) স্বপুণ্ড্র হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা  
জানা যাইতেছে।



তথান্যত্রাপি 'য এষোহস্তর্হৃদয় আকাশস্তগ্নিন্ শেতে' ইতি। তথান্যত্র 'সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। তথা 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্' ইতি চ। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতানি নাড়্যা-দানি পরম্পরনিরপেক্ষতয়া ভিন্নানি স্থপ্তিস্থানানি আহো-স্বিৎ পরম্পরানপেক্ষতয়ৈকং স্থপ্তিস্থানমিতি। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্। ভিন্নানীতি। কুতঃ। একার্থত্বাৎ। ন হেকার্থানাং কচিৎ পরম্পরানপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ত্রীহিযবাদীনাং। নাড়্যা-দানার্হেকার্থতা সুষুপ্তৌ দৃশ্যতে 'নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি পুরী-ততি শেতে' ইতি চ তত্র তত্র সপ্তমীনির্দেশস্ত তুল্যত্বাৎ।

তু সংস্কিমাঙ্কিতা জনকাদয়ঃ। ইতি। অথ তু পরমাষ্ট্রৈব নাড়ী পুরীতং স্থপ্তিধারা সুষুপ্তিস্থানং ততোবিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেরস্তি মাত্রয়া পরমাত্মভাবোপ-যোগঃ। তয়া হি অবদেষ জীবদ্ভবস্থানোভবতি কেবলম্। তত্ত্বজ্ঞানাভাবেন সমূলকাষ্মবিদ্যায়া অকাষাৎ জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণং জীবন্ত ব্যুত্থানং ভবতি। তস্মাৎ প্রয়োজনবত্যেবা বিচারেণেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নাড়ীপুরীতং-পরমাত্মস্থ স্থানেষু সুষুপ্তস্ত জীবন্ত নিলয়নং প্রতি বিকল্পঃ। যথা বহু প্রাসাদে-ষেকো নরেন্দ্রঃ কদাচিৎ কচিল্লীয়তে কদাচিৎ কচিদন্যত্র, এবমেকোজীবঃ কদাচিন্নাড়ীষু কদাচিৎ পুরীততি কদাচিদব্রহ্মণীতি। যথা নিরপেক্ষা ত্রীহিযবা ক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশপ্রকৃতিতয়া শ্রুতা একার্থা বিকল্পান্ত এবং সপ্তমীশ্রুত্যা

আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন।" আবার অত্র শ্রুতিতে অন্য প্রকার শুনাও যায়। যথা—"হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সেই সময়ে সংসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয়।" "সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সম্যক্ পরিষক্ত (একত্বপ্রাপ্ত) হওয়ায় বাহু ও আস্ত্রর জানিতে পারে না—বিভেদজ্ঞান থাকে না।" [তত্র...তুল্যত্বাৎ] এই সকল শ্রুতির তাৎপর্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুতাক্ত নাড়ী, পুরীতং ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক্ পৃথক্ স্থপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে ও কখন ব্রহ্মে শয়ন করেন? অথবা পরস্পরানপেক্ষরূপে একই স্থপ্তিস্থান? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে স্থপ্ত হন? অথবা নাড়ীপথে পুরীতং গমন করতঃ ব্রহ্মে শয়ান হন?) পূর্বপক্ষে

নমু নৈবং সতি সপ্তমীনির্দেশো দৃশ্যতে ‘সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি’ ইতি । নৈষ দোষঃ । তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্য গম্যমানত্বাৎ । বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈষা জীবঃ সচুপস-পতি, ইত্যাহ । ‘অন্যত্রায়তনমলব্ধা প্রাণমেবোপশ্রয়তে’ ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্য সতঃ উপাদানাৎ । আয়তনঞ্চ সপ্তম্যর্থঃ । সপ্তমীনির্দেশোহপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে ‘সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে’ ইতি । সর্বত্র চ

বায়তনশ্রুত্যা বৈকলিয়নার্থাঃ পরস্পরানপেক্ষা নাড়্যাদয়োহপি বিকল্পমহন্তি । যত্রাপি নাড়ীভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীততোঃ সমুচ্চয়-প্রবণং তথা তাসু তদা ভবতি যদা স্তম্ভঃ স্তম্ভং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি নাড়ীব্রহ্মণোরাদারয়োঃ সমুচ্চয়প্রবণং প্রাণশব্দঞ্চ ব্রহ্ম অথাস্মিন্ প্রাণে ব্রহ্মণি স জীব একধা ভবতীতি বচনাৎ তথাপ্যাসু তদা নাড়ীষু স্তম্ভো ভবতীতি চ পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষয়োনাড়ীপুরীততো-

পাওয়া যায়, ঐ সকল স্থপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা ভিন্ন । অর্থাৎ বৈকল্লিক । ভিন্ন বা বৈকল্লিক হইলে ঐ সকলের একা-র্থতা স্থির থাকিতে পারে । যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত—সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয় । যেমন ত্রীহি ও যব প্রভৃতি । ( পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ত্রীহিযবের উপদেশ, সে নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই । উহার কেহ কাহার অপেক্ষা করে না । তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয় । বিকল্প হয় কি না, ত্রীহির দ্বারাও হয়, যবের দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত । ) সেইরূপ, ক্রতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায় । নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস আছে । ( তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়, স্থপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত । অর্থাৎ নাড়ী গত হইলেও স্থপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও স্থপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একস্থ প্রাপ্ত হইলেও স্থপ্তি হয় । ) [ নমু...বিশিষ্যতে ] যদি বল “সতা সোম্য তদা—” এ ক্রতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না । কেননা,

বিশেষবিজ্ঞানোপশয়লক্ষণং স্মৃপ্তং ন বিশিষ্যতে । তস্মাদে-  
 কার্থত্বান্নাড়াদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপা-  
 য়োপসর্পতীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—তদভাবো নাড়ী-  
 স্বাত্মনি চেতি । তদভাব ইতি তস্য প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনস্যা-  
 ভাবঃ স্মৃপ্তমিত্যর্থঃ । নাড়ীস্বাত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি  
 নাড়াদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিকল্পেনেত্যর্থঃ । কৃতঃ ।  
 তচ্ছ্রুতেঃ । তথা হি সর্বেষামেষাং নাড়াদীনাং তত্র তত্র  
 স্থপ্তিস্থানত্বং শ্রুয়তে তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি । বিকল্পে

রাধারহেন নির্দেশান্নিরপেক্ষায়োরবোধারম্ভম্ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ—কদাচিন্নাড়া  
 এবাধারঃ কদাচিন্নাড়ীভিঃ সঞ্চরমাণস্ত পুরীতদেব । এবং তাভিরেব সঞ্চর-  
 মাণস্ত কদাচিন্দ্বেজ্জৈবাবধার ইতি সিদ্ধমাধারেষে নাড়ীপুরীতং পরমাশ্রয়ানামনপে-  
 ক্ষম্ । তথা চ বিকল্পোত্রীহিববদব্ৰহ্মত্বস্তবদ্বৈতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্তে-  
 ইতিধীয়তে । জীবঃ সমুচ্চয়েনৈবৈতানি নাড়াদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিক-  
 ল্পেন । অয়মভিসন্ধিঃ—নিত্যবদান্নাতানাং যৎ পাক্ষিকত্বং নাম তদগত্যন্তরা-  
 ভাবে কল্প্যতে । যথাহঃ—

ঐ তৃতীয়া সপ্তমী অর্থে ব্যবস্থাপিত । ঐ বাক্যের শেষে আছে, “জীব  
 আয়তনাশ্বেষী অর্থাৎ আশ্রয়াশ্বেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয় ।”  
 “অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয় ।” (প্রাণ=সৎ  
 বা ব্রহ্ম) । আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ । বাক্যশেষে স্পষ্ট  
 সপ্তমী বিভক্তিও আছে । যথা—“সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহার  
 জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্ব প্রাপ্ত) হই-  
 য়াছি ।” বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম স্থপ্তি,  
 তাহা সর্বত্রই সমান । (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে, সর্বস্থানেই  
 সমান, ইতর-বিশেষ নাই) । [তস্মা...স্তাৎ] ঐ সকল দেখিয়া বলা যায়,  
 জীব স্মৃপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাশ্রা এই তিনের বিকল্পিত  
 বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন । এই পূর্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে,  
 তদভাব নাড়ীতে ও আশ্রায় ঘটনা হয় । তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের  
 অভাব অর্থাৎ স্মৃপ্তি । তাহা নাড়ী ও আশ্রা উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয় ।  
 অর্থাৎ জীব স্মৃপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন ।  
 বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, এগুণে

হেবাং পক্ষেঃ বাধঃ স্তাৎ । নহেকার্ধ্যস্বাত্মিকলো নাড়্যা-  
দীনাং ব্রীহিযবাদিবদিত্যুক্তম্ । নেত্যাচ্যতে । ন হ্যেকবিভক্তি-  
নির্দেশমাভ্রৈগৈকার্ধ্যং বিকল্পশ্চাপততি । নানার্থত্বসমুচ্চয়-  
য়োরপ্যেকবিভক্তির্নির্দেশদর্শনাৎ । প্রাসাদে শেতে পর্য্যঙ্কে  
শেত ইত্যেবমাদিমু । তথোহপি নাড়ীষু পুরীততি ব্রহ্মাণি চ  
স্বপিতীতেত্যতদুপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ । তথা চ শ্রুতিঃ ‘তাসু তদা  
ভবতি যদা স্তপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ

এবমেবোষ্টদোষোহপি যদব্রীহিযবাক্যয়োঃ ।

বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্তা ন বিদ্যাতে ॥ ইতি ।

প্রকৃতকৃতুসাধনীভূতপুরোডাশব্যাপ্রকৃতিতয়া হি পরম্পরানপেক্ষো ব্রীহি-  
যবো বিহিতৌ শব্দুতশ্চৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্দেয়িতুম্ । তত্র যদি  
মিশ্রাভ্যাং পুরোডাশৌভিনির্দেয়্যেত পরম্পরানপেক্ষব্রীহিযববিধাতৃণি উভে  
অপি শাস্ত্রে বাধ্যয়ামাম্ । ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্চৈতুমর্থতি । স হি  
যথাবিহিতাশ্রয়ভিত্তিসমীক্ষ্য প্রবর্তমানো নৈতাশ্রয়তয়িতুং শক্লোতি মিশ্রণে  
চান্তথাশ্রমেতেষাম্ । ন চাক্ষাররোধেন প্রধানাভ্যাসোগোসেব উভে কুর্যাদিতি-  
বদ্যুক্তঃ । অশ্রতো হত্র প্রধানাভ্যাসোগোহরোধেন চ সোহজ্ঞায্যঃ । ন চাক্ষ-  
ভূতৈশ্রবায়বাদিগ্রহাহরোধেন যথা প্রধানশ্চ সোমযাগশ্রাব্তিরেবমত্রাপীতি  
যুক্তম্ । সোমেন যজ্ঞেতেতি হি তত্রাপূর্ব্বযাগবিধিঃ । তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতশ্চ  
সোমদ্রব্যাশ্চ সোমমভিষুণোতি সোমমভিপ্রাবরতীতি চ বাক্যাস্তরাহুলোচনয়া  
রসদ্বারেণ যাগসাধনীভূতশ্চৈশ্রবায়ুদ্র্যাদেশেন প্রাদেশমাভ্রৈবৃধ্বপাত্রেষু গ্রহণানি  
পৃথক্ প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে ন তু সোমযাগোদ্দেশেনৈশ্রবায়ুদ্র্যাদেব-  
তাশ্চোদ্যন্তে যেন তাসাং যাগনিষ্পত্তিলক্ষণৈকার্ধ্যত্বেন বিকল্পঃ স্তাৎ । ন চ  
প্রাদেশমাভ্রমেকৈকমুর্দ্ধপাণ্ডঃ দশমুষ্টিপরিমিতসোমরসগ্রহণায় কল্পতে যেন

উপগত হন না । কেন-না শ্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন । নাড়ী,  
পুরীতং ও সৎ ( ব্রহ্ম ) এই তিনই স্থপ্তিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত  
আছে । সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে  
বাধিত । [ নহেকার্ধ্যং...ইত্যত্র ] এক প্রয়োজনে কথিত ব্রীহিযবদির  
ন্যায় স্থপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড়্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তযুক্ত  
নহে । এক বিভক্তির নির্দেশ থাকিলেই যে একার্ধ্য ( একপ্রয়োজন ) ও  
বিকল্প হয়, তাহা হয় না । নানার্থতা ( অনেক প্রয়োজন বা অনেক

এবৈকধা ভবতি' ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্ত চ সূষুম্ণৌ  
শ্রাবয়তি । একবাক্যোপাদানাং । প্রাণস্ত চ ব্রহ্মস্বং সমধি-

তুল্যার্থতয়া গ্রহণানি বিকল্পেরন। ন চ যাবন্মাত্রমেকমূর্দ্ধপাত্রং ব্যাপ্নোতি  
তাবন্মাত্রং গৃহীত্বা পরিশিষ্টং ত্যজ্যেতেতি যুক্ত্যতে। দশমুষ্টিপরিমিতোপাদান-  
ত্বাদৃষ্টার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ । এবং তদৃষ্টার্থং ভবেদ যদি তৎ সর্বং যাগ উপযুক্ত্যতে ।  
ন চ দৃষ্টে সম্ভবতাদৃষ্টকল্পনা ত্রাঘ্যা । তস্মাৎ সকলস্ত সোমরসস্ত যাগশেষত্বেন  
সংস্কারাহিত্বাদেকৈকেন চ গ্রহণেন সকলস্ত সংস্কর্তু মশক্যত্বাত্তদবয়বত্বৈকেন  
সংস্কারেহবয়বান্তরস্ত গ্রহণান্তরেণ সংস্কার ইতি কার্য্যভেদাদগ্রহণানি সমুচ্চীয়ে-  
রন। অতএব সমুচ্চয়দর্শনং দশৈতানধ্বর্যুঃ প্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহ্নাতীতি ।  
সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোপ্যুপপদ্যতে । আশ্বিনো দশমো গৃহতে তৃতীয়ো  
হুয়তে । তথৈবেক্শ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্নাতীতি । তেবাঞ্চ সমুচ্চয়ে সতি  
যাবদ্যদুদ্দেশেন গৃহীতং তাবৎ তন্ত্রে দেবতায়ৈ তাক্তব্যমিত্যর্থাদ্যাগস্ত বৃত্ত্যা  
ভবিতব্যম্ । যদি পুনঃ পৃথক্কৃত্যতাপ্যেকীকৃত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্दिष्ट্য ত্যজ-  
রন পৃথক্করণানি চ দেবতোদ্দেশাশ্চাদৃষ্টার্থা ভবেয়ুঃ । ন চ দৃষ্টে সম্ভবতাদৃষ্ট-  
কল্পনা ত্রাঘ্যেতুক্তম্ । তস্মাৎ তত্র সমুচ্চয়স্তাবশস্তাবিশ্বাদ্গুণামুরোধেনাপি  
প্রধানাভ্যাস আস্থীয়তে । ইহ স্বভাসকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ পুরোভাসদ্রব্যস্ত  
চানিয়মেন প্রকৃতদ্রব্যে যস্মিন্ কস্মিংশিৎ প্রাপ্ত একৈক্য পরম্পরানপেক্ষা  
ত্রীহিশ্রুতির্ষবশ্রুতিশ্চ নিয়ামিকৈকার্থতয়া বিকল্পমহতঃ । ন তু নাড়ীপুরীতং  
পরমাত্মনামন্যোন্যানপেক্ষাণামেকনিলয়নার্থত্বসম্ভবো যেন বিকলোভবেৎ ।  
ন হে কবিভক্তি নির্দেশমাত্রেনৈকার্থতা ভবতি সমুচ্চিতানামপেক্যবিভক্তি-  
নির্দেশদর্শনাৎ । পর্য্যঙ্কে শেতে প্রাসাদে শেত ইতি । তস্মাদেকবিভক্তি-  
নির্দেশত্বাতৈকান্তিকত্বাদন্যতোবিনিগমনা বক্তব্য । সা চোক্তা ভাষাকৃত্তা

উদ্দেশ্য ) ও সমুচ্চয় ( যদ্বারা একই কার্য্য হুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ )  
এই উভয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় । প্রাসাদে শয়ন করে  
ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, ইত্যাদির ন্যায় ( কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যঙ্কে,  
এক্লপ বিকল্প নহে ) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে স্তম্ভ হয়, এইরূপ সমুচ্চয়  
হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত । শ্রুতিও সূষুম্ণিতে নাড়ীর ও প্রাণের ( ব্রহ্মের )  
সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন । যথা—“বধন সেই নাড়ীসমূহে, থাকেন তখন  
স্তম্ভ হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না । অনস্তর এই প্রাণে ( পর-  
মাত্মায় ) একীভূত হন । ” এ স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ার সমুচ্চয়  
অর্থই প্রতীত হইতেছে । শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে ব্রহ্মের বোধক, তাহা

গতং ‘প্রাণস্তথানুগমাদ্’ ইত্যত্র । যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন প্রাবয়তি । ‘আহু তদা নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতি’ ইতি তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধস্ত ব্রহ্মণোহপ্রতিষেধান্নাড়াঁদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে । ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুদ্ধ্যতে । নাড়াঁভিরপি ব্রহ্মোপসর্পন্ স্থপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি । যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি গত এব স গঙ্গায়াং ভবতি । অপি চাত্র রশ্মিনাড়াঁদ্বারাভ্যকস্ত ব্রহ্মলোকমার্গস্ত বিবক্ষিতত্বান্নাড়াঁস্তত্যর্থং স্থপ্তিসঙ্কীৰ্তনম্ । নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতীত্যুক্ত্বা ‘অতস্তং ন কশ্চন পাপুনা স্পৃশতি’ ইতি ব্রবন্ নাড়াঁঃ প্রশংসতি । ব্রবীতি চ পাপুস্পর্শাভাবে হেতুঃ

“যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়াঁঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন প্রাবয়তি”তাদিনা । সাপেক্ষ-শ্রুত্যনুরোধেন নিরপেক্ষশ্রুতিনেতব্যেত্যর্থঃ । শেষমতিরোহিতার্থম্ । নহু যদি ব্রহ্মৈব নিলয়নস্থানং তাবদ্ব্যবস্থাত্যং কৃতং নাড়্যুপন্যাসেনেত্যত আহ—  
“অপি চাত্রেতি” । অপিচেতি সমুচ্চয়ে ন বিকল্পে । এতদ্ব্যপপত্তিসহিতা

“প্রাণস্তথানুগমাৎ” সূত্রে পাওয়া গিয়াছে । [ যত্রাপি...ভবতি ] যে শ্রুতিতে নাড়াঁ নিরপেক্ষ ( ভিন্ন বা স্বতন্ত্র ) স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয় যথা—  
“সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়াঁতে স্থপ্ত হন অর্থাৎ সংস্রব করেন” ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুতান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়াঁ সংস্রব পূর্বক ব্রহ্মে গিয়া স্থপ্ত হন । এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে । ফলিতার্থ—নাড়াঁপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত ( অবস্থিত ) হইয়া যেন নাড়াঁতেই আছেন । যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায় । [ অপি চাত্র...ইত্যর্থঃ ] ঐ সকল শ্রুতির এ তাৎপর্যাও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড়াঁকার রশ্মি অথবা রশ্মিসম্বদ্ধ নাড়াঁরূপ পথ । \* সেই কারণে নাড়াঁর প্রশংসার্থ ঐরূপ নাড়াঁ স্থপ্তির কথন হইয়াছে । শ্রুতি “নাড়াঁতে স্থপ্ত হন” এই কথার

\* সমুদ্রের শিরঃকপালে একটি স্তম্ভ ছিল আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধু । ঐ ব্রহ্মরন্ধু দিয়া সর্বদাই স্তম্ভনাড়াঁসদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে । সেই জ্যোতির্ময় নাড়াঁ স্বর্ধ্যলোক পর্যন্ত স্পর্শ করিতেছে ( স্বর্ধ্যাকিরণস্পর্শ দ্বারা ) । যোগীরা প্রাণত্যাগ পূর্বক ঐ ব্রহ্মরন্ধু দিয়া নাড়াঁ পথে পরলোকগামী হন, হইয়া স্বর্ধ্যাদি ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন ।

‘তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি’ ইতি। তেজসা নাড়ীগতেন পিত্তাধ্যেনাভিব্যাপ্তকরণে ন বাহ্যান্ বিষয়ানীকৃত ইত্যর্থঃ। অথবা তেজসা ইতি ব্রহ্মণ এবায়ং নির্দেশঃ। ঐত্যন্তরে ‘ব্রহ্মৈব তেজ এব’ ইতি তেজঃশব্দস্ত ব্রহ্মণি প্রযুক্তত্বাৎ। ব্রহ্মাণি হি তদা সম্পন্নো ভবতি নাড়ীদ্বারেণ অতন্তং ন কশ্চন পাপু। স্পৃশতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মসম্পত্তিশ্চ পাপুস্পর্শাভাবে হেতুঃ সমধিগতঃ। সর্বের পাপুনোহতো নিবর্তন্তে। অপহত-

পূর্বোপপত্তিরর্থসাধিনীতি। মার্গোপদেশোপযুক্তানাং নাড়ীনাং স্তব্যর্থমত্র নাড়ীসন্ধীর্জনমিত্যর্থঃ। পিত্তেনাভিব্যাপ্তকরণে ন বাহ্যান্ বিষয়ান্ বেদেতি তদ্বারা স্বপ্নঃখাভাবেন তৎকারণপাপাদর্শনেন নাড়ীস্ততিঃ। যদা তু তেজো-ব্রহ্ম তদা সুগমম্। অপি চ নাড়্যঃ পুরীতদ্বা জীবন্তোপাধ্যাদার এব ভবতী-ত্যর্থঃ। অভ্যুপেত্য জীবন্তাধেয়ত্বমিদমুক্তম্। পরমার্থতন্ত্ব ন জীবন্তাধেয়-ত্বমস্তি। তথাহি—নাড়্যঃ পুরীতদ্বা জীবন্তোপাধীনাং করণানামাশ্রয়ঃ। জীবন্ত ব্রহ্মাব্যতিরেকাৎ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠঃ। ন চাপি ব্রহ্মজীবন্তাদারস্তাদান্বাদিকল্প্য তু ব্যতিরেকং ব্রহ্মণ আধারত্বমুচ্যতে জীবস্ততি। তথা চ স্বপ্নপ্তাবস্থায়ুপা-ধীনামসমুদাচারাজীবন্ত ব্রহ্মাস্বত্বমেব ব্রহ্মাদারত্বং ন তু নাড়ীপুরীতদাদারত্বম্। তত্‌পাদিকরণমাত্রাদারতরা তু স্বপ্নপ্তদশারম্ভায় জীবন্ত নাড়ীপুরীতদাদারত্বমিত্য-

পর “সেই কারণে কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না” এইরূপ বলিয়া নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে পাপস্পর্শ হয় না তাহাও বলিয়াছেন। যথা—“সেই কালে তিনি তেজঃসম্পন্ন হন।” অভিপ্রায় এই যে, নাড়ীগত পিত্তনামক তেজোদ্বারা তাহার ইঞ্জিয় সমুদায় অভিভূত হয়, সেই কারণে সে আর বাহ্যিক বিষয় ঈক্ষণে সমর্থ থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান-রহিত হয়। অথবা এরূপ বলিতেও পার যে, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম, নাড়ী সঞ্চারন করিতে করিতে তাঁহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (যেহ বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃ শব্দের ব্রহ্মার্থতা ঐত্যন্তর প্রসিদ্ধ। দেখ, “ব্রহ্মই তেজ।” এই ঐতিহ্যে ব্রহ্মে তেজঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [ব্রহ্ম...ঐতিহ্যঃ] পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া। ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ তথ্য “যেহেতু এই

পাপা ছেব ব্রহ্মলোকঃ’ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । এবঞ্চ সতি  
 প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধেন ব্রহ্মণা স্থপ্তিস্থানেনানুগতো নাড়ীনাং  
 চয়ঃ সমাপ্রিতো ভবতি । তথা পুরীততোহপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং  
 সঙ্কীর্ণনাং তদনুগুণমেব স্থপ্তিস্থানস্থং বিজ্ঞায়তে । ‘য এষো-  
 হস্তর্হৃদয় আকাশস্তন্মিণু শেতে’ ইতি হৃদয়াকাশে স্থপ্তিস্থানে  
 প্রকৃতে ইদমুচ্যতে ‘পুরীততি শেতে’ ইতি । পুরীতদিত্তি  
 হৃদয়পরিবেষ্টনমুচ্যতে, তদন্তর্কর্ত্তিহ্যপি হৃদয়াকাশে শয়ানঃ  
 শক্যতে পুরীততি শেত ইতি বক্তুম্ । প্রাকারপরিক্ষিপ্তেহপি  
 হি পুরে বর্ত্তমানঃ প্রাকারে বর্ত্তত ইত্যুচ্যতে । হৃদয়াকাশস্ত  
 চ ব্রহ্মস্থং সমধিগতং ‘দহর উত্তরেভ্যঃ’ ইত্যত্র । তথা নাড়ী-  
 পুরীতৎসমুচ্চয়োহপি ‘তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে’

ব্রহ্মলোক নিষ্পাপ—সেই হেতু সমুদায় পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।”  
 এই শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে । [ এবঞ্চ...ইত্যত্র ] তাহাতে সিদ্ধান্তলাভ  
 হয় যে, প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই স্থপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অন্তর্ভুক্ত ( দ্বার-  
 স্বরূপ ) মাত্র । অপিচ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীততের কখন থাকায় জানা যায়,  
 পুরীতং স্থপ্তিস্থানটী ব্রহ্মেরই অন্তর্গত ( ব্রহ্ম গমনের উপায় ) । “এই যে,  
 হৃদয়ান্তর্কর্ত্তী আকাশ, জীব এই আকাশে স্থপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে  
 হৃদয়াকাশকে স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পরে ঐ প্রস্তাবেই  
 বলিয়াছেন “পুরীততে শয়ন করে ও স্থপ্ত হয়।” পুরীতং শব্দে হৃদয়বেষ্টন ।  
 যে তন্মধ্যগত আকাশে শয়ন করে, অবশ্যই বলা যায় সে পুরীততে  
 শয়ন করে । যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত পুরে বিরাজ করে, অবশ্যই বলা  
 যায়, সে প্রাকারে বিরাজ করে । হৃদয়াকাশ-শব্দে ব্রহ্ম, ইহা “দহর  
 উত্তরেভ্যঃ” স্থত্রে পাওয়া গিয়াছে । [ তথা...স্থানম্ ] “নাড়ীর দ্বারা প্রতি  
 গমন করে, করিয়া পুরীততে স্থপ্ত হয়।” এই শ্রুতিতে একত্র কখন হেতু  
 নাড়ীপুরীততের সমুচ্চয়ই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না । সতের ও  
 প্রাক্কর ব্রহ্মতা সর্বত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সং শব্দে ও প্রাক্কর  
 শব্দে ব্রহ্ম বুঝায় । ঐ সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতং ও ব্রহ্ম, এই  
 তিনই স্থপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও  
 পুরীতং এই দুইটী স্থপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ । বস্তুতঃ ব্রহ্মই স্থপ্তির



ইত্যেকবাক্যোপাদানাদবগম্যতে । সৎপ্রাজ্ঞয়োশ্চ প্রসিদ্ধমেব  
ব্রহ্মত্বমেতাস্থ অতিষু—ত্রীণ্যেব স্থপ্তিস্থানানি সঙ্কীৰ্ত্তিতানি  
নাড়্যঃ পুরীতদ্ব্রহ্ম চ ইতি । তত্রাপি চ স্বারমাত্রং নাড়্যঃ  
পুরীতচ্চ । ত্রৈকৈব ত্বেকমনপায়ি স্থপ্তিস্থানম্ । অপি চ  
নাড়্যঃ পুরীতত্বা জীবস্তোপাধ্যাধার এব ভবতি, তত্রাস্থ  
করণানি বর্তন্ত ইতি । ন হ্যুপাধিসম্বন্ধমন্তরেণ স্বত্ত্ব এব  
জীবস্তাধারঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি ব্রহ্মাব্যতিরেকেণ স্বমহিমপ্রতি  
ষ্ঠিতত্বাৎ । ব্রহ্মাধারত্বমপ্যস্তু স্মৃণুণেনৈবাধারাদ্বাধেয়ভেদাভি-  
প্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি তাদাত্ম্যভিপ্রায়েণ যত আহ 'সতা  
সোম্য তদা সম্পন্মো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি । স্বশ-  
ব্দেনাত্ম্যভিলপ্যতে । স্বরূপমাপন্নঃ স্মৃণুণো ভবতীত্যর্থঃ ।  
অপি চ ন কদাচিচ্ছ্রীবস্ত ব্রহ্মণা সম্পত্তির্নাস্তি স্বরূপস্তান-  
পায়িত্বাৎ । স্বপ্নজাগরিতয়োস্তু পাদিসম্পর্কবশাৎ পররূপা-

তুল্যার্থতয়া ন বিকল্প ইতি । “অপি চ ন কদাচিচ্ছ্রীবস্তেতি” । ঔৎসর্গিকঃ  
ব্রহ্মস্বরূপত্বং জীবস্তাসতি জাগ্রৎস্বপ্নদশাক্রুপেহপবাদে স্মৃণুণাবস্থায়ান্ নান্যথ-

অনপায়ী ( অনশ্বর ) মুখ্য বা অধিতীয় স্থান । [ অপিচ...ভবতীত্যর্থঃ ] আরও  
দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীতৎ-ই হউক, যাহা জীবোপাধির আধার  
বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিবেক ।  
কিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব । কারণ, জীব  
উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্মাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ( বির-  
জিত ) । ( অভিপ্রায় এই যে, স্মৃণুণিতে উপাধির লয় হয়, স্মৃত্ত্বাৎ ব্রহ্ম  
ব্যতীত অত্র কিছু—পুরীতৎ অথবা নাড়ী মুখ্য স্থপ্তিস্থান হইতে পারে না ) ।  
বলিতে পার যে, জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবে না । কেন-না, যে জীব, সেই  
ব্রহ্ম, অথচ স্মৃণুণিতে আধারাত্মক ভাবের ভেদ কখন দৃষ্ট হয় । সে  
ভেদ প্রকৃত হইলে তাদাত্ম্য-শ্রুতির গতি কি হইবে ? তাদাত্ম্য বা  
অভেদ-শ্রুতি যথা—“হে সোম্য ! জীব সেই সময়ে সত্তের ( ব্রহ্মের )  
সহিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয় ।—স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় স্থপ্ত হয় ।”  
[ অপিচ...ইত্যুক্তম্ ] অত্র কথা এই যে, যাহা যাহার স্বরূপ তাহা তাহ

পত্তিম্বাপেক্ষ্য তদুপশমমাত্রাৎ স্মৃপ্তে স্বরূপাপত্তির্বি-  
বক্ষ্যতে। অতঃ্চ স্মৃপ্তাবস্থায় কদাচিৎ সতা সম্পদ্যতে  
কদাচিৎ ন.সম্পদ্যত ইত্যুক্তম্। অপি চ স্থানবিকল্পাত্মপ-  
গমেহপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং তাবৎ স্মৃপ্তং ন কচি-  
দ্বিশিষ্যতে তত্র সতি সম্পন্নস্তাবদেকত্বাৎ ন.বিজ্ঞানাতীতি  
যুক্তং ‘তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ’ ইতি শ্রুতেঃ। নাড়ীষু  
পুরীততি চ শয়ানস্ত ন কিঞ্চিদবিজ্ঞানে কারণং শক্যং  
বিজ্ঞাতুং ভেদবিষয়ত্বাৎ ‘যত্র বাস্তবিত্বাৎ তত্রাত্মোহন্তঃ-

স্বিতুং শক্যমিত্যর্থঃ। অপি চ যেহপি স্থানবিকল্পমাস্বিত তৈরপি বিশেষ-  
বিজ্ঞানোপশমলক্ষণা স্মৃপ্ত্যবস্থাস্তীকর্তব্য। ন চেয়মাত্মতাদ্ব্যাহ্যং বিনা নাড়্যা-  
দিষু পরমাত্মব্যতিরিক্তেষু স্থানেষুপদ্যতে। তত্র হি স্থিতোহয়ং জীব আত্ম-  
ব্যতিরেকাভিমানী সন্নবশ্চ বিশেষজ্ঞানবান্ ভবেৎ। তথাহি শ্রুতিঃ ‘যত্র  
বান্যদিব স্তাত্ত্রান্যোন্যৎপশ্যে’দिति। আত্মস্থানহেতুদোষঃ। ‘যত্র যত্র  
সর্বমাত্মবাতুং তৎ কেন কং পশ্যেদ্বিজানীয়া’দिति শ্রুতেঃ। তন্মাদপ্যাত্ম-  
স্থানবশ্চ দ্বারং নাড়্যানীত্যাহ—“অপি চ স্থানবিকল্পাত্মপগমেহপি”তি। অত্র

হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে কোনও কালে জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি  
হওয়া নাই, এমত নহে। স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায়  
পররূপান্তির ত্রায় থাকেন, কিন্তু স্মৃপ্তিতে তাহার উপশম (অভাব) হয়।  
তাহাই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তি ও সংসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাই শ্রুতির  
বিবক্ষিত। অতএব, স্মৃপ্তাবস্থায় কখন সংসম্পন্ন ও কখন সংসম্পন্ন  
নহে, এ কথা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত। (যখন নাড়ীতে ও পুরীততে  
স্মৃপ্তি, তখন সংসম্পন্ন নহেন) [অপিচ...শ্রুতেঃ:] ইচ্ছা হয় স্থানবিকল্প  
(হয় নাড়ী স্থানে না হয় পুরীততে স্মৃপ্তি হয় ইহা) স্বীকার কর,  
কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ স্মৃপ্তির বিশেষ (ভেদ) হইবে  
না। সর্বত্রই একত্ব ও সংসম্পন্নতা হেতু বিশেষবিজ্ঞান রহিত হয়,  
ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয়সিদ্ধ। শ্রুতি যথা—“সে সময়ে কে কি  
দিয়া কি দেখিবে?” ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পুরীততে (জদয়বেষ্টনা-  
স্তরে); শয়ন করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ  
নাই। আত্মৈকত্ব ব্যতীত অল্প সমস্তই ভেদের বিষয়—ভেদ জ্ঞানের

পশ্চেৎ' ইতি শ্রুতেঃ। ননু ভেদবিষয়শ্রুত্যাতিদূরাদিকারণ-  
মবিজ্ঞানে শ্রুতং। বাচ্যমেবং শ্রুতং যদি জীবঃ স্বতঃ পরিচ্ছি-  
মোহভ্যুপগম্যেত যথা বিষ্ণুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্য-  
তীতি ন তু জীবশ্রুত্যাধিব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদো বিদ্যতে।  
উপাধিগতমেবাতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞান ইতি বহু্যচ্যেতু তথা-  
পুণ্যপাধেরূপশাস্ত্রাত্মং সত্যেব সম্পন্নো ন বিজ্ঞানাভীতি  
যুক্তম্। ন চ বয়মিহ তুল্যবৎ নাড়াদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদ-  
য়ামঃ। ন হি নাড়্যঃ স্থপ্তিস্থানং পুরীতক্ষেত্যানেন বিজ্ঞানেন  
কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তু। ন হেতুবিজ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ ফলঃ

চোদয়তি—“ননু ভেদবিষয়শ্রুত্যাতিদূরাদিকারণ-  
শ্রুত্যাধিব্যতিরেকেণ পরিচ্ছিন্নোহভ্যুপগম্যেত যথা বিষ্ণুমিত্রঃ  
প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্যতীতি ন তু জীবশ্রুত্যাধিব্যতিরেকেণ  
পরিচ্ছেদো বিদ্যতে। উপাধিগতমেবাতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞান  
ইতি বহু্যচ্যেতু তথা-পুণ্যপাধেরূপশাস্ত্রাত্মং সত্যেব সম্পন্নো  
ন বিজ্ঞানাভীতি যুক্তম্। ন চ বয়মিহ তুল্যবৎ নাড়াদিসমুচ্চয়ং  
প্রতিপাদয়ামঃ। ন হি নাড়্যঃ স্থপ্তিস্থানং পুরীতক্ষেত্যানেন  
বিজ্ঞানেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তু। ন হেতুবিজ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ ফলঃ

স্থান। শ্রুতিও বলিয়াছেন, “আত্মা যে-সময়ে অন্যের ন্যায় থাকেন বা  
হন সেই সময়ে অন্য হইয়া অন্য দর্শন করেন।” [ননু ভেদ...যুক্তম্] যদি  
বল, বৈজ্ঞানিকের প্রতি দূরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই  
বৈজ্ঞানিক থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে;  
পরন্তু জীবের সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক নহে। বিষ্ণুমিত্র দূরদেশে, সে জন্ত  
সে আপন গৃহ দেখে না। কিন্তু জীব সেক্ষেপ দূরবর্তী নহে। জীবের  
সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, দৃষ্ট হইতে যে দ্রষ্টার দূরবর্তী তাহা ঔপাধিক।  
কেন-না, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে; উপাধির দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। যদি  
উপাধি-নিষ্ঠ দূরত্ব তাদৃশ অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর, তাহা  
হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিতস্থলে উপাধি নাই। উপাধি উপশান্ত  
হইয়াছে, সুতরাং সংস্পর্শ (ব্রহ্মসম্পর্শ) হওয়ার বৈতাত্যবিকৃত্যঃই  
তৎকালে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। [ন চ...স্থপ্তিস্থানঃ]

কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে। নাপ্যেতদ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কশ্চিদ্ভগ্নমুপ-  
 দিশ্যতে। ব্রহ্ম স্বনপারি স্থপ্তিস্থানমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়ামঃ।  
 তেন তু বিজ্ঞানেন প্রয়োজনমস্তু। জীবন্ত ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণং  
 স্বপ্নজাগরিতব্যবহারবিমুক্তত্বাবধারণঞ্চ। তস্মাদাত্মৈব স্থপ্তি-  
 স্থানম্ ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥ ৮ ॥\*

যস্মাচ্চাত্মৈব স্থপ্তিস্থানমত এব কারণং নিত্যবদেবাহ-  
 স্মাদাত্মনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে। কৃত এতদাগাদি-

বিদ্যাপাদিতপুরুষার্থবস্ত্বে বেরদরশেরেকেনাপি বর্ণেন নাপুরুষার্থেন ভবিতুং  
 যুক্তম্। ন চ সুপ্তাবস্থায়ঃ জীবন্ত স্বরূপেণ নাড়্যামিহানন্তপ্রতিপাদনে  
 কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ব্রহ্মভূতপ্রতিপাদনে স্তুতি। তস্মান্ সমপ্রধানভাবেন  
 সমুচ্চয়ো নাপি বিকল্প ইতি ভাবঃ। নীতার্থমন্তঃ।

কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ সকাশাঙ্গীবস্তোখানশ্রুতৈব সুস্থপ্তিস্থানমিত্যাহ সুত্র-

শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়তা মুখ্যরূপে প্রতি-  
 পাদন করি না। কেননা, নাড়ী! স্থপ্তিস্থান? কি পুরীতং স্থপ্তিস্থান? ইহা  
 জানিবার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই। তদ্বিজ্ঞানের কোমরূপ ফলও  
 নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে। একমাত্র ব্রহ্মই  
 অনপারি স্থপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই  
 জানিবার প্রয়োজন। উহাতে জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রৎ-  
 ব্যবহার হইতে তিনি মুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই হই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।  
 এই সকল কারণে স্বীকার্য্য হয়, আস্মাই স্থপ্তিস্থান।

বেহেতু আস্মাই স্থপ্তিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে ক্রটি সুপ্ত্যা-  
 ধিকারে নিত্য নিরমিতরূপে আস্মাই হইতে প্রবুদ্ধ (জাগ্রৎ স্রবস্থা) হওয়া  
 উপদেশ করিয়াছেন। “এ সকল আবার কোথা হইতে আসিল?” এই  
 প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এসঙ্গে ক্রটি বলিয়াছেন “যেমন আমি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

\* অতঃ অস্মাৎ কারণং আত্মনঃ স্থপ্তিস্থানমিতিার্থঃ। অস্মাৎ আত্মন এব প্রবোধঃ  
 জ্ঞাপিত্ব যোজন।—বেহেতু আস্মাই স্থপ্তিস্থান—আস্মাতে (আপনার স্বরূপে) হওয়া হয়, সেই  
 হেতু আস্মাই হইতেই প্রবুদ্ধ বা উপিত হয়।

ত্যস্ত প্রদ্ব্যস্ত প্রতিবচনাবসরে 'যথায়োঃ ক্ষুদ্রাঃ বিক্ষুণ্ণিকাঃ  
ব্যাক্রমন্ত্যেবমেবৈতন্মাদান্নানঃ সর্কে প্রাণাঃ' ইত্যাদি। 'সত  
আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে' ইতি চ। বিকল্প্যমানেষু  
তু স্থপ্তিস্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ প্রতিবুধ্যতে কদাচিৎ  
পূরীততঃ কদাচিদান্ন ইত্যশাসিষ্যৎ। তন্মাদপ্যায়ৈব তু  
স্থপ্তিস্থানমিতি ॥ ৮ ॥

স এব তু কৰ্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥\*

তস্মাঃ পুনঃ সংসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ কিং য এব সং-  
সম্পন্নঃ স এব প্রতিবুধ্যতে উতান্তো বেতি চিন্ত্যতে। তত্র

কারঃ—অতঃ প্রবোধ ইতি। নাড়ীপূরীততোঃ কাপ্যুখানাপাদনযাপ্রবণাৎ  
ন স্থপ্তিস্থানমিত্যর্থঃ। তন্মাদুপাধিলয়ে জীবন্ত ব্রহ্মভেদাদৌপাধিক এব ভেদ  
ইতি বিবেকার্থাকাৰ্থভেদসিদ্ধিরিতি স্থিতম্। ইতি রত্নপ্রভা।

যদ্যপীশ্বরাদভিন্নো জীবন্তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছেদেন ভেদঃ বিবক্ষিত্বাধিকরণা-  
ন্তরারম্ভঃ। স এবেতি দুঃসম্পাদমিতি স বাস্তো বেতীশ্বরোবেতি সম্ভবমাত্রে-

ক্ষুণ্ণ লিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়)  
বহিরাগত হয়।" ইত্যাদি। "সং (ব্রহ্ম) হইতে আসিয়াও জানিতে  
পারে না যে আমরা সং হইতে আসিয়াছি।" ইত্যাদি। [বিকল্পা...  
স্থানমিতি] স্থপ্তিস্থান যদি বিকল্পিত হইত, পৃথক্ পৃথক্ হইত (কখন  
হয় নাড়ী, কখন পূরীতং হইত), তাহা হইলে শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখন  
নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয়, কখন বা পূরীতং হইতে  
প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। অতএব, আত্মাই  
স্থপ্তিস্থান, ইহা অশংসনিত সিদ্ধান্ত।

বলা হইল, জীব স্থপ্তিস্থিতে সংসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক  
হইয়া যায়, এবং পুনর্বার তাঁহা হইতে উখিত বা প্রতিবুদ্ধ হয়। এই  
স্থানে প্রশ্ন এই যে, যে সংসম্পন্ন হয় সে-ই কি প্রতিবুদ্ধ হয়? অথবা  
অন্য কেহ হয়? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, অনিয়ম—তাহার কোন নিয়ম

\* যঃ সংসম্পন্নঃ স্তাৎ স এবোখিতঃ প্রতিবুদ্ধোবা। স্যামিতি কৰ্মানুস্মৃতিবিধিভির্বিজ্ঞায়তে।  
কৰ্মণোহনুস্মরণাৎ শব্দাৎ (শব্দঃ শাস্ত্রং) বিদ্যাবিধেৰ্ভেদে বিতারণঃ।—যে সংসম্পন্ন হয়,  
পরমাত্মায় একীভূত বা লীন হয়, সে-ই উখিত হয়, অজ্ঞ কেহ নুতন হয় না।

প্রাপ্তং তাবৎ অনিয়ম ইতি । কুতঃ । যদা হি জলরাশৌ  
কশ্চিৎজলবিন্দুঃ প্রক্ষিপ্যতে জলরাশিরেব স তদা ভবতি ।  
পুনস্তদুৎক্রমণে স এব জলবিন্দুর্ভবতীতি ছঃসম্পাদম্ । তদ্বৎ  
সুপ্তঃ পরৈকৈকত্বমাপন্নঃ সম্প্রদীদতি ন স এব পুনরুৎপাতুম-  
হতি । তস্মাৎ স এবেশ্বরো বাঁহো বা জীবঃ প্রতিবুধ্যত  
ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ । স এব তু জীবঃ সুপ্তঃ স্বাস্থ্যং গতঃ  
পুনরুৎপত্তিষ্ঠতি নান্যঃ । কস্মাৎ । কস্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ।  
বিভজ্য হেতুন্ দর্শয়িষ্যামি । কস্মশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ স  
এবোৎপাতুমহতি নান্যঃ । তথা হি পূর্বেছ্যরনুষ্ঠিতস্ত কস্মণো-  
হপরেছ্যঃ শেষমনুষ্ঠিত্ত্বং দৃশ্যতে । ন চান্যেন সামিকৃতস্ত  
কস্মণোহন্তঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্তিতুমহত্যতিপ্রসঙ্গাৎ । তস্মা-  
দেব এব পূর্বেছ্যরপরেছ্যশ্চৈকস্ত কস্মণঃ কৰ্ত্তেতি গম্যতে ।

গোপভাসঃ । ন হি তস্ত শুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাবিদ্যাকৃতব্যুৎপাদনসম্ভবঃ । অত এব  
বিমর্শাবসরেহস্তানুপভাসঃ । যদ্বি দ্বাহাদিনির্কর্ত্তনীয়মেকস্ত পুংস্চোদিতঃ  
কর্ম তস্ত পূর্বেছ্যরনুষ্ঠিতস্তান্তি স্থিতিরिति বক্তব্যোহন্থঃ প্রত্যভিজ্ঞানসূচনার্থঃ ।

নাই । কেন ? তাহা বলিতেছি । [ যদা...মাহ ] যখন কোন জলরাশিতে  
বিন্দুপরিমিত জল প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্ষিপ্ত জল জলরাশিসম্পন্ন হয়  
অর্থাৎ জলরাশি হইয়াই যায় । পরে যদি সেই জলরাশি হইতে জলবিন্দু  
উঠান যায়, তাহা হইলে সে জলবিন্দু - যে জলবিন্দু পূর্বেপ্রক্ষিপ্ত সেই জলবিন্দু,  
অন্ত জলবিন্দু নহে, তাহা নিশ্চয় করা ছঃসাধ্য । অর্থাৎ সে জলবিন্দু উঠে  
না । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, সুপ্ত জীব সংসম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার  
সহিত একীভূত হওয়ার পর যখন প্রতিবোধ বা পুনরুজ্জাগ্রৎ ( উত্থান )  
আইসে, তখন, যে সুপ্ত হইয়াছিল সে-ই যে প্রতিবুদ্ধ বা উখিত হয়,  
তাহা হয় না । এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ এই সূত্র ( স এব—ইত্যাদি ) বলা  
হইল । [ স এব...দর্শয়িষ্যামি ] সেই জীবই অগ্রে সুপ্ত, পরে স্বাস্থ্যলাভ  
করিয়া পুনঃ প্রবুদ্ধ বা পুনরুখিত হয় । অন্ত অভিনব কেহ উখিত হয় না ।  
তৎপ্রতি হেতু কর্ম, অনুস্মরণ, শব্দ ও বিধি ( কর্মের ও উপাসনার  
বিধান ) । এই সকল হেতু বিভাগপূর্বক দর্শিত হইতেছে । [ কর্ম...  
গম্যতে ] যেহেতু কর্মের শেষ অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেই হেতু

ইতচ্চ স এবোত্তিষ্ঠতি যৎকারণমতীতে হহমহমদোহজ্ঞান-  
মিতি পূর্বানুভূতস্য পশ্চাৎ স্মরণমন্তোস্থানে নোপপ-  
দ্যতে। ন হন্তদৃষ্টমন্তোহনুস্মর্তুমহতি। ‘সোহহমস্মি’ ইতি  
চাত্ত্বানুস্মরণমাত্ত্বান্তরোস্থানে নাবকল্পতে। শব্দেভ্যশ্চ তস্মৈ-  
বোস্থানমবগম্যতে ‘তথা হি পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ঃ প্রতিযোজ্য  
দ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহগচ্ছন্ত্য এতৎ  
ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। ত ইহ ব্যাত্তো বা সিংহো বা বৃকো

অতএব সোহমস্মীত্যুক্তম্। “পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ঃ প্রতিযোজ্য দ্রবতী”তি।  
অননম্ আরঃ। নিয়মেন গমনং ন্যায়ঃ। জীবঃ প্রতিন্যায়ঃ সম্প্রসাদে  
স্বপ্নাধারঃ বুদ্ধান্তায়াজবতি আগচ্ছতি। প্রতিযোনি যোহি ব্যাত্তযোনিঃ  
স্বপ্নো বুদ্ধান্তমাগচ্ছন্ স ব্যাত্ত এব ভবতি ন জাত্যন্তরম্। তদিদমুক্তম্।  
“ত ইহ ব্যাত্তো বা সিংহো বা”তি। “অথ তত্র স্থপ্ত উত্তিষ্ঠতী”তি। যো

তাহারই উত্থান, অন্যের নহে। দেখ, যে পূর্বে দিবসে কর্মের অনুষ্ঠান  
বা আরম্ভ করিয়াছে, পর দিবসে সে-ই সে কর্মের শেষ করে।  
অন্তরুত কর্মের শেষ করিতে অন্যের প্রবৃত্তি হইবে কেন? হয়  
বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেক। অতএব, পূর্বাপর দিবসে অনুষ্ঠিত  
একই কর্ম এবং তাহার কর্তাও এক। [ইতচ্চ...কল্পতে] যে স্থপ্ত  
হয়, সেই যে পুনরুত্থিত হয়, এতৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, পূর্বে-দিবসে  
“আমি দেখিয়াছি,” এতদ্রূপ অনুভব করিয়া পর দিবসে তাহার স্মরণ  
করে—“আমি ইহা দেখিয়াছিলাম।” এ অনুস্মরণ অন্যের উত্থানে সঙ্গত  
হয় না। একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। “সেই আমি—সেই  
আমি আজও আছি” এই যে আত্মানুস্মরণ, এ অনুস্মরণও আত্মান্তরের  
উত্থানে উৎপন্ন হইতে পারে না। [শব্দেভ্যশ্চ...মীযঃ] স্থপ্ত আত্মারই উত্থান,  
আত্মান্তরের নহে, ইহা শব্দ অর্থাৎ প্রতিব্যাক্যের দ্বারাও জানা যায়।  
যথা—“স্থপ্ত পুরুষ জাগরণের উদ্দেশে পুনর্বার যেক্রমে সেই সেই  
ইন্দ্রিয়স্থানে গমন করে সেইরূপে প্রতি যোনিতে আগমন করেন।” “এই  
সকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে অথচ জানে না  
যে আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি।” “পূর্বেপ্রবোধে যে যেক্রম ছিল,—  
সিংহ, ব্যাত্ত, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,—যে যেক্রম ছিল,  
পরপ্রবোধে সে তাহাই হয়।” স্থপ্তাধিকারে পরিপন্থিত এই সকল শব্দ

বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা  
যদ্যন্তবন্তি তত্তদা ভবন্তি’ ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধ-  
ধিকারে পঠিতা নান্নাস্তরোপ্থানে সামঞ্জস্যমীযুঃ। কৰ্মবিদ্যা-  
বিধিত্যৈশ্চৈবমেব গম্যতে। অত্থা হি কৰ্মবিদ্যাবিধয়োহন-  
র্থকাঃ স্যুঃ। অন্তোপ্থানপক্ষে হি স্মৃপ্তমাত্ৰোমুচ্যত ইত্যা-  
দ্যেত। এবং চেৎ স্মৃৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কৰ্মণা  
বিদ্যা বা কৃতং স্মৃৎ। অপি চান্তোপ্থানপক্ষে যদি তাব-  
চ্ছরীরান্তরে ব্যবহারমাণো জীব উত্তিষ্ঠেৎ তত্তদব্যবহারলোপ-  
প্রসঙ্গঃ স্মৃৎ। অথ তত্র স্মৃপ্ত উত্তিষ্ঠেত কল্পনানর্থক্যং স্মৃৎ।  
যো হি যস্মিন্ শরীরে স্মৃপ্তঃ স তস্মিন্নোত্তিষ্ঠতি, অত্স্মিন্  
শরীরে স্মৃপ্তোহত্স্মিন্মুত্তিষ্ঠতি ইতি কোহস্ম্যং কল্পনায়াং  
লাভঃ স্মৃৎ। অথ মুক্ত উত্তিষ্ঠেৎ অন্তবান্মোক্ষ আপদ্যেত।

ই জীবঃ স্মৃপ্তঃ স শরীরান্তর উত্তিষ্ঠতি। শরীরান্তরগতস্ত স্মৃপ্তজীবসম্বন্ধিনি  
দ্বান্নাস্তরের উত্থানে সঙ্গত হয় না। [কৰ্ম...কৃতং স্মৃৎ] কৰ্মের ও  
উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকাতোও স্মৃপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয়।  
দি স্মৃপ্তের উত্থান না হইয়া দ্বান্নাস্তরের উত্থান নিশ্চিত হয়, তাহা  
হইলে কৰ্মবিধি ও বিদ্যাবিধি ব্যর্থ হইবে। বাহাদের মতে অন্যের  
উত্থান, তাহাদের কৰ্ম অথবা জ্ঞান কিছুই প্রয়োজন হয় না। কেননা,  
স্মৃপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনর্জন্মনাশ) হয়। স্মৃপ্তিই শেষ, একুপ হইলে  
কালান্তরফল কৰ্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি? লোকে কেন সে সকল  
কষ্টকর অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? [অপি চান্যো...নান্য ইতি] যে স্মৃপ্ত  
হয় তাহার উত্থান হয় না, নূতনের উত্থান হয়, এতৎপক্ষে—শরীরান্তর  
ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, স্মৃপ্তরাং সে পক্ষে ব্যবহার লোপ প্রাপ্তি  
দায় আছে। যদি বল তাহা নহে, স্মৃপ্ত জীবই উঠে, প্রবুদ্ধ হয়,  
তাহা হইলে ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে। যে যে-শরীরে স্মৃপ্ত হয়—সে  
যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে স্মৃপ্ত হইয়া  
অন্য শরীরে উঠে, একুপ কল্পনা করার প্রয়োজন? তাহাতে লাভ কি?  
মুক্তাচার উত্থান হয় বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব আপত্তি হইবে। অপিচ,  
বাহার...অবিদ্যাবিনাশ হইয়াছে তাহার উত্থান উপপন্নই হয় না। মুক্তা-



নিরুতাবিদ্যাশ্চ চ পুনরুত্থানমুপপন্নম্। এতেনেশ্বরোত্থানং  
প্রত্যাশ্রম্য। নিত্যনিরুতাবিদ্যাশ্চ। অকৃতভাগ্যগমকৃতবিশ্লে-  
ষণাশৌ চ দুর্নিবারাবন্তোত্থানপক্ষে স্মৃতাশ্চ। তস্মাৎ স এবো-  
ত্তিষ্ঠতি নান্ত ইতি। যৎপুনরুত্থং যথা জলরাশৌ প্রক্ষিপ্তো  
জলবিন্দুনোদ্ধর্তুং শক্যত এবং সতি সম্পন্নো জীবো নোৎ-  
পতিতুমর্হতীতি, তৎ পরিত্রিয়তে। যুক্তং তত্র বিবেককারণা-  
ভাবাজ্জলবিন্দোরমুদ্রণম্। ইহ তু বিদ্যাতে বিবেককারণং  
কর্ম্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যম্। দৃশ্যতে চ দুর্বিবেচনস্মোরপ্য-  
হস্মজ্জাতীয়ৈঃ কীরোদকয়োঃ সংস্ফটয়োর্হংসেন বিবেচনম্।  
অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোহন্তো বিদ্যাতে

আর উত্থান নিষেধ দ্বারা জৈবরাশির উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে।  
তিনি নিত্যমুক্ত—কোনও কালে তিনি অবিদ্যাস্পৃষ্ট নহেন। অন্য আত্মার  
উত্থান (জাগ্রৎ) পক্ষে অকৃতভাগ্যগম ও কৃতপ্রণাশ এই দুই দোষ দুর্নি-  
বার্য্য। (সুপ্ত আত্মা কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিল না, আর প্রবুদ্ধ বা  
উষিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত  
যুক্তি বহির্ভূত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয় সেই আত্মাই  
উঠে—প্রবুদ্ধ হয়। [যৎপুন...বিবেচনম্] বলিয়াছিল যে, যেমন জল-  
রাশিতে জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দুর উদ্ধার (উঠান) অশক্য,  
তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে) একীভূত হইয়া যাওয়ার সে জীবের উত্থান  
অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশি-  
মধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন-না, সে স্থলে বিবেক-  
কারণের অভাব আছে (পৃথক্ করিবার বা জানিবার উপায় নাই)।  
কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে) তাহার  
অভাব নাই। প্রকৃতস্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে।  
(ইহা সেই জীবই, এরূপ চিনিবার ও নির্দেশ করিবার বিস্পষ্ট উপায়  
আছে)। জীবের কর্ম্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুইয়ের দ্বারা সেই  
কি-না তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর  
প্রবেশ, আর পরমাশ্রয় জীবের প্রবেশ সমান নহে। তাহা পরিমিশ্রিতরূপ  
নহে। কীর-নীর হইতে কীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অন্তদামির না থাকি-  
লেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে। [অপিচ...প্রপঞ্চিতম্] অন্য

যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সজ্ঞো বিবিচেত্যত । সদেব তু-  
পাধিসম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্যতে ইত্যাসকুৎ প্রপঞ্চিতম্ । এবং  
সতি যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুস্মৃতিস্তাবদেকজীবব্যবহারঃ ।  
উপাধ্যস্তরগতায়ান্ত বন্ধানুস্মৃতো জীবান্তরব্যবহারঃ । স এবান্ন-  
মুপাধিঃ স্বাপপ্রবোধয়োর্বীজাকুরত্মায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ  
প্রতিবুধ্যত ইতি যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

মুন্ধেহঁসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥\*

অস্তি মুন্ধো নাম যং মুচ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি ।

শরীর উত্তিষ্ঠতি । ততশ্চ ন শরীরান্তরে ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ । “অপি চ  
ন জীবো নাম কশ্চিং পরমাং” ইতি । যথা ঘটাকাশো নাম ন পরমাকাশাদন্যঃ ।  
অথ চান্য ইব যাবদষ্টমল্লবর্ততে । ন চাসৌ ছর্কিবেচন্তুতুপাধেঘটন্ত বিবিজ-  
ত্বাৎ । এবমনাদ্যনির্লচনীয়াবিদ্যোপধানভেদোপাধিকল্পিতোজীবো ন বস্ততঃ  
পরমান্বনোভিদ্ধ্যতে তদুপাধ্যস্তবাবিভবাভ্যাং চোদ্ভূত ইবাভিভূত ইব প্রতী-  
য়তে । ততশ্চ স্মৃশুণ্ডাদাবপ্যভিভূত ইব জাগ্রদবস্থাদিবুদ্ভূত ইব তন্ত চাবি-  
দ্যাতম্বাসনোপাধেরনাদিতয়া কার্য্যাকারণতাবেন প্রবহতঃ স্রবিবেচতয়া তদুপ-  
হিতোজীবঃ স্রবিবেচ ইতি ।

বিশেষবিজ্ঞানান্ভাবান্মুচ্ছা জাগরস্বপ্নাবস্থাভ্যাং ভিদ্ধ্যতে পুনরুত্থানান্চ

কথা এই যে, পরমান্বা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীব নামক পদার্থ  
নাই যে তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা  
করিবে । পরমান্বাই উপাধিসম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,  
ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে । [ এবং...যুক্তম্ ] অতএব,  
যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অম্লবর্তন—তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যব-  
হার এবং উপাধ্যস্তরে অর্থাৎ অন্য উপাধিতে বন্ধানুবর্তন হইলে তাহা  
অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয় । বীজাকুরসমান স্মৃশুণ্ডি ও জাগ্রৎ এই দুই  
মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় স্থিত ।  
অর্থাৎ যে স্মৃশুণ্ড হয় সেই জীবই প্রবৃত্ত হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত ।

মুন্ধ-নামক একটি অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মুচ্ছা বলে,

\* পরিশেষাৎ জাগ্রদাবিবৈলকপাৎ-মুন্ধে মুচ্ছিতেহঁসম্পত্তিঃ সর্কস্মৃশুণ্ডাদিগর্ভেরসম্পন্নতা  
জাতব্যা । সর্কঃ স্মৃশুণ্ডিগর্ভেরসম্পন্নো মুন্ধঃ স্মৃশুণ্ডো ন তবতি সর্কগর্ভেরগর্ভাবস্থায়ৈর্গর্ভসম্পত্তে-  
হঁতোপি ন কিঙ্কবস্থান্তরং গত ইতি ভাবঃ ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্মৃশুণ্ডি, মরণ, এই চার অবস্থা

স তু কিমবহ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে। তিত্রস্তাবদবস্থাঃ শরী-  
রস্থ জীবন্ত প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ স্বষুপ্তমিতি। চতুর্থী  
শরীরাদপসৃপ্তিঃ। ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবন্ত শ্রুতো  
স্মৃতো বা প্রসিদ্ধান্তি। তস্মাচ্চতসূণামেবাবস্থানামন্ততমাবস্থা  
মুচ্ছেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। ন তাবশুন্ধো জাগরিতাবস্থো  
ভবিষ্যতীতি। ন হয়মিচ্ছিন্নৈর্বিষয়ানীকতে। স্মাদেতৎ।  
ইষুকারন্তায়েন মুন্ধো ভবিষ্যতি। কথেষুকারো জাগ্রদপি  
ইধাসক্তমনস্তয়া নাত্মান্ বিষয়ানীকত এবং মুন্ধো মুশল-  
সম্পাতাদিজনিতদুঃখানুভবব্যগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি নাত্মান্  
বিষয়ানীকত ইতি। ন। অচেতয়মানহাৎ। ইষুকারো হি  
ব্যাপ্তমনা ত্রবীতীষুমেবাহমেতাবস্তং কালমুপলভমানো-

মরণাবস্থায়াঃ। অতঃ স্বষুপ্তিরেব মুচ্ছা বিশেষজ্ঞানাভাবাবিশেষাৎ। চিরায়-  
চ্ছাসবেপথপ্রভৃতয়স্ত স্বপ্তেরবাস্তুরপ্রভেদাঃ। তদযথা কশ্চিৎ স্বপ্তোখিতঃ  
প্রাহ স্বপ্নমহমস্বাপ্নং লঘুনি মে গাত্রাণি প্রসন্নং মে মন ইতি। কশ্চিৎ  
পুনর্দুঃখমস্বাপ্নং গুরুণি মে গাত্রাণি ভ্রমতানবস্থিতং মে মন ইহি। ন  
চৈতাবতা স্বষুপ্তির্ভিদ্যতে। তথা বিকারান্তরেহপি মুচ্ছা ন স্বষুপ্তেভি-  
দ্যতে। তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্নেয়ং পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম্। এবস্তাপ্ত

সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটি  
অবস্থা প্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্বষুপ্তি। এতদ্বিন্ন আর একটি অবস্থা  
আছে তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ)। এ অবস্থাটি চতুর্থী বলিয়া  
গণ্য। জীবের এই চার অবস্থা ব্যতীত অত্র কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও  
স্মৃতিতে প্রখ্যাত নহে। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুগ্ধ বা  
মুচ্ছিতাবস্থাটি ঐ চারের মধ্যে একটি। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল, মুগ্ধ-  
হর্দসম্পত্তিঃ। [ন তাবশুন্ধো...নীকতে] মুগ্ধাবস্থাটি জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট  
নহে। কেন-না, মুচ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করেন  
না। (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু জানা যায় সেই অবস্থার নাম  
জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুগ্ধ অবস্থায় নাই)। [স্মাদেতৎ...জাগর্তি] আচ্ছা,

মুগ্ধ অর্থাৎ মুচ্ছিত অবস্থাটি অতিরিক্ত। কেন-না ইহাতে অর্দ্বসম্পত্তা দৃষ্ট হয়। (কোন  
কোন জাগ্রৎ-বর্ষ দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন স্বষুপ্তাদিবর্ষও দৃষ্ট হয়। ইতরাং মুচ্ছা অর্দ্বসম্পত্তি  
বলিয়া গণ্য)।

হৃদ্বমিতি মুক্তস্ত নরসঞ্জে ত্রবীত্যন্ধে তমস্বহমে-  
 তাবস্তং কালং প্রকিপ্তোহৃদ্বং ন কিক্ষিয়া চৈততমিতি।  
 জাগ্রতশৈবকবিষয়াসক্তচেতসোহপি দেহো বিধীয়তে মুক্তস্ত  
 তু দেহো ধর্যাং পততি। তস্মাৎ ন জাগর্তি। নাপি স্বপ্নান্  
 পশ্যতি নিঃসঞ্জেত্বাৎ। নাপি যুতঃ প্রাণোন্নগোৰ্ভাবাৎ।  
 মুক্তে হি জন্তো যুতোহয়ং স্মাৎ ন বা যুত ইতি সংশয়ানা  
 উদ্বাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালম্বতে নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোহস্তি  
 নাস্তীতি চ নাশিকাদেশম্। যদি প্রাণোন্নগোরস্তিত্বং নাবগ-  
 চ্ছস্তি ততো যুতোহয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারগ্যং নয়ন্ত্যথ  
 তু প্রাণমুদ্বাণং বা প্রতিপদ্যন্তে ততো নায়ং যুত ইত্যধ্যবসায়  
 সঞ্জেত্বাভায়াভিযজ্যস্তি। পুনরুত্থানাচ্চ ন দিফং গতঃ। ন

উচ্যতে। যদ্যপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমনে মোহস্বপ্নগুণ্যোঃ সাম্যং তথাপি  
 নৈক্যম্। ন হি বিশেষবিজ্ঞানসম্ভাবসাম্যমাত্রেন স্বপ্নজাগরয়োরভেদঃ। বাহে-  
 দ্বিরব্যাপারভাবাভাবাত্ত ভেদে তয়োঃ স্বপ্নগুণ্যমোহয়োরপি প্রয়োজনভেদাৎ  
 কারণভেদালক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ। শ্রমাপমুদ্বাণার্থী হি ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ স্বপ্নগুণম্।

এমন হইতেও ত পারে যে, মুক্ত ইয়ুকারের জায় ? (ইয়ুকার = শরনির্দ্বাভা  
 শিরী) ইয়ুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্ত চিত্ত হওয়ায় বিষয়ান্তর  
 দর্শন করে না, তেমনি, মুচ্ছিত ব্যক্তিও প্রহারজনিত দুঃখাহুভব-নিমগ্ন  
 থাকায় বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর—তাহা  
 নহে। কেন-না মুক্তের চৈতন্ত থাকে না—চৈতন্ত লুপ্ত থাকে। ইয়ুকার  
 ইয়ুনির্দ্বাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে,  
 এত কণ আমি ইয়ুমাত্র দেখিতেছিলাম, অল্প কিছু দেখি নাই। কিন্তু  
 মুচ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্যন্ত আমি বোর অজ্ঞানান্ধ-  
 কারে নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম। (আমার কিছু মাত্র চৈতন্ত  
 ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও  
 তাহার দেহ বিধৃত থাকে কিন্তু মুচ্ছিতের দেহ ধরনীতে নিপতিত হয়।  
 প্রার্থিত কারণে মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎ নহে। [নাপি...প্রত্যাগচ্ছতি]  
 যুদ্বাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবস্থার সংজ্ঞা  
 থাকে, জ্ঞান থাকে, মুচ্ছিতের তাহা থাকে না। মুচ্ছিত যুতও নহে।

হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি । অস্ত তর্হি স্মৃণো  
নিঃসঞ্ছাদমৃতত্বাচ্চ । ন । বৈলক্ষণ্যাৎ । মুঞ্চঃ কদাচি-  
চ্চিরমপি নোচ্ছৃসিতি সবেপধুরন্ত দেহো ভবতি ভয়ানকক  
বদনং বিস্ফারিতে নেত্রে । স্মৃণুস্ত প্রসন্নবদনস্তল্যকালং  
পুনঃ পুনরুচ্ছৃসিতি নিমীলিতে অস্ত নেত্রে ভবতঃ । ন চাস্ত  
দেহো বেপতে পাণিপেষণমাত্রেন চ স্মৃণুস্তমুখাপয়ন্তি ন তু  
মুঞ্চঃ মুদারঘাতেনাপি । নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপ্নয়োঃ ।

শরীরত্যাগার্থী তু ব্রহ্মণা সম্পত্তিস্বোহঃ । বদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং  
তথাপ্যসতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ । মূলসম্পাতাদিনিমিত্ত-  
ত্বায়োহস্ত শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ স্মৃণুস্ত মুখনেত্রাদিবিচারলক্ষণত্বায়োহস্ত প্রস-

তৎপ্রতি কারণ, মুচ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উদ্ভা থাকে। জন্ত মুচ্ছিত  
হইলে লোকে জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া সংশয় করে,  
অনন্তর উদ্ভা ( তাপ ) আছে কি-না জানিবার জন্ত তাহার হৃদয়দেশে  
হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কি-না জানিবার জন্য নাসিকাদেশে  
হস্তার্পণ করে। যদি প্রাণের ও উদ্ভার অস্তিত্ব অনুভূত না হয় তবে  
তখন তাহার নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। তখন তাহার  
দেহ দাহার্থে শ্মশানভূমে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উদ্ভার  
অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে, এ মরে নাই,  
জীবিত আছে। তখন তাহার তাহার সংজ্ঞাতার্থে যত্ববান হয়। অপিচ  
মুচ্ছের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। বে যমলোকে গিয়াছে,  
সে কি আর তদেহে বমলোক হইতে প্রত্যাগত হয় ? [ অস্ত...যাতেনাপি ]  
মূচ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, অধঃস্থমুক্তিও হয়, অতরাং মূচ্ছা স্মৃণু-  
মধ্যে নিবিষ্ট। ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেননা, তদুত্তরের মধ্যে  
বৈলক্ষণ্য আছে। মুচ্ছিত জন্ত বধন দীর্ঘকাল রুদ্ধমান থাকে, তাহার দেহ  
অনেক সময়ে সঙ্কল্প থাকে, তাহার মুখ ভীষণবৃদ্ধ হয়, নেত্রও বিস্ফা-  
রিত হয়; কিন্তু স্মৃণুস্তের বদন স্প্রশন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ  
নিরুপ্প এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান নিরবে নির্বাহিত হয়। অপিচ,  
হস্তাবমর্ষণ দ্বারা স্মৃণুস্তকে উত্থাপিত করা যায়, কিন্তু মুদার প্রহারেও  
মুচ্ছিতের উত্থান হয় না। [ নিমিত্ত...ইতি ] মূচ্ছার ও স্মৃণুস্তের কারণ এক

মুণলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য শ্রমনিমিত্তত্বাচ্চ স্থাপস্যা।  
 ন চ লোকেহস্তি প্রসিদ্ধিস্মৃদ্ধঃ স্থপ্ত ইতি। পরিশেষাদর্ক-  
 সম্পত্তিস্মৃদ্ধতেত্যবগচ্ছামঃ। নিঃসজ্জত্বাৎ সম্পন্ন ইতরস্মাচ্চ  
 বৈলক্ষণ্যাদসম্পন্ন ইতি। কথং পুনরর্কসম্পত্তিস্মৃদ্ধতেতি  
 শক্যতে বক্তব্যম্। যাবতা স্থপ্তং প্রতি তাবচ্ছতং ত্র্যত্যা ‘সতা  
 মোমা তদা সম্পন্নোভবতি। অত্র স্তেনোহস্তেনোভবতি। নৈনং  
 সেতুমহোন্নাত্রে তরতঃ। ন জরা ন যুতূর্ণ শোকো ন স্বকৃতং  
 ন দ্রুতত্ব’ ইত্যাদি। জীবে হি স্বকৃতদ্রুতয়োঃ প্রাপ্তিঃ স্থখি-  
 ত্বদুঃখিত্বপ্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি। ন চ স্থখিত্বপ্রত্যয়ো  
 দুঃখিত্বপ্রত্যয়োবা অযুগ্মে বিদ্যতে। যুদ্ধেহপি তৌ প্রত্যয়ো  
 নৈব বিদ্যতে। তস্মাদুপাধ্যাপশমাৎ অযুগ্মবন্যুদ্ধেহপি কৃত্ব-  
 সম্পত্তিরেব ভবিতুমর্হতি নার্কসম্পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে। ন

---

নবদনত্বাদিলক্ষণভেদাচ্চ অযুগ্মত্ব। অযুগ্মত্ব স্বান্তরভেদেহপি নিমিত্তপ্রয়োজন-  
 লক্ষণভেদাদেকত্বম্। তস্মাৎ অযুগ্মমোহাবস্থয়োরাক্ষণ্য সম্পত্তাবপি অযুগ্মে

---

নহে, কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মূর্ছা হয়, ঐন্দ্রিয়ক শ্রম কারণে অযুগ্ম  
 হয়। অপিচ, কোনও লোকে মূর্ছিত’কে স্থপ্ত বলে না। এই সকল  
 কারণে, পরিশেষে প্রযুক্ত, মুক্ততা অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। (সম্পন্নও  
 বটে, অসম্পন্নও বটে। এক অংশে সম্পন্ন, অল্প অংশে অসম্পন্ন, স্বতরাং  
 অর্কসম্পন্ন) সংজ্ঞানুজ্ঞতা বিধায় সম্পন্ন এবং অযুগ্ম ও মরণ ইহাতে বৈল-  
 ক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। [কথং...সম্পত্তিরিতি] যদি বল, মূর্ছা অর্কসম্পত্তি-  
 রূপা, এ কথা বলিতে পার কৈ? প্রতি অযুগ্ম বর্ণনার বলিয়াছেন—  
 “তখন সংসম্পন্ন হয়” “ঐ সময়ে চোরও সাধু হয়।” “দিন ও রাত্রি ঐ  
 মর্যাদা উন্নতন করে না” “জরা, যুতু, শোক, স্বকৃত, দ্রুত, এ সকল,  
 কিছুই থাকে না।” ইত্যাদি। জীবে যে স্বকৃত দ্রুত অর্থাৎ পূণ্যাপাণ  
 প্রাপ্ত হয় তাহা স্থখি দুঃখি জ্ঞান পূর্বক। কিন্তু অযুগ্মিতে স্থখি জ্ঞান  
 থাকে না, দুঃখি জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত  
 (নিবৃত্ত) হওয়ার মূর্ছাও অযুগ্মির দ্বার পূর্ণসম্পত্তি, অর্কসম্পত্তি নহে।  
 [অত্রোচ্যতে...ইহতি] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমত কথা

ক্রমো মুক্ত্যেহর্কসম্পত্তির্জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি । কিং তর্হি ।  
 অর্কেন স্রষ্টৃপক্ষস্য ভবতি মুক্ত্যমর্কেনাবস্থাস্তরপক্ষস্যেতি  
 ক্রমঃ । দর্শিতে চ মোহস্য স্থাপেন সাম্যবৈষম্যে । দ্বারকৈত-  
 ন্মরণস্য । যদাস্য সাবশেষং কৰ্ম ভবতি তদা বান্ধবনসে প্রত্যা-  
 গচ্ছতঃ । যদা তু নিরবশেষং কৰ্ম ভবতি তদা প্রাণোজ্জাগ্রাবপ-  
 গচ্ছতঃ । তস্মাদর্কসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি । যত্তত্ত্বং ন  
 পঞ্চমী কাচিদবস্থা প্রসিদ্ধান্তীতি, নৈষ দোষঃ । কাদাচিৎকীর-  
 মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ । প্রসিদ্ধা চৈষা লোকায়ুর্বেদয়োঃ ।  
 অর্কসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পঞ্চমী গম্যত ইত্যনবাদ্যম্ ॥ ১০ ॥

ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং

সর্বত্র হি ॥ ১১ ॥\*

যাদৃশী সম্পত্তিন তাদৃশী মোহ ইত্যর্কসম্পত্তিরুক্তা । সাম্যবৈষম্যাত্যামর্কত্বম্ ।  
 যদা চৈতন্যবস্থাস্তরং তদা ভেদাৎ তৎ প্রবিলয়ায় যদ্বাস্তরমাহ্বয়ম্ । অভেদে  
 তু ন যদ্বাস্তরমিতি চিন্তাপ্রয়োজনম্ ।

বলি না যে, মুচ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্কসম্পত্তি হয়। আমরা বলি,  
 মুচ্ছার স্রষ্টৃপক্ষের অর্কলক্ষণ ও অবস্থাস্তরের অর্ক লক্ষণ আছে। মুচ্ছার  
 ও স্রষ্টৃপ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুক্ত মরণের দ্বার স্বরূপ। যদি  
 তাহার (মুচ্ছিতের) কৰ্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যা-  
 গমন করে, নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উদ্বা পর্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে  
 ব্রহ্মজগৎ অর্কসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। [যত্তত্ত্বং...ইত্যনবাদ্যম্]  
 বলিয়াছিল যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই  
 যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মুচ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ  
 নহে, কদাচিৎ হয়। তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ ঐতিহ্যে  
 ও স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোকে ও আয়ুর্বেদে উহার  
 প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ার উহা পঞ্চমস্থানে  
 গণ্য হইতে পারে না।

\* পরস্য পরমাত্মনঃ স্থানতোহপি উপাধিতোহপি উভয়লিঙ্গং সবিশেষনির্কীর্ণশেবোভয়লিঙ্গং  
 ন সম্ভবতি । হি বতঃ সর্বত্র সর্বত্র ঐতিহ্য নিরন্তরমতবিশেষং ব্রহ্মোপনিষ্যতে । অন্ততঃ সর্ব-

যেন ব্রহ্মণা স্রষ্টৃগুণাদিষু জীব উপাধ্যাপনমাং সম্পাদ্যতে  
তত্ত্বদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্যতে। সম্ভ্যভয়লিঙ্গাঃ  
শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ ‘সর্বকর্মাঃ সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ’  
ইত্যেবমাদ্যাঃ সর্বেশেষলিঙ্গাঃ। ‘অস্থূলমনগুহ্রস্বমদৌর্যম্’ ইত্যে-  
বমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ। ‘কিমাস্তু শ্রুতিষ্টভয়লিঙ্গং  
ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমুতাত্তরলিঙ্গম্। যদাপ্যন্ততরলিঙ্গং তদাপি  
সর্বেশেষমুত নির্বিশেষমিতি মীমাংসুতে। তত্রোভয়লিঙ্গ-  
শ্রুতানুগ্রহাহুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।  
ন তাবৎ স্বত এব পরন্তু ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন  
হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপন্নীতক্ষেত্ৰ-

অবাস্তরসঙ্গতিমাহ—“যেন ব্রহ্মণা স্রষ্টৃগুণাদিষু”। যদ্যপি তদনন্যত্ব-  
মারম্ভগুণকাদিভ্য ইত্যত্র নিশ্চয়পক্ষমেব ব্রহ্মোপপাদিতং তথাপি প্রপঞ্চলিঙ্গানাং  
বহ্বীনাং শ্রুতীনাং দর্শনান্দ্রবতি পুনর্কিচিকিৎসা ততস্তন্নিবারণায়ারম্ভঃ। তন্তু  
চ তত্ত্বজ্ঞানমপবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রবণা-  
হুভয়রূপত্বং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তম্। তত্রাপি সর্বেশেষত্বনির্বিশেষত্বমৌর্কিরোধাৎ  
স্বাভাবিকত্বানুপপত্তেরেকং স্বতাপরন্ত পরতঃ। ন চ যৎ পরতত্ত্বদপারমার্থি-  
কম্। ন হি চক্ষুরাদীনাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং দোষতোহপ্রমাণ্যমপারমার্থি-

স্রষ্টৃগুণাদিতে উপাধি-বিলয় হওয়ার জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন (যে ব্রহ্মের  
সহিত একীভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের  
স্বরূপ নির্ধারিত হইবে। শ্রুতিতে সর্বেশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের  
বোধক বাক্য আছে। “তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস”  
ইত্যাদি বাক্য সর্বেশেষ ব্রহ্ম বোধক এবং “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন,  
হ্রস্বও নহেন, দৌর্যও নহেন” ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম বোধক।  
[কিমাস্তু...বিরোধাৎ] এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিবে? ব্রহ্ম উভয়  
লিঙ্গ? (সর্বেশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিরূপ?) না অত্মতর লিঙ্গ? (হয়  
সর্বেশেষ না হয় নির্বিশেষ এই দুএর মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিবে কি?)  
যদি অত্মতররূপ বুঝিতে হয় তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোন-

দৈবৈকরূপমিতি ইতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।—সত্ত্বা নিগুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায় এরূপ চিহ্নের  
অনেক কথা আছে সত্য; কিন্তু তিনি উপাধির ঘারাও উভয়রূপী নহেন। সমুদায় শ্রুতিতে  
সর্বদা একরস ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায়। (ভাবানুবাদ দেখ)।



দ্যুপগন্তং শক্যং বিরোধাত্ । অস্ত তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্য-  
পাধিযোগাদিতি । তদপি নোপপদ্যতে । ন হ্যুপাধি-  
যোগাদপ্যত্মাদৃশস্ত বস্তুনোহত্মাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি । ন হি  
স্বচ্ছঃ সন্ ফটিকোহলক্তকাভ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি ।  
ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্ত । উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থা-

কম্ । বিপর্যয়জ্ঞানলক্ষণকার্য্যানুৎপাদপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাদুভয়লিঙ্গকশাস্ত্রপ্রা-  
মাণ্যাহত্বরূপতা ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকীতি প্রাপ্ত উচ্যতে । ন স্থানত উপাধি-  
তোহপি পরন্ত ব্রহ্মণ উভয়চিহ্নসম্ভবঃ । একং হি পারমার্থিকমন্যদধ্যারো-  
পিতম্ । পারমার্থিকত্বে হ্যুপাধিজনিতস্ত রূপস্ত ব্রহ্মণঃ পরিণামোভবেৎ । স চ  
প্রাক্ প্রতিবিদ্ধঃ । তৎপারিশেষ্যাৎ ফটিকমণেরিব স্বভাবস্বচ্ছধবলস্ত লাক্ষ-  
রসাবসেকোপাধিররূপিণী সর্বগুরুত্বাদিরোপাধিকো ব্রহ্মণ্যন্ত ইতি পশ্যামঃ ।  
নির্কিংশেষতাপ্রতিপাদনার্থত্বাচ্ছ্রুতীনাম্ । সবিশেষতায়ামপি যচ্চারমস্তাং  
পৃথিব্যাং তেজোময় ইত্যাদীনাং ঋতীনাং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদেকত্ব-  
নানাত্বরোশৈকত্বসম্ভবাদেকত্বত্বাৎত্বেনৈব নানাত্বপ্রতিপাদনপর্যবসানাৎ ।  
নানাত্বস্ত প্রমাণান্তরসিদ্ধতয়াহুবাদ্যাদাদেকত্বস্ত চানধিগতের্কিংশেয়ত্বোপপত্তে-  
র্ভেদদর্শননিম্নরূপা চ সাক্ষাৎসুসীভিঃ ঋতিভিরভেদপ্রতিপাদনাদাকারবদব্রহ্ম-  
বিষয়াণঞ্চ কাসাঞ্চিচ্ছ্রুতীনায়ুপাসনাপরত্বমসতি বাধকেহনপরাদ্বচনাৎ প্রতীয়-  
মানমপি গৃহ্যতে । যথা দেবতানাং বিগ্রহবত্তম্ । সন্তি চাত্র সাক্ষাৎসুতাপ-

রূপ ? সবিশেষরূপ ? না নির্কিংশেষরূপ ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষ ত্রয়ের  
মীমাংসা করা যাইতেছে । প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যায়, উভয়চিহ্নাবিত  
ঋতিবাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্কিংশেষ এই বিরূপ  
হইলেও হইতে পারে । এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে স্বত্রকার বলিতেছেন, পর-  
ব্রহ্মের স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্কিংশেষ এই বৈরূপ্য উপপন্ন হয়  
না । বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত  
অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্কিংশেষও বটে ; ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য  
নহে । কেননা তাহা বিরুদ্ধ । [ অস্ত...স্থাপিতত্বাৎ ] এক বস্তু স্বতঃ বিরূপ  
না হউক, কিন্তু স্থানাদি উপাধির দ্বারা বিরূপ হইতে ত পারে ? দেখিতে  
গেলে তাহাও অল্পপপন্ন বা অযুক্ত । উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অল্প  
প্রকার হয় না । হওয়ার সম্ভাবনাও নাই । স্বচ্ছস্বভাব ফটিক কি কখন অলক্ত-  
কাদি ( অলক্তক = আলতা ) উপাধির যোগে ( মেলনে ) অস্বচ্ছস্বভাব

পিতৃভাৎ। অতশ্চাত্তরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতঃ  
নির্বিবকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। সর্বত্র  
হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু ‘অশব্দমস্পর্শমরূপম-  
ব্যয়ম্’ ইত্যেবমাদিষ্পাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদি-  
শ্যতে ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥\*

অথাপি স্মৃতাং, যদুক্তং নির্বিবকল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম

বাদেনাবৈতপ্রতিপাদনপরাঃ শতশঃ শ্রুতয়ঃ। কাশ্যক্লিষ্ট দ্বৈতাভিধায়িনীনাং  
তৎপ্রবিলয়পরম্। তস্মান্নির্বিবিশেষমেকরূপং চৈতন্ত্বৈকরসং সদব্রহ্ম। পর-  
মার্থতোহবিশেষাচ্চ সর্বগকল্পবামনীষাদয় উপাধিবশাদধ্যাতা ইতি সিদ্ধম্।  
শেষমতিরোহিতার্থম্। অত্র কেচিদ্ধে অধিকরণে কল্পয়ন্তীতি কিং সল্পক্ষণঞ্চ  
প্রকাশলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম কিং সল্পক্ষণমেব ব্রহ্মোত প্রকাশলক্ষণমেবেতি। তত্র পূর্ব-  
পক্ষং গৃহীতি।

ভিদ্ভ্যত ইতি ভেদো বিশেষঃ। বিশেষশ্রুতাবপি বিশেষশ্রুতাবপি শ্রুতৈকভব-

হয়ঃ তবে যে রক্ত-ফটিক বলিয়া প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা)।  
পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিতপদার্থ, সে অত্ম সে সকল মিথ্যা।  
মিথ্যার দ্বারা আবরণ ব্যতীত সত্যের অত্ম কোন বৈপরীত্য ঘটে না।  
[অতশ্চা...দিশ্রুতে] অতএব, অন্যতর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্বি-  
শেষরূপই স্বীকার্য্য অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিশেষ রহিত নির্বিবকল্পক ব্রহ্মই  
উপাসকের জ্ঞেয়, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক “তিনি অশব্দ,  
অরূপ, অস্পর্শ,” ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদায় বেদান্ত-বাক্যে নির্বিবিশেষ ব্রহ্মেরই  
উপদেশ হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের (পক্ষের) পোষক  
প্রমাণ।

যদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্বিবকল্পক একরূপ ও তাঁহার কি স্বতঃ  
কি পরতঃ (উপাধি ঘোষণা) কোনও রূপে ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা

\* ভেদাৎ শ্রুতৌ ভিন্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিবেকমপি ব্রহ্মণোহস্বীকর্তব্যমিতি  
ন। হেতুমাছ—প্রতি। প্রত্যেকং প্রত্যাগাধিভেদে অতঃচনাৎ অভেদকথনাৎ। উপাধিতেদে-  
নাভিহিতেহপি ভেদেহভেদ এব ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্যার্থঃ।—শ্রুতিতে বিভিন্নাকার  
ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিবেকম অস্বীকার্য্য নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি  
অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অন্তঃচন অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে। অভিপ্রায়  
এই যে, অভেদ (নির্বিবিশেষ) উপদেশেই সে সকলের তাৎপর্য্য।

নাস্ত স্বতঃ স্থানতো বোভয়লিঙ্গত্বমন্তীতি, তন্মোপপদ্যতে ।  
কস্মাৎ । ভেদাৎ । ভিন্না হি ঐতিবিদ্যাং ব্রহ্মণ আকারা উপ-  
দিষ্টান্তে, ‘চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম ষোড়শকলং ব্রহ্ম বামনত্বাদিলক্ষণং  
ব্রহ্ম ত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম’ ইত্যেবঞ্জাতী-  
য়কাঃ । তস্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যন্তব্যম্ । ননু ক্তং  
নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি । অয়মপ্যবিরোধঃ ।  
উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্ত । অন্যথা হি নির্বিশয়মেব ভেদ-  
শাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ । নেতি ক্রমঃ । কূতঃ । প্রত্যেক-  
মতদ্বচনাৎ । প্রত্যাশাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি  
শাস্ত্রং ‘যশ্চায়মস্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো  
যশ্চায়মধ্যাত্ম্যং শারীরন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব

---

রূপত্বং ত্বাদিতি শব্দাং ব্যাচষ্টে—অথাপি ত্বাদিতি । পূর্বোক্তং বিরোধং স্মার-  
য়তি—ননু ক্তমিতি । ভেদশ্রুতিপ্রামাণ্যার্থমোপাধিকরূপভেদস্বীকারাদবিরোধ  
ইতি সমাধ্যর্থঃ । কিমুপাধিগত এব রূপভেদো ব্রহ্মণ্যুপচর্য্যতে ধ্যানার্থমুতোপা

---

উপপন্ন হয় কৈ ? প্রতি উপাসনাতেই যে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ আছে ?  
যথা—চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর  
ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে ।  
সুতরাং ঐ সকল অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য্য । [ ননু ক্তং...বচনাৎ ]  
যদি বল, ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে ;  
তাহার প্রত্যুত্তর—সে রূপ দ্বৈরূপ্য বা সে রূপ ভেদ বিরুদ্ধ নহে । কেননা তাহা  
উপাধিকৃত । ( ভেদ উপাধিক, অভেদ বাস্তব ) । ইহা অস্বীকার করিলে  
ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না । এই মতের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলেন,  
তাহাও নহে । কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক উপাধিকভেদে ভেদবিপরীত ( অভেদ )  
বলিয়াছেন । [ প্রত্যাশাধি...ইত্যাদি ] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে  
ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই শ্রুতির তাৎপর্য্য  
এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধক-শব্দেও তাহা শুনাইয়াছেন । যথা—  
“যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে  
আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা ।”

স যোহয়মাত্মা’ ইত্যাদি। অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগো ব্রহ্মণঃ  
শাস্ত্রীয় ইতি শক্যতে বক্তুয়ু। ভেদশ্রোপাসনার্থত্বাদভেদে  
তাৎপর্যাৎ ॥ ১২ ॥

### অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥\*

অপি চৈবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্বকমভেদদর্শনমৈবৈকে  
শাখিনঃ সমামনস্তি—

“মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি” ॥ ইতি  
তথ্যন্তেহপি ‘ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং  
প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ’ ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃ-  
নিয়ন্তৃ-লক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকম্ব্যভাবতামধীয়তে। কথং

ধিযোগাৎ সত্যবিরুদ্ধরূপবত্তয়া ব্রহ্মণো ভেদো ভবতীতি। আদ্যেহম্বদিষ্টসিদ্ধিঃ  
দ্বিতীয়ে ভেদশ্রুত্যা দুষয়তি নেতি ক্রম ইতি। ইতি রত্নপ্রভা।

দ্বৈতনিন্দাপূর্বকমভেদোক্তেশ্চ নির্বিশেষং তত্ত্বমিতি হুত্বার্থমাহ। অপি

ইত্যাদি। [অতশ্চ...তাৎপর্যাৎ] এতদ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ  
শাস্ত্রীয় নহে, এ কথা বলা হইল না। বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ  
পারমার্থিক নহে। ভেদের কখন উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য  
অভেদে।

এক শাখা (বেদভাগ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ দর্শনের উপদেশ  
করিয়াছেন। যথা—“এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইহাতে কোনও  
রূপ নানাস্ব (ভেদ) নাই। যে ইহাতে বৃথা নানাস্ব দেখে, সে মৃত্যুর  
দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়।” “জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদিবিষয় ও তত্ত্বজ্ঞানের নিয়ন্তা  
দৈশ্বর, এই তিন মনন (বিচার) করিলে কথিত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে  
পারিবেক।” এই শ্রুতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তা,—এতলক্ষণ প্রপঞ্চের  
ব্রহ্মস্বভাবতা বলিয়াছেন। [কথং...পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার  
নিরাকার উভয়বোধক শ্রুতিবাক্য আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা

\* একে শাখিনঃ, এবং ভেদদর্শননিবেশপূর্বকমভেদং আহঃ।—কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টের  
নিন্দা করিয়া অভেদদর্শন উপদেশ করিয়াছেন।

পুনরাকারবহুপদেশিনীষনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্মবিষয়াহু  
 ত্রুতিষু সতীষনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্বিষপরীত-  
 মিত্যেতদুত্তরং পঠতি ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥\*

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদি-  
 মৎ। কস্মাৎ। তৎপ্রধানত্বাৎ। ‘অস্থূলমনগুহুস্বমদীর্ঘমশদ-  
 মস্পর্শমরূপমব্যয়ং, আকাশো বৈ নামরূপয়োনির্বিহিতা তে  
 যদন্তরা তদব্রহ্ম, দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো  
 হুজঃ, তদেতদব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহুম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম  
 সর্ব্বানুভূঃ’ ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিশ্চাপঞ্চব্রহ্মা-

চেতি। ভোক্তা জীবো ভোগ্যং শব্দাদি ভয়োঃ প্রেরিতারমীষরং চ মত্বা  
 বিচার্য্য মে মম প্রোক্তং তৎ সর্ব্বং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈবেতি জানীষাদিত্যর্থঃ।  
 দ্বিবিধত্রুতীষু সতীষু নির্বিশেষে কিং নিয়ামকমিতি শব্দতে। কথং পুনরिति।  
 ইতি রত্নপ্রভা।

তৎপরাতৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদिति ন্যায্যো নিয়ামক ইত্যাহ।  
 অরূপবদেবেতি। উপাসনপরবাক্যেযু আকারে তাৎপর্যাভাবেপি দেবতা-

হয়, সাকার স্থির করা হয় না, এতৎপ্রতি কারণ? সূত্রকার তাহার  
 উত্তর দিতেছেন—

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ  
 সাকার স্থির করা কর্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই  
 বাক্য নিচয় তৎপ্রধান অর্থাৎ নিরাকারব্রহ্মপ্রধান। সে সকল বাক্য নিরা-  
 কার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করে। “তিনি স্থূল নহেন, স্থূক্ষ (পর-  
 মাণু তূলা ক্ষুদ্র) নহেন, হৃদ্র নহেন, দীর্ঘও নহেন” “অশব্দ, অস্পর্শ,  
 অরূপ ও অব্যয়” “প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্বাহক, নাম  
 ও রূপ ঝাঁহার অন্তরে তিনি ব্রহ্ম” “তিনি দিব্য, মুর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ

\* ব্রহ্ম অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব। হি বতঃ। তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরাহিত্যব্রহ্মতাৎপর্যা-  
 কত্বাৎ ত্রুতীনামিতি শেবঃ।—ব্রহ্ম রূপাদি বর্জিত। হেতু এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক ত্রুতিসমূহ  
 সমস্তই অরূপব্রহ্মপ্রধান অর্থাৎ নির্ভণ ব্রহ্মেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য।

অতঃপ্রধানানি নার্মাস্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ’ ইত্যত্র। তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাক্রমং নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারণিতব্যমিতরাণি স্বাকারবদব্রহ্মবিষ-  
য়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি। উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি  
তানি। তেষ্বসতি বিরোধে যথাক্রমতঃশ্রয়িতব্যং সতি তু  
বিরোধে তৎপ্রধানাত্তৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি—  
এষ বিনিগমনায়াং হেতুর্যেনোভয়াস্বপি শ্রুতিসু সতীষ্মনাকার-  
মেব ব্রহ্মাবধারণ্যতে ন পুনর্বিপরীতমিতি। কা তহ্যাকার-  
বদ্বিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিরিত্যত আহ ॥ ১৪ ॥

### প্রকাশবচ্যাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥\*

বিগ্রহবদাকারসিদ্ধিমাশঙ্ক্য নিশ্চপঞ্চপরশ্রুতিবিরোধাত্ম নৈবমিত্যাহ। তেষ্বস-  
তীতি। ইতি রত্নপ্রভা।

পূর্ণ, স্তুরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত”  
“সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ণ, অনপর, অনস্তর, অবাহ” “এই আত্মা ব্রহ্ম ও  
সকলের অহুত্ব ইত্যর্থ” এই সকল বাক্য যে মুখ্যরূপে নিশ্চপঞ্চ ব্রহ্মাত্ম  
ভাব বোধ করায় তাহা “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” স্বত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।  
[ তস্মা...আহ ] সেই জন্মই বলি, ঐ সকল শ্রুতিতে শঙ্কামুয্যারী নিরাকার  
ব্রহ্ম প্রধান এবং সাকারব্রহ্মবোধক বাক্য-রাশিকে উপাসনা-বিধি-প্রধান  
বলিয়া অবধারণ কর। অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত  
যথাক্রম অর্থ গ্রহণ কর। বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয়  
কর। এই বিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু—সাকার নিরাকার এই বিবিধ ব্রহ্ম-  
বোধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ।  
বলিতে পার যে, তবে সাকার-বোধিকা শ্রুতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ  
বলিতেছেন—

\* একরূপাংপালোকো যথোপাধিসম্পদাশ্রয়ত্ববানিব ভবতি তথা ব্রহ্মপূর্ণাধিসম্পদা-  
শ্রয়ত্ববিধি ভবতীতি প্রতিপত্ত্বাং অবৈয়র্থ্যাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানামর্থবদ্ব্যর্থবদ্ব্যয়েতি  
॥১৭॥—সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক, সেই সার্থক্যের দ্বারা  
গাওদা দ্বারা, জানা দ্বারা, ব্রহ্ম উপাধিপঞ্চপাতী আলোকের সমান। অমূল্য প্রভৃতি উপাধি  
ধন বৈশিষ্ট্য হয় বা থাকে, আলোক তখন তদাকারাকারিতরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপ, ব্রহ্মও  
পূর্ণাধি উপাধির অমূল্যরূপে অহুত্ব হন।

যথা প্রকাশঃ সৌরশচাস্ত্রমসৌ বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠ-  
মানোহঙ্গুল্যাছুপাধিসম্বন্ধান্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবস্প্রতিপদ্য-  
মানেষু তদ্ব্যবসিৰ প্রতিপদ্যত এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাছুপাধি-  
সম্বন্ধাৎ তদাকারমিৰ প্রতিপদ্যতে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ  
আকারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুদ্ধ্যতে। এবমবৈ-  
য়র্থ্যমাকারবদব্রহ্মবিষয়াণামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি  
বেদবাক্যানাং কশ্চিদিদর্থবত্ত্বং কশ্চিদিনর্থবদ্ব্যমিতি যুক্তং প্রতি-  
পত্ত্বং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নম্বেবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতি-  
জ্ঞাতং নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণোহস্তীতি তদ্বিরূ-  
ধ্যতে, নেতি ক্রমঃ। উপাধিনিমিত্তস্ত বস্ত্ত্বধর্ম্যতানুপপত্তেঃ।  
উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। সত্যমেব চ নৈসর্গিক্যা

---

চকারাং সচ্চ। অবৈয়র্থ্যাৎ। ব্রহ্মণি সচ্ছতেঃ। সিদ্ধান্তয়তি।

---

যেমন স্বর্ঘাসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র-সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অব-  
স্থান করিলেও তাহা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির-সংসর্গে  
(সম্পর্কে) ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্তের স্থায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি  
উপাধি-সংসর্গে পৃথিব্যাতির আকার প্রাপ্তের স্থায় হন। অতএব, উপাসনা  
উদ্দেশ্যে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকার-বিশেষ  
উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা বার্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকারব্রহ্মবোধক শ্রুতি  
বাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক জানিবে। বেদবাক্যের কত  
সার্থক কতক নিরর্থক এরূপ বিবেচনা করা অন্যথা। সমস্ত বেদবাক্য  
প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। [নম্বেবমপি...বোচাম  
যদি এমন বল যে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্ত্তঃ উপাধিযোগেও পরব্রহ্মে  
উভয়চিরুতা (সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপ্য) অসম্ভব, সম্প্রতি  
আবার বলা হইল, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তাদাকার প্রাপ্তের ন্যা  
হন, সুতরাং পূর্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আম  
বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই। কেননা, যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত (কারণ) তাহ  
বস্ত্ত্বর ধর্ম (স্বভাব) নহে। তাহা আবিদ্যাকৃত। উপাধিমাতেই অবিদ  
কর্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাত্তেই লৌকিক ব্যবহার।

মবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি তত্র তত্র-  
বোচাম ॥ ১৫ ॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥\*

আহ চ ঋতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্বি-  
শেষং ব্রহ্ম ‘স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নো রস-  
ঘন এবৈবং বা অরেহয়মাত্মাহনন্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞান-  
ঘন এব’ ইতি। এতদুক্তং ভবতি। নাত্মাত্মনোহন্তর্বিহীর্ষা  
চৈতন্যাদন্যদ্রুপমন্তি। চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমশ্চ স্বরূপম্।

প্রকাশমাত্রম্। ন হি সত্ত্বং নাম প্রকাশরূপাদন্যং যথা সর্বগন্ধবাদয়ো-  
হপি তু প্রকাশরূপমেব। সদিতি নোভয়রূপত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। তদেতদনেনো-  
পনাস্ত দুষিতম্। সত্ত্বপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণত্বম্। ভেদেন স্থানতো-  
পীতি নিরাকৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রয়োজ্যতি। পরমার্থতত্ত্বভেদ এব  
প্রকর্ষপ্রকাশবদिति। সর্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সত্যরূপবদেব হি  
তৎপ্রধানত্বাদিতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্থাৎ। এবং হি তত্ত্বাব-  
কাশঃ শ্রাদ্ যদি কাশ্চিদুপাসনাপরতয়া রূপমাচক্ষীরন কাশ্চিন্নীরূপব্রহ্মপ্রতি-  
পাদনপরা ভবেয়ুঃ। সর্বাসত্ত্ব প্রবিলয়ার্থত্বেন নীরূপব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থত্বে  
উক্তোবিনিগমনহেতুর্ন স্তাদিত্যর্থঃ। একবিনিয়োগপ্রতীতে: প্রযোজদর্শপূর্ণমাস-  
বাক্যবদিত্যধিকারাভিপ্রায়ম্। অল্পবন্ধভেদাত্ম ভিন্নোহনয়োরপি নিয়োগ  
ইতি।

গাষ্ট্রীয় ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে বা আছে, এ কথা তত্ত্বংপ্রসঙ্গে বলা  
হইবে ও হইয়াছে।

ঋতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য।  
যথা—“যদ্রূপ নবর্ণপিও অনন্তর, অবাহু, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই  
আত্মা অনন্তর, অবাহু, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য)।” ইহাতে  
ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্বিহী নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ  
ণ আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্বকালিক রূপ। যদ্রূপ

\* তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং আহ ঋতিরिति শেষঃ।—ঋতিও ব্রহ্মকে চিদেকরস বলিয়া-  
ছেন।



যথা সৈন্ধবঘনশ্রান্তবর্ষহিষ্ণু লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি ন  
রসান্তরন্তথৈবায়মপীতি ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্যতে ॥ ১৭ ॥\*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্বিশেষঃ  
‘অথাত আদেশো নেতি নেতি। অণুদেব তদ্বিদিবাদধো  
অবিদিবাদধীতি। যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’  
ইত্যেবমাদ্যা। বাঙ্কলিনা চ বাহঃ পৃষ্ঠঃ সন্মবচনেনৈব ব্রহ্ম  
প্রোবাচেতি শ্রুতে ‘স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স  
তুষ্ণীং বভূব। তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ

কিঞ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রহ্মোপদেশাৎ নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মেত্যাহ—  
দর্শয়তি চেতি। অথ দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বং জ্ঞানহেতুত্বাদেতি নেতু্যপদেশঃ  
ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অধি অশ্রং পুনঃ পুনরধীহি ভো ইতি নির্বন্ধকারিণং তং  
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ প্রশ্নে তুষ্ণীস্তাবং ত্যক্ত্বা উবাচ। উপশাস্তো নিরন্তরৈতঃ।  
অতন্তস্ত তুষ্ণীস্তাব এবান্তরমিতি। সৌত্রশ্চ অথোক্তস্তথার্থকঃ। আদিমং

লবণ-পিণ্ডের অন্তবে ও বাহিরে লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ, আত্মাও  
অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী। তাঁহাতে চৈতন্যতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রুতি পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন  
যথা—“দ্বৈত কথনের পর জ্ঞানধারণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহাও  
ব্রহ্ম নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়।” “তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন  
অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক্।” “বাক্য ও মন যাহা হইতে প্রতি  
নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাহাকে বলিতে ও মন যাহাকে মনন করিতে  
পারে না তিনিই ব্রহ্ম” ইত্যাদি। [ বাঙ্কলিনা...ইতি ] শ্রুতিতে আরও  
শুন্য যায়, বাঙ্কলি-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্য নিরন্তরতার দ্বারা ব্রহ্মত্ব  
বলিয়াছিলেন। বাঙ্কলী “হে ভগবন্! ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্।” এইরূপ প্রশ্ন  
করিলে বাহ্য নিরন্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার “ব্রহ্ম বলুন” বলিলে  
তিনি বলিলেন, “আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি জ্ঞানিতে পারিতেছ না যে,

\* দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অথো অপি স্মর্যতে স্মৃত্যবৃত্তিভিত্তিকঃ।—শ্রুতি তদ্রূপ ব্রহ্ম  
উপদেশ করিয়াছেন এবং তাহা স্মৃতিও বলিয়াছেন।

ক্রমঃ খলু ত্বস্ত ন বিজানাস্যপশাস্তোহয়মাত্মা’ ইতি। তথা  
স্মৃতিষপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

“জ্যেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্মাত্মতমশ্চুতে।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বমাসচ্চ্যতে” ॥

ইত্যেবমাদ্যাস্ত। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদ-  
মুবাচেতি স্মর্যতে—

“মায়া হেমা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশুসি নারদ !।

সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমহসি” ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

অত এব চোপমা সূর্য্যাকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥\*

কার্য্যং তন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। সৎ ইন্দ্রিয়বেদ্যম্। অসৎ পরোক্ষঞ্চ ন স্বপ্রকা-  
শাদিত্যর্থঃ। সর্বভূতগুণৈর্দিবাগন্ধাদিভিযুক্তং মাং মূর্ত্তিমন্তং পশুসীতি যৎ  
সা মায়া। অত এবমদ্বৈতো ভগবানিতি মাং দ্রষ্টুং নাহসি বস্তুতো দ্বৈতাতীত-  
বাদিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

এই আত্মা উপশাস্ত্ব অর্থাৎ অর্থওকরস অদ্বৈত।” (অভিপ্রায় এই যে,  
নির্কিংশেষতা হেতু তাহা বাক্য পথের অতীত, বলিবার অবোধ্য, স্মরণ্য  
নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।) [তথা...নাদ্যাস্ত] স্মৃতিতেও  
পর-রূপ প্রতিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—“যাহা  
জ্যেয়, তাহা বলিতেছি। যাহাব জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে তাহাই জ্যেয়।  
জ্যেয় পর ব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত  
হন।” (সৎ=প্রত্যক্ষ। অসৎ=পরোক্ষ) [তথা...ইতি] স্মৃত্যুত্তরে বিশ্ব-  
রূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন—“তুমি যে আমাকে দিবাগন্ধাদিযুক্ত  
অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ  
(মায়িকরূপধারী) না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না।”

\* নির্কিংশেষমেব তত্ত্বমিত্যাত্মাদেব কারণাৎ জলসূর্য্যাকাদিবিদ্যুতুপমা দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে  
মোক্ষশাস্ত্রেণিতি যোজন।—যেহেতু নির্কিংশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির  
দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। (জলসূর্য্য—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলরূপ  
উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব ভ্রম হয়। এতদৃষ্টান্তে অম্বর ব্রহ্মেরও বুদ্ধ্যাদি উপাধির দ্বারা  
বহুত্ব ভ্রম নিশ্চিত হয়)।

যত এব চায়মাত্মা চৈতন্যস্বরূপো নির্বিশেষো বাহ্যনসা-  
 তীতঃ পরপ্রতিষেধেনোপদেশোহত এব চাত্মোপাধিনিমিত্তা-  
 মপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যাদিবদিত্যু-  
 পমোপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেণ—  
 ‘যথা হুয়ংজ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্ ।  
 উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজ্জোহয়মাত্মা’  
 ইতি ।

“এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ” ।

ইতি চৈবমাদিষু । অত্র প্রত্যবস্থায়তে ॥ ১৮ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্ম ন তথাত্ম ॥ ১৯ ॥\*

কিঞ্চ যথা জলাদ্যুপাধিকল্পিতঃ সূর্য্যচন্দ্রাদের্ভেদচলনাদির্ধর্ম্ম এবমাত্মন ইতি  
 দৃষ্টান্তঃ । ক্রান্তেষু নির্বিশেষং তত্ত্বমিত্যাহ—অত এব চোপমেতি । জলবিষ-  
 ত্বাকারেণ সূর্য্যাত্মাভাসত্বদ্যোতনায় সূর্য্যকেতি ক-প্রত্যয়ঃ । যথাহুং জ্যোতি-  
 র্ম্ময়ো বিবস্বান স্বত একোহপি ঘটভেদেন ভিন্না অপোহনুগচ্ছন্ বহুধা ক্রিয়তে  
 এবমজ্জোহয়মাত্মা দেবঃ স্বপ্রকাশ একোহপ্যুপাধিনা মায়য়া ক্ষেত্রেষুনুগচ্ছন্  
 ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজনা । ইতি রত্নপ্রভা ।

যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং  
 পররূপ ( অনাস্বরূপ ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার  
 উপাধিকৃত মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে ।  
 যথা—“যদ্রূপ এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত  
 ( প্রতিবিম্বিত ) হওয়ায় বহুর আয় হন, তদ্রূপ, এই জন্মান্দীরহিত স্বপ্রকাশ  
 আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধির দ্বারা বহু ক্ষেত্রে ( বহু দেহে )  
 অনুগত হওয়ায় বহুর আয় হইতেছেন।” “একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভি-  
 ভিন্ন ভূতে ( দেহে ) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের আয় ( জলে যে চন্দ্রের  
 প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই এ স্থলে জলচন্দ্র ) এক ও বহু প্রকারে দৃশ্য  
 হন।” ইত্যাদি । পূর্ব্বপক্ষকারিগণ এই স্থানে মন্তকোত্তোলন করেন—

\* জলঃ যথা গৃহাতে জ্ঞানেন বিষয়ক্রিয়তে ন তথাত্মা । তস্মাৎ ন তথাত্মমোপাধিকভেদবৎ

ন জলসূর্যাদিভুল্যত্মমিহোপপদ্যতে তদ্বদগ্রহণাৎ । সূর্য্যা-  
দিভ্যো হি মূর্তেভ্যঃ পৃথগ্ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্তং জলং  
গৃহ্যতে তত্র যুক্তঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিশ্বোদয়ো ন হ্যাত্মাহমূর্তৌ ন  
চাত্মাৎ পৃথগ্ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ । সৰ্ব্বগতত্বাৎ  
সৰ্বানন্যাত্মাচ । তস্মাদযুক্তোহয়ং দৃষ্টান্ত ইতি । অত্র প্রতি-  
বিধীয়তে ॥ ১৯ ॥

## রুক্মিহাসভাক্তমন্তর্ভাবাহুভয় সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥\*

ইহাশ্ময়ুক্তদৃষ্টান্তবৈষম্যশঙ্কাসূত্রম্ । অম্বুবদিতি । আত্মানোরূপত্বাৎ দূর-  
স্থোপাধ্যভাবাচ্চ মায়য়া বুদ্ধাদিষু প্রতিবিষভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ । ইতি  
রত্নপ্রভা ।

আত্মাতে জলসূর্য্যোর সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । কারণ এই যে,  
সে প্রকারে তাঁহার গ্রহণ ( জ্ঞান ) হয় না । জল মূর্ত, সূর্য্যও মূর্তপদার্থ, পরন্তু  
সূর্য্যাদি মূর্তপদার্থ হইতে মূর্ত জল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয় ।  
( জলকে পৃথক্ ও দূরস্থ রূপে জানা যায় ) । অতএব জলে সূর্য্য প্রতিবিষের  
উদয় সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ । কিন্তু আত্মা অমূর্ত এবং তাঁহা হইতে পৃথক্  
ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই । না-থাকার কারণ, তিনি সৰ্ব্বগত ও  
সৰ্ব্বাভিন্ন । সেই জ্ঞানই বলা হইল, আত্মার জলসূর্য্যোর দৃষ্টান্ত অযুক্ত ।  
অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে । বিষম দৃষ্টান্তে অত্রান্ত অসুমান . হয়  
না । এই আপত্তির সমাধান এই—

প্রত্যেতাবাম্ । অরূপত্বাৎ দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ । মায়য়া বুদ্ধাদিষু প্রতিনিবিশভেদো ন যুক্ত  
ইত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তবৈষম্যপ্রদর্শনসূত্রমেতৎ ।—আত্মা জলের ন্যায় মূর্তপদার্থ নহেন, সে জন্য  
তাঁহাতে প্রোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । সঙ্গত দৃষ্টান্ত না হওয়ায় তাঁহার উপাধিকভেদ অগ্রাহ্য  
হয় । ( এটি পূর্বপক্ষ-সূত্র )

\* অন্তর্ভাবাৎ উপাধ্যস্তর্ভাবাৎ উপাধিধর্ম্মাবিধারিত্বাদিত্যে যাবৎ বুদ্ধিহাসভাক্তমিত্যুপ-  
লক্ষণমুপাধিধর্ম্মভাগিহুমিত্যি পরমার্থঃ । উপাধেজলস্য বুদ্ধৌ প্রতিবিষায়কঃ সূর্য্যো যথা  
বুদ্ধিং ভজতে ন তু সূর্য্যাস্তব্ধরূপাধেদেহ্যদেবুদ্ধৌ প্রতিবিষায়কং ব্রহ্ম ( জীবাত্মা ) বুদ্ধিতাক্  
ভবতি ন তু ব্রহ্মেতি হত্রার্থঃ । সমাধানসূত্রমেতৎ । উপাধ্যস্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবস্তুমত্র বিব-  
ক্ষিতাংশন্তেন সাম্যমভ্যেবেতি সমাধানসূত্রতাপর্য্যায় ।—উপধের পদার্থ উপাধিধর্ম্মের অসু-

যুক্ত এব ত্বয়ং দৃষ্টান্তো বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্তদার্ঢ়ান্তিকয়োঃ কচিৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষিতমংশং যুক্ত্য সর্ব-সারূপ্যং কেনচিদর্শয়িতুং শক্যতে। সর্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্ত-দার্ঢ়ান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নম্। শাস্ত্রপ্রণীতস্ত ত্বস্ত প্রজনমাত্র-মুপগম্যতে। কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যমিতি। তদু-চ্যতে বুদ্ধিহাসভাক্তমিতি। জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিস্ম জলবুদ্ধৌ বর্ধতে জলহাসে হ্রসতি জলচলনে চলতি জলভেদে ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ

উপাধ্যস্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবস্তুরত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন সাম্যেন সমাধান-স্থত্রম্—বুদ্ধিহাসেতি। দৃষ্টান্তসাম্যেহপি নীরূপাঙ্গনঃ প্রতিবিম্বং স্বরূপ্য কথং কল্যত ইত্যত্রাহ—ন চেদমিতি। ক্রয়তে ন কল্যত ইত্যর্থঃ। অতঃদৃষ্টান্তস্ত স্বর্য্যাদিবং ইতুপগম্যসেন কিং ফলমিত্যত আহ—শাস্ত্রেতি। আত্মনো নির্কিংশেষত্বং ফলমিত্যর্থঃ। অবিরোধ ইতিন বৈষম্যমিত্যর্থঃ। আত্মা প্রতি-

ঐ দৃষ্টান্ত ন্যায্য। হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ স্বে-সম্ভব। বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দার্ঢ়ান্তিকের সর্বসারূপ্য অর্থাৎ সর্বাংশে সমানতা কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত কে দার্ঢ়ান্তিক তাহা জানা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্ঢ়ান্তিক-ভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেদং...মিতি] অপিচ, ঐ যে জলসূর্য্যক-দৃষ্টান্ত, ঐ দৃষ্টান্ত অঙ্গাদির কল্পিত নহে, উহা শাস্ত্র-প্রণীত। সূত্রে ঐ শাস্ত্রপ্রণীত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য বিবক্ষিত? (শাস্ত্র কোন্ অংশ বলিতে ইচ্ছুক?) সেই জন্য বলিতেছেন, বুদ্ধিহাসভাক্তমিতি। [জলগতং... অবিরোধঃ] জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলহ স্বর্য্যপ্রতিবিস্ম বুদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, জল হ্রস্ব বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রস্ব হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাস্থে নানা (অনেক) দেখায়। এইরূপে স্বর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী কিন্তু পরমার্থপক্ষে স্বর্য্য যেমন তেমনিই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থপক্ষে

গামী, তদনুসারেই স্বর্য্যের ও ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধাদিভাগিষ উপচরিত, সে অংশে দৃষ্টান্ত-দার্ঢ়ান্তিকের সাম্য আছে, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অসম নহে।

সূর্য্যস্ত তথাহ্মন্তি । এবং পরমার্থতোহবিকৃতমেকরূপমপি  
সং ব্রহ্ম দেহাত্ম্যপাধ্যন্তুর্ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধ্মান্ রুদ্ধি-  
হাসাদীন্ । এবমুভয়োর্দৃষ্টাস্তদাষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবি-  
রোধঃ ॥ ২০ ॥

### দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥\*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণো দেহাদিষুপাধিষ্বন্ত-  
রনুপ্রবেশঃ—

পুরুষচক্রে দ্বিপদঃ পুরুষচক্রে চতুষ্পদঃ ।

পুরুঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরুঃ পুরুষ আবিশৎ ॥

ইতি । অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবেশ্য ইতি চ । তস্মাদ্যুক্ত-  
মেতৎ—অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবদিতি । তস্মাৎ নির্বিকল্প-  
কৈকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম নোভয়লিঙ্গং ন বিপর্য্যতলিঙ্গঞ্জেতি সিদ্ধম্ ।

বিষয়শ্রুতঃ নীরূপদ্ব্যত্বাৎ বায়ুবৎ ইত্যনুমানেন আকাশে ব্যভিচারঃ । অন্তঃকালে  
বিদুরাকাশপ্রতিবিম্বদর্শনাচ্চপাধিরূপস্বত্বমপি কচিদনপেক্ষিতমিতি ভাবঃ । ইতি  
রহস্যপ্রভা ।

ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায়  
উপাধিধর্ম্মের হাসবৃত্ত্যাদি ভজনা করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং ঐরূপেই  
দৃষ্টাস্তদাষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য হয় ।

শ্রুতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন । যথা—  
“সেই ঈশ্বর দ্বিপদের পূর অর্থাৎ মনুষ্যাদির দেহ স্বজন করিলেন । চতুষ্পদের  
পূর অর্থাৎ পশুদেহ স্বজন করিলেন । করিয়া চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্বে  
পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল পূরে অর্থাৎ ঐ সকল দেহে আবিষ্ট  
হইলেন । দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ।” “জীবরূপ আত্মা  
রূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—” ইত্যাদি । অতএব, “স্বর্ঘ্যের ন্যায়” এই উপমা  
ন্যায্য উপমা স্মরণ্য ব্রহ্ম একরূপ নির্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন । ইহা

\* শ্রুতো পরমোব্যবিকৃতম্য ব্রহ্মণো দেহাদিষুপাধিষ্বন্তরনুপ্রবেশদর্শনাদিতি যোজনা ।—  
শ্রুতিতে অবিকৃত পরব্রহ্মের শরীরান্তঃ প্রবেশ কথিত থাকাতোও ব্রহ্ম কেবল চিদ্রূপ ও এক-  
রূপ, ইহা অবধারিত হয় ।

অত্র কেচিৎ দ্বৈ অধিকরণে কল্পয়ন্তি । প্রথমং তাবৎ কিং প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম উত প্রপঞ্চবদনেকা-  
কারোপেতমিতি । দ্বিতীয়ন্তু স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চস্তে কিং  
সল্পক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিতি । অত্র  
বয়ং বদামঃ—সর্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরান্ত্র্যেতি । যদি  
তাবদনেকলিপ্তত্বং পরন্তু ব্রহ্মণো নিরাকর্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াস-  
স্তৎ পূর্বেণৈব—ন স্থানতোহপীত্যেনাধিকরণেন নিরাকৃত-  
মিত্যুত্তরমধিকরণং প্রকাশবচেতি ব্যর্থমেব ভবেৎ । ন চ  
সল্পক্ষণমেব ব্রহ্ম ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুং । বিজ্ঞানঘন  
এবেত্যাদি শ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । কথং বা নিরন্তরৈতত্ত্বং  
ব্রহ্ম চেতনন্তু জীবন্তাত্ত্বেনোপদিশ্যেত । নাপি বোধ-

প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে । [ অত্র...মিতি ] কোন কোন  
ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটি বিচার করনা করেন । প্রথম বিচারের বিষয়  
এই যে, ব্রহ্ম কি নিশ্চাপঞ্চ একরূপ ? অথবা সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ ?  
দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিশ্চাপঞ্চ একরূপ, ইহা সিদ্ধ হইলেও  
তাঁহার নির্দিষ্ট লক্ষণ অব্যবহীয়া । তাহাতে এই দ্বিজ্ঞাত্ত্ব যে, তিনি কি  
সংস্করূপ ? না বোধরূপ ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ ? [ অত্র...  
দিশ্যেত ] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিচার দ্বয়ের আরম্ভ সর্বপ্রকারে  
নিষ্ফল—নিশ্চয়োজনীয় । যদি ব্রহ্মের অনেকলিপ্ততা ( অনেকরূপিতা )  
নিরাকরণের জন্ত ঐ প্রয়াস ( বিচার ) স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে  
সুতরাং তাহা ব্যর্থ । কেন-না তাহা “ন স্থানতোহপি” এই পূর্বস্বত্রের  
দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে । পরে যে “প্রকাশবচ্চ” এই স্বত্রে দ্বিতীয় বিচার  
আরম্ভ হইয়াছে, সে বিচার কায়েই ব্যর্থ বা নিশ্চয়োজনীয় হইতেছে ।  
ব্রহ্ম কেবল সৎ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূপ, বোধলক্ষণ বা বোধরূপ  
নহেন, এরূপ বলিতে পার না । না পারিবার কারণ এই যে, তাহাতে  
“বিজ্ঞানঘন” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যভঙ্গ হয় । ঐরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন  
নিরন্তরৈতত্ত্ব অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে চেতন জীবের আত্মা  
বলিয়া উপদেশ করিবেন ? [ নাপি ..গম্যেত ] বোধই ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা  
নহে, ইহাও বলিতে পার না । বলিতে গেলে “অস্তি—আছেন, এত-  
ক্ষণে উপলব্ধ্য” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক । বাহার সত্তা

লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুং । ‘অস্তীত্যেবো-  
পলক্ষ্যঃ’ ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । কথং বা নিরন্ত-  
সত্তাকো বোধোহভ্যুপগম্যেত । নাপ্যভ্যুপগম্যেব ব্রহ্মেতি  
শক্যং বক্তুং । পূর্ব্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ । সত্তাব্যাবৃত্তেন  
বোধেন বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়োগেতং ব্রহ্ম প্রতিজ্ঞানানন্ত  
তদেব পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত । শ্রুত-  
ত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্থানেকস্বভাবস্থানুপপত্তেঃ । অথ  
সত্তৈব বোধো বোধ এব চ সত্তা নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তির-  
স্তীতি যদ্ব্যচ্যেত তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং  
উতোভয়লক্ষণমিত্যয়ং বিকল্পো নিরালম্বন এব স্যাৎ । সূত্রাণি  
ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভিনীতানি । অপি চ ব্রহ্মবিষয়াস্ত  
শ্রুতিস্বাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন বিপ্রতিপন্নাস্বনাকারে

নাই, যাহার সত্তা অস্বীকৃত, কি-প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে  
পার ? [ নাপ্যভ্যুপ...প্রসজ্যেত ] সত্তা ও বোধ এই দুইটাই ব্রহ্মের লক্ষণ,  
এমন কথাও বলিতে পারক নহে । কেননা তাহা পূর্ব্বস্বীকৃতের বিরোধী ।  
যে ব্যক্তি সত্তাবিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ  
বলিতে প্রস্তুত, উদ্যত, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্ববিচারে প্রতিষিদ্ধ  
হইয়াছিল সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা দোষ আপত্তিত হয় । ( অভিপ্রায় এই  
যে, নিশ্চয়পঞ্চ একরূপ, এতৎসিদ্ধান্ত বিষটিত হয় এবং ইহার ভিন্নোভয়রূপত্ব  
পক্ষের প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক হয় । অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষই হয় না । )  
[ শ্রুতত্বা...নীতানি ] শ্রুতি বলিয়াছেন সূত্ররাং নির্দোষ, এ কথাও বক্তব্য  
নহে । কারণ এই যে, একের অনেকস্বভাবতা অসিদ্ধ । যদি এমন  
বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, তদ্বত্তয়ের পরস্পর ব্যাবৃত্তি ( ভেদ )  
নাই, তথাপি, অর্থাৎ তাহা বলিলেও ব্রহ্ম কি সজ্জপী অথবা বোধরূপী ?  
এই বিকল্প ( সংশয় ) নিরালম্বন ( বিষয়শূন্য ) হইয়া পড়ে । এই সকল  
কারণে, আমরা ঐ কএকটি স্থানে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি ।  
[ অপিচ...সম্পদ্যন্তে ] অত্র কথা এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে  
যে সকল বাক্য সন্দিগ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের  
কোন একটা গতি বলিতে হইবেক । সেই গতি বলিবার জন্তই “প্রকাশ  
বচ্চ” ইত্যাদি স্থত্রের উত্থান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থক্যাসিদ্ধি ।



ব্রহ্মণি পরিগৃহীতেহবশ্যং বক্তব্যোতরাশাং শ্রুতীনাং গতিঃ ।  
 তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্ছেত্যাदीনি সূত্রার্থবত্তরাণি সম্প-  
 দ্যন্তে । যদপ্যাহুরাকারবাদিত্যোহপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্র-  
 লয়মুখেনানাকারপ্রতিপত্ত্যর্থী এব ন পৃথগর্থী ইতি তদপি  
 ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে । 'কথম্ । যে হি পরবিদ্যাধিকারে  
 কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশে-  
 'ত্যং বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি  
 চ' ইত্যেবমাদয়ন্তে ভবন্ত প্রবিলয়ার্থাঃ । 'তদেতদব্রহ্মাপূর্ব-  
 মনপরমনন্তরমবাহুং' ইত্যুপসংহারাত্ । যে পুনরুপাসনাধি-  
 কারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ'  
 ইত্যেবমাদয়ো ন তেবাং প্রবিলয়ার্থত্বং ন্যায্যং স ক্রতুং কুব্বী-  
 তেত্যেবজ্ঞাতীয়কেন প্রকৃতেনৈবোপাসনবিধিনা তেবাং সম-  
 দ্ব্যাত্ । শ্রুত্যা চৈবজ্ঞাতীয়কানাং গুণানামুপাসনার্থত্বেহব-

[ যদপ্যাহঃ...সদ্ব্যাত্ ] অত্র এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিণী  
 প্রতিগণও প্রপঞ্চ-বিলয় দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের বোধক হয়, সে জহ  
 সে সকল শ্রুতির পৃথক্ অর্থ নাই । এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে । পর  
 বিদ্যাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকরণে যে-প্রপঞ্চ পরিপাঠিত  
 প্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে । যেমন, "এই  
 জীবতাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটি হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় । এই ঈশ্বরই ঐ দশ, শত  
 সহস্র হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ( প্রাণীর একত্ব বিবক্ষ্য দশ, অনেকত্ব বিবক্ষ্য  
 শত, সহস্র ও অনন্ত )" ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল শ্রুতির তাৎ  
 পর্য্য প্রবিলয়, ইহা হইতেও পারে । কেননা, ঐ প্রস্তাব "সেই এই ব্রহ্ম  
 অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহু—" এইরূপে অনাকারব্রহ্মতাৎপর্যে  
 উপসংহৃত ( সমাপ্ত ) হইয়াছে । কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকা-  
 রে পঠিত, যথা তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও দীপ্তিরূপ, ইত্যাদি,—এ সকল  
 ও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা ন্যায্য নহে । কেননা, "সেই উপাসন  
 ক্রতু ( উপাসনা—ধ্যান ) করিবেক" এইরূপ এইরূপ প্রকৃত ( বাহার জহ  
 প্রস্তাবারম্ভ তাহা প্রকৃত ) উপাসনা বিধির সহিতই ঐ সকলের সম্বন্ধ ব  
 অময় । [ শ্রুত্যা...বাক্যত্বম্ ] যদি শব্দার্থের দ্বারা ঐ সকল গুণের ( ব্রহ্মধর্মের

কল্প্যমানৈ ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্পতে। সর্বেষামাঞ্চ সাধা-  
রণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি ‘অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ’ ইতি  
বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্ম্যৎ। ফলমপ্যেবাং যথো-  
পদেশং কচিৎ ছুরিতক্ষয়ঃ কচিদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ কচিৎ ক্রমমুক্তি-  
রিত্যবগম্যত এবেতি। অতঃ পার্থগর্থ্যমেবোপাসনাবাক্যানাং  
ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ শ্রাব্যং নৈকবাক্যত্বম্। কথঞ্চেষামেকবাক্য-  
তোৎপ্রেক্ষেতেতি বক্তব্যম্। একনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজ-  
দর্শপূর্ণমাসবাক্যবদिति চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যেযু নিয়োগাহতা-  
বাং। বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগো-  
পদেশীনীতি। এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ’

উপাসনার্থতা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া  
সে সকলের লয়প্রয়োজনতা কল্পনা কবিত্তে পার না। সমুদায় গুণেরই  
সাধারণরূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ”  
এই শব্দ নির্জনব হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ ঐ শব্দ বলিবার আর  
প্রয়োজন হয় না অথবা উহার উল্লেখ নিরর্থক হয়। ঐ সকল উপাসনার  
ফলও উপদেশানুসারে কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও ঐশ্বর্য্য (অগ্নিমানি-  
শক্তি) লাভ, কোথাও বা ক্রমমুক্তি। অতএব, উপাসনাবাক্যের ও ব্রহ্ম-  
বোধক-বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই শ্রাব্য, একবাক্য বা একার্থ হওয়া  
শ্রাব্য নহে। [কথঞ্চেষা-ইত্যত্র] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উল্লয়ন  
করিবে? তাহা বলিতে হইবে। এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজ ও  
দর্শপূর্ণমাস \* বাক্যের শ্রাব্য একবাক্য বা একার্থ (উপাসনাবাক্য ও ব্রহ্ম-  
বাক্য মিলিয়া এক ব্রহ্মার্থবোধক) হইবে বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে  
না। কেননা, ব্রহ্মবোধকবাক্যো নিবোগ + নাট—নিবোগ অসম্ভব। ব্রহ্ম-

\* শ্রুতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগ কবিরেক। অন্য স্থানে  
আছে, প্রযাজ ও অন্নবান্ধ প্রভৃতি কবিরেক। ইহাতে মীমাংসাপরিণোদিত মত এই যে, ঐ  
সকল বাক্য মিলিত হইয়া এক দর্শপৌর্ণমাস যাগের বোধক হইবে।

+ প্রপঞ্চ-বিলয়বাদীরা অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকার বাতীত অল্প আকারের বিলয়  
করাই সেই সেই আকারবাদিনী শ্রুতির তাৎপর্য্য। তিনি মনোময়, এ উপদেশের  
তাৎপর্য্য এই যে, তিনি মনোতিরিক্ত উপাধিশূন্য। এইরূপ, আণাতিরিক্ত উপাধিশূন্য।  
(উপাসকের চিত্তবৃত্তি যেন তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অত্মাকার গ্রহণ না করে, ইহাই  
ঐ সকল নিয়োগের তাৎপর্য্য) এবং ক্রমে যখন শরীর ও প্রাণ নিবারণিত হইতেছে তখন

[ বেদাং অং ১ । পাং ১সূং ৪ ] ইত্যত্র । কিংবিষয়কশ্চাত্ত  
নিয়োগোহভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্ । পুরুষো হি নিযুক্ত্যমানঃ  
কুর্বিষতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুক্ত্যতে । ননু দ্বৈতপ্রপঞ্চ-  
প্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি  
দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বা-  
ববোধপ্রত্যনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ । যথা স্বর্গ-  
কামশ্চ যাগোহনুষ্ঠাতব্য উপদিষ্টতে, এবমপবর্গকামশ্চ  
প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ । যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বং অববুভূৎ-  
সমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্ম-  
তত্ত্বমববুভূৎসমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়ি-  
তব্যঃ । ব্রহ্মস্বভাবো হি প্রপঞ্চে ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম । তেন

বাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য  
নিয়োগের উপদেশক নহে । এ সকল সর্বস্তরে “তত্ত্ব সম্বন্ধাৎ” স্বত্রে  
বলা হইয়াছে । [ কিং...নিযুক্ত্যতে ] অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা কিরূপে  
নিয়োগ অভিপ্রেত তাহা নিয়োগবাদীকে বলিতে হইবে । কেননা, যে  
“কর” ইত্যাদি প্রকারে নিযুক্ত্যমান, নিয়োগের সামর্থ্যে সে কোন এক  
নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয় । সুতরাং উদাহৃত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ  
অভিপ্রেত কি-না তাহা বলা আবশ্যক কিন্তু বলিবার বা দেখাইবার উপায়  
নাই । (ব্যাপারের অযোগ্য বা অসাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না ।)  
[ ননু...ভবতীতি ] যদি বল, দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়,  
কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাপিত (বিলীন) না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-  
কার হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শব্দস্বরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবি-  
লাপিত করিতে হয় । যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য, প্রপঞ্চ  
বিলাপন, তেমনি, মুমুকুর কর্তব্য । ঘট আছে, কিন্তু অন্ধকার নিবন্ধন  
তাহার জ্ঞান হইতেছে না । এই বিশ্বাসের অনুবলে ঘটতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত  
যেমন ঘটতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অন্ধকার বিলাপিত করে (আলোকের  
উদয় করিয়া), তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের

বুঝিতে হইবে, ঐ নিবেধে মনেরও নিবেধ হইয়াছে । সুতরাং ঐ সমুদায় বাক্য চরণে  
নিরাকার ব্রহ্মেরই বোধক হইবে ।

নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি । অত্র  
বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নাম । কিমগ্নিপ্রতাপ-  
সম্পর্কাৎ স্মৃতকাঠিষ্ঠপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্তব্যঃ,  
আহোষ্ণিদেকগ্নিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিদ্যা-  
কৃতে ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি ।  
তত্র যদি তাবদ্বিদ্যমানোহয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যা-  
ত্মিকো বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত  
স পুরুষমাত্রাণশক্যাঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রলয়োপদেশো-  
হশক্যবিষয় এব স্মৃতাৎ । একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ

“কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়” ইতি । বাস্তবস্ত বা প্রপঞ্চস্ত প্রবিলয়ঃ  
পিতৃ ইবাগ্নিসংযোগাৎ সমারোপিতস্ত বা রক্ষাং সর্পভাবস্তেব রজ্জুতত্ত্বপরি-  
ভাষ্যং । ন তাবদাস্তবঃ সৰ্ব্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ পুরুষমাত্রাণ শক্যাঃ  
সমুচ্ছেতুম্ । অপি চ প্রহ্লাদশ্লোকাदिभिः पुरुषधोरैर्यैः समूलमूनयन्तितः  
प्रपञ्च इति शून्यं जगद् भवेत् । न च वास्तवं तत्त्वज्ञानेन शक्यं समुच्छे-  
दुम् । आरोपितरूपविरोधित्वात्तत्त्वज्ञानेत्त्याहुः । समारोपितरूपस्य प्र-  
पञ्चो ब्रह्मतत्त्वज्ञापनपरैरेव वाक्यैर्ब्रह्मतत्त्वमवबोधयन्तिः शक्याः समुच्छेत्तु-  
मिति कृतमत्र विधिना । न हि विधिशतेनापि विना तत्त्वাবबोधनं  
प्रवर्तयन्नज्ञानं इति वा कुरु प्रपञ्चप्रविलयमिति वेति प्रवर्तितः शक्नोति  
प्रपञ्चप्रविलयं कर्तुम् । न चाज्ञानविधिं विना वेदास्तार्थब्रह्मतत्त्वबोधो

প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন । প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম  
প্রপঞ্চস্বভাব নহেন । তাই নামরূপপ্রপঞ্চ বিলীন হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধ  
হইবে । [ তত্র...ভবিষ্যৎ ] যাহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাহা-  
দিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চবিলয় কি ? ( অর্থাৎ কিরূপ বিলয় ? )  
অগ্নিসম্পর্কে যে স্মৃত-কাঠিষ্ঠ বিলীন হয় ( গলিয়া যায় ), জগৎপ্রপঞ্চকে  
কি তাহার আয় বিলাপিত কবিত্তে হইবে ? অথবা চন্দ্রে নেত্রদোষ-  
জনিত দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলাপন যজ্ঞপ, ব্রহ্মে অবিদ্যা-  
দোষজনিত নামরূপপ্রপঞ্চের তজ্জপ বিলাপন করিতে হইবে ? এই দৃষ্ট-  
মান দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ বাহ্যিক-প্রপঞ্চ এই  
বিবিধপ্রপঞ্চকে যদি স্মৃতকাঠিষ্ঠ বিলাপনের আয় বিলাপিত করিতে হয়

কৃতঃ ইদানীং পৃথিব্যাदिशृङ्खः जगदभविष्यत् । अथाविद्याध्यस्तो  
 ब्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपञ्चो विद्याया प्रबिलाप्यत इति  
 क्रयात्, ततो ब्रह्मैवाविद्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्याख्यानेनावेदयि-  
 तव्यं 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । तत् सत्यं स आत्मा तद्वत्समि'  
 इति । तस्मिन्नावेदिता विद्या स्वयमेवोत्पद्यते तया चाविद्या  
 बाध्यते ततश्चाविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्चः स्वप्न-  
 प्रपञ्चवत् प्रबिलीयते । अनावेदिता तु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं  
 कुरु प्रपञ्चप्रबिलयश्चेति शतकुत्रोहपुन्यक्ते न ब्रह्मविज्ञानं  
 प्रपञ्चप्रबिलयो वा जायेत । नन्वावेदिता ब्रह्मणि तद्विज्ञान-  
 विषयः प्रपञ्चबिलयविषयो वा नियोगः स्यात्, न, निष्प्रपञ्च-

न भवति । मौलिकश्च स्वाध्यायाध्ययनविधेरव विवक्षितार्थतया सकलञ्च  
 वेदराशेः फलवदर्थवबोधनपरतामापादयतो विद्यमानश्चान्यथा कश्चविधि-

তাহা হইলে তাহা কোনও ব্যক্তির শক্য নহে । সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়-  
 করণের উপদেশ ( বিধান ) নির্দিষ্ট অর্থাৎ প্রলাপতুল্য নিরর্থক । অপিচ,  
 প্রথম-মুক্ত পুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাदिপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ার ইদানীং  
 পৃথিব্যাदिপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত হয় । [ অথাবিদ্যা...  
 জায়েত ] যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অদ্বয় ব্রহ্মে অবিদ্যার  
 দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত, ( যজ্ঞপ রজ্জুতে সর্প আরোপিত তজপ আরো-  
 পিত ), সুতরাং এই আরোপিতপ্রপঞ্চ বিদ্যার ( তত্ত্বজ্ঞানের ) দ্বারা  
 বিলাপিত করিতে হইবেক, একপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত,  
 তিনিই সত্য, তাহাই আত্মা এবং তিনিই ভূমি, ইত্যাদিপ্রকারে অবিদ্যা-  
 ধ্যস্ত প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মস্বার্থ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী  
 উপাসককে জ্ঞান-গম্য করা শাস্ত্রের কর্তব্য । ব্রহ্মস্বার্থ্য জ্ঞানগোচর করাইতে  
 পারিলে আপনা হইতেই বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদূরিত  
 করিবেক, অবিদ্যার অভাব হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বা-  
 পদার্থের আয় বিলীন হইবেক । ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ  
 “ব্রহ্মজ্ঞান কর” “প্রপঞ্চবিলয় কর” এই দুই কথা শত বার বল, তাহা হইলে  
 কস্মিনকালেও ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ বিলয়ও হইবে না ।  
 [ নন্वावेदिता...क्रियते ] যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন তাহা হইলে ব্রহ্মবিষয়ক

ব্রহ্মাত্মতত্ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ। রজ্জুস্বরূপপ্রকাশনেনৈব  
 হি তৎস্বরূপবিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যস্তসর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি।  
 ন চ কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে। নিয়োজ্যোহপি চ প্রপঞ্চাব-  
 স্থায়াং যোহবগম্যতে জীবো নাম স প্রপঞ্চপক্ষশ্চৈব বা স্থাৎ  
 ব্রহ্মপক্ষশ্চৈব বা। প্রথমে বিকল্পে নিশ্চাপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদ-  
 নেন পৃথিব্যাদিবজ্জীবস্তাপি প্রবিলাপিতস্থাৎ কস্য প্রপঞ্চ-  
 প্রবিলয়ে নিয়োগ উচ্যেত কস্য বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষো-  
 হবাশ্রয় উচ্যেত। দ্বিতীয়েহপি ব্রহ্মৈবানিয়োজ্যস্তবাবং  
 জীবস্ত স্বরূপম্। জীবস্ত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে

ব্যাক্যান্যপি বিধান্তরমপেক্ষেরন্বিতি। ন চ চিন্তাসাফাৎকারয়োর্বিধিরিতি তত্ত্ব-  
 সমীক্ষায়ামস্মাভিরূপপাদিতম্। বিস্তরেণ চারমর্থস্তত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ। তস্মাজ্জ-  
 তিলয়া যবগ্ৰা জুহ্বাদিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদয়ো  
 ন তু বিধয় ইতি। তদ্বদমুক্তং দ্রষ্টব্যাদিশক্ষা অপি তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধান।  
 ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধান। ইতি। অপি চ ব্রহ্মতত্ত্বং নিশ্চাপঞ্চমুক্তং ন তত্র  
 নিয়োজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি। জীবো হি নিয়োজ্যো ভবেৎ স চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে  
 বর্ততে কো নিয়োজ্যস্তস্তোচ্ছিন্নস্থাৎ। অথ ব্রহ্মপক্ষে, তথাপ্যনিয়োজ্যো  
 ব্রহ্মণোহনিয়োজ্যস্থাৎ। অথ ব্রহ্মণোহনন্যোহপ্যবিদ্যায়াহন্য ইদেতি নি-  
 যোজ্যস্তদধিকৃতম্। ব্রহ্মভাবং পারমার্থিকমবগম্যত্যাগমেনাবিদ্যায়া নির-  
 ত্তস্থাৎ। তস্মান্নিয়োজ্যাতাবাদপি ন নিয়োগঃ। তদ্বদমুক্তং “জীবোনাম  
 স প্রপঞ্চপক্ষশ্চৈব”তি। অপি চ জ্ঞানবিধিপরস্তু তন্মাত্রাত্ত্ব জ্ঞানস্তানুৎপত্তে-

জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয় এই দুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান) নিশ্চয়োজনীয়।  
 অর্থাৎ তাহা “কর” বলিয়া করাইতে হয় না। কেননা, নিশ্চাপঞ্চ ব্রহ্মের  
 যথার্থ প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। যেমন  
 রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইলে রজ্জুযাথার্থের জ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ  
 মিথ্যাজ্ঞান-বিজ্ঞানিত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম  
 বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ। যাহা কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহা কৃতিব (মস্তকের বা  
 চেষ্টার) অবিষয়। (ভাবার্থ এই, যে, ব্রহ্মসাফাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে  
 কিন্তু ভ্রমনিবারক উপদেশসাপেক্ষ) [নিয়োজ্যোহপি...এব] অপিচ, ব্রহ্ম-  
 জ্ঞানে ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিয়োজ্যের স্থান নিয়োজ্য থাকা অসম্ভব। কেন? তাহা

ব্রহ্মণি নিয়োজ্যাত্বাৎ নিয়োগাভাব এব । দ্রষ্টব্যাদিশব্দা  
অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতাস্তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাব-  
বোধবিধিপ্রধানাঃ ভবন্তি । লোকেহপীদং পশ্চেদমাকর্ণয়েতি  
চৈবজ্ঞাতীয়কেষু নির্দেশেষু প্রণিধানমাত্রং কুর্বিষ্যত্য্যচে ন  
সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্বিষ্যতি । জ্ঞেয়াভিমুখস্তাপি জ্ঞানং কদা-  
চিজ্জায়তে কদাচিৎ ন জায়তে, তস্মাস্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব  
দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন । তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথা-

স্তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ং তত্র বরং তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্ত তত্ত্বা-  
বশ্চাত্ম্যপগন্তব্যত্বেনোত্তরবাদিসিদ্ধহ্যৎ । এবঞ্চ কৃতং তত্ত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ—  
“জ্ঞেয়াভিমুখস্তাপী”তি । ন চ জ্ঞানাদানে প্রমাণানপেক্ষস্তাতি কশিচ্ছপযোগে  
বিধেরেবং হি তচ্ছপযোগে ভবেদ্বদ্যন্যথাধিকারং জ্ঞাতমন্যথাধীত । ন চ

বলিতেছি । ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিয়োজ্য প্রপঞ্চাবস্থায় ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইবে সে  
নিয়োজ্য কে ? সে নিয়োজ্য জীব । ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্ত হইবে,—জীব  
কি প্রপঞ্চান্তর্গত ? না ব্রহ্ম ? প্রপঞ্চান্তর্গত হইলে জীব নিম্নপ্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব  
প্রতিপাদনের দ্বারা পৃথিব্যাদির দ্বারা বিলাপিত হইবে, জীব বিলাপিত  
( লয়প্রাপ্ত ) হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিলয় করিবে ? কেই বা নিয়োগ-  
নিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে ? জীব যদি  
প্রপঞ্চান্তর্গত না হয় ও ব্রহ্মই হয়, তবে সে পক্ষেও ব্রহ্মের অনিয়োজ্যতা  
আছে । অর্থাৎ নিম্নগুণ-নিম্নক্রিয় নির্লেপ-স্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগাই নহেন । তাঁহার  
যে জীবভাব—তাহা অবিদ্যাকৃত । সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের নিয়োজ্য না  
থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে । তাৎপর্য্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা  
ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না । ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন, ঘটাদিজ্ঞানও নিয়োগের  
অনধীন । [ দ্রষ্টব্যাদি...মুংপদ্যতে ] ব্রহ্মবিদ্যাশ্রবণে : “দ্রষ্টব্য” প্রভৃতি  
বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক নহে । সে  
সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র । “ইহা দেখ” “ইহা শুন” “তাহাই জান”  
এইরূপ এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়,  
অথ কিছু অর্থাৎ “জ্ঞান কর” এ রূপ বলা হয় না । জ্ঞেয় পদার্থ সমুদ্যে  
থাকিলেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতি-  
বন্ধকভাবে জ্ঞান হয় । সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাস্ত পুরুষকে  
জ্ঞানের বিষয় দেখাইয়া দেয়, বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি

বিষয়ং যথা প্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে । ন চ প্রমাণাস্তুরেণাত্ম-  
 ধাপ্রসিদ্ধেহর্থেহন্যথা জ্ঞানং নিযুক্তস্তাপ্যুপপদ্যতে । যদি  
 পুনর্নিযুক্তোহহমিত্যনুথা জ্ঞানং কুর্যাৎ ন তু তজ্জ্ঞানম্ ।  
 কিং তহি । মানসী সা ক্রিয়া । স্বয়মেব চেদনুতোৎপদ্যেত  
 দ্রাস্তিরেব স্মাৎ । জ্ঞানস্ত প্রমাণজন্তং যথাভূতবিষয়ঞ্চ ন  
 তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে ন বা প্রতিষেধ-  
 শতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে । ন হি তৎ পুরুষতন্ত্রম্ ।  
 স্তত্তন্ত্রমেব হি তৎ । অতোহপি নিয়োগাভাবঃ । কিক্ষা-

জ্ঞান্য বাপি যুক্তমিত্যাহ—“ন চ প্রমাণাস্তুরেণে”তি । কিক্ষান্যম্মিযোগনিষ্ঠ-  
 য়ৈব চ পর্য্যবস্তাত্মায়া যদভ্যাপগতং ভবন্তিঃ শাস্ত্রপর্য্যালোচনয়ান্নিষোজ্য-  
 ক্সায়স্বং জীবন্তেতি তদেতজ্জ্ঞানবিরোধাদপ্রমাণকম্ । অথৈতজ্জ্ঞানমনিষোজ্য-  
 ক্সায়স্বং জীবন্ত প্রতিপাদয়তি জীবঞ্চ নিযুক্তং ততোদ্ব্যর্থঞ্চ বিরুদ্ধার্থঞ্চ স্মাদি-

গন জন্মে । [ ন চ...নিয়োগাভাবঃ ] বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে-আকারে  
 াদিক, নিযুক্ত ( শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাপ্রাপ্ত ) পুরুষ তদ্বস্তুকে অন্ত আকারে  
 নিবে, ইহা অনুপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহিত । আমি শাস্ত্রকর্ত্তক নিযুক্ত—  
 াস্ত্র আমাকে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন,  
 ই জ্ঞানের বস্তু হইয়া যদি কোন শাস্ত্রনিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা  
 লগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপ্রকারক জ্ঞান জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে  
 লে তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না । তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়া  
 লিয়া গণ্য হইবেক । আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ বিনা চেষ্টায়, আপনা  
 াপনি, ঐকপ অন্তথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা দ্রাস্তি বলিয়া  
 গ্য হইবে । জ্ঞান বিষয়ের ও প্রমাণের ( ইন্দ্রিয়াদিজনিত বিষয়াকারা  
 নোবৃত্তির ) দ্বারাই জন্মে এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই  
 ৎপন্ন হয়, অন্তথা হয় না । সুতরাং শত শত নিয়োগ তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে  
 ারে না এবং শত নিষেধও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না । ( ফলিতার্থ  
 ই যে, প্রমাণ-পাত হইলেই প্র-ময় পদার্থের জ্ঞান হইবেক ) । জ্ঞান  
 ঋষের অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন । যেমন বস্তু তেমনি জ্ঞান  
 ইবেই হইবে, পুরুষ তাহার অন্তথা করিতে পারিবেন না । এই জন্তই  
 ল, জ্ঞানে নিয়োগ নাই । নিয়োগ কেবল অমুষ্ঠেয় বা কর্ত্তব্য পদার্থেই  
 ণ্বে । [ কিক্ষাজ্ঞং...শক্যাঃ ] অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি



অতঃ—নিয়োগনিষ্ঠতয়েব পর্য্যবশ্যত্যান্মায়ে যদভ্যুপগত  
নিয়োজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবন্ত তদপ্রমাণকমেব স্ম্যৎ । ত  
শাস্ত্রমেবানিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত তদববোধে চ পুরু  
নিযুক্তীত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রশ্চৈকস্মৈ দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধা  
পরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্ । নিয়োগপরতায়াক্ষেপ্ততহানি  
শ্রুতকল্পনা কৰ্ম্মফলবন্মোক্ষফলশ্রাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বক্ষেপে  
বমাদয়ো দোষা নাপি কেনচিৎ পরিহৰ্ত্তুং শক্যাঃ । তস্মা  
বগতিনিষ্ঠাশ্চৈব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি । অতশ্চৈব  
নিয়োগপ্রতীতেরেকবাক্যতেত্যুক্তম্ । অভ্যুপগম্যমানেহা

ত্যাহ—“অথে”তি । দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যে জীবন্তানিযোজ্যশ্চাপি বস্তা  
হ্যন্তনিযোজ্যভাবস্ত নিযোজ্যতা যুক্তা । ন হি তদ্বাক্যং তস্ত নিযোজ্যতামা  
অপি তু লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধাং নিযোজ্যতামাপ্রিত্য দর্শপৌর্ণমাসৌ বিধে  
ইদন্ত নিযোজ্যতামপনয়তি চ নিযুক্ত্তে চেতি ছর্ষটমিতি ভাবঃ । “নিয়ো  
পরতায়াক্ষে”তি । পৌৰ্ণমাসপৰ্যালোচনয়া বেদান্তানাং তত্ত্বনিষ্ঠতা শ্রুতা ন শ  
নিয়োগনিষ্ঠতেত্যর্থঃ । অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্বৈ বাক্যস্ত দর্শপৌর্ণমাসক  
ইবাপূৰ্ণবাস্তবত্বাপারাদাত্মজ্ঞানকৰ্ম্মগোহপ্যপূৰ্ণবাস্তবত্বাপারাদেব স্বর্গা  
ফলবন্মোক্ষস্থানন্দরূপফলস্ত সিদ্ধিঃ । তথা চানিত্যত্বং সাতিশয়ত্বঞ্চ স্বৰ্গবন্তবে  
ত্যাহ—“কৰ্ম্মফলবদি”তি । “অপি চ ব্রহ্মবাক্যেহি”তি । সপ্রপঞ্চনিপ্রপণে

নিয়োগপ্রধান বল, তাহা হইলে, বেদে যে জীবের অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্ম  
কথন আছে তাহা নিরর্থক ও নিশ্চমাণ হইবে । যদি এমন হয় যে, শ  
অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বলেন ও তজ্জ্ঞানার্থ পুরুষকে নিযুক্ত (জ্ঞান ব  
বলিয়া প্রেরণ) করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের ( বেদান্ত-শাস্ত্রের ) স্ব  
বিরুদ্ধ হই অর্থ বলার, বা বিরুদ্ধ হই প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করার  
অর্পণ করা হয় । ব্রহ্মশাস্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে শ্রুত-হা  
দোষ, অশ্রুতকল্পনা-দোষ, কৰ্ম্মফলের স্থায় মোক্ষের অদৃষ্টোৎপাদ্যতা  
অনিত্যতা এই দুই দোষ, এবং ঐরূপ অশ্রুত অপরিহার্য অনেক  
দোষ হইবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না । [ তস্মা...মাশ্রয়িত্ব  
অতএব, সমুদায় বেদান্তবাক্য অবগতি অর্থেই পর্য্যবসিত, নিয়োগ অ  
নহে । বেদান্তবাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্ব্বোক্ত “এ

চ ব্রহ্মবাক্যে নিয়োগসম্ভাবে তদেকত্বং নিম্প্রপঞ্চোপদেশেষু  
সপ্রপঞ্চোপদেশেষু বাহসিকম্। ন হি শব্দান্তরাভিঃ প্রমা-  
ণৈর্নিয়োগভেদেহবগম্যমানে সর্বত্রৈকো নিয়োগ ইতি শিক্য-  
মাশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেষু অধিকারাংশেনাহভে-  
দাদ্যুক্তমেকত্বম্। ন হি সগুণনিগুণচোদনাসু কশ্চিদেক-  
ত্বাকারাংশোহস্তি। ন হি ভারুপত্বাদয়ো গুণাঃ প্রপঞ্চবিলয়ো-  
পকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারুপ-  
ত্বাদিগুণোপকারিণঃ পরস্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কৃৎস্ন-

পদেশেষু হি সাধ্যানুবন্ধভেদাদেকনিয়োগত্বমসিদ্ধং দর্শপূর্ণমাসপ্রযাজবাক্যেষু  
তু বদ্যপানুবন্ধভেদস্তথাপাধিকাংশস্ত সাধ্যস্ত ভেদাভাবাদভেদ ইতি।

নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদক হইবে”  
এই কথা অসঙ্গত বা যুক্তিবহির্ভূত হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ  
(বিধি, কর্তব্যাকারে উপদেশ বা আজ্ঞা) স্বীকার করিলেও তাহার  
একত্ব স্বীকার দুর্ঘট। নিগুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের  
উপদেশ হউক, বেদান্তবাক্যে নিয়োগের একত্ব (এক নিয়োগ) সিদ্ধ  
হয় না। অর্থাৎ সাধারণবোধক বাক্যসমূহকে আকার বিলয়ন দ্বারা  
নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যেব সহিত একার্থ করা দুর্ঘট  
হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা \* বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রতীত হই  
সত্য; কিন্তু তাহা সার্বত্রিক নহে। সর্বত্র এক নিয়োগ প্রমাণ  
অবলম্বিত হইতে পার না। কেন-না, তাহা অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। [প্রযাজ...  
সমাবেশয়িতুম্] প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে + অধিকারাংশের ঐক্য থাকায়  
একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তের সগুণ-নিগুণ-উপদেশ স্থলে কোনও  
রূপ ঐক্যাংশ নাই। (একের সহিত অপরের ঐক্য করিয়া একার্থ করিবার

\* ভিন্ন ক্রিয়াবাহী শব্দ শব্দভেদ। নিগুণ সগুণ ইত্যাদি রূপভেদ। প্রকরণভেদ।  
কনভেদ অর্থাৎ কোন উপাসনার ফল মুক্তি। কোন উপাসনার ফল অভ্যুদয় (স্বর্গ)। এই সকল  
অবলম্বনে যে যুক্তি পঠিত হয়, তাহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

+ প্রযাজ = দর্শপূর্ণমাস নামক যাগের একটি অঙ্গ। দর্শ ও পূর্ণমাস, এতন্মাক দুইটী যাগে  
একটী প্রধান যাগ নিম্পন্ন হয়। প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ  
পূজা যেমন সমুদায় প্রধান পূজার অঙ্গ, প্রযাজ অনুযাজও তেমনি দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ।  
ঈর্দ্যমাংসায় ঐ সকলের বোধক শ্রুতি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান যাগের বোধক করা  
য়। বেদান্তোক্ত নিগুণ সগুণ উপাসনা বোধক বাক্য সমূহকে সেক্ষেপ করিবার উপায় নাই।

প্রপঞ্চপ্রবিলাপনং প্রপঞ্চৈকদেশোপেক্ষণকৈকগ্মিন্ ধর্ম্মিনি  
যুক্তং সমাবেশয়িতুম্ । তস্মাদস্মদুক্তং এব বিভাগ আকারবদনা-  
কারোপদেশানাং যুক্ততর ইতি ॥ ২১ ॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো  
ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥\*

‘দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামূর্ত্তঞ্চ স্থিতঞ্চ

অধিকরণবিষয়মাং—“দে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইতি । দে এব ব্রহ্মণো রূপে  
ব্রহ্মণঃ পরমার্থতোহীকপস্থাপ্যারোপিতে দে এব রূপে তাভ্যাং হি তদ্রূপ্যতে  
তে দর্শয়তি—“মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ” । সমুচ্চীরমানাবধারণম্ । অত্র পৃথিব্যাণ্ডে  
জাংসি জীগি ভূতানি ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং মুচ্ছিতাবয়বমিতরেতরান্নুপ্রবিষ্টাবয়ব

উপায় নাই) । বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপত্ব গুণকে + প্রপঞ্চবিলয়ের ও  
প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ গুণের উপকারী (অঙ্গ) বলা যায় কি? তাহ  
যায় না । কারণ এই যে, ঐ গুণদ্বয় পরস্পর বিরোধী । বিরুদ্ধতা বিধা  
এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চমধ্যাপতি  
একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পাব না । [ তস্মা...ইতি ] অতএব  
সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অত্য়ের কথিত বিভাগ অপেক্ষ  
অস্মদীয় বিভাগ যুক্ততর ।

“ব্রহ্মের দুইটা রূপ ; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত । ( পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ  
পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিতরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত । মূর্ত্ত=  
মূর্ত্তিমং অর্থাৎ স্থূল । অমূর্ত্ত=তদ্রহিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম । পৃথিবী, জল ও  
তেজ, এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয়

\* হি যস্মাং প্রকৃতং যং এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং রূপং তং প্রতিষেধতি । তথা ভূয়ঃ পু-  
রপি পরমত্ত্বীতি ব্রবীতি প্রতিষিদ্ধিঃ । ততস্তস্মাং ব্রহ্মণো ন কেবলং নিরীকশেষচিন্মাত্রত্বম-  
তু সর্দানিষেধাবধিহেন সঙ্গপত্বমিতি স্থিতিঃ ।—যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত দ্বৈতরূপা (মূ-  
র্ত্ত ও অমূর্ত্ত) নিষেধ করতঃ বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম এতদতিরিক্ত ও আছেন” সেই হেতু স্থির হয়  
পরমার্থ কল্পে অল্প কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও পরমার্থকল্পে নাই । তিনি কেবল সঙ্গপ  
(বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যানুসারে পাইবেন) ।

+ পরমাত্মা দীপ্তিরূপী, ইত্যাদিক্রমে একটা উপাসনা কথিত হইয়াছে । ঐ উপাসনা  
পরমাত্মা দীপ্তিরূপগুণে উপাস্য । এই দীপ্তিরূপত্ব গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী স্তরং তাহা  
সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের ঐক্য হইবে না । অন্যান্য গুণেও এইরূপ জানিবে ।

যচ্চ সচ্চৈতত্যঞ্চ ত্যচ্চ’ ইতু্যপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা-

কঠিনমিতি যাবৎ। তন্ত্ৰৈব বিশেষণান্তরাপি মর্ত্যং মরণধৰ্ম্মকং স্থিতমব্যাপি  
অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। সৎ অন্যোভো বিশিষ্যমাণমসাধারণধৰ্ম্মবদিতি যাবৎ।  
গন্ধম্বেহোক্তাশ্চান্যোব্যাবচ্ছেদহেতবোহসাধারণধৰ্ম্মান্ত্তৈস্তত্তত্ত্বত্ররূপস্ত  
তেজোহবয়স্ত চতুর্কিংশেষণশ্চৈষ রসঃ সারো য এষ সবিতা তপতি। অথামূর্ত্তং  
বায়ুশাস্ত্রিরিচ্ছ। তন্নি ন কঠিনমিত্যমূর্ত্তম্মেতদমৃতমরণধৰ্ম্মকম্। মূর্ত্তং হি  
মূর্ত্তান্তরেণাভিন্যমানমবয়ববিশ্লেষাদ্ধ্বংসতে ন তু তথাভাবঃ সম্ভবত্যমূর্ত্তস্ত।  
এতদ্বদেতি গচ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি এতত্যাং নিত্যপরোক্ষমিত্যর্থঃ। তন্ত্ৰৈস্তত্ত্বা-  
মূর্ত্তশ্চৈস্তত্ত্বামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য তন্ত্ৰৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ সবিতৃমণ্ডলে  
পুরুষঃ। করণাঙ্ঘ্রকো হিরণ্যগর্ভ প্রাণাহরয়স্তত্ত্ব হ্বেষ রসঃ সারো নিত্যপরোক্ষতা  
চ সাম্যমিত্যধিদেবতম্। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যাং প্রাণান্তরাকাশাভ্যাং  
ভূতত্রয়ঃ শরীরারম্ভকমেতন্মর্ত্যমেতং স্থিতমেতং সৎ তন্ত্ৰৈস্তত্ত্ব মূর্ত্তশ্চৈস্তত্ত্ব  
মর্ত্যশ্চৈস্তত্ত্ব স্থিতশ্চৈস্তত্ত্ব সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্বেষ রস ইতি। অথামূর্ত্তং  
প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাঙ্ঘ্রন্যাকাশঃ। এতদমৃতমেতদ্বদেতত্যাং তন্ত্ৰৈস্তত্ত্বামূর্ত্তস্যৈ-  
তস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য তন্ত্ৰৈষ রসো যোহয়ং দক্ষিণেক্ষণ পুরুষস্তন্ত্ৰৈষ  
রসঃ। লিঙ্গস্ত হি করণাঙ্ঘ্রকস্ত হিরণ্যগর্ভস্ত দক্ষিণমক্ষ্যধিষ্ঠানং শ্রুতেরধিগতম্।  
তদেবং ব্রহ্মণ উপাধিকরোমূর্ত্তামূর্ত্তযোরাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকয়োঃ কার্যাকারণ-  
ভাবেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্যদশম্বাব্যচ্যয়োঃ। অপেদানীং তত্ত্ব করণাঙ্ঘ্রনঃ

অমূর্ত্তরূপ) মূর্ত্তরূপটী মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—নশ্বর। অমূর্ত্তরূপটী অমৃত অর্থাৎ  
অবিনাশী। স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন। সৎ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা-  
বিশেষ বা অসাধারণধৰ্ম্মবিশিষ্ট। ত্যাং ও এতত্যা অর্থাৎ নিত্যপরোক্ষ।” শ্রুতি  
এইরূপে প্রস্তাবান্ত ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিরয়ে বিভক্ত করিয়া  
বলিয়াছেন, “অমূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ—যিনি ঐ স্বর্ধ্যমণ্ড-  
লের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ। মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত  
পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার। তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা।” এইরূপে শ্রুতি পরমাত্মার  
উপাধি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগ কখন পুরঃসর লিঙ্গাত্মার  
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মার উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়া-  
ছেন। রূপবর্ণনাকালে মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন মাহারজন বস্ত্র,  
যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিক বাস, যেমন ইন্দ্রগোপ, তিনিও তেমনি, ইত্যাদি।  
তাঁহার রূপ বাসনাময় সূতরাং স্থাপ্তিক বা মায়িক। সেই জন্য তাঁহার স্বরূপ  
বিচিত্র। (মহারজন=হরিদ্রা, পাণ্ডু=স্বেত। আবিক=পশম)। ফলিতার্থ  
এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের সংস্কারীভূত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক

শ্যেন প্রবিভজ্যাহমূর্ত্তরসস্ত চ পুরুষশব্দোদিতস্ত মাহারজনানী  
দীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, ‘অথাত আদেশো নেতি  
নেতি। ন হ্যেতস্মাদব্রহ্মণো নেত্যন্তং পরমস্তি’ ইতি। তত্র  
কোহস্ত প্রতিবেদ্যস্ত বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে। ন হ্যব্রহ্মেদং  
তদিত্তি বিশেষিতং কিঞ্চিৎ প্রতিবেদ্যমুপলভ্যতে। ইতিশব্দেন  
তত্র প্রতিবেদ্যং কিমপি সমপ্যতে নেতি নেতীতি। ইতিশব্দ-  
পরত্বান্য়প্রয়োগস্ত। ইতি শব্দশচায়াং সমিহিতালম্বন এবং-  
শব্দসমানবৃত্তিঃ প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে ‘ইতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ

পুরুষস্ত লিঙ্গস্ত রূপং বক্তব্যম্। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়াম-  
হেন্দ্রজালোপমং তদ্বিচিত্রৈর্দৃষ্টান্তৈরাদর্শয়তি তদ্ব্যথা “মাহারজন”মিত্যাदिना।  
এতদ্রূপং ভবতি। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়স্ত বিচিত্রং রূপং লিঙ্গশ্চেতি।  
তদেষং নিরবশেষং সর্বাঙ্গং সত্যরূপমুক্তা যন্তং সত্যস্ত সত্যমুক্তং ব্রহ্ম তৎ-  
স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে। যতঃ সত্যস্ত রূপং নিঃশেষমুক্তমতোহবশিষ্টং  
সত্যস্ত যৎ সত্যং তন্তানন্তরং তদ্ব্যক্তিহেতুকং স্বরূপং বক্তব্যমিত্যাহ—“অথাত  
আদেশঃ”। কথনম্। সত্যসত্যস্ত পরমাত্মনস্তমাহ—“নেতি নেতি”। এত-  
দর্থকথনার্থমিদমধিকরণম্। নহু কিমেতাবদেবাদেশমুত্তেতঃ পরমত্বদপ্যস্তীত্যত  
আহ—“ন হ্যেতস্মাদব্রহ্মণ” ইতি। নেত্যাদিষ্টাদন্তং পরমস্তি যদাদেশং ভবেৎ।

আধিভৌতিক লিঙ্গাশ্চায়া, ইন্দ্রিয় আশ্চায়া, অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক সূত্রাশ্চায়া  
স্বরূপ। সর্বশেষে বলিয়াছেন, “অতঃপর ঐ সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ  
কথন বা বলা যায়, তাহা নহে—তাহা নহে। (ফলিতার্থ এই যে, যাহা বলা  
হইল, পরমার্থ পক্ষে তাহা ব্রহ্ম নহে। তাহা ব্রহ্মের উপাধিমাত্র।) যাহা  
প্রকৃত আদেশ তাহা “তাহা নহে” “তাহা নহে” এই নিষেধের নিষেধ্য  
হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অন্তিরূপ (সত্যাত্মক)। \* [তত্র...দিষু] এখানে  
জিজ্ঞাসা এই যে “না বা নহে” এই নিষেধের বিষয় বা নিষেধ্য কি? শ্রুতি ঐ

\* শ্রুতি ব্রহ্ম বুঝাইবার উদ্দেশে প্রথমে মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময় লিঙ্গাশ্চায়া স্বরূপ বলিয়া  
ছেন। পরে বলিয়াছেন, এ সকল সত্য। তৎপরে বলিয়াছেন, যাহা এই সত্যের সত্য তাহা  
ব্রহ্ম। এই বিচারটা সেই ঐচ্ছাকৃত সত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণার্থ অবতরিত। শ্রুতি যে  
নিখিল সত্যরূপ বলিয়া সত্য-সত্যের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ “নেতি” “নেতি” বলিয়াছেন, অর্থাৎ  
“না” “না” এই নিষেধ বাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহস্র সত্য-সত্যের স্বরূপ  
প্রতীত হয় না, প্রত্যুত নানাপ্রকার সংশয় আগমন করে। কেননা প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ্য  
ঐ হলে অভিহিত নাই। নিষেধ্যের অভিধান না থাকায় ব্রহ্মপর্যন্ত নিষেধ্যান্তর্গত হইবার

কথয়তি’ ইত্যেবমাদিষু। সন্নিহিতঞ্চাত্র প্রকরণসামর্থ্যা-  
 দ্রুপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ। তচ্চ ব্রহ্ম যন্ত তে দ্বৈ রূপে।  
 তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে কিময়ং প্রতিষেধো রূপে  
 রূপবচ্চোভয়মপি প্রতিষেধতি আহোষ্বিদেকতরম্। যদাপ্যে-  
 কতরং তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি রূপে পরিশিনষ্টি  
 আহোষ্বিব্রহ্মে প্রতিষেধতি ব্রহ্ম পরিশিনষ্টিতি। তত্র  
 প্রকৃতত্বাবিশেষাদুভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাক্ষামহে। দ্বৌ  
 তৌ প্রতিষেধৌ। দ্বির্নেতিশব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন  
 সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতেহপরেণ রূপবদ্রুপক্লেতি

তস্মাদেতাবদেবাদেশং নাপরমন্তীত্যর্থঃ। অত্রৈবমর্থো নেতিনা যৎ সন্নিহিতং  
 পরামৃষ্টং তন্নিষিধ্যতে নঞা। সন্নিহিতঞ্চ মূর্ত্তীমূর্ত্তসবাসনং রূপদ্বয়ম্। তদ-  
 বচ্ছদকত্বেন চ ব্রহ্ম। তত্রৈদং বিচার্যতে। কিং রূপদ্বয়ং সবাসনং ব্রহ্ম চ  
 সৰ্ব্বমেব চ প্রতিষিধ্যতে, উত ব্রহ্মৈবাব সবাসনং রূপদ্বয়ম্। ব্রহ্ম তু পরিশিষ্যত  
 ইতি। যদ্যপি তেষু তেষু বেদান্তপ্রদেশেষু ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতং তদসম্বাব-  
 জ্ঞানঞ্চ নিন্দিতমন্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চান্ত সত্ত্বমবধারিতং তথাপি সদ্বোধ-  
 রূপং তদব্রহ্ম সবাসনমূর্ত্তীমূর্ত্তরূপসাধারণতয়া চ সামান্যং তন্তু চৈতে বিশেষা  
 মূর্ত্তীমূর্ত্তাদয়ো ন চ তত্ত্ববিশেষনিষেধে সামান্যমবস্থাতুমর্হতি নির্বিশেষন্ত  
 সামান্যত্বাবোগাৎ। যথাহঃ—“নির্বিশেষং ন সামান্যং ভবেচ্ছবিষাণবং”।

নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়াছেন? সংশয় হইবার কারণ এই যে,  
 ঐ স্থানে কোনরূপ নাম-নির্দিষ্ট নিষেধের উল্লেখ নাই। ইহা, তাহা,  
 অমুক, এরূপ কোন কথা নাই। না থাকায় ঐ নিষেধের কোনরূপ  
 নির্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না। কেবল ন+ইতি=নেতি—এইরূপে ঐ  
 ন-কারের পর ইতি শব্দ থাকায় সেই “ইতি” শব্দে সামান্যতঃ কোন  
 এক অনির্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয় (প্রতীত) করায়। ইতি-শব্দ সন্নি-  
 হিতবাচী। যেমন এবং-শব্দ, তেমনি ইতি-শব্দ। বেদেও এবং-শব্দের অর্থে  
 ইতি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“উপাখ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ  
 বলিয়াছিলেন।” ইত্যাদি। [ সন্নিহিতঞ্চাত্র...মতিঃ ] অতএব, যাহা সন্নি-

সম্ভাবনা। হুতরাং প্রস্তাবের পূর্বাগর পর্যালোচনা পূর্বক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা ঐ  
 তত্ত্বের নির্ণয় করা আবশ্যক হুতরাং বিচারারম্ভ নিরর্থক নহে।

ভবতি মতিঃ। অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে। তন্নি  
বাগ্ননসাতীতহাদসম্ভাব্যমানসম্ভাবং প্রতিষেধার্থং ন তু রূপ-  
প্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধার্থম্। অভাসস্বাদরা-

ইতি। তস্মাত্তদ্বিশেষনিষেধেহপি তৎসামান্যত্ব ব্রহ্মণোহনবস্থানং সৰ্ব্বশ্চৈবাহং  
নিষেধঃ। অতএব ন হেতুস্বাদিতি নৈত্যাত্মংপরমস্তীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি  
সৰ্ব্বনিষেধমেব তত্ত্বমাহ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যোবোপলব্ধ্য ইতি চোপাসনাবিধান-  
বল্লয়ং ন ত্বস্তিহমেবাস্ত তত্ত্বম্। তৎপ্রশংসার্থক্যাসম্ভাবজ্ঞাননিব্ধা। যচ্চাত্ম  
ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনং তদপি মূর্ত্তামূর্ত্তরূপপ্রতিপাদনবন্নিষেধার্থমস্মিহিতোহপি  
চ তত্র নিষেধো যোগ্যত্বাৎ সম্ভবন্ততে। যথাহঃ—‘যেন যস্তাভিসম্বন্ধো দূরত্ব-  
স্তাপি তেন সঃ’ ইতি। তস্মাৎ সৰ্ব্বশ্চৈবাহবিশেষেণ নিষেধ ইতি প্রথমঃ  
পঞ্চঃ। অথবা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চস্ত সমস্তস্ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণশুদ্ধত্বব্রহ্মণস্ত  
বাগ্ননসাগোচরতয়া সকলপ্রমাণবিরহাৎ কতরস্তাস্ত নিষেধ ইতি বিশয়ে প্রপঞ্চ-  
প্রতিষেধে সমস্তপ্রত্যক্ষাদিবাক্যোপপ্রসঙ্গাদব্রহ্ম প্রতিষেধে স্বব্যাক্যোপাদ-  
ব্রহ্মৈব প্রতিষেধেন সম্বধ্যতে যোগ্যত্বান্ন প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীতায়াং। বীক্ষা তু তদ-

হিত—পূৰ্ব্বকথিত—তাহাই ইতি-শব্দের বোধ্য। সম্বন্ধানে অর্থাৎ পূৰ্বে  
ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপদ্বয় বাঁহার, এইরূপে বর্ণিত  
আছে। সূত্ররং সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপ-  
দ্বয় ও রূপদ্বয়যোগী ব্রহ্ম,—উভয়ের নিষেধক ? অথবা একতরের নিষেধক ?  
যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্বারা কি ব্রহ্মেব নিষেধ হইয়াছে ?  
( ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে ? ) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে ? ( ব্রহ্মের  
রূপ নাই বলা হইয়াছে ? ) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না থাকায় অর্থাৎ প্রকরণে  
উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয়। অপিচ, দুই বার  
“নেতি” শব্দের প্রয়োগ থাকাতে মনে হয়, ঐ স্থলে দুইটী নিষেধ। একটীর  
দ্বারা ব্রহ্মের প্রপঞ্চরূপের ও অন্যটীর দ্বারা রূপব্দব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে।  
[ অথবা...প্রসঙ্গাৎ ] অথবা বাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে তাঁহারই—সেই  
ব্রহ্মেরই—নিষেধ হইয়াছে ( ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে )। তিনি বাক্য মনের  
অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সম্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসম্ভাব্যমান। অতএব,  
নির্বিশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে। রূপ-  
প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সূত্ররং তাহা নিষেধের অযোগ্য। ( বাহা চক্ষে দেখা যায়  
তাহা নাই বলা যায় না ; সূত্ররং তাহা নিষেধের যোগ্য নহে )। দুই বার  
নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্দের উল্লেখ আছে সত্য ; তাহার এক উল্লেখের আদ-

ধর্ম। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—ন তাবদ্ব্যুতয়প্রতিষেধ উপপ-  
 ত্যে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ  
 প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তচ্চ পরিশিষ্যমাণে  
 স্মিংশ্চিদ্ভাবোহবকল্পতে। কৃৎস্নপ্রতিষেধে হি কোহন্তো  
 গবঃ পরিশিষ্যেত। অপরিশিষ্যমাণে চাত্মস্মিন্ য ইতরঃ  
 প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্ম প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্মৈব পর-  
 মার্থপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপ-

প্তাভাবহুচনায়েতি মধ্যমঃ পক্ষঃ। তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি। “ন  
 বহুতয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাদি”তি। অয়মতিসন্ধিঃ—উপাধয়ো  
 ঙ পৃথিব্যাদয়োহবিদ্যাকল্পিতা ন তু শৌণককাদয় ইব বিশেষা অশ্বত্থশ্চ।  
 চোপাধিবিগমে উপহিতস্তাভাবোহপ্রতীতির্কা। ন ছাপাধীনাং দর্পণমণি-  
 পাণাদীনাংপগমে মুখস্তাভাবোহপ্রতীতির্কা। তস্মাদুপাধিনিষেধেহপি নোপ-  
 ত্যন্ত শব্দবিবাণায়মানতাহপ্রত্যয়ো বা। ন চেতীতি সন্নিধানবিশেষাৎ সর্বস্ত  
 তিষেধ্যমিতি যুক্তম্। ন হি ভাবমহুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপদ্যতে কি-  
 ঙ্কি কচিম্নিষিধ্যতে। ন হুনাশ্রয়ঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ প্রতিপত্তুম্। তদ্বদমুক্ত-  
 পরিশিষ্যমাণে চাত্মস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্ম প্রতিষেদ্ধুমশক্য-  
 াৎ তস্মৈব পরমার্থস্থাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। মধ্যমং পক্ষং প্রতিক্ষিপতি।  
 পি ব্রহ্মনিষেধ উপপদ্যতে। যুক্তং যন্নৈসর্গিকবিদ্যাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্রতি-  
 ধ্যতে প্রাপ্তিপূর্ষকত্বাৎ প্রতিষেধস্ত। ব্রহ্ম তু নাবিদ্যাসিদ্ধং নাপি প্রমাণা-  
 রাৎ। তস্মাৎ শব্দেন প্রাপ্তং প্রতিষেধনীয়ম্। তথা চ যন্তস্ত শব্দঃ প্রাপকঃ  
 তংপর ইতি স ব্রহ্মণি প্রমাণমিতি কথমস্ত নিষেধোহপি প্রমাণ-  
 ন্। ন চ পর্য্যুদাসাধিকরণপূর্ষকপক্ষায়েন বিকল্পঃ। বস্তুনি সিদ্ধস্বভাবে  
 দহুপপত্তেঃ। ন চাবাস্ত্রনসগোচরোবুদ্ধাবালেনথিতুং শক্যঃ। অশক্যাশ্চ কথং

র্থতা ব্যতীত অস্ত্র অর্থ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন কাব্য মনের  
 গোচর, তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ  
 ক্তি হস্ত হইয়াছে। এই আশঙ্কার বা এই পূর্ষকপক্ষের উপর বলা যায়,  
 ভয়নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ, নহে। উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে। [কিঞ্চিদ্ধি...  
 সঙ্গাচ্চ] যদ্রূপ রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক  
 মার্থ সং আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথ্যার)  
 ষেধ হইয়া থাকে। নিষেধ সম্ভব বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব-



পদ্যতে। ‘ব্রহ্ম তে ক্রবাণি’ ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ। ‘অসম্মে  
স ভবত্যহসদব্রহ্মেতি বেদ চেৎ’ ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ  
‘অস্তিত্যেবোপলব্ধব্যঃ’ ইত্যবধারণবিরোধাৎ। সর্ববেদান্ত  
ব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ। বাহ্যনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবা  
ভিপ্রায়েণাভিধীয়তে। ন হি মহতা পরিকরবন্ধেন ‘ব্রহ্মবিদ  
প্লোতি পরং’ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যেবমাদিনা বেদ  
স্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তস্মৈব পুনরভাবোহভিলপ্যেত। প্রক  
লনাক্চি পঙ্কস্ত দূরাদম্পর্শনং বরমিতি জ্ঞায়াৎ। অতঃ প্রতি  
পাদনপ্রক্রিয়া হ্যেবা ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মন

নিষিধ্যতে। উপপঞ্জস্বনাদ্যবিদ্যাসিদ্ধোহনুদ্য ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্ত  
তদিমামমুপপত্তিমতিপ্রেতোক্তং নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপদ্যত ইতি। হেতু  
রমাহ—“ব্রহ্ম তে ক্রবাণী”তি। “উপক্রমবিরোধাদি”তি। উপক্রমপরামর্শে  
সংহারপর্যালোচনয়া হি বেদান্তানাং সর্বেষামেব ব্রহ্মপরত্বমুপপাদিতং প্রথা  
হধ্যায়ে। ন চাসত্যামাকাঙ্ক্ষয়াং দূরতরহেন প্রতিষেধেনৈবাং সম্বন্ধঃ সম্ভবতি  
যচ্চ বাহ্যনসাতীততয়া ব্রহ্মণস্তৎপ্রতিষেধস্ত ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি তত্রাহ  
“বাহ্যনসাতীতত্বমপী”তি। প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তা মহতা প্রবলেন ব্রহ্ম।

শেষ থাকে। সর্বনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না। য  
অবশেষ না থাকে, কিছু না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে অস্ত্রের নি  
অর্থাৎ যাহাতে “নাই” বধিবে তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে। তাহা হই  
সর্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, এক পরমার্থ সং থাকায় তাহার নি  
যুক্তিবহির্ভূত হয়। অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হই  
না; কেননা, তাহা “তোমাকে ব্রহ্ম বলিব” এই উপক্রম বা প্রতি  
বিরুদ্ধ এবং তাহা “সেও অসৎ হয়—যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে  
ইত্যাদি বাক্যে যে অসদব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিদ্  
বটে। “অস্তি—আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্ধব্য।” এই যে অবধা  
অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী। অধিক কি বহি  
ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে  
(অতএব, লৌকিকপ্রমাণপ্রাপ্ত দ্বৈতই উক্ত নিষেধের নিষেধ্য; বেদ  
প্রথিত অদ্বয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে)। [ বাহ্যনসা...ষেধতীতি। শ্রুতি ঠাণ্ডা

সহ’ ইতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি । বাস্তুসাতীতমবিষয়াস্তঃপাতি-  
প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি । তস্মাৎ  
ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চঃ প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্ত-  
ব্যম্ । তদেতদ্ব্যচ্যতে—প্রকৃতৈতাবদ্বং হি প্রতিষেধতীতি ।  
প্রকৃতং যদেতাবদ্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং  
তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি । তন্নি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বম্ভিন্  
এত্বেহিদিবৈতমধ্যাত্মঞ্চ তজ্জনিতমেব চ বাসনাঙ্কণমপরাং

চ নিষেধায় তৎপ্রতিপাদনমুপপত্তেরিত্যুক্তমধ্যস্তাৎ । ইদানীন্ত নিশ্চয়োজন-  
মিত্যুক্তং প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্তেতি ত্রায়াৎ । ‘তস্মাদ্বেদাস্তবাচা মনসি সন্নিধানাদ্-  
ব্রহ্মণো বাস্তুসাতীতত্বং নাঙ্গসমপি তু প্রতিপাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এবঃ । যথা  
গবাদয়ো বিষয়াঃ সাক্ষাচ্ছগ্রাহিকরা প্রতিপাদ্যন্তে প্রতীয়ন্তে চ নৈবং ব্রহ্ম ।  
যথাহঃ—ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেন চ নিরূপণমিতি । নমু প্রকৃতপ্রতিষেধে ব্রহ্ম-  
ণোহপি কস্মায় প্রতিষেধ ইত্যত আহ—“তন্নি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ”তি ।

বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব অর্থাৎ  
নাস্তিত্ব কথিত হয় নাই । অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির  
অগোচর বলা হয় নাই । প্রমাণভূতা শ্রুতি মহা আড়ম্বরে “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত  
হন” “ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন  
করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । ঐরূপ বলিবার  
প্রয়োজনও নাই । পাক মাথিয়া তাহা ধৌত করা অপেক্ষা পাক না মাখাই  
ভাল, ইহা সামান্য লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে । “বাক্য ও মন যাহাকে না  
পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাহাকে বলিতে ও মন যাহাকে  
মনন করিতে পারে না,” এ শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই ; কিন্তু ব্রহ্ম  
প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন । উহাতে ইহাই উক্ত  
হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয় । প্রত্যগাত্মা  
অবিষয় ও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত । বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ—ঐ নেতি  
নেতি বাক্য—রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশোধিত করিয়াছেন ।  
অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অত্ৰ কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন । স্বত্রকারও  
“প্রকৃতৈতাবদ্বং প্রতিষেধতি” এই অংশের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন ।  
[ প্রকৃতং...মুপপত্তেঃ ] যে এতাবদ্ব প্রস্তাবিত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে,

রূপমমূর্ত্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাশ্চব্যাপাশ্রয়ং মাহা  
রজনাভ্যুপমাভির্দর্শিতমমূর্ত্তরসস্ত চ পুরুষস্ত চক্ষুর্গ্রাহরূপ  
যোগিস্থানুপপত্তেঃ । তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং সন্নি  
হিতালম্বনেনেতি করণেন প্রতিষেধকনঞং প্রত্যুপনীয়ত ইতি  
গম্যতে । ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দিষ্টং পূর্ব্বস্মি  
ন্থে ন স্বপ্রধানত্বেন । প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে রূপবত  
স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং ‘অথাৎ আদেশো নেতি  
নেতি’ ইতি । তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপা  
বেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে । তদাম্পাদং হীদং সমস্তং কার্য্য  
নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধম্ । যুক্তঞ্চ কার্য্যস্ত বাচারম্ভণশ

প্রধানং প্রকৃতং প্রপঞ্চশ্চ প্রধানং ন ব্রহ্ম । তস্ত ষষ্ঠ্যন্ততয়া প্রপঞ্চাবচ্ছেদকয়ে  
নাপ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ । ‘ততোহতদব্রবীতী’তি নেতি নেতীতি প্রতিষেধাদত  
ভূয়ো ব্রবীতীতি তন্নির্কচনম্ । ন হেতুত্বাদিত্যস্ত বদান হেতুত্বাদিতি নেতি

ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ “নেতি” শব্দে তাহ  
রই নিষেধ হইয়াছে । অর্থাৎ তাহা পরমার্থকরে নাই, ইহাই ঐ শব্দে  
বলা হইয়াছে । যাহা প্রকৃত তাহা পূর্ব্বের অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভে  
দবিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটি রূপ—  
যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সার—তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাশ্রয়-শব্দে শব্দিত  
হইয়াছে এবং সেরূপটী মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমা  
দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ( প্রতিকর্ভক ) । অমূর্ত্তভূতের সারস্বরূপ মূর্ত্ত  
বাসনাময় হিরণ্যগর্ভের চক্ষুর্গ্রাহরূপ নাই বলিয়াই উপমান দ্বারা বুঝাইয়া  
হইয়াছে । [ তদেতৎ...মূলত্বাৎ ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শব্দে উপস্থাপিত  
হইয়া নিষেধার্থক ন-কারে উপনীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পূর্ব্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্ম  
শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত  
হইয়াছেন । রূপদ্বয় (মূর্ত্তামূর্ত্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ  
সাঁহার সেই দুই রূপ—সাঁহার অর্থাৎ তদ্বিশয়ক জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা)  
স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূরণার্থ “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি” এক  
উপক্রম । ঐ উপক্রম বাক্যে ব্রহ্মের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান ও স্বরূপের  
বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয় । এই যে-কিছু কার্য্য—যে-কিছু জন্মবার  
বস্তু—সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত । সেই কারণে এ সকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ । তাৎপর্য

বাদিভ্যোহসম্বন্ধমিতি নেতি নেতীতি প্রতিবেদনং ন তু ব্রহ্মণঃ  
সর্বকল্পনামূলত্বাৎ। ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কর্তব্য।—কথং হি  
শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ  
প্রতিবেদতি ‘প্রকালনাদ্ধি পক্ষস্তু দূরাদম্পর্শন বরং’ ইতি।  
যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দিশতি,  
লোকপ্রসিদ্ধস্ত্বিদং রূপদ্বয়ং ব্রহ্মণি কল্পিতং পরায়ুশতি প্রতি-  
বেদ্যত্বায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি নিরবদ্যম্। হৌ  
চৈতো প্রতিবেদৌ যথাসম্ব্যক্ত্যয়েন হে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতি-  
বেদতঃ। যদ্বা পূর্ব্বঃ প্রতিবেদো ভূতরাশিঃ প্রতিবেদতি।  
উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা ‘নেতি নেতি’ ইতি বীক্ষ্যয়মি-

নেত্যাদিষ্টাঙ্কগোহত্বং পরমন্তীতি ব্যাখ্যানং তদা প্রপঞ্চপ্রতিবেদাদত্বদ্বৈক্যেব  
ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদা তু ন হেতুস্বাদিতি সর্বনাম্না প্রতিবেদো ব্রহ্মণ

এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রহ্মাস্পদ কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এ সকল  
মিথ্যা অর্থাৎ আদৌ নাই। কার্য (জন্যবস্তু) মাত্রেই বাক্যারভ্য অর্থাৎ  
কথা মাত্র, বস্তুসং নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্যের মিথ্যাত্ব  
প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং তাহারই নিবেদ যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার  
মূল; সুতরাং ব্রহ্ম নিবেদের অর্থাৎ ব্রহ্মকে নাই বলার উপায় নাই।  
[ন চাত্রেয়...নিবর্ত্ততে] শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিবেদ করিলেন  
কেন? কর্দর মাথিয়া ধোতকরণ অপেক্ষা কর্দম না মাখাই-ত ভাল?  
এ আশঙ্কা কর্তব্য নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপ-  
দ্বয় প্রতিপাদ্যভাবে উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ  
প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানাতাব-প্রযুক্ত কল্পিত তত্ত্বের অনুবাদ বা  
অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপদ্বয়ের পরামর্শ (অনুসন্ধান)  
ও নিবেদ্যতা কখন শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই কৃত হইয়াছে।  
ঐ প্রতিবেদদ্বয় যথাসম্ব্যক্ত্যয়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের প্রতিবেদ  
করে। অথবা প্রথম নিবেদে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয় নিবেদে বাসনা-  
রাশির নিবেদ হইয়াছে। কিম্বা “নেতি” “নেতি” এই দ্বিরুক্ত প্ররোগ  
বীক্ষা। বীক্ষা প্ররোগের ফল রা উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মে যে-কিছু উৎ-  
প্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে সে সমস্তই ঠাঁহাতে নাই। “ইহা নহে”  
এভাবে মাত্র পরিগণিত নিবেদে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ইহা

## তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥\*

যত্তৎপ্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদত্মং পরং ব্রহ্ম তদন্তি  
চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি। উচ্যতে। তদব্যক্তমনিদ্রিয়-  
গ্রাহ্যং সর্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ আহ। হেবং শ্রুতিঃ ‘ন চক্ষুষা  
গৃহ্যতে নাপি বাচা নাত্মেন্দ্রৈবৈস্তপসা কর্মণা বা। স এষ  
নেতি নেত্যাত্মা’ অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্।  
যদা হেবৈষ এতস্মিন্দৃশ্যেহনাত্মোহনিরুন্তেহনিলয়নে’  
ইত্যাদ্য। স্মৃতিরপি ‘অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যো-  
হয়মুচ্যতে’ ইত্যেবমাদ্য। ॥ ২৩ ॥

অগ্রাহ্যত্বং ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং সূত্রং ব্যাচষ্টে যত্তৎপ্রতিষিদ্ধা-  
দিত্তি। রূপাদ্যভাবাদব্যক্তমিদ্ৰিয়াগ্রাহ্যং ন ভ্রমবাদিত্যর্থঃ। অত্মেন্দ্রৈবৈরি-  
দ্ৰিয়াস্তরৈর্ন গৃহ্যত ইত্যম্বয়ঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রহ্ম আছেন। যদি থাকেন ত  
গৃহীত হন না কেন? জ্ঞানবিষয় না হন কেন? তাহা বলিতেছি।  
তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অনিদ্ৰিয়গ্রাহ্য। (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন কিন্তু ইন্দ্రి-  
য়াতিরিক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য। সে প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাধি-সংস্কৃত-মানস-  
জ্ঞান-বিশেষ।) তৎপ্রতি হেতু এই যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের সাক্ষী অর্থাৎ  
দ্রষ্টা (প্রকাশক)। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“চক্ষুঃ তাঁহাকে  
গ্রহণ করে না, বাক্য তাঁহাকে বিষয় করে না, অস্ত্রাণ্ড ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে  
গ্রহণ করে না। তপস্তার ও কর্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না।”  
“আত্মা একরূপ নহে সেরূপ নহে।” “যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা  
গৃহীত হন না সেই হেতু তিনি অগৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন।” “তাহা  
অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়।” “যখন এই সুপ্রসিদ্ধ, অদৃশ্য, অনাত্ম্য ও নির্বচনের  
অযোগ্য আত্মা—” ইত্যাদি। ইহঁার অমুরূপা স্মৃতি ঐ কথাই বলিয়াছেন।  
যথা—“তত্ত্বজ্ঞকর্তৃক কথিত হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং  
অবিকার্য।” ইত্যাদি।

\* তত্তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং রূপাদ্যভাবাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং ন ভ্রমবাদিত্তি ভাবঃ ‘যত আহ ব্রহ্মীতি  
ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতাং শ্রুতিরিত্তি শেবঃ।—প্রতিবেধ যোগ্যের প্রতিবেধ হয়, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ  
সমুদায়ই প্রতিবেধ্য, যদি অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছেন তবে দৃষ্ট না হন কেন? তাহা বলিতেছি।  
তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অগম্য। সেই জন্যই তিনি ইন্দ্রিয় পথে ব্যক্ত হব না।

## অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥\*

অপি চৈনমাত্মানং নিরন্তরমন্তপ্রপক্ষমব্যক্তং সংরাধন-  
কালে পশুন্তি যোগিনঃ । সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রগিধানা  
দ্যামুষ্ঠানম্ । কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশুন্তীতি  
প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । তথাহি শ্রুতিঃ

‘পরাক্ষি থানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-

স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশুতি নাস্তরাষ্ট্রান্ ।

কশ্চিদ্রীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-

দারন্তচক্ষুরমৃতম্বমিচ্ছন’ ॥ ইতি ।

তর্হি কদা গ্রাহমিতি শক্যোত্তরং হত্রং ব্যাখ্যাতি—অপি চৈনমিতি ।  
বস্তুর্থ ইঞ্জিয়েন গৃহতে অপি তু সংরাধনে শাস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যার্থঃ । ভক্তি-  
ধ্যানাভ্যাং প্রত্যগাত্মানশ্চিহ্নে প্রকর্ষণে নিধানং স্থাপনং প্রগিধানং জপম-  
দ্বাদিরাদিশকার্থঃ । স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ । থানীজিয়াণি । পরাক্ষি অনাত্মগ্রাহকানি  
কৃৎব্য ব্যতৃণৎ নাশিতবান্ । স হি তেষাং নাশে যদসমর্থগ্রাহিতরা সর্জনং তস্মাৎ  
তেষাং তথাস্থষ্টহাৎ সর্বৌ লোকঃ পরাগর্থমেব পশুতি নাস্তরাষ্ট্রানম্ । কশ্চিৎ

যোগীরাই সংরাধনকালে ( আরাধনার সময় ) এই অব্যক্ত ও নিশ্চ-  
পঞ্চ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন । চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ  
হইলে তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম ভক্তি-ধ্যান-প্রগিধান ।  
এই ভক্তি-ধ্যান-প্রগিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অমুষ্ঠানে রত থাকার  
নাম সংরাধনা ও আরাধনা । যদি বল, যোগীরা যে আরাধনা কালে  
তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা তোমরা কিসে জানিলে ? ইহার প্রত্ন-  
ত্তরে বলা যায়, শ্রুতিপ্রমাণে ও স্মৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি । শ্রুতিপ্রমাণ  
যথা—“স্বয়ম্ভু অর্থাৎ পরমেশ্বর ইঞ্জিয়দিগকে পরাগদর্শী অর্থাৎ অনাত্ম-  
দর্শী করিয়াই বিনষ্ট করিয়াছেন । সেই কারণে তাহার ( ইঞ্জিয়েরা )  
অনাত্ম (বাহ্য)বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না । সেই জন্য,

\* সংরাধনমাত্মানমিত্যনর্থাস্তরম্ । আরাধনকালে এনমাত্মানং পশুন্তি যোগিন ইতি  
প্রণীতম্ । স আত্মা-ভক্তিধ্যানপ্রগিধানাদ্যমুষ্ঠানসংস্কৃতমনসেব গৃহতে ন ইঞ্জিয়েঃ । এতচ্চ  
প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বিজ্ঞায়তে । প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্—এই নিশ্চপঞ্চ  
আত্মা ইঞ্জিয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজ্ঞাত হন না । শ্রুতির ও স্মৃতির দ্বারা জানা যায় যে,  
ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিপবিত্রচিত্তে বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকাশিত হন ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, ততস্ত তং পশুতি নিষ্কলং  
ধ্যায়মান ইতি চৈবমাদ্যা । স্মৃতিরপি—

“যং বিনিদ্রো জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্ঠাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।

জ্যোতিঃ পশুন্তি যুগ্মানান্তয়ে যোগাশ্রমে নমঃ ॥

যোগিনস্তং প্রপশুন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ।” ইতি

চৈবমাদ্যা । নমু সংরাধ্যসংরাধকভাবেচ্চাপগমাৎ পরা-  
পরাস্থানোরহস্যং আদিতি । নেহুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

প্রকাশাদিবচ্যাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ

কর্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৫ ॥\*

ধীরো ধীমান্যুত্তমকুনিরুদ্ধেন্দ্রিয়ঃ শুদ্ধে চেতসি প্রত্যগাত্মানং শাস্ত্রেণ পশুতি  
মোক্ষার্থীত্যাৰ্থঃ । ততঃ কর্মণা বিশুদ্ধচিত্তো জ্ঞানাধ্যাসদ্ব্যংকর্ষণে ধ্যানং  
নিষ্কলং পশুতীত্যর্থঃ । বিনিদ্রো বিতমস্কাঃ । তত্র হেতুজ্জিতশ্বাসস্বং প্রাণায়াম  
নিষ্ঠত্বম্ । যুগ্মানা ধ্যায়িনঃ । যোগলভ্য আত্মা যোগাত্মা । ইতি রত্নপ্রভা ।

কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থী) তাঁহাকে ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক কেবলমাত্র  
জ্ঞানধ্যানাদি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে দেখিতে পান । “কামনা বর্জ  
পুরঃসর কর্ম্মাহুষ্ঠান করিতে করিতে যে সৰ্ব্বশুদ্ধি হয়, (বুদ্ধি নির্মলা হয়)  
তাঁহার অন্য নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন অর্থাৎ নির্মল হওয়ার নাম জ্ঞান  
প্রসাদ) । যোগী জ্ঞানপ্রসাদবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাধ্যাসদ্ব্যংকর্ষণ-বিশিষ্ট  
ধ্যানরত হইয়া সেই নিষ্কল (নিরাকার) পুরুষকে দর্শন করেন ।” ইত্যাদি  
স্মৃতিপ্রমাণ যথা—“শ্বাসজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়ামতৎপর তমোগুণবর্জিত  
অতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করে  
সেই যোগলভ্য জ্যোতির (আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার ।” “যোগীরা  
সেই সনাতন ভগবানকে অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যশালী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান ।  
ইত্যাদি । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য আরাধক ভাব (সেবা  
সেবক-ভাব) স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিতে  
হয় কি-না । স্ত্রজকার তত্ত্বত্ত্বার্থ বলিতেছেন না, হয় না—

\* বখা প্রকাশাদয় উপাধিবু ভিন্নস্তে ন স্বত এবং প্রকাশাদিরাহ্মণি ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপায়ে  
ভিন্নস্তে ন স্বতঃ । অন্য চাবৈশেষ্যং একরসমভ্যাসাৎ তত্ত্বমস্যাধিশাস্ত্রান্দিয়ত ই

যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃত্যন্যোহনুলিকরকোদকপ্রভৃ-  
তিষু কর্মসূপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসস্তে ন চ স্বাভা-  
বিকীমবিশেষাভ্যন্তাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাত্ম-  
ভেদঃ স্বতঃস্বকাত্ম্যমেব। তথা হি বেদান্তেষু স্বভাষ্যাসেনাসক্-  
জীবপ্রাপ্তয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অতোহনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥\*

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদশ্চাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদশ্চ

যথা প্রকাশাদম্ উপাধিষু ভিদ্ভ্যস্তে ন স্বত এবং প্রকাশশ্চিদান্যাপি  
খ্যানদিকর্ষণ্যুপার্থে ভিদ্ভ্যতে স্বতত্ত্বত্বাবৈশেষ্যমেকসম্বন্ধমেব তত্ত্বমসীত্যভ্যাস-  
দিতি সূত্রযোজন। ইতি রত্নপ্রভা।

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অনুলি, করকা (বর্ষোপল) ও জল প্রভৃতি উপাধিতে ও সে সকলের প্রচলনাদিক্রিয়াক্রম উপা-  
ধিতে সবিশেষেব ভ্রায় (সবিশেষ=বিভিন্নাকার) দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্বকীয়ের  
স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না; সেইরূপ, এই আত্মাও উপাধি  
অনুসারে সেইসেইরূপে পরিদৃষ্ট হন। কিন্তু আত্মার একতাই স্বাভাবিক  
অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার সেই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে  
অত্যাশ- (অভ্যাস=পুনঃ পুনঃ কথন)-বাক্যে (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে)  
জীবাত্মপরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যাকতা আছে বলিয়াই জীব  
বিদ্যার দ্বারা আবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং আবিদ্যা নিবারণিত

যোজন।—আরাধ্য-আরাধক-ভাব মান্য করিলেই যে জীবপরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়,  
তাহা হয় না। প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধিভেদে ভিন্নপ্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব  
চিদাত্মা সেইরূপ চিত্তোপাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-ভাব প্রাপ্তের ন্যায়  
হন। বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ অর্থাৎ একরস। তাঁহার একরসত্ব তত্ত্বমসি শাস্ত্রের অভ্যাস  
অর্থাৎ বার বার কথন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

\* অত ইতি। ভেদম্যাবিদ্যাকৃতত্বাভেদশ্চ স্বাভাবিকত্বাদিত্যর্থঃ। জীবোহনন্তেন ব্যাপিনা  
পরমাত্মনৈক্যং গচ্ছতীতি পুরস্কীয়ম্। লিঙ্গং জাপকং ব্রহ্মারত্বফলশ্রুতিরূপম্।—যেহেতু ভেদ  
আবিদ্যাক—আবিদ্যাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব আবিদ্যাবিনাশের পর অপরি-  
চ্ছিন্ন পরমাত্মার একত্ব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্ববোধক শ্রুতিবাক্য আছে।  
(অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের ব্রহ্মত্বভাবপ্রাপ্তি রূপ ফল শুনা যায়, তাহাতে ভেদের উপাধি-  
কণ্ড ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব অনুমিত হইতে পারে)।



বিদ্যায়্যাহবিদ্যাং বিধুয় জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনান্ননৈকতাং  
গচ্ছতি । তথা হি লিঙ্গং 'স যো হ' বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ  
ব্রহ্মৈব ভবতি । ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বাহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥\*

তন্নিম্নেব সংরাধ্যসংরাদকভাবে মতাস্তরমুপগচ্ছতি স্বমত-  
বিশুদ্ধয়ে । কচিজীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যপদিশ্যতে 'ততস্ত  
তং পশ্যতি নিকলং ধ্যায়মানঃ' ইতি ধ্যাভ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃ-

জীবস্ত ব্রহ্মান্নফলশ্রুতিরূপলিঙ্গাদপি ভেদ ঔপাধিক এবৈত্যাহ হৃত-  
কারঃ । অতোহনন্তেনেতি । ইতি রত্নপ্রভা ।

অনেনাহিরূপেণাভেদঃ কুণ্ডলাদিকুপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং তেন বিষয়ভেদা-  
ভেদাভেদদ্বয়বিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা সর্বদোপলক্ষেরবিরোধঃ । বিরুদ্ধ-

হইলেই সে অপরিমিত পরমাত্মার সহিত এক হয় । ইহার নিদর্শন অর্থাৎ  
অমুমাপক শাস্ত্র এই—“যে এই পরব্রহ্মকে জানে সে পরব্রহ্ম হয় ।”  
“উপাসক জীব পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হলেন ।”  
ইত্যাদি । ( ব্রহ্মত্ব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল  
সুতরাং সে এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল ) ।

স্বমত পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাধক-ভাব বিষয়ে অত্র এব  
মত উত্থাপিত হইতেছে । কোন শ্রুতিতে জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা কথ-  
 আছে । যথা—“ধ্যানকারী সেই নিকল পরমাত্মাকে দেখিতে পায় ।”  
এই শ্রুতিতে ধ্যানকর্তার ও ধ্যাভ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক্ ব্যপদেশ দেখা যা  
এবং ঐ শ্রুতি দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্য-ভাবেও জীবপরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন । আবার  
অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অন্য শ্রুতি নিয়ম্য-নিয়ামক-ভাব  
দেখাইয়া তদ্ব্যবহারে ভিত্তিতা বলিয়াছেন । তদ্ব্যথা—“উপাসক সেই দিব

\* উভয়ব্যপদেশাক্রান্তোঃ সৰ্পকুণ্ডলিত্ত্বায়েন সিদ্ধান্তয়িতব্যঃ । যথা সৰ্পত্বেনাভেদঃ কুণ্ডল  
থাস্য সর্পাবস্থাবিশেষস্য কুণ্ডলিত্বেন ভেদঃ, এবং জীবাখ্যব্রহ্মত্বেনাভেদোজীবত্বেন চ ভেদ ই  
হৃতভাবপার্থ্য ।—যেহেতু ভিন্ন ও অভিন্ন এই দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়—সেই হেতু অহিকুণ্ডলে  
অমুমাপ সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য । অর্থাৎ সৰ্পভাব গ্রহণে অভেদ, কিন্তু তাহা কুণ্ডলাকার  
অবস্থা ভেদ অনুসারে ভিন্ন । ( কুণ্ডল=বলয়াকার অবস্থা । ভিন্ন=নানা । সৰ্প, কুণ্ডল  
ইত্যাদি ) । এইরূপ জীবও ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম এবং জীবভাবে অব্রহ্ম ও নানা ।

দ্রষ্টব্যত্বেন চ। ‘পর্যাপ্তং পুরুষমুপৈতি দিব্যং’ ইতি গন্তু-  
গন্তব্যত্বেন। ‘যঃ সৰ্ব্বাণি ভূতান্ভুতরোদয়ময়তি’ ইতি নিয়ন্তু-  
নিয়ন্তব্যত্বেন চ। কচিৎ তয়োরেবাভেদো ব্যপাদিশ্যতে—  
‘তদ্বমসি’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ‘এষ ত আত্মা সৰ্ব্বাস্তরঃ’ ‘এষ ত  
আত্মাহস্তর্ঘ্যাম্যমৃতঃ’ ইতি। তত্রৈবমুভয়ব্যাপদেশে সতি  
যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত ভেদব্যাপদেশো নিরালম্বন  
এব স্ম্যৎ। অত উভয়ব্যাপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তদ্বৎ  
ভবিতুমর্হতি। যথাহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীন  
চ ভেদ এবমিহাপীতি ॥ ২৭ ॥

মিতি হি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো ন যৎ প্রমাণেনোপলভ্যতে। আগমতশ্চ প্রমাণা-  
দেকগোচরাবপি ভেদাভেদৌ প্রতীয়মানৌ ন বিরোধমাবহতঃ সবিত্ত্বপ্রকাশ-  
য়োরিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণান্তেদাভেদাবিতি। প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদয়ো-  
বিরোধমাহ।

পর্যাপ্তং পুরুষকে প্রাপ্ত হন। “যিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায়  
ভূতকে অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন অথবা নিয়মের  
অধীন রাখিয়াছেন” ইত্যাদি। এতদ্বিন্ন, ঐশ্বর্য্যন্তরে অভেদ কখনও আছে।  
যথা—“তিনিই তুমি” “আমি ব্রহ্মই” “ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের  
অন্তরে—” “এই আত্মাই অন্তর্ধামী ও অমৃত (অমর বা মুক্ত)।”  
[ তত্রৈব...হাপীতি ] শাস্ত্রে ঐ দ্বিবিধ প্রকার ব্যাপদেশ (কোন কোন  
শাস্ত্রে জীবপরমাশ্রয় ভেদ, আবার অত্যাশ্রয় শাস্ত্রে অশ্রয়ভেদ, এই দ্বিপ্রকার  
উল্লেখ) দৃষ্ট হয়। যদি অভেদপক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা  
হইলে ভেদবাদিনী প্রতি আলম্বনশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ  
নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার তত্ত্ব (সাধার্থ্য্য) অহিকুণ্ডলের  
অনুরূপ হইতে পারে। যেমন সপ্তর্ষপ্রকারে অভেদ, একই, আর কুণ্ডলা-  
কার, আভোগ, প্রাংশু ও উদগতমুখ প্রকারে ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন;  
তেমনি, জীবও ব্রহ্মপ্রকারে অভিন্ন কিন্তু জীবত্বপ্রকারে ভিন্ন।  
(কুণ্ডলাকার=বলয়াকার অবস্থা। আভোগ=ফণা। প্রাংশু=দীর্ঘদণ্ডা-  
কার অবস্থা। বলিতার্থ—অবস্থা-ভেদে ভিন্ন; অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন।  
একই সর্প অবস্থা ভেদে কুণ্ডলী ও কণী প্রভৃতি আধার অভিহিত হয়)।

## প্রকাশাশ্রয়বদ্ধা তেজস্ব্যাং ॥ ২৮ ॥\*

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা প্রকাশঃ  
সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তুভিন্নাবুভাবপি তেজস্ব্যাকি-  
শেষাং অথ চ ভেদব্যাপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি ॥২৮॥

## পূর্ববদ্ধা ॥ ২৯ ॥†

যথা বা পূর্বমুপন্যস্তং প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি তথৈতৎ  
তদ্বিত্বমহীতি। তথা হবিদ্যাকৃতত্বাদ্বদ্ব্যস্ত বিদ্যয়া মোক্ষ

তদেবং পরমতমুপন্যস্ত স্বমতমাহ—

অয়মভিসন্ধিঃ।—যস্ত মতং বস্তুনোহহিহেনাভেদঃ কুণ্ডলেন ভেদ ইতি  
স এবং ক্রবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে কিমহিহকুণ্ডলেষু বস্তুনো ভিন্নে উতাভি-  
হীতি। যদি ভিন্নে অহিহকুণ্ডলেষু, ভিন্নে ইতি বক্তব্যং ন তু বস্তুনন্তাত্মা  
ভেদাভেদৌ। ন হত্বভেদাভেদাত্মামন্তঃসত্ত্বমভিন্নং বা ভবিতুমহীতি। অহি

জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অমুরূপ জানিবে  
যেমন সূর্যালোক ও সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্বে সমান  
অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ, জীবপরমাত্মা অত্য-  
ভিন্ন না হইলেও কাল্পনিক ভেদব্যবহারের আশ্পদ হয়।

অথবা, ইতিপূর্বে যে “প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং” হত্ব বলা হইয়াছে  
তদনুসারে উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পার। তাহার বিবরণঃ  
ফলিতার্থ—বন্ধন অবিদ্যাকৃত, সেই জন্তই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়। জীব যদি

\* যথা সূর্য্যপ্রকাশারেকতেজস্বৈকধর্ম্মাবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাত্মানোরূপাকৌ  
বাস্তবত্বধর্মেণ ভেদাভেদৌ প্রতিফলাৎ স্বীকৃত্যেতে ইতি স্বেজনা।—যেমন একমাত্র তেজোর  
ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (সূর্য ও আলোক) গ্রহণ করা হয়, সেইর  
আজ্ঞার ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মেরও ভেদাভেদ (ব্রহ্ম ও জীব) প্রতিফলিতকৃত হইতে পারে।

† সিদ্ধান্তসূত্রেমেতৎ। পূর্ব্ববৎ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতিবৎ। যথা প্রকাশাকাশাদ  
স্বরূপৈকরূপা উপাধিভিত্তি স্বভিন্নরূপা এবমাত্মা স্বরূপৈকরূপ উপাধিভিত্তি জীবাশ্রয়ৈক  
ইতি নির্গলিতার্থঃ।—কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার অভেদ কথন ও শাস্ত্রান্তরে  
কথন থাকার সেই বিশেষাদ ভিন্নার্থ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার। অর্থাৎ প্রকাশাদি  
দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতেও পার। যেমন আলোক স্বরূপতঃ এক বা অভিন্ন, কিন্তু উপাধিগো-  
ভিন্ন, তেমনি, আত্মাও স্বরূপতঃ অভিন্ন (জীব ও পরম এক) পবন বুদ্ধাদিবোপে জি-  
(জীব স্বতন্ত্র ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র)।

উপপদ্যতে । যদি পুনঃ পরস্পরার্থতঃ এব বন্ধঃ কশ্চিদাত্মাহি-  
কুণ্ডলম্বায়েন বা পরমাত্মনঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাত্ম্যম্বায়ে-  
নৈবৈকদেশভূতোহিভূতপগম্যোত ততঃ পারমার্থিকস্ত বন্ধস্ত  
তিরস্কর্তৃমশক্যত্বামোক্ষশাস্ত্রবৈমর্থ্যং প্রসজ্যেত । ন চাক্রো-  
ভাবপি ভেদাভেদৌ ঐতিস্তল্যবদ্ব্যপদিশতি । অভেদমেব হি  
প্রতিপাদ্যন্তেন নির্দিশতি ভেদস্ত পূর্বপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্য-  
র্থাস্তরবিবক্ষয়া । তস্মাৎ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব  
সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৯ ॥

প্রসঙ্গাৎ । অথ বস্তনো ন ভিদ্ম্যেত অহিকুণ্ডলস্তে তথা সতি কো ভেদা-  
ভেদয়োঃ কিংবদন্তভেদন্তর্যোক্তনোহনন্তভেদাভেদাৎ । ন চৈকবিষয়ত্বেহপি সদাহু-  
ভূয়মানত্বাভেদাভেদয়োঃ বিরোধঃ । স্বরূপবিরুদ্ধয়োঃ প্যবিরোধে ক নাম  
বিরোধো ব্যবতিষ্ঠেত । ন চ সদাহুভূয়মানং বিচারাসহং ভাবিকং ভবিতুম-  
র্হতি । দেহাত্মভাবস্তাপি সর্বদাহুভূয়মানস্ত ভাবিকপ্রসঙ্গাৎ । প্রপঞ্চিতঐক্য-  
দ্বাভিঃ প্রথমমন্ত্র ইতি নেহ প্রপঞ্চিতম্ । তস্মাদনাদ্যবিদ্যানিবিক্রীড়িতমেবৈক-  
ত্বাত্মনো জীবভাবভেদো ন ভাবিকঃ । তথা চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তাবপবর্গ-  
সিদ্ধিঃ । তাৎক্ষিকত্বে তন্ত ন জ্ঞানানিবৃত্তিসম্ভবঃ । ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদমুদপবর্গসাধন-  
মন্তি । ষাধাঃ স্রুতিঃ—‘তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাত্তঃ পশ্বা বিদ্যতে-  
হয়নায়ে’তি । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

সত্য সত্যই বন্ধব্ধাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্মার  
অবস্থা বিশেষ হইতে পারে, প্রকাশাত্ম্যের দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হইতে  
পারে । কিন্তু তত্ত্বের পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না । বন্ধনের তির-  
স্কার (মোচন) ব্যতীত মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না । (মোক্ষ শাস্ত্রের  
সার্থক্য বা প্রামাণ্য রক্ষার্থ বন্ধনের অসত্যতাই স্বীকার্য্য) । স্রুতি ভেদ ও  
অভেদ উভয় প্রকার বলিরাছেন সত্য ; পরন্তু তাহা তুল্যরূপে বলেন নাই ।  
(তুল্যরূপে বলিলেও উভয়সত্যতা স্বীকার্য্য হইতে পারে না । যেহেতু তাহা  
বিরুদ্ধ । একের তাদৃশ বৈরূপ্য অবশ্যই যুক্তিবিরুদ্ধ) স্রুতি অভেদকেই  
প্রতিপাদ্যরূপে বলিরাছেন । ভেদ লোকসিদ্ধ, সুতরাং অস্ত্র এক উদ্দেশে  
তাহার অনুবাদমাত্র করিরাছেন । অতএব, প্রকাশের ত্রায় অভেদ, এই সিদ্ধা-  
ন্তই সংসিদ্ধান্ত । (প্রকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ একরূপ, কিন্তু উপাধি-  
বোধে ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ । জীবপরমাত্মার ভেদভেদ ইহারই অনুরূপ) ।

## প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩০ ॥\*

ইতঃশ্চৈব এষ সিদ্ধান্তো যৎকারণং পরমাধাত্বনোহিত্ত  
চেতনং প্রতিষেধতি শাস্ত্রং ‘নাহোহতোহস্তি দ্রুকা’ ইত্যো  
মাদি । ‘অথাৎ আদেশো নেতি নেতি । তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ক  
মনপরমনস্তরমবাহুঃ’ ইতি চ । ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাক  
ণাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চৈব এষ সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩০

## পরমতঃ সেতুগ্ৰন্থানসম্বন্ধভেদ-

## ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥†

যদেতন্নিরন্তরসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্বারিতমত্রাস্মাৎ পরমতঃ

( ব্রহ্মমাত্র পরিশেষে হেতুস্তরমাহ প্রতীতি । প্রতিষেধাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত  
প্রপঞ্চনিরাকরণাৎ প্রত্যুত্তি শেষঃ । )

যদ্যপি প্রতিপ্রাচ্যাদ্যাদিব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং নাস্তীত্যবধারিতং তথা

এ হেতুতেও ঐ সিদ্ধান্ত সাধু—যেহেতু “ইহাঁ হইতে ভিন্ন, এমন দ্র  
নাই” এই শাস্ত্র পরমাধাত্ব ব্যতীত অতঃ চেতন নাই বলিয়াছেন । “অনর  
উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে । সেই এই ব্রহ্ম অপূ  
( অনাদি ), অনপর ( অনন্ত ), অনন্তর ( অপরিচ্ছিন্ন ) ও অবাহু অর্থ  
একরস ।” এ শাস্ত্রও ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতনের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন  
প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অনস্তিত্ব, ব্রহ্মই নিষেধে  
সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন, এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাক  
প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয় ।

পরমাধাত্ব হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন এমন তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতি  
বিরোধ থাকায় সংশ্লিষ্ট । অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে । ( ইহা পূ

\* নাহোহতোহস্তি ব্রহ্মৈত্যাশিষ্যাদ্যাদিব্রহ্মভেদবাদঃ সাধীয়াসিতি সূত্রার্থঃ ।—“ইহা হই  
ভিন্ন দ্রুকা নাই” ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবতাবের পারমার্থিকতার নিষেধ থাকতে অভেদ প  
শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক ।

† পুনঃ পূর্বপক্ষসূত্রম্ । অতঃ অস্মাৎ পরমান্বনঃ পরং অন্যৎ তত্ত্বং জীবাধ্যমসীতি এ  
ব্যপদেশাৎ উগ্ৰানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চাবগম্যমিতি ।—পরমাধাত্ব  
রিক্ত তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধন্য নহে । কারণ এই যে, প্রতি সেতু প্রভৃতির দৃষ্টা  
ভেদনিশ্চয় করাতে পরমাধাত্বরিক্ত তত্ত্বের ( জীবের ) পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতীত করাইয়াছেন ।

কৃতমতি নাতীতি প্রকৃতিবিশিষ্টমতিঃ প্রমাণং। কানিচিরা-  
 কায়াগোপিতমতিঃ প্রতিভাসদ্বা নানি। অকারণোপিতঃ পরমমতঃ  
 তৎ প্রতিপাদকতীতি। তেষাং পরিহারমতিধাতুমরূপকমঃ  
 ক্রিয়তে। পরমমতঃ অকারণোহতঃ তৎ ভবিতুমর্হতি।  
 কৃতঃ। সেতুব্যাপদেশাৎ, উদ্ভাবনব্যাপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যাপদেশাৎ,  
 ভেদব্যাপদেশাচ্। সেতুব্যাপদেশস্তাবৎ ‘অথ য আত্মা স  
 সেতুর্বিধৃতিঃ’ ইত্যঙ্গশকাভিহিতস্ত ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীৰ্ত-  
 য়তি। সেতুশব্দে হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে যুদ্ধা-  
 র্কাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ। ইহ চ সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি  
 লৌকিকসেতোরিবাশ্বেতোরশ্চ বস্তুনোহস্তিত্বং গময়তি।  
 সেতুং তীর্থা ইতি চ তরতিশব্দপ্রয়োগাৎ। যথা লৌকিকং  
 সেতুং তীর্থা জঙ্গলমসেতুং প্রাপ্তৌ তীতি গম্যতে, এষমাঙ্গানং

দ্বাদশীক্রীতানামাত্তত্ত্ববিবোধদর্শনাৎ তৎপ্রতিসামান্যার্থমরমারভঃ। “জা-  
 নং” স্থলম্। প্রকাশবদনত্ববজ্জ্যোতিঃদায়তনবদিতি পাদা-ব্রহ্মণশ্চায়-  
 ত্বাং পাদানামকান্ত্রৌ শকাঃ। তেহষ্টাবস্ত ব্রহ্মণ ইত্যষ্টকং ব্রহ্ম। বোদ্ধ-  
 য়াহত্রেতি বোদ্ধশব্দম্। তদ্বযথা প্রাচীপ্রতীচীদক্ষিণোদীচীতি চতস্রঃ কলা  
 বববা ইব কলাঃ স প্রকাশবান্নাম প্রথমঃ পাদঃ। এতদুপাসনায়াং প্রকাশ-  
 ন্ সুখ্যো ভবতীতি প্রকাশবান্ নাম পাদঃ। অথাপরা পৃথিব্যন্তরিকং দ্যৌঃ

ক)। কোন কোন ক্রতির প্রবণমাত্রে প্রতীতি হয়, সে সকল ক্রতি যেন  
 দ্বিভিন্ন তর (কৌব) আছে বলিতেছে। তৎপরিপ্রোধনর্থ বা সে সকল  
 তির তাৎপৰ্য্য নিরূপণার্থ এতৎ স্থলের অবতারণা। উল্লিখিত সংশয়ের পর  
 রূপকে এইরূপ পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এরূপ তত্ত্বান্তর আছে।  
 ধ্যৎ ব্রহ্মভিন্ন, আর পদার্থ আছে। [ কৃতঃ... দেশাচ্ ] কেন-না, ক্রতিতে  
 ত্বং ব্যাপদেশ, উদ্ভাবনং ব্যাপদেশ, সম্বন্ধের ব্যাপদেশ ও ভেদের ব্যাপ-  
 শ (উল্লেখ) দ্বারা [ সেতু... গম্যতে ] সেতুর ব্যাপদেশ দ্বারা—  
 নি আত্মা, তিনিই লৌকিকমধ্যস্থ বিধায়ক সেতু। এই ক্রতি আত্ম-  
 র ব্রহ্মকে বলিয়াছেন এবং তীর্থাতে সেতু বলিয়া কীর্তন করিয়া-  
 য়। লোক সকল জলপ্রবাহবিচ্ছেদকারক মৃত্তিকারচিত অথবা কাষ্ঠাদি-

সেতুং তীৰ্ভাহ্নান্নান্নসেতুং প্রায়োতীতি সম্যাতে । উন্মী  
ব্যপদেশশ্চ ভবতি 'তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদকশব্দং মোড়  
কলং' ইতি । যচ্চ লোকে উন্মিতমৈতাদিদমিতি পরিচ্ছ  
কার্যপণাদি ততোহন্যদ্বস্ত্বীতি প্রসিদ্ধং তথা ব্রহ্মণোহপ্যন  
নাং ততোহচ্ছেন বস্ত্বনা ভবিতব্যমিতি সম্যাতে । তথা সখ্য  
ব্যপদেশো ভবতি 'সতা সোম্য তদা সম্প্রায়ো ভবতি' 'শার

সমুদ্র ইতি চতস্রঃ কলা এষ দ্বিতীয়ঃ পাদোহনন্তবান্নাম সোহনমনন্তব্ধেন ও  
নোপাত্তমানোহনন্তবমুণাসকজ্ঞাবহতীত্যানন্তবান্ পাদঃ । অধারিঃ স্ব্যশ্চ  
বিজ্ঞাদিতি চতস্রঃ কলাঃ স জ্যোতিষ্মান্নাম পাদন্ত্বীয়ন্তদুপাসনা জ্যোতি  
ভবতীতি জ্যোতিষ্মান্ পাদঃ । অথ আগশ্চক্ঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতস্রঃ ক

রচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বৈলে । প্রদর্শিতস্থলে শ্রুতি আশ্রয়কে ।  
বলীর স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আশ্রয়সেতু  
তদতিরিক্ত পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে । শ্রুতিতে "সেতুং তীৰ্ভা—  
উত্তীর্ণ হইয়া" এরূপ প্রয়োগও আছে । লোক সকল ব্রহ্মপ লৌ  
সেতু অতিক্রম করিয়া ( পার হইয়া ) জ্ঞানল ( স্থল ) প্রাপ্ত হয়, তা  
সাধকও আশ্রয়সেতু উত্তরণ করিয়া অনাশ্রয়পদার্থ প্রাপ্ত হয় । [ উন্মী  
গম্যাতে ] ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশে উন্মীনের ব্যপদেশও দেখা যায় । ( উন্মী  
পরিমিত প্রমাণ ) । যথা—“সেই এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশব্দ ও বে  
কলায়ক । ” \* লোক মধ্যে যে-কিছু বস্তু উন্মিত অর্থাৎ এত বড় বা  
সংখ্যক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত বা পরিমিত ( পরিচ্ছিন্ন ) বলিয়া ব্য  
হয়, সে সকল ছাড়া যে অল্প বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দিষ্ট পরি  
কথনের দ্বারা প্রতীত হয় । তদুপাঙ্গে ব্রহ্মও নির্দিষ্ট পরিমাণের  
থাকার ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষ হইতে পারে । [ তথা...গম্যা

\* চারিটি বিষ্ণু চারিটি কলা ( অংশ ) । ইহা ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ । পৃথিবী, অ  
গ্নি ( স্বর্গলোক ) ও সমুদ্র, এই কলাচতুষ্টয় তাহার অনন্তবান্ নামক পাদ । জমি, হাট,  
বিহাৎ, এই চারিটি কলা এবং ইহা তাহার জ্যোতিষ্মান্ নামক পাদ । চক্ষু, শ্রোত্র, ও  
আগ্নি, ইহা অপর কলাচতুষ্টয়—এই কলাচতুষ্টয় তাহার জ্ঞানতরুদান্ নামক পাদ । ব্রহ্ম ও  
চতুষ্পাদ । চারি পাদের অর্ধেক অর্ধেক ৮ আটটি শব্দ অর্থাৎ ক্রমঃ কৈম পদার্থকে পা  
হইয়াছে তাহা উপনিষদ দেখিলে প্রতীত হইবে । ভাস্করী দেখুন, উপনিষদম্বলোকে  
পাইবেন । প্রাচ্যাদি ও পৃথিব্যাগ্নি দুই দুই পদার্থে এক একটা লক্ষ । এরূপ লক্ষ  
লোকসমূহের প্রয়োজনীয় । প্রত্যেক পাদে ৪টি কলা, তদনুসারে চতুষ্পাদে ১৬ কলা ।

দ্বারা প্রাদেশিকতা সম্পর্কিত” ইতি চ । অমিতানাং সিন্ধু-  
নদীসদৃশে । যথা নদীনাং নগরেণ । জীবানাং ব্রহ্মণা সর্বত্র  
ব্যপদিশতি সর্বত্র । অতস্ততঃ পরমতত্ত্বমিতীতি গম্যতে ।  
ভেদব্যপদেশশ্চৈতনমর্থং গময়তি । তথাহি “অথ য এবোহস্ত-  
রাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষোদৃশ্যতে” ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং  
ব্যপদিশ্য ভেদোভেদেনোক্ত্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশতি “অথ য  
এবোহস্তরাদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি । অতিদেশকাস্থান্যনা-  
রূপাদিবু ক্রোতি ‘তস্মৈ তস্য যজ্ঞপং তদেব রূপং যদমুখ্যরূপং  
যাবমুখ্যং গেষ্টো তৌ গেষ্টো যন্নাম তন্নাম’ ইতি । সাবধিক-  
ক্ষেত্রত্বমুভয়োর্ব্যপদিশতি ‘যে চামুখ্যাং পরাক্ষো লোকান্তে-  
যাঞ্চেদে দেবকামানাঞ্চ’ ইত্যেকম্ । ‘যে চৈতন্যাদেবকো

শব্দার্থঃ পাদ আয়তনবান্নাম । এতে দ্বাণাদয়োহি গন্ধাদিবিষয়া মন আয়তন-  
মাপ্রিত্য ভোগসাধনং ভবজীত্যায়তনবান্নাম পাদঃ । তদেব চতুর্পাদব্রহ্ম-  
শব্দং বোদ্ধশকলমুদ্বিগতং শ্রুত্যা । অতস্ততোব্রহ্মণঃ পরমতত্ত্বমিতি । ত্রাদেতৎ ।  
অস্তি চেৎ পরিসংখ্যায়োচ্যতামেতাবদিত্যত আহ—“অমিতমস্তীতি” প্রমাণ-

এতদ্বিত্ত, সর্বত্রের উল্লেখও আছে । যথা—“হে সৌম্য ! খেতকতো ! সেই  
সময়ে জীব সংস্পর্শ হয় ।” (সং—ব্রহ্ম, সম্পত্তি—তত্ত্বাবপ্রাপ্তি) “তখন  
এই শরীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিণত হয় । সেই  
কারণে সে বাহ্যিক ও আন্তরিক জ্ঞেয় জানে না ।” যেমন নরের সহিত  
নগরের সন্ধ, তেমনি, এই সকল ঐতিহ্যে অপরিমিতের সহিত পরি-  
মিতের (ব্রহ্ম অপরিমিত, জীব পরিমিত) সন্ধ-বিশেষ হওয়া বর্ণিত  
হইয়াছে । ঐতি যখন সুবৃত্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সন্ধ হওয়া  
বর্ণন করিয়াছেন, তখন কেননা বুঝিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এমন এক  
পদার্থ (জীব) আছে ? [ভেদ...ঐতিহ্যতে.] ঐতিহ্যে যে ভেদব্যপ-  
দেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থের বোধক । ভেদব্যপদেশ বলা—“আদিত্যের  
অন্তরে ঐ যে হিরণ্য-পুরুষ দেখা যায়—” এইরূপে ঐতি আদিত্যাধার  
ঐশ্বরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঐশ্বরকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন  
করিয়াছেন । বলা—“এই যে চন্দ্রর অন্তরে পুরুষ—” ইত্যাদি । তাহার পরে  
ঐতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ করিয়াছেন ।



লোকান্তেধাক্ষেপে । ইন্দ্রকামনিঃ । ইত্যাদি । যথা  
 মাগধস্ত রাজ্যমিদং বৈদেহ্যেতি । এবং তেতাং সেবাসিক্স  
 দেশেত্যো ব্রহ্মণঃ পরমহীত্যেবং ইত্যেবং প্রতিপদ্যতে ॥৩১॥

### নামান্যাত্ম ॥ ৩২ ॥\*

‘কুশলেন প্রদণিতাং প্রাপ্তিং ত্রিকণ্ঠি । মঃ ব্রহ্মণেহিহ  
 কিকিঞ্চিভিভূষতি প্রমাণতিবাং । ন হস্তাত্তিহে কিকি

মিহঃ । ন যেতাবসিত্যর্থঃ । তেদব্যপদেশচ্চ ত্রিঃপ্রকারঃ । আধারতচ্চাতিশে  
 তচ্চাবধিতচ্চ ।

জগতন্তর্য্যাদান্যাত্ম বিধারকত্বক সেতুসামান্তম্ । যথা হি তন্তব্যঃ প  
 বিধারয়তি তদুপাদানত্বাদেবং ব্রহ্মাপি জগদ্বিধারয়তি তদুপাদাবকত্বাৎ

যথা—“এই চাক্ষুর্-পুরুষের সেইরূপ রূপ । আদিত্য-পুরুষের যে রূপ, অগ্নি  
 পুরুষেরও সেই রূপ । আদিত্য-পুরুষের যে গেষ, অগ্নি-পুরুষেরও সেই গেষ  
 আদিত্য পুরুষের যে নাম, অগ্নিপুরুষেরও সেই নাম ।” ইত্যাদি । অর্থাৎ  
 আদিত্যাদির ঈশ্বরের এবং নৈত্রাদির ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছেন  
 অসীম ঈশ্বরের কথা বলেন নাই । যথা—“সেই লোকের উপর যে দে  
 ভোগ্য লোক, এই আদিত্যপুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিরুত্তর ।” “যা  
 ক্ষা হইতে মনুষ্যভোগ্য নিম্ন লোক, এই অগ্নিপুরুষ তাহার নিরুত্তর ।  
 লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বর্ণন করে  
 যেমন বলে, এই রাজ্য মগধরাজের এবং এই রাজ্য বিদেহরাজের, ইত্যাদি  
 তেমনি ঋতিও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন  
 অতএব, ঋতি যখন সেতু প্রভৃতি নিদর্শনের দ্বারা তত্ত্ব বর্ণন করি  
 ছেন তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মভিন্ন সত্ত্ব তত্ত্বও আছে  
 এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তিতে পুঠিত হয়—(ঐ সেত্বাদি ব্যপদেশে সামান্তর  
 অর্থাৎ গোপ ; মুখ্য নহে ।)

প্রাণ পূর্বপক্ষ—যাহা কেশান বা বলা হইল—তাহা কুশলেন দ্বা  
 বিদূরিত করা বাইতেছে । বিশদার্থ এই যে, প্রমাণ দ্বা প্রমাণ্য কি

\* সেতুসামান্তং সেতুব্যপদেশ ইতি যোক্তব্যম্ । জগতন্তর্য্যাদান্যাত্ম বিধারকত্ব প  
 সামান্যত্ব-ঋতিতে সেতুপাদেশে অর্থাৎ আধার যে সেতুপদের প্রদোশ—তাহা কো

প্রমাণমূলক প্রমাণে সর্বত্রই অনিবার্য বস্তুভিত্তিক প্রমাণিত  
 প্রমাণে প্রমাণিত। প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক প্রমাণে প্রমাণিত।  
 চ প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক প্রমাণে প্রমাণিত। প্রমাণে প্রমাণিত  
 আসীদে কমেবাবিভক্তি। ইত্যবসারবৎ। একবিভক্তমেম  
 সর্ববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। ন চ প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক  
 কল্পে। নহু মেবাদিকপদে। প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক  
 সূচ্যস্তাভ্যুত। ইত্যবসারবৎ। প্রমাণে প্রমাণিত  
 বাহ্য সত্য। প্রতিষ্ঠানিত কল্পে। ‘সেতুয়ায়েতি হাহ ন  
 পুনন্ততঃ পরমন্তি’ ইতি। তত্র পরমন্তিসতি সেতুঃ নাব-  
 কল্পত ইতি পরং কিমপি কল্পে। ন চেতম্যাম্য। হঠে

তদ্ব্যাপ্তান্যক বিধারক প্রমাণ। ইত্যবসারবৎ প্রমাণে প্রমাণিত  
 সোপাননিধিরূপ নিম্নলিখিত। বস্তুভিত্তিক প্রমাণে প্রমাণিত

প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক প্রমাণে প্রমাণিত। প্রমাণে প্রমাণিত  
 পাই না। প্রমাণে প্রমাণিত। প্রমাণে প্রমাণিত।  
 বাহ্য বাহ্য প্রমাণে প্রমাণিত। তাহাই প্রমাণে প্রমাণিত  
 অনতিপ্রমাণিত। [ন চ...কল্পে] প্রমাণিত প্রমাণিত  
 অর্থঃ নিত্যবস্তু। অসম্ভব। “হৃদয় পূর্বে এক অধিকার সৎ-ই ছিল”  
 এই অবসারবৎ ও একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিষ্ঠার দ্বারা  
 প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক প্রমাণে প্রমাণিত। প্রমাণে প্রমাণিত  
 বলিতে পার, সেতুয়াপদে প্রমাণে প্রমাণিত প্রমাণে প্রমাণিত  
 হচক, অসম্ভব, তাহা কলা হইয়াছে, তহুতরে বলিতেছি, তাহা নহে।  
 অর্থঃ এ সকল ব্যাপ্তি প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক প্রমাণে প্রমাণিত  
 প্রমাণে প্রমাণিত। সেতুয়াপদে (সেতুয়াকে প্রমাণে প্রমাণিত) প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক  
 প্রমাণে প্রমাণিত করিতে পার না। “এক বলিয়াছে, প্রমাণে প্রমাণিত  
 প্রমাণে প্রমাণিত প্রমাণিত বস্তুভিত্তিক প্রমাণে প্রমাণিত।  
 প্রমাণে প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত।  
 প্রমাণে প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত।

এ সেতুয়াপদে প্রমাণে প্রমাণিত। প্রমাণে প্রমাণিত।  
 প্রমাণে প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত প্রমাণিত।



### বুদ্ধ্যর্থঃ উপাসনাব্যাপ্তিঃ

বদন্ত্যুত্থানব্যাপদেশাদতি পরামিতি তত্রাতিব্রীহতে ।  
উত্থানব্যাপদেশোহপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রতিপত্ত্যর্থঃ । কিম-  
র্থন্তুহি । বুদ্ধ্যর্থঃ উপাসনাব্যাপ্তিঃ ইতি যাবৎ । চতুষ্পাদউল্লং-  
ঘোড়শক্লমিত্যেবং রূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা  
স্বাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উত্থানকল্পনৈব জিহ্বতে । ম  
হাবিকারেহনন্তে ব্রহ্মণি সর্বৈঃ পুষ্টিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপ-  
য়িতুং মন্দমব্যোক্তিমবুদ্ধিহাব পুংসামিতি । শাসনং । যথা মন-  
আকাশমোরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকরোহান্নাতরোশচ-  
হারো বাগ্যান্নয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে, চত্বারশচ-

মনসোব্রহ্মপ্রতীকস্ত সমারোপিতব্রহ্মভাবস্ত বাগ্জ্ঞাপনকুঃ প্রোত্থমিতি  
চয়ঃ পাদাঃ । মনোহি বক্তব্যাত্ত্যবদ্রষ্টব্যপ্রোত্থব্যান্ গোচরান্ বাগাদিভিঃ  
সঙ্করভীতি সঙ্করণসাধারণতয়া মনসঃ পাদান্তদিদমধ্যাত্মম্ । আকাশস্ত ব্রহ্ম-  
প্রতীকস্তাখিবাধুরাদিত্যোদিশ ইতি চত্বারঃ পাদাঃ । তে হি ব্যাপিনো নভস  
উদর ইব গোঃ পাদা বিলরা উপলক্ষ্যন্ত ইতি পাদাঃ । তদিদমধিদৈবতম্ ।

বলিয়াছিলে, স্মৃতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের কখন থাকার পৃথক্ পর-  
মাণ্য থাকে। প্রতীত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।  
সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের কখন ব্রহ্মভিন্নের প্রতিপাদক নহে । তাহার  
কখন জ্ঞানের অর্থাৎ উপাসনার জন্ত; সুতরাং তাহা উপাসনারই প্রতি-  
পাদক । [চতুঃমিতি] যদি বল, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশক ও বোষড়কল, †  
ব্রহ্মে এতরূপ জ্ঞান কিরূপে স্থির থাকিবে? সত্য হইবে? ব্রহ্ম অনন্ত;  
তাঁহাতে এরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্মে পরি-  
মাণ করনা বিকারযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মভাত পদার্থ ঘটতি । নচেৎ কোনও  
পুরুষ নির্বিকার অসীম ব্রহ্মে এই রূপ পরিমিত জ্ঞান স্থাপন করিতে  
সমর্থ নহেন । [পরিবৎ... দিত্যর্থঃ] ব্রহ্মধ্যানের প্রতীক মন ও আকাশ

\* বুদ্ধ্যর্থঃ উপাসনাব্যাপ্তিঃ ইতি যাবৎ । বলা শৌক্যক কবীপণানো পাদবিত্তাগো  
বৃত্তে, অধিহাশি । —পরিমাণসম্বন্ধে ব্রহ্মভিন্নপাদক নহে । তাহা কেবল উপাসনার্থ অথবা  
সুখবোধার্থ কামিরে ।

† ইহা এক ব্রহ্মের উপাসনার বিবরণ । ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । সর্বত্রও বলা হইবেক ।  
অরণ্যক স্মৃতিতে ইহার বিশদ উপদেশ আছে ।



যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যাপদেশান্তেদব্যাপদেশাচ্চ পরমতঃ স্খাদিতি ।  
তদপ্যসৎ । যত একস্তাহপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ  
ব্যাপদেশাব্যাপদ্যেতে । সম্বন্ধব্যাপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যা-  
লুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুভূতস্ত্য বিশেষবিজ্ঞানস্তোপাধ্যুপ-  
গমে য উপশমঃ স পরমাত্মনা সম্বন্ধ ইতু্যপাধ্যাপেক্ষয়োপচ-  
র্যতে ন পরিমিতত্বাপেক্ষয়া । তথা ভেদব্যাপদেশৌহপি ব্রহ্মণ  
উপাধিভেদাপেক্ষ্যৈবোপচর্য্যতে ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া ।  
প্রকাশাদিবদিত্যুপমোপাদানম্ । যথৈকস্ত্য প্রকাশস্ত্য সৌর্য্যস্ত্য  
গচ্ছন্নমসস্ত্য বোপাধিযোগাদুপজাতবিশেষস্তোপাধ্যুপশমাৎ  
দম্বন্ধব্যাপদেশৌ ভবতু্যপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যাপদেশঃ । যথা

‘উপশমেহভিভবে স্ববৃণ্ডাবস্থানমিতি । তথা ভেদব্যাপদেশৌহপি ত্রিবিধো  
ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষ্যেতি । যথা সৌর্য্যজ্ঞানমার্গনিবেশিত্তঃ সবিতৃভাসো  
পালমার্গোপাধিভেদান্তিমা ভাসন্তে তদ্বিগমে তু গভস্তিমণ্ডলেনৈকীভবন্ত্যত-

ল্লেন্থ আছে, স্ততরাং জীবভিন্ন পরমাত্মা আছে, সে কথা অসৎ ।  
কননা, এক বস্তুর স্থান-বিশেষ অনুসারে ঐরূপ ( ভেদ ও সম্বন্ধ ) ব্যাপদেশ  
ইতে দেখা যায় । [ সম্বন্ধ...পেক্ষয়া ] সম্বন্ধ প্রদর্শন বাক্যের অর্থ এই যে,  
জ্ঞাদি উপাধির যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান ( ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ) জন্মে, স্ততরাং  
ন সকল উপাধির অভাবে একাধিত্বই অবশিষ্ট হয় । ইহাতে বৃত্তিতে  
ইবে যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধাদিস্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্তের  
ায় হন, স্ততরাং তাঁহার সহিত বুদ্ধাদির যে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক ।  
[ থাৎ উপচারক্রমেই তদ্রূপ সম্বন্ধের ব্যাপদেশ । অপিচ, সে ব্যাপদেশ  
জ্ঞাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন । কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি  
মন প্রভৃতি পরিমিত পদার্থ ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্মও তদ্রূপপ্রায় ।  
তথা...স্তদ্বৎ ] ভেদব্যাপদেশও উপাধিভেদ অনুসারী স্ততরাং ঔপচারিক ।  
লতঃ তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক ।  
মন একই সৌর্যালোক অথবা চন্দ্রালোক অনুল্যাди উপাধির দ্বারা  
শেষভাব ( ভিন্ন ভিন্ন আকার ) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি বিগমে তাহা  
কিংশেষ অর্থাৎ একরূপ হয়, সেস্থলে যেমন সে সকলের সে সম্বন্ধ ও

বা সূচ্যাকাশাদিমূপাধ্যাপেক্ষয়ৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভব-  
স্তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥

### উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥\*

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ্ এষ সম্বন্ধো নান্শাদৃশঃ । য-  
স্মপীতো ভবতি, ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধমেনমামনন্তি । স্বরূপ  
চানপায়িত্বাৎ ন নরনগরাত্মায়েন সম্বন্ধো ঘটতে । উপাধিকৃ-  
তস্বরূপতিরোভাবাতু ‘স্মপীতো ভবতি’ ইত্যুপপদ্যতে । ত-  
ভেদোহপি নান্শাদৃশঃ সম্ভবতি বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বর  
বিরোধাৎ । তথা চ শ্রুতিরেকশ্রুত্যাশ্রয়স্থানকূ-

ন্তেন সম্বন্ধস্ত ইব এবমিহাপীতি । শ্রাদেতৎ । একীভাবঃ কস্মাদিহ সম্ব-  
ন্ধক্খিদ্ধ্যাধ্যায়তে ন মুখ্য এবৈত্যেতৎ সত্রেণ পরিহরতি ।

স্মপীত ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধং ক্রুতে । স্বভাবশ্চেনেন সম্বন্ধে ন স-  
ন্ততঃ স্বাভাবিকস্তাদাত্ম্যান্নাতির্যচ্যত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ । ত-  
ভেদোহপি ত্রিবিধো নান্শাদৃশঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ ।

সে ভিন্নতা সেই সেই উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মবিষয়-  
সম্বন্ধ ও ভেদও উপাধিযোগে পরিকল্পিত ।

ব্রহ্মবিষয়ে ঐরূপ ( ভেদনিবৃত্তিরূপ ) সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অত্ৰ কে-  
রূপ মুখ্য ( সংযোগাদি ) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না । “স্বষ্টিপ্তিকালে আপনাত-  
লয়প্রাপ্ত হন” এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন । স্বরূপ অ-  
শ্বর । অতএব, নরের সহিত নগরের যেরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জী-  
ব পরমাত্মার ঘটনা হয় না । উপাধির দ্বারা স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকায় “আ-  
নাতো অপ্যয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন” এ কথা সহজেই উপপন্ন হইতে পারে  
[ তথা...ইতি চ ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ নহে । কেননা, তা-  
একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ । শ্রুতি একই আকাশের স্থানকূ-

\* উপপত্তেরপি ভেদনিবৃত্তিরূপঃ সম্বন্ধো জ্ঞেয়ো ন তু মুখ্যঃ সংযোগাদিঃ । বস্তুতঃ সম্বন্ধ-  
ভেদোহপি ন স্ত একত্বশ্রুতেরিতি নিকর্ষঃ ।—সম্বন্ধকৃৎন ও ভেদবর্ণন মুখ্য নহে, কিন্তু সে-  
কেননা, গোপ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিলভ্য । বস্তুতঃ না থাকায় মুখ্য সংযোগাদিসম্বন্ধ-  
মুখ্যভেদ উপপন্ন হয় না ।

ভেদব্যপদেশমুপপাদয়তি ‘যোহয়ং বহির্কী পুরুষাদাকাশো  
যোহয়মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ’ ‘যোহয়মন্তঃ হৃদয় আকাশঃ’ ইতি  
চ ॥ ৩৫ ॥

### তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥\*

এবং সেছাদিব্যপদেশান্ পরপক্ষহেতুশূন্যতা সম্প্রতি  
স্বপক্ষং হেতুস্তরেনোপসংহরতি । তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ অপি  
ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্তুস্তরমস্তীতি গম্যতে । তথা হি ‘স এবাধ-  
স্তাদহমেবাধস্তাদান্নৈবাধস্তাৎ, সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্ত-  
ত্বান্নঃ সর্বং বেদ । ব্রহ্মৈবেদং সর্বমান্নৈবেদং সর্বম্ । নেহ

স্বগমেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ।

স্বরূপেণ ব্রহ্মণা জীবন্ত সম্বন্ধো ভেদনিবৃত্তিরূপো যজ্ঞাতে ন মুখ্যঃ সংযো-

ভেদ উপপাদন করিয়াছেন । যথা—“এই যে পুরুষের বহির্কর্ত্তী আকাশ,  
এই যে পুরুষের অন্তর্কর্ত্তী আকাশ, এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ” ইত্যাদি ।  
ঐ দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাস্থিত ভেদ ( নানাভাব ) উপপন্ন হয় ।

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত শ্রুতিস্থ সেছাদি ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত  
সমাধান সমাধা করিয়া স্বত্রকার হেতুস্তর আহরণপূর্বক স্বমতের উপ-  
সংহার করিতেছেন । ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ থাকাতোও ব্রহ্ম-  
ভেদবিশিষ্ট বস্তু নাই বলিয়া প্রতীত হয় । যথা—“তিনিই নিম্নে, আমিও  
নিম্নে, আত্মাই নিম্নে, সমস্তই নিম্নে । ব্রহ্ম তাহার দূরে যান—যে এ  
মুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে” । “এ সমস্তই ব্রহ্ম ।” “এ সমস্তই  
মাত্মা ।” “এই ব্রহ্মে নানাভাব নাই” । “এমন কিছুই নাই—যাহা তাঁহা  
হিতে পর ।” “সেই এই ব্রহ্ম অনাদি ( অকারণ ), অনপর, অনন্তর ও  
বাহ্য অর্থাৎ তাঁহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও কিছু  
নাই ।” ইত্যাদি । এই সকল বাক্য ব্রহ্মপ্রকরণে পণ্ডিত ; স্তত্রাং অন্ত  
কানরূপ অর্থে যোজনা করিবার অযোগ্য । যদি ঐ সকল বাক্যের

\* অন্যপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মভিন্নস্ত বস্তুস্তরস্ত প্রতিষেধাৎ পরমার্থসম্বন্ধনিবারণাৎ ।—পরপক্ষীয়  
ভেদ উপাপক সেছাদিপ্রয়োগের পরপক্ষীয় ব্যাখ্যার দোষ দেখান হইয়াছে । এতদ্বিত্ত,  
তিতে বস্তুস্তরের অস্তিত্ব নিষেধও আছে । বস্তুস্তরের প্রতিষেধ থাকাতোও ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের  
অস্তিত্ব জানা যায় ।



নানাস্তি কিঞ্চন । যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ । তদেত  
ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনস্তরমবাহুঃ’ ইত্যেবমাদিবাক্যানি স্বপ্র  
রণস্থান্যন্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্ত  
বারয়ন্তি । সর্বাস্তরশ্রুতে’চ ন পরমাত্মনোহস্তরোহন্য আত  
হস্তীত্যবগম্যতে ॥ ৩৬ ॥

অনেন সর্বগতত্বমায়ামশকাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥\*

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেনাহন্যপ্রতিষেধসমা  
য়ণেন চ সর্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি । অন্তথা হি  
সিধ্যেৎ । সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেত্বস্বীক্ৰিয়মাণেষু পা  
চ্ছেদ আত্মনঃ প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনামেবমাত্মকত্বাৎ । তথা  
গাদিঃ । বস্তুত্বমসম্বাৎ । তথা ভেদোহপি ন স্বত একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ । ই  
রত্বপ্রভা ।

ব্রহ্মাঐত্বসিদ্ধাবপি ন সর্বগতত্বং সর্বব্যাপিতা সর্বত্র ব্রহ্মণা স্বরূপেণ র  
বৎ সিধ্যতীত্যত আহ—“অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন” পরে

অন্তপ্রকার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, ঐ সকল বা  
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে । এতদ্ভিন্ন, “তা  
সকলের অন্তরে—” এই সর্বাস্তর-শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে  
প্রাণিদেহে পরমাত্মা ব্যতীত আত্মাস্তর নাই । অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে  
মাত্মা ব্যতীত জীব বা অন্ত কিছু নাই ।

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নি  
ও বস্তুস্তরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ, এই ছএর দ্বারা আত্মার সর্বব্যাপিত  
সিদ্ধ হইয়াছে । কেননা, ঐ সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্বগ  
সিদ্ধ হয় না । সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আত  
পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সর্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয় । কেননা, সেতুপ্রভৃ  
তদাত্মক । অর্থাৎ পরিকল্পিত পদার্থ । [ তথা...গম্যতে ] বস্তুস্তরের নি

\*অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বস্তুস্তরপ্রতিষেধেন চাত্মনঃ সর্বগতত্বসিদ্ধির্ভবত  
শেষঃ । আয়ামশকাদিভ্যোহপি । আরামোব্যাপ্তিবাদী শব্দঃ । আদিশব্দাৎ নিত্যাদিগ্রাহঃ  
কথিত বিচারের দ্বারা ও ব্যাপ্তিবাদীশব্দের দ্বারা আত্মার সর্বগতত্বও সিদ্ধ হয় ।

প্রতিষেধেহপ্যসতি বস্তু বস্তুস্তরাহ্যাবর্তত ইতি পরিচ্ছেদ  
এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত । সৰ্ব্বগতত্বকাশ্চায়ামশব্দাদিভ্যোহব-  
গম্যতে । আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবচনঃ শব্দঃ । ‘যাবান্ বাহয়-  
মাকাশস্তাবানেষোহস্তুর্হৃদয় আকাশঃ’ ‘আকাশবৎ সৰ্ব্বগতশ্চ  
নিত্যঃ’ ‘জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানাকাশাৎ’ ‘নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ  
স্থাপুরচলোহয়ম্’ ইত্যেবমাদয়ো হি শ্রুতিস্মৃতিশ্রায়াঃ সৰ্ব্ব-  
গতত্বমাত্মনোহববোধয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥

### ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥\*

তন্মৈব ব্রহ্মণো ব্যবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাহব-

নিরাকরণেনাত্মপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ স্বসাধনোপভাসেন চ সৰ্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ  
সিদ্ধং ভবতি । অদ্বৈতে সিদ্ধে সর্বোহয়মনির্লচনীয়ঃ প্রপঞ্চাবতাসো ব্রহ্মাধিষ্ঠান  
ইতি সৰ্ব্বশ্চ ব্রহ্মসম্বন্ধাদব্রহ্ম সৰ্ব্বগতমিতি সিদ্ধম্ ।

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্ । শ্রাদেতৎ । নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্ত  
ব্রহ্মণঃ কুত ঈশ্বরঃ কুতশ্চ ফলহেতুত্বমপীত্যত আহ—“তন্মৈব ব্রহ্মণোব্যব-

না থাকিলেও, অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষ ব্যতীত দ্বৈতপক্ষেও এক বস্তু অত্ৰ বস্তু  
হইতে ব্যাবর্তিত ( ভিন্নতাপ্রাপ্ত ) হয় ; সুতরাং পরমাত্মারও পরিচ্ছিন্নতা  
ঘটনা হয় । এ দিকে, আয়ামাদি শব্দ থাকাতে পরমাত্মার সর্বব্যাপিতা  
অবগত হওয়া যায় । [ আয়াম...বোধয়ন্তি ] আয়ামশব্দ অর্থাৎ ব্যাপ্তি-  
বাচী শব্দ ( সৰ্ব্বগতত্ববোধক বাক্য ) । যথা—“এই আকাশ যজ্ঞপ, এই  
হৃদয়াস্তরস্থ আকাশও তজ্ঞপ” ( হৃদয়াস্তরস্থ আকাশ—আত্মা ) । “ইনি  
আকাশের আয় সৰ্ব্বগত ও নিত্য ।” “দিব্ ( আকাশ পর্যায়ক অন্তরিক্ষ )  
অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষা বড় ।” “নিত্য সৰ্ব্বগত, স্থিতিশীল ও অচল  
অর্থাৎ কূটবৎ নির্লিকার ।” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও শ্রায় ( যুক্তি )  
আত্মার সর্বব্যাপিতা বোধ করায় ।

ব্রহ্মের আর একটি ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশি-

\* অতঃ অর্থাৎ স্বরূপ কলং জীবানাং কর্ণামুরূপোভোগো ভবতি । স্বর্গাদিকং বিশিষ্ট-  
দেশকালকণ্ঠাত্তজ্ঞনাত্মকং কর্ণকলহাৎ . সেবাকলবদিত্যুপপত্তিস্তস্মাৎ ।—ঈশ্বর কর্ণকলহাতা,  
জীব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্ণকল প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছু হইতে নহে, ইহা উপপত্তিবলে অর্থাৎ  
যুক্তিবলে পাওয়া যায় ।

স্থায়াময়মন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে । যদেতদ্বিকানিষ্টব্যামিশ্র  
লক্ষণং কৰ্ম্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তুনাং  
কিমেতৎ কৰ্ম্মণো ভবত্যাহোষ্বিদীশ্বরাদিতি ভবতি বিচারণা  
তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে, ফলমতঃ ঈশ্বরাস্তবিতুমহীতি  
কুতঃ । উপপত্তেঃ । স হি সৰ্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহার  
বিচিত্তান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কৰ্ম্মিণাং কৰ্ম্মানু  
রূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে । কৰ্ম্মণস্ত্বক্ষবিনাশিন  
কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্ । অভাবাৎ ভাবানুৎ

হারিক্যামিতি । নাশ পারমার্থিকং রূপমাশ্রিত্যুতচ্ছিত্যতে কিন্তু সাধারণ  
হারিকম্ । এতচ্চ ‘তপসা চীয়েত ব্রহ্মে’তি ব্যাচক্ষাণৈরশ্রাব্যভিরূপপাদিতম্  
ইষ্টং ফলং স্বৰ্গঃ । যথাহঃ—

‘যন্ন দুঃখেন সন্তিরং ন চ প্রত্যমনস্তরম্ ।

অভিলাষোপনীতঞ্চ সুখং স্বৰ্গপদাস্পদম্’ ॥ ইতি ।

অনিষ্টমবীচাদিহানভোগ্যম্ । ব্যামিশ্রং মনুষ্যভোগ্যম্ । তত্র তাব  
প্রতিপাদ্যতে । ফলমতঃ ঈশ্বরঃ কৰ্ম্মভিরারামিতাত্তবিতুমহীতি । অথ কৰ্ম্মণ এ  
ফলং কস্মিন্ন ভবতীত্যত আহ—“কৰ্ম্মণস্ত্বক্ষবিনাশিনঃ” প্রত্যক্ষবিনাশি

তব্য নামে প্রসিদ্ধ । এই জগৎ ও জগৎস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম  
এবং ইহার নিয়ন্তা ঈশ্বর । এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগে  
ব্রহ্মের অন্ত একটা স্বভাব বর্ণিত হইবে । সংসারে জীবমাত্রই ইষ্ট, অনিষ্ট  
ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ব্যামিশ্র কৰ্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সৰ্ব্ব  
বিদিত । এই সৰ্ব্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কৰ্ম্মপ্রভাবেই উপস্থি  
হয় ? না তাহা ঈশ্বর হইতে সন্তৃত হয় ? কৰ্ম্মই কৰ্ম্মফলদাতা ? কি ঈশ্বর  
কৰ্ম্মফলদাতা ? একরূপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে । বিচারে পাওয়া যায়  
জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয় । ঈশ্বরের দ্বারা ফলপ্রাপ্ত  
হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ । [ স হি...নুৎপত্তেঃ ] ঈশ্বর সৰ্ব্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি  
সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ-কাল-কণ  
জ্ঞাত আছেন, স্ততরাঃ কৰ্ম্মিণের কৰ্ম্মানুরূপ ফল তাহা হইতেই সম্পন্ন হয়  
ইহা যুক্তিসিদ্ধ । কৰ্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ ( প্রত্যক্ষসিদ্ধ )  
স্ততরাঃ অভাবগ্রস্ত কৰ্ম্ম হইতে কালান্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তিবহির্ভূত

পত্তেঃ। শ্রাদেতৎ। কৰ্ম বিনশ্চৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং  
ফলং জনয়িত্বা বিনশ্চতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কৰ্ত্তা  
ভোক্ষ্যত ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি। প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ  
ফলস্থাপপত্তেঃ। যৎকালং হি যৎসুখং দুঃখং বাঅন্যনা  
ভুজ্যতে তথৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্। ন হ্যসম্বন্ধশ্চাঅন্যনা  
সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতীয়ন্তি লৌকিকাঃ। অথোচ্যেত

ইতি। চোদয়তি—“শ্রাদেতৎ কৰ্ম বিনশ্চ”দিতি। উপাত্তমপি ফলং ভোক্তৃ-  
মযোগ্যত্বাৎ। কৰ্মান্তরপ্রতিবন্ধায়া ন ভুজ্যত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—“তদপি  
ন পরিশুধ্যতী”তি। ন হি স্বৰ্গ আত্মানং লভতামিত্যাধিকারিণঃ কাময়ন্তে  
কিন্তু ভোগ্যত্বমেকং ভবন্তি। তেন যাদৃশমেতি কামাতে তাদৃশত্ব ফলত্ব-  
মিতি ভোগ্যত্বমেব সং ফলমিতি। ন চ তাদৃশং কৰ্মানন্তরমিতি কথং ফলং  
সদপি স্বরূপেণ। অপি চ স্বৰ্গনরকৌ তীব্রতমে সুখদুঃখে ইতি তদ্বিশেষণানু-  
ভবেন ভোগ্যপবনান্নাহবশ্চ ভবিতব্যম্। তস্মাদনুভবযোগ্যে অননুভবমানে  
শশশ্চবরস্ত ইতি নিশ্চীয়তে। চোদয়তি—“অথোচ্যেত মাভূৎ, কৰ্মানন্তরং

কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে। [ শ্রাদেতৎ...লৌকিকাঃ ]  
যদি বল, এমন হইতেও ত পারে যে, কৰ্ম আপন অবস্থানকালের মধ্যে  
অনুরূপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কৰ্মকর্ত্তা তাহা যথাকালে ভোগ  
কবে, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ নহে। অর্থাৎ ঐ কথা  
নির্দোষ নহে। কেননা, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয় তাবৎ  
তাহা ফল বলিয়া গণ্য হয় না। যে সুখ ও যে দুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ  
করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সৰ্ববিদিত। আত্মার  
সহিত অসম্বন্ধ এমন সুখকে অথবা দুঃখকে কেহই ফল বলিয়া স্বীকার করে  
না, করিতে পারেও না। [ অথো...ক্ষয়াৎ ] কেহ কেহ বলেন বটে যে,  
কৰ্মজ্ঞ অপরূপ হইতে ফলের জন্ম হয় (কৰ্ম আত্মায় অপূৰ্ণনামক শক্তি  
জন্মায়, পরে সেই শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও উপপন্ন হয় না।  
অপরূপ অচেতন, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের সমান, চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে তাহার  
প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব (প্রবৃত্তি=ফলদানে উদ্বুদ্ধ হওয়া। তাহা ঈশ্বরের  
বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব) অপিচ, তাদৃশ অপূৰ্ণের অস্তিত্বে প্রমাণও নাই।  
ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকৃত অর্থাৎ তাহা  
কার্যকর হয় না। (বাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা থাকে না, অথচ ক্রটি বলেন, বাগ

মাভূৎ, কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ কর্ম্মকার্যাদপূর্ব্বান্তবেদিতি  
তদপি নোপপদ্যতে। অপূর্ব্বস্মাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমঃ  
চেতনেনাপ্রবর্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তদন্তিস্তে চ প্রমাণা  
ভাবাৎ। অর্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি চেৎ, ন। ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থা  
পত্তিক্রিয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

### শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥\*

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কি  
তর্হি। শ্রুতত্বাদপীশ্বরমেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা ি  
শ্রুতির্ভবতি ‘স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বহুদানঃ  
ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩৯ ॥

### ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪০ ॥†

ফলোৎপাদঃ কর্ম্মকার্যাদপূর্ব্বান্তবে”দিতি। পরিহরতি। “তদপি নে”তি  
ষদ্যদচেতনং তত্ত্বং সর্ব্বং চেতন্যুধিষ্ঠিতং প্রবর্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাভাষ্য  
ধারিতম্। তস্মাদপূর্ব্বোণ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্তিতব্যং নান্তথৈ  
তার্থঃ। ন চাপূর্ব্বং প্রামাণিকমপীত্যাহ—“তদন্তিস্তে চে”তি।

“অন্নাদঃ” অন্নপ্রদঃ। সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্ণাতি—

স্বর্গজন্মায়। শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই বিশ্বাসে মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপ  
হওয়া স্বীকৃত হয়। এই কল্পনামূলক স্বীকার অর্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত।  
কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল আছেন। জীব তাঁহার দ্বারা কর্ম্ম  
ফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কল্পনা অর্থাৎ অর্থাপ  
প্রমাণ দুর্ব্বল ( দুর্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। )

ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকল্পা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঐ তথ্য  
লব্ধ হয়। শ্রুতি—“সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় প্রাণীকে  
অন্নদান করেন, ধনদানও করেন।” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।

\* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরস্ত ফলহেতুত্বমপি তু শ্রুতত্বাৎ তস্ত ফলহেতুত্বম্। কর্ম্মণোহপূর্ব্ব  
বা জড়দ্বেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রচেতন ঈশ্বর এব ফলদাতেতি তাৎপর্য্যম্।—কেবল যুক্তি  
দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব নিশ্চয় হয়।

† জৈমিনির্নাম যুনিরতএব শ্রুতেন্নোপপত্তৌহেতোধর্ম্মং কল্পস্ত দাতারং মন্যতে। পূর্ব্ব  
পক্ষত্বমেতৎ।—এ স্থলে জৈমিনির মত পূর্ব্বপক্ষ কোটিতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমি  
নিসে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। কেন-না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণই ঐ নির্ণয়ের সাধক।

জৈমিনিষ্ট্রাচার্যো ধর্ম্যং ফলস্ত দাতারং মন্যতে । অতএব  
হেতোঃ শ্রুতেরূপপত্তেচ্চ । শ্রুতে তাবদয়মর্থঃ ‘স্বর্গকামো

শ্রুতিমাহ—“শ্রুতে তাব”দিতি । নহু স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ  
ফলং প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি । তথা হি—যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া  
। তদতিরিক্তা ভাবনা তথাপি ত এব স্বপদেভ্যঃ পূর্বাপরীভূতাঃ সাধ্যস্বত্বাবা  
রবগম্যস্ত ইতি ন সাধ্যাস্তরমপেক্ষস্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যাস্তরেণ সম্বন্ধম্ভবতি ।  
যথাপি তদতিরিক্তাবা ভাবনাস্তি তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং  
পূর্বাভগতঞ্চ ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্চ স্বর্গাদি  
ব্যত্যয় স্বীকর্তুম্ভবতি । ন চৈকস্মিন্ বাক্যে সাধ্যবয়স্বন্ধসম্ভবঃ । বাক্য-  
ভদ্রপ্রসঙ্গাৎ । ন কেবলং শব্দতো বস্তুতচ্চ পুরুষপ্রযুক্তস্ত ভাবনায়াঃ সাক্ষা-  
দ্বর্ষ এব সাধ্যো ন তু স্বর্গাদিস্তস্ত তদব্যাপ্যত্বাৎ । স্বর্গাদেস্তু নামপদাভি-  
যেতরা সিন্ধুরূপস্তাখ্যাতবাচ্যং সাধ্যং ধাত্বর্থং প্রতি ভূতং ভব্যায়োপদিষ্টত  
তি ত্রায়াং সাধনতয়া গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ । তথা চ পারমর্ষং হুত্ৰম্—‘দ্রব্যগাং  
ধর্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ’ ইতি । তথা চ কর্মযোগাংগাদেদুঃখত্বেন  
করণোপসমীহিতত্বাৎ সমীহিতস্ত চ স্বর্গাদেরসাধ্যত্বম্ যাগাদয়ঃ পুরুষশ্রোপ-  
কৃত্যমুপকারিণাঞ্চৈবাং ন পুরুষ দ্বিষ্টে ‘অনীশানশ্চ ন তেযু সম্ভবত্যাধিকারী’-  
ধিকারাতাবপ্রতিপাদিতানর্থক্যপরিহারায় কুৎসন্তৈবান্নায়স্ত নিমুঠনিখিল-  
খামুস্বপ্নিতাস্থখময়ব্রহ্মজ্ঞানপরত্বং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেন । তথা হি—  
বিত্রৈবান্নায়ৈ কচিং কস্তচিত্তেদস্ত প্রবিলয়োগম্যতে যথা স্বর্গকামোযজ্ঞেতেতি  
গীরাশ্চভাবপ্রবিলয়ঃ । ইহ খবাপাততোদেহাতিরিক্ত আত্মিকফলোপভোগ-  
র্থোহধিকারী গম্যতে । তত্রাধিকারশ্রোক্তেন ক্রমেণ নিরাকরণাদসতোহপি  
তীয়মানস্ত বিচারাসহশ্রোপায়তামাজ্ঞেগাবস্থানাদনেন বাক্যেন দেহাত্মভাব-  
বিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে । গোদোহনেন পশুকামস্ত প্রণয়েদিত্যত্রাপ্যাপাত-  
গাধিকৃত্যধিকারাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলয়ঃ । নিষেধবাক্যানি চ সাক্ষাদেব  
বুত্তিনিষেধেন বিধিবাক্যানি চাত্তানি সাংগ্রহণ্যা যজ্ঞেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি  
সাংগ্রহণাদিপ্রবৃ্ত্তিপরাণ্যপি তূপায়ান্তরোপদেশেন সেবাদিদৃষ্টোপায়প্রতিষে-  
ধানি । যথা বিষং ভুঙ্কু মাংস্ত গৃহে ভুঙ্কু ইতি । তথা চ রাগাদ্যাক্ষিপ্ত-  
স্তিপ্রতিষেধেন শাস্ত্রস্ত শাস্ত্রব্রমপ্যুপপদ্যতে রাগনিবন্ধনাং তূপায়োপদেশ-  
এণ প্রবৃ্ত্তিমুজ্ঞানতো রাগসম্বন্ধনাশাস্ত্রপ্রসঙ্গঃ । তন্নিষেধেন তু ব্রহ্মণি

পূর্বপক্ষকারী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্মই ফল-  
গ । তিনিও ধর্মের ফলদাতৃহে ঐ দুই কারণ (শ্রুতি ও যুক্তি) উপলব্ধ  
রন । ধর্ম ফলদাতা, এ অর্থ “স্বর্গকামী যাগ করিবেক” ইত্যাদি বাক্যে

যজ্ঞেত' ইত্যেবমাদিসু বাক্যেষু । তত্র চ বিধিঃপ্রতিষেধঃ  
ভাবোপগমাদ্যাগঃ স্বর্গশ্রোত্ৰোপাদক ইতি গম্যতে । অন্যৎ  
হনুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত । তত্রাশ্রোত্ৰোপদেশবৈয়র্থ্য  
শ্রোত্ৰাৎ । নন্বক্ষ্যবিনাশিনঃ কৰ্ম্মণঃ ফলং নোপপদ্যত ইতি

প্রাধিকান্যাদধঃ শাস্ত্রং শাস্ত্রং ভবেৎ । তস্মাৎ কৰ্ম্মফলসম্বন্ধস্তাপ্রামাণিকত্বাদ-  
দিবিচিত্রাবিদ্যাসহকারিণ ঈশ্বরাদেব কৰ্ম্মানপেক্ষাষিচিত্রফলোৎপত্তিরি-  
কথং তর্হি বিধিঃ কিমত্র কথং প্রবর্তনামাত্রাদ্বাদিধেস্তত্ত্ব চাধিকারম  
রেণাপ্যপত্তেঃ । ন হি যোযঃ প্রবর্তয়তি স সর্কোহধিকৃতমপেক্ষ্যে  
পবনাদেঃ প্রবর্তকস্ত তদনপেক্ষাদিতি শঙ্কামপাচিকীর্ষুরাহ—“তত্র চ বি-  
ধিতের্বিষয়ভাবোপগমাদ্যাগঃ স্বর্গশ্রোত্ৰোপাদক ইতি গম্যতে” ইতি । “অ-  
হনুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত” ইতি চ । অয়মভিসন্ধিঃ—উপদেশো হি বিধি  
যথোক্তং, তত্ত্ব জ্ঞানমুপদেশ ইতি । উপদেশশ্চ নিবোজ্যপ্রয়োজনে ক-  
লোকশাস্ত্রয়োঃ প্রসিদ্ধঃ । তদ্বথারোগ্যকামো জীর্ণে ভূজীত । এষ সু-  
গচ্ছতু ভবাননেতি । ন ত্বাজাদিরিব নিয়োজ্য প্রয়োজনস্তত্রাতিপ্রায়স্ত প্র-  
কত্বাৎ তত্ত্ব চাপৌরুষেয়েহসম্ভবাৎ । অস্ত্র চোপদেশস্ত নিবোজ্যপ্রয়ো-  
ব্যাপারবিষয়ত্বমুষ্ঠাত্রপেক্ষিতামুকূলব্যাপারগোচরত্বমস্মাভিরূপপাদিতং ত্ব  
কণিকায়াম্ । তথা চ স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যাদিসু স্বর্গকামাদেঃ সমীহি-  
পায়া গম্যন্তে যাগাদয়ঃ । ইতরথা তু ন সাধয়িতারমহুগচ্ছেয়ুঃ । ত-  
মুযিণা ‘অসাধকস্ত তাদর্থ্যা’দिति । অহুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতপ্রব-  
মাত্রার্থেষু যজ্ঞেতেতাদীনামসাধকং কৰ্ম্ম যাগাদি শ্রোত্ৰাৎ সাধয়িতারং নাধিগ-  
দিতার্থঃ । ন চৈতে সাক্ষাৎপ্রবান্যভাব্যা অপি কত্রপেক্ষিতসাধনতাবি-  
হিতমর্থ্যানা ভাবনোদ্দেশ্যা ভবিতুমহঁস্তি । যেন পুংসামহুপকারকাঃ সন্তে  
ধিকারভাজোভবেয়ুঃ । দুঃখেন কৰ্ম্মণাং চেতনসমীহানাস্পদত্বাৎ । স্বর্গাদী-  
ভাবনাপূৰ্ণরূপকামনোপবানাচ্চ । প্রীত্যাম্বকত্বাচ্চ । নামপদাভিধেয়ান

শ্রুত আছে । [ তত্র...শ্রোত্ৰাৎ ] ঐ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করি  
এইরূপ নিয়োগ আছে), তাহার বিষয় যাগ এবং তাহাতেই বুঝা যায়,  
স্বর্গের উৎপাদক । ঐ বাক্যে ঐ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত  
না এবং যাগ অহুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ায় যাগোপদেশ ব্যর্থ  
(কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অব্যর্থ) । [ নন্বক্ষ্য...প্রকারেণ ] বলিতে  
কৰ্ম্মমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষে দেখা যায়, তাহা থাকে না, বাহা

পরিত্যক্তোহয়ং পক্ষঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রুতিপ্রামাণ্যং।  
 শ্রুতিশেচং প্রমাণং যথাহয়ং কর্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে  
 তথা কল্পয়িতব্যঃ। ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্বং কর্ম বিনশ্যৎ  
 কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি। অতঃ কর্মণো বা  
 কাচিদবস্থা ফলস্ত বা পূর্বাবস্থাহপূর্বং নামান্তীতি তর্ক্যতে।

পুরুষবিশেষাণামপি ভাবনোদ্দেশ্যতালক্ষণভাব্যত্বপ্রতীতে: ফলার্থপ্রবৃত্তভাব-  
 নাভাব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বরূপস্ত ফল-  
 সাধ্যত্বস্ত সমপ্রধানত্বাভাবেনৈকবাক্যসমবায়সম্ভবাৎ ভাবনাভাব্যত্বমাত্রস্ত চ  
 যাগাদিসাধ্যত্বস্ত করণেহপ্যবিরোধঃ। অত্রথা সর্বত্র তদ্বচ্ছেদাৎ পরস্বাদে-  
 রপি ছিদাদিসু তথাভাবাৎ ফলস্ত সাক্ষাদ্ভাবনাব্যাপ্যত্ববিরহিণোহপি তদ্বচ্ছেদ-  
 তয়া সর্বত্র ব্যাপিতয়া ব্যবস্থানাং স্বর্গসাধনে যাগাদৌ স্বর্গকামাদেবধিকার  
 ইতি সিদ্ধম্। ন চাপ্রাপ্তার্থবিষয়া: সাংগ্রহণ্যাদিবাগবিষয়: পরিসম্বায়কা  
 নিয়ামকা বা ভবিতুমর্হন্তি। ন চাধিকারাবে দেহান্ত্রপ্রবিলয়ো বাধিকারি-  
 ভেদপ্রবিলয়ো বা শক্য উপপদয়িতুম্। আপাতত: প্রতিভানে চান্ত তৎ-  
 পরত্বমেব নার্য্যাতপরত্বং স্বরসত: প্রতীয়মানেনহর্থং বাক্যস্ত তাদর্থ্যে সম্ভবতি  
 ন সম্প্রতিয়াতপরত্বমুচিতম্। ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাধাত:। তস্ত স্বর্গা-  
 দ্যপারশাসনেনপি শাস্ত্রত্বোপপত্তে:। পুরুষশ্রেয়োহভিধায়কত্বং হি শাস্ত্রত্বং  
 পরাগবীতরাগপুরুষশ্রেয়োহভিধায়কত্বেন সর্বপারিষদতয়া ন তদ্ব্যাধাত:।  
 তস্মাদ্বিধিবিষয়ভাবোপগমাদ্ যাগ: স্বর্গশ্রেয়োপাদক ইতি সিদ্ধম্। “কর্মণো  
 বা কাচিদবস্থে”তি। কর্মণোহবাস্তবব্যাপার:। এতদ্বক্তং ভবতি—কর্মণোহি  
 ফলং প্রতি তৎসাধনত্বং শ্রুতং তন্নির্ঝাহয়িতুং তন্ত্বেবাবাস্তবব্যাপারো ভবতি।  
 ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাসত্যিতি যুক্তম্। অসংস্পর্শপাণ্ডেয়াদিসু  
 তদ্ব্যপত্ত্যপূর্ণাণাং পরমাপূর্বে জনয়িতব্যে তদবাস্তবব্যাপারত্বাৎ। অসত্যপি

না কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে? ( কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্য  
 জন্মায় না, অতরাং যাগও অব্যবস্থানবাস্তব স্বর্গফল জন্মায় না। ) অতাব  
 ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয়া কর্মের ফলদাত্ত্ব পক্ষ ইতিপূর্বে ত্যাগ  
 করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং শ্রুতির প্রামাণ্য  
 স্বীকার করিলে ঐ দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। শ্রুতি যখন নির্দোষ প্রমাণ,  
 তখন যেক্রমে কর্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং যাহাতে  
 উহা উপপন্ন হয় তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্তব্য। যখন দেখা  
 গাইতেছে, নশ্বরস্বভাব কর্ম কোন এক অপূর্ব ( নূতন-জিনিশ ) না জন্মাইয়া



উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ । ঈশ্বরস্ত ফলং দদ  
তীত্যনুপপন্নম্ । অবিচিত্রস্ত কারণস্ত বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তে  
কৈবল্যম্যনৈর্ঘ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেষ্চ । তস্ম  
ক্স্মাদেব ফলমিতি ॥ ৪০ ॥

**পূর্বস্ত বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥\***

বাদরায়ণদ্ব্যচার্য্যঃ পূর্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে

চ তৈলপানকৰ্ম্মণি তেন দেহপুষ্ঠৌ কর্তব্যায়ামস্তরা তৈলপরিণামভেদান  
তদবাস্তরব্যাপারদ্বাং । তস্মাৎ কৰ্ম্মকার্য্যমপূৰ্ণং কৰ্ম্মণা ফলে কর্তব্যে ত  
বাস্তরব্যাপার ইতি যুক্তম্ । যদা পুনঃ ফলোপজননাত্মানুপপত্তা কিঞ্চি  
কল্ল্যতে তদা ফলস্ত বা পূৰ্ব্বাবস্থাকল্ল্যতাং নাম । “অবিচিত্রস্ত কারণস্তেতি  
যদীশ্বরাদেব কেবলাদিতি শেষঃ । কৰ্ম্মভিৰ্বা শুভাশুভৈঃ কার্য্যদ্বৈধোৎপ  
রাগাদিমত্বপ্রসঙ্গ ইত্যশয়ঃ ।

দৃষ্টান্তসারিণী হি কল্পনা যুক্তা নাগ্ৰথা । ন হি জাতু মৃৎপিণ্ডদণ্ডা

কালান্তরে ফলপ্রসব করিতে পারে না তখন অবশ্যই তর্কণা (অনুমান  
করা উচিত যে অপূৰ্ণনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে—যাহা ক  
চরমাবস্থায় কৰ্ম্মকর্তার আশ্রয় জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্য্যন্ত থাকে  
সেই অপূৰ্ণ পদার্থ ফলের জনক এবং সেই অপূৰ্ণকে হয় কৃতকৰ্ম্মের অবা  
ব্যাপার বা মুক্ত চরমাবস্থা, না হয় ফলের পূৰ্ব্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থা বলি  
পার। এ তথ্যও ভবত্বক প্রণালীতে উপপন্ন বা সম্ভব হইতে পা  
[ঈশ্বরস্ত...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অর্থাৎ  
অর্থ্যাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থ্যাৎ নানাপ্রকার কার্য্য হ  
অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা হইলে তাঁহাতে বিষমকারিত্ব ও নির্দয়  
এই দুই দোষ এবং কৰ্ম্মানুষ্ঠানেরও নিশ্চয়োজনতা আপত্তি হয়। অত  
ধৰ্ম্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে।

পূৰ্ব্বপক্ষীর ঐ পক্ষ সদোষ। বাদরায়ণ মুনি মানেন, পূর্বোক্ত ঈশ্বর

\* ভূঃ পূৰ্ব্বপক্ষব্যবহার্য্যঃ । ন জৈমিনেদ্ব্যতং সাক্ষিতি প্রতিবাদিন আশয়ঃ । পূৰ্ব্বং পূৰ্ব্ব  
মীষং ফলহেতুমিতি বাদরায়ণোদ্রুজতে । যতঃ ক্ষতো তন্তেষ্বরস্ত কৰ্ম্মাদীনাং কারণিত্ব  
হেতুৰমুচ্যতে । অচেতনস্য কৰ্ম্মণঃ স্বতঃ প্রবৃত্তাব্যোগাৎ সৰ্ব্ববোধান্তেবীষরস্য জগদ্ভেদত্বপ্র  
ঈশ্বরাদিষ্ঠিতাৎ কৰ্ম্মণো জগদন্তঃপাতিফলসিদ্ধিরিতি নির্ণয়িতার্থঃ ।—বাদরায়ণ মুনি মা

কেবলাৎ কর্মণোহপূর্ব্বাদ্ধা কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষস্ত-  
শব্দেন ব্যাবর্ত্যতে। কর্ম্যাপেক্ষাদপূর্ব্বাপেক্ষাদ্ধা যথাস্ত তথাহ-  
স্তীশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। কৃতঃ। হেতুব্যপদেশাৎ। ধর্ম্মা-  
ধর্ম্ময়োরপি হি কারয়িত্বেনৈশ্বরো হেতুর্ব্যাপদিষ্ঠতে ফলশ্চ  
চ দাতৃত্বেন। ‘এষ উহেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্মেভ্যো  
লোকেভ্য উম্নিনীষতে। এষ উহেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং  
যম্মধোনিনীষতে’ ইতি। স্বর্ঘ্যতে চায়মর্থোভগবদগীতাসু—

কৃত্তকাবাদানধিষ্ঠিতাঃ কৃত্তাদ্যারম্ভায় প্রভবন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যাংপবনাদি-  
ভিরপ্রয়ত্বপূর্ব্বৈব্যভিচারস্তেষামপি কল্পনাস্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনম্বাহুপ-  
পত্তেঃ। তস্মাদচেতনং কর্ম্ম বাহুপূর্ব্বং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্যো  
প্রবর্ত্তিতুম্‌সহতে। ন চ চৈতন্যমাত্রং কর্ম্মস্বরূপসামান্যবিনিয়োগাদিবিশেষবি-  
জ্ঞানশূন্যমুপযুক্ত্যতে যেন তদ্রূপিতক্ষেত্রমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যত্বমুক্তাব্যোত।  
তস্মাৎ তত্ত্বংপ্রাসাদাট্টালগোপুরতোরণাচ্ছাপজননিদর্শনসহস্রৈঃ সুপরিমিচ্চিতং  
যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং কার্য্যারম্ভকত্বমিতি তথা চৈতন্যং দেবতয়া  
অসতি বাধকে ঐতিশ্যতীতিহাসপুরাণপ্রসিদ্ধং ন শকাৎ প্রতিষেদ্ধুমিত্যপি  
স্পষ্টং নিরটঙ্কি দেবভাদিকরণে। লৌকিকশ্চেৎশ্বরোদানপরিচরণপ্রণামাজলি-  
করণস্তত্তিভিরতিশ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাদিতঃ প্রসন্নঃ স্বাম্বরূপমারাদকায়  
কলং প্রযচ্ছতি বিরোধতশ্চাপক্রিয়াভির্কিরোধকায়াহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্।  
তদ্বিহ কেবলং কর্ম্ম বাহুপূর্ব্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রাপ্ত ইতি

ফলের হেতু। সেই কারণে তিনি স্বত্রাবয়বে তু-শব্দ দিয়া কেবল কর্ম্মের  
ও অপূর্ব্বের কলদাতৃত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। [ কর্ম্ম্যাপেক্ষা...নিনীষতে ইতি ]  
হয় কর্ম্ম্যমুসারে, না হয় কর্ম্মজন্ত অপূর্ব্বমুসারে (অপূর্ব্ব=ধর্ম্মাধর্ম্ম)  
ঈশ্বরই কর্ম্মিগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সংসিদ্ধান্ত। কেননা, ঐতি  
ঈশ্বরকেই জীবের কর্ম্মের, কর্ম্মজন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ও ফলের কারয়িতা ও  
দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—“ইনি যাহাকে এ লোক হইতে  
উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধুকর্ম্ম করান এবং ইনি যাহাকে  
অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক হন তাহাকে অসৎ কর্ম্ম (গর্হিত কর্ম্ম) করান।”  
[ স্বর্ঘ্যতে...হিতান্ ইতি ] এ অর্থ গীতা-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—

পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই কলদাতা। কর্ম্ম উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তদমুসারে তিনি কলপ্রদান করেন।  
কেবল কর্ম্ম কল দিতে অসমর্থ। কেননা তাহা অকৃত।

“যো যো যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া হর্ষিতুমিচ্ছতি ॥

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মাদ্ভ্যাসাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্” ॥ ইতি

সর্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব সৃষ্টয়ো ব্যাপদিশ্যন্তে

তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং যৎ স্বকর্মানুরূপাঃ প্রজ

দৃষ্টবিরুদ্ধম্। যথা বিনষ্টং কৰ্ম ন ফলং প্রসূত ইতি কল্যাতে দৃষ্টবিরোধাদে  
মিহাপীতি। তথা দেবপূজাত্মকো যাগোদেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্রা  
ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। ন হি রাজপূজাত্মকমাদানং রাজানমপ্রসাদ্য ফল  
কল্পতে। তস্মাদ্ভট্টানুগুণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরূপপাদ্যতে। ও  
চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলোৎপত্তেরূপপত্তেঃ কৃতমপূর্বেণ। এবমন্ত  
নাপি কৰ্মণা দেবতাবিরোধনং প্রতিস্থতিপ্রসিদ্ধম্। ততঃ স্থায়িনোহনিষ্টম  
প্রসবঃ। ন চ শুভাশুভকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসূত্বান দেবতা দেবপ  
পাতবতীতি যুক্ত্যতে। ন হি রাজা সাধুকারিণমমুগ্ধগুহ্মিগুহ্মন বা পাপকারি  
ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা তদ্বদলৌকিকোহপীশ্বরঃ। যথা চ পরমাপূর্বে কৰ্ত্তা  
উৎপত্ত্যপূৰ্ণাণামঙ্গাপূৰ্ণাণাঞ্চোপযোগ এবং প্রধানাধানেহঙ্গাদানানামুৎ  
ত্তারাদানানাঞ্চোপযোগঃ স্বাম্যাদান ইব তদমাত্যতঃপ্রণয়িজনারাদানানামি  
সৰ্বং সমানমন্ত্রাভিবিবেশাৎ। তস্মাদ্ভট্টাবিরোধেন দেবতাদাননাং ফল  
ত্বপূৰ্ণাং কৰ্মণোবা কেবলাদিরোধতঃ। হেতুব্যপদেশশ্চ শ্রোতঃ স্মার  
ব্যখ্যাতঃ। যে পুনরন্তর্ঘামিবাপারায়াকলোৎপাদনায়া নিত্যত্বং সর্বসাধা

“যে ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূৰ্ণক যে মূৰ্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হ  
আমি সেই সেই মূৰ্ত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থাপ  
করাই), সেও সেই শ্রদ্ধায় অধিত (যুক্ত) হইয়া সেই মূৰ্ত্তির আরাধন  
নিযুক্ত হয়। অনন্তর সে আমার বিহিত (সৃষ্ট) হিত ও কাম্য (প্রার্থিতব্য)  
লাভ করে।” [ সর্ব...প্রসজ্যন্তে ] সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি হওয়া  
ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়  
যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকর্মানুযায়ী করিয়া স্বজন করেন সেই হে  
তেই তাহার ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর ফলদা  
হইলে এরূপ বিচিত্র কার্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকা  
উন্মার্জিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রবদ্ধ (কৰ্ম) অ

হজতি । বিচিত্রকার্য্যানুপপত্ত্যাদয়োহপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্না-  
পেক্ষাদীশ্বরস্ত ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাবাচ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-  
কৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ঋমিতি মন্ত্যমানা ভাষ্যকারীরমধিকরণং দুষ্মাশ্বভূবুস্তেভ্যো ব্যবহারিক্যামীশি-  
ত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়ামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত ।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং

তৃতীয়স্তাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

নারে ফলবিধান করেন, এ রূপ হইলে আর ঐ দোষ হয় না । প্রযত্ন বা  
কৰ্ম্ম বিচিত্র, স্ততরাং কলও বিচিত্র । ( এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে ) ।

## তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়শ্চ ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিদানীন্তু প্রতিবেদান্ত  
বিজ্ঞানানি ভিধ্যন্তে ন বেতি বিচার্যতে । ননু বিজ্ঞেয়ং ত্রঃ  
পূৰ্ব্বাপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈন্ধবঘনবদবধারিতঃ  
তত্র কুতো বিজ্ঞানভেদাভেদচিস্তাবতারঃ । ন হি কৰ্ম্মবহুত্ব

পূৰ্বেণ সঙ্গতিমাহ—“ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়শ্চ ব্রহ্মণ” ইতি । নিরুপাধিত্ব  
তত্ত্বগোচরং বিজ্ঞানং মযান আক্ষিপতি—“ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মে”তি । সাবয়ব  
হবয়বানাং ভেদাৎ তদবয়ববিশিষ্টব্রহ্মগোচরাণি বিজ্ঞানানি গোচরভেদান্তি  
রম্নিত্যবয়বা ব্রহ্মণোনিরাকৃতাঃ পূৰ্ব্বাপরাদীভ্যেনে । ন চ নানাস্বভাবং ব্র  
যতঃ স্বভাবভেদান্তিমানি জ্ঞানানীত্বাক্রমেকরসমিতি । “ঘনং” কঠিনম্ । ননু

জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে  
সম্প্রতি তদ্বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান কি বিভিন্ন  
বিজ্ঞান তাহা বিচারিত হইবে । সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা  
কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা ? তাহা স্থিরীকৃত হইবে । [ ননু...রূপত্বাচ্  
যদি বল, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্বপ্রকারভেদবিরহিত, অদ্বয়, একরূপ অর্থাৎ সৈন্ধব  
ঘনবৎ চিদেকরস, ইহা অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞান

\* সৰ্বৈর্বেদান্তৈশ্চ : প্রতীয়ন্ত ইতি সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি । তৈশ্চৈব বিহিতা উপাসনানীতার্থঃ  
অভিন্নান্তেবেতি পুরণীয়ম্ । হেতুমাং চোদনেতি । বিধায়কঃ শব্দশ্চোদিতপ্রযত্নোবা চোদনা  
ভদাদীনামবিশেষাৎ ঐক্যাদিতার্থঃ । আদিপদাৎ ফলসংযোগ রূপ-প্রযত্নাদ্যা প্রাচ্যঃ । য  
জ্ঞোষ্ঠহাদিগুণকপ্রাণবিদ্যা সৰ্বশাখাশ্বেকা তথা পঞ্চাশ্চবিদ্যাপি ফলসংযোগাদ্যাবিশেষাদেকৈব  
এবং সৰ্বত্র ।—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে । কি  
বেদান্তের নাম ভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও ধৰ্ম্মভেদ দেখা যায় । সেই কারণে সংশয় হ  
একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে কি প্রত্যেক বেদান্তে এক একটা পৃথ  
উপাসনা কথিত হইয়াছে । সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত এই যে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে  
কথিত হইয়াছে । কারণ এই যে, বিধায়ক শব্দের ও ক্রমের ভেদ কখন নাই । সে সৰ্ব  
সৰ্বত্র একই প্রকার । ( ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ ) ।

বৎ ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি  
শক্যং বক্তুন্ম্ । ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ । ন চৈকরূপে  
ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি । ন হনুথার্থোহনুথা-  
জ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি । যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহুনি  
বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেষু প্রতিপিপাদয়িষিতানি তেষামেক-  
মভ্রান্তং ভ্রান্তানীতরাণীত্যানাশাসপ্রসঙ্গে বেদান্তেষু । তস্মাৎ  
ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদে আশঙ্কিতুং শক্যতে ।  
নাপ্যন্ত চোদনাদ্যবিশেষাদভেদে উচ্যতে ব্রহ্মবিজ্ঞানন্তাচোদ-  
নালক্ষণত্বাৎ । অবিধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্যবসায়িভির্ব্রহ্মবাক্যৈ-  
ব্রহ্মবিজ্ঞানং জ্ঞাত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ’  
[ বে० অ० ১ । প। ১ । সূ० ৪ ] ইত্যত্র । তৎ কথমিমাং ভেদা-

প্যনেকরূপং লোকে দৃষ্টং যথা সোমশশৈকোহপ্যাচার্য্যো মাতুলঃ পিতা পুত্রো  
ভ্রাতা ভর্তা যামাতা দ্বিজোত্তম ইত্যনেকরূপ ইত্যত উক্তম্ “একরূপত্বাচ্চ” ।  
একস্মিন্ গোচরে সম্ভবন্তি বহুনি বিজ্ঞানানি ন ত্বনেকাকারাগীত্বাক্তম্ । “অনেক-

ভেদাভেদের বিচার অবসর প্রাপ্ত হইবে? স্বীকার করিতে পারিবে না যে  
বেদের পূর্ব্বকাণ্ড যেমন কৰ্ম্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্ত  
সেইরূপ ব্রহ্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে । কেননা ব্রহ্ম এক ও একরূপ । [ ন  
চৈক...বেদান্তেষু ] এক ও একরূপ ব্রহ্মে অনেক প্রকার বিজ্ঞান সম্ভবে না ।  
বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অল্পপ্রকার, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অভ্রান্ত  
হে । যদি অদ্বয় ব্রহ্মে বহু বিজ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়,  
গহা হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে একটা অভ্রান্ত, অবশিষ্ট ভ্রান্ত হইবে । তাদৃশ  
ধরূপ্য স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত  
ইবে । [ তস্মাৎ...ইত্যত্র ] সেই জন্ত, প্রতি বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান,  
রূপ আশঙ্কা করিতে পার না এবং নিয়োগাদির অভেদ কল্পনা করিয়া  
ভেদ বা এক বলিতেও পার না । হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন  
হে । তাহা ‘কর’ বলিলে করা যায় না । যাহাতে বিধির প্রাধান্য নাই, যাহা  
জ্ঞমাত্র পর্য্যবসায়ী ( বস্তুমাত্রের বোধক ), তাদৃশ ব্রহ্মবাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান  
দিত হয় । এ কথা আচার্য্য ব্যাস “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” শূত্রে বলিয়াছেন  
দেখাইয়াছেন ) । [ তৎকথ...ত্যাগোঃ ] যদি তাহাই হয়, তবে, ‘কি-

ভেদচিন্তামারভত ইতি । তদুচ্যতে । সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণা  
বিষয়া চেয়ং বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তেত্যদোষঃ । অত্র হি ক  
বহুপাসনানাং ভেদাভেদৌ সম্ভবতঃ কৰ্ম্মবদেব চোপাসনা  
দৃষ্টিফলাশ্চদৃষ্টিফলানি চোচ্যন্তে ক্রমমুক্তিফলানি চ কানি  
সম্যগজ্ঞানোৎপত্তিধারেণ । তেষেষা চিন্তা সম্ভবতি কিং প্র  
বেদান্তং বিজ্ঞানভেদ আহোন্মিৎ নেতি । তত্র পূৰ্ব্বপক্ষহে  
বস্তাবহুপাশ্চিন্তে—নাম্নস্তাবস্তেদপ্রতিপত্তিহেতুঃ প্রসি

রূপাণি । রূপমাকারঃ । সমাধস্তে—“উচ্যতে । সগুণেতি” । তত্তদগুণে  
ধানব্রহ্মবিষয়া উপাসনাঃ প্রাণাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টক্রমমুক্তিফলা বিষয়ভে  
ত্তিদ্যন্ত ইত্যর্থঃ । তত উপপন্নোবিমর্শ ইত্যাহ—“তেষেষা চিন্তা” । পূৰ্ব্ব  
গৃহীতি—“তত্র”তি । “নাম্নস্তাব”দিতি । অন্ত্যথৈষ জ্যোতিরিতেন স  
দক্ষিণেন যজ্ঞেতেতি । তত্র সংশয়ঃ । কিং যজ্ঞেতেতি সন্নিহিতজ্যো  
ষ্টোমাসুবাদেন সহস্রদক্ষিণালক্ষগুণবিধানম্ । উতৈতদগুণবিশিষ্টকৰ্ম্মা  
বিধানমিতি । কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ । জ্যোতিষ্টোমশ্চ প্রকাস্তদ্বাদযজ্ঞে  
তদমুবাদাজ্যোতিরিতি প্রাপ্তিপদিকমাত্রং পঠিত্বা, এতেনেত্যমুক্য কৰ্ম্মস  
নাধিকরণেন কৰ্ম্মনামব্যবস্থাপনাং কৰ্ম্মণশ্চামুবাদ্যত্বেন তত্তত্ত্বস্ত  
নাশ্চো তথৈব ব্যবস্থাপনাং জ্যোতিঃশব্দস্ত বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষেতি চ জ্যো

জ্ঞত্ব এই ভেদাভেদ চিন্তা (বিচার) আরম্ভ করিলে? এ প্রশ্নের প্রত্যা  
এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণব্রহ্মবিষয়ক অর্থাৎ প্রা  
উপাসনাবিষয়ক । এরূপ বলিলে আর ঐ অসঙ্গত্যা দোষ হইবে না । [ ‘  
হি... নেতি ] বেদের পূর্বকাণ্ডে যজ্ঞপ কৰ্ম্মের ভেদাভেদ ( অমুক অ  
একত্রে এক প্রধান কৰ্ম্ম এবং অমুক অমুক পৃথক্ কৰ্ম্ম, ইত্যাদি ) বিচার  
হয়, তদ্রূপ, এই বেদান্তেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত হওয়া স্থল  
কেননা, কৰ্ম্মের স্তায় বেদান্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত হইয়া  
কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক এবং কোন উপাসনার ফল  
অর্থাৎ পারলৌকিক । আবার অত্র উপাসনার ফল তত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির  
ক্রমমুক্তি । ( ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে তত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি; তৎপরে মু  
ইহারই নাম ক্রমমুক্তি । ) সেই জ্ঞত্ব, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বা  
লইয়া এই চিন্তা ( বিচারারম্ভ ) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান বা  
সনা সমুদারতঃ এক কি অনেক । অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন । [ তত্র...মা

জ্যোতিরাদিমু। অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষু বিজ্ঞানেষ-  
হৃদদন্তম্মাম—তৈত্তিরীয়কং বাজসনেয়কং কোথুমকং কোশী-  
তকং শাট্যায়নমিত্যেবমাদি। তথা রূপভেদোহপি কৰ্মভেদস্ত-

ষ্টামে যোগদর্শনাং নানৈকদেশেন চ নামোপলক্ষণস্ত লোকসিদ্ধত্বাং ভীম-  
সনোপলক্ষণভীমপদবৎ অথশব্দস্ত চানন্তর্য্যার্থস্তাসম্বন্ধিহুপপত্তেগুণবিশিষ্ট-  
ফলান্তরবিধেচ্চ গুণমাত্রবিধানস্ত লাববাদ্বাদশশতদক্ষিণায়াশোৎপত্ত্যশিষ্টতয়া  
মশিষ্টতয়া সহস্রদক্ষিণয়া সহ বিকল্পোপপত্তেঃ প্রকৃতস্তেব জ্যোতিষ্টোমস্ত  
হস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানার্থময়মমুবাদো ন তু কৰ্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্তম্। এবং  
শান্ত উচ্যতে। ভবেৎ পূৰ্ব্বস্মিন্ গুণবিধির্যদি তদেব প্রকরণং স্তাৎ। বিচ্ছি-  
স্ত তৎ। তথাহি—সন্নিধাবপি পূৰ্ব্বসম্বন্ধার্থং সংজ্ঞাস্তরং প্রতীয়মানমত্য়ায়চানে-  
গৰ্ভমিতি স্ত্রায়াহুৎসর্গতোহর্থান্তরার্থত্বাং পূৰ্ব্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিনন্ত্যপূৰ্ব্ববুদ্ধিঃ  
প্রযত ইতি লোকসিদ্ধম্। ন জাতু দেহি দেবদত্তায় গামথ দেবায় বাজিন-  
মতি দেবশব্দাদেবদত্তং বাজিভাজমধ্যবশস্তি লোকিকাঃ। তথা চোপরি-  
ং যজ্ঞেতেতি শ্রয়মাণসম্বন্ধার্থপদব্যবায়ং তৎকৰ্ম্মবুদ্ধিম্নাদধৎ তত্র গুণ-  
বধানমাত্রাসমর্থং কৰ্ম্মান্তরমেব বিধত্তে। ন চৈকত্রাহুপপত্ত্যা লক্ষণয়া  
জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমে প্রযুক্ত ইত্যসত্যামল্লপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ।  
। হি গঙ্গায়াং বোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদং লাক্ষণিকমিতি মীনো গঙ্গায়ামিত্যত্রাপি  
লাক্ষণিকং ভবতি। ভেদেহপি চ প্রথমং সংজ্ঞাস্তরেণোল্লিখিতে যজিশব্দসামা-  
ধিকরণ্যং কৰ্ম্মনামধেয়তামাত্রতামাবহতি ন তু সংজ্ঞাস্তরোপজনিতাং ভেদ-  
ধর্মপনেতুয়ংসহতে। তথা চাথশব্দোহধিকারার্থঃ প্রকরণান্তরতামবদ্যোত-  
তি। এষশব্দশচাধিক্রিয়মাণপরামর্শক ইতি সোহয়ং সংজ্ঞাস্তরাভেদ ইতি।  
বতু সংজ্ঞাস্তরাং কৰ্ম্মভেদঃ প্রস্তুতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—“অস্তি চাত্র  
বদান্তান্তরবিহিতেষু”তি। যথৈব কাঠকাদিসমাখ্যা গ্রহে প্রযুক্ত্যৎ এবং

যবে হেতুতে বিচারের পূৰ্ব্বপক্ষ দাঁড়ায় সে সকল হেতু প্রদর্শিত হই-  
তছে। নাম একটা কৰ্ম্ম প্রভেদের কারণ। জ্যোতিষ্টোম, অম্বমেধ, সোম,  
তাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্ত্বনামক বিভিন্ন কৰ্ম্মের বোধ জন্মায়। এইরূপ  
বদান্তের ও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাসনারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম  
মাছে। তদমুদ্বারে সে সকলও বিভিন্ন হইতে পারে। বেদান্তের নাম ভেদ  
থা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কোথুমক, কোশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি।  
তথা...যোজয়িতব্যঃ] পূৰ্ব্বতত্ত্বে “বৈশ্বদেবী আমিক্ষা” “স্বর্ষদেবভার



প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজি-

জ্ঞানেহপি লৌকিকাঃ । ন চান্তি বিশেষো যতো গ্রন্থে মুখ্যা বিজ্ঞানে  
ভবেৎ । প্রণয়নঞ্চ গ্রন্থজ্ঞানয়োরভিন্নং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্ । তস্মাজ্জ্ঞানং  
বাচিকী সমাখ্যা । তথা চ যদা জ্যোতিষ্টোমসমিধৌ শ্রয়মাণং সমাখ্যাস্তরং  
প্রতীকমপি কৰ্ম্মণো ভেদকং তদা কৈব কথা শাখাস্তরীয়ে বিপ্রকৃষ্টতমেহ  
প্রতীকভূতসমাখ্যাস্তরাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি । তথা রূপভেদোহপি কৰ্ম্মণে  
প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধো যথা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যোবাজিনমিত্যেবমর্থা  
ইদমাম্মায়তে—তপ্তে পয়সি দধানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষেতি । অত্র হি  
দেবতাসম্বন্ধানুমিত্যোগো বিধীয়তে তদনন্তরঞ্চেদমাম্মায়তে—বাজিভ্যোবা  
মিতি । অত্রৈব সন্ধিহতে । কিং পূর্ব্বস্মিন্বেব কৰ্ম্মণি বাজিনং গুণো বিধী  
উত কৰ্ম্মাস্তরং দ্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টমপূর্ব্বং বিধীয়ত ইতি । কিং তাবৎ প্রা  
দ্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টকৰ্ম্মাস্তরবিধৌ বিধিগৌরবপ্রসঙ্গাৎ কৰ্ম্মাস্তরাপূর্ব্বাস্তরক  
গৌরবপ্রসঙ্গাচ্চ ন কৰ্ম্মাস্তরবিধানমপি তু পূর্ব্বস্মিন্বেব কৰ্ম্মণি বাজিনদ্রব্যবি  
ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষাশুণাবরোধাত্তত্র বাজিনমলঙ্কাবকাশং কৰ্ম্মাস্তরং গে  
য়তীতি যুক্তম্ । উভয়োরপি বাক্যয়োঃ সমসময়প্রবৃত্তেরামিক্ষাবাজিনয়ো  
পত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং তং কথমনয়াবরুদ্ধং ক  
বাজিনং নিবিশেৎ । ন চ বৈশ্বদেবীত্যত্র শ্রোত আমিক্ষাসম্বন্ধো বি  
দেবানাং যেন বাজিনসম্বন্ধাৎ বাক্যগম্যাত্মলবান্ ভবেদুভয়োরপি পদা  
পেক্ষপ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ । নো থলু বৈশ্বদেবীত্যুক্তে আদি  
পদানপেক্ষামিক্ষামধ্যবস্থামঃ । অস্ত বা শ্রোতত্বং তথাপি বাজিভ্য  
পদং বাজমগ্নমামিক্ষা তদেবামতীতি ব্যুৎপত্তা তৎসম্বন্ধিনোবিধান্ দেবা  
লক্ষয়তি । যদ্যপি বিশ্বদেবশব্দাবাজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্দেন চো  
তেনৈবোদ্দেশে দেবতাত্বং ন শব্দান্তরেণ । অত্রথাহৈতৈকত্বেন সূর্য্যাদি  
পদয়োঃ সূর্য্যাদিত্যচর্য্যোরেকদৈবত্যাগ্রসঙ্গাৎ । তথাপি বাজিমিত্তীনে  
নামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্ত চ সৰ্ব্বনামার্থত্বাদ্বিশেষাৎ দেবানাঞ্চ বিশ্বদেবপ  
সন্নিধাপনাৎ তৎপদপুরুঃসরা এতৈবত বাজিপদেনোপস্থাপা ন তু সূর্য্যাদি  
পদবৎ স্বতন্ত্রাস্থখা চ তদুপলক্ষণার্থং বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেব  
তামুপলক্ষয়তীতি ন শব্দাস্তরাদেবতাভেদঃ । ততশ্চামিক্ষাসম্বন্ধোপজীব  
বিশ্বভ্যোবাজিনং বিধীয়মানং নামিক্ষয়া বাধ্যতে কিন্তু তয়া সহ সমুচ্চ  
ইতি ন কৰ্ম্মাস্তরমপি তু বাক্যাত্মাং দ্রব্যযুক্তমেকং কৰ্ম্ম বিধীয়ত ইতি এ

উদ্দেশে ঋগ্নী ( ছান্নার জস )” ইত্যাদিবিধ রূপভেদ দৃষ্টে কৰ্ম্মভেদ স্বী

ইত্যেবমাদিশু । অস্তি চাত্র রূপভেদঃ । তদ্ব্যথা কেচিচ্ছাখিনঃ  
পঞ্চাশ্চবিদ্যায়াং ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনস্তি । অপরে পুনঃ পঞ্চৈব  
পঠন্তি । তথা প্রাণসম্বাদাদিশু কেচিদুদান বাগাদীনামনস্তি  
কেচিদধিকান্ । তথা ধর্মবিশেষোহপি কর্মভেদস্ত প্রতিপাদক

উচ্যতে । স্মাদেতদেবং যদি বৈশ্বদেবীতি তদ্বিত্তত্বেত্যামিকা নোচ্যতে । তদ্বি-  
তস্ত স্বস্তেতি সর্লনামার্থে স্মরণাং সন্নিহিতস্ত চ বিশেষস্ত সর্লনামার্থত্বাং তত্রৈব  
তদ্বিত্তত্বেপি বৃত্তিঃ । ন তু বিশেষু দেবেষু ন তৎসম্বন্ধেনাপি তৎসম্বন্ধিমাত্রৈ ।  
নযেবং সতি কস্মাৎবৈশ্বদেবীশম্বদাতাদেব নামিকাং প্রতীমঃ কিমিতি চামিকা-  
পদমপেক্ষামহে । তদ্বিত্তাস্তস্ত পদস্তাভিধানাপর্য্যবসানান্ন প্রতীমস্তৎপর্য্যবসানায়  
চাপেক্ষামহে । অবসিতাভিধানং হি পদং সমর্থমর্থধিয়মাধাতুমিদস্ত সন্নিহিত-  
বিশেষাভিধায়ি তৎসন্নিধিমপেক্ষমাণং সন্নিধাপকমামিকাপদমপেক্ষত ইতি কুত  
আমিকাপদানপেক্ষ আমিকাপ্রত্যয়প্রসঙ্গঃ কুতোবা ত্ত্রানপেক্ষা । অতশ্চ  
মত্য়ামপি পদাস্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদাস্তরাপেক্ষমভিধত্তে তৎ প্রমাণভূত-  
প্রথমভাবিপদাবগম্যত্বাং শ্রৌতং বলীয়শ্চ । যত্তু পর্য্যবসিতাভিধানপদাভি-  
হিতপদার্থাবগম্যমাং তত্ত্বচরমপ্রতীতিবাক্যগম্যঃ দুর্লভঞ্চৈতি তদ্বিত্তত্বেত্যব-  
গতামিকালক্ষণগুণাবরোধাং পূর্লক্ষ্যসাংযোগিবাঞ্জনদ্রব্যং সম্বন্ধি পূর্লক্ষ্য-  
স্তিন্তি । এবঞ্চ সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষসাধনভাবামিকা ন বাঞ্জনদ্রব্যেণ  
সহ বিকল্পসমুচ্চয়ো প্রাপ্ন্যতি । ন চাস্থে নিরুচয়াদনপেক্ষবৃত্তি বাঞ্জনপদং  
কথঞ্চিদযোগিকং সাপেক্ষবৃত্তি বিশ্বেদেবশকাং দেবতাং বৈশ্বদেবীপদাদামিকা-  
দ্রব্যং প্রত্যুপসর্জনীভূতামবগতামুপলক্ষয়িষ্যতি । প্রকৃতং হি সর্লনামপদ-  
গোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জনম্ । প্রামাণিকে চ বিধিকল্পনা-  
গোরবেহভূপেতব্য এব প্রমাণস্ত তদ্বিষয়ত্বাং । তস্মাদব্যথেহ পূর্লক্ষ্যাস্ত-  
বিনো গুণাং কর্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চাশ্চবিদ্যায়াঃ ষড়্গ্নিবিদ্যা ভিন্না এবং  
প্রাণসম্বাদেযু নাধিকভাবেন বিদ্যাভেদ ইতি । তথা ধর্মবিশেষোহপি কর্ম-  
ভেদস্ত প্রতিপাদক ইতি । তথাহি—কারীরাবাক্যাশ্রয়ানাস্তৈত্তিরীয়া ভূমৌ  
ভোজননাচরন্তি নাচরন্ত্যন্তে । তথাগ্নিমধীয়ানাঃ কেচিৎপাধ্যায়ন্তোদকুন্তমাহ-  
রন্তি নাহরন্ত্যন্তে । তথাশ্বমেধমধীয়ানাঃ কেচিদশ্বস্ত ষাসমানরন্তি নানরন্ত্যন্তে ।  
কেচিৎবাচরন্ত্যন্তমেব ধর্মম্ । ন চ তান্তেব কর্ম্মণি ভূমিভোজনাভিজনিতমুপ-  
কারমাকাক্ষন্তি নাকাক্ষন্তি চেতি যুক্ত্যতে । অতোহবগম্যতে ভিন্নানি তাস্থ

হইয়াছে । বেদান্তেও তেমনি উপাসনার রূপভেদ দৃষ্ট হয় । যেমন কোন শাখা  
পঞ্চাশ্চ উপাসনায় অষ্ট এক ষষ্ঠ অগ্নি পাঠ করেন, আবার অষ্ট শাখা-

আশঙ্কিতঃ কারীর্যাদিষু। অস্তি চাত্র ধর্মবিশেষো যথা  
 র্ধগিকানাং শিরোত্রতমিতি। এবং পুনরুক্তাদয়োহপি ভে  
 হেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যঃ। তস্ম  
 প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সব  
 বেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তা  
 তাত্ত্ব্যে ভবিতুমর্হস্তু। কুতঃ। চোদনাদ্যবিশেষাৎ। আদিও  
 ণেন শাখাস্তরাধিকরণসিদ্ধান্তসূত্রোদিতা অভেদহেতব ইহ

তাস্থ শাখাস্থ কর্ম্মণীতি। অস্ত প্রকৃতে কিমাত্মমিত্যত আহ—“অ  
 চাত্রে”তি। অস্ত্রবাং শাখিনাং নাস্তীতি শেষঃ। “এবং পুনরুক্তাদয়োহপি”

ধ্যারীরা তাহা পাঠ করেন না। তাঁহারা মাত্র পাঁচ অধির উল্লেখ করে  
 প্রাণোপাসনাবিশয়েও কেহ কেহ প্রাণের (প্রাণ=ইন্দ্রিয়) ন্যূন সংখ্যা, বা  
 অধিক সংখ্যা কীর্তন করেন। কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূ  
 র্ণমীমাংসা-শাস্ত্র ধর্মভেদকে কর্ম্মভেদের কারণ বলিয়াছেন। বেদান্ত বি  
 উপাসনাতেও ধর্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা হই  
 পারে। অধিক কি বলিব, পূর্ণমীমাংসাশাস্ত্রে কর্ম্মভেদের (ঐ সকল  
 পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে সে সকল গুলিই বেদা  
 শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজনা করি  
 পারা যায়। [ তন্মাং...বিশেষাৎ ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সা  
 এক নহে, বেদান্তে বেদান্তে বিভিন্ন। (যে স্বর্গবিদ্যা ছান্দোগ্যে, বাজস  
 যকে সে স্বর্গ বিদ্যা নহে, তাহা এক পৃথক স্বর্গবিদ্যা, ইত্যাদি) এই  
 পূর্ণপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞান অ  
 উপাসনা সকল সেই সেই বেদান্তে সেই সেই অর্থাৎ একই জানি  
 হেতু এই যে, চোদনা (অভিধায়কশব্দ) প্রভৃতির অবিশেষ বা অ  
 (ঐক্য) দৃষ্ট হয়। [ আদি...চোদনা ] সূত্রস্থ আদি-শব্দে শাখাস্তরা  
 করণোক্ত \* অভেদবোধের কারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। মিলি

\* শাখাবিকরণসিদ্ধান্ত—পূর্ণমীমাংসার একটা বিচার। সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত সূত্র এই  
 “একং বা সংযোগ-রূপ চোদনা-সমাখ্যাহবিশেষাৎ।” অর্থ এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বি  
 শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কর্ম্ম। কেননা, স্তলসম্বন্ধ, রূপ, চোদনা (বিষ  
 শব্দ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই। এই সিদ্ধান্ত বেদা  
 গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রতি বেদান্তে কথিত হইলেও উপাসনা সকলের একত্ব স্থি  
 হয়।

দ্যন্তে। সংযোগরূপচোদনাখ্যা বিশেষাদিত্যর্থঃ। যথৈকস্মি-  
ন্নগ্নিহোত্রে শাখাভেদেহপি পুরুষপ্রযুক্তস্তাদৃশ এব চোদ্যতে  
জুহুয়াদিতি এবং ‘যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ’ ইতি

মিথো যজ্ঞতীত্যাदिषু পঞ্চকুয়োহভ্যন্তো যজতিশব্দঃ। তত্র কিমেক। কর্মভাবনা  
কং বা পঠেবতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। ধাত্বার্থানুবন্ধভেদেন শব্দান্তরাধি-  
ন্থেণ ভাবনাভেদাভিধানান্ধাত্বস্ত চ ধাতুভেদমন্তরেণ ভেদানুপপত্তে: সমিধো  
জ্ঞতীতি প্রথমভাবিনা বাক্যেন বিহিতা কর্মভাবনা বিপরিবর্তমানোপরি-  
নর্কাকারনুদ্যতে। ন চ প্রয়োজনভাবানুবাদঃ প্রমাণসিদ্ধতা প্রয়োজনস্তা-  
নুদ্যবোজ্যতাং কর্মভাবনাভেদে চানেকাপূর্ব্বকল্পনা প্রসঙ্গাদেকাপূর্ব্ববাস্তব্যা-  
পারমেকং কথ্যেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরস্পরানপেক্ষাণি হি  
মিমাংসাবাক্যানীতি সর্বাণ্যেব প্রাথম্যার্হাণ্যপি যুগপদধ্যয়নানুপপত্তে: ক্রমেণ-  
ভিত্তীতি। ন ত্বয়মেবাং প্রয়োজকঃ ক্রমঃ। পরস্পরাপেক্ষাণামেকব্যাক্যে  
ই প্রয়োজকঃ স্তাং তেন প্রাথম্যভাবাং প্রাপ্তমিত্যেব নাস্তীতি কস্ত কোহনু-  
বাদঃ। কথঞ্চিদিপরিবর্তিতমাত্রস্তোৎসর্গিকা প্রবৃত্ত প্রবর্তনালক্ষণবিধিত্বাপাদসা-  
র্থ্যভাবাং। গুণশ্রবণে হি গুণবিশিষ্টকর্মবিধানে বিধিগোরবভিয়া গুণমাত্র-  
বধানলাঘবায় কর্মানুবাদাপেক্ষায়াং বিপরিবৃত্তেকল্পকারণো যথা দধা জুহোতীতি  
বিধিবিধিপরে বাক্যে বিপরিবৃত্ত্যাপেক্ষারাম্নিহোত্রং জুহোতীতি বিহিতস্ত  
হামস্ত বিপরিবর্তমানস্তানুবাদঃ। ন চাত্র গুণান্তেদঃ সমিধাদিপদানাং কর্ম-  
পারম্যোনাং গুণবচনস্তাভাবাং। অগৃহমাণবিশেষতয়া চ কিং বচনবিহিতং  
কং কর্মানুবাদেন কস্ত গুণবিধিভ্রমিতি ন বিনিগম্যতে। ন চাপূর্ব্বং

ই যে সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যার অবিশেষ (অভেদ বা ঐক্য)  
হতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান। অগ্নিহোত্র যেমন  
উন্ন ভিন্ন শাখায় (বেদভাগে) কথিত হইলেও তদ্রূপ হোতৃ পুরুষের  
হামপ্রযুক্ত তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত  
লিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সর্ব্বত্রই জুহুয়াং শব্দে কথিত হইয়াছে,  
যত কোনরূপে কথিত হয় নাই, স্তবরাং হোমপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র এক বা  
একরূপ), তেমনি, একবিষয়ক এক বেদান্তোক্ত চোদনা ও অস্ত্র বেদা-  
ন্তোক্ত চোদনার সহিত সমান স্তবরাং তাহা একেরই বিধায়ক। ইহাতে  
যিহেতু হইবে যে, বাজসনেয়ি-বেদান্তোক্ত “যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ  
শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে” এই চোদনাই (বিধায়ক ব্যাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত  
ইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত ঐ চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ  
ইক্য থাকায় উক্ত উভয় চোদনা এক। অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া গণ্য।

বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাক্ষ তাদৃশ্চেব চোদনা। প্রয়োঃ  
সংযোগোহপ্যবিশিষ্ট এব 'জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবা  
ইতি। রূপমপ্যুভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানশ্চ যদুত জ্যেষ্ঠশ্চৈষ্ঠা  
গুণবিশেষণান্বিতং প্রাণতত্ত্বম্। যথা চ দ্রব্যদেবতে যাঃ  
রূপং এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানশ্চ। তেন হি তদ্রূপ্যে  
সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি। তস্মাৎ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়

নাম জ্যোতিরাদিবদ্ধিধানাসম্বন্ধং প্রথমমবগতং যতঃ পূর্ববুদ্ধিবিচ্ছে  
বিধীয়মানং কৰ্ম পূৰ্ব্বেস্মাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্যাত্ কিস্ত প্রথমত এব  
সামানাদিকরণ্যোনাং বগতাঃ সমিাদায়ন্তত্ত্বশাৎ কৰ্ম্যনামধেয়তাং প্রতিপদ্য  
আখ্যাতস্তাত্ত্ববাদত্বেহুবাদবিধিহে বিধয়ো ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কন্তচিদীশ  
তস্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকৰ্ম্যবিধিপৰিত্যাং কৰ্ম্যণ্যয়মভ্যাসো ভাবনাস্থবদ্ধত  
ভিন্মানো ভাবনাং ভিনতি যথা তথা শাখাস্তরবিহিতা অপি বিদ্যাঃ শাখা  
বিহিতাভ্যো বিদ্যাভ্যোহভ্যাসো ভেৎস্তুতীতি। অশক্বেচ্চ। ন হ্যেকঃ পু  
সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ান্বিকামুপাসনামুপসংহৰ্ত্তং শক্নোতি সর্ববেদান্তাধ্যয়না  
র্থ্যাৎ অনধীতার্থোপসংহারেহধ্যয়নবিধানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিশাখং  
তুপাসনানাং নায়ং দোষঃ। সমাপ্তিভেদাচ্চ। কেষাঞ্চিং শাখিনামোহ  
সাক্ষীয়াকথনে সমাপ্তিঃ। কেষাঞ্চিদন্তত্র। তস্মাদপ্যুপাসনাভেদঃ। অহ  
দর্শনাদপি। তথাহি—নৈতদচীর্ণব্রতোহধীত ইত্যচীর্ণব্রতস্তাধ্যয়নাভাবদ  
হুপাসনাভাবঃ। কচিদচীর্ণব্রতস্তাধ্যয়নদর্শনাহুপাসনাবগম্যতে। তস্মাদুপা  
ভেদ ইতি। অত্র সিদ্ধান্তমাহ—সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ত  
চৰ্চৈ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি সর্ববেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্বেদান্ত  
বেদান্তে তানি তান্তেব ভবিতুমর্হন্তি। যান্ত্বেকস্মিন্ বেদান্তে তান্যেব বেদা  
ন্তরেষুপীতার্থঃ। চোদনাদ্যবিশেষাদিত্যাশিষ্যেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহ্য  
অত্র চ চোদ্যত ইতি চোদনা পুরুষপ্রবক্তঃ। স হি পুরুষস্ত ব্যাপারঃ।

[প্রয়োজন...বিজ্ঞানানাম্] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহারও ঐ  
আছে। যথা—“সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।” এ ফল উভয় বেদ  
সমানরূপে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক, অর্থাৎ অতি  
উভয়স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে।  
যাগের রূপ দ্রব্য ও দেবতা; তেমনি, বিজ্ঞানের (উপাসনার) রূ  
বিজ্ঞের (উপাস্ত)। কেমনা, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হ

জ্ঞানানাম্ । এবং পঞ্চাঙ্গবিদ্যা বৈশ্বানরবিদ্যা শাণ্ডিল্যবিদ্যাত্যেবমাদিশু যোজয়িতব্যম্ । যে তু নামরূপাদয়ো ভেদ-  
হ্যভাসান্তে প্রথম এব কাণ্ডে ‘ন নান্না স্তাদচোদনাভিধান-  
' ইত্যরভ্য পরিহৃত্য ইহাপি কঞ্চিদ্ধিশেষমাশঙ্ক্য পরি-  
হতি ॥ ১ ॥

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥\*

য়ং হোমাদিধাত্বার্থাবচ্ছিন্নে প্রবর্ততে । তত্ত্ব দেবতোদদেশেন ত্যাগস্তাসেনা-  
স্তাবচ্ছেদ্যঃ পুরুষপ্রযুক্তঃ স এব শাখান্তরে যথৈবমিহাপি প্রাণজ্যোষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠ-  
যদনবিশয়ঃ পুরুষপ্রযুক্তঃ স এব শাখান্তরেষপীতি । এবং ফলসংযোগোহপি  
ত্বেষ্ঠেষ্ঠভবনলক্ষণঃ স এব । রূপমপি তদেব । যথা যাগস্ত যদেকস্তাং  
পায়াং স্রবদেবতা রূপং তদেব শাখান্তরেষপীত্যেবং বেদনস্তাপি যদেকত্র  
জ্যোষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বরূপং বিষয়স্তচ্ছাখান্তরেষপীতি । “কঞ্চিদ্ধিশেষ”মিতি ।  
ং যদগ্নীষোমীয়স্তোংপন্নস্ত পশ্চাদেকাদশকপালত্বাদিসম্বন্ধেহপ্যভেদ ইতি ।  
ংপন্নস্ত তত্ত্ব সৰ্বত্র প্রত্যভিজায়মানত্বাং । ইহ ত্বয়িবৎপত্তিগত এব  
ভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবন্ন ভেদক ইতি বিশেষত্বমিমং বিশেষমভিপ্রে-  
শঙ্কতে সূত্রকারঃ—

খ্যাও (সমাখ্যা=নাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক । বাজসনেয়ীরীও  
উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে, ছন্দোগেরীও উহাকে প্রাণোপাসনা  
।। এই সকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয়, উপাসনা সকলের  
বেদান্তপ্রত্যয়তা আছে । অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদান্তে  
সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে । [এবং...হরতি] পঞ্চাঙ্গ-  
া, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সৰ্বত্রই এতদনুসারে ব্যাখ্যা করিবে ।  
ও রূপ প্রকৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য ;  
সে সকল যথার্থ হেতু নহে ; হেতুর আয় দেখায় মাত্র । সে সকল  
ত হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পূর্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীর মীমাংসায়  
কৃত হইয়াছে । সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও  
ং বেদান্তশাস্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের  
হার প্রদর্শিত হইবে । প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাহার পরিহার ।  
ক্ষা ও পরিহার এইরূপ—

\* ভেদাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদং দৃষ্টে ত্যর্থঃ । বিজ্ঞানানাম্ (উপাসনানাম্) সৰ্ববেদান্তবিহি-

জ্ঞাদেতৎ, সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ বিজ্ঞানানাং গুণ  
মোপপদ্যতে । তথা হি বাজসনেয়িমঃ পঞ্চাশিবিদ্যাঃ এ  
ষষ্ঠমপন্নমগ্নিমামনস্তি ‘উজ্জাগিরেবাগ্নিৰ্ভবতি’ ইত্যাদি  
ছন্দোগান্ত তং নামমস্তি পঞ্চসংখ্যায়ৈব চোপসংহারস্তি  
য এতানেবং পঞ্চাশীন্ ‘বেদ’ ইতি । যেযাঞ্চ স গুণে  
যেযাঞ্চ নাস্তি তেযাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যে  
চাত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং পঞ্চসংখ্যাবিরো  
তথা প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠাদিত্যাংশচতুরঃ প্রাণান্ বাক্চক্ষুঃ  
মনাংসি ছন্দোগা আমনস্তি । বাজসনেয়িনস্ত পঞ্চমমপ

---

“ভেদান্নেতি চে”দিতি । পরিহারঃ সূত্রাবয়বঃ । “ন একস্তামগ্নী  
পঠিষ্ব সাংসাদিকা অগ্নয়োবাজসনেয়িনামপি ছন্দোগানামিবি বিদী  
ষষ্ঠমগ্নিঃ সম্প্রদ্যতিরেকায়ান্দ্যতে ন তু বিদীয়তে । বৈশ্বদেব্যাং তু  
গুণো বিদীয়ত ইতি ভবতু ভেদঃ । অথবা ছন্দোগানামপি ষষ্ঠোহগ্নিঃ

---

একই বিজ্ঞান (উপাসনা) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়া  
কথা উপপন্ন অর্থাৎ সম্ভব হয় না । কারণ এই যে, গুণের বা উপ  
প্রকার সকল বেদান্তে সমান (একরূপ) নহে । নিদর্শন দেখ—বাজ  
শাখাধ্যায়ীরা (বাজসনেয়ী—যজুর্বেদের অগ্রতম শাখা) পঞ্চাশিবিদ্যাও  
“সেই উপাসকের অগ্নিও অগ্নি” এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করেন ।  
ছন্দোগগণ তাহা করেন না । ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ ক  
প্রস্তাব শেষ করেন । (ছন্দোগ=সামবেদের বিভাগ) যথা—“অ  
যে উপাসক এইরূপে এই পঞ্চাশি জানে, উপাসনা করে—” ইত্যাদি  
এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অগ্র শাখায় সে গুণের (অঙ্গের)  
নাই ; তখন কিপ্রকারে উভয় শাখার উপাসনা এক হইতে পারে ? বা  
গুণোল্লেখ নাই তাঁহারা অগ্র শাখোক্ত গুণকে (অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ অর্থাৎ  
গ্রহণ করিতে পারিবেন না । করিলে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ হ  
[তথা...ইতি] এইরূপ, ছন্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনায় মুখ

---

ভবৎ একম্বমিতি যাবৎ নেতীতি ন বক্তব্যং সত একস্যামপি বিদ্যায়াং তজ্জাতীয়কো  
যজ্ঞাত ইতি সূত্রপদানাং ব্যাখ্যা ।—গুণের অর্থাৎ, উপাসনাপ্রকারের ভিন্নতা আছে বা  
সকলকে বিভিন্নোপাসনা বলিতে পার না । কারণ এই যে, উপাসনা এক হইলেও  
গুণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন হইতে পারে ।

‘স্নেহো বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ। প্রজ্ঞায়তে হ প্রজ্ঞা পশুভির্বা  
 ২ বেষ’ ইতি। আমাপোষাপভেদাচ্চ বেদ্যভেদো ভবতি  
 ন্যভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো দেব্যদেবতাভেদাদিষ যাগশ্চেতি  
 ২। নৈষ দোষঃ। যত একস্ম্যাপি বিদ্যায়ামেবজ্ঞাতীয়কো  
 ভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষষ্ঠস্থান্নৈরুপসংহারো ন সম্ভ-  
 তি তথাপি দ্ব্যপ্রভৃতীনাং পঞ্চানামগ্নীনামুভয়ত্র প্রত্যভি-  
 যমানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো ভবিতুমর্হতি। ন হি যোড়শিগ্র-  
 াগ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে। পঠ্যতেহপি চ ষষ্ঠোহগ্নি-  
 হন্দোগৈঃ ‘তং প্রেতং দিষ্টমিতোহগ্নয় এব হরন্তি’ ইতি।  
 জসনেয়িনস্ত সান্পাদিকেষু পঞ্চস্বমিষনুরভায়াঃ সমিদ্ধু-

। অথবা ভবতু বাঙ্গসনেয়িনাং ষষ্ঠাধিবিধানং মা চ ভূচ্ছান্দোগ্যানাং  
 পি পঞ্চত্বসংখ্যায়া অবিধানান্নোৎপত্তিশিষ্টত্বং সংখ্যায়াঃ কিস্তুৎপন্নেষ্মিষু  
 ষষ্ঠী সংখ্যানুদ্যতে সান্পাদিকানগ্নীনবচ্ছেত্তুং তেন যেষামুৎপত্তিস্তেবাং

১। আরও চারিটা প্রাণ স্বীকার করেন। যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র  
 মন। কিন্তু রূহদারণ্যকপাঠীরা ঐহলে পাঁচটীমাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন।  
 ১- বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ। (রেতঃ শব্দে চরম ধাতু ও  
 প্রাপতি। যে উপাসক ঐরূপ জানে অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনা করে, সে  
 হাবান্ ও পশুমান হয়।) [আবাপো...পদ্যতে] যদি বল, যেমন  
 ব্যার ও দেবতার ভিন্নতার যাগের ভিন্নতা স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, বিভিন্ন  
 বাপ উদ্বাপে \* বেদ্যের অর্থাৎ উপাস্তের ভিন্নতা ঘটে, বেদ্যের ভেদে  
 ব্যার অর্থাৎ উপাসনার পার্থক্য হয়। এস্থলে আমাদের বলব্য—তাহা হয়  
 । অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ রূপভেদ উপাসনৈক্যের বিরোধী নহে। হেতু  
 যে, অভিন্ন উপাসনায় ঐরূপ অন্ন গুণভেদ উপপন্ন বা স্বীকৃত হইয়া  
 ক। [যদ্যপি...বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ  
 কি একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির  
 রূপ পর্যাস্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও রূহদারণ্যকে উভয়ত্রই দিব্

\* আবাপ = নিক্ষেপ। অর্থাৎ অন্য বিধান হইতে কোন একটা গুণের গ্রহণ। উদ্বাপ =  
 প। অর্থাৎ কোন একটা গুণের ত্যাগ। যাগের পার্থক্য = এ একটা যাগ, সে একটা যাগ,  
 রূপ ভিন্নতা। যাগের অব্য ভিন্ন হইলে, একরূপ অব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া  
 । দেবতা ভিন্ন হইলেও যাগের ভিন্নতা হয়।



মাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে 'তস্মাৎগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সর্বা  
ইত্যাদি সমামনন্তি স নিত্যানুবাদঃ। অথাপ্যুপাসনার্থ  
বাদস্তথাপি স গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈরপ্যুপসংহর্তুন্। ন।  
পঞ্চসংখ্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ।। সাম্পাদিকান্ধাভিপ্রায়া ৫

প্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানায়াশ্চ সংখ্যায়া অনুবাদ্যত্বেনানুৎপত্তৌ  
য়মানস্ত চাধিকস্ত ষোড়শিগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবাৎ ন শাখান্তরে জ্ঞানত্বে

প্রভৃতি অগ্নিপঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয়, উক্ত উভয় বেদান্তে  
উপাসনা কথিত হইয়াছে। সে জন্ত উপাসনাভেদ অযুক্ত। অতিরাত্র  
ষোড়শী (পাত্র) গ্রহণ ও অগ্রহণ দুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলি  
দুইটি অতিরাত্র যাগ হইবে, তাহা হইবে না। অতিরাত্র যাগ একটা  
পূর্বসমীমাংসায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ  
স্তোত্র এক স্থানে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ ও অন্যস্থানে তাহার অনুল্লেখ দৃষ্টে  
বিদ্যার দ্বিত্ব হইবে না, প্রত্যুত ঐক্যই হইবেক। ছন্দোগেরা (সাম-  
ধ্যায়ীরা) আদৌ ষষ্ঠাগ্নির পাঠ বা উল্লেখ করেন না, এমন নহে। তাঁহা  
স্থানান্তরে ষষ্ঠাগ্নির পাঠ করিয়াছেন। যথা—“জ্ঞাতিগণ এ লোক  
পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিমাংস করিবার জন্য লইয়া  
যদিও সামবেদাধ্যায়ীরা অগ্নিমাংসের উল্লেখ করেন, আর যজুর্বেদাধ্যায়ীরা  
তদতিরিক্তের অর্থাৎ সমিধ্বিশেষের উল্লেখ করেন; তথাপি, সে  
নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র। যজুর্বেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধ্যা-  
সম্পন্ন করিতে হয় তাদৃশ) অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্তনে যে সমিধ্ব-  
কল্পনা করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তির কারণ তাঁহারাও “তাহার  
অগ্নি, সমিধ্বই সমিধ্ব” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। (এই লৌকিক  
অগ্নি, এই প্রসিদ্ধ সমিধ্বই সমিধ্ব অর্থাৎ কাষ্ঠ। অভিপ্রেতার্থ এই  
ষষ্ঠাগ্নির অনুবাদমাত্র, তাহা উপাসনাদ্র নহে। দিব্ প্রভৃতি সাম্পাদিক  
পঞ্চকই উপাস্ত। তাহা উভয়বেদে সমান, স্মৃতরাং উক্ত উভয় বেদে  
পঞ্চাগ্নি-উপাসনা।) [ অথা...দোষঃ ] ঐ সকল কথা উপাসনার্থ-  
সনা প্রয়োজনে কথিত, স্মৃতরাং তদনুসারে রূপভেদ স্বীকার্য্য, এ  
বলিতে পার না। বলিলেও সামবেদাধ্যায়ীরা ঐ গুণটিকে (ষষ্ঠা  
অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে। তাহা-তাহাদের পঞ্চসংখ্যা বিরুদ্ধ  
সে আশঙ্কা হয় না। কারণ এই যে, ঐ পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিকান্ধি  
প্রায়ে অভিহিত। (দিব্ প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিজ্ঞান উপপাদন

পঞ্চসম্ব্য। নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসমবায়িনীত্যদোষঃ। এবং  
প্রাণসম্বাদাদিষ্পাধিকস্ত গুণশ্চেতরত্রোপসংহারো ন বিরু-  
ধ্যতে। ন চাবাপোদ্বাপভেদাদ্বৈদ্যভেদো বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ  
কস্তচিৎস্বৈদ্যাংশস্তাবাপোদ্বাপয়োরাপি ভূয়সোর্বেদ্যবেদিত্রো-  
রভেদাবগমাৎ। তস্মাদৈকবিদ্যমেব ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্মেন হি সমাচারেইধি-  
কারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩ ॥\*

উৎপত্তিশিষ্টেইসিদ্ধে প্রাণসম্বাদাদয়োইপি ভবন্তি প্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নান্তাহ  
তাহ শাখাস্থিতি।

তাহা অবিচালা করিতে হয় সে জ্ঞান সে জ্ঞান সাম্পাদিক) সূত্ররাং তাহা  
প্রাণ অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদভূতা; বিধির সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই।  
কায়েই কথিত প্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয়। [এবং...মেব]  
পঞ্চাশিবিদ্যাসম্বন্ধে এই যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অত্রস্থানে উপসংহৃত  
হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিদ্যাতেও এক বেদান্তোক্ত  
অধিক গুণ (অঙ্গ) অত্র বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ লইয়া গেলে  
তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। প্রক্ষেপ নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের  
আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই যে, কোন এক স্বল্প অংশের  
আবাপ উদ্বাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয় সূত্ররাং সে অনুসারেও  
একা বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হয়।

\* শিরোব্রতমিতি স্বাধ্যায়স্ত বেদাধ্যয়নস্য ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ। আধর্কর্ষিকানাং বিহিতং  
শিরোব্রতং ন বিদ্যায়াং কিন্তুধ্যয়নান্নমতস্তত্র বিদ্যাভেদে কারণম্। হি যতস্তথাত্মেন স্বাধ্যায়  
ধর্ম্মেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আধর্কর্ষিকা শিরোব্রতমপি বেদব্রতত্বেন সমা-  
খ্যাতমিতি কথ্যন্তি। অধিকারাক্ষ। অচীর্ণব্রতোমুণ্ডকং নাখীত ইতি চার্গশিরোব্রতত্বেন মুণ্ডকা-  
ধ্যয়নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। তন্মাদপি শিরোব্রতং ন বিদ্যায়াং কিন্তু মুণ্ডকাধ্যয়নাক্ষম্। সরব-  
দিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা সরা হোমা আধর্কর্ষিকৈঃ স্বত্রে উদিত একোহগ্নিরেকর্ষিসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধ  
অগ্নিরগ্নৌ কার্ঘ্য ইতি নিরম্যন্তে তথোর্থঃ।—বলিয়াছিল যে, আধর্কর্ষিকদিগের শিরোব্রত  
আছে, অস্ত্রের তাহা দাই, সেই জন্ম শিরোব্রত ধর্ম্মটা উপাসনার ভেদক, বস্তুতঃ তাহা নহে।  
কারণ, ঐ ব্রতটা মুণ্ডকাধ্যয়নের অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উহা যে স্বাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা  
বেদব্রত উপদেশপ্রসঙ্গে কথিত আছে। সেখানে ঐ ব্রতকে অধ্যয়নাক্ষ বলা হইয়াছে। শিরো-  
ব্রত না করিলে মুণ্ডকাধ্যয়নে অধিকার হয় না, করিলে হয়, এ কথাতেও ঐ ব্রতের বিদ্যাভ্রাত

যদ্যুক্তমাথর্কণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষ-  
ণাদন্তেষাঞ্চ তদনপেক্ষাং বিদ্যাভেদ ইতি । এতৎপ্রত্যুচ্যতে ।  
স্বাধ্যায়শ্রেষ্ঠ ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ । কথমিদমবগম্যতে । যত-  
স্তথাত্ত্বেন স্বাধ্যায়ধর্মস্ত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে  
এত্বে আথর্কণিকা ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমা-  
নন্তি । নৈতদচীর্ণব্রতোহধীত ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছ-  
ন্নাধ্যয়নশব্দাচ্চ স্রোপনিষদধ্যয়নধর্ম এবৈষ ইতি নির্দ্ধা-  
র্যতে । ননু চ 'তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোব্রতং

---

যৈরাথর্কণিকগ্রন্থোপায় বিদ্যা বেদিতব্য। তেষামেব শিরোব্রতপূর্বাধ্যয়ন-  
প্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রবচ্ছতি নান্তথা। অন্তেষাম্ ছান্দোগ্যাদীনাং সৈব

---

বলিয়াছিল যে, ঐ উপাসনার আথর্কণিক দিগের শিরোব্রত অনুষ্ঠানের  
অপেক্ষা আছে, কিন্তু অন্তের তাহা নাই। সেই কারণে বলিতে হয়,  
শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ খণ্ডন  
এই যে, ঐ শিরোব্রত তাঁহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।  
কিসে জানিলাম, তাহা বলিতেছি। যে স্থলে বেদব্রতের উপদেশ আছে,  
(যে রূপ যে রূপ ব্রতচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক  
উপদেশ আছে), সেই স্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাঁহারা অধ্যয়নাক্ষ বলিয়া  
কীর্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠান পূর্বক মুণ্ডকশ্রুত্যা-  
ধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, অবধারিত হয়, শিরোব্রতটী  
আথর্কণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার  
অঙ্গ বা ধর্ম না হওয়ায় তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে ঐ ব্রত  
অনুষ্ঠান না করে সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতদ্বাক্যস্থ অধিকৃত বিষয়,  
এতৎ-শব্দ ও অধ্যয়ন শব্দ,—এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে,  
ঐ ব্রতটী আথর্কণিক দিগের অথর্কোপনিষদ অধ্যয়নের ধর্ম, উপাসনার  
ধর্ম নহে। [ননু চ...বিদ্যেকহম্] যদি বল, “যাহারা এই শিরোব্রত

---

নিবাসিত হয়। শিরোব্রতটী আথর্কণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নের নিয়মিত অঙ্গ, অন্যের নহে।  
তাহার দৃষ্টান্ত সুর অর্থাৎ হোম। অর্থাৎ যেমন সৌর্যাদি হোম আথর্কণিক দিগেরই নিয়মিত,  
তেমনি, ঐ ব্রতটীও তাহাদের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই নিয়মিত (মুণ্ডক = অথর্কদের উপনিষদ)।  
কলিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্মটী উপাসনাক্ষ নহে বলিয়া জাহা ভেদকারণও নহে।  
(ভাষ্যানুবাদ দেখ)

বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণম্’ ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব  
সর্বত্র ব্রহ্মবিদ্যোতি সঙ্কীৰ্য্যোভেষ ধৰ্ম্মঃ, ন, তত্রাপ্যেতামিতি  
প্রকৃতপরামর্শাৎ । প্রকৃতত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়্যা গ্রন্থবিশেষাপেক্ষ-  
মিতি গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈষ ধৰ্ম্মঃ । সরবচ্ তন্নিয়ম ইতি  
নিদর্শননির্দেশঃ । যথা চ সরাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ  
শতৌদনপর্য্যস্তা । বেদান্তরোদিতত্রেতাগ্ন্যনভিসম্বন্ধাদাথর্বগো-  
দিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাচ্চাথর্বগিকানাংমেব নিয়ম্যন্তে তথায়মপি  
ধৰ্ম্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষসম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত । তস্মাদপ্যন-  
বদ্যাং বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩ ॥

বিদ্যা নাচীর্ষশিরোব্রতানাং ফলদেত্যাথর্বগগ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাদবগম্যতে । তৎ-  
সম্বন্ধস্ত বেদত্রয়েণেনেতি নৈতদচীর্ণব্রতোহধীত ইতি সমামানাদবগম্যতে ।  
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেদिति বিদ্যাসংযোগ্যেতামিতি প্রকৃতপরা-  
মর্শিনা সর্কানায়াহধ্যয়নসম্বন্ধাবিরোধায়াহর্থর্ববিহিতৈব বিদ্যোচ্যত ইতি । সরা  
হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনাস্তা আথর্বগিকানাং ত একস্মিন্বেবাথর্বগিকে-  
হগ্নৌ ফ্রিয়ন্তে ন ত্রেতাগ্ন্যমতো বিদ্যৈকত্বম্ ।

বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করে তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা—” এই ঋতিতে  
শিরোব্রতের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায় ; সুতরাং  
সর্ব শাখায় একই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা স্থিরীকৃত হয়, ইহাে ঐ শিরোব্রত  
ধর্ম্মটী সঙ্কীর্ণ (সঙ্কর বা মিশ্রিত। অনিশ্চিত) হইয়া পড়ে ; সে বিষয়ে  
আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না । কেননা, ঐ ঋতির ‘এতাং—  
এই’ এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক । প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থ-  
বিশেষ সাপেক্ষ, সুতরাং ঐ ধর্ম্মটী (শিরোব্রতচরণ) গ্রন্থবিশেষ সম্প-  
র্কীয় । সরবচ্ তন্নিয়মঃ—সরের ভ্রায় তাহা নিয়মিত, এই সূত্রাংশ দৃষ্টান্ত  
প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে । যেমন সৌর্য্যাদি (সৌর্য্য=সূর্য্যসম্বন্ধীয়)  
শতৌদন পর্য্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অন্ত বেদোক্ত অগ্নিভ্রয়ের  
সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্বগিক দিগের একাগ্নির সহিত তাহার  
সম্বন্ধ থাকায় উহা আথর্বগিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ বেদাধ্যয়ন  
বিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঐ ধর্ম্মটী তদধিকারেই নিয়মিত । অতএব,  
বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব পক্ষই অবদ্য অর্থাৎ অনিশ্চিত ।

## দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥\*

দর্শয়তি চ বেদোহপি বিদ্যৈকত্বং সর্ববেদান্তেষু বেদ্যৈ-  
কত্বোপদেশাৎ ‘সর্বৈ বেদা যৎপদমামনন্তি’ ইতি। ‘তথৈত-  
মেব বহুচা মহত্বক্বে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবাক্ষ্যব এতং মহা-  
ব্রতে ছন্দোগাঃ’ ইতি। তথা ‘মহদ্বয়ং বজ্রমুদাতম্’ ইতি  
কাঠকে চ। উক্তশ্চেশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে  
ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে ‘যদা হ্যেবৈষ এতশ্চিম্নু-  
দরমস্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি তদ্ব্যেবাতয়ং বিদ্বষো-  
মহানস্ত’ ইতি। তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্য

ভূয়োভূয়ো বিদ্যৈকত্বস্য বেদদর্শনাৎ। যত্রাপি সগুণব্রহ্মবিদ্যানাং ন সাক্ষা-  
বেদ একত্বমাহ তাসামপি তৎপ্রায়পটিতানাং তদ্বিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমেব।  
তথাহগ্র্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্টা ভবেদয়মগ্র্য ইতি বুদ্ধিরিতি। যচ্চ কাঠকাদি-

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—“সমুদায় বেদ বে  
প্রাপ্যকে বলেন।” এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব  
বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্ত। বেদ্য অর্থাৎ উপাস্ত এক, স্তবরাং  
উপাসনাও এক। উপাসনা ও বিদ্যা সমান কথা। একত্ব বোধক  
বেদান্তরও আছে, তাহা এই—“ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে (উক্থ=এক  
প্রকার উপাসনা) ইহাঁকেই চিন্তা করেন, যজুর্বেদীরা যাহা করেন তাহাও  
ইনি এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইহাঁকেই পূজা করেন।” “ইনি ভেদ-  
জ্ঞের উদ্যত বজ্র মহদ্বয়।” ঈশ্বরের এই লোকভয়হেতুত্ব গুণ তৈত্তিরীয়  
উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরামৃষ্ট (অমুসংকিত) হইতে দেখা যায়।  
যথা—“এই নর যদি এই অদ্বয় ব্রহ্মে অন্নমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন করে  
অর্থাৎ ইহাঁকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে তাহার তন্নিবন্ধন-সংসার  
ভয় হয়। কিন্তু যিনি বিদ্বান, অভেদজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধে ইনি অভয়।”  
[তথা বাজ...সিদ্ধিঃ] যে বৈশ্বানর-বিদ্যা যজুর্বেদ ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক  
উপনিষদে) “ইনি প্রাদেশপ্রমিত” ইত্যাদি প্রকারে অতিহিত হইয়াছে,

\* দর্শয়তি বিদ্যৈকত্বং বেদোহপীতি পুরণীয়ম্।—বেদও বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব  
প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৈশ্বানরস্ত ছান্দোগ্যে সিদ্ধবদুপাদানং ‘যন্তেতমেবং প্রাদেশ-  
ব্রাহ্মভবিমানমাত্মনং বৈশ্বানরমুপাস্তে’ ইতি । তথাচ সর্ব-  
বদান্তপ্রত্যয়েনাত্মত্র বিহিতানামুক্তাদীনাং মত্ৰোপাসন-

মাধ্যোপাসনাভেদ ইতি । তদযুক্তম্ । এতা হি পৌরুষেয়াঃ সমাখ্যাঃ  
কঠাদিপ্রবচনযোগাৎ তাসাং শাখানাং ন তুপাসনানাম্ । ন হেতাঃ  
কঠাভিঃ প্রোক্তাঃ । ন চ কঠাধ্যয়নমাসামিতরাহুষ্ঠানেভ্যো বিশেষ্যতে ।  
চ কঠপ্রোক্তানিমিত্তমাত্রেন গ্রন্থে প্রবৃত্তৌ তদযোগাক্ষ কথঞ্চিল্লক্ষণয়ো-  
পসনাস্থ প্রবৃত্তৌ সম্ভবন্ত্যুপাসনাভিধানমপ্যাসং শক্যং কল্পয়িতুম্ । ন চ  
ভেদাভেদৌ জ্ঞানভেদাভেদপ্রযোজকৌ । মা ভূদ্ব্যখ্যাস্বাসামভেদাজ্ঞানানা-  
কশাখাগতানামৈক্যম্ । কঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চৈত্যাঃ সমাখ্যাঃ কঠা-  
ভ্যাঃ প্রাক্ নাসন্নিতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদো নাসীদিত্যনীং চাত্তীতি দুৰ্বট-  
পদ্যত । তস্মান্ন সমাখ্যাতো ভেদঃ । অভ্যাসোহপি নাত্র ভেদকঃ । যুক্তং  
সকশাখাগতো যজ্ঞত্যাভাসঃ সমিাদীনাং ভেদক ইতি । তত্র হি বিধি-  
মোৎসর্গিকমজ্ঞাতজ্ঞাপনমপ্রবৃত্তপ্রবর্তনঞ্চ কুপ্যেয়াতাম্ । শাখান্তরে ত্বধ্যে-  
পুরুষভেদাদেকত্বেহপি নোৎসর্গিকবিধিহব্যাকোপ ইতি । অশক্তিরপি ন  
সদেহতুঃ । স্বাধ্যায়োহেতব্য ইতি স্বশাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ । ততশ্চ  
খান্তরীয়ানর্থানন্তেত্যন্তদ্বিধেভ্যোহধিগম্যোপসংহরিশ্যতি । সমাপ্তিশ্চৈক-  
মপি তৎসম্বন্ধিনি সমাপ্তে তন্ত ব্যপদিষ্ঠতে । যথাধ্বর্ষ্যাবে কৰ্ম্মণি জ্যোতি-  
মন্ত সমাপ্তিং ব্যপদিশন্তি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি । তস্মাৎ সমাপ্তি-  
নোহপি ন সাধনমুপাসনাভেদস্ত । তদেবমসতি বাধকে চোদনাদ্যবিশে-  
ৎ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি কৰ্ম্মণি তানি তাহেবেতি সিদ্ধম্ ।

ই বৈশ্বানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অমুবাদভাবে কথিত হইতে দেখা যায় ।  
।—“যে উপাসক এই প্রাদেশ-পরিমাণ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা  
র” ইত্যাদি । ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দো-  
গ্যক্ত বৈশ্বানর উপাসনা একই উপাসনা । সেই সেই বেদান্তে উক্তাদি  
পাসনার বিধান প্রতীত হইলেও তন্নির বেদান্তে যে পুনরবার সেই সেই  
পাসনার গ্রহণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,  
বেদান্তের অতিহিত উপাসনাই অত্র বেদান্তে গৃহীত বা কথিত হইয়াছে ।  
হতু অধিকাংশ উপাসনাই ঐরূপ অর্থাৎ উপাসনার একত্ব দেখাইবার  
উপায়ে একই উপাসনা দুই তিন বেদান্তে কথিত ; সেই হেতু প্রায়ো-  
ব-স্তায়ে ( প্রায়োদর্শনন্যায় = আধিক্য দৃষ্ট হইলে যাহাব আধিক্য তাহার

বিধানায়োপাদানাং প্রায়োদর্শনন্যায়োনোপাসনানামপি সৰ্ব  
বেদান্তপ্রত্যয়হসিক্ৰিঃ ॥ ৪ ॥

উপসংহারোহর্থাত্তেদাঙ্গিধিশেষবৎ

সমানে চ ॥ ৫ ॥\*

ইদং প্রয়োজন সূত্রম্ ।

স্থিতে চৈবং সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়স্তে বিজ্ঞানানামন্যত্রোদি  
তানাং বিজ্ঞানগুণানামন্যত্রোপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারে  
ভবতি । অর্থাত্তেদাং । য এব হি তেষাং গুণানামেকত্রোদে

কঙ্কিধিশেষমাশঙ্ক্য পূৰ্বতন্তপ্রসাধিতম্ ।

ব্যক্যমাণার্থসিদ্ধার্থমর্থমাহ স্ম সূত্রকৃতং ॥

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধার্থং সূত্রম্ ।

অভেদমাশঙ্কতে । ভবতু সৰ্বশাখাপ্রত্যয়মেকং বিজ্ঞানং তথাপি শাখা  
স্তরোক্তানাং তদঙ্গান্তরাণাং ন শাখান্তরোক্তে তন্নিম্নপসংহারোভিতুমর্থি  
তত্শৈকন্ত কর্ণণে যাবন্মাত্রমঙ্গজাতমেকত্বাং শাখায়াং বিহিতং তাবন্মাত্রো  
বোপকারসিদ্ধেরধিকানপেক্ষণাং । অপেক্ষণে চাধিকমপি তত্র বিধীয়েত ন  
বিধান, একুপ যুক্তি) সমুদায় উপাসনারই সৰ্ববেদান্ত-প্রত্যয়তা নির্ণা  
হয় ।

বিজ্ঞানগণের অর্থাৎ উপাসনা-সমূহের সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়তা কথিত প্রকা  
সিদ্ধ হইলে কাবেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবয়বে  
অঙ্গের বা ধর্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্থাৎ  
সংগ্রহ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় । কেননা সেইরূপেই অর্থের (অর্থ  
উপাসনারূপ বস্তু) অভেদসিদ্ধি হইয়া থাকে । অর্থাৎ উপাসনার এক  
অসিদ্ধি হয় । [ য এব...মিহাপি ] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটী

\* উপসংহারঃ একাকীকরণং তচ্চ বিদ্যাক্যবিচারস্য ফলম্ । অর্থাত্তেদাং বিদ্যায়া অতো  
ঐক্যাক্তোত্তোরিতি যাবৎ । সমানে বিজ্ঞানে সমানায়ঃ বিদ্যায়াং বিশেষবহুপসংহারো তচ্চ  
দ্যাত্তোক্তবিজ্ঞানধর্ম্মাণামেকন্যোপাসনস্যাক্তোনোপসংগ্রহঃ ভবতীতি সূত্রাক্ষরার্থঃ ।—যে  
বত গুলি উপাসনা কথিত আছে সে সকলের প্রত্যেকটীই প্রত্যেক বেদান্তের অভিমত । অর্থাৎ  
এক বেদান্তে যে উপাসনা, অন্য বেদান্তেও সেই উপাসনা । এই সিদ্ধান্তের অন্য এক ফল  
যে, সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্মগুলি উপাসনার একত্ব বিধায় উপসংহার্য অর্থাৎ  
সেই উপাসনার ঘোজনীয় । যেমন পূর্বসমীক্ষায় বিধিবোধিত কর্ণের একা থাকিলে অঙ্গ  
অঙ্গেরও ঐক্য সাধন করা হয়, বেদান্তোক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে ।

বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারঃ স এবান্নত্রাপি । উভয়ত্রাপি হি তদেবৈকং বিজ্ঞানম্ । তস্মাদুপসংহারঃ । বিধিশেষবৎ—যথা •  
বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দর্শিত্রেত্যর্থভেদাদুপসংহার এবমিহাপি । যদি হি বিজ্ঞান-  
ভেদোভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবন্ধত্বাদ্গুণানাং প্রকৃতি-  
বিকৃতিভাবাবাচ্য ন স্মাদুপসংহারঃ । বিজ্ঞানৈকত্বে তু

বিহিতম্ । তস্মাৎ যথা নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সকলাঙ্গবদ্বিহিতমপ্যশক্তৌ যাবচ্ছ্য-  
বঙ্গমমুদ্বাহুং তাবস্মাদ্রাঙ্গজ্ঞেনোপকারেণোপকৃতং ভবত্যেবমিহাপ্যঙ্গান্তরা-  
বিধানাদেব ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে । সর্বত্রৈকত্বে কর্ম্মণঃ স্থিতে গৃহমে-  
ধীয়জ্ঞানেন নোপকারাবচ্ছেদো যুক্ত্যতে । ন হি তদেব কর্ম্ম সৎ তদঙ্গমপেক্ষতে  
মাপেক্ষতে চেতি যুক্ত্যতে । নৈমিত্তিকে তু নিমিত্তাহুরোধাদবশত্কার্তব্যে  
সর্বাক্ষোপসংহারস্ত সদাতনত্বাসম্ভবাহুপকারাবচ্ছেদঃ কল্যাতে । প্রকৃতোপ-  
কারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ । গৃহমেধীয়েহুপকারাবচ্ছেদঃ  
জাদিহ তু শাখান্তরে কতিপয়াঙ্গবিধানং তানি বিধত্তে নেতরাপি পরিসংগৃহে ।

বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অত্র বেদান্তোক্ত তন্মায়ক উপাসনাতেও  
সেই অঙ্গটী তদমুরূপ উপকারক স্মৃতরাং তাহা তাহাতেও যোজনীয় । অতএব,  
উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা) একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই  
এক বেদান্তোক্ত উপাসনাক্ষের অন্যত্রোক্ত উপাসনার উপসংহার বা সংগ্রহ  
হইয়া থাকে । পূর্ব্বস্মীমাংসায় যেমন বিধিশেষের (বিধেয় পদার্থের গুণের বা  
অঙ্গের) একত্র সংগ্রহণ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে । অগ্নিহোত্রাদি  
বাগ বিধিবোধিত, তাহার ধর্ম্ম বা অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে  
কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নিহোত্রাদি  
কর্ম্মের অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে । তদুপাং বেদান্তেও এক উপাসনায়  
একস্থানের ধর্ম্ম অন্যস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয় । [ যদি...ভবিষ্যতি ]  
বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপা-  
সনা সম্বন্ধীয় গুণ-সমূহের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব অভাবে \* উপসংহার হইতে  
পারে না । স্মৃতরাং বৃত্তিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার) ঐক্য

\* প্রকৃতি=প্রথম উপদিষ্ট । বিকৃতি=প্রকৃতিমূলক উপদেশ । অগ্নিহোত্র বাগ প্রথম  
উপদিষ্ট, সেজন্য তাহা প্রকৃতি । অজ্ঞাত বাগ তাহার বিকৃতি । যে হলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব  
থাকে সেই হলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি বাগে নীত হইতে পারে ।



নৈবমিতি । অস্তৈব চ প্রয়োজনসূত্রস্ত প্রপঞ্চঃ সৰ্ব্বাভেদাদি  
ত্য়ারভ্য ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্যথা ত্বং শব্দাদিতি চেন্মাবিশেষাৎ ॥ ৬ ॥\*

বাজসনেয়কে ‘তে হ দেবা উচুর্হন্তাস্থান যজ্ঞ উদগীথেন  
হত্যায়েতি । তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদগায়েতি । তথা’—ইতি

ন চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবত্তন্মাত্রবিধানম্ । তন্মাত্রকে  
কর্ষণ্যঃ সৰ্ব্বাস্তসঙ্গম ঔৎসর্গিকোহসতি বলবতি বাধকে নাপবদিতুং যুক্ত  
ইতি ।

দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাস্থরাশ্চ । ততঃ কানীয়াস এব দেবা  
জ্যায়সা অস্থরাঃ । শাস্ত্রজন্তয়া সাত্বিক্যা বুদ্ধ্যা সম্পন্না দেবান্তে হি দীব্যস্ত ইতি  
দেবাঃ শাস্ত্রযুক্ত্যপরিব্রজিতমতয়ঃ । তামসবৃত্তিপ্রধানা অস্থরাঃ । অস্থতি:

থাকাতেই বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে  
এক নামক উপাসনা কথিত আছে, সেই এক নামক উপাসনা  
বেদান্তভেদে থাকাতে ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদান্তে একই  
উপাসনা কি তন্মামক বিভিন্ন উপাসনা, ( বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাশি উপা-  
সনা কথিত আছে, আবার ছান্দোগ্যেও পঞ্চাশি উপাসনা অভিহিত  
আছে । অতএব তন্মামক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত ?  
কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত ? ) এই বিচারের পর যে একই  
উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল বলিবার জন্ত এই  
“উপসংহার” সূত্র বলা হইল । পরে যে সৰ্ব্বাভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র বলা  
হইবে সে গুলি এই সূত্রেরই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার ( বিবরণ ), স্মরণ  
সে সকল সূত্র পুনরুক্তিদোষাব্রাত নহে ।

বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে আছে “সেই দেবতার  
পরম্পর বলা বলি করিল, আমরা যজ্ঞে ঔৎসর্গ্য কর্মের দ্বারা অস্থর-  
দিগকে অতিক্রম করিব । অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমা-

\* শব্দাদিতি । বাজসনেয়কে উদগীথেনেতি কর্তৃশব্দপ্রয়োগাৎ অন্তথা ত্বং বিদ্যামাত্মমিতি ন  
বক্তব্যম্ । কৃতঃ ? অবিশেষাৎ । তাবতৈব বিশেষণ বিদ্যাভেদো ন ভবত্যবিশেষতাপি  
বহুতরস্য সম্বাৎ । অন্তরপভেদো ন বিদ্যেকাবিরোধীতি ভাবঃ ।—যজুর্বেদের আর্যগক  
ব্রাহ্মণে যে ঐগলীতে প্রাণোপাসনা কথিত, ছান্দোগ্যে সে এক্রমে কথিত হয় মাই । সেই  
কারণে উভয় বেদান্তে বিভিন্ন উপাসনা, এ আশঙ্কা করিও না । কারণ, বহু অংশে সমানতা  
আছে, এবং বহু অংশে সমানতা থাকিলে অল্প বিশেষ ( প্রভেদ ) অনৈক্যের কারণ হয় না ।

প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণানাস্থরপাশ্ববিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা মুখ্য-  
প্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে ‘অথ হেমমাসস্তং প্রাণমুচুস্তং ন উদগা-  
য়তি তথেনি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ’ ইতি। তথা  
ছান্দোগ্যেহপি ‘তদ্বদেবা উদগীথমাজর্জরনৈনৈনানভিভি-  
র্যামঃ’ ইতি প্রক্রম্যেতরান্ প্রাণানাস্থরপাশ্ববিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা  
চৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে ‘অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ  
প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে’ ইতি। উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশং-

গৈরনিক্সিয়েরগৃহীতৈস্তেষু তেষু বিষয়েষু রমন্ত ইত্যস্মরাঃ। অত এব তে  
গায়ংসো যতোহমী তত্তজ্ঞানবন্তঃ কানীনাস্ত দেবাঃ। অজ্ঞানপূর্বেকৃত্যন্ত-  
নন্ত। প্রাণস্ত প্রজাপতে: সাত্বিকবৃত্ত্যন্তবস্তামসবৃত্ত্যভিভবঃ কদাচিত্।  
দাচিত্তামসবৃত্ত্যন্তবোহভিভবশ্চ সাত্বিক্য বৃত্তে:। সেয়ং স্পর্ধা। তে হ দেবা  
হুঃ। হস্তাস্মরান্ যন্ত উল্লীথেনাত্যাম অস্মরান্ জয়ামাশ্বিন্নাভিচারিকে যজ্ঞে  
ল্লীথলক্ষণসামভক্ষ্যপলক্ষিতেনৌক্যাত্রেণ কর্ষণেতি। তে হ বাচমুচুরিত্যা-  
না সন্দর্ভেণ বাকপ্রাণচক্ষু:শ্রোত্রমনসামাস্থরপাপুবিদ্ধতয়া নিন্দিত্বা অথ  
হেমমাসস্তমাস্ত্রে ভবমাসস্তং মুখাস্তর্কিলস্থং মুখ্যং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং  
বতামুচুস্তং উকায়তি। তথেনাত্যুপগম্য তেভ্য এব প্রাণ উদগায়ৎ তে  
রা বিহরনেন প্রাণেনৌক্যাত্রে নোহস্মান্ দেবা অত্যেব্যস্তীতি। তমভিভূত্যা  
পুনাহবিধারস্মরাঃ। যথাস্মানমৃদ্বা প্রাপ্য মৃদ্বা লোঠৌ বা বিধ্বংসত এবং  
ধ্বংসমানা বিধ্বংসাস্মরা বিনেপ্তঃ। তদেতৎসজ্জিগ্যাহ—“বাজসনেয়কে”  
তি। তথা ছান্দোগ্যেহপ্যেতদ্বাক্মিত্যাহ—“তথা ছান্দোগ্যেহপি”তি। বিষয়ং

র উদগাত্র কর্ষ কর।” \* যজুর্ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রস্তাবারস্ত করিয়া পরে  
ক্য প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আস্থর-দোষ-দুষ্ঠতা দেখিয়া সে সকলকে  
না করিলেন। পরে তৎকার্য যোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্য  
প্রাণকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন “অনস্তর তাঁহারা এই মুখভব প্রাণকে  
(মুখ্য প্রাণকে) বলিলেন, তুমি আমাদের উদগাত্র কার্য কর। অনস্তর  
‘তথাস্ত’ বলিল এবং সে দেবতাদের উদ্দেশে উচ্চৈরবে গান করিতে  
গিল।” [তথা ছান্দোগ্যে...সায়তে] ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক ঐরূপ

\* মনের সাত্বিকবৃত্তি সকল দেবতা। রাজসী ও তামসী বৃত্তিবিচর অস্বর। উদগাত্র কর্ষ  
৭ ওকারাদি প্রতীক অবলম্বনে নাম গান। যজুর্বেদে সম্পূর্ণ উল্লীথকর্ষকর্তা প্রাণই  
স্বরূপে কথিত, কিন্তু ছান্দোগ্যে উল্লীথের অবয়ব ওকার প্রাণজ্ঞানে উপাস্য। এইরূপ  
কর্ষ-ভেদ দুষ্টে আশঙ্ক্য হয়, একই উপাসনা কি-না, পরন্তু সিদ্ধান্ত একই উপাসনা।

সয়া প্রাণবিদ্যাবিধিরধ্যবসীয়তে । তত্র সংশয়ঃ—কিম্বিদ্যাভেদঃ স্খাদাহোম্বিৎ বিদ্যৈকত্বমিতি । কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্ পূর্বেণ স্খায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি । নম্ব ন যুক্তং বিদ্যৈকত্ব প্রক্রমভেদাৎ । অতথা হি প্রক্রমস্তে বাজসনেয়িনোহন্থং ছন্দোগাঃ । ‘স্বং ন উদগায়’ ইতি বাজসনেয়িন উদগীথ কৰ্ত্ত্বেন প্রাণমামনস্তি, ছন্দোগা উদগীথেন তম্বুদগীথমপ

দর্শয়িত্বা বিমূশতি “তত্র সংশয়ঃ” ইতি । পূৰ্ব্বপক্ষং গৃহ্যতি “বিদ্যৈকত্বমিতি” পূৰ্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি “নম্ব ন যুক্তমিতি” । একত্রোক্তাত্মেনোচ্যতে প্র একত্র চোক্তানন্তেন । ক্রিয়াকত্রোশ্চ ক্ষুটো ভেদ ইত্যর্থঃ । সমাধা

কথা আছে । যথা—“দেবতার উদগীথ অম্বুষ্ঠান করিলেন । তাঁহারা ভাবিলে আমরা এই উদগীথের দ্বারা এই অম্বুরদিগকে অভিভব ( জয় ) করিব ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও এইরূপ প্রক্রমের পর ইতর প্রাণ সমূহকে ( ইজিদিগকে ) অম্বুরপাপস্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তৎপরে যজুর্ব্রাহ্মণে স্তায় মুখ্য প্রাণকেই তৎকার্য্য-করণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন—“এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদগীথ ও উপাস্ত্র ।” প্রতিধান কর, দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে সুতরাং নিশ্চয় হইতেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিদ্যার ( প্রাণোপাসনার ) কথন । [ তত্র...মানস্যাং ] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণোপাসনা ভিন্ন কি অভিন্ন ? পূৰ্ব্বোক্ত যুক্তিতে পাওয়া যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে বলিতে পার, যখন প্রক্রিয়া ভিন্ন, তখন এক উপাসনা বলা অযুক্ত বাজসনেয়ীর এক প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন, ছান্দোগ্যেরা তার অন্য প্রকার বলিয়াছেন । প্রকারভেদ থাকায় উহা এক হইবার নিতান্ত অসম্ভব যুক্ত । বাজসনেয়ীর “তুমি আমাদের উদগীথ কার্য্য কর” এইরূপে প্রাণের উদগীথ-কার্য্যের কৰ্ত্তা বলিয়াছেন পরন্তু ছান্দোগ্যেরা বলিয়াছেন “প্রাণ উদগীথ ও উপাস্ত্র” । যখন উহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই তখন এক উপাসনা বলা কদাপি সম্ভব নহে । যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে তাঁহাদের প্রতি প্রত্যুত্তর এই যে, এরূপ কীর্ত্তন দোষাবহ নহে । যৎকিঞ্চিৎ বিস্তার ভেদ দ্বারা বা বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার ঐক্য নষ্ট হয় না । কেননা, উহার বহু অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একরূপ

প্রাক্তি রে ইতি । তৎকথং বিদ্যেকত্বং স্তাদিতি চেৎ । নৈষ  
দোষঃ । ন হেতাবতা বিশেষেণ বিদ্যেকত্বমপগচ্ছত্যবিশেষ  
গ্রাহপি বহুতরস্তু প্রতীয়মানত্বাৎ । তথা হি দেবাস্থরসংগ্রা-  
হ্যাপক্রমত্বং অস্থরাত্যাভিপ্রায় উদগীথোপন্যাসোবাগাদিসঙ্কী-  
র্নং তম্বিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যাপাশ্রয়স্তদ্বীৰ্য্যাচ্চাস্থরবিধং সনমশ্চ-  
ল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং ‘বহবোহর্থা উভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টাঃ  
প্রতীয়ন্তে । বাজসনেয়কেহপি চৌদগীথসামান্যাদিকরণ্যং  
প্রাণস্তু শ্রুতং ‘এষ উ বা উদগীথঃ’ ইতি । তস্মাচ্ছান্দোগ্যে  
পি কর্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্ । তস্মাচ্চ বিদ্যেকত্বমিতি ॥ ৬ ॥

। বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্বাদিবৎ ॥ ৭ ॥\*

নৈষ দোষ ইতি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানং কিঞ্চিন্নক্ষণা-  
ন্তব্যং ন কেবলং শাখান্তরে । একস্তামপি শাখায়াং দৃষ্টমেতন্ন চ তত্র বিদ্যা-  
ভেদ ইত্যাহ—“বাজসনেয়কেহপি চে”তি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাসুগ্রহায়  
সমিত্যনেনাপি উদগীথাবয়বেন উদগীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূর্বপক্ষঃ ।

। আছে । [ তথাহি...বিদ্যেকত্বমিতি ] দেবাস্থর যুদ্ধের বর্ণনা, অস্থরাভিভব,  
দগীথের উল্লেখ, বাগিজিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা,  
হহারই সামর্থ্য অস্থরবিজয়, প্রস্তর-মৃত্তিকা-লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত, এ সমস্তই  
ভিন্ন বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে।  
পিচ, উদাহৃত যজুর্বেদ-বাক্য অস্থসারে উদগীথকর্মকর্তা প্রাণই উপাস্ত  
র সত্য; পরন্তু ঐ বেদের অত্র বাক্যে প্রাণের ও উদগীথের (ঐ-  
কে ব্রহ্মোপাসনার) অভেদ শ্রবণও আছে। যথা—“এই প্রাণই উদগীথ”  
ত্যাदि। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কর্মভাবে  
দগীথের প্রয়োগ করিয়াছেন স্তুরাং লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্তৃত্বে পর্য্যবসান  
রা আবশ্যক। ফলিতার্থ এই যে, প্রাণই উভয় বেদান্তে উদগীথরূপে  
পাস্ত, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপাসনা অভিন্ন।

\* বহুবিরূপভেদায় বিদ্যেক্যমিতি মনসিকৃত্যাহ পূর্বপক্ষী ন বেতি । বা বিকল্পে । প্রক-  
রণভেদাৎ উপক্রমভেদাৎ ন বিদ্যেক্যমিতি যোজ্যম্ । পরোবরীয়স্বাদিবাদিতি দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ ।  
র ইতি সকারাস্তম্ । পরশাসৌ বয়ঃ । বরোহুত্র বরভয়ঃ । ইৎ পরোবরীয়ানিত্যেকং  
ং ঐতো প্রকৃতম্ । তথাচ বধি পরবাস্তবদৃষ্টান্তোপন্যাসোহপি পরোবরীয়স্বাদিবাদিতি বিশিষ্ট-

ন বা বিন্যেকত্বমত্র জ্ঞাত্যং, বিদ্যাভেদ এবাত্র জ্ঞাত্যং।  
কস্মাৎ। প্রকরণভেদাৎ। প্রকরণভেদাদিত্যর্থঃ। তথা হি—ই  
প্রকরণভেদো দৃশ্যতে। ছান্দোগ্যে তাবৎ “ওমিত্যেতদক্ষরমু  
গীধমুপাসীত” ইতি। এবমুদগীথাবয়বশ্চোক্তান্নস্ত উপাস্ত্বা  
প্রস্তুতং রসতমাদিশৃণোপব্যর্থানঞ্চ তত্র কৃত্বা ‘অথ খবে  
তশ্চৈবাক্ষরশ্চোপব্যর্থানং ভবতি’ ইতি পুনরপি তমেবোদ-  
গীথাবয়বমোক্তান্নমুখ্যত্বং দেবাস্ত্রাধ্যায়িকাদ্বারেন তং প্রাণ-  
মুদগীধমুপাসাঞ্চক্রে ইত্যাহ। তত্র যদ্যুদগীথশব্দেন সুকলা

বহুরপ্রত্যভিজ্ঞানেহপি উপক্রমভেদান্তদ্বয়রোধেন চোপসংহারবর্ণনাক্র-  
মনি ন বাক্যে তশ্চৈব চোদগীথস্ত পুনঃপুনঃ সঙ্কীর্ণনাং লক্ষণায়াঞ্চ ছান্দোগ্যে

পুনর্বার পূর্বপক্ষ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যেহেতু প্রক্রমে  
বা আরম্ভের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণোপাসনার একই বলা যায়  
নহে। ভিন্নতা বলাই জ্ঞাত্য। এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন ক্রমে কথিত  
হইয়াছে। কিরূপে বিভিন্ন? তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্যে যে-প্রক্রমে কথিত,  
আরম্ভকে সে প্রক্রমে কথিত নহে। সুতরাং প্রক্রমের বা আরম্ভ প্রকারের  
বিভেদ থাকায় প্রোক্ত উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন। [ ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ।  
ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথমে “ও এই অক্ষরকে উদগীথ জ্ঞানে উপাসনা করি-  
বেক।” এইরূপে উদগীথের অবয়ব (এক অংশ) ওঁকারকে উপাস্ত  
বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া রসতমাদিশৃণো তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।  
(ওঁকার পৃথিব্যাদির সারের সার এবং ওঁকারই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণের  
আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন)। অনন্তর বলিয়াছেন  
“এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।” ব্যাখ্যানের পর পুনর্বার সেই  
উদগীথাবয়ব ওঁকারের অমুখ্যবর্তন (উত্থাপন বা আকর্ষণ) করিয়া দেবাস্ত্রের  
গল বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন “যে প্রাণ সেই উদগীথ, দেবতার  
তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদগীথের উপাসনা করিল।” [ তত্র...প্রস্থানান্তরম্।

মুদগীথোপাসন মন্ত্যাদিত্যগতহিরণ্যাক্ষরাদিশৃণোপব্যর্থানাদিত্যং তথেনি দৃষ্ট-  
পদাক্রমার্থঃ।—উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভপ্রণালীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক নহে।  
ব্রহ্মণ পরোবরীয়বাদি গুণবিশিষ্ট উদগীথ উপাসনা আদিত্যাদিগত হিরণ্যাক্ষরাদি গুণবিশিষ্ট  
উদগীথ উপাসনা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ।

ক্তিরভিপ্রেয়েত তস্মাচ্চ কৰ্ত্তোদগাতস্থিক্ তত উপক্রমশ্চে-  
 ।রুধ্যত লক্ষণা চ প্রসজ্যেত । উপক্রমতল্লেন চৈকস্মিন্  
 ।ক্যে উপসংহারেণ ভবিতব্যম্ । তস্মাদত্র তাবদুদগীথাবয়বে  
 ।জ্ঞারে প্রাণদৃষ্টিরূপদিশ্যতে । বাজসনেয়কে তু উদগীথ-  
 ।দেনাবয়বগ্রহণকারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে—ত্বং  
 উদগায়েত্যপি তস্মাঃ কৰ্ত্তোদগাতস্থিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যত  
 তি প্রস্থানান্তরম্ । যদপি তত্রোদগীথসামানাদিকরণ্যং  
 ।ণশ্চ তদপ্যুদগাতৃত্বেনৈব দিদর্শয়িষিতশ্চ প্রাণশ্চ সৰ্ব্বাত্মত্ব-  
 ।তিপাদনার্থমিতি ন বিদ্যেকত্বমাবহতি সকলভক্তিবিসয় এব  
 তত্রাপ্যুদগীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্ । ন চ প্রাণশ্চোদগাতৃত্ব-  
 ।ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত । উদগীথভাববদুদগাতৃত্বভা-  
 ।বাপাসনার্থত্বেনোপদিশ্যমানত্বাৎ । প্রাণবীৰ্য্যেণৈব চোদগা-

সনেয়কে প্রমাণাভাবাৎ বিদ্যাভেদ ইতি স্বাক্ষাতঃ । ঔকারস্তোপাস্তৃত্বং  
 ।তা রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানমোক্ষারম্ । তথাহি—ভূতপৃথিব্যোবধিপুরুষ-  
 ।হৃৎসাম্রাৎ পূৰ্ব্বস্তোত্ররমুত্তরং রসতয়া সারতয়োক্ৰম্ । তেষাং সৰ্ব্বেষাং

নে যদি উদগীথ-শব্দে সমুদায় ভক্তি (উদগীথের সকল অংশ বা সম্পূর্ণ  
 ।থ) বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কৰ্ত্তা উদগাতা ঋত্বিক হয়, তাহা  
 ।ল প্রদর্শিত উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই ছই দোষ হয় । \* উপসংহার  
 ।ং প্রস্তাব সমাপ্তি উপক্রমেরই অনুরূপে হয়, তদ্বিরুদ্ধরূপে হয় না ।  
 ।অনুসারে, বুঝিতে হইবে, ছান্দোগ্যোক্ত উদগীথাবয়ব ঔকার প্রাণ-দৃষ্টিতে  
 ।শ্চ কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদগীথ-শব্দে উদগীথাবয়ব ঔকার গ্রহণ  
 ।বার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদগীথের গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গান  
 ।, ইহা নিরূপিত হয় । সুতরাং বাজসনেয় ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দো-  
 ।ক্তি পথ (প্রণালী) ভিন্ন । [যদপি...গায়ং ইতি] বাজসনেয় ব্রাহ্মণে  
 ।থের সহিত প্রাণের সামানাদিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য ;

সাম পাক্‌ভক্তিক.ও সাপ্তভক্তিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয় । এখানে ভক্তিশব্দের  
 ।ংশ অর্থাৎ গানের এক একটা পদ বা কলি । উদগীথও এক প্রকার গান সুতরাং  
 ।ও ভক্তি বা পদ আছে । এই গানের প্রথম পদ ঔ । প্রথমেই ঔ অবলম্বনে উদগীথ-গান  
 ।হইয়া থাকে । যজ্ঞে যে ঋত্বিক অর্থাৎ যে পুরোহিত ঐ সকল গান করে, সে উদগাতা  
 ।প্রসিদ্ধ ।

তৌদগাত্রং কৰ্ম্ম করৌতীতি নাস্ত্যসম্ভবঃ । তথা চ তত্রৈ  
 শ্রাবিতং ‘বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়ং’ ইতি । ন চ  
 বিবক্ষিতার্থভেদে গম্যমানে বাক্যচ্ছায়াসুসারমাত্রেন সমানঞ্চ  
 স্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্ । তথা হৃদ্যদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে চ  
 ‘ত্রেধা তগুলান্ বিভজেৎ’ পশুকামবাক্যে চ—‘যে মধ্যমাঃ  
 স্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমকাকপালং কুর্যাৎ’ ইত্যাদিনি-  
 র্দেশসাম্যেহপ্যুপক্রমভেদাদহৃদ্যদয়বাক্যে দেবতাপনয়োহধা-

রসতম-ওঁকার উক্তছান্দোগ্যে । “ন চ বিবক্ষিতার্থভেদ” ইতি । একত্র-  
 দগীথোদগাতাব্যাপ্তত্বেন বিবক্ষিতাবেকত্র তদবয়ব ওঁকার ইতি । “অ  
 হৃদ্যদয়বাক্য” ইতি । এবং হি শ্রবতে—অপি বাএতং প্রজয়া পশুভিরন্ধয়ি  
 বন্ধয়তি অশ্ব ভ্রাতৃব্যং যশ্ব হবিনিরুপ্তং পুরস্তাচ্ছ্রমা অভ্যুদেতি স ত্রে  
 তগুলান্ বিভজেৎ যে মধ্যমাঃ স্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমকাকপালং নির্  
 পেৎ যে স্থবিষ্ঠান্তানিদ্ভায় প্রদাত্রে দধঃশচকং যে ক্ষোদিষ্ঠান্তান্ বিষ্কবে শি  
 বিষ্ঠায় শূতে চকুমিতি । তত্র সন্দেহঃ—কিং কালাপরাধে যাগাস্তরমিদং চোদ্য  
 উত তেষেব কন্মসু প্রকৃতেষু কালাপরাধে নিমিত্তে দেবতাপনয় ইতি  
 এষ তাবদত্র বিষয়ঃ । অনাবাস্তাযামেব দর্শকৰ্ম্মার্থং বেদিক্রিয়াগ্নিপ্রণয়নক্রি

কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্লীলতা ও গানকৰ্ভুহমাত্র প্রতিপাদিত হয়, অর  
 কিছু প্রতিপাদিত হয় না । স্মৃতবাং সে সামান্যাদিকরণে উপাসনার অর্থ  
 ( ছান্দোগ্যোক্ত উপাসনাই যে বাজসনের ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, এরূপ )  
 গৃহীত হইতে পারে না । অত্র উপনিষদে সম্পূর্ণ উদগীথ-অর্থই উদগীথশব্দে  
 প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশবিশেষ অর্থে নহে । স্মৃতবাং  
 ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে । যদি বল, প্রাণে  
 উদগীত্ব অসম্ভব, ( প্রাণ কি গান করিতে পারে ? ) অসম্ভব বলিয়া  
 প্রাণের উদগীত্ব অর্থ পরিত্যজ্য । উপাসনার জন্ত যেমন উদগীত্বভাষে  
 বর্ণন, তেমনি, উপাসনার জন্তই ঐ উদগীত্বের কথন । ইহার প্রত্যুত্তর  
 বলিতে পারি, উদগাত্র কৰ্ম্ম প্রাণের সামর্থ্যই নির্লীহিত হয়, তদনুসারে  
 প্রাণকে অবশ্য উদগীথকর্ত্তা ( উদগাতা ) বলা অসম্ভব বা অসম্ভব নহে  
 শ্রুতিও ঐ কথা ঐস্থানেই বলিয়াছেন । যথা—“বেহেতু বাক্যের ও প্রাণে  
 ( প্রাণকার্য্যাবিত বাক্যের ) দ্বারা উদগান করিতেছে—” ইত্যাদি । [  
 চ...বৎ ] যখন বুঝা যাইতেছে, উভয় বেদান্তে অভিপ্রের্তার্থ বা উদ্দেশ্য

সিতঃ পশুকামবাক্যে তু যাগবিধিস্তথোপ্যপক্রমভেদাদ্

চাদিশ্চ যজমানসংস্কারঃ । দধ্যর্থশ্চ দোহঃ । প্রতিপদি চ দর্শকর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্য-  
 গানক্রমস্তাধিকঃ । যন্ত তু যজমানস্ত কুতশ্চিদ্রুমনিবন্ধনাচ্চতুর্দশ্যামেবা-  
 বাস্ত্যবুদ্ধৌ প্রবৃত্তপ্রয়োগস্ত চক্রমা অভ্যাদীকৃত্য তত্রৈদং শ্রীয়েত—যন্ত হবি-  
 রুপ্তমিতি । তেন যজমানেনাভ্যাদিতে নামাধাত্যামেব নিমিত্তাধিকারং পরি-  
 মাপ্য পুনস্তদহরেব বেদ্যাক্রমাদিকর্ম্ম কৃৎযা প্রতিপদি দর্শঃ প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ ।  
 গ্রাহাদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কক্ষান্তরং দর্শাচ্ছাদ্যত উত তস্মিন্লেব দর্শ-  
 ণি পূর্বদেবতাপনয়নে দেবতাস্তরং বিধীয়ত ইতি । তত্র হবির্ভাগমাত্র-  
 বণাচ্চকবিধানসামর্থ্যাচ্চ কক্ষান্তরম্ । যদি হি পূর্বদেবতাভ্যো হবীংষি  
 ভজেদিতি শ্রীয়েত ততস্তাত্বেব হবীংষি দেবতাস্তরেণ যজমানানি ন কক্ষা-  
 রং গময়িতুমর্হসি । কিন্তু প্রকৃতমেব কর্ম্ম তদ্বিক্রমপনীতপূর্বদেবতাকং  
 বতাস্তরযুক্তং স্তাং । অত্র পুনস্বধা তগুলান্ বিভজেদিতি হবিষ এব  
 যাদিক্রমেণ বিভাগপ্রবণাং । অনপনোতা হবিষি পূর্বদেবতা ইতি পূর্ব-  
 বতাবরুদ্ধে হবিষি দেবতাস্তরমলঙ্কাবিকাশং শ্রবণাং কক্ষান্তরমেব গোচর-  
 ৎ । অপি চ প্রাপ্তে পূর্বশ্বিন্ কক্ষণি দগন্তগুলানাং পয়সন্তগুলানাঞ্চৈত্রাদি-  
 বতাস্তরযুক্তং বিধাতব্যঃ । চক্ৰত্বস্ত্রবিহিতং নাস্তীতি তদপি বিধাতব্যম্ ।  
 ১ প্রাপ্তে কক্ষণ্যনেকগুণবিধানাং বাক্যং ভিद्यেত । কক্ষান্তরং ত্বপূর্বং  
 গৃমেকেনৈব প্রযত্নেনানেকগুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কক্ষান্তরমেব  
 িয়েত দর্শস্ত লুপ্যতে কালাপরাধাদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—ন কক্ষান্তরম্ ।  
 বদেবতাভ্যো হবিষী বিভাগপূর্বং নিমিত্তে দেবতাস্তরবিধানাং । চর্কণশ্চ  
 প্রাপ্তেঃ । ভবেদেতদেবং যদা ত্রেধা তগুলান্ বিভজেদিতি তগুলানাং  
 ধা বিভাগবিধানপরমেতদ্বাক্যং শ্রাদপি তু বাক্যাস্তরপ্রাপ্তস্তগুলানাং ত্রেধা-  
 ন্দ্য বিভজেদিত্যেতাবধিধত্তে তত্র বাক্যাস্তরালোচনয়া পূর্বদেবতাভ্য ইতি  
 তে । তগুলানিতি অবিবক্ষিতং হবিরুভয়ত্বং । তথা চ যে মধ্যমা  
 দীনি বাক্যাশ্রপনীতে পূর্বদেবতাসম্বন্ধে হবিষস্তস্মিন্লেব কর্ম্মণি অপ্র-  
 ৎ দেবতাস্তরলঙ্কাং বিধাতুং শকুবন্তি । তথা চ দ্রব্যমুখেন প্রকৃতমুখপ্রত্য-  
 ণানাদেবতাস্তরসম্বন্ধেহপি ন কক্ষান্তরকল্পনা ভবিতুমর্হতি । ততশ্চ সমাপ্তে-  
 নৈমিত্তিকাধিকারে নিত্যাদিকারসিদ্ধার্থং তান্যেব পুনঃ কক্ষাণ্যমুষ্ঠেয়ানি ।  
 দধনি চকুমিতি চকুসপ্তম্যর্থয়োবিধানং তয়োপার্থপ্রাপ্তস্বাং । প্রকৃত্যে  
 কর্ম্মণি তগুলপেষণপ্রথনং পুরোভাষাপাদি দধিপয়সী চ প্রাপ্তানি তত্রা-

১, তখন আর বাক্যভাস অবলম্বনে তদ্ব্যয়ের সমানার্থতা নিশ্চয়  
 । যুক্ত নহে । ইহার নিদর্শন পূর্বমীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশু-



বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়ত্বাদিবৎ । যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাস্য  
ম্যোহপি—‘আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণঃ  
এষ পরোবরীয়ান্ উদগীথঃ স এযোহনন্তঃ’ ইতি পরোবরী  
ত্বাদিশুণ্ণবিশিষ্টমুদগীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্চক্রত্বা  
শুণ্ণবিশিষ্টোদগীথোপাসনান্তিৰ্নং, ন চেতরেতরশুণোপস

ভূদয়নিমিত্তে দধিবক্তানাম্পয়োযুক্তানাঞ্চ তত্ত্বানান্ বিভজেদিতি বাক্যে  
পূৰ্বেদেবতাপনয়ং কৃত্বা যে মধ্যমা ইত্যাদিভির্দ্ব্যাক্যেদেবতাস্তরসম্বন্ধঃ কৃত  
ন চ প্রভূতদধিপয়ঃসংসত্ত্বেরনৈস্তত্ত্বলৈঃ পুরোডাশক্রিয়া সম্ভবতীতি পুরোডা  
নিবৃত্তৌ তদর্থস্ত প্রথনত্ৰাপি নিবৃত্তিরনিবৃত্তস্ত পাকোহপবাদভাবাৎ তথা চ  
প্রাপ্তশ্চোদ্যতে । তবত্ব বাহনেকবাক্যকরনম্ । প্রকৃত্যধিকারাবগমবল  
ত্ৰাপি শ্রাব্যত্বাদিতি । তস্মাত্তদেবেদং কৰ্ম ন তু কৰ্ম্মান্তরমিতি সিদ্ধম্ । প  
কামবাক্যে তুপূৰ্ব্বকৰ্ম্মবিধিরভূদয়বাক্যসাকপ্যোহপি যঃ পশুকামঃ শ্রাং সো  
মাবাস্ত্রায়ামিষ্ট। বৎসানপাকুর্যাৎ । যে স্থবিষ্ঠাস্তানয়য়ে সনিমতেহষ্টাকপাস  
নিৰ্ব্বপেৎ । যে মধ্যমাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্ঠায় শূতে চক্ৰম্ । যে ক্ষোদিষ্ঠায়  
নিজ্রায় এদাত্রে দধংশ্চক্ৰমিতি । অত্র হি অমাবাস্ত্রায়ামিষ্টেতি সমাপ্তে যাব  
পশুকামেষ্টবিধানং নাত্র পূৰ্ব্বস্ত কৰ্ম্মগোহনমুত্তেয়াগাস্তরবিধিরিতি যুক্ত  
পরোবরীয়ত্বাদিবৎ । যথোদগীথোপাসনাসাম্যোহপ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্চক্রত্বা

কাম বাক্য । ( সেখানে উপক্রমাদি অনুসারে ঐ হুই বাক্যের বিবক্ষিত  
ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ায় বিভিন্ন-কৰ্ম্মবোধক বলিয়া অবধারিত হই  
য়াছে ) যথা—“তত্ত্বল সকল তিন প্রকারে বিভাগ করিবেক ।” এই  
অভূদয় বাক্যের অংশ । আর একটি বাক্য আছে তাহার নাম পশুকামবাক্য  
তাহাতে এইরূপ আছে ।—“মধ্যম ভাগ লইয়া দাতৃত্বশুণবৃত্ত অগ্নির উদে  
অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক ।” এ বাক্য পূৰ্ব্ববাক্যের  
হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূৰ্ব্ববাক্যে দেবতাপরিবর্তন স্বীকৃত (প  
কৰ্ম্ম বলিয়া অবধারিত ) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি স্বীকৃত  
হইয়াছে । \* ঐরূপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ হই  
উচিত । অপিচ বেদান্তেও উহার অমুরূপ নিদর্শন আছে । সে নিদ  
পরোবরীয়ত্ব ও আনন্ত্য প্রভৃতি শূণ্ণ । [ যথা...যিতি ] “এ সকল অপ

\* বেদে অমাবাস্ত্রায় দর্শনাগ ও পূৰ্ণিমায় পোর্ণমাস যাগ করিবার বিধান আছে  
ভৎপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, তৈবায় যদি অমাবাস্ত্রা জমে চতুর্দশীতে দর্শনাগের অমুষ্ঠান  
হয়, তথা হইলে সে অমুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শনাগ অঙ্গহীন ও কালাব্যয়

র একস্তামপি শাখায়াং, তদ্বচ্ছাখাস্তরশ্বেষপ্যেবজ্ঞাতীয়কেষু-  
পাদনেষিতি ॥ ৭ ॥

পরিবিশিষ্টোদগীথোপাসনাতঃ পরোবরীয়স্বগুণবিশিষ্টোদগীথোপাসনা ভিন্না  
দ্বিদিদমপীতি। পরস্মাৎ পরস্চ বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়াহুদগীথঃ  
রম্যাক্রপঃ সম্পন্নঃ। অত এবানন্তঃ পরমাত্মদৃষ্টিমুদগীথে ভাবয়িতুমাকাশো  
হবেভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ানিত্যাকাশশব্দেন পরমাত্মানং নির্দিশতি।

আকাশ (ব্রহ্ম) জ্যেষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান  
পর হইতেও পর এবং বর হইতেও বর। পর=জ্যেষ্ঠ, বর=শ্রেষ্ঠ)  
দগীথ এবং সেই সেই উদগীথ অনন্ত।” এই বাক্যের দ্বারা পরো-  
বরীয়স্বাদিশুণে এবং অত্র বাক্যে নেত্রাধিষ্ঠিত হিরণ্যশ্রুতাদিশুণে উদ-  
গীথ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। পরন্তু উভয়ত্রই পরমাত্মদর্শনাধায়া সমান।  
মান হইলেও দুই উপাসনা পৃথক্, এক নহে। ইহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সিদ্ধা-  
ন্ত হইয়াছে। এখানে যেমন উক্ত বাক্যদ্বয় এক শাখা (বেদের এক  
ভাগ) হইলেও ঐ দুই বিভিন্ন শৃংখলের উপসংহার (একত্র সঙ্কলন)  
য় নাই, অত্র শাখাগত উপাসনাস্তর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা জানিবে।  
সংপর্য্য এই যে, বিভিন্ন শৃংখল দৃষ্ট হইলে গুণীও বিভিন্ন হয়।

যে দৃষ্ট হওয়ার ষাণকর্তার শক্রবৃদ্ধি করে। এই দোষের পরিহারার্থ সেই স্থানে  
কটী প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বাক্যটী এইরূপঃ—“দর্শদেবতা অগ্নাদির  
দেবে হবিঃ (যুত, তণুল, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত করিবার পর যদি  
ক্স দর্শন হয় অর্থাৎ চতুর্দশীতে অমাবাস্তা ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আয়োজন  
বাহকে পুত্র ও পশু হইতে বিযুক্ত করে এবং শক্রবৃদ্ধি করায়। অতএব, (দোষশাস্তির  
জ্ঞ) প্রস্তুত তণুলগুলিকে ছোট বড় মধ্যম তিন্ একারে বিভক্ত করিয়া পঞ্চাভুক্ত একরে  
বই সেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদিগকে দিবেক। মধ্যম ভাগ  
ষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ ষাট্‌বৃণবিশিষ্ট অগ্নিব উদ্দেশে, স্থূলভাগ দধি-  
মজ্জিত করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং সূক্ষ্মভাগ দুগ্ধে চক্ৰ প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে  
হোম করিবেক।” এই প্রায়শ্চিত্ত বাক্যকে অভ্যাস বাক্য বলে এবং ইহার পূর্বসীমাংসাসিদ্ধ  
সিদ্ধান্ত—এতদ্ব্যাকোক্ত ষাণ পৃথক্ ষাণ নহে। ঐ বাক্য দর্শকার্যো দেবতাস্তর সম্বন্ধের  
বিধায়ক মাত্র। ঐ সঙ্গে আর একটী বাক্য আছে তাহা “যে পশুকামনা করিবে সে  
বাস্ত্যাস্তর যজ্ঞ করিয়া গোদোহনার্থ বৎস মোচন করিবেক” এইরূপে আরও হইয়াছে, অব-  
শ্যে তাহা ঠিক ঐ অভ্যাস বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে। তাই মীমাংসাসাধিকার  
জমিনি মুন বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকামনা উপক্রমে পঠিত হওয়ার অভ্যাস  
বাক্যের সহিত পশুকামবাক্যের একবাক্যতা হইবেক না; প্রত্যুত, উপক্রান্ত বাক্যে অন্ত  
এক পৃথক্ ভাগের বিধান হইবেক। উল্লেখ সমান হইলে যে এক জিনিশ হয় তাহা হয় না, ইহা  
যেখাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাস জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিবর্ণনার্থ গ্রহণ বা প্রদর্শন করিয়াছেন।

## সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদ্বক্তৃমস্তি তদপি ॥ ৮ ॥\*

অথোচ্যেত সংজ্ঞেকত্বাদ্বৈদ্যৈকত্বমত্র আযাং উদ্গীথবি-  
দ্যেত্বাভয়ত্রাপ্যেকা সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে । উক্ত-  
হেতুং ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়ত্বাদিবাদিতি । তদে-  
চাত্র আয্যতরণং, শ্রুত্যাশ্রয়ানুগতং হি তৎ । সংজ্ঞেকত্ব-  
শ্রুত্যাশ্রয়বাহুমুদ্গীথশব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈরব্যবহৃত্তি-  
রূপচর্য্যতে । অস্তি চৈতৎ সংজ্ঞেকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষপি

ক্ষুটতরে ভেদাবগমে সংজ্ঞেকত্বং নাভেদসাধনমতিপ্রসঙ্গাপাতাৎ ।  
অপিচ শ্রুত্যাশ্রয়ালোচনয়াভেদপ্রত্যয়োহন্তরঙ্গশ্চানপেক্ষশ্চ । সংজ্ঞেকত্বং

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের ঐক্য আছে, সে জন্যও উদাহৃত স্থলে বিদ্যা  
(উপাসনার) একত্ব । “উদ্গীথ-বিদ্যা” নামটি উভয় বেদান্তে সমান  
অর্থাৎ একই, সুতরাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ কথা  
উপপন্ন হইবে না । অর্থাৎ কেহই ঐ কথা সমর্থন করিতে পারক নহেন ।  
কেন ? তাহা “ন বা প্রকরণভেদাৎ—” সূত্রে বলা হইয়াছে । সেখানে  
যাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর ন্যায্য । কেন-  
না, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ । সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দের বহিবর্তী  
অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না । উভয় স্থলে “উদ্গীথ”  
শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্য  
সংজ্ঞার ব্যবহার করে ; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞাব ব্যবহার অর্থার্থ অর্থাৎ  
উপচারমাত্র । সুতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্দ্ধারিত  
হইতে পারে না । পরোবরীয়ত্বাদিগুণের উপাসনা অক্ষিপুরুষ-উপাসনা  
হইতে ভিন্ন, তথাপি লোকে তদ্ব্যবহকে উদ্গীথবিদ্যা বলে । অগ্নিহোত্র  
দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত  
হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠক-নাম প্রচারিত দেখা যায় । (অতএব

\* চেৎ বদ্যোচ্যেত—সংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞেক্যাং বিদ্যৈক্যমিতি তদপি নোপপদ্যত ইতি যোগ-  
নীয়ম্ । বতন্তুত্বং তদপি প্রত্যুক্তং ন বা প্রকরণভেদাদিত্যত্র । তদপি সংজ্ঞেক্যাহেতু-  
বৈদৈক্যমপাস্তি কচিং ন সর্ক্রেতি সূত্রতাৎপর্য্যম্ ।—সংজ্ঞা বা নাম এক, তাই বিনা  
উপাসনাও এক, এ কথা বলিতে পার না । কেন ? তাহা ন বা ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে  
দেখান হইয়াছে । সংজ্ঞার ঐক্য সংজ্ঞার ঐক্য দেখা যায় বটে ; কিন্তু তাহা সার্বত্রি-  
ক নহে । তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণে স্বীকৃত হয় ।

পরোবরীয়স্বাস্থ্যপাসনেষুদগীথবিদ্যোতি । তথা প্রাসিক্তেদা-  
 যামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং  
 কাঠকসংজ্ঞেকত্বং দৃশ্যতে তথেষাপি ভবিষ্যতি । যত্র তু নাস্তি  
 কশ্চিদেবজ্ঞাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র ভবতু সংজ্ঞেকত্বাদ্বিদ্যৈ-  
 কত্বং যথা সম্বর্গবিদ্যাদিষু ॥ ৮ ॥

### ব্যাণ্ডেশচ সমগ্রসম্ ॥ ৯ ॥\*

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত । ইত্যত্রোক্ষরোদগীথশ-  
 দয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যে শ্রয়মাণেহধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশে-  
 ণপক্ষাণাং প্রতিভানাং কতমোহত্র পক্ষো ন্যায়ঃ স্তাদিতি  
 বিচারঃ । তত্রাধ্যাসো নাম দ্বয়োর্ব্বস্তনোরনিবর্তিতায়ামেবানু-

প্ৰতিবাহতয়া বহিরঙ্গঞ্চ পৌরুষেয়তয়া সাপেক্ষঞ্চ । তন্মাদ্ধ্বর্ষলং নাভেদ-  
 াধনাযালমিতি ।

“অধ্যাসো নামে”তি । গোণী বুদ্ধিরধ্যাসঃ । যথা মাণবকেহনিবৃত্তায়া-  
 যব মাণবকবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তৌ সিংহবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তিঃ সিংহোমাণবক ইতি ।  
 এবং প্রতিমায়াং বাস্তুদেববুদ্ধির্নামি চ ব্রহ্মবুদ্ধিস্তথোক্তার উদগীথবুদ্ধিব্যপদেশা-

ংক্তা বা নাম একরূপ হইলেই যে তদ্বলে সর্বত্রই সংজ্ঞীর বা নামীর একত্ব  
 নির্ণীত হয়, তাহা হয় না ) [যত্র তু...দিষু] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে  
 সেই স্থলেই নামভেদ দ্বারা বিদ্যাভেদ হয় । যেমন সম্বর্গবিদ্যা ( তন্মামক  
 উপাসনা ) স্থলে হইয়াছে ।

“ওঁ ইহা অক্ষর ও উদগীথ, ইহার উপাসনা করিবেক ।” এই শ্রুতিতে  
 ঐ অক্ষরের ও উদগীথের সামান্যাদিকরণ্য (তুল্যার্থতা) শ্রুত হইতেছে ।  
 সামান্যাদিকরণ্যের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষ-  
 তুষ্ঠয়ের অন্ততম গৃহীত হইতে পারে বটে ; কিন্তু কোন্ পক্ষের গ্রহণ  
 যথিক ন্যায় তাহার মীমাংসা করা আবশ্যিক । [ তত্রাধ্যাসো...বুদ্ধিরিতি ]

\* চতুর্থ্যে । “ওঁ ইত্যক্ষরং উদগীথঃ—” ইত্যত্রোক্ষরোদগীথয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যপ্রবাণং  
 য্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানে তত্র কতমঃ পক্ষঃ সাধীয়ানিতি বিচারণায় তু-  
 দদ্ব্যনুনিবেশনীয়চ-পক্ষেন অধ্যাসাদিত্রয়ং সাবদ্যত্বেন ব্যাবর্ত্য বিশেষণপক্ষ এবোপাদীয়ত  
 তি ভাবঃ । ব্যাণ্ডেশ্চেত্তোরোমিত্যাস্যোদগীথমিত্যেতদ্বিশেষণমেব সমগ্রসং নিরবধ্যং কল্পনালান-  
 দিত্যাকরযোজন্য । —“ওঁ এই অক্ষর উদগীথ” এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব অর্থাৎ  
 ভেদ ও বিশেষণ, এই চারি প্রকার অর্থ প্রসূত হইতে পারে । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন

তরবুদ্ধাবগতরবুদ্ধিরধ্যস্ততে। যস্মিন্মিতরবুদ্ধিরধ্যস্ততেহম্মবর্ত  
এব তস্মিন্গুস্তদ্বুদ্ধিরধ্যস্তেতরবুদ্ধাবপি। যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধ  
বধ্যস্তায়ামপ্যনুবর্তত এব নামবুদ্ধিন্ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্যতে  
যথা বা প্রতিমাдиষু বিষ্ণুদিবুদ্ধ্যধ্যাস এবমিহাপ্যক্ষরে উদ  
গীথবুদ্ধিরধ্যস্তোত উদগীথে বাহক্ষরবুদ্ধিরিতি। অপবাদে  
নাম যত্র কস্মিন্শিচ্ছদন্তনি পূর্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিষ্টি  
তয়াং পশ্চাদুপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্বনিবিষ্টায়া মিথ্যা  
বুদ্ধেৰ্নিবর্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সজ্জাতে আত্মবুদ্ধিরায়  
শ্বেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাত্তাবিত্যা 'তত্ত্বমসি' ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধা  
নিবর্ত্যতে। যথা বা দিগ্ভ্রাস্তিবুদ্ধির্দিগ্‌যথার্থবুদ্ধ্যা নিব

বিতি অপবাদৈকম্। বিশেষণানি চোক্তানি। একার্থেইপি চ শব্দস্য  
প্রয়োগো দৃশ্যতে। যথা বৈশ্বদেব্যামিকা। বিজ্ঞানমানন্দম্। ব্যাখ্যায়

অনেক স্থলে ছই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত হ  
না অথচ একে আর জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে। যাহাতে অল্প  
প্রকারের জ্ঞান আকৃষ্ট করান হয় এবং সেই আকৃষ্টজ্ঞানের সঙ্গে যি  
সে বস্তুর জ্ঞান অনুবর্তিত থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আরো  
পিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই অধ্যাস-লক্ষণটী অল্প কথায়  
বলিতে হইলে “বুদ্ধিপূর্বক বা জ্ঞানপূর্বক এক পদার্থে অপর পদার্থে  
অভেদ চিন্তা করার নাম অধ্যাস” এইরূপ বলাই সম্ভব। যেমন “নাম ব্রহ্ম”  
ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত (স্থাপন) করিলেও ব্রহ্মবুদ্ধি  
নাম বুদ্ধির অনুবর্তন নিবেদন করে না। অর্থাৎ নাম জ্ঞান লুপ্ত হয় না অথচ  
তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির থাকে। ইহার নিদর্শন নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা অর্থাৎ  
নামোপাসনা করা। নামোপাসনাই অধ্যাসের অন্যতম নিদর্শন। প্রতিমা  
ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্ণুদিজ্ঞান, তাহাও অধ্যাস। এতন্নিদর্শনামুসারে  
ও অক্ষরে উদগীথের অধ্যাস? কি উদগীথে ও অক্ষরের অধ্যাস?  
(বুদ্ধিপূর্বক অভেদ জ্ঞান জন্মান?) তাহা বিচার্য। [অপবাদো...বুদ্ধিঃ]  
অপবাদ কি, তাহাও বলিতেছি। কোন এক পদার্থে পূর্বস্থাপিত মিথ্যা

প্রকার সমঞ্জস অর্থাৎ সম্ভব হয় না। ব্যাবর্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সম্ভব হয়। কলিতার্থ-  
ওহ্মারে প্রাণ দৃষ্টি বিধানার্থ ঐ উল্লীখ লক্ষ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে এই অর্থই এতী  
ও সম্ভব হয়। (ভাবানুবাদ দেখ)।

তে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধ্যোদগীথবুদ্ধির্মিবর্ত্তেতঃ উদগীথবুদ্ধ্যা  
হক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বত্বক্ষরোদগীথশব্দয়োঃ নতিরিত্তার্থবৃত্তি-  
[। যথা দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি। বিশেষণং  
সর্ববেদব্যাপিনঃ ওমিত্যেতস্যক্ষরস্য গ্রহণপ্রসঙ্গে ওদ-  
ত্রবিষয়স্য সমর্পণম্। যথা নীলং যদুৎপলং তদানয়েতি।

পরাণামপি সহপ্রয়োগো যথা সিদ্ধুরঃ করী পিকঃ কোকিল ইতি। বিষু-

দৃষ্টীভূত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া পূর্বনিবিষ্ট  
জ্ঞানকে বিদূরিত বা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে ভাষা অপবাদ  
য়া গণ্য। এই অপবাদের অন্য নাম “বাধ”। এখন এই দেহে-  
দিসংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্ত্বমস্তাদি-বাক্যের  
। ও তদর্থের মনন নিদিধ্যাসনের পব ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবে  
আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্বনিবিষ্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত  
বিনষ্ট করিবেক, করিলে ইহার বাধ বা অপবাদ স্তম্ভপন্ন হইবেক।  
সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্তত্ব সাক্ষাৎকার  
ল দিগ্ভ্রান্তির বাধ বা অপবাদ হয় তেমনি। এতদ্বিদর্শনানুসারে  
পবিত্র ও অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত উদগীথ বুদ্ধি  
রিতীয়? কি উদগীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত অক্ষরবুদ্ধি  
ধনীয়? এক্রপ বিচারও হইতে পারে। [ একত্ব...সীতৈতি ] একত্ব-  
র অর্থ বাস্তবভেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদগীথ এই দুইর অর্থ  
ভদ না থাকা। দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব, এ সকল শব্দ যজ্ঞপ, ওঁ  
র ও উদগীথ কি তজ্ঞপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই? এক্রপ  
র বা প্রশ্ন হইতেও পারে। বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্ত্তক  
বিশেষণ তুল্যার্থ। ওঁ অক্ষরটী সর্ববেদব্যাপী, সেই জন্ত ওঁ বলিলে সর্ব-  
ব্যাপী প্রণবের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃতস্থলে তাহার ব্যাবর্ত্তন  
ওঁকারের অন্যান্য স্থান নিষেধ করিয়া ওঁ অক্ষরকে কেবলমাত্র  
ব্রাহ্ম (উগাতা = সামগায়ক ঋত্বিক বা পুরোহিত। ওঁদগাত্র = উদগাতা যে  
করে তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ করাইতেছে বলিয়া  
দীপ্তশব্দ ওঁ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন লোকে বলে, যে উৎপলটী নীল,  
টী আন; তেমনি শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যে উদগীথ ওঁকার—তাহার

এবমিহাপ্যুদগীথো য ওঙ্কারস্তমুপাসীতেতি । এবমেতন্নি  
সামানাদিকরণ্যবাক্যে বিম্বশ্রমাণে এতে পক্ষাঃ প্রতিভাস্তি  
তত্রাত্তমনির্ধারণে কারণাভাবাদনির্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে ।  
ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসমিতি । চশব্দোহয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী প  
পক্ষত্রয়ব্যবর্তনপ্রয়োজনঃ । তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা ই  
পর্য্যদস্তন্তে বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবদ্য ইতু্যপাদীয়তে  
তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্যাস্ততে তচ্ছব্দস্ত লক্ষণা  
স্তিত্বং প্রসজ্যেত ফলঞ্চ কল্যেত । শ্রীযত এব ফলং ‘আপয়ি  
হ বৈ কামানাং ভবতি’তাদীতি চেৎ, ন । তস্মান্নফলং

জ্ঞানধাবসায়লক্ষণং পক্ষং গৃহীতি—“তত্রাত্তমে”তি । সিদ্ধান্তমাহ—  
‘মুচ্যতে ব্যাপ্তেচ্চ’ । প্রত্যক্ষবাকস্পৃহ্যচমুপক্রমে চ সমাপ্তৌ চোঙ্কারঃ স  
বেদব্যাপীতি কিস্ততোহযমোঙ্কারস্তত্তদাপ্তাদিশুণবিশিষ্টস্তন্মৈ তন্মৈ কাম  
প্তাদিকলায়োপাত্তত্বেনাধিক্রিয়ত ইত্যপেক্ষায়ামুদগীথপদেনেতি বিশিষ্যে  
উদগীথপদেনোঙ্কারাদ্যবয়বঘটিতসামভক্তিভেদাভিধায়িনা সমুদায়শ্রাবয়বভা  
মুপপত্তেস্তৎসম্বন্ধ্যবয়ব ওঙ্কারো লক্ষ্যতে ন পুনরোঙ্কারেণাবয়বিন উদগী  
লক্ষণা । ওঙ্কারশ্রৈবোপরিষ্ঠাত্তু তত্তদংশুণবিশিষ্টস্ত তত্তৎফলবিশিষ্টস্ত যো  
ব্যাপ্ত্যস্তমানত্বাৎ । দৃষ্টেচ্চ সমুদায়শব্দোহবয়বে লক্ষণয়া যথা গ্রামো ন  
পটৌ দন্ধ ইতি তদেকদেশদাহে । অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকল্পনা চ । অ  
হাপ্তাদিশুণকুপ্রণবোপাসনাদিদমুদগীথতোপাসনশ্রণবস্তাত্ত্বং । ন চাত্রাপ্ত  
উপাসনেষিব ফলং শ্রীযতে । তস্মাৎ কল্পনীয়ম্ । উদগীথসম্বন্ধিপ্রণবোপ  
সনাদিকরণপরে বাক্যে পরার্থে নায়ং দোষঃ । অপি চ গোণ্যা বৃত্তেরূপ

উপাসনা কর । [ এব...মিতি ] “ওঁ অক্ষর উদগীথ” এ বাক্যের বিচার  
আরম্ভ করিলে প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিশ  
কারণের অভাবে কোন একটা নির্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না । অ  
স্বত্রকার পক্ষ স্থির করণার্থ স্বত্র বলিলেন, “ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্” । [ চ  
শব্দো...ফলম্ ] পরাভিমত পক্ষত্রয় ব্যবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু  
নিবেশের পরিবর্তে চ-শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে । অর্থাৎ ব্যাপ্ত  
বলিতে ব্যাপ্তেস্ত বলা হইয়াছে, ইহা বুদ্ধিতে হইবে । সদোষ বলি  
অধ্যাসাদি পক্ষের পরিত্যাগ এবং নির্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশ  
পক্ষের গ্রহণ জায্য । অধ্যাসপক্ষের দোষ এই যে, উদগীথের জ্ঞান ওঙ্কার

প্ৰাতিপাদকফলং হি তৎ নোদগীথাদ্যাসফলম্ । অপবাদে-  
 সমানং ফলাভাবঃ । মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন,  
 স্বার্থোপযোগানবগমাৎ । ন চ কদাচিদপ্যেক্ষারাদোক্ষার-  
 নিবর্ততে উদগীথাদ্বৌলীথবুদ্ধিঃ ।, ন চেদং বাক্যং বস্তু-  
 প্রতিপাদনপরম্ । উপাসনবিধিপরত্বাৎ । নাপ্যেকত্বপক্ষঃ  
 চ্ছতে । নিম্প্রয়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্ত্রাৎ ।  
 কনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ । ন চ হোত্রবিষয়ে বাহ্যার্থব-  
 য়ে বাহুষ্করে ওঙ্কারশব্দবাচ্যে উদগীথপ্রসিক্তিরস্তি । নাপি  
 লয়াম্ । সান্নাং দ্বিতীয়ায়াং ভক্তাবুদগীথশব্দবাচ্যায়ামোঙ্কার-

রিলীয়সী লাঘবাৎ । লক্ষণয়া হি লক্ষণীয়পরত্বং পদম্ তত্শ্চৈব বাক্যার্থা-  
 বাবাৎ । যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণস্ত তীরস্ত বাক্যার্থেস্তর্ভাবো-  
 দ্ধরণতবা । গোষ্ঠীহীক ইত্যত্র তু গোসম্বন্ধিতিষ্ঠমুত্রপুৰীষাদিলক্ষণয়া ন  
 রত্বং গোশব্দম্ । অপি তু তৎকক্ষাধ্যবসিততদ্গুণযুক্তবাহীকপরত্বমিতি  
 ত (আরোপ) করিলে, ওঙ্কারে তদ্বাচক উদগীথ শব্দের লক্ষণাস্বীকার  
 তে হইবে এবং পৃথক্ ফলকল্পনাও করিতে হইবে । লক্ষণা করিতে  
 । যে লব্ধকের প্রয়োজন হয়, অসিদ্ধতা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয়  
 সম্বন্ধের, লক্ষণাব ও ফলের কল্পনা অবশ্যই গৌরব দোষাত্মক ।  
 বল, ফলশ্রুতি আছে, তু-শব্দার্থক চ-শব্দের প্রযোগে ইহাই জানান  
 ছে যে, “এই উপাসনা উপাসকের কামনাসমূহের প্রাপক, যে  
 দনা করে সে কাম প্রাপ্ত হয়” সেই শ্রুতি ফলই হইবে, কল্পনা  
 ত হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুতি ফল অধ্যাসের নহে,  
 আশ্রয়াদিষ্ঠানের ফল । [ অপবাদেহপি...পরত্বাৎ ] অপবাদ পক্ষেও  
 ঠাব অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই । মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই ফল এ কথা  
 ন্যা । কেননা, তদগত মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে ।  
 তে কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? অপিচ, কোনও কালে ওঙ্কারে  
 -বুদ্ধির ও উদগীথে উদগীথ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না । আরও কথা  
 যে, ‘ঐ বাক্য উপাসনা বিধায়ক, বস্তুতঃ প্রতিপাদক নহে । বস্তু-  
 প্রতিপাদক হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য থাকিত । [ নাপ্যেকত্ব...স্ত্রাৎ ]  
 । পক্ষও সম্ভব নহে । একই ( অনতিরিক্তার্থ ) পক্ষে ও উদগীথ



নিবর্তয়িতুং ব্রহ্মভেদবিবক্ষয়া জীবন্ত সৰ্গগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ  
 বদান্ততয়া জীবন্ত সৰ্গগতত্বাদি বিবক্ষ্যতে তত্তৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সৰ্গগত-  
 ত্বাদি বিবক্ষ্যতামিতি যুক্তম্ । বদপ্যুক্তং ব্রহ্মপূরমিতি জীবেন পরশোপ-  
 নক্ষিতব্রাহ্মাণ্ড ইব জীবন্তৈবেদং পুরস্বামিনঃ পুটৈরকদেশবৃত্তিভ্রমস্তীত্যত্র  
 ক্রমঃ । পরন্তৈবেদং ব্রহ্মণঃ পুরং সঙ্করীরং ব্রহ্মপূরমিত্যুচ্যতে ব্রহ্মশব্দস্ত  
 তন্নিব মুখ্যত্বাৎ । তস্তাপ্যন্তি পুরেণানেন সম্বন্ধ উপলব্ধিষ্ঠানত্বাৎ । স  
 এতন্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্যতে স বা অয়ং পুরুষঃ  
 সৰ্গান্ন পূৰ্ণ পুরিশয় ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । অথবা জীবপূরে এবামিন্ ব্রহ্ম  
 সন্নিহিতমূলভ্যতে । যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সন্নিহিত ইতি তদ্বৎ তদ্যথৈহ  
 কৰ্ম্মচিন্তো লোকঃ ক্রীয়তে এবমেবাসুত্র পুণ্যচিন্তো লোকঃ ক্রীয়ত ইতি চ  
 কৰ্ম্মণামন্তবৎফলদ্বয়মুক্তাং য ইহান্মানমহুবিদ্যা ব্রহ্মন্তোত্যাক্ষ সত্যান্ কামান্

অৰ্গলোপমিত হৃদয়াকাশের পুণ্ডরীকবেষ্টন নিবৃত্তি করা যায় না, যেহেতু  
 ব্রহ্মভেদবিবক্ষা করিলেও জীবের সৰ্গগতত্ববিবক্ষিত আছে, তথাপি  
 আশ্রয়রূপে জীবের সৰ্গগতত্ব বিবক্ষা হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সৰ্গগতত্ব  
 বিবক্ষা করাই যুক্ত । আর যে শরীর ব্রহ্মপূর বলিয়া উক্ত হইয়াছে,  
 তাহাও জীবতে পরমাত্মার উপলক্ষণহেতু হইতেছে । যেমন রাজা  
 রাজ্যের একাদেশে বাস করিলেও তাহাকে রাজ্যাধিপতি বলা যায়,  
 সেইরূপ পুরস্বামী জীবের শরীররূপ পুরের একদেশবৃত্তিও সত্তেও  
 তাহাকে পুরাধিপতি বলিয়া থাকে । ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্মেরই  
 এই শরীররূপ পুর ; অতএব শরীরকে ব্রহ্মপূর বলিয়া থাকে । যেহেতু  
 পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ এবং এই শরীরের সহিত সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধ  
 আছে, যেহেতু এই শরীরে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হয় । “স বা  
 এতন্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষ মীক্যতে” ইত্যাদি শ্রুতিই  
 উক্তার্থের প্রমাণ । অথবা জীবরূপ পুরেতে সন্নিহিত হইলেই ব্রহ্মকে  
 লাভ করা যায় । যেমন শালগ্রামচক্রে বিষ্ণু সন্নিহিত হয়েন, সেইরূপ  
 ব্রহ্ম জীবতে সন্নিহিত হইয়া থাকেন । আর “যেমন বাহারা কৰ্ম্ম সংস্কর  
 করে, তাহারা ক্ষয় পায়, এইরূপ বাহারা পুণ্যসংস্কর করে, তাহারও ক্ষয়

তেষাং সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি প্রকৃতদহরাকাশবিজ্ঞানত্ৰা-  
নন্তকলং বদন্ পরাশ্রয়মন্তু সূচয়তি । যদপ্যতঃকৃতং ন দহরাকাশত্ৰা-  
বেষ্টব্যং বিজ্ঞাসিতব্যং ততঃ পরবিশেষণেনোপাদানাদিত্য  
ক্রমঃ । যদ্যাকাশো নাবেষ্টব্যেত্যুক্তঃ ত্ৰাং যাবান্ বা অন্নাকাশ-  
ত্বানেনোহন্তর্দৃশ্য আকাশ ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুক্ত্যেত ।  
নবেতদপ্যন্তর্কর্ত্তিবস্তসত্তাবদর্শনায়ৈব প্রদর্শ্যতে তৎকেনং ক্রয়ুঃ যদিদমস্মিন্  
ব্রহ্মপুণ্ডরীকং পুণ্ডরীকং বেদ্য দহরোহস্মিন্দহরাকাশঃ কিং তত্র বিদ্যতে  
যদবেষ্টব্যং যদ্বাং বিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষিপ্য পরিহার্যবসরে আকাশো-  
পযোগ্যক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাং সমাহিতত্বদর্শনাং নৈতদেবম্ ।  
এবং হি সতি যদন্তঃসমাহিতং দ্যাবাপৃথিব্যাদি তদবেষ্টব্যং বিজ্ঞাসি-  
তব্যাক্তং ত্ৰাং । তত্র বাক্যশেষো নোপপদ্যেত অস্মিন্ কামাঃ সমা-  
হিতাঃ এব আত্মাপহতপাপ্যা ইতি হি প্রকৃতং তৎ দ্যাবাপৃথিব্যাদিসমা-  
ধানাদারমাকাশমাক্তব্যার্থং য ইহাঙ্গানমহুবিদ্য ব্রহ্মন্ত্যেতাঃ সত্যান্  
কামানিতি সমুচ্চয়ার্থেন চশব্দেনাঙ্গানঞ্চ কামাধারমাপ্রিতাঃ কামান্

পাইয়া থাকে" এইরূপে কর্ম্মকলের বিনশ্বরূপ নিরূপণ করিয়া "যাহারা  
আত্মাকে জানে, তাহারা সত্যকামপ্রাপ্ত হয় ও সর্কলোকেতে কামচারী  
হইতে পারে" এইরূপে প্রকৃত হৃদয়াকাশবিজ্ঞানের অনন্ত কল কীর্ত্তন-  
করত হৃদয়াকাশের পরমাত্মা সূচনা করেন । আর যে উক্ত হইয়াছে,  
হৃদয়াকাশের অন্বেষণ ও বিজ্ঞানেচ্ছা নাই, যেহেতু তাহার পরবিশেষণো-  
পাদান আছে । এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, যদি আকাশ অবেষ্টব্য না হয়,  
তাহাহইলে "যেমন এই আকাশ, সেইরূপ অন্তর্দৃশ্যাকাশ" এইরূপে  
আকাশস্বরূপ প্রদর্শন উপযুক্ত হয় না । যদি ইহাও অন্তর্কর্ত্তীবস্ত সত্তাব-  
প্রদর্শনার্থ হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই ব্রহ্মপুণ্ডরীকপুণ্ডরীক  
বেদ্য আছে, সেই অন্তরাকাশে কি আছে ? যাহা অন্বেষণ করা যায়,  
কিবা যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় ? এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তাহার পরিহার্য-  
বসরে আকাশোপমাক্রমে পৃথিবী ও স্বর্গের অন্তর্কর্ত্তিবস্ত দর্শন আছে, ইহা  
বলা যায় না । কারণ এইরূপ হইলে যাহা পৃথিবী ও স্বর্গাদির অন্তঃ-

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষো দর্শয়তি । বস্তুবাক্যোপক্রমেহপি দহর এবাকাশে  
হৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহাস্তঃশেষঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সতৈঃ  
কায়ৈঃ বিজ্ঞেয় উক্ত ইতি গম্যতে । স চোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর  
ইতি ॥ ১৪ ॥

দহরঃ পরমেশ্বর উত্তরেভ্যো হেতুভ্য ইত্যুক্তম্ । ত এবোত্তরে হেতব  
ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে । ইতচ্চ পরমেশ্বর এব দহরো বস্তুং দহরবাক্যশেষে  
পরমেশ্বরশ্চৈব প্রতিপাদকৌ গতিশব্দৌ ভবতঃ । ইমাঃ সর্গাঃ প্রজা  
অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদ্যতীতি তত্র প্রকৃতং দহরং ব্রহ্মলোক-  
শব্দেনাভিধায় তদ্বিবর্ত্তা গতিঃ প্রজ্ঞাশব্দবাচ্যানাং জীবানাম্ অভিধীয়মানা  
দহরস্ত ব্রহ্মতাং গময়তি তথা দহরহর্জীবানাং সুখশ্রুতবাহায়াং ব্রহ্মবিষয়ং  
গমনং দৃষ্টং শ্রুতান্তরে সত্য সৌম্য সদ্মা সম্পন্নো ভবতীত্যেবমাদৌ ।  
লোকেহপি কিল গাঢ়ং সুখপ্ৰমাচক্ষতে ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গত ইতি ।

সমাহিত, তাহাই অন্বেষণ করিবে এবং জানিতে ইচ্ছা করিবে । ইহা উক্ত  
হইতে পারে, যাহাতে সকল কামনা সমাহিত আছে, তিনিই আত্মা এবং  
সর্বপাপবিহীন, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশরূপে  
প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১৪ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বক্ষ্যমাণ কারণসমূহে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ,  
এইক্ষণ সেই সকল কারণ প্রপঞ্চিত হইতেছে । এই সকল কারণই পর-  
মেশ্বর হৃদয়াকাশরূপ, যেহেতু বাক্যশেষে গতি ও শব্দ, ইহার। পরমেশ্ব-  
রেরই প্রতিপাদক হইতেছে । এই সকল প্রজা অহরহ গমন করিয়াও  
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না । এইস্থলে ব্রহ্মলোকশব্দে প্রকৃত  
হৃদয়াকাশ কহিয়া তদ্বিবর্ত্তক গতি প্রজ্ঞাশব্দবাচ্য জীবকণ্ঠনপূর্বক হৃদয়-  
কাশের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং সর্বদাই জীববর্ণের সুখশ্রুতি  
অবস্থাতে ব্রহ্মবিষয় গমন দৃষ্ট আছে, অর্থাৎ “সত্য সৌম্য সদ্মা সম্পন্নো  
ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক গমন দৃষ্ট হয় । আর লোকেও

ধৃতেশ্চ মহিম্নোহস্মিন্মুপলক্ষেঃ ॥ ১৬ ॥

তথা ব্রহ্মলোকশব্দোহপি প্রকৃতে দহরে প্রযুক্ত্যমানো জীবভূতাকাশশব্দাং  
নিবর্তয়ন্ ব্রহ্মতামস্ত গময়তি । নহু কমলাসনলোকমপি ব্রহ্মলোকশব্দো  
গময়েৎ গময়েদ্যদীদং ব্রহ্মণো লোক ইতি বধীসমাপবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যতে ।  
সামানাদিকরণ্যবৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানো ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি  
পরমেব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি । এতদেব চাহরহব্রহ্মলোকগমনং দৃষ্টং ব্রহ্ম-  
লোকশব্দস্ত সামানাদিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে লিঙ্গম্ । ন হরহরমিমাঃ প্রজাঃ  
কার্যব্রহ্মলোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তীতি শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ১৫ ॥

ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ কথং দহরোহস্মিন্শস্তরাকাশ  
ইতি হি প্রকৃত্যাকাশোপম্যপূৰ্ণকং তস্মিন্ সৰ্ব্বসমাধানমুক্তা তস্মিন্বেব  
চায়শব্দং প্রযুক্ত্যাপহতপাপ্যাদিগুণযোগকোপদিষ্ট তমেবানতিবৃত্তপ্রক-  
রণং নির্দিষ্টতথ্য য আত্মা স সেতুর্কিঞ্চুতিরেবাং লোকানামসন্তোদায়ৈতি ।

“ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গতঃ” ইত্যাদিরূপে গাঢ় স্মৃষ্টি কথিত আছে। আর  
প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মলোকশব্দ ছন্দযাকাশে প্রযুক্ত্যমান হইয়া জীবভূত আকাশ  
শব্দা নিবৃত্তিকরত তাহারই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন কবিতোছে। যদি বল,  
কমলাসনের লোকও ব্রহ্মলোক শব্দবাচ্য হয়, পরন্তু যদি ব্রহ্মার লোক  
এইরূপ বধীতংপুরুষ সমাপ করা যায়, তাহাহইলেই উক্তরূপ অর্থ হইতে  
পারে। বাস্তবিক সামানাদিকরণ্যবৃত্তিযারা ব্যুৎপাদন করিলে ব্রহ্মই  
লোক, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোকশব্দের প্রতিপাদ্য  
হইতেছেন, ইহাই সর্বদা ব্রহ্মলোক গমন বলিয়া দৃষ্ট হয়। পরন্তু উহাই  
ব্রহ্মলোকশব্দের সামানাদিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে কারণ। আর সর্বদাই  
যে এই সকল প্রজা কার্যভূত ব্রহ্মলোকে গমন করে, ইহা কল্পনা করা  
যায় না ॥ ১৫ ॥

পরমেশ্বর সর্বজগৎ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনিই দহর,  
অর্থাৎ ছন্দযাকাশ। এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, কিরূপে পরমেশ্বর  
ছন্দযাকাশ হইতে পারেন? এই অন্তরাকাশেই প্রকৃত আকাশের উপমা

তত্র বিধুতিরিত্যাশ্বকসামান্যাদিকরণ্যাধিধারয়িতোচ্যতে ক্ৰিচঃ কৰ্ত্তরি  
 স্মরণাৎ । যথোদকসম্ভানন্ত বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদাম-  
 সন্তেন্দ্রিয়ৈবমরমায়া এষামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমা-  
 দীনাঞ্চ বিধারয়িতা সেতুরসন্তেন্দ্রিয়াসকরায়েতি । এবমিহ প্রকৃতে দহরে  
 বিধরণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি অয়ঞ্চ মহিমা পরমেশ্বর এব শ্রত্যন্তরা-  
 ছপলভ্যাতে এতন্ত বাক্তরন্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠত  
 ইত্যাদেঃ । তথাহ্যত্রাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রয়তে এষ সর্বেশ্বর  
 এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতাপাল এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসন্তে-  
 দায়েতি এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ ॥ ১৬ ॥

প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে সৰ্ব্ব সমাধান নিরূপণ করিয়া এবং তাহাতেই  
 আশ্বকপ্রয়োগকরত নিষ্পাপতাদি গুণযোগ উপদেশ করিয়া তাঁহাকেই  
 অনতিবৃদ্ধি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অনন্তর যিনি আত্মা, তিনিই  
 জগতের সেতু এবং ধারণকর্ত্তা, এইরূপে সৰ্ব্বলোকেব অভেদ প্রতিপাদন  
 হইয়াছে । এই সূত্রে বিধুতিশব্দে আশ্বকের সামান্যাদিকরণ্যবশতঃ  
 বিধারণকর্ত্তা অর্থ হইয়াছে । যেমন জলপ্রবাহ ধারণ করে বলিয়া লোকে  
 সেই ধারণকর্ত্তাকে সেতু বলে এবং সেই সেতু ক্ষেত্রসমূহের ভেদ প্রদর্শন  
 করে, সেইরূপ অধ্যাত্মাদিভেদভিন্ন এই সকল জীবের এবং বর্ণাশ্রমাদিব  
 ধারয়িতা সেতুস্বরূপ পরমাত্মা তাহাদিগের অভেদ করিয়া থাকে ।  
 বাস্তবিক প্রকৃত হৃদয়াকাশে পরমাত্মা বিধারণ লক্ষণ মহিমাপ্রদর্শন করি-  
 তেছেন । শ্রত্যন্তরপ্রমাণে পরমেশ্বরেতেই উক্ত মহিমা উপলাভ করা  
 যায় । “এতন্ত বাক্তরন্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠতঃ”  
 ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থের প্রমাণ । এইরূপ অত্র শ্রুতিতেও লিখিত আছে  
 যে, ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভূতাদিপতি, ইনিই ভূতসকলকে পালন  
 করেন, ইনিই ধারয়িতা সেতুস্বরূপ । ইত্যাদিরূপে জগতের ধারণহেতু  
 পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ বলিয়া জানা যায় ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেচ্চ ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেম্মাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

ইতচ্চ পরমেশ্বর এব দহরোহ্মিন্নস্তরাকাশ ইত্যুচ্যতে । যৎকারণ-  
মাকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ । আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ক-  
হিতা সর্গাণি হ বা ইমানি ভূতান্বাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিপ্রয়োগ-  
দর্শনাৎ । জীবে তু ন কচিদাকাশশব্দঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে । ভূতা-  
কাশস্ত সত্যামণ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবান্ গৃহী-  
তব্য ইত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্যেতাভীতরস্তাপি  
জীবন্ত বাক্যশেষে পরামর্শঃ । অথ য এষ সম্প্রসাদোহ্মাচ্ছরীরাৎ সমু-  
খ্যায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য যেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে এষ আশ্বেতি  
হোবাচেতি । অত্র হি সম্প্রসাদশব্দঃ ঐত্যন্তরে সুবৃষ্টাবস্থার্যাং দৃষ্টবাদ-  
বহাবস্তং জীবং শক্লোভ্যুপস্থাপয়িতুং নার্থাস্তরম্ । তথা শরীরব্যাপাশ্রয়-  
ত্বেব জীবন্ত শরীর্যাং সমুখানং সম্ভবতি । যথাকাশব্যাপাশ্রয়্যাণাং বাধা-

এইক্ষণ কারণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু আকাশশব্দ পরমে-  
শ্বরে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব পরমেশ্বরকেই অন্তরাকাশ বলা যায় । আকা-  
শই নাম ও রূপের নির্বাহক, এই পরিদৃশ্যমান ভূতসকল আকাশ হইতে  
সমুৎপন্ন হয়, ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনহেতু পরমাত্মাই হৃদয়াকাশ বলিয়া  
প্রতীতি হয় । কদাচ জীবেতে আকাশশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না ।  
আকাশশব্দের প্রসিদ্ধিসম্বন্ধে উপমানোপমেয়ভাবাদির অসম্ভবহেতু ভূতা-  
কাশকে গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলে পরমেশ্বরই দহরশব্দে পরিগৃহীত হইলেন, তবে  
জীবেরও বাক্যশেষে পরামর্শ আছে । ঐতিহ্যে কথিত আছে যে, ইহাই  
সম্প্রসাদ যে, এই শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া যে পরজ্যোতিপ্রাপ্তিপূর্বক  
স্বীয় রূপে নিম্পন্ন হয়, সেই আত্মা । ঐত্যন্তরে এই সম্প্রসাদশব্দ সুবৃষ্টি-  
রূপ অবস্থাতে দৃষ্ট হয় ; অতএব অবহাবিশিষ্ট জীবকে উপস্থাপিত করা

## উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত ॥ ১৯ ॥

দীনাশাকাশাং সমুখানং তত্ত্বং যথা চাদৃষ্টোহপি লোকে পরমেশ্বরবিষয়  
আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরধর্মসমভিব্যাহারাকাশো বৈ নাম নামরূপয়োনি-  
র্কৃতিতেত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়োহুত্পত্ত্যপগতঃ এবং জীববিষয়োহপি  
ভবিষ্যতি । তদ্বাদিতরপরামর্শাং দহরোহিন্মিন্নস্তরাকাশ ইত্যত্র স এব  
জীব উচ্যতে ইতি চেৎ । নৈতদেবং ত্রাং কস্মাদসম্ভবাং ন হি জীবো  
বুদ্ধ্যাভ্যুপাধি-পরিচ্ছিন্নাভিমাত্রী সন্নাকাশে নোপসীদতে ন চোপাধিধর্ম-  
নভিন্নমুখ্যমানস্তাপহতপাপ্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি । প্রপঞ্চিতকৈতং  
প্রথমে হুত্রে অতিরেকাশকপরিহারায় তু পুনরুপস্থিতম্ । পঠিষ্যতি  
চোপরিষ্ঠাদন্ত্যর্থশ্চ পরামর্শ ইতি ॥ ১৮ ॥

ইতরপরামর্শাদ্যা জীবাশঙ্কা জাতা সা অসম্ভবাং নিরাকৃত্য । অধে-  
দানীং মৃতশৈবায়ুতসেকাং পুনঃ সমুখানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে উত্তর-  
স্ত্রাং প্রোজাপত্যাকাশাং । তত্র হি য আত্মাপহতপাপোত্যপহতপাপ্য

যায়, অর্থাস্তর করা যায় না । আর শরীরের আশ্রীভূত জীবেরই শরীর  
হইতে উত্থান সম্ভব হয় । যেমন আকাশের আশ্রিত বায়ুগ্রহৃতির  
আকাশ হইতে সমুখান হয়, সেইরূপ শরীর হইতে জীবের উত্থান হইয়া  
থাকে । আর যেমন আকাশশব্দ পরমেশ্বরবিষয়ক, সেইরূপ জীববিষ-  
য়কও হইতেছে, অতএব ইতর পরামর্শহেতু “দহরোহিন্মিন্নস্তরাকাশ” এই  
স্থলেও আকাশশব্দে জীব কথিত হইতে পারে । ইহা হইতে পাবে না,  
যেহেতু অসম্ভব হইয়া উঠে, জীব বুদ্ধ্যাদি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ও অভিমাত্রী  
হইয়া আকাশের সহিত উপমিত হয় না এবং যে জীব উপাধি ধর্ম্মস্বীকার  
করে, তাহার নিস্পাপত্বাধিধর্ম্মের সম্ভব নাই । ইহা প্রথম হুত্রেই সবি-  
শেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি অতিরেকাশক পরিহারার্থ পুনর্বার উপ-  
স্থিত হইতে এবং পরেও হুত্রেস্তরে বিবৃত হইবে । ১৮ ॥

ইতর পরামর্শহেতু জীবতে অন্তরাকাশত্বের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা  
সম্ভবহেতু নিরাকৃত হইয়াছে । এইরূপ অমৃতসেকে মৃতেরও সমুখান

হাদি ণপকম্ আস্থানমধেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ প্রতিজ্ঞায় য এষোহক্ষিণি  
পুরুষো দৃশ্যতে এব আয়েতি ক্রবন্নক্ষিহ্র দ্রষ্টারং জীবমাস্থানং নির্দিশতি  
এতৎসেব তে ভূয়োহুহুবাধ্যাত্মামীতি চ তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য য এষ  
স্বপ্নে মহীন্নমানশ্চরত্যেব আয়েতি । তদ্ব্যতৈতৎ স্পৃশঃ সমস্তঃ সস্ত্রসন্নঃ  
স্বপ্নং ন বিজানাত্যেব আয়েতি চ জীবমেবাবস্থান্তরগতং ব্যাচষ্টে । তত্শব  
চাপহতপাপুত্বাদি দর্শ্যতেতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি । নাহ থদ্বয়মেবং  
সস্ত্রাত্মানং জানাত্যন্নমহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি চ স্তবুপ্তা-  
বহায়াং দোষমুপলভ্য এতৎসেবং তে ভূয়োহুহুবাধ্যাত্মামি ইতি নো এবা-  
ভূতৈতদমৃশ্যাদি চোপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিব্ধাপূর্ব্বকমেব সস্ত্রসাদোহস্মা-  
চ্ছরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিপদ্যাতে স  
উত্তমঃ পুরুষ ইতি জীবমেব শরীরং সমুখিতম্ উত্তমঃ পুরুষঃ দর্শয়তি ।

হয়, এইহেতু বক্ষ্যমাণ প্রজাপতিবাক্যে পুনর্বার জীবতে আশঙ্কা  
হইতেছে । যিনি অপহতপাপ্য, অর্থাৎ নিপ্পাপী, তিনিই আত্মা ইত্যাদি-  
রূপে নিপ্পাপিত্বগুণশালী আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই  
জানিতে ইচ্ছা করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া “য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো  
দৃশ্যতে এষ আত্মা” এই প্রতিতে অক্ষিহ্র দ্রষ্টাপুরুষ বলিয়া জীবাত্মাকেই  
নির্দেশ করিয়াছেন । আর ইহাকেই পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া  
পুনর্বার সেই জীবাত্মার পরামর্শপূর্ব্বক “য এষ স্বপ্নে মহীন্নমানশ্চরতি এষ  
আত্মা” এবং “তদ্ব্যতৈতৎ স্পৃশঃ সমস্তঃ সস্ত্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানতি এষ  
আত্মা” ইত্যাদি প্রতিসমূহে জীবকেই অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বলিয়া ব্যাখ্যা  
করিয়াছেন । আর ইনিই অমৃত অভয় ব্রহ্ম, এইরূপে সেই জীবেরই  
নিপ্পাপত্বাদি প্রদর্শন করিয়াছেন । পরন্তু ইনি সস্ত্রিতি আত্মাকে জানেন  
না এবং ভূত সকলও জানিতে পারে না, এইরূপে স্তবুপ্তাবস্থার দোষ  
উপলভ্য করিয়া ইহাকেই পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া “নো  
এবাভূতৈতদমৃশ্যৎ” এই উপক্রমে শরীরসম্বন্ধ নিব্ধাপূর্ব্বক “সস্ত্রসাদো-  
হস্মাচ্ছরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিপদ্যাতে  
স উত্তমঃ পুরুষঃ” এই প্রতিতে জীবকেই শরীর হইতে উখিত উত্তম



তদ্বাদন্তি সম্ভবতি জীবো পারমেশ্বরাণাং ধর্ম্মাণাম্ অতো দহরোহ্মিন্নন্ত-  
 রাকাশ ইতি জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কশ্চিদ্রূপাৎ তং ঐতিজ্ঞয়াদি-  
 ভূতস্বরূপম্ভিত্তি । তুশকঃ পূৰ্ণপক্ষব্যাবৃত্যর্থঃ কস্মাদ্ভূতস্তত্রাপি আবিস্কৃত-  
 স্বরূপো জীবো বিবক্ষ্যতে । আবিস্কৃতং স্বরূপমন্তেত্যাভিস্কৃতস্বরূপঃ  
 ভূতপূৰ্ণগত্যা জীববচনম্ এতচ্ছক্ভং ভবতি । য এষোহক্ষিণীত্যাক্ষিকিতঃ  
 ভ্রষ্টারঃ নির্দিশোদশরাবদ্রাক্ষণেনৈনং শরীরায়তায়্য বৃথাপাতং হেব ত  
 ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেনাক্ষয়্য স্বপ্নস্বপ্নোপভ্রাসক্রমেণ পবং  
 জ্যোতিরূপসম্পদ্যা স্নেহ রূপেণাভিনিস্পদ্যত ইতি যদন্ত পারমার্থিকং  
 স্বরূপং পরং ব্রহ্ম তদ্রূপতয়েনং জীবং ব্যাচষ্টে ন জৈবেন রূপেণ যতংপরং  
 জ্যোতিরূপসম্পদ্যবাং শ্রুতং তংপরং ব্রহ্ম তচ্চাপহতপাপ্যাদিধর্ম্মকং  
 তদেব চ জীবন্ত পারমার্থিকং স্বরূপং তত্ত্বমসীত্যাदिशास्त्रेभ्यো নেतरরूप-  
 धिकमिति । যাবদেবহি স্থাণাবিবপুরুষবুদ্ধিঃ দ্বৈতলক্ষণামবিদ্যাঃ ন

পুরুষ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব জীবতে পরমেশ্বরের ধর্ম্ম  
 আছে, ইহা জানা যাইতেছে । “দহরোহ্মিন্নন্তরাকাশ” এই স্থলেও  
 জীবকেই গ্রহণ করা যায়, কেহ এইরূপ বলিলে তাহাকে বলা যাইতে  
 পারে যে, উত্তর বাক্যে জীবের আশঙ্কা হইতে পারে না । যেহেতু সেই  
 স্থলেও আবিস্কৃত ব্রহ্মস্বরূপে জীব বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে  
 আবিস্কাৰ্বেই উক্তরূপ শ্রুত্যাৰ্থ বিবৃত হইয়াছে, বাস্তবিক পূৰ্ণে জীবা-  
 বস্থাই ছিল । “য এষোহক্ষিণী” ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষিকিত ভ্রষ্টা  
 পুরুষকে শরীর আত্মা বলিয়া নির্দেশপূৰ্ণক পুনঃ পুনঃ জীবকেই ব্যাখ্যা  
 করিয়াছেন এবং স্বপ্ন ও স্বপ্নোপভ্রাসক্রমে সেই জীব পরমজ্যোতিঃস্বরূ-  
 পকে পাইয়া স্বীয়রূপে নিস্পন্ন হয়, ইহাই উক্ত আছে । আর ইহার যে  
 পারমার্থিকস্বরূপ পরং ব্রহ্ম তদ্রূপেই জীবকে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু জীব-  
 স্বরূপে তাহার ব্যাখ্যা হয় নাই । আর যে পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্তহইবে,  
 এইরূপ শ্রুত আছে, তাহাও পরং ব্রহ্মই জানিবে, সেই পরব্রহ্মও নিস্পা-  
 দ্যদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই জীবের পারমার্থিকস্বরূপ, পরন্তু “তত্ত্বমসি”  
 ইত্যাদিবাচ্যে কোন ইতর উপাধি কল্পিত হয় নাই । যেমন স্থাপ্তে

বর্জয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপমানমহং ব্রহ্মাসীতি ন প্রতিপদ্যতে তাব-  
দীবন্ত জীবন্তম্ । যদা তু দেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতদ্ব্যুত্থাপ্য ঐশ্বর্য-  
প্রতিবোধ্যতে । নাসি স্বং দেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতো নাসি স্বং সংসারী  
হং তর্হি সদ্বন্তং সত্যং স আত্মা চৈতন্তমাত্রস্বরূপস্তত্ত্বমসীতি । তদা  
টস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপমাশ্রয়ঃ প্রতিবুধ্যামাচ্ছরীরাদ্যভিমানং সমুত্তিষ্ঠন্ স  
ব কূটস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপ আত্মা ভবতি স যো হ বৈ তৎপরং ব্রহ্ম বেদ  
দ্বৈতভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । তদেব চান্ত পারমার্থিকং স্বরূপং যেন  
রীরং সমুখায় শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে । কথং পুনঃ স্বরূপং  
রনৈব চ নিষ্পদ্যত ইতি সম্ভবতি কূটস্থনিত্যত্বাৎ । স্ববর্ণাদীনাম্ভ্রব্য-  
রসস্পর্কাদিভিত্ত্বত্বস্বরূপাণামভিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারপ্রক্ষেপা-  
ভিঃ শোধয়মানানাং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্ত্রান্তথা নক্ষত্রাদীনামহভুতি-  
তপ্রকাশানামভিত্তাবকবিরোধে রাত্রৌ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্ত্রাৎ ।

কৃষ্ণবুদ্ধি হয়, যাবৎ সেইরূপ বৈতলক্ষণা বুদ্ধি নিবৃত্তিকরিয়া “আমিই  
হ” এইরূপে কূটস্থ আত্মাকে লাভ করিতে না পারে, তাবৎই জীবের  
বৈত থাকে । যখন দেহ, ইজ্জিয়, মন ও বুদ্ধিসজ্জাতরূপ শরীরকে অতি-  
ম করিয়া ঐশ্বর্য অল্পসারে প্রতিবোধিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ  
রে এবং তুমি দেহ, ইজ্জিয়, মন ও বুদ্ধিসজ্জাতরূপ না, তুমি সংসারী না,  
বে তুমি সংস্বরূপ চৈতন্তময় আত্মা, এইরূপ হয়, তখনই কূটস্থ নিত্যদৃক্-  
রূপ আত্মার প্রতি উৎখিত হইয়া এই শরীরাদির অভিমান পরিত্যাগ  
রিয়া তিনি কূটস্থ নিত্যদৃক্‌স্বরূপ আত্মা হইয়েন । ঐশ্বর্যে লিখিত আছে  
যিনি পরাৎপর ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন ।  
নি শরীর হইতে সমুৎখিত হইয়া স্বীয়রূপে অতিনিষ্পন্ন হইয়েন ; সেই স্বীয়-  
পই তাঁহার পারমার্থিকরূপ । যিনি কূটস্থ নিত্য, কি প্রকার তাহার  
রূপ স্বরূপে অতিনিষ্পন্ন হইতে পারে ? বয়ঃ স্রবণাদি পদার্থ ভ্রব্যাস্তর  
পক্ষে তাহাদিগের স্বরূপ অভিজ্ঞ হইলে ক্ষারপ্রক্ষেপাদি দ্বারা পরি-  
ক হইয়া পুনর্বার স্বীয়রূপ পাইয়া থাকে, এইরূপ দিবাতে সূর্য্যপ্রকাশে  
সজ্জগণের স্বরূপ অভিজ্ঞ হইতে এবং রজনীযোগে সেই অতিভাবকারক

ন তু তথা চৈতন্তজ্যোতিষো নিত্যস্ত কেনচিদভিভবঃ সম্ভবত্যসংসর্গিত্যাং  
 ব্যোম ইব দৃষ্টবিরোধাত্মকঃ । দৃষ্টশ্রুতিমতিবিজ্ঞাতয়ো হি জীবন্ত স্বরূপং  
 তচ্চ শরীরাদসমুখিততাপি জীবন্ত সদা নিস্পন্নমেব দৃশ্যতে । সর্বো হি  
 জীবঃ পঞ্চান্ শৃণুমাণো বিজানন্ ব্যবহারামুপপত্তিঃ । তচ্চেচ্ছরীরাং  
 সমুখিতস্ত নিস্পন্ন্যেত প্রাক্ সমুখানাং দৃষ্টৌ ব্যবহারো বিরূধ্যত । অতঃ  
 কিমান্নকমিদং শরীরাং সমুখানং কিমান্নিকা চ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিরিতি  
 অত্রোচ্যতে প্রাক্ বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেজ্জিয়মনোবুদ্ধিবিসয়-  
 বেদনোপাধিভিরবিবিক্তমিব জীবন্ত দৃষ্টাদি জ্যোতিঃস্বরূপং ভবতি ।  
 যথা গুরুস্ত ক্ষুদ্রস্ত স্বাচ্ছ্যঃ শৌক্যঞ্চ স্বরূপং প্রাক্ বিবেকগ্রহণাজ্জ-  
 নীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকগ্রহণাত্ত উত্তর-  
 কালবর্তী পরাচীনক্ষুদ্রিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্যেন চ স্নেহ রূপেণাভিনিষ্পন্ন্যত  
 ইত্যুচ্যতে প্রাগপি তথৈব স্তাত্তথা দেহাদ্যুপাধ্যবিবিক্তস্তৈব সতো জীবন্ত

দুর্ঘ্যের বিরোধে তাহা স্বীয়রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু চৈতন্তময় নিত্য  
 জ্যোতিঃস্বরূপের কোনরূপেও অভিভবের সম্ভব নাই, যেহেতু তিনি  
 অসংসর্গী এবং আকাশের জায় দৃষ্টি বিরোধ আছে । আর দর্শন, শ্রবণ,  
 মনন ও বিজ্ঞান এই সকলই জীবের স্বরূপ শরীর হইতে অসমুখিত জীবে-  
 রই সর্বদা ঐ সকল নিস্পন্ন দেখা যায়, সকল জীবই দর্শন, শ্রবণ, মনন  
 ও জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করে, অত্থা জীবের ব্যবহারেরই অমুপপত্তি  
 হয় । যদি শরীর হইতে সমুখিত জীবেরও দর্শনাদি নিস্পন্ন হয় বল,  
 তাহাহইলে শরীর হইতে সমুখানের পূর্বে দৃষ্ট ব্যবহার বিরুদ্ধ হইয়া  
 উঠে ; অতএব জিজ্ঞাস্ত এই যে, শরীর হইতে সমুখানই বা কিরূপ এবং  
 স্বীয়রূপে অভিনিষ্পত্তিই বা কি প্রকার ? ইহাতে বক্তব্য এই যে, বিবেক  
 জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে শরীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয় জ্ঞানোপাধিবারা  
 অবিবিক্ত দর্শনাদিই জীবের স্বরূপ বুলিয়া কথিত হয় । যেমন স্বচ্ছতা  
 ও গুরুতা বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রিকের স্বভাব, কিন্তু বিবেকগ্রহণের পূর্বে উহা রক্ত-  
 নীলাদি উপাধিধারা অবিবিক্তের জায় হয় । প্রমাণজনিত বিবেকগ্রহ  
 হইলে উত্তরকালবর্তী প্রাচীনক্ষুদ্রিক স্বচ্ছতা ও গুরুতারূপ স্বীয়রূপে

শ্রুতিকৃতং বিবেকজ্ঞানং শরীরাত্ সমুত্থানং বিবেকবিজ্ঞানফলং স্বরূপে-  
ণাভিনিম্পত্তিঃ কেবলান্নস্বরূপাবগতিঃ । তথা বিবেকাবিবেকমাত্রৈণ-  
বান্ননোহশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মস্ত্রবর্ণাৎ অশরীরং শরীরেষুত্বিত্ব-  
হপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যত ইতি চ সশরীরত্বাশরীরত্ববিশেষা-  
ভাবস্মরণাৎ । তস্মাদ্বিবেকবিজ্ঞানাত্তাবাদনাবিভূতস্বরূপঃ সন্ বিবেক-  
জ্ঞানাবিভূতস্বরূপ ইত্যুচ্যতে ন ত্বগাদৃশাবাবিভাবানাবিভাবৌ স্বরূ-  
পস্ত সন্তবতঃ স্বরূপত্বাদেব । এবং নিথ্যাঞ্জনকৃত এব জীবপরমেশ্বরয়ো-  
র্ভেদো ন বস্তুকৃতঃ স্যোমবদসঙ্গত্বাবিশেষাৎ । কুতঃ চ তদেবং প্রতি-  
পত্তব্যম্ । যতো য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ইতু্যপদিদৃশ্যতদমৃতম-  
মভয়মেতৎ ব্রহ্মেত্যুপদিশতি । যোহক্ষিণি প্রসিক্তো দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বেন বিভা-

অভিনিম্পন্ন হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিবিবিধ নিত্য জীবের শ্রুতি-  
বিহিত বিবেকজ্ঞানই শরীর হইতে সমুত্থান, অর্থাৎ যখন জীবের বিবেক-  
জ্ঞান হয়, তখনই সে শরীর হইতে সমুখিত হইয়া থাকে এবং স্বীয়রূপে  
অভিনিম্পত্তি, অর্থাৎ কেবল আত্মস্বরূপাবগতিও জীবের বিবেকজ্ঞানের  
ফল । এইরূপ বিবেক ও অবিবেকদ্বারাই জীবের অশরীরত্ব ও সশরীরত্ব  
হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাবৎ জীব অবিবেকী থাকে, তাবৎই শরীরী এবং  
যখন তাহার বিবেক জন্মে, তখনই অশরীরী হয় । শ্রুতিতে লিখিত আছে  
যে, শরীরস্থ জীব ও অশরীরী হয় এবং ক্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শরীরস্থ জীব  
কোন কর্ম্ম করে না বা কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না । এইরূপে কারণ-  
বিশেষে জীবের সশরীরত্ব ও অশরীরত্ব স্মরণ আছে ; অতএব বিবেক-  
বিজ্ঞানের অভাবে তাহার স্বরূপ আবিভূত হইতে পারে না এবং বিবেক-  
জ্ঞান হইলেই স্বরূপ আবিভূত হইয়া থাকে । পরন্তু স্বরূপের অন্তরূপে  
সাবিভাব ও অনাবিভাব সম্ভব নাই, এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, মিথ্যা-  
জ্ঞানজগত্ জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ প্রতীতি হয়, বাস্তবিক জীব ও  
পরমাত্মার ভেদ নাই, যেহেতু উভয়েরই আকাশের গ্রাম অসঙ্গত  
হাছে । ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—  
যেহেতু “এই যে অক্ষিণপুরুষ দৃষ্ট হয়” এইরূপ উপদেশ করিয়া ইহাই

ব্যতে সৌম্যতাভয়লক্ষণাদ্রক্শণোহন্তশ্চেৎ ত্রাৎ ততোহমৃতভয়ত্রক্সামা-  
নাধিকরণ্যং ন ত্রাৎ । নাপি প্রতিচ্ছায়াসামক্সিক্সিতো নিদিষ্টতে  
প্রজ্ঞাপতেম্ বাবাদিস্ত্রপ্রসঙ্গাৎ । তথা দ্বিতীয়েহপি পর্যায়ে য এব স্বপ্নে  
মহীয়মানশ্চরতীতি ন প্রথমপর্যায়নির্দিষ্টানক্সিপুরুবাৎ দ্রষ্টুরন্তো নির্দিষ্টঃ  
এতশ্চৈব তে ভূয়োহমৃতব্যাত্যাত্মাত্ম্যপক্রমাৎ । কিবাহমদ্য স্বপ্নে হস্তি-  
নমদ্রাক্ষং নেদানীং তং পশ্চাত্মীতি দৃষ্টমেব প্রতিবুদ্ধঃ প্রত্য্যচষ্টে দ্রষ্টারহ  
তমেব প্রত্য্যভিজ্ঞানীতি য এবাহং স্বপ্নমদ্রাক্ষং স এবাহং জাগরিতং  
পশ্চাত্মীতি । তথা তৃতীয়েহপি পর্যায়ে নাহ খবয়মেবং সম্প্রত্য্যায়ানং  
জ্ঞানাত্যরমহমন্তীতি নো এবেমনি ভূতানীতি স্রষ্টৃগ্ণাবস্থায়ং বিশেষ-  
বিজ্ঞানাভাবমেব দর্শয়তি ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি । যন্তু তত্র বিনাশ-  
মেবাপীতো ভবতীতি তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভি প্রায়মেব ন বিজ্ঞাতৃ-  
বিনাশাভি প্রায়ম্ । নহি বিজ্ঞাতৃক্সিজ্ঞাতেক্সিপরিণোপো বিদ্যতে অবি-

অমৃত ও অভয় ত্রক্স, এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন । যদি বল, যিনি  
অক্সিহ দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি অমৃত ও অভয়লক্ষণ ত্রক্স হইতে অন্ত, তাহাহইলে  
তাহাতে অমৃত ও অভয়লক্ষণ ত্রক্সের সামান্যাদিকরণ্য থাকিতে পারে না  
এবং এই অক্সিক্সিত আত্মা প্রতিচ্ছায়া, এইরূপ নির্দেশ করা যায় না ।  
আর প্রজ্ঞাপতির মিথ্যাবাদিস্ত্র আশঙ্কা হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পর্যায়ে “য  
এব মহীয়মানশ্চরতি” ইত্যাদিরূপে নির্দেশ করা যায় না, পরন্তু পর্যায়-  
নির্দিষ্ট অক্সিপগত দ্রষ্টাপুরুষ হইতে অন্ত দ্রষ্টা নাই, এইরূপ নির্দিষ্ট আছে ।  
আর দেখ,—নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বলিয়া থাকে যে, আমি অদ্য  
স্বপ্নে যে হস্তী দেখিয়াছি, তাহা এখন দেখিতেছি না, এই স্থলে যে  
বলিতেছে, আমি স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছি এবং এখন তাহা দেখিতেছি  
না, তাহাকেই দ্রষ্টা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে । আর তৃতীয় পর্যায়ে  
উক্ত আছে যে, “আমিই সেই আত্মা” এইরূপে সম্প্রতি আত্মাকে  
জানিতেছি না এবং এই সকল ভূতও আত্মা নহে । ইহাতে স্রষ্টৃগ্ণাবস্থাতে  
বিজ্ঞানাত্মারই প্রদর্শন করিতেছেন । কিন্তু বিজ্ঞাতাকে প্রতিষেধ করি-  
তেছেন না । আর যে জীব বিনাশ পায়, ইহাও বিশেষ বিজ্ঞানাত্মপ্রায়

নাশিত্বাদিতি শ্রুত্যস্তরাং । তথা চতুর্থেহপি পর্য্যায়ৈ এতশ্চেব তে ভূয়ো-  
হু্যব্যাখ্যাস্তামি নো এবাত্তৈত্রিতমাদিত্যপক্রম্য মঘবশ্রুত্যং বা ইদং শরীর-  
মিতাদিনা প্রপঞ্চেন শরীরাদ্যুপাধিসম্বন্ধপ্রত্যখ্যানেন সম্প্রসাদশকো-  
দিতং জীবং শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পাদ্যত ইতি ব্রহ্ম স্বরূপাপন্নং দর্শয়নু ন  
পরশ্রাং ব্রহ্মণোহমৃতভয়স্বরূপাদন্তং জীবং দর্শয়তি । কেচিতু পরমান্ব-  
বিবক্ষ্যাগ্ এতশ্চেব তে ইতি জীবােকর্ষণমন্তায়াং মন্তমানা এতমেব  
বাক্যোপক্রমহুচিতমপহন্তপাপুত্বাদিগুণকমাত্মানং তে ভূয়োহু্যব্যাখ্যা-  
স্তামীতি কল্পয়ন্তি তেষামেতমিতি সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্বনামশ্রুতির্নি-  
প্রকৃত্যেত ভূয়ঃ শ্রুতিশ্চোপক্রমেত পর্য্যায়ান্তরাভিহতন্ত পর্য্যায়ান্তরেণা-  
নভিধীয়মানত্বাং এতশ্চেব তে ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্ চতুর্থাং পর্য্যয়া-  
দন্তমন্তং ব্যাচক্ষাপশ্য প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসজ্যেত তস্মাদ্ঘদবিদ্যা-

কিন্তু বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায় নহে । পরন্তু বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিপরি-  
লোপ হয় না, যেহেতু তাহার বিনাশ নাই, এইরূপ শ্রুত্যস্তরে প্রদর্শিত  
হইয়াছে । চতুর্থ পর্ধ্যায়ের "সেই আত্মাকেই তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব,  
ইহার অন্ত কিছুই বলিব না" এই উপক্রমে এই শরীর মরণধর্মী ইত্যাদি-  
রূপে সবিস্তর বর্ণিত আছে যে, শরীরাদি উপাধিসম্বন্ধের বিনাশ সম্প্র-  
দাদোদিত জীবকে স্বীয়রূপে অভিনিষ্পাদিত করে । এইরূপে জীবই  
ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া অমৃত ও অভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম  
হইতে জীব ভিন্ন নহে, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন । কেহ কেহ পরমান্ব-  
বিবক্ষাতে "এতশ্চেব তে ভূয়ো অভিব্যাখ্যাস্তামি" অর্থাৎ এই জীবকেই  
সুন্দরীর তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, এইস্থলে জীবােকর্ষণ অন্ত্যাব্য, এই-  
রূপ স্বীকারকরতঃ "এতশ্চেব তে ভূয়োহভিব্যাখ্যাস্তামি" এই শ্রুতিতে অপ-  
হন্তপাপুত্বাদিলক্ষণ পরমান্বায় কল্পনা করিয়া থাকেন । তাহাদিগের  
তে "এতশ্চেব তে ভূয়োহভিব্যাখ্যাস্তামি" এই শ্রুতিতে "এতং" শব্দদ্বারা  
সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্বনাম শ্রুতি বিপ্রকৃষ্ট হইতেছে । বাস্তবিক শ্রুতির  
মহুরোধেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু এক পর্য্যায়ের অভিহিত বিষয়  
পর্য্যায়ান্তরে বাধ হয় না । "এতশ্চেব তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিজ্ঞা

প্রত্যাপস্থাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্তৃভোক্তৃরাগ্ধেষাদিদৌষক্  
 বিতমনেকানর্থযোগি তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতমপহতপাপুষ্ণাদিগুণক  
 পারমেশ্বরস্বরূপং বিদ্যায়া প্রতিপাদ্যতে । সর্পাদিবিলয়নেনেব রজ্জ্ব  
 দীপ্ন । অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্তন্তে  
 অস্বদীয়াশ্চ কেচিৎ তেষাং সর্কেষামাত্মৈকত্বসমাদর্শনপ্রতিপক্ষভূতানা  
 প্রতিষেধায়েদং শারীরকমারক্কেমেক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞান  
 ধাতুরবিদ্যায়া মায়ায়া মায়াবিবদনেকথা বিভাব্যতে নাহো বিজ্ঞানধাতুর  
 স্তীতি । যবিদং পরমেশ্বরবাক্যে জীবমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি হ্রত্কাঃ  
 নাসম্ভবাদিত্যাदिना तत्रायमभिप्रायः नित्यशुक्लबृहन्न-सत्ताश्चভাবে कूटस्थ-  
 नित्य एकस्मिन्सन्नेहकপে পরমায়ানি তদ্বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোমীব  
 তলমলাদিপরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরবাক্যন্যাযোগেপেতৈবৈত

করিয়া চতুর্থপর্যায়ের পূর্বেই অজ্ঞাত ব্যাখ্যাকারী প্রজ্ঞাপতির প্রত্যাবক্য  
 প্রসঙ্গ হয় । অতএব জানা যায় যে, জীবের রূপ মায়াপরিকল্পিত অপার-  
 মার্থিক এবং কর্তৃভোক্তৃ রাগ্ধেষাদিহারা দূষিত । ইহাই অনেক  
 জনের উপযোগী, ইহার বিলয় হইলেই তদ্বিপরীত অপহতপাপুষ্ণাদি-  
 লক্ষণই পারমেশ্বররূপ, বিদ্যাধারাই সেইরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে । যেমন  
 রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে যখন সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, তখনই বজ্র-  
 স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ কর্তৃত্বাদি ভ্রান্তিব নিবৃত্তিতে পারমেশ্বররূপ  
 প্রকাশ পাইয়া থাকে । অপর বাদীরা বলেন যে, জীবের স্বরূপই পার-  
 মার্থিক । আমরাগের পক্ষীয় কোন কোন বাদীরা বলেন, সকলই  
 একাত্মকত্ব সম্যকদর্শন প্রতিপক্ষভূত, ইহাদিগের প্রতিষেধার্থই উক্তরূপ  
 শরীররস্ত্র হইয়াছে । পরমেশ্বর কূটস্থ নিত্য ও বিজ্ঞানময়, কেবল  
 মায়াধারাই অনেক প্রকার হন, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই বিজ্ঞানময়  
 নহে । আর যে হ্রত্কার “নো সম্ভবাৎ” এই হ্রত্বে পরমেশ্বরবাক্যে  
 যে জীব আশঙ্ক্য করিয়া প্রতিষেধ করিতেছেন, তাহার অভিপ্রায় এই  
 যে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, কূটস্থ এক অসঙ্গ পরমায়াতে  
 সেই জীবরূপের বৈপরীত্য আছে । যেমন আকাশে তলমলাদি কল্পিত

## অন্ত্যর্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

বাদপ্রতিষেধেষ্টাপনেষ্যামীতি পরমাশ্রয়নো জীবদত্ত্বং দ্রুতয়তি জীবন্ত  
তু ন পরমাদত্ত্বং প্রতিপিপাদয়িষ্যতি কিস্ত্যমুবাদতোবাংবিদ্যাকল্পিতং  
লোকপ্রসিদ্ধং জীবভেদম্ । এবং হি স্বাভাবিককর্তৃত্বভোক্তৃত্বানুবাদেন  
প্রবৃত্তাঃ কৰ্ম্মবিধয়ো ন বিরুদ্ধাস্ত ইতি মন্ততে প্রতিপাদ্যস্ত শাস্ত্রার্থমাত্ম-  
কত্বমেব দর্শয়তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববদিত্যাदिना वर्णितश-  
স্ত্রাतिर्विषयविषयेन कर्मविधिविरোধपरिहारः ॥ ১৯ ॥

অথ যো দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শো দর্শিতঃ অথ ব এষ সম্প্রসাদ  
ইত্যাদিঃ স দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন জীবোপাসনোপদেশো ন  
প্রকৃতবিশেষোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং প্রাপ্নোতীত্যত আহ অন্ত্যর্থঃ । অয়ং  
জীবপরামর্শো ন জীবস্বরূপপর্য্যবসায়ী কিন্তু হি পরমেশ্বরস্বরূপপর্য্যবসায়ী  
কথং সম্প্রসাদশব্দোদিতো জীবো জাগরিতে ব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়গঞ্জনা-

হয়, সেইরূপ আটমকত্বপ্রতিপাদনপর ত্রায়োপেত দ্বৈতবাদ প্রতিষেধ  
বাক্যে অপনয়ন করিব, এইরূপে জীবের পরমাশ্রয়িত্ব দৃঢ়ীভূত হইতেছে,  
পরন্তু জীবের পরমাশ্রয়িত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু জীবভেদ  
অবিদ্যাকল্পিত লোকপ্রসিদ্ধ অনুবাদমাত্র । এইরূপ স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-  
ভোক্তৃত্ব অনুবাদে প্রবৃত্ত কৰ্ম্মবিধির বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই স্বীকার করা  
যায় ; অতএব কৰ্ম্মবিধির পরিহার হইল ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতিবাক্যে জীবানুবাদদ্বারা ব্রহ্মেতেই অপহতপাপুত্বাদি উক্ত  
হইয়াছে, কিন্তু জীবতে উহার সম্ভব নাই ; সুতরাং জীব হৃদয়াকাশ  
নহে, তবে জীবপরামর্শের সার্থকতা কোথায় থাকে ? এই প্রশ্নায়  
বলিতেছেন, উক্ত পরামর্শ অন্ত্যর্থক । “অথ স এষ সম্প্রসাদঃ” ইত্যাদি  
ঋতিতে পূর্বে যে জীবপরামর্শ দর্শিত আছে, তাহা পরমেশ্বরে ব্যাখ্যা  
করিলে জীবোপাসনার উপদেশ এবং প্রকৃত বিশেষোপদেশ হয় না.  
এইরূপ অনর্থ ঘটে, অতএব উক্ত পরামর্শ অন্ত্যর্থ, অর্থাৎ উক্ত জীবপরা-  
মর্শ জীবস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী, তবে



অল্পশ্রুতিরিত্তি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥

ধ্যাক্ষো ভূত্বা তদ্বাসনানির্দ্ৰিতাংচ স্বপ্নান্নাভীচরোহমুভয় হস্তঃশরণং  
প্রেক্ষুরুভয়রূপাদপি শরীরভিমানাং সমুখায় স্মৃণুণ্ডাবস্থায়াং পরং  
জ্যোতিরাকাশশক্তিং পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য বিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বং পরিত্যজ্য  
শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে যদন্তোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ যেন যেন  
রূপেণায়মভিনিষ্পদ্যতে স এষ আত্মাপহতপাপুত্বাদিশুণ উপাস্ত ইত্যেব-  
মর্থোহয়ং জীবপর্যামর্শং পরমেশ্বরবাদিনোহপ্যুপপদ্যতে ॥ ২০ ॥

যদপ্যুক্তং দহরোহগ্নিন্নস্তরাকাশ ইত্যাকাশস্তান্নত্বং ক্রয়মাণং পরমেশ্বরে  
নোপপদ্যতে জীবন্ত দ্বারাণোপমিতস্তান্নত্বমবকল্পত ইতি তত্ত্ব পরিহাবো  
বক্তব্যঃ । উক্তো হস্ত পরিহারঃ পরমেশ্বরত্বাপেক্ষিকমল্লত্বমবকল্পত  
ইত্যর্ভকৌক্যাস্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেম নিচায্যাদেবং ব্যোমবচ্চেতা  
স এব পরিহারোহমুসন্ধাতব্য ইতি হৃচয়তি । শ্রুতৈব চেদমল্লত্বং প্রত্যুতং

কিরূপে সম্প্রসাদশব্দোক্ত জীব জাগরিত ব্যবহারে দেহ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্জ-  
রাদির অধ্যাক্ষ হইয়া তদ্বাসনানির্দ্ৰিত স্বপ্ন সকল অনুভবকরত অন্তঃকরণ  
প্রেক্ষু হইয়া উভয়রূপ শরীরভিমান হইতে উত্থানপূর্বক স্মৃণুণ্ডাবস্থাতে  
আকাশ শব্দবাচ্য পরং জ্যোতিঃস্বরূপ পরং ব্রহ্মলাভ করিয়া বিশেষ  
বিজ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয় । জীব যেকূপে  
অভিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ যে পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হয়, তাহাই পাপরাহি-  
ত্যাগাদি গুণসম্পন্ন এবং তিনিই উপাস্ত, এইরূপ অর্থই জীব পর্যামর্শ হয়,  
ইহাই পরমেশ্বরবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

আর যে উক্ত হইয়াছে, “দহরোহগ্নিন্নস্তরাকাশ” ইত্যাদিরূপে আকা-  
শের অল্পত্ব ক্রয়মাণ আছে, তাহা পরমেশ্বরে উপপন্ন হয় না । চক্রে  
অর্গলোপমিত জীবেরও অল্পত্ব অবকল্পিত হয়, ইহার পরিহারে বলিতেছেন,  
বাস্তবিক ঐ পরিহার উক্ত আছে, পরমেশ্বরের আপেক্ষিক অল্পত্ব অব-  
কল্পিত হয়, ইত্যাদিরূপে ব্যপদেশ আছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না ।  
কারণ “নিচায্যাদেবং ব্যোমবচ্চ” এই হুত্রে সেই পরিহারামুসন্ধান

অনুকৃতেন্তস্ত চ ॥ ২২ ॥

প্রসিদ্ধেনাকাশেনোপমিমানয়া যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয়  
আকাশ ইতি ॥ ২১ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কূতোহয়-  
মগ্নিঃ তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি স  
নস্তি । তত্র যং ভাস্তমমুভাতি সর্বং যন্ত চ ভাষা সর্বমিদং বিভাতি স  
কিং তেজোধাতুঃ কশ্চিচ্ছত প্রোক্ত আয়তি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতু-  
রিত্যবংপ্রাপ্তং কুতঃ তেজোধাতুনামেব সূর্যাদীনাং ভানপ্রতিষেধাৎ ।  
তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতারকাদি তেজঃস্বভাবকে এব সূর্য্যে ভাসমান-  
হইন ন ভাসত ইতি প্রসিদ্ধং তথা সহ সূর্য্যেণ সর্বমিদং চন্দ্রতারকাদি  
যস্মিন্ন ভাসতে সোহপি তেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে । অনু-

কর্ষব্য, ইহাই সূত্রে প্রকাশ করিতেছেন, প্রতিতেই এই অল্প পরিষ্কৃত  
হইয়াছে, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ আকাশোপমানদ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে যে,  
আকাশ যাবৎপরিমাণক, অন্তর্হৃদয়াকাশও তাবৎ পরিমাণক, এইরূপ  
জানিতে হইবে ॥ ২১ ॥

প্রতিতে কথিত আছে যে, সেই পরমেশ্বরের নিকট সূর্য্য, চন্দ্র ও  
তারকা ইহার প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ বিক্ষুরিত হয় না, অগ্নি তাঁহার  
নিকটে কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে ? তাঁহারই প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও  
তারকা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহারই আভাতে এই অগ্নি আভাবিশিষ্ট  
হইতেছে । এই স্থলে যাহার আভাতে বিশ্ব আভাবিত হয় এবং যাহার  
প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কি তেজোধাতুরূপ, অথবা  
প্রজায়া ? এই সংশয়ে যদি বলি, তিনি তেজোধাতুরূপেই প্রাপ্ত হই-  
তেছেন, যেহেতু তেজোধাতুরূপ সূর্য্যাদির প্রকাশ প্রতিষেধ হয় । চন্দ্র-  
তারকাদি সকলই তেজঃস্বভাব এবং তেজঃস্বভাব সূর্য্য প্রকাশমান  
হইলেই সকল বস্তু প্রকাশ পায়, কেবল দেবতাতে কোন বস্তুই প্রকাশ  
পায় না, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাদি তাঁহার নিকট

ভানমপি তেজঃস্বভাবক এবোপপদ্যতে সমানস্বভাবকেষুকারদর্শনাং  
 গচ্ছন্তমুগচ্ছতীতি বৎ তস্যাং তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।  
 প্রাজ্ঞ এবাগমায়্যা ভবিতুমর্হতি । কস্যাং অমুকতে: অমুকরণমুকৃতি:  
 যদেতত্তমেব ভাস্তমমুভাতি সৰ্গমিত্যমুমানঃ তৎ প্রাজ্ঞপরিগ্রহেহেবকল্পতে।  
 ভারূপঃ সত্যসকল ইতি হি প্রাজ্ঞমাস্তানমামনস্তি ন তু তেজোধাতুঃ কক্লিৎ  
 সূর্য্যাদয়োহমুভাস্তীতি প্রসিদ্ধম্ । সমত্বাচ্চ তেজোধাতুনাং সূর্য্যাদীনাং ন  
 তেজোধাতুমন্তঃ প্রত্যাপেক্ষাস্তি যৎ ভাস্তমমুভাযুঃ । ন হি প্রদীপঃ প্রদী-  
 পাস্তব্রমমুভাতি । যদপ্যুক্তং সমানস্বভাবকেষুকারো দৃশ্যত ইতি নায়  
 মেকান্তো নিয়মোহস্তি ভিন্নস্বভাবকেষপি হুকারো দৃশ্যতে যথা সূতপ্তো-  
 হ্মঃপিণ্ডোহ্যমুকৃতিরগ্নিঃ দহন্তমমুদহতি ভোমং বা রজো বায়ুং বহন্তমমু-

প্রকাশ পায় না, তিনিও তেজঃস্বভাব, ইহাই জানা যায়, আর অমুপ্রকাশও  
 তেজঃস্বভাবক বলিয়া উপপন্ন হয়, যেহেতু সমানস্বভাবেই অমুকরণ দর্শন  
 হইয়া থাকে । যেমন “গমনকারীর অমুগমন করে” এইস্থলে গম্ভা ও অমু-  
 গম্ভা উভয়ই সমানস্বভাব, সেইরূপ প্রকাশক ও অমুপ্রকাশক এই উভয়ই  
 তুল্যস্বভাব, অতএব বাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কোন  
 তেজোধাতুরূপ, এইরূপ হইলে ইহাই বলা যায় যে, বাহার প্রকাশে  
 জগৎ প্রকাশিত হয়, ইনি প্রাজ্ঞ আত্মা । যেহেতু তাহারই অমুকরণে  
 এই জগৎ হইয়াছে, এইস্থলে প্রাজ্ঞ আত্মার পরিগ্রহেই “তাহার প্রকাশে  
 সকল প্রকাশিত হয়” এইরূপ কল্পনা হইতে পারে । “যিনি তেজঃ-  
 স্বরূপ, তিনি সত্যসকল” এইরূপে প্রাজ্ঞ আত্মাকেই বর্ণন করা যায় “কোন  
 তেজোধাতুরূপ সূর্য্যাদির প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়” এইরূপ প্রসিদ্ধি  
 নাই । যেহেতু সূর্য্যাদি সকল তেজোধাতুই সমান, পরন্তু অস্ত্র এমন  
 কোন তেজোধাতু নাই যে, তাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হইতে  
 পারে, কখনও এক প্রদীপ প্রদীপাস্তরের প্রকাশে প্রকাশ হয় না । আর  
 উক্ত আছে যে, সমানস্বভাব পদার্থে অমুকরণ দৃষ্ট হয়, ইহা নিশ্চিত  
 নিয়ম নহে, যেহেতু ভিন্নস্বভাব পদার্থেরও অমুকরণ দৃষ্ট আছে । প্রতপ্ত  
 লৌহপিণ্ডও দহনকারী অগ্নির অমুকরণ করে, অর্থাৎ দহন করিয়া থাকে

বহতি । অহরকৃতে রিত্যহুতানমহুহৎ তস্ত চেতি চতুর্থপাদমন্ত শ্লোকস্ত  
 স্থচয়তি । তস্ত ভাষা সৰ্ব্বমিদং বিভাতিতি চ তদ্বৈতকং তানং স্বৰ্ঘ্যাদে-  
 কচ্যমানং প্রাজ্ঞমান্নানং গময়তি । তদ্বৈবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ু-  
 হৌপাসতেহমৃতমিতি হি প্রাজ্ঞমান্নানমামনস্তি । তেজোহস্তরেন, তু  
 স্বৰ্ঘ্যাদিতেজো বিভাতিত্যপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ তেজোহস্তরেন তেজোহস্তরস্ত  
 প্রতিবাৎ । অথ বা ন স্বৰ্ঘ্যাদীনামেব শ্লোকপরিপঠিতানামিদং তদ্বৈ-  
 তকং বিভানমুচ্যতে কিং তহি সৰ্ব্বমিদমিত্যবিশেষক্ৰতেঃ সৰ্ব্বৈসবাস্ত  
 নানরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্ত যান্ত্রিক্যক্তিঃ সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা ।  
 যথা স্বৰ্ঘ্যজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সৰ্ব্বস্ত রূপজাতস্তাত্রিক্যক্তিস্তদ্বৎ । ন তত্র  
 স্বৰ্ঘ্যো ভাতিতি চ তত্র শব্দমাহরন্ প্রকৃতগ্রহণং দর্শয়তি প্রকৃতঞ্চ ব্রহ্ম  
 যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চাস্তরিক্যমোতমিত্যাদিনা । অনন্তরঞ্চ হিরণ্ময়ে পরে

এবং পার্থিব রেণুসমূহও বহনকারী বায়ুর অহরকরণ করে, ইত্যাদি স্থলে  
 বিভিন্ন স্বভাবপদার্থেরও অহরকরণ দেখা যায় । বাস্তবিক অহরকরণশব্দে  
 মনপ্রকাশই স্থিতি হইয়া থাকে । “তাহার আভাতে সকল আভাবিত হয়”  
 এই স্থলে স্বৰ্ঘ্যাদির আভাও পরমাণুজ্যোতিঃজন্ত ; স্তরং প্রাজ্ঞ আত্মা-  
 কেই জানা যাইতেছে । “তদ্বৈবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুহৌপাসতে-  
 মৃতমিতি” ইত্যাদি শ্রুতিও প্রাজ্ঞ আত্মাকে নিরূপণ করিতেছে । আর  
 যন্ত কোন তেজঃপ্রভাবে স্বৰ্ঘ্যাদির তেজঃপ্রকাশ পায়, ইহা অপ্রসিদ্ধ  
 এবং বিরুদ্ধ, যেহেতু অস্ত তেজে অপর তেজকে প্রতিঘাত করে, অথবা  
 স্বৰ্ঘ্যাদির তেজঃ যে, পরমাণুতেজোজন্ত ইহা বলা যায় না, কিন্তু শ্রুতিতে  
 এই সকলই অবিশেষ বলিয়া কথিত আছে । পরন্তু নাম, রূপ, ক্রিয়া,  
 কারকপ্রভৃতির যে প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মজ্যোতিঃ, উহা সত্তানিমিত্তক ।  
 যখন স্বৰ্ঘ্যের জ্যোতিঃ সত্তানিমিত্তক, সেইরূপ এই সকলের জ্যোতিঃও  
 সত্তানিমিত্তক বলিয়া জানিবে । “তাহাতে স্বৰ্ঘ্য প্রকাশ পায় না” এই  
 শ্রুতি তৎপ্রকাশ করণকরত প্রকৃতগ্রহণ প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ সেই  
 স্থলে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য । “বাহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি বিদ্যা-  
 ন আছে” এই শ্রুতিই উহার প্রমাণস্বরূপ জানিবে । অনন্তর উক্ত

কোষে বিরজঃ ব্রহ্ম নিকলম্ । তচ্ছব্রহ্ম জ্যোতির্বাং জ্যোতিস্তদ্বাদায়-  
বিদো বিহুরিতি । কথং তচ্ছজ্যোতির্বাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুখিতং ন যত্র  
সূর্যো ভাতীতি । যদপ্যুক্তং সূর্যাদীনাং তেজসাং তানপ্রতিষেধস্তেজো-  
ধাতাবেবান্তস্মিন্নবকল্পতে সূর্য ইবেতরেবাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রাহুতানঃ  
স এব তেজোধাতুরন্তো ন সম্ভবতীতু্যপপাদিতম্ । ব্রহ্মণ্যপি চৈবাং  
তানপ্রতিষেধোহবকল্পতে যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতি-  
ষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নাশ্চেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ-  
ত্বাৎ যেন সূর্যাদয়স্তস্মিন্ ভাষুঃ । ব্রহ্ম হস্তদ্ব্যনন্তি ন তু ব্রহ্মাশ্চেন  
ব্যাক্রান্তে আশ্বনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহো নহি গৃহতে ইত্যাদি-  
শ্রুতিভাঃ ॥ ২২ ॥

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ মুনিগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিকল  
ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিকেরও জ্যোতিঃস্বরূপ । যদি তিনি  
জ্যোতিকেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে সূর্য প্রকাশ পায়  
না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক  
তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর  
তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাশ্চতেজ সূর্যাদিতেজের প্রকা-  
শক নহে, ইহাতে এই করনা করা যায় যে, সূর্য যেমন ইতর জ্যোতিক-  
গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে; অতএব  
ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অত্র তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে ।  
আর ব্রহ্মতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিষেধ করনা করা যায়, যেহেতু যে  
সকল উপলভ্য করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া  
থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অত্র জ্যোতিষারা উপলভ্য করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম  
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্যাদি যাবতীয় তেজঃস্বপদার্থই ব্রহ্মতেজস্বারা  
দীপ্তি পাইতেছে । আর ব্রহ্মই অত্রকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ  
প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং  
তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব  
প্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন ॥ ২২ ॥

অপি চ স্বর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাক্তৈবান্ননঃ স্বর্য্যতে ভগবদ্বীতান্ন । “ন তদ্বাসয়তে স্বর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । যদগদ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” ইতি । “যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্বাসয়তেহখিলম্ । যচ্চক্রমসি যচ্চায়ৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥” ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রুতং তথা অমুষ্ঠ-  
মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাদ্ধমকঃ জ্ঞানানো ভূতভব্যন্ত স এবাদ্য স উ শ্ব  
এতদ্বৈতং ইতি চ । তত্র যোহয়মমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রুতং স কিং বিজ্ঞা-  
নাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ । তত্র পরিমাণোপদেশাধিভাষ্যজ্ঞানাত্মেতি  
তাবৎপ্রাপ্তম্ । ন হনস্তায়ামবিস্তারন্ত পরমাত্মনোহমুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

এই জগৎ প্রাক্ত আত্মারই স্বরূপ, ভগবদ্বীতানে উক্ত আছে যে, ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে স্বর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি, ইহার কেহই প্রকাশ করিতে পারে না । যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম । ত্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছে, ইহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে । অতএব প্রাক্ত আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে । আর উক্ত আছে যে, অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ নির্মুখ্যজ্যোতির্ধর, তিনিই অজীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের জ্ঞান এবং তিনি সকলের আদ্য । এই যে অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা ? কিবা পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয় হইতেছে । এই স্থলে অমুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনন্ত ; সুতরাং তাহার অমুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে

কোষে বিরজঃ ব্রহ্ম নিষ্কলম্ । তচ্ছব্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ব্যদায়-  
বিদো বিহুরিতি । কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুখিতং ন যত্র  
সূর্যো ভাতীতি । যদপ্যুক্তং সূর্যাদীনাম্ তেজসাং ভানপ্রতিবেদন্তেজো-  
ধাতুবেবান্তঃস্রবকল্পতে সূর্য ইবেতরেবাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রানুভানং  
স এব তেজোধাতুরন্তো ন সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্ । ব্রহ্মণ্যপি চৈবাং  
ভানপ্রতিবেদোৎসবকল্পতে যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতি-  
ষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্তেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ-  
ত্বাং যেন সূর্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ । ব্রহ্ম হস্তদ্ব্যনন্তি ন তু ব্রহ্মান্তেন  
ব্যাক্যতে আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষান্তে অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ইত্যাদি-  
শ্রুতিভ্যঃ ॥ ২২ ॥

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিন্ মুনিগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিষ্কল  
ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিকেরও জ্যোতিঃস্বরূপ । যদি তিনি  
জ্যোতিকেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে সূর্য প্রকাশ পায়  
না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে ? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক  
তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর  
তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাণুতেজ সূর্যাদিতেজের প্রকা-  
শক নহে, ইহাতে এই কল্পনা করা যায় যে, সূর্য যেমন ইতর জ্যোতিক-  
গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে ; অতএব  
ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অত্র তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে ।  
আর ব্রহ্মেতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিবেদ কল্পনা করা যায়, যেহেতু যে  
সকল উপলভ্য করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া  
থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অত্র জ্যোতিধারা উপলভ্য করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম  
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্যাদি বাবতীয় তেজঃস্বপদার্থই ব্রহ্মতেজধারা  
দীপ্তি পাইতেছে । আর ব্রহ্মই অত্রকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ  
প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং  
তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব-  
প্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন ॥ ২২ ॥

অপি চ স্বর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাক্ষ্যন্তে বায়ানঃ স্বর্য্যতে ভগবদগীতাসু । “ন তদ্বাসয়তে স্বর্ঘ্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । যদগ্ধা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” ইতি । “যদাদিত্যগতং তেজো অগস্ত্যাসয়তে হবিলম্ । যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাশ্বৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥” ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আয়ানি তিষ্ঠতি ইতি ক্রয়তে তথা অমুষ্ঠ-  
মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাদ্ধমকঃ জ্ঞানানো ভূতভব্যন্ত স এবাদ্য স উ শ্ব  
এতদ্বৈতং ইতি চ । তত্র যোহয়মমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ ক্রয়তে স কিং বিজ্ঞা-  
নাত্মা কিং বা পরমাত্ম্যেতি সংশয়ঃ । তত্র পরিমাণোপদেশাধিজনানাত্ম্যেতি  
তাবৎপ্রাপ্তম্ । ন হনস্তায়ামবিস্তারন্ত পরমাত্মনোহমুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

এই জগৎ প্রাক্ষ্য আয়ানরই স্বরূপ, ভগবদগীতাতে উক্ত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে স্বর্ঘ্য, চন্দ্র ও অগ্নি, ইহার কেহই প্রকাশ করিতে পারে না । যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম । শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছে, ইহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে । অতএব প্রাক্ষ্য আয়ানই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না ॥ ২৩ ॥

অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা ক্রটিতে উক্ত আছে । আর উক্ত আছে যে, অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ নিধূমজ্যোতির্ধর, তিনিই অজীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের জ্ঞান এবং তিনি সকলের আদ্য । এই যে অমুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা ? কিবা পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয় হইতেছে । এই স্থলে অমুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার বৈধৰ্ম ও বিস্তার অনন্ত ; সুতরাং তাহার অমুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে



হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

দিশ্রুতে । বিজ্ঞানাত্মনস্তু পাধিমত্বাৎ সম্ভবতি কস্মাচিৎ কল্পননয়াঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ  
স্বতঃ—“অথ সত্যবতঃ কাশাৎ পাশবদ্ধং বশদতম্ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ  
পুরুষঃ নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥” ইতি । নহি পরমেশ্বরো বলাদযমে  
নিজ্জষ্টুং শক্যঃ তেন তত্র সংসার্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রো নিশ্চিতঃ স এবেষাপীতোবঃ  
প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতুমর্হতি ।  
কস্মাৎ শক্যং জ্ঞানো ভূতভব্যন্তেতি । ন হত্বঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতভব্যন্ত  
নিরঙ্কুশরীশিতা এতদৈতদিতি চ । প্রকৃতং পৃষ্টমিহানুসন্দধাতি এতদৈ-  
তৎ যৎপৃষ্টং ব্রহ্মেক্তার্থঃ । পৃষ্টক্বেহ ব্রহ্ম “অন্তত্র ধর্মাদন্ত্রাত্মাং কৃত্য  
কৃত্যৎ । অন্তত্র ভূতাত্ত ভব্যাত্ত যন্তপশুসি তদ্বদ” ইতি । শব্দাদেবেতি  
অভিধানক্রেতরেবেশান ইতি পরমেশ্বরোহবগম্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কথং পুনঃ সর্গগতস্ত পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ।

না । বিজ্ঞানাত্মা উপাধিমান ; অতএব কোন কল্পনাদ্বারা তাহাব অঙ্গুষ্ঠ  
মাত্র পরিমাণ সম্ভব হয় । স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, “অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ  
শরীরে পাশবদ্ধ হইয়া বশীভূত আছেন, যম বলপ্রয়োগপূর্বক তাহাকে  
আকর্ষণ করে ।” যম কখনও বলপ্রয়োগদ্বারা পরমেশ্বরকে আকর্ষণ করিতে  
পারে না, অতএব সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সংসারী, ইহাই নিশ্চিত হই  
তেছে । প্রকৃতপক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ-  
বিশিষ্ট পুরুষ হইতেছেন । যেহেতু তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের  
ঈশ্বর, এইরূপ শব্দশ্রুতি আছে । পরমেশ্বর ভিন্ন অন্ত কেহই ভূতভব্য  
পদার্থের নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে পারে না । আর “এতদৈতৎ” অর্থাৎ উক্ত  
ঈশ্বরই তোমার পৃষ্ট, ইত্যাদিশ্রুতিও পরমাত্মবিষয়ক । বাস্তবিক “অন্তত্র  
ধর্মাদন্ত্রাত্মাং কৃত্যকৃত্যৎ । অন্তত্র ভূতাত্ত ভব্যাত্ত যন্তপশুসি তদ্বদ”  
ইত্যাদি শব্দপ্রমাণে পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়া জ্ঞান যাই-  
তেছে ॥ ২৪ ॥

পূর্বকথিত উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এইদণ

সর্বগতত্বাপি পরমাশ্রয়নো হৃদয়েবস্থানমপেক্ষ্যাস্থুষ্ঠমাত্রমিদমুচ্যতে  
আকাশস্তেব বংশপক্ষীপেক্ষমরজ্জিমাভ্রত্বম্ । ন হৃদয়াতিমাত্রস্তেব পর-  
মাশ্রয়নোহস্থুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে । ন চান্তঃ পরমাশ্রয়ন ইহ গ্রহণমহতি  
ঈশানশকাদিভ্যা ইত্যুক্তম্ । নহু প্রতিপ্রাণিভেদঃ হৃদয়ানামনবস্থিতত্বাত্ত-  
দপেক্ষমপ্যস্থুষ্ঠমাত্রত্বং নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ্যতে মনুষ্যাধিকারত্বা-  
দিতি । শাস্ত্রং হুবিশেষপ্রবৃত্তমপি মনুষ্যানেনবাধিকরোতি শক্ত্বাদধিহঃ-  
দগয্যাদন্তত্বাহপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্ছেতি । বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে মনুষ্যা-  
ণাং নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ উচিতোনিয়তপরিমাণমেব চৈষামস্থুষ্ঠমাত্রঃ  
হৃদয়ম্ । অতো মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রমনুষ্যহৃদয়াবস্থানাপেক্ষমস্থুষ্ঠ-

আশঙ্কা হইতেছে যে, যিনি সর্বগত পরমাশ্রয়, তাঁহার অস্থুষ্ঠমাত্র পরিমাণ  
কিকপে সম্ভবিত্তে পারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সর্বগত পরমাশ্রয়  
হৃদয়ে অবস্থানাপেক্ষায় তাঁহাকে অস্থুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা যায় । যেমন  
অনন্ত আকাশকে ঘটাবস্থানহেতু ঘটাকাশ বলা যায়, সেইরূপ হৃদয়া-  
বস্থানাপেক্ষায় অস্থুষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে । যেমন একবৎ বংশ  
লইয়া এক অবত্ৰি ( এক হস্তের কিকিৎ ন্যূন ) পরিমাণ হইয়া থাকে,  
দেহরূপ হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় অস্থুষ্ঠমাত্র পরিমাণ হয় । বাস্তবিক অতি-  
মাত্র পরমাশ্রয় অস্থুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন হয় না এবং পরমাশ্রয় অস্ত্র  
কাহাকেও এইস্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু ঈশান শকাহি  
দ্বারা পরমাশ্রয় উক্ত হইয়াছেন । এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, পর-  
মাশ্রয় প্রতিব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থিতি করেন না, তবে “হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায়  
তাঁহার অস্থুষ্ঠমাত্র পরিমাণ” ইহা উপপন্ন হইতে পারে না, ইহার উত্তরে  
বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র সকল অবিশেষে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে মনুষ্যগণে-  
রই অধিকার হয়, যেহেতু শাস্ত্রার্থ প্রতিপালনে মনুষ্যেরই শক্তি আছে,  
মনুষ্যই তাহার অর্থী, ও মনুষ্যই শাস্ত্রার্থে অপয্যাদন্ত । অধিকারলক্ষণে  
ইহা বিশেষ বিবৃত হইয়াছে, মনুষ্যের নিয়ত পরিমাণই শরীর, ইহাদিগের  
হৃদয় অস্থুষ্ঠমাত্র, ইহাই উচিত পরিমাণ, অতএব শাস্ত্রে মনুষ্যাধিকারিত  
প্রাক্ত মনুষ্য হৃদয়াবস্থানাপেক্ষ পরমাশ্রয় অস্থুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন

## তদুপর্যপি বাদরাগণঃ সম্ভবাং ॥ ২৬ ॥

মাত্রমুপপন্নং পরমাশ্রয়নঃ । যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্ততেচ সংসা-  
র্যোবায়মশ্রুতমাত্রঃ প্রত্যোতব্য ইতি তৎ প্রত্যাচ্যতে স আত্মা তত্ত্বমসী-  
ত্যাদিবং সংসারিণ এব সত্যোহশ্রুতমাত্রস্ত ব্রহ্মত্বমিদমুপদিষ্টত ইতি ।  
দ্বিরূপা হি বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃতিঃ কচিৎ পরমাত্মস্বরূপনিরূপণপরা  
কচিৎবিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকবোপদেশপরা । তদত্র বিজ্ঞানাত্মনঃ পব-  
মাত্মনৈকত্বমুপদিষ্টতে নাস্রুতমাত্রত্বং কচুচিৎ । এতমেবার্থঃ পরেণ স্পষ্টী-  
করিত্যতি । অশ্রুতমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাগ্না সদা জনানাম্ হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।  
তং স্বাক্ষরীরাং প্রবৃহেন্ মুক্তাদিবেবীকাং ধৈর্যেণ তং বিদ্যাচ্ছুরুমমৃত-  
মিতি ॥ ২৫ ॥

অশ্রুতমাত্রপ্রতিশ্রুতমাত্মদ্বয়াদপেক্ষামহুযাধিকারত্বাচ্ছান্তেতুক্তং তৎ-  
প্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে । বাচং মহুযানধিকরোতি শাস্ত্রং ন তু মহুযানেবে-  
তীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোহস্তি তেষাং মহুযাণামুপরিষ্ঠাদ্যে দেবাদয়স্তান-  
পাধিকরোতি শাস্ত্রমিতি বাদরাগণ আচার্যো মন্ততে কস্মাৎ সম্ভবাং ।

হইল । আর যে উক্ত হইয়াছে, পরিমাণোপদেশবশত এবং স্মৃতিপ্রমাণ  
হেতু সংসারী আত্মাই অশ্রুতমাত্র বলিয়া জানা যাইতেছে, ইহার প্রত্যুত্তরে  
বক্তব্য এই যে, সেই আত্মার "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হয় ।  
বাস্তবিক বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃতি দ্বিবিধ, অর্থাৎ বেদান্তের কোন অংশে  
পরমাত্মস্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে, কোন অংশে বিজ্ঞানাত্মার পরমাত্মৈকত্ব  
উপদেশ আছে, অতএব এ স্থলে বিজ্ঞানাত্মারই পরমাত্মরূপে একত্ব উপ-  
দিষ্ট হয়, কাহারও অশ্রুতমাত্রত্ব উপদিষ্ট হয় নাই, এই বিষয় পরে বিশেষ  
রূপে স্পষ্ট করিবেন । শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অশ্রুতমাত্র পুরুষ  
সর্বদা মহুষ্যের হৃদয়ে নিবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

পূর্বস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রের মহুযাধিকারপ্রযুক্ত অশ্রুতমাত্র  
প্রতি হৃদয়াবস্থান অপেক্ষা করে, তাহার প্রসঙ্গে ইহা বলা যায় যে, শাস্ত্র  
যে মহুযাদিগকে অধিকার করে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান

সম্ভবতি হি তেষামপ্যর্থিহাদ্যধিকারকারণম্। তত্রার্থিত্বং তাবম্মোক্ষ-  
বিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি বিকারবিষয়বিভূত্যানিত্যত্বালোচনাদিনি-  
বৃত্তম্। তথা সামর্থ্যমপি তেষাং সম্ভবতি মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণ-  
লোকেভ্যো বিগ্রহবদ্যাবগমাৎ। ন চ তেষাং কঞ্চিৎ প্রতিষেধোহস্তি  
ন চোপনয়নাদিশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবর্তিতঃ। উপনয়নশ্চ বেদাধ্য-  
য়নার্থাৎ তেষাঞ্চ স্বয়ং প্রতিভাতবেদত্বাৎ অপি চৈষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং  
ব্রহ্মচর্যাগাদি দর্শয়তি একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতো ব্রহ্মচর্য্য-  
মুবাচ ভৃগুর্কৈ বারুণির্করুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেত্যাদি।  
যদপি কৰ্ম্মস্বনধিকারকারণমুক্তং ন দেবানাং দেবতাস্তরাভাবাৎ ন ঋষী-  
ণামার্ষেরাস্তরাভাবাদিতি ন তদ্বিদ্যাস্বস্তি। ন হীন্দ্ৰাদীনাং বিদ্যাস্বধি-  
ক্রিয়মাণানামিন্দ্ৰাহ্যদ্যুদ্যেনে কঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি ন চ ভূতাদীনাং ভূতাদি-

হইলে উক্ত নিয়ম থাকে না, বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, সেই মহুষ্যগণের  
শ্রেষ্ঠ যে দেবাদি তাহাদিগকেও শাস্ত্র অধিকার করে। যেহেতু দেবাদিরও  
অর্থিহাদি অধিকারকারণ আছে। এই স্থলে মোক্ষই প্রার্থনীয়, তাহা  
দেবাদিরও সম্ভব আছে। বিকারবিষয় ঐশ্বর্য্যের অনিত্যত্ব পর্যালোচনা-  
দ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে। আর মন্ত্রার্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ ও  
লোক প্রসিদ্ধিহেতু দেবগণের শরীরবত্তাবগমপ্রযুক্ত দেবগণেরও সামর্থ্য  
আছে এবং তাহাদিগের কোন প্রতিষেধ নাই। আর উপনয়নশাস্ত্র-  
দ্বারা তাহাদিগের অধিকারনিবৃত্ত হয় নাই। যেহেতু বেদাধ্যয়নই উপ-  
নয়নের প্রয়োজন, কিন্তু দেবগণের বেদজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ জানা যায়, পরন্তু  
বিদ্যাগ্রহণার্থেই দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য দর্শন আছে, অর্থাৎ ইন্দ্ৰ একশত  
বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন এবং বরুণতনয় ভৃগু  
আপন পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্!  
আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন, ইত্যাদি ক্রটিতে দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য উক্ত  
আছে। আর যে অনধিকারকারণ উক্ত আছে, তাহাও দেবতাদিগের  
কারণ, দেবতার অন্তদেবতা নাই এবং ঋষিগণের অন্ত ঋষি নাই, আর  
বিদ্যাতেও তাহা কিছুই নাই, বিদ্যাতে অধিকারী ইন্দ্ৰাদির উদ্দেশে

বিরোধঃ কৰ্ম্মগীতি চেমানেকপ্রতিপত্তেদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

সগোত্রতয়া তত্বাদ্বেবাদীনাং বিদ্যাধিকারঃ কেন বার্থ্যতে । দেবা-  
দ্যধিকারেহ্যনুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ স্বানুষ্ঠাপেক্ষয়া ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ২৬ ॥

ত্ৰাদেতৎ যদি বিগ্রহবস্তুভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাধিকারো  
বর্ণ্যত বিগ্রহবস্তুং ঋত্বিগাদিবৎ ইন্দ্রাদীনাংপি স্বরূপসন্নিধানেন কৰ্ম্মা-  
ভাবোহুপগম্যত তদা চ বিরোধঃ কৰ্ম্মণি স্থাৎ ন হীন্দ্রাদীনাং স্বরূপ-  
সন্নিধানেন বাগেহুপগম্যত ন চ সম্ভবতি । বহু যোগে যুগ-  
পদেকশ্চেন্দ্র স্বরূপসন্নিধানানুপপত্তেরিতি চেৎ নায়মন্তি বিরোধঃ কৰ্ম্ম-  
দনেকপ্রতিপত্তেঃ । একস্তাপি দেবতাস্থনো যুগপদনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ  
সম্ভবতি । কথমেতদবগম্যতে দর্শনাৎ । তথা হি কতি দেবা ইত্যুপ-  
ক্রম্য ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি নিরুচ্য কতমে তে ইত্যুপ-  
পৃচ্ছায়াং মহিমান এবেবামেতে ত্রয়স্ত্রিংশেষেব দেবা ইতি ক্রবতী শ্রুতি-

কোন কার্যই নাই এবং ভৃগুপ্রভৃতির ভৃগুপ্রভৃতি সগোত্রতাহেহু কোন  
কার্য হইতে পারে না । অতএব ইন্দ্রাদির বিদ্যাধিকারকে কে বারণ  
করিতে পারে ; সুতরাং দেবাদির অধিকারে অনুষ্ঠমাত্র শ্রুতি আনুষ্ঠা-  
পেক্ষায় বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২৬ ॥

যদি শরীরবস্তাদি স্বীকার করিয়া দেবাদির শরীরবস্তাহেহু বিদ্যাতে  
অধিকার বর্ণিত হইল এবং ঋত্বিগাদির স্থায় ইন্দ্রাদিরও স্বরূপসন্নিধান-  
হেতু কৰ্ম্মাভাব স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে কৰ্ম্মেতে বিরোধ  
ঘটিয়া উঠে, ইন্দ্রাদির স্বরূপ সন্নিধানহেতু বাগের অঙ্গ বলিয়া দৃষ্ট হয়,  
ইহা সম্ভব হয় না, বহুবাগেতে একদা এক ইন্দ্রের স্বরূপ সন্নিধান অসম্ভব  
হইতেছে; সুতরাং বিরোধ হয়, ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে বিরোধ  
হয় না । যেহেতু অনেক প্রতিপত্তি আছে, অর্থাৎ এক দেবতারও একদা  
অনেক স্বরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব দেখা যায় । দেবতার সংখ্যা কত ? এই  
উপক্রমে শ্রুতিতে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা বলিয়া এক দেবতার একদা অনেক-  
স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্ত শ্রুতিও দেবতার অনেক রূপতা

রৈকৈকশ্চ দেবতাস্থানো যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি । তথা ত্রয়ত্বিংশ-  
তোহপি বড়াদ্যন্তর্ভাবক্রমেণ কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি প্রাণৈক-  
রূপতাং দেবানাং দর্শয়ন্তী তত্শৈবৈকশ্চ প্রাণশ্চ যুগপদনেকরূপতাং  
দর্শয়তি । তথা স্মৃতিরপি—“আস্থানো বৈ সহস্রাণি বহুনি ভরতর্ষভ ।  
কুর্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্কৈশ্বরীকরেৎ ॥ প্রাণুর্দ্বিঘরান্  
কৈশ্চিৎ কৈশ্চিচ্ছ্রুতপশ্চরেৎ । সজ্জিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণা-  
নিব ॥” ইত্যেবং জাতীরিকা প্রাণাণিমাটৈদ্যক্ষর্যাণাং যোগিনামপি যুগ-  
পদনেকশরীরযোগং দর্শয়তিকিমু বক্তব্যমাজানসিদ্ধানাং দেবানাং ।  
অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবত্চৈকৈক্যং দেবতা বহুতী রূপৈরাস্থানং প্রবি-  
ভজ্য বহু যোগেষু যুগপদজ্ঞতাং গচ্ছতি পঠৈশ্চ ন দৃষ্টতেহন্তর্ধানাদি-  
শক্তিযোগাদিত্যুপপদ্যতে । অনেকপ্রতিপত্তেদর্শনাং ইত্যাত্মপরা ব্যাখ্যা ।  
বিগ্রহবতামপি কর্ম্মজ্ঞতাবচোদনাস্থানেকা প্রতিপত্তিদৃষ্টতে । কচি-

প্রদর্শন করিয়া একদা এক প্রাণের অনেক রূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন ।  
মুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যোগীরা আত্মাকে বহু সহস্ররূপ করিতে  
পারেন এবং তাঁহারা যথোচিত বল পাইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন ।  
তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বিষয়ী হয়, কেহ বা উগ্রতপস্তা করে, পুনর্বার  
সেই সকল সংকেপ করিয়া থাকে । সূর্য্য যেমন রশ্মিসকল বিকৃত করিয়া  
পুনর্বার গ্রহণ করেন, সেইরূপ যোগীরা আত্মাকে বিস্তার করিয়া পুনর্বার  
তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন । ইত্যাদিরূপে যোগীরা যে অনিমানি ঐশ্বর্য্য  
পাইয়া একদা অনেক শরীরযোগ করেন, তাহা দর্শিত আছে । যোগী-  
রাও যখন এইরূপে একদা বহু শরীরযোগ করিতে পারেন, তখন সিদ্ধ  
দেবগণের উক্ত বিষয়ে সংশয় কি ? অতএব দেবতাদিগের অনেক রূপ  
প্রতিপত্তি সম্ভবহেতু এক এক দেবতাও বহুরূপে আত্মাকে বিভাগ করিয়া  
একদা বহু বাগের অঙ্গীভূত হইতে পারেন । তাহাদিগের অন্তর্ধানশক্তি-  
যোগ আছে বলিয়া অপরে ইহা দেখিতে পার না, অথবা শরীরধারী  
দেবতাদিগের কর্ম্মজ্ঞতাবিষয়ে অনেক প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয় । কোন এক  
শরীরবান্ একদা অনেক বাগের অঙ্গ হইতে পারে না । যেমন একদা

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ ॥ ২৮ ॥

দেবকোহপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি যথা বহুভির্ভোজন-  
স্তি নৈকো ব্রাহ্মণো যুগপত্তোজ্যতে । কচিচ্চৈকোহপি বিগ্রহবাননেকত্র  
যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি । যথা বহুভির্নমস্কৃৎকো ব্রাহ্মণো যুগপদ-  
মজ্জিরতে তদ্বদিত্যাদেশপরিত্যাগাশ্চক্কাৎস্যাগত্বং বিগ্রহবতীমপোকার্ণে-  
বতামুদিশ্য বহবঃ স্বঃ স্বঃ স্রব্যঃ যুগপৎপরিত্যাক্তীতি বিগ্রহবব্ধেহপি  
দেবানাং ন কিকিৎকর্ষণি বিরূধ্যতে ॥ ২৭ ॥

মা নাম বিগ্রহবব্ধে দেবদানী নামভূপগম্যমানে কর্ষণি কচিদ্বিরোধঃ  
প্রাসঙ্গি শব্দে তু বিরোধঃ প্রসঙ্গোত কথং ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্তার্থেন  
সম্বন্ধমাপ্রিত্যানপেক্ষাদিতি বেদস্ত প্রামাণ্যং স্থাপিতম্ । ইদানীন্ত  
বিগ্রহবতী দেবতাভূপগম্যমানী যদ্যপ্যৈশ্বর্যযোগাদ্ভূগপদনেককর্ষসম-  
ক্কীন হবীংষি ভূক্লীত তথাপি বিগ্রহযোগাদম্মদাদিবজ্জননমরণবতী সতি

অনেকে ভোজন করাইলে এক ব্যক্তি তাহা একদা ভোজন করিতে  
পারে না, সেইরূপ এক শরীরবান্ ব্যক্তি কখনও একদা অনেক বাগের  
অঙ্গ হইতে পারে না । বাস্তবিক যেমন একদাই একজনকে অনেকে নম-  
স্কার করিলে সেই এক ব্যক্তি একদা অনেকের নমস্ত হইতে পারে, সেইরূপ  
এইহলেও অবিরোধ হয়, অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া স্রব্য পরিত্যাগ  
করিলেই বাগ হয় ; সুতরাং শরীরবান্ এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া  
অনেকেই আপন আপন অভিলষিত স্রব্য পরিত্যাগ করিতে পারে, অত-  
এব দেবগণের শরীরসত্তেও কর্ষ্মতে কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ ॥

দেবতাদিগের শরীরবত্তা স্বীকার করিলেও কর্ষ্মতে কোন বিরোধ  
হয় না বরং শব্দেতেই বিরোধপ্রসঙ্গ হয়, তবে কিরূপে অর্থের সহিত  
শব্দের ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া অনপেক্ষব্ধেতু বেদের প্রামাণ্য  
স্থাপিত হইল, এইরূপ দেবতার শরীরবান্ ইহাই স্বীকার করা যায় এবং  
তাঁহারা যদি ঐশ্বর্যযোগহেতু একদা অনেক কর্ষ্মসম্বন্ধী দেবতা যজীয়হরিঃ  
ভোজন করেন বটে, তথাপি শরীরযোগহেতু অম্মদাদির দ্বায় তাঁহারাও

নিত্যশ্চ শব্দস্থানিত্যোনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রণীয়माने यदैवदिके शब्दे  
 প্রামাণ্যং স্থিতং তন্ত্ৰ বিরোধঃ স্তাদিত্তি চেদ্রায়মপ্যস্তি বিরোধঃ কস্মাৎ  
 অতঃ প্রভবাৎ । অতএব হি বৈদিকাচ্ছন্দোবাদিকঙ্কগং প্রভবতি ।  
 নম্ন জন্মাদ্যন্ত যত ইতি ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতোহবধারিতং কথমিহ শব্দ-  
 প্রভবত্বমুচ্যতে । অপি চ যদি নাম বৈদিকাচ্ছন্দাদন্ত প্রভবোহভূপগতঃ  
 কথমেতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ যাবতা বসবো ব্রহ্মা আদিত্যা বিষ্ণে  
 দেবা মরুত ইত্যেতেহর্থা অনিত্যা এবোৎপত্তিমত্যাং তদনিত্যত্বে চ তদ্বা-  
 চিনাং বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানামনিত্যত্বং কেন নিবার্যতে । প্রসিদ্ধং  
 হি লোকে দেবদত্তস্ত পুত্রে উৎপন্নে যজ্ঞদত্ত ইতি তন্ত্ৰ নাম ক্রিয়তে ইতি ।  
 তস্মাদ্বিরোধ এব শব্দ ইতি চেদ্র গবাদিশব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বদর্শনাৎ । নহি  
 গবাদিব্যক্তীণামুৎপত্তিমত্রে তদাকৃতীণামপ্যুৎপত্তিমত্বং স্তাৎ দ্রব্যগুণ-  
 কর্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যন্তে নাকৃতয়ঃ । আকৃতিভিঃ শব্দানাং

জননমরণশালী । অতএব অনিত্য অর্থের সহিত নিত্যশব্দের নিত্যসম্বন্ধ  
 প্রণীয়মান হইলেও বৈদিকশব্দের যে প্রামাণ্যস্থিত আছে, তাহার বিরোধ  
 হয়, কিন্তু বাস্তবিক বিরোধ হয় না, যেহেতু এই বৈদিকশব্দ হইতেই  
 দেবাদি জগতের সম্ভব হয় । এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, “জন্মাদ্যন্ত  
 যতঃ” এই শব্দে ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি অবধারিত আছে, তবে  
 কিরূপে জগতের শব্দপ্রভবত্ব বলা যাইতে পারে ? আর যদিও বৈদিক-  
 শব্দ হইতে জগতের প্রভব স্বীকার হইয়াছে, তবে আর কিরূপে এই  
 বিরোধ শব্দে পরিহৃত হইতে পারে, যেহেতু বসুগণ, ব্রহ্মগণ, আদিত্যগণ,  
 বিষ্ণুগণ ও মরুদগণ ইহারা সকলই উৎপত্তিশালিত্বপ্রযুক্ত অনিত্য এবং  
 যদি ইহারা অনিত্য হইল, তবে তাহাদিগের বাচক বৈদিক বস্তুপ্রভৃতি  
 শব্দের অনিত্যতা কে বারণ করিতে পারে ? লোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে  
 যে, দেবদত্তের পুত্র উৎপন্ন হইলেই যজ্ঞদত্ত বলিয়া তাহার নামকরণ  
 করা যায়, অতএব শব্দেই বিরোধ হয়, তাহা নহে, যেহেতু গবাদিশব্দের  
 গর্ভসম্বন্ধের নিত্যত্বদর্শন আছে, গবাদি ব্যক্তির উৎপত্তিশালী হইলেও  
 তদাকৃতীর উৎপত্তিমত্তা স্বীকার করা যায় না । অতঃ, গুণ ও কর্ম



স্বকো ন ব্যক্তিভিঃ । ব্যক্তীনাং মানস্যাং সৰ্ব্বগ্রহণাত্মপক্ষেঃ ব্যক্তি-  
 যুৎপদ্যমানাস্থ্যাক্তীনাং নিত্যত্বাদ্ভিন্নগবাদিশব্দে কশ্চিৎসিদ্ধৌ দৃশ্যতে ।  
 তথা দেবাদি ব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেহপি আকৃতি নিত্যত্বাদ্ভিন্নগবাদি-  
 শব্দে বিরোধ ইতি ব্রূয়াম্ । আকৃতিবিশেষস্তদেবাদীনাং মত্কারবাদি-  
 দ্বিত্যো বিগ্রহবদ্যাবগমাদবগন্তব্যঃ । স্থানবিশেষস্বক্ৰনিমিত্তাশ্চৈত্য়াদি-  
 শব্দাঃ সেনাপত্যাাদিশব্দবৎ । ততশ্চ যো যন্তঃস্থানমধিষ্ঠিত্তি স স  
 ইত্য়াদিশব্দৈকরতিধীয়তে ইতি ন দোষো ভবতি । ন চেদং শব্দপ্রভবঃ  
 ব্রহ্মপ্রভবত্ববহুপাদানকারণত্বাভিপ্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি স্থিতিবাচক-  
 ঞ্চনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থস্বক্ৰনিমিত্তব্যবহারবোগ্যার্থব্যক্তি নিম্পত্তিরতঃ  
 প্রভব ইত্য়ুচ্যতে । কথং পুনরবগম্যতে শব্দাং প্রভবতি জগদতি প্রত্য-  
 ক্ষাহুমানাত্মা । প্রত্যক্ষং হি ক্রতিঃ প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ । অমু-  
 মানঃ স্মৃতিঃ প্রামাণ্যং প্রতিপাদ্যত্বাৎ । তে হি শব্দপূর্বাঃ স্মৃতিঃ দর্শ-

ইহাদিগের ব্যক্তিই উৎপত্তিশালী আকৃতির উৎপত্তি নাই । আকৃতির  
 সহিতই শব্দের সৰ্ব্ব গ্রহণ, ব্যক্তির সহিত সৰ্ব্ব গ্রহণ না, যেহেতু ব্যক্তি  
 অনন্ত, অন্তএব তাহার সৰ্ব্বগ্রহণের উৎপত্তি নাই, ব্যক্তি সকলের উৎ-  
 পত্তি হইলেও আকৃতি সকলের নিত্যতাহেতু গবাদিশব্দে কোন বিরোধ  
 দৃষ্ট হয় না এবং দেবাদি ব্যক্তির প্রভব স্বীকার করিলে আকৃতিব  
 নিত্যতাহেতু বহুপ্রতীতি শব্দে কোন বিরোধ নাই, ইহাই দেখা যায়,  
 দেবাদির যে আকৃতি শেষে উক্ত আছে, তাহাও মত্কারবাদিহেতু শরীর-  
 বতাদির অবগমে জানা যায়, সেনাপত্যাাদিশব্দের জ্ঞান ইত্য়াদিশব্দও  
 স্থান এবং সৰ্ব্ববিশেষ নিমিত্ত জানিবে । যে যে সেই স্থানে, অর্থাৎ  
 অমরাবতীতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকেই ইন্দ্র বলা যায়, অন্তএব কোন  
 দোষ হইতে পারে না, যেমন উপাদানকারণাভিপ্রায়ে ব্রহ্মপ্রভব বলা  
 যায়, শব্দপ্রভবত্ব সেইরূপ নহে, তবে কিরূপে স্থিতিবাচকরূপে নিত্য-  
 শব্দে এবং শব্দব্যবহারবোগ্য অর্থনিম্পত্তি হয়, অন্তএবই “প্রভব” এই কথা  
 বলা যায়, শব্দ হইতে জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যক্ষও অমুমান-  
 দ্বারা উক্তার্থ প্রতীয়মান হয় । প্রামাণ্যানপেক্ষপ্রযুক্ত ক্রতিই প্রত্যক্ষ

য়তঃ । এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানস্বজতানুগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃং স্থিরঃপবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শত্ৰুমভি-  
সৌভগেত্যন্তাঃ প্রজা ইতি ঋতিঃ । তথাস্ত্রজাপি স মনসা বাচং মিথুনং  
সমভবদিত্যাदिमा तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः प्राप्यते । नृतिरपि—  
“अनादिनिधना नित्या वाञ्छन्सृष्टौ स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयी दिव्या  
यतः सर्गाः प्रवृत्तयः ॥” इति । उन्सर्गोहप्ययं वाचः सप्त्रयारप्रवर्तना-  
त्प्रको ज्ञेयः अनादिनिधनारा अत्रादृशत्रोऽसर्गज्ञासम्भवात् । तथा--  
“नामरूपे च भूतानां कर्मणां प्रवर्तनम् । वेदशब्देन एवादौ निर्धमे  
स महेश्वरः ॥” इति । “सर्वेषां स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।  
वेदशब्देन एवादौ पृथक् संस्थां निर्धमे ॥” इति च । अपि च चिकी-  
र्षितमर्थमनुतिष्ठन् तत्र वाचकं शब्दं पूर्वं नृत्वा पश्चात्तमर्थमनुतिष्ठतीति  
सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत् । तथा प्रजাপतेरपि सृष्टेः सृष्टेः पूर्वं  
वैदिकाः शब्दा मनसि प्रादुर्बुध्वाः पश्चात्तदनुगतानर्थान् ससंकेति

এবং প্রামাণ্যাপেক্ষাপ্রযুক্ত নৃতিই অমুমান । উক্ত প্রত্যক্ষ ও অমুমান,  
এই উভয়ই শব্দপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শন করিতেছেন । “এত ইতি বৈ প্রজা-  
পতি দেবানস্বজতানুগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃং স্থিরঃ পবিত্রমি  
গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শত্ৰুমভি সৌভগেত্যন্তাঃ প্রজাঃ” এবং  
“স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ” ইত্যাদি ঋতিতে শব্দপূর্বক সৃষ্টি ঋত  
আছে । নৃতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, ত্রজা আদিতে অনাদি, অনন্ত,  
নিত্য, দিব্য, বেদময়ী বাক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বাক্য হইতেই  
সকল জগৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই সৃষ্টি বাক্যসম্প্রদায়প্রবর্তনাত্মক  
জানিবে । নৃতিতে আর লিখিত আছে যে, নাম, রূপ ও ভূত এবং  
কর্মের প্রবর্তন এই সকলই মহেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদবাক্য হইতে  
নির্মাণ করিয়াছেন । আর সকলেরই নাম, রূপ ও কর্ম এই সমুদায়  
তিনি বেদবাক্য হইতে সৃষ্টির প্রথমে পৃথক পৃথক নির্মাণ করেন । আর  
দেখ,—চিকীর্ষিত অর্থ অনুষ্ঠানকরত পূর্বে তদ্বাচকশব্দ স্বরণ করিয়া  
পশ্চাৎ সেই অর্থানুষ্ঠান করে, ইহা আমাদেরই প্রত্যক্ষ আছে

গম্যতে । তথা চ ঋতিঃ স সৃষ্টিতি ব্যাহরন্ স ভূমিসম্বজ্ঞতেত্যবমা-  
 দিকা ভূরাশিষ্যেত্যেব মনসি প্রাহুর্ভূতেত্যো ভূরাদীন লোকান্ প্রাহু-  
 ভূতান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি । কিমাত্মকং পুনঃ শব্দমতিপ্রোত্যেদং শব্দশ্রুত-  
 বস্তুচ্যুতে ক্ষেটিমিত্যাহ । বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপন্নপ্রাধ্বংসিষ্যামিত্যোভাঃ  
 শব্দেত্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যমুপপন্নং জ্ঞাৎ । উৎপন্নপ্রাধ্বং-  
 সিনশ্চ বর্ণাঃ প্রত্যাক্ষারণমজ্ঞা চাভ্যুতী প্রতীতমানস্যাৎ । তথা হৃদ-  
 মানোহপি পুরুষবিশেষোহধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব বিশেষতো নির্ধার্যতে  
 দেবদত্তোহয়মধীতে যজ্ঞদত্তোহয়মধীতে ইতি । নচায়ং বর্ণবিষয়োহজ-  
 ণাশ্রয়প্রত্যয়ো মিথ্যাঙ্গানং বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ । ন চ বর্ণেভ্যোহর্থাব-  
 গতিযুক্তা ন হ্যেকৈকো বর্ণোহর্থং প্রত্যায়য়েৎ ব্যভিচারাৎ । ন চ বর্ণ-  
 সমুদায়প্রত্যয়োহস্তি ক্রমবস্বাবর্ণানাম্ । পূৰ্ণপূৰ্ণবর্ণানুভবজনিতসংস্কার-

এবং সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিরও মনেতে বৈদিকশব্দ প্রাহুর্ভূত  
 হইরাছিল, পরে প্রজাপতি সেই শব্দানুযায়ী সকল পদার্থ সৃষ্টি করেন ।  
 ঋতিতে লিখিত আছে, প্রজাপতি "ভূঃ" এই শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি  
 করিয়াছিলেন, এইরূপে প্রজাপতির মনে ভূরাশিষ্য প্রাহুর্ভূত হইলে  
 ভূরাশি সকল লোকের সৃষ্টি প্রদর্শিত আছে । কিরূপ শব্দ অভিপ্রায়  
 করিয়া এই শব্দপ্রভব কথিত হয় ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ক্ষেটি-  
 শব্দই এই স্থলে অভিপ্রোক্ত, বর্ণপক্ষে বর্ণের উৎপন্ন প্রাধ্বংসিষ্যপ্রযুক্ত নিতা-  
 শব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, ইহা অনুপপন্ন হয়, বর্ণ সকলই উৎ-  
 পন্ন ও ধ্বংসশালী, যেহেতু তাহাদিগের প্রতি উচ্চারণেই পৃথক পৃথক  
 আকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে । কোন পুরুষ অধ্যয়ন করিতেছে, এমন  
 সময় সে অদৃশমান হইলেও তাহার অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণে প্রতীয়মান হয়  
 যে, দেবদত্ত অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু বাধকাভাবপ্রযুক্ত এই বর্ণবিষয়ক  
 অজ্ঞাশ্রয় প্রত্যয় মিথ্যাঙ্গান নহে এবং বর্ণ হইতে অর্থাবগতি হয় না,  
 ব্যভিচারহেতু এক এক বর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মাইতে পারে না বলিয়া যে  
 উক্ত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে, কারণ সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষী শব্দ স্বয়ং  
 প্রতীয়মান হইয়া শ্রুতাদির দ্বারা অর্থপ্রতীতি করিতে পারে, কিন্তু পূৰ্ণ

সহিতোহন্ত্যো বর্ণোহর্থং প্রত্যয়স্মিত্যীতি যজ্ঞ্যচ্যোত তন্ন সম্বন্ধগ্রহণা-  
পেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোহর্থং প্রত্যায়য়েৎ ধূমাদিবৎ ন চ পূর্ব-  
পূর্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতাস্ত্যবর্ণস্ত প্রতীতিরন্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কা-  
রাণাম্ । কার্য্যপ্রত্যয়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোহন্ত্যবর্ণোহর্থং প্রত্যায়-  
স্মিত্যীতি চেন্ন সংস্কারকার্য্যস্থাপি স্মরণস্ত ক্রমবর্জিত্বাৎ তস্মাৎ ক্ষোট এব  
শব্দঃ স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজোহন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে  
প্রত্যয়িত্বেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঋটিতি প্রত্যবভাসতে । ন চায়মেক-  
প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ ।  
তন্ত্ৰ চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বানিত্যত্বং ভেদপ্রত্যয়স্ত বর্ণবিষয়-  
ত্বাৎ । তস্মান্নিত্যাচ্ছদ্যৎ ক্ষোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকল-  
লক্ষণং জগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি । বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপ-  
বৰ্ষঃ । ননুৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং তন্ন তএবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ।  
সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষিবেতি চেন্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্ত প্রমাণান্ত-

পূর্ব বর্ণের অমুভবজনিত সংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণের প্রতীতি হয় না, যেহেতু  
সংস্কারের প্রত্যক্ষ নাই । আর যদি বল, কার্য্যদ্বারা অমুমিত সংস্কার  
সহিত অন্ত্যবর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মায়, ইহা নহে, যেহেতু সংস্কারের কার্য্য  
স্মরণের ক্রমবর্জিত্ব আছে, অতএব ক্ষোট শব্দই সকলের কারণ, সেই  
শব্দও এক এক বর্ণের প্রত্যয়জন্ত সংস্কারের বীজভূত অন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়-  
জনিত পরিপাক প্রতীতির জনক হইলে একপ্রতীতিবিষয়তাপ্রযুক্ত ঋটিতি  
প্রকাশ পায় । আর একত্বপ্রত্যয় বর্ণকে বিষয় করে না, কারণ  
বর্ণ অনেক ; সুতরাং তাহাতে একত্ব প্রতীতির বিষয় নাই, তাহার  
উচ্চারণের প্রতি প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া তাহার নিত্যত্ব হইয়া থাকে,  
যেহেতু ভেদপ্রতীতি বর্ণবিষয়ক ; অতএব জগতের অভিধায়ক ও নিত্য  
মতাত্মক শব্দ হইতেই অভিধেয়ভূত ক্রিয়াকারকলক্ষণ এই জগৎ উৎ-  
পন্ন হয় । আর বর্ণের যে উৎপত্তি ও ধ্বংস উক্ত হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত  
হই, কারণ "সেই এই বর্ণ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয়, ইহাতে যদি বল,  
সেই "এই কেশ" ইত্যাদি স্থলে যেমন তৎসম্বন্ধীয় কেশ, এইরূপ প্রত্য-

রূপ বাধারূপপত্তেঃ । প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ ন ব্যক্তি-  
 প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । যদিহি প্রত্যাক্ষারণং গবাদিব্যক্তিবদন্তা অস্তা বর্ণ-  
 ব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরং তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ত্যাৎ । নথেষদন্তি  
 বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যাক্ষারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে । ষির্গোশব্দ উচ্চারিত  
 ইতি হি প্রতিপত্তিঃ ন তু যৌ গৌশব্দাবিত্তি । নমু বর্ণা অপ্যাক্ষারণ-  
 ভেদেন ত্দিয়াঃ প্রতীয়ন্তে দেবদন্তবজ্রদন্তয়োরাধায়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদ-  
 প্রতীতেরিত্যুক্তম্ । অত্রান্তিধীয়তে সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভি-  
 জ্ঞানে সংযোগবিভাগবাক্যাব্যর্থণানামভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যানিমিত্তোৎসং বর্ণ-  
 বিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ । অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদ-  
 বাদিনাপি প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণীকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যঃ । তাহু চ পরো-  
 পাধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগন্তব্য তদ্বয়ং বর্ণব্যক্তিষেব পরোপাধিকো

ভিজ্ঞান হয়, সেইরূপ "সেই এই বর্ণ" এই স্থলেও সাক্ষাত্য অবলম্বন  
 করিয়া তৎসজাতীয় বর্ণ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে, ইহাও বলা  
 যায় না, যেহেতু প্রমাণান্তরে প্রত্যভিজ্ঞানের বাধা নাই । তথাপি যদি  
 বলি, আকৃতি নিমিত্তই প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহাও নহে, যেহেতু ব্যক্তিরও  
 প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে । যদি উচ্চারণের প্রতি গবাদি ব্যক্তির জায়  
 অল্প বর্ণ ব্যক্তির প্রতীতি হয়, তবেই আকৃতিনিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞান  
 হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাই, উচ্চারণের প্রতি বর্ণ ব্যক্তিরই প্রত্যভি-  
 জ্ঞান হইয়া থাকে, "গো গো" এইরূপ হইবার উচ্চারণ করিলে গৌশব্দ  
 দুইবার উচ্চারিত হইল, ইহাই জ্ঞান যায়, কিন্তু ইহাতে দুইটি গৌশব্দ  
 হয় না । আর বর্ণ সকলই উচ্চারণভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়,  
 আর দেবদন্ত ও বজ্রদন্তের অধায়নধ্বনি শ্রবণেই ভেদপ্রতীতি উক্ত আছে,  
 ইহাতে বক্তব্য এই যে, বর্ণবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান নিশ্চয় হইলে সংযোগ-  
 বিভাগের ব্যক্ত্যাবশ্যতাই বর্ণ সকলের অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র্যনিমিত্ত বর্ণবি-  
 য়ক বৈচিত্র্য হয়, উহা স্বরূপনিমিত্তক নহে । আর বর্ণব্যক্তিভেদবাদীরা  
 প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত বর্ণের আকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই  
 সকল কল্পনাতেও পরোপাধিক ভেদপ্রতীতি হয়, ইহাও স্বীকার্য, বাস্তবিক

ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞানমিতি কল্পনা লাঘবম্ । এষ  
এব চ বর্ণবিষয়স্ত ভেদপ্রত্যয়স্ত বাধকঃ প্রত্যয়ো বৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্ ।  
কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহুনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদ-  
নেকরূপঃ স্তাং উদাত্তশ্চামুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সামুনাসিকশ্চ নিরমুনাসিকশ্চ  
ইতি । অথবা ধ্বনিকৃতোহয়ং প্রত্যয়ভেদো ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ ।  
কঃ পুনরিদং ধ্বনির্নাম যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্ত  
কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাদীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষাসঞ্জরতি তন্নি-  
বন্ধনাশ্চোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ । বর্ণানাং প্রত্যু-  
চ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাং । এবঞ্চ সতি সালঙ্ঘনা উদাত্তাদিপ্রত্যয়া  
ভবিষ্যন্তি ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাং সংযোগ-  
বিভাগকৃতা উদাত্তাদিভেদাঃ কল্পেরন্ । সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষাং  
ন তদাপ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষাধ্যবসিতুঃ শক্যস্ত ইত্যতো নিরালঙ্ঘনা এত্বেত

ইহাতে গৌরব হয়, কিন্তু বর্ণ ব্যক্তিতে পরোপাধিক ভেদপ্রতীতি এবং  
প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ কল্পনাতে লাঘব আছে । পরন্তু এই  
যে প্রত্যভিজ্ঞান, তাহাই বর্ণবিষয়ক ভেদপ্রতীতিব বাধক, তবে কিরূপে  
এককালে অনেক উচ্চারণ করিলে একই গকার একদা অনেকরূপ  
হইতে পারে ? অর্থাৎ উদাত্ত, অমুদাত্ত, সামুনাসিক ও নিরমুনাসিক-  
ভেদে অনেক প্রকার উচ্চারণ হয়, অথবা এইরূপ প্রতীতিভেদ ব্যক্তি-  
কৃত, বর্ণকৃত নহে, অতএব কোন দোষ নাই । এইক্ষণ ধ্বনি কি ? এই  
আশঙ্কায় ধ্বনিস্বরূপ বলিতেছেন ।—যখন দ্ব হইতে শ্রবণ করে, তখন  
কর্ণবিবেক হয় না, কিন্তু যাহা কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, তাহাই ধ্বনি ।  
নিকটস্থ হইয়া শুনিলে মন্দত্ব পটুত্বাদিভেদ কর্ণে আশঙ্ক হয় এবং তন্নি-  
বন্ধনই উদাত্তাদি বিশেষ শ্রুণ, উহা বর্ণস্বরূপনিবন্ধন নহে । যেহেতু  
বর্ণের প্রতি উচ্চারণেরই প্রত্যভিজ্ঞান হয় । এইরূপ হইলে উদাত্তাদি  
প্রতীতি সালঙ্ঘন হয়, অন্তথা প্রত্যভিজ্ঞায়মান বর্ণের নির্ভেদহেতু সংযোগ  
বিভাগকৃত উদাত্তাদিভেদ কল্পনা করিতে হয় । সংযোগবিভাগের অপ্র-  
ত্যক্ষতাপ্রযুক্ত তদাপ্রয়া কোন বিশেষ বর্ণেতে কল্পনা করা যায় না, এই



সম্ভবত্যানেকস্তাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্ । পংক্তির্জনং সেনা দশশতং সহস্র-  
মিত্যাদিদর্শনাৎ । যা তু গৌরিত্যেকোহয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুশ্বেব  
বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধনোপচারিকো বনসেনানি বুদ্ধিবদেব । অত্রাহ  
যদি বর্ণা এব সামন্ত্যনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্ত্যঃ ততো  
জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিনু পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন স্ত্যাং ত এব  
হি বর্ণা ইত্যত্র চেতর এব প্রত্যবভাসস্ত ইতি । অত্র বদামঃ সত্যপি  
সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমামুরোধিত্ব এব পিপীলিকাঃ পংক্তিবুদ্ধি-  
মারোহন্ত্যেবং ক্রমামুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোহ্যস্তি তত্র বর্ণানাম-  
বিশেষেহপি ক্রমবিশেষকৃত্য পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন বিরূধ্যতে । বুদ্ধ-  
ব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যমুগ্ধীতা গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সমস্তঃ স্বব্যব-  
হারেহপ্যেককবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিত্যাঃ বুদ্ধৌ তাদৃশা এব  
প্রত্যবভাসমানাস্তঃ তমর্থব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িত্বাস্তীতি বর্ণবাদিনো  
লঘীয়সী কল্পনা । ফোটবাদিনস্ত দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ । বর্ণাশ্চেমে

অনেকেতে একত্বের ছায় দ্বিত্বাদিবিষয়ত্ব সম্ভব হয়, যেহেতু দশশত সেনা  
সহস্র সেনা ইত্যাদি দর্শন আছে । আর “গো এই একটি শব্দ” এইরূপ  
যে বুদ্ধি হয়, তাহাও বহু বর্ণেতে একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধন উপচার জানিবে,  
ইহাতে বলিতেছেন ।—যদি বর্ণসমুদায় সমস্তরূপে একত্ববুদ্ধির বিষ-  
য়তা প্রাপ্ত হইয়া পদ হয়, তবে জারা, রাজা, কপি, পিক, ইত্যাদি স্থলে  
পদবিশেষ প্রতীতি হইতে পারে না, সেই সকল বর্ণ অত্যাঁত স্থানে  
অত্যাঁতরূপে প্রকাশ পায় । ইহাতে আমরা বলি যে, সমস্ত বর্ণের প্রত্য-  
বমর্শ হইলে যেমন পিপীলিকাগণ ক্রমামুরোধে পংক্তিবুদ্ধি আরোহণ  
করে, সেইরূপ ক্রমামুরোধেই বর্ণসকল পদবুদ্ধি আশ্রয় করে । ইহাতে  
বর্ণসকলের কোন বিশেষ না থাকিলেও ক্রমবিশেষকৃত পদবিশেষ-  
প্রতীতি বিরুদ্ধ হয় না । বুদ্ধব্যবহারেও এই সকল বর্ণ ক্রমামুসারে অমু-  
গ্ধীত ও গৃহীতার্থের সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় ব্যবহারকালে এক এক বর্ণ  
গ্রহণানন্তর সমস্ত বর্ণবিষয়িনী বুদ্ধিতে ভাসিয়া হইয়া অব্যভিচাররূপে  
তদর্থ প্রতীতি জন্মায়, বর্ণবাদীরা এইরূপ লঘুতর কল্পনা করেন । ফোট,



## অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

ক্রমেণ গৃহমাণাঃ স্ফোটং রাজয়ন্তি স স্ফোটোহর্থঃ ব্যানজীতি গরীয়সী  
কল্পনা ত্রাং । অথাপি নাম প্রত্যাভিচ্ছিন্নালখনভাবেন চ বর্ণাঃ স্যুস্তথাপি  
প্রত্যভিচ্ছিন্নালখনভাবেন বর্ণসামান্যনামবশ্চাভ্যুপগমাৎ যা বর্ণার্থপ্রতি-  
পাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্ত্রেণ স্ফোটিতব্যা ততঃ নিত্যতাঃ  
শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

অতস্তত্ত্ব কৰ্ত্ত্বাঃ স্বরূপাদেব হি স্থিতে বেদস্ত নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তি-  
প্রভবভ্যুপগমেন তস্ত বিরোধমাশঙ্ক্য অতঃ প্রভবাদিতি পরিজ্ঞাতোদানী-  
তদেব বেদস্ত নিত্যত্বং স্থিতং প্রচয়তি অত এব চ নিত্যত্বমিতি । অত  
এব চ নিয়তাকৃতত্বদেবাদেবদেবত্বগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেবদেবত্বনিত্যত্বমপি  
প্রত্যোক্তব্যম্ । তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ যজ্ঞেন বাচঃ পদবীৰ্যমায়স্তামস্ববিন্দনম্ পিতৃ-  
প্রতিষ্ঠামিতি হিতামেব বাচমহুবিদ্যাং দর্শয়তি । বেদব্যাসটীকায়ামেব  
স্মরতি—“যুগান্তেহস্তহিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ । লেভিবে তপসা  
পূৰ্ণমহুজ্জাতাঃ স্বয়ম্ভবাঃ ।” ইতি ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ ধ্বজাস্বকশব্দবাদীদিগেব দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্টকল্পনা হয়, পবন  
বর্ণসকলই ক্রমতঃ গৃহমাণ হইয়া ধ্বনির প্রকাশ করিয়া পরে সেই ধ্বনি  
অর্থ প্রকাশ করে, ইহাতে গৌরবকল্পনা হয় । আর যদিও উচ্চারণের  
প্রতি অন্তান্ত্র বর্ণ থাকুক, তথাপি প্রত্যভিচ্ছিন্নালখনভাবে বর্ণ সামান্ত্র  
অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, বর্ণেতে যে অর্থপ্রতিপাদনক্রিয়া রচিত আছে,  
তাহা সামান্ত্র বর্ণেই স্ফোটিত হইয়া থাকে । অতএব নিত্য বর্ণ হইতেই  
দেবান্নির প্রভব, ইহা অবিরুদ্ধ হইল ॥ ২৮ ॥

অতস্তত্ত্ব কৰ্ত্তার স্বরূপাহেতু বেদের নিত্যত্ব স্থিত হইলে দেবাদি ব্যক্তির  
প্রভব স্বীকার করিলে তাহার বিরোধ হয়, এই আশঙ্কা করিয়া প্রভব  
পরিহারপূর্বক এইকণ বেদের নিত্যত্ব প্রচীভূত করিতেছেন ।—দেবাদি  
জগতের বেদশব্দ প্রভবত্ব প্রকৃত বেদশব্দের নিত্যত্ব জানা যায় । মন্ত্রবর্ণ  
প্রমাণে জানা যায় যে, পূৰ্ণকৃত মুক্তদ্বারা বেদলাভযোগ্যতা পাইয়া



“যদা হুপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কঞ্চন পশুত্যাখ্যানি প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনঃ  
বাক্ সর্কৈর্নামতিঃ সহাপোতি চক্ষুঃ সর্কৈঃ রূপৈঃ সহাপোতি শ্রোত্রঃ  
সর্কৈঃ শব্দৈঃ সহাপোতি মনঃ সর্কৈর্ধ্যানৈঃ সহাপোতি স যদা প্রীতি-  
বৃদ্ধতে যথাগ্নেজ্জলতঃ সর্কী দিশো বিস্কুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরনৈবনৈবৈত  
দ্বাদান্বনঃ সর্কৈ প্রাণা যথাযতনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেত্যো দেবা দেবেভ্যো  
লোকাঃ” ইতি । তাদেতৎ স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ং  
হুপ্তপ্রবুদ্ধত্ব পূর্কপ্রবোধব্যবহারামুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্ । মহাপ্রলয়ে  
তু সর্বব্যবহারোচ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্মাস্তরব্যবহারামুসন্ধান-  
মশকাভ্যাং বৈষম্যং ইতি । নৈব দোষঃ সত্যপি সর্বব্যবহারোচ্ছেদিনি  
মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরামুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্মাস্তরব্যব-  
হামুসন্ধানোপপত্তেঃ । যদ্যপি প্রাকৃত্যঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহার-  
মুসন্ধানানা দৃশ্যন্তে ইতি ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরাণাং ভবিতব্যম্ । যথা

পত্তি বলিয়া ক্রত হয় । প্রতিভে লিখিত আছে যে, যখন হুপ্ত হইয়া  
কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, অনন্তর প্রাণেতে একীভূত হয়, তখন বাক্য  
সকল নামের সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, চক্ষু সকল রূপের সহিত ইহাকে  
পায়, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত ইহাকে পায়, মন সকল চিন্তার সহিত  
ইহাকে পায় । আর যখন প্রতিবোধিত হয়, তখন যেমন প্রজলিত  
অগ্নির বিস্কুলিঙ্গ সকলদিকে বিকিণ্ড হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে প্রাণ  
সকল স্বপ্ন আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রাণ হইতে দেবগণ ও  
দেব হইতে লোক প্রতিষ্ঠিত হয় । এইরূপ হইলেও স্বপ্নেতে পুরুষান্তর  
ব্যবহারের অবিচ্ছেদহেতু স্বয়ং হুপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলে পূর্ক প্রবোধ  
ব্যবহারামুসন্ধানপ্রযুক্ত অবিরোধ হয় । মহাপ্রলয়সময়ে সর্বপ্রকার  
ব্যবহারের উচ্ছেদহেতু জন্মান্তরীণ ব্যবহারের জ্ঞায় কল্মাস্তরব্যবহার।  
কল্মার অনুসন্ধান করা অশক্য ; অতএব মহা বৈষম্য হইয়া উঠে ।  
এই দোষ হইতে পারে না, মহাপ্রলয়ে সর্বব্যবহারের উচ্ছেদ হইলেও  
পরমেশ্বরামুগ্রহহেতু হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বর সকলের কল্মাস্তরব্যবহারামুসন্ধান  
উপপন্ন হইতেছে না । যদিও প্রাকৃত প্রাণিসকলই জন্মান্তরামুসন্ধান

ই প্রাণিভাবিশেষেষুপি মনুষ্যাদিস্তত্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্যাদিপ্রতিবন্ধঃ  
 পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে তথা মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু  
 জ্ঞানৈশ্বর্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ প্রতিশ্রুতি-  
 দোষসঙ্কদেবানুকল্পাদৌ প্রাহুর্ভবতাং পারমৈশ্বর্য্যং ক্রয়মাণং ন শক্যং  
 প্রাপ্তীতি বদিতুং ততশ্চাতীতকল্পাহুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ষণামীশ্বরাণাং হিরণ্য-  
 ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদৌ প্রাহুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগ্রহীতানাং স্তম্ভ-  
 প্রতিবুদ্ধবৎ কল্লাস্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“যো  
 যজ্ঞাণং বিদধাতি পূর্কং যো বৈ বেদাঃ”চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেব-  
 যানুবৃদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্কৈ শরণমহং প্রপদ্যে” ইতি । অরন্তি চ শৌন-  
 দাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্ঋষিভির্দ্বাদশতযো দৃষ্টা ইতি । প্রতিবেদকৈব-  
 যব কাণ্ডর্য্যাদয়ঃ স্বর্য্যন্তে । শ্রুতিরপ্যধিগ্ঞানপূর্ককমেব মন্ত্রেণাহুষ্ঠানং  
 শিরসি “যো হ বা অবিদিতার্হেয়চ্ছন্দোঽদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি

করে দেখা যায়, কিন্তু প্রাকৃতের জ্ঞান ঈশ্বরের ঐ রূপ হইতে পারে না ।  
 যেমন প্রাণিভবের কোন বিশেষ না থাকিলেও মনুষ্যাদি স্তত্বপর্য্যন্তের  
 জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি প্রতিবন্ধ পর পর কারণে মহান্ দেখা যায়, সেইরূপ মনু-  
 ষ্যাদি স্তত্বপর্য্যন্তে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তিও পর পর কারণে মহান্  
 হইয়া উঠে, এইরূপে প্রতিশ্রুতিবাক্যে একবার প্রাহুর্ভূত পদার্থেরই  
 পারমৈশ্বর্য্য শ্রুত হয়, ইহাও বলিতে শক্তি হয় না, তাহাহইলে অতীত  
 কল্পাহুষ্ঠিত প্রকৃত জ্ঞানকর্ষণালী পরমেশ্বরানুগ্রহে প্রাহুর্ভূত হিরণ্যগর্ভাদি  
 ঈশ্বরগণের নিদ্রা ও প্রতিবোধের জ্ঞান কল্লাস্তরব্যবহারানুসন্ধানের উপ-  
 পত্তি আছে । শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পূর্কৈ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি  
 করিয়া তাহাকে বেদ প্রদান করিয়াছেন, আমি মুক্তিকামনায় সেই পর-  
 মেশ্বর শরণাপন্ন হইলাম, শৌনকাদিরাও এইরূপ বলিয়া থাকে এবং  
 মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতি ঋষিগণও ঋক্সকলে ঐ রূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং  
 প্রতি বেদেই উহা প্রদর্শিত আছে, আর শ্রুতিও ঋষিগ্ঞানপূর্কক মন্ত্রাহু-  
 ষ্ঠান প্রদর্শন করিয়া থাকেন । যিনি ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ না  
 জানিয়া মন্ত্রপাঠপূর্কক যাজন করেন, কি অধ্যয়ন করেন, তিনি বৃদ্ধ-

বাধ্যাপয়তি বা ত্রাণং চর্চ্ছতি মর্তং বা প্রপদ্যত ইতাপক্রম্য তন্মাদেতানি  
মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি । প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্মো বিধীয়তে হুঃখ-  
পরিহারায় চাধর্ম্যঃ প্রতিষিধ্যতে । দৃষ্টোদ্রাবিকসুখদুঃখবিষয়ো চ রাগ-  
দেবো ভবতো ন বিলক্ষণবিষয়াবিভ্যাতো ধর্মাদধর্মাকলভুতৌত্তরোত্তরা সৃষ্টি  
নিষ্পাদ্যমানা পূর্বসৃষ্টিসদৃশেব নিষ্পদ্যতে । স্মৃতিশ্চ ভবতি—“তেষাং  
যে যানি কর্ম্মাণি প্রাকৃসৃষ্টাঃ প্রতিপেদিয়ে । তাত্তেব তে প্রপদ্যন্তে  
স্বজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ । হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রুরে ধর্মাদধর্মবৃত্তানুতে ।  
তত্তাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তন্মাত্তত্ত্ব রোচতে ।” ইতি । প্রলীয়মানমপি  
চেষদং অগচ্ছত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরণা  
আকস্মিকপ্রসঙ্গাৎ । ন চানেকাকারাঃ শক্রয়ঃ শক্র্যাঃ কল্পয়িতুন্ ।  
ততশ্চ বিচ্ছিন্দ্য বিচ্ছিন্দ্যাপ্যুত্থবতাঃ ভূবাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতিগাভু-  
দুশালক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাপ্রমধর্মফলব্যবস্থানাকানাদৌ

যোনি প্রাপ্ত হন ও নরকে গমন করেন, এই উপক্রমে বলিয়াছেন, অত-  
এব মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা জানিবে । আর প্রাণিগণের সুখপ্রাপ্তির  
নিমিত্ত ধর্মবিধান হয় এবং দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত অধর্মের নিষেধ হই-  
রাছে । দৃষ্ট ও শ্রুত রাগদেষ সুখদুঃখবিষয় উহা অন্ত কোন বিলক্ষণ  
প্রতীতি বিষয় নহে । ধর্মাদধর্মের ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়,  
উহা পূর্বসৃষ্টির সদৃশ হইয়া নিষ্পন্ন হয় না । স্মৃতিতে লিখিত আছে যে,  
সৃষ্টির প্রথমে যাহারা যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি হইলেও তাহারা সেই সেই  
কর্ম্ম পাইয়া থাকে । আর হিংস্র ও অহিংস্র, মৃদু ও ক্রুর, ধর্ম ও অধর্ম  
সত্য ও মিথ্যা এই সকলের মধ্যে যে যাহাতে নিষ্পন্ন হয়, তাহার  
তাহাতে রুচি হইয়া থাকে । আর যখন এই জগৎ লীন হয়, তখনও  
শক্তির অবশেষ হইলেই লয় পাইয়া থাকে এবং তাহার প্রভবও শক্তি-  
মূলক জানিবে । অন্তথা জগতের আকস্মিক প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু অনেক  
প্রকার শক্তিকল্পনা করা যায় না । তাহা পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনঃ  
পুনঃ উৎপন্ন হয় । ভূঃপ্রভৃতি লোকসকল দেব, তির্যাক্, মনুষ্যপ্রভৃতি  
প্রাণিগণ ও বর্ণাপ্রমধর্মফলক ব্যবস্থাসকল এই সমুদায়ই অনাদিসংসারে

সংসারে নিয়তমিঞ্জিরবিবরণসম্বন্ধনিয়তস্বয়ং প্রত্যোক্তব্যঃ । ন হীঞ্জির-  
বিবরণসম্বন্ধাদেক্যব্যবহারস্ত প্রতিগর্গমস্তথাঃ বঠেঞ্জিরবিবরণকল্পং শকা-  
মুৎপ্রোক্তত্বং । অতঃ সর্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারবাৎ কল্পান্তরব্যবহারান্ধ-  
সন্ধাসম্বন্ধাচ্ছেদ্যরাগাং সমাননামরূপা এব প্রতিগর্গং বিশেষাঃ প্রোদ্বৃত্তি  
সমাননামরূপত্বাচ্চাবুতাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষণাঃ অগতোহত্মাপ-  
গম্যমানাঃ ন কচ্চিচ্ছকপ্রামাণ্যাদিবিরোধঃ । সমাননামরূপতাঞ্চ প্রতি-  
বৃত্তী দর্শয়তঃ । হৃদ্যাচ্ছিন্নমণো ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ । দিবক পৃথিবী-  
কান্তরীক্ষমণো যঃ ইতি । যথা পূর্বমিহ কমে হৃদ্যাচ্ছিন্নঃ প্রোদ্বৃতি অগৎ  
তুষ্ণং তথান্মিহপি কমে পরমেস্বরোহকল্পয়তিত্যাঃ । তথা অগ্নিকী অকা-  
ময়ত অনাদো দেবানাং স্তামিতি স এবময়য়ে কৃত্তিকাতাঃ পুরোডাশমটী-  
কপালঃ নিরবপদিতি নক্ষত্রেষুবিধৌ বোহ্মিনির্নিরবপৎ যস্মৈ বায়য়ে নির-  
বপৎ তয়োঃ সমাননামরূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়কা প্রতিদ্বিহোদ্যে-  
তব্যা । স্মৃতিরপি স্মৃতিগাং নামধেয়ানি বাচ বেদেষু বৃষ্টমঃ । পরীক্ষ্যে

নিয়ত আছে, উহাতে ইঞ্জিরবিবরণসম্বন্ধাদি ব্যবহারের অন্তথা হয় না,  
অতএব সর্বকল্পের তুল্য ব্যবহারপ্রযুক্ত এবং কল্পান্তরব্যবহারান্ধসন্ধান  
দম্ব হেতু জৈবরণের সমাননামরূপ বিবরণই স্মৃতির প্রতি বিশেষরূপে  
প্রোদ্বৃত্ত হইয়া থাকে । সমাননামরূপত্বহেতু অগতের মহাস্মৃতি ও  
মহাপ্রলয়রূপ বৃত্তি স্বীকার করিলেও কোন শব্দপ্রামাণ্যাদি বিরোধ  
হয় না । বিশেষতঃ প্রতি বৃত্তিতে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে ।  
ধাতা প্রথমে হৃদ্য ও চন্দ্ৰ স্মৃতি করিয়াছিলেন, অনন্তর বর্গ, পৃথিবী ও  
জাতাশ স্মৃতি করেন, অর্থাৎ যেমন পূর্বকল্পে হৃদ্য চন্দ্ৰ প্রোদ্বৃতি অগৎ  
সম্মিত হইয়াছে, এই কল্পেও পরমেস্বর সেইরূপ কল্পনা করিয়াছেন ।  
স্মৃতিতে লিখিত আছে যে "অগ্নি কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি দেব-  
গণের অগ্নি হই" এবং "তিনি এইরূপে অগ্নিকে এবং কৃত্তিকাদিমকল্প-  
ণকে অটীকপাল নামক পুরোডাশ, অর্থাৎ সংস্কৃত চক্ৰপ্রদান করিয়া  
ছিলেন ।" এইরূপে সক্ষত্রবাগবিধিতে অগ্নিকে আহুতি প্রদান করা হয়,  
এইরূপে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে । এই প্রকার বহু বহু প্রতি

## মধ্বাদিষ্মস্তুবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১

ঐহতানাং তাত্ত্বৈবভ্যো দদাত্যজঃ ॥ যথর্তাবতুলিনানি নানাক্রপাদি  
পর্যায়ৈ । দৃষ্টান্তে তানি তাত্ত্বৈব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ যথাভিমানিনোহি-  
তীতাস্তল্যান্তে সাস্প্রতৈরি হ । দেবা য়েবরতীতৈর্হি ক্রূপের্নামভিরেব চ ॥  
ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্য ॥ ৩০ ॥

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামন্ত্যধিকার ইতি যৎপ্রতিজ্ঞাতঃ তৎ-  
পর্যাবর্ত্যতে । দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনিরাচার্যো মন্ততে । কন্তাং  
মধ্বাদিষ্মস্তুবাং । ব্রহ্মবিদ্যাধিকারভূপগমে হি বিদ্যাভাবিশেষানধ্বাদি-  
বিদ্যাভাব্যধিকারোহভূপগম্যোত । ন চৈবংসম্ভবতি কথমৌ বা আদিত্যো

এই বিষয়ে উদাহরণ করা যায় । স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ঋষিদিগের  
যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে এবং বেদেও যে যে সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ দেখা  
যায়, ঐলম্বাবসানে ব্রহ্মা পুনর্বার সেই সকল নামাদি প্রদান করেন,  
আর যেমন বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন সকলও চিরকালই একরূপ থাকে, অর্থাৎ  
বসন্তকালে বৃক্ষের নূতন শাখা পল্লব উদগত হয়, বর্ষাকালে মেঘের  
আবির্ভাব হয়, যুগ যুগান্তরেও এইরূপ হইয়া থাকে, প্রতি বসন্ত ঋতুতেই  
নূতন শাখা পল্লবাদি ও প্রতিবর্ষাতেই মেঘের আবির্ভাব হয় । আর যেমন  
দেবগণ পূর্বকালেও যেরূপ মাননীয় ছিলেন, অধুনাও তাঁহারা সেইরূপ  
স্তুতিযোগ্য আছেন, তেমন সর্বদাই সমাননামরূপত্ব জানিবে । এইরূপ  
বহু বহু স্মৃতিতেই প্রমাণ পাওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

পূর্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, দেবাদিরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার  
আছে, এইক্ষণ তাহাই বিবৃত করিতেছেন ।—আচার্য্যপ্রবর জৈমিনি  
দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার স্বীকার করেন না, কারণ যদি ব্রহ্মবিদ্যাতে  
দেবাদির অধিকার স্বীকার কর, তাহাহইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত  
মধ্বাদি বিদ্যাতেও তাহাদিগের অধিকার স্বীকার করিতে হয় । কি  
ইহা সম্ভব হয় না । আদিত্য ত্র্যলোকরূপ বংশদণ্ডে এবং অন্তরীক্ষরূপ  
রূপে অবস্থিত আছেন, ইনি দেবগণের আশ্রয় সাধন করেন বলিয়া

দেব মধ্বিত্যত্র মনুষ্যা। আদিত্য মধ্বধ্যাসেনোপানীরন্ দেবাদিষু জুপা-  
সকেষভূপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কথমজ্ঞানাদিত্যমুপানীত । পুনঃচাদিত্যব্য-  
পাশ্রয়ানি পঞ্চ রোহিতাদীন্তমুতাজুপক্রম্য বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ  
সাধ্যাঃ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীতু্যপদিগ্ধ স য এতদেব-  
মমৃতং বেদ বহনামেকৈকো ভূতায়িনৈব মুখেনৈনতদেবামৃতং দৃষ্টে। তুঁপ্য-  
তীত্যাদিনা বশ্যাহাপজীবাত্মমুতানি বিজানতাং বশ্যাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শ-  
য়তি । বশ্যাদয়স্ত কানন্তান্ বশ্যাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীয়ুঃ কং  
চাত্তং বশ্যাদিমহিমানং প্রেপ্সেযুঃ । তথাগিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ  
পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্দ্যাব সর্গঃ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু

ইহাকে মধু বলা যায় । আদিত্যকে এই প্রকার জ্ঞান করিয়া উপাসনা  
করাই মধ্বাদিবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত আছে । মনুষ্যাগণ এইরূপে আদি-  
ত্যকে উপাসনা করে, যদি দেবতাদির ব্রহ্মবিদ্যাধিকার থাকে, তাহা-  
হইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত এই মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে ;  
সুতরাং আদিত্যদেব অজ্ঞ আদিত্যের উপাসনা করেন, এইরূপ প্রতীতি  
হইতে পারে । যদি আদিত্যের বিদ্যাধিকার না হইল, তবে বহু  
প্রভৃতির বিদ্যাধিকারে বাধা কি ? এই আশঙ্কায় বশ্যাদিরও বিদ্যাধি-  
কারের প্রতিষেধ দেখাইতেছেন । বহু, রুদ্র, আদিত্য, মরুত ও সাধ্য  
এই পঞ্চ দেবগণ সেই অমৃতভোগ করেন, এইরূপ উপদেশ করিয়া  
যিনি সেই অমৃত জানেন, তিনি বহু প্রভৃতির অজ্ঞতনরূপী হইয়া অগ্নিরূপ  
মুখদ্বারা সেই অমৃত ভোগ করতঃ পরিতৃপ্ত হইবেন, এই প্রকারে বাহারা  
বহুদিগের উপজীব্য অমৃত জানিতে পারে, তাহারা বশ্যাদির সাহায্য প্রাপ্ত  
হয়, ইহা প্রদর্শিত আছে ; সুতরাং বহু প্রভৃতিরা ধোঁয়, তাহারা ধাতা  
নহেন । যদি বহুপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার থাকে, তাহাহইলে তাহারাও  
ধাতা হইলেন, তবে বহুপ্রভৃতিরা অপর কোন অমৃতোপজীবী বহু-  
দিগকে জানেন এবং অপর কোন বহুদিগের মহিমা ইচ্ছা করেন ? আর  
অগ্নিপাদ, বায়ুপাদ, আদিত্যপাদ ও দিকসকলও পাদ, ইত্যাদিরূপে  
ব্রহ্মোপদেশে, দেবতারূপে ব্রহ্মোপাসনা উক্ত হইয়াছে, অতএব



## জ্যোতিষি ভাষাচ্চ ॥ ৩২ ॥

দেবতায়োপাসনেষু ন তেষামেব দেবতাস্বনামধিকারঃ সম্ভবতি । তথেষা-  
মেব গৌতমভরদ্বাজা বরমেব গৌতমোহয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিষু ঋষিসম্বন্ধে  
উপাসনেষু ন তেষামেব বর্ষণামধিকারঃ সম্ভবতি । কুতশ্চ ন দেবাদীনামন-  
ধিকারঃ ॥ ৩১ ॥

যদিদং জ্যোতির্গুণং দ্যাহানমহোরাত্রাত্যাং বংত্রমজ্জগদবভাসয়তি  
চন্নিগ্নাদিত্যাদিরো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুক্তান্তে লোকপ্রসিদ্ধৈরীক-  
শেষপ্রসিদ্ধৈশ্চ । ন চ জ্যোতির্গুণস্ত হ্রদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়া-  
র্থিৎবাদিনা বা যোগোহবগত্বং শক্যতে মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ । এতে-  
রাণ্যাদিরো ব্যাখ্যাতাঃ । শ্রাদেতং মন্তার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো

দেবতাদিগেরই ব্রহ্মবিদ্যাতে অনধিকার সম্ভব হয় । আর গৌতম ভর-  
দ্বাজাদি ঋষি সম্বন্ধী উপাসনাতেই সেই সকল ঋষিদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যা-  
ধিকার নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে ; সুতরাং কোনরূপেও দেবগণেব  
ব্রহ্মবিদ্যাধিকার সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

ঋগিগণ ধোয়, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই এবং বিগ্রহ-  
ভাব প্রযুক্ত দেবগণও অধিকারী নছেন, জ্যোতির্গুণাদির রাগিতে  
সম্মত করিতে করিতে জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র ও  
দেব ইত্যাদিগ্রহগণই জ্যোতির্গুণ, এই সূর্য্যাদি শব্দও দেবতার্থে প্রযুক্ত  
হয় । যেহেতু আদিত্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত  
হইতেছেন, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে । তবে জ্যোতির্গুণের ব্রহ্ম-  
বিদ্যাধিকার হইতে পারে, তাহা নহে, কারণ জ্যোতির্গুণের হ্রদয়াদি  
বিগ্রহ এবং চেতনতাপ্রযুক্ত অর্থিৎবাদির সহিত যোগ স্বীকার করা যায়  
না, তাহারা যুক্তিকাদির দ্বারা অচেতন, ইহাই স্বীকৃত আছে ; সুতরাং  
জ্যোতির্গুণের বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে । ইহাতে  
মন্তাদিরও বিদ্যাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি ইত্য-  
াদির অচেতনত্বপ্রযুক্ত ইহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই । এইক্ষণ যদি বলি,  
“ইন্দ্ৰ বজ্রহস্ত এবং যম দণ্ডধারী” ইত্যাদি মন্ত, অর্থবাদ, পুরাণ ইতিহাস

## ভাবস্তু বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

দেবাদীনাং বিগ্রহবজ্রাদ্যবগমানয়মদোষঃ ইতি চেৎ নেত্যাচতে ন তাব-  
ল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণমস্তি প্রত্যক্ষাদিত্য এব হুবিচারিত-  
বিশেষভাঃ প্রমাণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যাচ্যতে ন  
চাম্ প্রত্যক্ষাদীনামন্ততমং প্রমাণমস্তি । ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেষজ্ঞাৎ  
প্রমাণান্তরমূলতামাকাক্ষতি । অর্থবাদা অপি বিধিনৈকবাক্যাত্মাং স্তৃত্বার্থাঃ  
সন্তো ন পার্থগর্ভেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসম্ভাবে কারণভাবঃ প্রতি-  
পদ্যন্তে । মন্তা অপি ঋত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোহভিধানার্থা ন  
কত্চিদনর্থ প্রমাণমিত্যাচক্যতে । তত্ৰাদভাবো দেবাদীনামধিকারন্ত ॥ ৩২ ॥

তুশব্দঃ পূর্বপক্ষং ব্যাবর্তয়তি । বাদরায়ণস্তাচার্যো ভাবমধিকারন্ত  
দেবাদীনামপি মন্ততে । যদিপি মন্দাদিবিদ্যাস্ত দেবতাদিব্যামিশ্র-  
সম্ভবোহধিকারন্ত তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবোহর্থিত্বসাম-

ও লৌকিক প্রমাণে দেবতাদিগের শরীরবস্তাহেতু তাহাদিগের অনধি-  
কার দোষ নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ লোকে এমন কোন স্ব ও ত্ত  
প্রমাণ নাই যে, সেই প্রমাণে উক্তদোষ পরিত্রুত হইতে পারে । লোকে  
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবরাই অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে ।  
কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই, এই ইতিহাস পুরাণাদিও লৌকিক  
প্রযুক্ত তাহা প্রমাণান্তরমূলক, আর অর্থবাদও বিধির সহিত একবাক্যতা-  
প্রযুক্ত প্রশংসাপর, উহা দেবাদির শরীরসম্ভাবসাধনে পৃথকরূপে কারণ  
নহে । মন্তসকলও ঋত্যাদি বিনিযুক্ত এবং প্রয়োগসমবায়ী হইয়া  
কোন অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না ; সুতরাং উহা কোন অর্থের  
প্রমাণ হয় না, অতএব দেবাদির বিদ্যাধিকারের সম্ভাব জানা যায় ॥ ৩২ ॥

এইক্ষণ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাবৃতি করিতেছেন ।—বাদরায়ণ নামা  
আচার্য্য দেবাদির বিদ্যাধিকার স্বীকার করেন, কারণ যদিও দেবতাদি  
মিশ্রিত মন্দাদিবিদ্যাতে দেবগণের অধিকার অসম্ভব হয় বটে, তথাপি  
তৎ ব্রহ্মবিদ্যাতে অর্থিত্ব সামর্থ্যের অপ্রতিষেধাদি অপেক্ষায় দেবগণের  
বিদ্যাধিকার সম্ভব আছে । দর্শবাগাদি কোন কোন স্থলে অসম্ভব নাই ।

খ্যা প্রতিবেদাদ্যপেক্ষাদধিকারত্ব । ন চ কচিদসম্ভব ইত্যেতাবতী যত্র  
সম্ভবস্তত্রাপ্যধিকারোহপোদ্যেত মনুষ্যাণামপি ন সর্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং  
সর্বেষু রাজহুয়াদিষধিকারঃ সম্ভবতি তত্র যোহুতায়ঃ সোহুতাপি ভবি-  
ষ্যতি । ব্রহ্মবিদ্যাক প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গদর্শনং শ্রোতং দেবাদ্যধিকারত্ব  
মূচকং তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবস্তগম্যাণাং তথা মনু-  
ষ্যাণামিতি তে হোচুর্হস্ত তমায়ানমম্বিচ্ছামো যমায়ানমম্বিষ্য সর্বাঃ  
লোকানাগোতি সর্বাঃ কামানিতি ইক্সো হ বৈ দেবানামভি প্রবরাজ  
বিরোচনোহুতরাণামিত্যাदि চ । স্মার্তমপি চ গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদি ।  
যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবাচ্ছেতি অত্র ক্রমঃ জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদি-  
ত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবস্তমৈশ্বর্যাছাপেতঃ তং তং দেবা-  
ন্যানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ । অস্তি হৈশ্বর্য্যযোগাদেব-  
তানাং জ্যোতিরাদ্যভিচারবাহুং যথেষ্টং তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যং ।

এতাবতী জানা যায় যে, বাহাতে অধিকার সম্ভব হয়, তাহাতেই অনদি-  
কার হইয়া থাকে । মনুষ্যাদিগের মধ্যেও সকল ব্রাহ্মণাদির সকল  
রাজহুয়াদিতে অধিকার সম্ভবে না । ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তাবে যে শ্রুত  
লিঙ্গদর্শন আছে, তাহাও দেবাদির অধিকারমূচক । দেবতাদিগের  
মধ্যে যিনি যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তিনিই মহর্ষিদিগের  
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি সেই গাথাকে  
জানিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ বাহাকে জানিতে পারিলে সর্বকামনা সিদ্ধি  
হইয়া সর্বলোক প্রাপ্তি হয় । এইরূপে ইক্স দেবতাদিগের এবং বিরো-  
চন অশ্বরদিগের নিকট গমন করিয়া ছিলেন । আর ব্রহ্মমূর্ত্ত কি ? এই  
গন্ধর্ব্বপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছিলেন, মোক্ষধর্ম্মে দেবাদির অধিকার শ্রুত  
আছে ; পরন্তু “জ্যোতিষি ভাবাত” এই যে মন্ত্র উক্ত আছে, তাহাতে এই  
বলা যায় যে, জ্যোতিরাদি বিষয়ক আদিত্যাদিগন্ধ দেবতাবাতী হইয়াও  
চেতনাত্মক ও ঐশ্বর্য্যাদি সমন্বিত আত্মস্বরূপার্থ সমর্থন কার, যেহেতু মন্ত্র  
ও অর্থবাদে এইরূপ ব্যবহার আছে । পরন্তু দেবতাদিগের এমন ঐশ্বর্য্য  
আছে যে, সেই ঐশ্বর্য্যবলে তাহারী জ্যোতিরাদি স্বরূপে অবস্থান করি

তথা হি শ্রয়তে । স্বত্রক্ষণার্থবাদে মেধাতিথেশ্চেষেতি মেধাতিথিঃ হ কাণ্ঠা-  
 যনং ইন্দ্রো মেঘো ভূত্বা জহাৱেতি । অর্ঘ্যতে চ আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা  
 কৃন্তীমুপজগামেতি । মৃদাদিষপি চেতনাধিষ্ঠাতারোহভূতগন্যস্বৈ মৃদবী-  
 দাপোহক্রবন্নিত্যাদিদর্শনাৎ । জ্যোতিরাদেস্ত ভূতধাতোরাদিত্যাদিষপ্য-  
 চেতনত্বমভূপগমাতে চেতনাত্ত্বধিষ্ঠাতারো দেবতাস্থানো মন্ত্রার্থবাদাদিষু  
 ব্যবহারাদিত্যুক্তং । যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরাভ্যর্থত্বাৎ দেবতাবিগ্রহাদিপ্র-  
 কাশনসামর্থ্যমিতি অত্র ক্রমঃ । প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হিস্ত্যাবাসস্ত্যাবয়োঃ কারণং  
 নাত্ত্বার্থত্বমনাত্ত্বার্থত্বং বা । তথা হ্যাত্ত্বার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি  
 অতীত্যেবং প্রতিপাদ্যতে । অত্রাহ বিষমউপস্থাসঃ তত্রাহি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং  
 প্রত্যক্ষং প্রবৃত্ত মস্তি যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে । অত্র পুনর্নিধুদ্যদেশক  
 বাক্যভাবেন স্তব্যার্থেহর্থবাদেন পার্থগর্থ্যেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃতিঃ শক্যাধ্য-  
 বসায়ামৃত্বং । নহিমহাবাক্যে প্রত্যয়কেহবাস্তববাক্যত্ব পৃথক্ প্রত্যায়-

বেন ও যথেষ্ট শরীর ধারণ করিতে পারেন । স্বত্রক্ষণ্য অর্থবাদে শ্রুত,  
 আছে যে, ইন্দ্র মেঘ হইয়া মেধাতিথিকে সংহার করিয়াছিলেন । স্মৃতি  
 প্রমাণে জানা যায় যে, আদিত্য মানবদেহ ধারণ করিয়া কৃন্তীকে উপ-  
 ভোগ করিয়াছিলেন, আর মৃত্তিকাদিতেও চেতনাধিষ্ঠান স্বীকৃত আছে,  
 যেহেতু “মৃত্তিকা বলিয়া ছিল এবং জল কহিয়াছিল” ইত্যাদি দর্শন আছে ।  
 আর যে উক্ত আছে মন্ত্র ও অর্থবাদের অত্বার্থতা প্রযুক্ত দেবগণের শরীর  
 প্রকাশন সামর্থ্য নাই, ইহাতে বলা যায় যে, প্রতীতি ও অপ্ৰতীতি ইহা-  
 রাই সম্ভাব ও অসম্ভাবের কারণ, অত্বার্থতা ও অনাত্বার্থতা কারণ নহে ।  
 আর তাৎপর্য শূন্য বিষয়েও প্রতীতিমাত্রে অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ  
 অত্বার্থে প্রস্থিত ব্যক্তি ও পশ্চিমধ্যে তৃণপর্ণাদি আছে, এইরূপ প্রতীতি  
 করে । যদি বল তৃণপত্রাদিতে ঐরূপ প্রতীতি হইতে পারে বটে, কিন্তু  
 বিগ্রহাদিতে তাহা নাই, ইহাতে ব্যক্তব্য এই যে, তৃণ পত্রাদিবিষয়ক  
 প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত হয়, ইহাতেই তাহার অস্তিত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু  
 এখানে বিধি ও উদ্দেশের একবাক্যতা প্রযুক্ত স্ততি ও অর্থবাদের পার্থক্য-  
 রূপে প্রতীতি হয় । মহাবাক্য প্রতীতির প্রযোজক হইলে অবাস্তব

কল্পমস্তি যথা ন স্মরাংপিবেদিতি নঞব্তি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ স্মরাপান  
প্রতিষেধ এতৈকোহর্থোগম্যতে ন পুনঃ স্মরাং পিবেদিতি পদত্রয়সম্বন্ধাৎ  
স্মরাপানবিধিরপীতি। অত্রোচ্যতে। বিষমউপপাদ্যাসঃ যুক্তঃ যৎ স্মরাপান  
প্রতিষেধে পদাশ্রয়ত্বকবাদবাস্তবাক্যার্থগ্রহণং বিদ্যুদ্দেশার্থবাদয়ো  
দ্বর্থবাদস্থানিপদানি পৃথগ্ভয়ং বৃত্তান্তবিষয়ঃ প্রতিপাদ্যানস্তরং কৈমর্থক্য-  
বশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপাদ্যন্তে। যথা হি বায়ব্যাং স্বৈতমালভেত  
ভূতিকাশঃ ইত্যত্র বিদ্যুদ্দেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ  
নৈবঃ বায়ুর্কৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্মেন ভাগধেয়েনোপধাবতি  
সএবৈবং ভূতিং গময়তি ইত্যেবামর্থবাদগতানাং পদানাং নহি ভবতি  
বায়ুর্কী আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেতেত্যাদি বায়ুস্বভাব  
সকীৰ্ত্তনেন স্ববাস্তবম্ভয়ং প্রতিপদ্য এবং বিশিষ্টদৈবতামিদং কৰ্ম্মেতি বিধিঃ  
স্ববস্তি। তদ্বদ্র যোহবাস্তবাক্যার্থঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি তত্র  
তদস্মুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন।  
যত্রতু তদ্বভয়ং নাস্তি তত্র কিংপ্রমাণান্তরাভাবাদ্গুণবাদঃ শ্রাদ্দাহোবিঃ

বাক্যের পৃথক্ প্রীতিতির প্রয়োজকতা নাই। যেমন “স্মরাপান করিবে  
না” এই নিষেধযুক্ত বাক্যে পদত্রয় সম্বন্ধবশতঃ স্মরাপান নিষেধ, এই এক  
মাত্র অর্থ বোধ হয়, “স্মরাপান করিবে” এই পদত্রয় সম্বন্ধবশতঃ এই-  
রূপ বিধি প্রতীতি হয় না; স্তররাং বিষমোপপাদ্যাসই বলা যায়। স্মরাপান  
প্রতিষেধে পদত্রয়ের ঐক্যপ্রযুক্ত অবাস্তব বাক্যার্থের যে অগ্রহণ, তাহাই  
যুক্ত। বিদ্যুদ্দেশ ও অর্থবাদ ইহাদিগের মধ্যে অর্থবাদস্থ পদসকলই  
বৃত্তান্তবিষয়ে পৃথগ্ভয় প্রতিপাদন করে। যেমন “ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বায়ব্য  
স্বৈত ছাগল গ্রহণ করিবে” এই স্থানে বিধি ও উদ্দেশবর্ত্তী বায়ব্যাদি  
পদের বিধির সহিত সম্বন্ধ হয়, বায়ু দেবতাকে প্রেরণ করে না, পরন্তু  
বায়ুকেই স্বীয় ভাগ্য উপধাবিত করে, তাহাতেই ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই  
সকল অর্থবাদগত পদের তাহা হয় না। “বায়ুর্কী আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা  
দেবতা বা আলভেত” ইত্যাদিশ্রুতিতে বায়ুস্বভাব সকীৰ্ত্তনদ্বারা অবাস্তব  
অর্থ প্রতিপাদন করা যায়, ইহাই বিশিষ্ট দৈব এবং ইহাই কৰ্ম্ম, এইরূপ

প্রমাণান্তরাবিরোধাদিদ্যমানার্থবাদ ইতি প্রতীতিশরৎগণ্ডিদ্যমানার্থবাদ  
 আশ্রয়ণীয়ো ন গুণানুবাদঃ। এতেন মন্ত্রোব্যাখ্যাতঃ। অপিচ বিধি-  
 ত্তিরেবেজাদিদৈবত্যানি হবিঃবি চোদয়ন্তিরপেক্ষিত মিত্রাদীনাং স্বরূপং  
 নহি স্বরূপরহিতা ইজাদয়শ্চেতস্তারোপয়িতুং শক্যস্তে। ন চ চেতস্ত-  
 নাক্রুতায়ৈ তস্মৈ তস্মৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে। প্রাবয়তি  
 চ যস্মৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্নাত্তাং ধ্যায়োদয়ট্ করিষ্যিরিতি। ন চ  
 শব্দমাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ তত্র যাদৃশং মন্ত্রার্থবাদয়ো-  
 রিত্তিাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্দপ্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তং।  
 ইতিহাসপূরণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্ মন্ত্রার্থবাদমূলদ্বাং প্রভবতি  
 দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চায়িতুং। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হুগাকম-

বধি নির্ণয় করিয়াছেন। বাস্তবিক যেখানে যে অবাস্তব অর্থ প্রমাণ-  
 গাচর হয়, সেই স্থানে সেই অনুবাদ দ্বারা অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয়।  
 আর যেখানে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ অর্থবাদ, সেখানে গুণবাদদ্বারা প্রবৃত্ত  
 হইয়া থাকে। আর যেখানে উক্ত উভয়ই নাই, সেইখানে প্রমাণা-  
 ন্তরাতাবহেতু গুণবাদ কিম্বা প্রমাণান্তরের অবিরোধ হেতু অর্থবাদই  
 বিদ্যমান থাকে? এইরূপ প্রতীতিবলে বিদ্যমান অর্থবাদই আশ্রয়ণীয়,  
 গুণানুবাদ আশ্রয়ণীয় নহে। এইরূপেই মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর  
 দেখ, বিধিদ্বারা ইজাদি দেবোদ্দেশে হবিঃপ্রদান জানা যায় এবং  
 তাহাতে ইজাদির স্বরূপ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু যে যে দেবতা আক্রু-  
 ত হয় না, তাহাদিগকে হবিঃপ্রদান করা যায় না। ঋতিতে উক্ত আছে  
 যে, যে দেবতাকে হবিঃপ্রদান করা যায়, বসট্কারপূর্বক তাহাকেই  
 প্রদান করিবে। পরন্তু শব্দমাত্র অর্থস্বরূপ নহে, যেহেতু শব্দ ও অর্থ ইহা-  
 দিগের ভেদ আছে। তাহাতে মন্ত্র ও অর্থবাদে যেরূপ ইজাদির স্বরূপ,  
 প্রমাণত হওয়া যায়, শব্দ প্রমাণদ্বারা তাহা খণ্ডন করা যায় না। ইতিহাস  
 গাণি ও উক্ত ব্যাখ্যাত মার্গানুসারে মন্ত্রার্থবাদমূলহেতু দেবতাদির  
 এই অপেক্ষিত করিয়াছে এবং দেবাদিবিগ্রহ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহাও সম্ভব  
 হইবে। দেবশরীর আমাদের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও পূর্বতন আখ্যা-

প্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং । তথাচ ব্যাসাদিরো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্বৰ্য্যতে । বস্তু ক্রমাদিদানীন্তনানামিব পূৰ্বেবামপি নাস্তি দেবতাভিঃ ব্যবহৰ্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ । ইদানীমিবচ নাস্তদ্যপি সার্কভৌমঃ ক্ষত্রিয়োহস্তীতি ক্রমাৎ ততশ্চ রাজহর্যাদি চৌদনা উপরুক্ষ্যাৎ । ইদানী মিবচ কালান্তরেহপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্রমনর্থকং কুৰ্য্যাৎ । তস্মা কৰ্ম্মোৎকৰ্ষবশাচ্চিরন্তনাং দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরিত্বমিতি শ্রিয়াতে । অপিচ স্মরন্তি স্বাধ্যায়াদিদেবতানস্প্রযোগ ইত্যাদি । যোগোহপ্যপি মাতৈদ্যস্বৰ্গ্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্বৰ্গ্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যা-  
খ্যাতুং । ঋতিশ্চ যোগমাহাৰ্য্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি পৃথিব্যাপ্তেজোহিনিলণে সমুৎথিতে পঞ্চাঙ্কে যোগধ্বনে প্রবৃত্তে । ন তস্ত রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ

গণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ছিল । ব্যাসাদিরা দেবতাদির সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিতেন, ইহা স্মৃতি প্রমাণে উক্ত আছে । যাহারা বলেন, যেমন আধুনিক লোকদিগের দেবপ্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ পূৰ্ব্বতন ঋষিদিগেরও দেবতাদিগের সাক্ষাৎ ব্যবহারের শক্তি ছিল না, তাহারা জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না ; সুতরাং তাহাদিগের মতে এইক্ষণ যেমন ক্ষত্রিয় সার্কভৌম রাজা নাই, সেইরূপ অন্ত কোন কালেও ক্ষত্রিয় সার্কভৌম রাজা ছিল না, ইহাও বলিতে পারা যায় । অতএব পূৰ্বে যে রাজহর্যাদি যোগ হইয়াছে, তাহাও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর ইদানীন্তনের ভায় কালান্তরেও বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মের অব্যবস্থা জানা যায়, তাহাহইলে ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্র অনর্থক হইয়া উঠে ; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ধৰ্ম্মোৎকৰ্ষবশতঃ প্রাচীনগণ দেবগণের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিয়াছিলেন । স্মৃতি প্রমাণেও জানা যায় যে, স্বাধ্যায় দ্বারাই ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে । স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, যোগসাধন করিলে অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয় ; সুতরাং কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না । ঋতিতেও যোগমাহাৰ্য্য প্রপঞ্চিত আছে, যিনি যোগ দ্বার ক্রিতি, জল, তেল, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের গুণ জানিতে পারেন,

শুগম্য তদনাদরপ্রবণাতদা দ্রবণাং সূচাতেহি ॥ ৩৪ ॥

প্রাপ্তস্ত যোগাগ্নিময়ং শরীরং ইতি । ঋষীগামি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং  
নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তং তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপূরাণং । লোক-  
প্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রা-  
দিভ্যো দেবাদীনাম্ বিগ্রহবজ্রাদ্যবগমঃ । ততশ্চার্বিষাদিসম্ভবাহুপপন্নো  
দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যার মধিকারঃ । ক্রমমুক্তিদর্শনান্তপ্যেবমেবো-  
পদ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

যথা মহুয্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকারউক্ত  
স্তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্ত্রাপ্যধিকারঃ স্তাদিত্যেতামা-  
শঙ্কাং নিবর্তয়িতুং ইদমধিকরণমারভাতে । তত্র শূদ্রস্ত্রাপ্যধিকারঃ স্তাদিতি  
তাবৎপ্রাপ্তং অর্বিষসাম্যর্থয়োঃ সম্ভবাৎ তস্মাদুজ্জো যজ্ঞেনবরুপ্তইতি-  
বৎ শূদ্রোবিদ্যাযামনবরুপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ । যচ্চ কর্ম্মঅনধিকার-  
কারণং শূদ্রস্ত্রানগ্নিত্বং ন তবিদ্যাস্বধিকারস্থাপবাদকিং । ন হাহবনীরাদি-

তাহার রোগ, জ্বর বা মৃত্যু হয় না, পরন্তু যোগাগ্নিময় শরীর লাভ হয় ।  
অতএব মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শী ঋষিদিগের সামর্থ্য, আমাদিগের সামর্থ্যের সহিত  
তুলনা করা যুক্ত হয় না ; সুতরাং সম্ভবসম্বন্ধে লোকপ্রসিদ্ধিকে নিরা-  
লম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে । অতএব মন্ত্রাদি হইতেই দেবাদির যে শরীর  
আছে, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে এবং দেবাদির প্রার্থনা আছে  
বলিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, এইরূপেই ক্রমত মুক্তি-  
লাভ হয়, ইহা উপপন্ন হইল ॥ ৩৩ ॥

যেমন মহুয্যের বিদ্যাধিকারে নিয়মপ্রদর্শনপূর্ব্বক দেবাদিরও বিদ্যা-  
ধিকার উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মণের বিদ্যাধিকারনিয়ম দ্বারা  
শূদ্রেরও অধিকার হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বক্ষ্যমাণ আখ্যা-  
য়িকার আরম্ভ করিতেছেন ।—এইক্ষণ শূদ্রেরও বিদ্যাধ্যয়নে সামর্থ্য ও  
প্রার্থনা সম্ভব হেতু বিদ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, বাস্তবিক শূদ্র  
যেমন যজ্ঞেতে অনধিকারী, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকারী, এইরূপ



রহিতেন বিদ্যা বৈদিত্বং নশক্যতে । ভবতিচ লিঙ্গং শূদ্রাধিকারন্তোপো-  
 দ্বলকং সংসর্গ বিদ্যায়াঃহি জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং গুরুশ্রুৎ শূদ্রশকেন  
 পরামৃশতি 'অহ হারে আ শূদ্রং ততৈব সহ গোভিরজ্ঞ' ইতি । বিদূরপ্রভৃ-  
 তয়শ্চ শূদ্রযোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নঃ স্মর্য্যন্তে তস্মাদধি-  
 ক্রিয়তে শূদ্রোবিদ্যাশ্রিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়না-  
 ভাবাৎ । অধীতবেদোহি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেধিক্রিয়তে নচ শূদ্র  
 বেদাধ্যয়নমন্তি উপনয়নপূর্ব্বকত্বাচ্ছেদাধ্যয়নশ্চ উপনয়নশ্চ চ বর্ণত্রয়  
 বিষয়ত্বাৎ । যদ্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যেইধিকারকারণং ভবতি ।  
 সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি । শাস্ত্রীয়েহর্থে  
 শাস্ত্রীয়শ্চ সামর্থ্যত্বাপেক্ষিতত্বাৎ । শাস্ত্রীয়ত্বাসামর্থ্যত্বাধ্যয়ননিরাকরণেন  
 নিরাকৃতত্বাৎ । যচ্চেনং শূদ্রোযজ্ঞেইনবরূপ ইতি তৎ ত্রায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যা-

নিষেধ শ্রবণ নাই । আর শূদ্রের যে বৈদিক কার্য্যে ও অধিকার্য্যে অধি-  
 কার নাই, ইহাও বিদ্যাধিকারের অপবাদক নহে, পরন্তু যাহারা আহব-  
 নীয়াদিতে অনধিকারী, তাহারাই ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে পারে না । কিন্তু  
 "অহ হারে আ শূদ্রং ততৈব সহ গোভিরজ্ঞ" এই শ্রুতিই শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যা-  
 ধিকারের পোষক । জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ নামে কোন ব্যক্তি গুরুগুরুশ্রু-  
 ত্তিরিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানেও শূদ্রের অধিকার দেখা  
 যায় এবং বিদূরপ্রভৃতির শূদ্রযোনিপ্রভব হইয়াও বিশিষ্ট জ্ঞান  
 সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহা স্মৃতিতে লিখিত আছে ; সুতরাং শূদ্রেরও  
 বিদ্যাধিকার জানা যাইতেছে । ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু  
 শূদ্রের বেদাধ্যয়নে নিষেধ আছে, অতএব তাহার বিদ্যাধিকার নাই,  
 বাস্তবিক যাহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ পরিগ্রহ করিতে পারিয়া-  
 ছেন, তাহাদেরই বেদপ্রতিপাদ্য বিদ্যাতে অধিকার জানা যায়, শূদ্রের  
 বেদাধ্যয়ন নাই, যেহেতু উপনয়নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, ইহাই  
 শাস্ত্রের নিয়ম এবং সেই উপনয়ন ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্র-  
 যের পক্ষেই বিহিত । শূদ্রের যে প্রার্থনা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের

কত্রিয়ত্বগতেশ্চোক্তরত্ন চৈত্রেরথেনলিন্দীং ॥ ৩৫ ॥

সামগ্যবন্ধুত্বং দ্যোতয়তি । ত্রায়শ্চ সাধারণত্বাৎ । যৎ পুনঃ সংসর্গ-  
বিদ্যাগামেবৈকত্বাৎ শূদ্রমধিকুর্যাৎ তদ্বিসয়ত্বাৎ ন সর্বাস্থ বিদ্যাশ্চ অর্থ-  
বাদত্বাৎ নতু কচিদপ্যয়ং শূদ্রমধিকর্তু যুৎসহতে । শকাতেচায়ং শূদ্রশব্দো-  
হধিকৃতবিষয়ে যোজয়িতুং । কথমিত্রাচ্যতে কংবরএনমেতৎ সন্তঃ সমুপা-  
নমিব রৈকমাখেত্যান্মাদধ্বংসবাক্যাদায়নোহনাদরঃশ্রুতবতো জানশ্রুতেঃ  
পৌত্রায়ণশ্চ শুশ্রূষপেদে তামৃষীরৈকঃ শূদ্রশব্দেনানেন হৃচয়াবভ্বাঘনঃ  
পরোক্ক্ষানশ্চ খ্যাপনায়েতি গণ্যতে । জাতিশূদ্রস্তানধিকারাৎ । কথং  
পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুশ্রূষপণা হৃচ্যতে ইতি । উচ্যতে তদা দ্রবণাছুচমভিহৃত্রাব  
শুচাবাভিহৃত্রবে শুচাবা রৈকমভিহৃত্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাৎ ক্রত্বার্থস্ত-  
চাসম্ভবাৎ । দৃশ্যতে চায়মর্থোহস্তামাখ্যারিকায়ং ॥ ৩৪ ॥

ইতচ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ যৎকারণং প্রকরণনিরূপণেন

কারণ হয় না, সামর্থ্য না থাকিলে কেবল প্রার্থনায় কোন ফল হইতে  
পারে না । পরন্তু কেবল লৌকিক সামর্থ্যও বিদ্যাধিকারের কারণ  
নহে, শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্যই কারণ হয় । কিন্তু বেদাধ্যয়ন  
নিষেধ দ্বারাই শূদ্রেব শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিরাকৃত হইয়াছে । বিশেষতঃ  
শূদ্রের যে যজ্ঞেতে অনধিকার, তাহা ত্রায়পূর্বকহেতু বিদ্যাবিষয়ে  
অনধিকার জানাইতেছে । যেহেতু ত্রায়কে সাধারণেই গ্রহণ করিয়া  
থাকে । আর যে সংসর্গ বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার প্রবণ আছে, তাহাও  
বেদবিদ্যাধিকারের কারণ নহে, যেহেতু তাহাতে ত্রায় নাই, ত্রায়কখন  
থাকিলেই লিপ্সদর্শন দ্যোতক হয় । অতএব জানা যায় যে, শূদ্রের কেবল  
এক সংসর্গ বিদ্যাতেই অধিকার আছে, সর্ববিদ্যাতে অধিকার নাই । পরন্তু  
অর্থবাদপ্রযুক্ত কোনরূপেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার হইতে পারে না ।  
ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বাহারা জাতিশূদ্র, তাহাদিগেরই বেদ  
বিদ্যাবিষয়ে অনধিকার, এই হেতুই জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের সংসর্গ বিদ্যা-  
ধিকার হইয়াছিল । ৩৪ ।

পূর্বে যে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির বিদ্যাধিকার উক্ত হইয়াছে, তাহার

## সংস্কারপরায়ণাং তদভাবান্তিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

কত্রিয়ত্বমতোত্তরত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারণা কত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাং  
লিপ্তাঙ্গম্যতে । উত্তরত্র হি সংসর্গবিদ্যাবাক্যশেষে চৈত্ররথিভি-  
প্রতারো কত্রিয়ঃ সঙ্কীৰ্ত্যতে । অথহ শৌনকক কাপেয় মভিপ্রতারণক  
কাক্সেসিনিং হৃদেন পরিবিশ্রুমানো ব্রহ্মচারী বিভিক্ত ইতি । চৈত্ররথিং  
চাভিপ্রতারণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যং । কাপেয় যোগোহি চৈত্ররথস্তাব-  
গতঃ । এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাঙ্গয়মিতি । সমানাদ্বয়াজি-  
নাক প্রায়েণ সমানাদ্বয়া যাজকা ভবন্তি । তস্মাচ্চৈত্ররথিনির্নামৈকঃ কত্র-  
পতি রজায়ত ইতিচ কত্রজাভিভাবগমাং কত্রিয়ত্বমভাবগন্তব্যং । তেন  
কত্রিয়েণাভিপ্রতারণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীৰ্তনং জ্ঞানশ্রুতেরাপ  
কত্রিয়ত্বং স্মৃচয়তি । সমানামেবহি প্রায়েণ সমভিব্যাহারাভবন্তি । কত্ব-  
প্রেষণাদৈধ্যর্থ্যযোগাচ্চ জ্ঞানশ্রুতেঃ কত্রিয়ত্বাবগতিঃ । অতোন শূদ্রত্বাধি-  
কারঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতচ্চ ন শূদ্রত্বাধিকারো যদিহা প্রদেশেষু পুনরনাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরা-

বিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন ।—জ্ঞানশ্রুতি শূদ্রত্বাভি ছিলেন না, তিনি যে,  
কত্রিয় ছিলেন, তাহাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে, চৈত্ররথনামক কত্রি-  
য়ের সমভিব্যাহার হেতু জ্ঞানশ্রুতির কত্রিয়ত্ব জ্ঞান বায় । পরন্তু সংসর্গ-  
বিদ্যার বাক্যশেষে চৈত্ররথ কত্রিয় বলিয়া কীৰ্ত্তিত আছে । বিশেষত  
“অথহ শৌনকক কাপেয় মভিপ্রতারণক কাক্সেসিনিং হৃদেন পরিবিশ্রু-  
মানো ব্রহ্মচারী বিভিক্ত” ইত্যাদি শ্রুতিতেই চৈত্ররথের কত্রিয়ত্ব প্রমাণী-  
কৃত হইয়াছে । অতএব চৈত্ররথের সমানাদ্বয়জাতিপ্রযুক্ত জ্ঞানশ্রুতি  
যে কত্রিয় ছিলেন, তাহা জ্ঞান বাইতেছে । বিশেষতঃ জ্ঞানশ্রুতি  
কত্রিয়েণৈত ঐধ্যর্থ্যযোগহেতুই তাহাকে কত্রিয় বলিয়া জ্ঞান বাই-  
তেছে ; অতরাং শূদ্রের যে বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই প্রমাণীকৃত  
হইল ॥ ৩৫ ॥

শূদ্রের যে বেদবিদ্যাধিকার নাই, তাহাতে বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

মুদ্রান্তে । তং হোপনিন্যে অধীহি ক্ষগব ইতি হোপসাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ  
পরং ব্রহ্মাধেষমাণা এবহ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতীতি তেহ সমিৎপাণয়ে। ভগ-  
বন্তং পিঙ্গলাদমুগসমা ইতিচ তান হামুগনীয়েবেতাপি প্রদর্শিতবোপ-  
নয়নপ্রাপ্তিৰ্ভবতি । শূদ্রস্ত চ সংস্কারাভাবোহিডিলপ্যাতে শূদ্রশ্চতুর্ধোবর্ণ  
একজাতিরিত্যেকজাতিত্বয়রণেন ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ চ সংস্কার  
মহীতীতাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতঃচ ন শূদ্রস্তাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রস্বাভাবে নির্দ্ধারিতে  
জাবালং গোতম উপনেতু মনুশাসিতুক প্রববৃত্তে । নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তু-  
মহীতি সমিধং সোম্যাহ রোপস্তা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতিশ্রুতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৭ ॥

করিতেছেন ।—বিদ্যাধিকারবিষয়ে উপনয়নাদি সংস্কারের অবশ্যকর্তব্যতা  
আছে । শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিগণ উপনয়ন করাইয়া  
বেদাধ্যয়ন করাইতেন, অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারিগণ সমিধ-  
গ্রহণপূর্বক গুরুসমীপে উপস্থিত হইলে গুরুগণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদান করিতেন ;  
অতরাং ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা জানা যায়, শূদ্রের  
উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ আছে, অতএব তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার  
নাই ॥ ৩৬ ॥

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই, এই বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করি-  
তেছেন ।—শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সত্যবচন দ্বারা জাবালের শূদ্রস্বা-  
ভাব নির্দ্ধারিত হইলেই গোতম তাহাকে উপনীত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার  
অনুশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । যাহারা অব্রাহ্মণ তাহারা কখনও  
বলিতে পারে না যে “আমরা সমিধাদান করিয়াছি, আমাদেরগকে বেদ-  
বিদ্যাপ্রদান কর ।” ব্রাহ্মণাদিরাই উক্তরূপ বাক্য বলিয়া বেদাধ্যয়ন করি-  
য়াছেন ; অতরাং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতঃ ন শূদ্রাধিকারো যদন্ত স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধোভবতি  
বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধঃ স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধঃ  
শূদ্রস্ত স্মর্য্যতে । শ্রবণপ্রতিষেধ স্তাবদধাত্ত বেদমুপশৃণুত জ্ঞপুজতুভ্যাং  
শ্রোত্রে প্রতিপূরণমিতি । পদ্যহ বা এতৎ অশানঃ যছদ্রস্তস্মাৎ শূদ্রসমীপে  
নাধ্যোতবামিতি চ । অতএবাধ্যয়নপ্রতিষেধো যন্ত হি সমীপেইপি নাধ্যো-  
তব্যাঃ ভবতি স কথং প্রতিষেদীয়ীত । ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ-  
ধারণে শরীরভেদ ইতি । অতএব চার্খাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো-  
ভবতি । ন শূদ্রাঃ মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যাদানমিতি  
চ । যেষাং পুনঃ পূৰ্ণকৃতসংস্কারবশাৎ বিদূরধৰ্ম্মব্যাপ্তভূতীনাং জ্ঞানো-  
পত্তি স্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুং জ্ঞানৈশ্চ কাস্তিকফলত্বাৎ ।

শূদ্রের যে ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই, তাহার কারণান্তর প্রদর্শিত  
হইতেছে।—যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থপরীক্ষণ ও  
বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিষেধ আছে, অতএব শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার  
নাই । স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা-  
হইলে গীস ও লাঞ্চাদ্বারা তাহার কর্ণ পূর্ণ করিয়া রাখিবে । আর শূদ্র  
সমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে না, এইরূপ নিষেধ আছে, এইরূপ জ্ঞান-  
বাইতেছে যে, যাহার নিকটে অপরে বেদাধ্যয়ন করিতেও নিষেধ হইল,  
সে কোন রূপেও বেদাধ্যয়ন করিতে পারে না । স্মৃতিতে ইহাও লিখিত  
আছে যে, শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে এবং  
যে শূদ্র বেদাধ্যয়ন করে, তাহার শরীর ছেদন করিবে । যখন এইরূপে  
শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইল, তখন যে অর্থ পরীক্ষণ ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান  
নিষিদ্ধ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? প্রতি প্রমাণ আর জ্ঞান যার দে,  
শূদ্রকে বেদাধ্যয়নের অনুমতিও দিবে না । বিদূর ও ধৰ্ম্মব্যাপ্ত প্রভৃতির যে  
মৌল্যাত হইয়াছিল, তাহাতে পূৰ্ণ জন্মকৃত জ্ঞানই কারণ, যদি একবার  
জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাহইলে সেই জ্ঞান অবশ্যই ফলোৎপাদন করিবে,

প্রারম্ভেচতুরোবর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্লগ্ন্যাধিকারস্বরণাং ।

বেদপূর্বকস্ত নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতং ॥ ৩৮ ॥

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোহধিকারবিচারঃ প্রকৃতামেব ইদানীং বাক্যার্থ-  
বিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ । যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্বং প্রাণ এজতি নিঃশ্বতঃ  
মহত্ত্বং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তীতি । এতদ্বাক্যং এজ্ কল্পন  
ইতি ধাত্বর্থাভুগমাৎ লক্ষিতং । অগ্নিন্ বাক্যে সৰ্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং  
প্পদ্যতে । মহচ্চ কিঞ্চিদ্রসকারণং বজ্রশক্তিং উদ্যতং তদ্বিজ্ঞানান্ধামৃতত্ব-  
প্রাপ্তিরিতি জ্ঞায়তে । তত্র কোহসৌ প্রাণঃ কিঞ্চ তত্ত্বয়ামকং বজ্রমিত্য-  
প্রতিপত্তেক্ষিচায়ে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তিস্বায়ুঃ প্রাণ  
ইতি প্রসিদ্ধেরেব চাশনির্লজ্জং স্তাদ্বায়োশ্চেন্দ্রং মাহাত্ম্যং সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে । কথং  
সৰ্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠায়েজতি বায়ুনিমিত্ত-

এই নিমিত্তই বিদ্রাদির মোক্ষ হইয়াছিল । “প্রারম্ভেচতুরো বর্ণান” এই  
বচন প্রমাণে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতিহাস ও পুরাণই চারি  
বর্ণকে শ্রবণ করাইতে পারে । কেবল ইতিহাসাদিতেই চতুর্লগ্নের অধি-  
কার আছে । কিন্তু বেদপাঠপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিবে, অত-  
এব ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে ॥ ৩৮ ॥

প্রসঙ্গত যে অধিকারবিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পর্য্যবসিত  
হইল, এইক্ষণ পুনর্বার প্রকৃত বিচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে ।—কাঠক প্রতিভে  
লিখিত আছে যে, সকল জগৎই প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, চিদাত্মা প্রাণেই  
চেষ্টা করে, অর্থাৎ প্রাণই জগৎকে প্রেরণ করিতেছে । সেই প্রাণাত্ম্য  
ব্রহ্মই বজ্রের স্তায় ভয় হেতু । বাহারা এই প্রাণাত্ম্য মহাব্রহ্মকে জানিতে  
পারেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন । এই প্রাণ কে এবং কেনই বা তাহা  
বজ্রের স্তায় ভয়ের কারণ, এই বিচারে জানা যাইতেছে যে, পঞ্চবৃত্তি  
বায়ুই প্রাণ, বজ্র যে ভয়হেতু তাহাতেও বায়ুই কারণ, অতএব প্রাণই  
ভয়হেতু । আর কেনই এই সকল জগৎ প্রাণশক্ত্যক পঞ্চবৃত্তি বায়ুতে

মেব চ মহত্ত্বানকং বজ্রমুৎপদ্যতে । বায়ৌ হি পর্য্যভাবেন বিবর্তমানে  
 বিদ্যাস্তনরিত্ববৃষ্ঠ্যশনয়ো নিবর্তন্ত ইত্যচক্ষতে । বায়ুবিজ্ঞানাদেব চেদ-  
 মমৃতত্বম্ । তথা হি ঐশ্যন্তরম্ বায়ুরেব ব্যাপ্তিকায়ুঃ সমষ্টিপ- পুনর্মু-  
 রতি য এবং বেদেতি তন্মাবায়ুরমিহ প্রতিপত্তব্য ইত্যোং প্রাপ্তে ক্রমঃ ।  
 ত্রৈলোক্যমিহ প্রতিপত্তব্যং কুতঃ পূর্বোত্তরালোচনাং । পূর্বোত্তরয়ো-  
 গ্রহভাগয়োত্রৈলোক্যং নিদিশ্যমানমূলভামহে ইহেব কথমকস্মাদপ্তবলে  
 বায়ুং নিদিশ্যমানং প্রতিপদ্যমহি । পূর্বত্র তাবৎ । “তদেব শুক্রস্তদ্বৎ তদ-  
 বায়ুচ্যতে । তস্মিন্মোকাঃ প্রিতাঃ সর্কে তদ্বনায়েতি কশ্চন” ॥ ইতি । ব্রহ্ম-  
 নিদ্বিষ্টঃ তদেবেহাপি সন্নিধানাং জগৎ সর্কং প্রাণ একতীতি চ লোকা-  
 শ্রয়শ্চপ্রত্যভিজ্ঞানান্নিদ্বিষ্টমিতি গম্যতে । প্রাণশকোহপ্যমং পরমায়াত্তেব  
 প্রযুক্তঃ প্রাণস্ত প্রাণমিতি দর্শনাং । একস্মিত্বমপীদং পরমায়াত্তন এবোপ-  
 পদ্যতে ন বায়ুমাভ্যস্ত তথাচোক্তম্ । “ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি

প্রতিষ্ঠিত হইয়া চেষ্টা করে । বায়ু নিমিত্তই মহাভয়ঙ্কর বজ্র উৎপন্ন হয়  
 এবং বায়ুই পৰ্জ্বলরূপে পরিণত হইলে বিদ্যাস্তন, মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্র এই  
 সকল হইয়া থাকে, ঐ বায়ুবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভ হয় । অল্প ঐশ্বর্য্যে  
 লিখিত আছে যে, বায়ুই ব্যাপ্তি, অর্থাৎ পৃথক্ভূত এবং বায়ুই সমষ্টি, অর্থাৎ  
 একতীভূত । যিনি এইরূপ জানেন, তিনিই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন,  
 অতএব বায়ুকেই জানিতে হইবে । ইহাতে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মকেই  
 জানিবে । যেহেতু পূর্বাপর ব্রহ্মপরিজ্ঞানই আলোচিত আছে, অর্থাৎ  
 পূর্বাপর গম্ভীর ব্রহ্ম নিদিশ্যমান বলিয়া জানা যায়, তবে এই স্থানে কেন  
 অকস্মাৎ বায়ু নির্দেশ হইতেছে । পূর্বোই প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনিই  
 শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম এবং তাহাকেই অমৃত বলা যায় । এই ব্রহ্মতেই লোক  
 আগ্রহ আছে, এই জগতের অল্প আশ্রয় নাই ; সুতরাং ব্রহ্ম নির্দেশই  
 উদ্দেশ্য । ব্রহ্মের সারিধাবশতই সকল জগৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া  
 আছে এবং সেই প্রাণ লোকের আশ্রয়ীভূত, এই নিমিত্তই প্রাণের নির্দেশ  
 হয় । বাস্তবিক প্রাণশব্দ পরমায়াতেই প্রযুক্ত হয়, এই হেতু “ব্রহ্মই প্রাণের  
 প্রাণ” এইরূপ দর্শন আছে । আর প্রাণ যে চেষ্টা করে, তাহাও পরমায়া

কশ্চন । ইতরে ন তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ” ॥ ইতি । উত্তরত্বাপি  
 “ভয়াদভ্যাগিস্তপতি ভয়ান্তপতি হৃদ্যঃ ভয়াদিহ্ম” চ বায়ু” চ মৃত্যুর্ধাবতি  
 পঞ্চমঃ” ॥ ইতি । অন্ধৈব নির্দেহ্যতে বায়ুঃ সবাযুক্তস্ত জগতো ভয়হেতুত্বা-  
 ভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ মহত্ত্বয়ং বজ্রমুদাতমিতি চ ভয়হেতুত্ব-  
 প্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দিষ্টমিতি গম্যতে । বজ্রশব্দোহপ্যয়স্তয়হেতুত্বসামান্তাৎ  
 প্রযুক্তঃ যথা হি বজ্রমুদাতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদ্যহমস্ত শাসনং ন  
 কুর্যামিত্যনেন ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ততে । এবমিদ-  
 মগ্নিবায়ুহৃদ্যাং কং জগদম্মাদেব ব্রহ্মণো বিভাগিয়মেন অব্যাপারে প্রবর্ততে  
 ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম । তথা চ ব্রহ্মবিষয়ং ঐত্যন্তরম্ ভীষা-  
 দ্ধাতঃ পবতে ভীষোদেতি হৃদ্যঃ ভীষায়াদগ্নিশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

কার্য্য, উহা বায়ু মাত্রেয় কার্য্য নহে । শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মানবাদিরা  
 প্রাণ বা অপানদ্বারা জীবিত থাকিতে পাবে না এবং অত্ৰ কেহই অত্ৰ  
 কোন কারণে জীবিত হয় না, কেবল পরমাত্মদ্বারাই সকল জীবিত আছে  
 এবং সেই ব্রহ্মই প্রাণাপান ইহারা আশ্রিত রহিত রহিয়াছে । আর উক্ত  
 আছে যে, পরমাত্মার ভয়েই অগ্নি পাকক্রিয়া সাধন করেন, সূর্য্য তাপ প্রদান  
 করেন, ইন্দ্র ও বায়ু ইহারাও তাহারই ভয়ে স্বপ্ন কথব্য কার্য্য করিতেছেন  
 এবং মৃত্যুও তাহারই ভয়ে সংহার করিয়া থাকেন । অতএব ব্রহ্মনির্দেশই  
 উদ্দেশ্য, বায়ুনির্দেশ উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু বায়ুর সহিত ব্রহ্মই জগতের  
 ভয় কারণ ইহা কথিত আছে । এই নিমিত্তই উদ্যত বজ্রের দ্বায় মহা-  
 ত্বয়হেতুত্বকথনপ্রযুক্ত বায়ুনির্দেশ উক্ত হইয়াছে এবং ভয়হেতু বিধায়  
 প্রযুক্ত হইয়াছে । যদি আমি তাহার শাসনে নিযুক্ত না থাকি, তবে এই  
 উদ্যত বজ্র আমার মস্তকে পতিত হইবে, এই ভয়েই লোক সকল সেই  
 রাজার শাসনপালনে প্রবৃত্ত হয় । এইরূপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি  
 জগৎও এই ব্রহ্মের ভয়ে ভীত হইয়া নিয়মপূর্ব্বক স্বপ্ন ব্যাপার সাধনে  
 প্রবৃত্ত আছে । এই হেতু ব্রহ্ম বজ্রের দ্বায় ভয়ানক বলিয়া জানিবে,  
 ব্রহ্মবিষয়ক ঐত্যন্তর প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু গমন  
 করিতেছেন, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, অগ্নি ও ইন্দ্র ইহারাও তাহার ভয়ে



କ୍ଷେପାତିର୍ଦ୍ଦଶନାଂ ॥ ୪୦ ॥

ইত্যমৃতত্বফলপ্রবণাদপি ব্রহ্মবেদমিতি গম্যতে । ব্রহ্মজ্ঞানাক্যামৃতপ্রাপ্তিঃ  
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্নঃ পশ্য । বিদ্যাতেহন্ননামেতি মন্তবর্ণাৎ ।  
যন্ত বাবুবিজ্ঞানাত্ কচিদমৃতত্বমভিহিতন্ তদাপেক্ষিকম্ তত্রৈব প্রকরণা-  
ন্তবকরণেन परमात्मनमभिधाय अतोऽङ्गदार्ढ्यमिति बाष्पादेशार्द्धत्वाभिधा-  
नात् । प्रकरणद्वयात् परमात्मनिश्चयः । अङ्गद्वयधर्मादङ्गाधर्मादङ्गायां  
कृत्वाकृतां अङ्गद्वयभूतान् अव्याज्य वत् तत्पञ्चसि तद्वद ॥ इति परमात्मनः  
पृष्ठद्वयात् ॥ ७२ ।

এব সঙ্গসাধোহাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য যেন  
 রূপেণাভিনিশ্চা্যত ইতি শ্রুতে তত্র সংশয়াতে কিং জ্যোতিঃশব্দঃ চক্-  
 র্দিব্যং তমোহপঃ তেজঃ কিং বা পরং ব্রহ্মেতি কিং তাবং প্রাপ্তম্  
 প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি কুতঃ তত্র জ্যোতিঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ।

স্ব স্ব কর্তব্য কার্য সাধন করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে বশ-  
কালে ধাবিত হয়। এইরূপে অমৃতত্বফলপ্রবণহেতু ব্রহ্মই জানিবে এবং  
ব্রহ্মবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। মন্ত্রবর্ণে জানা যায় যে, তাহাকে জানি-  
রাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে মৃত্যু অতিক্রমের  
আর পন্থা নাই। বায়ুবিজ্ঞানে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি উক্ত আছে, তাহাও  
ব্রহ্মোপেক্ষিত। প্রকরণান্তরকরণেও ব্রহ্মই কারণ বলিয়া উক্ত আছে,  
বায়ু প্রভৃতি অন্ত্র সকলই 'আর্ত', অর্থাৎ ক্ষুদ্রস্বকী। যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের  
অতিরিক্ত, যাহা এই কৃতাকৃত হইতে অতীত, যাহা জুত ও ভবিষ্যতের  
পরবর্তী, তাহাকে দর্শনকর ও তাহাকে কীর্তন কর। এইরূপে পরমায়-  
জ্ঞানই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীতমান হইতেছে । ৩৯ ॥

ছানোগ্যক্রতিতে লিখিত আছে যে, এই শরীর হইতে উথিত হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্তি পূর্বক আত্মস্বরূপে অতিনিষ্শর হয়। এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ কি চক্ষুর বিষয়ীভূত তমোপহারী তেজঃ পর, অথবা পরঃক্রমবাচক ? বাস্তবিক জ্যোতিঃ শব্দের তেজার্থই প্রসিদ্ধ

জ্যোতিঃচরণাভিধানাদিত্যাহি প্রকরণং জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থঃ পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ততে । ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে । তথা চ নাড়ীথণ্ডে অথ যত্নৈতদস্মাৎ শরীরাত্মকামত্যৈথৈতরেব রশ্মি-  
ভিন্নরূপাক্রমত ইতি মুমুক্শোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-  
শব্দম্ কস্মাদ্দর্শনাৎ । তস্ত হীহ প্রকরণে বক্তব্যম্বেনামুত্বিত্তিদ্ভূতে । য  
আত্মাপহতপাপেতাপহতপাপ্যাদিগুণকশাস্মনঃ প্রকরণাদাবেষ্টব্যেতেন  
বিজ্ঞানাসিতব্যেতেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতেনেব তে ভূয়োহনুব্যাত্মাত্মমীতি  
চানুসন্ধানাৎ অশরীরঃ বাব সন্তঃ ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীর  
তায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরশাভিধানাৎ ব্রহ্মভাবাচ্ছাদ্যশরীরতানুপপত্তেঃ  
পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ । যত্নুক্তং মুমুক্শো-

যেহেতু উক্তার্থেই জ্যোতিঃ শব্দের রূঢ় আছে । এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে,  
“জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ” এই সূত্রে প্রকরণ বশতঃ জ্যোতিঃশব্দ স্বার্থ  
পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদক হয় । কিন্তু এইরূপ স্বার্থপরিত্যাগে  
কোন কারণ দেখা যায় না । নাড়ীথণ্ডে লিখিত আছে যে, যখন প্রাণ এই  
শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখনই রশ্মিধারা উর্দ্ধে আক্রমণ করে, এই-  
রূপে মুমুক্শুদিগের আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে ; সুতরাং প্রসিদ্ধার্থেই  
জ্যোতিঃশব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত, <sup>\*</sup>কিরূপে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচক হইতে  
পারে ? এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে, জ্যোতিঃশব্দে পরংব্রহ্মই বুঝিতে  
হইবে, যেহেতু এই প্রকরণে ব্রহ্মেরই অনুবৃত্তি দেখা যায় । “য আত্মা অপ-  
হতপাপা” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকরণ বশতঃ অপহতপাপ্যাদি গুণ-  
বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অবেষণ ও ব্রহ্মেরই জ্ঞানেচ্ছা জানা যাইতেছে, আর  
“অশরীরঃ বাব প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত” ইত্যাদি শ্রুতিতে অশরীরতা প্রতি-  
পাদনার্থেই জ্যোতিঃশব্দেব কথনহইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মভাবহেতুই  
ব্রহ্মভিরিক্তে অশরীরতার অনুপপত্তি আছে । আর “পরং জ্যোতিঃ স  
উত্তমঃ পুরুষঃ” এইরূপে ব্রহ্মের জ্যোতিঃশব্দেব বিশেষণ উক্ত হইয়াছে ।  
মুমুক্শুদিগের যে আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে, তাহাতেও ঐকান্তিক

আকাশোইর্থাস্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

রাদিত্যপ্রাপ্তিরতিহিতেন ন চাসাবাত্যস্তিকো মোক্ষো গভ্যাক্রান্তিসম-  
কাতঃ । ন হি আত্যস্তিকে মোক্ষে গভ্যাক্রান্তৌ স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশো হৈবৈ নাম নামরূপয়োনির্কীৰ্ত্তিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তদ-  
মৃতং স আশ্রয়তি শ্রয়তে । তৎ কিমাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধ-  
মেব ভূতাকাশমিতি বিচারে ভূতপরিগ্রহো যুক্তঃ আকাশশব্দস্ত তস্মিন  
রূঢ়ত্বাৎ নামরূপনির্লহণস্ত চাবকাশদানদ্বারেন তস্মিন যোজয়িতুং শক্য-  
ত্বাৎ । অষ্টত্বাদেব স্পষ্টস্ত ব্রহ্মলিঙ্গত্বাপ্রবণাৎ ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমভী-  
ষতে । পরমেব ব্রহ্মেহাকাশশব্দং ভবিতুমহতি কস্যাৎ অর্থাস্তরত্বাদিব্যপ-  
দেশাৎ তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি হি নামরূপাত্ম্যমর্থাস্তরভূতমাকাশং ব্যপ-  
দিশতি । ন চ ব্রহ্মণোহন্তরামরূপাত্ম্যমর্থাস্তরং সম্ভবতি সৰ্ব্বস্ত বিকার-  
জাতস্ত নামরূপাত্ম্যমেব ব্যাকৃতত্বাৎ । নামরূপয়োরাপি নির্লহণং নিবন্ধনং

মোক্ষ নহে, কারণ উহাতে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আত্য-  
স্তিক মোক্ষে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ নাই ॥ ৪০ ॥

“আকাশো বৈ নামরূপয়ো নির্কীৰ্ত্তিতা” ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে  
আকাশশব্দ উক্ত আছে, তাহা কি পরং ব্রহ্মবাচক, অথবা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ  
প্রতিপাদক ? এই বিচারে প্রথমতঃ ভূতাকাশই যুক্ত হইতেছে, যেহেতু  
রূঢ়িবশতঃ আকাশশব্দ ভূতাকাশেই প্রসিদ্ধ আছে । ইহাতে আকাশ  
যে নাম রূপের নির্লাভক, তাহাও অসম্ভব হয় না, কারণ অবকাশ দ্বারা  
ভূতাকাশ নামরূপের নির্লাভক হইতে পারে । “আকাশস্তলিঙ্গত্বাৎ” এই  
শব্দেই ভূতাকাশের সূক্ষ্মকর্তৃত্ব নিষেধ হইয়াছে ; অতরাং আকাশশব্দে  
ভূতাকাশই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত  
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আকাশশব্দে পরং ব্রহ্মই জ্ঞানিতে হইবে, যেহেতু  
অর্থাস্তরত্বাদির কণন আছে, অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অর্থাস্তরভূত আকাশই  
কথিত হয় । বাস্তবিক ব্রহ্মলিঙ্গ নামরূপদ্বারা অর্থাস্তর সম্ভব নাই, সকল  
বিকারী ভূত পদার্থই নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত হইয়া থাকে । আর ব্রহ্মের অন্তর

## অমৃত্যুংক্রান্তোভেদেন ॥ ৪২ ॥

ন ব্রহ্মণোহিত্যং সম্ভবতি । অনেন জীবেনাম্মনাসুপ্রবিশ্চ নামরূপে ব্যাক-  
রবাণীতি ব্রহ্মকর্তৃত্বশ্রবণাৎ । নমু জীবস্তাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং  
নির্যোচ্যমস্মি । বাচ্যমস্মি অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ । নামরূপনির্লক্ষণাভি-  
ধানাদেব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমাভিহিতং ভবতি । তৎত্রৈলোক্যং তদমৃতং স  
আম্র্যেতি চ ব্রহ্মবাদস্ত লিঙ্গানি । আকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যস্তায়ং প্রপঞ্চঃ ॥ ৪১ ॥

ব্যাপদেশাদিত্যমুপবর্ততে বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে কতম আম্র্যেতি  
যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদস্তজ্জ্যোতিঃ পুরুষ ইত্যুপক্রমা ভূয়ানাম্ম-  
বিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ । তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্মাধ্যানপরং বাক্য-  
ভাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমিতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং সংসারি-  
রূপমাত্মবিষয়মেবেতি । কৃতঃ উপক্রমোপসংহারাত্যাং । উপক্রমে  
যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু শরীরলিঙ্গাং উপসংহারে চ স বা এষ

নামরূপের নির্লক্ষণকতা সম্ভব হইতে পারে না । “আমি এই জীবাত্মাদ্বারা  
প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব” এইরূপে ব্রহ্মের স্রষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণ  
লাভে । যদি বল, জীবের যে নামরূপ নির্লক্ষণকর্তৃত্ব আছে, তাহাতে অভেদ  
বিকা হইয়াছে, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিবক্ষা করিয়াই জীবের  
নামরূপনির্লক্ষণকর্তৃত্ব স্বীকৃত আছে । বস্তুতঃ নামরূপনির্লক্ষণকখনই  
স্রষ্টিকর্তৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । “সেই ব্রহ্ম সেই অমৃত,  
এবং সেই আত্মা” এই সকলই ব্রহ্মলিঙ্গ জানিবে । পরন্তু “আকাশ  
স্তল্লিঙ্গাৎ” এই সূত্রেই উক্ত বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে লিখিত আছে যে, জনক যাজ্ঞ-  
বল্ক্যে নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পদার্থ আমাদের  
বুদ্ধির গোচরীভূত হয়, ইহাদিগের মধ্যে আত্মা কে ? জনকের এই প্রশ্নে-  
যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি প্রাণ ও বুদ্ধির অতিরিক্ত, হৃদয়ের অন্তর্কর্ত্তা  
যাতিশ্রয় পূর্ণ পুরুষ, তিনিই আত্মা, এই উপক্রমে আত্মবিষয় সবিশেষ  
পঞ্চিত হইয়াছে, এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, উক্তবাক্য কি সংসারি-

মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেস্থিতি ভদপরিভ্যাগাম্যথোহপি  
বুদ্ধাস্তাদ্যবস্থাপশ্চাসেন তত্শব্দ প্রপঞ্চনাদিত্যেবং প্রাণে ক্রমঃ । পর-  
মেশ্বরোপদেশপরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্মাধ্যাত্মানপরং কস্মাৎ অ-  
শ্রুত্বাংক্রান্তো চ শারীরাত্ ভেদেন পরমেশ্বরস্ত ব্যপদেশাৎ । অশ্রুত্বো  
তাবদয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাশ্রুনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যঃ কিঞ্চন বেদ নাস্তর-  
মিতি শারীরাত্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি । তত্র পুরুষঃ শারীরঃ  
শ্রুতস্ত বেদিতৃষাং বাহ্যাত্মাত্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ ।  
প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সৰ্ব্বজ্ঞস্বলক্ষণয়া প্রাজ্ঞয়া নিত্যমবিরোগাৎ তথোৎক্রা-  
ন্তাবপ্যয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাশ্রুনাষাক্ত উৎসর্জন যাতীতি জীবাত্মে-  
দেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি তত্রাপি শারীরো জীবঃ শ্রু-  
তঃ শরীরস্বামিত্বাৎ । প্রাজ্ঞস্ত স এব পরমেশ্বরঃ তস্মাৎ অশ্রুত্বাংক্রান্তো-

স্বরূপমাত্মকখনপর, কিম্বা অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদক? আপাততঃ  
উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা সংসারিস্বরূপকখনপর বলিয়াই বোধ হই-  
তেছে, অর্থাৎ উপক্রমকালে “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেবু” ইত্যাদি  
বাক্যে শারীরলিঙ্গহেতু এবং উপসংহার কালেও “সবা এষ মহানজ আত্মা  
যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেবু” ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মের সংসারিস্বরূপত্ব  
প্রপঞ্চীকৃত হইয়াছে । ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্বেক্তবাক্য পরমেশ্বরেরই  
উপদেশকপর, উহা শারীরমাত্মকখনপর নহে । যেহেতু অশ্রুতি ও উত্থান  
এই উভয় অবস্থাতেই শরীরসম্বন্ধিগ্ন পরমেশ্বরেরই কখন হইয়াছে ।  
অশ্রুতিকালে এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত পরিষক্ত হইয়া থাকে, কিম্বা  
বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় কিছুই জানে না ; সুতরাং শরীরসম্বন্ধিগ্ন  
পরমেশ্বরের কখন হয় । ইহাতে যদি পুরুষ শরীরসম্বন্ধী হয়, তাহাহইলেই  
তাহার জ্ঞানকর্তৃত্ব থাকে ; সুতরাং বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের জ্ঞান  
প্রসঙ্গ হইলেই তৎপ্রতিষেধ সম্ভব হয় । পরমেশ্বর প্রাজ্ঞ ও সৰ্ব্বজ্ঞ লক্ষণ,  
প্রাজ্ঞাযোগ তাহার নিত্যই আছে, আর উত্থানকালে এই শরীরবান  
আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিসর্জন করতঃ গমন করে, এইরূপে  
জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । বাস্তবিক জীবই শরীরবান,

ভেদেন ব্যাপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাদ্ বিবক্ষিত ইতি গম্যতে । বহুস্তম্য-  
ন্যস্তমধ্যেষু শরীরলিপ্যাং তৎপরত্বমন্ত বাক্যন্তেতি অত্র ক্রমঃ । উপক্রমে  
তাবৎ যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেদ্বিতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতং  
কিং তত্ৰ হৃদ্য সংসারিস্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাহৈত্বকতাং বিবক্ষতি যতো  
ধ্যায়তীব লেণায়তীবেত্যেবমাত্মাত্তরগ্রহপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্মনিরাকরণপরা  
লক্ষ্যতে । তথোপসংহারেহপি যথোপক্রমমেবোপসংহরতি । স বা এষ  
মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে স বা এষ  
মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতীপাদিত ইত্যর্থঃ । যন্ত মধ্যে  
বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপজ্ঞাসাং সংসারিস্বরূপবিবক্ষাং মন্ততে স প্রাচীমপি দিশং  
প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত যতো ন বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপজ্ঞাসে-  
নাবস্থাবত্বম্ সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতং কিং তত্ৰ বস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ  
বিবক্ষতি । কথমেতদবগম্যতে । যদত উক্তং বিমোক্ষান্নৈব ক্রহীতি পদে

যেহেতু শরীরে জীবেরই স্বামিত্ব আছে । পরন্তু পরমেশ্বরই প্রাজ্ঞ, এই  
নিমিত্তই স্রষ্টৃশক্তি ও উৎক্রমণের ভেদকথনহেতু উক্তবাক্যে পরমেশ্বরই বিব-  
ক্ষিত, ইহা জানা যাইতেছে । আর যে উক্ত আছে, বাক্যের আদি, মধ্য ও  
অন্তে শরীরলিপ্যহেতু উক্ত বাক্যও পরমেশ্বরপর, ইহাতে বলা যাইতে  
পারে যে, উপক্রমকালে “যোহয়ং পুরুষঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” ইত্যাদি  
বাক্যে সংসারিস্বরূপ বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য  
বিবক্ষিত হইয়াছে । যেহেতু “ধ্যায়তীব” ইত্যাদি উক্তর গ্রহে সংসারি-  
স্বরূপ নিরাকরণ হইয়াছে এবং উপসংহারকালেও সেই রূপেই উপ-  
সংহার করা হইয়াছে “স বা এষ মহানজ আত্মা” ইত্যাদি প্রতিপত্তিতেও যিনি  
বিজ্ঞানময়, তিনিই সংসারী এবং যিনি মহান, অজন্মা পরমাত্মা, তিনিই  
পরমেশ্বর, এইরূপে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি । মধ্যে যে বুদ্ধি পর্য্যন্ত  
অবস্থোপজ্ঞাসহেতু সংসারিস্বরূপবিবক্ষা জ্ঞানকরে, সে পুরুষদিকে প্রস্থান  
করিয়া পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেহেতু বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবস্থোপজ্ঞাস  
দ্বারা অবস্থাবত্ব ও সংসারিত্ব বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু অবস্থা রহি-  
তত্ব ও অসংসারিত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে । আর ইহা কিরূপে জানা যায়

পত্যানিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

পদে পৃচ্ছতি যচ্চানন্যাগতন্তেন ভবতি অসদো হুয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে  
প্রতিবক্তি । অনন্যাগতং পুণ্যোনান্যাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা  
সর্বান শোকান হনয়ন্ত ভবতীতি চ তদ্বাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমে-  
বৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

ইতচ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যং । যদ-  
স্মিন্ বাক্যে পত্যানিশব্দা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতি-  
বেধনাঃ ভবন্তি । স সর্বত্র বশী সর্বত্রেশান সর্বত্রাধিপতিরিত্যেবংজাতী-  
রকা অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ । সন্ সাধুনা কর্ণণা ভূয়ান্নো এবা-  
সাধুনা কনীয়ানিত্যেবংজাতীরকাঃ সংসারিস্বভাবপ্রতিবেধনপরান্তদ্বাদ-  
সংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি গম্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছারীরকগবংপাদকৃতো

প্রথমাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

যে, অতঃপর বিমোক্ষের নিমিত্তই বলিবে, অতএব পদে পদেই প্রশ্ন হয়।  
বাস্তবিক পরমাণুপুরুষ যে অসংগত, তাহা পদে পদেই কথিত আছে।  
অতএব জানা যাইতেছে যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যে অসংসারিস্বরূপই  
প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য যে সংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর নহে, তাহার  
কারণান্তর দর্শাইতেছেন।—উক্ত বাক্যে যে পত্যানি শব্দ উক্ত আছে,  
তাহাই অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর এবং তাহাকেই সংসারিস্বরূপ  
প্রতিপাদনের নিবেদন জানা যাইতেছে। ঐ শ্রুতিতেই পরমেশ্বর স্বতন্ত্র,  
অর্থাৎ স্বাধীন, সকলের ঈশ্বর, অর্থাৎ নিয়ম কর্তা এবং সকলের অধিপতি,  
এইরূপ উক্ত আছে। ইহাতেই তিনি যে অসংসারী, তাহা জানা গেল। আর  
তিনিই সংকল্প দ্বারা মহান এবং তিনি অসংকল্প দ্বারা কনীয়ান্ ইত্যাদি  
শব্দেই তাহার সংসারিষ্মের নিবেদন প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং পর-  
মেশ্বর যে অসংসারী ইহাই প্রতিপাদিত হইল ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদঃ ॥ ৩ ॥

## প্রথমাধ্যায়ে

চতুর্থঃ পাদঃ ।

আনুমানিকগণ্যোক্ত্যমিতি চেম শরীররূপকবিদ্যন্ত-  
গৃহীতেদর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জ্ঞানাদ্যন্ত যতঃ ইতি তন্নক্ষণং  
প্রধানস্তাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশঙ্কভেদে নিরাকৃতমীক্ষতের্নাশঙ্কমিতি  
গতিসামান্ত্রিক বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদঃ প্রতি বিদ্যতে ন প্রধান-  
কারণবাদঃ প্রতিতি প্রপদিতঃ গতেন গ্রহেণ । ইদম্বিদানীমবশিষ্টমীশ-  
ঙ্ক্যতে । যত্বেতৎ প্রধানত্যাশঙ্ক্যতঃ তদসিদ্ধম্ কাস্মচ্চিচ্ছাখ্যন্ত প্রধানসমর্পণা-  
ভাসানাং শঙ্কানাং ক্রয়মাণভাৎ । অতঃ প্রধানন্ত কারণত্বঃ বেদসিদ্ধমেব  
মহত্ত্বিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে । তদ্যা-  
বত্তেবাং শঙ্কানামন্তপরত্বঃ ন প্রতিপাদ্যতে তাবৎ সর্বক্লং ব্রহ্ম জগতঃ

ইতি পূর্বে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞা করিয়া “জ্ঞানাদ্যন্ত যতঃ” এই  
মূত্রে ব্রহ্মলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, আর উক্ত লক্ষণে ব্রহ্ম প্রকৃতির  
সমান হইতেছেন, এই আশঙ্কায় “ইক্ষতের্নাশঙ্কঃ” এই মূত্রে অবতারণ  
করিয়া শঙ্কার নিরাস করিয়াছেন । আর “গতি সামান্ত্রিক” এই মূত্রে  
বেদান্ত বাক্য ব্রহ্মকারণবাদে প্রতি বিদ্যমান আছে, ইহা প্রকৃতি  
কারণ বাদে অমুকুল নহে, ইহাই পূর্বেগ্রহে প্রপদিত হইয়াছে । এইক্ষণ  
ইহাই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকৃতির যে অশঙ্ক্য উক্ত আছে, তাহাও  
অসিদ্ধ, কারণ কোন কোন শাখাতে প্রকৃতির সমর্পণভাস শঙ্কের প্রবণ  
মাছে । অতএব প্রকৃতির কারণত্ব যে বেদসিদ্ধ, তাহা কপিলাদি মহা-  
র্ষা পরমর্ষিগণ পরিগ্রহণ করিয়াছেন । যাবৎ সেই সকল শঙ্কের অস্ত-  
্যায় প্রতিপাদিত না হয়, তাবৎ সর্বক্লং ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহাতে



কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলোভবেৎ অতন্তেষামন্তপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ  
সম্বৰ্ভঃ প্রবর্ততে । আত্মমানিকমপি আত্মমাননিক্রপিতমপি প্রধানমেকেষাং  
শাখিনাং শব্দবহুপলভ্যতে । কাঠকে হি পঠ্যতে মহতঃ পরমব্যক্ত-  
ব্যক্তাং পুরুষঃ পর ইতি । তত্র য এব যস্মান্মানো যৎক্রমকাশ্চ মহদব্যক্ত-  
পুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধান্ত এবাহ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতি-  
প্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং  
প্রধানমভিধীয়তেহতন্তত্ব শব্দবহুপলভ্যমন্তমুপপন্নং তদেব চ জগতঃ কারণং  
ঋতিস্মৃতিজ্ঞায়প্রসিদ্ধিত্য ইতি চেৎ নৈনতদেবং । ন হত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং  
স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে শব্দমাত্রং হত্রা-  
ব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যোগিকত্বাদন্ত-  
স্মিন্নপি হস্তে দুর্লভ্যো চ প্রযুক্ত্যতে ন চায়ং কস্মিন্শিচ্ছদ্রুতঃ । যা তু প্রধান-  
বাদিনাং রুচিঃ সা তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদান্তনিক্রপণে  
কারণতাবৎ প্রতিপদ্যতে । ন চ ক্রমমাত্রসামান্যত্বং সমানার্থপ্রতিপত্তি-

প্রতিপাদিত হইতে পারে না । অতএব সেই সকল শব্দের অন্তঃপর  
প্রদর্শনার্থ উক্তের গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে । প্রকৃতির কারণও অত্মমানে  
নিক্রপিত হইলেও তাহা কোন কোন শাখিদিগের মতে শব্দবৎ উপলব্ধ  
হইতেছে । কাঠক ঋতিতে পঠিত আছে যে, মহত্ত্ব হইতে প্রকৃতি এবং  
প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । বাস্তবিক মহত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহারা  
যে যে নামে স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা সেই সেই নামে প্রকৃত্যাদি  
জ্ঞাত হয় । পরন্তু “প্রকৃতি অব্যক্ত” এইরূপেই স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে এবং  
তাহার শব্দাদি হীনত্ব প্রযুক্তই ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্ত, এইরূপ ব্যুৎপত্তি  
সম্ভব হয় না ; সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতিই কথিত হয় । অতএব তাহার  
শব্দহেতু অশব্দমুপপন্ন এবং তাহাই জগতের কারণ, ইহাই ঋতি, স্মৃতি  
ও জ্ঞানে প্রসিদ্ধ হইল । তাহা নহে, কারণ ব্রহ্ম যেরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধতর  
কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সেইরূপ কারণ বলিয়া বোধ হয় না, শব্দ-  
মাত্রেই অব্যক্ত, ইহাই জানা যায় । সেই শব্দও “যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই  
অব্যক্ত” এইরূপ যোগার্থবশত অল্প হস্ত দুর্লভ্য বিষয়ে নিযুক্ত হয়,

ভব্যতাপতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে । ন হৃদ্যহানে গাং পশ্চমখোহমমিত্যমৃচো-  
 ধ্যবশ্ততি । প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে  
 শরীররূপকবিজ্ঞস্তৃণীতেঃ । শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিজ্ঞস্তমব্যক্তশব্দেন  
 পরিগৃহ্যতে । কুতঃ প্রকরণাং পরিশেষাচ্চ । তথা হনস্তরাভীতো গ্রহ আত্ম-  
 শরীরাদীনং রথিরথাদিরূপককল্পিং দর্শয়তি । আত্মানং রথিনং বিদ্ধি  
 শরীরং রথমেব তু । বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়ানি  
 হয়ানাহর্কিবয়ঃস্তেষু গোচরান্ । আত্মেন্দ্রিয়মনোবৃত্তং তৌক্তেত্যাহুর্শনী-  
 বিণঃ ॥ ইতি । তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি । সংযতৈশ্চ-  
 ধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদনাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা কিং তদধ্বনঃ পারং  
 বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যন্ত্যামাকঙ্কয়াং তেভ্য এব প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়া-  
 দিভ্যঃ পরশ্চেন পরমাআনমধ্বনঃ পারং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং দর্শয়তি ।  
 ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথী অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধির্কুঙ্কেরায়া  
 মহান্ পরঃ ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ । পুরুষান্ পরং

ইহাতে কোন রূঢ়ার্থ দৃষ্ট হয় না, প্রকৃতিকারণবাদীরা যে রূঢ় স্বীকার  
 করে, তাহা প্রকৃত রূঢ় নহে, উহা পারিভাষিক রূঢ় ; হুতরাং ঐ রূঢ়  
 বোধার্থ নিরূপণে কারণ হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । বথার্থার্থের  
 প্রত্যভিজ্ঞান না হইলে সামান্য ক্রমবশতঃ সমানার্থজ্ঞান হয় না । কোন  
 মুঢ়ব্যক্তিও অশ্বহানে গো-দর্শন করিলে “ইহাই অশ্ব” এইরূপ জ্ঞান করে  
 না । বাস্তবিক এই প্রকরণ নিরূপণে কোনরূপ কল্পিত প্রকৃতির প্রতীতি  
 হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিকে শরীররূপে গ্রহণকরা হইয়াছে,  
 অর্থাৎ এই প্রকরণনিরূপণে প্রকৃতি শেষে শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া  
 গ্রহণ করিয়া থাকেন । পূর্বাগর গ্রাহ্যেই শরীরকে রথ এবং আত্মাকে  
 রথীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে  
 সারথি, মনকে প্রগ্রহ, অর্থাৎ অশ্বরজ্জ্ব এবং ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব বলিয়া  
 পরিকল্পিত হইয়াছে, আত্মা এইরূপে বিষয়ে ভ্রমণ করেন, পণ্ডিতগণ এই-  
 রূপে ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্ত আত্মাকে যে ভোক্তা বলিয়া থাকেন । ঐ  
 সকল ইন্দ্রিয়গণ বধন অসংযত থাকে, তখনই আত্মা সংসারে গমন করেন

কিঞ্চিৎ সা কাঠা সা পরাগতিঃ । ইতি । তত্র য এবৈশ্বিয়াদয়ঃ পূর্ণতাঃ  
 রথরূপককল্পনায়ামবাধিতাবেন প্রকৃতান্তে এবৈহ পরিগৃহ্যন্তে প্রকৃতহান্য-  
 প্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারায় । তত্রৈশ্বিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্বেহৈহ চ সমান-  
 শব্দা এব অর্থান্ত যে শব্দাদয়ো বিবরা ইশ্বিয়হরগোচরত্বেন নির্দিষ্টান্তেবাঃ  
 চেজ্জিয়েভাঃ পরত্বং ইশ্বিয়াণাং চ গ্রহত্ব বিবরাণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতি-  
 প্রসিদ্ধেঃ বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং মনোমূলত্বাদিষয়েশ্বিয়ব্যবহারস্ত মন-  
 সস্ত পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধিং হ্যাক্ষত্ব ভোগ্যজ্ঞাতং ভোক্তারমূপসর্গতি বুদ্ধেরায়া  
 মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং বিদ্বীতি রথিত্বেনোপকৃষ্ণিতঃ কৃতঃ  
 আত্মশব্দাং ভোক্তৃশ্চ ভোগোপকরণাং পরত্বোপপত্তেঃ । মহত্বং চাত্ত্বান্দি-  
 ত্বাহুপপন্নম্ । অথ বা মনো মহান্ মতিত্রীক্কা পূর্ব্বকিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ । প্রজ্ঞা  
 সংবিত্তিতিশ্চৈব শ্রুতিশ্চ পরিপঠ্যতে ॥ ইতি শ্রুতেঃ । যো ব্রহ্মাণঃ বিদ্যাতি  
 পূর্ব্বং যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ । ইতি চ শ্রুতেঃ । যা প্রথমজ্ঞ

এবং উহাদিগকে সংযত করিতে পারিলেই পছার পরবর্তী বিষয় পদপ্রাপ্ত  
 হয়, এইরূপ প্রদর্শন করিয়া পছার পরবর্তী বিষয়পদ কি ? এই প্রশ্নকার  
 ইশ্বিয়াদির পরবর্তী পরমায়াই পছার পরবর্তী বিষয় পরমপদ বলিয়া  
 প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ইশ্বিয়ের পরবর্তী মন, মনের পর বুদ্ধি,  
 বুদ্ধির পর আত্মা, আত্মার পর মহত্ত্ব, মহত্ত্বের পর প্রকৃতি, প্রকৃ-  
 তির পর পুরুষ । এই পুরুষের পর কিছুই নাই, উহাই পরমাগতি,  
 ইহাতে ইশ্বিয়াদিগকে যে পূর্ব্বের রথরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারা  
 প্রকৃত প্রস্তাবে অবাদিরূপেই পরিগৃহীত হয়, এই স্থানেও ইশ্বিয়, মন ও  
 বুদ্ধি এই সকল শব্দই সমান, কিন্তু ইহাদিগের অর্থে বিশেষ আছে, অর্থাৎ  
 ইশ্বিয়রূপ ঘোটকের বিবর শব্দাদিই নির্দিষ্ট আছে, অতএব সেই সকলই  
 ইশ্বিয়বিষয়ীভূত শব্দাদি ইশ্বিয়গণের পরবর্তী, ইহা “ইশ্বিয়াণাংগ্রহত্ব  
 বিবরাণামতিগ্রহত্বং” এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে । বিষয় হইতে যে  
 মনের পরত্ব, তাহাতেও মনই কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে, বিষয়েশ্বিয়  
 ব্যবহারেই বুদ্ধি যে মনের পরবর্তিনী তাহা প্রতীতি হয়, ভোগ্যবস্তু  
 সকল বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই ভোক্তাকে অঙ্গুসরণ করে । আর বুদ্ধি

হিরণ্যগর্ভস্ত বুদ্ধিঃ সা সর্বাঙ্গাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্মোক্ত্য-  
চ্যতে । সা চ পূৰ্ণজ বুদ্ধিগ্রহণেনৈব গৃহীতা গতী হি রুক্ ইহোপদিষ্টতে  
তস্তা অপি অস্মদীয়াভ্যো বুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তে: । এতন্নিঃসৃত পক্ষে পর-  
মাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্ পর-  
মার্থতস্ত পরমাত্মবিজ্ঞানাত্মনোৰ্ভেদাভাবাৎ । তদেবং শরীরমেবৈকং পরি-  
শিষ্যতে তেবু ইতরাগীজ্রিয়াদীনি প্রকৃতাত্মেব পরমপদাদিদর্শায়িষয়া সমু-  
ক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যাকুলশঙ্কেন পরিশিষ্যমাণং প্রকৃতং শরীরং  
দর্শয়তীতি গম্যতে । শরীরেজ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্ত হৃদিদ্যা-  
বতো ভোক্তু: শরীরাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপ-  
ণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরহি বিবক্ষিতা । তথা চ এষ সৰ্কেষু ভূতেষু  
শুভায়া ন প্রকাশতে । দৃশ্যতে স্বগ্রায়া বুদ্ধ্যা হৃদয়া স্মৃদ্যদর্শিতি: ॥ ইতি ।  
বৈকবস্ত পরমপদস্ত দ্রবগমত্বমুক্তা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি । যচ্চে-

হইতে আত্মা পরবর্তী, এই নিমিত্তই আত্মাকে রথী বলিয়া জানা যায় ।  
এইরূপে আত্মার রথিত্ব কল্পিত হইয়াছে এবং আত্মাই ভোগ করেন, এই  
নিমিত্তই তাহাকে সকলের পরবর্তী বলিয়া জানা যায়, আর এই আত্মাই  
সকলের স্বামী, অতএব তাঁহারই মহত্ব আছে । শ্রুতিতে লিখিত আছে  
যে, যিনি পূৰ্বে ব্রহ্মাকে ও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বেদ প্রণয়ন  
করিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার করি, এই স্থানে প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভের  
যে বুদ্ধি, তাহাই সৰ্ব্ববুদ্ধির প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তাহাকেই মহান আত্মা বলা  
যায় । সেই বুদ্ধিও পূৰ্ণ বুদ্ধি গ্রহণে গৃহীত হইয়া উপদিষ্ট হইতেছে,  
সেই বুদ্ধিই আমাদের বুদ্ধি হইতে পরবর্তী এইরূপে উপপত্তি হই-  
তেছে । এই পক্ষেও পরমাত্মবিষয় পরপুরুষগ্রহণে রথী আত্মার গ্রহণ  
জানিবে, বাস্তবিক, পরমাত্মার জ্ঞান ও আত্মার ভেদ নাই । তাহাইলে  
একমাত্র শরীরই পরিশিষ্ট থাকে এবং ইতর ইজ্রিয়াদিকে পরমপদপ্রদ-  
র্শনেচ্ছার অবশিষ্ট শরীরমাত্রই প্রদর্শন করান হয় । পরন্তু শরীর, ইজ্রিয়,  
মন, বুদ্ধি এবং বিষয়বিজ্ঞানযুক্ত মায়াবান্ ভোক্তার শরীরাদির রথাদি  
কল্পনাতে সংসার মোক্ষগতি নিরূপণ দ্বারা প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মাবগতিই এই-

## স্বপ্নস্ত তদর্হিৎ ॥ ২ ॥

হ্যাত্মনসী প্রেক্ষতদ্যচ্ছেজ্ঞান আত্মনি । জ্ঞানমাত্মনি নিষচ্ছেতদ্যচ্ছেজ্ঞান  
আত্মনি ॥ ইতি । এতদ্ব্যক্তং ভবতি বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ । বাগাদিবায়ে  
জ্ঞিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাজ্ঞেয়াবতিষ্ঠেৎ । মনোহপি বিষয়বিকল্পাভিমুঃ  
বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াং বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ  
তামপি বুদ্ধিঃ মহত্যাত্মনি তৌক্তব্যগ্রায়াং বা বুদ্ধৌ স্বপ্নতাপাদনেন নিঃ  
চ্ছেৎ মহাত্ত্বং স্বাত্মানং শাস্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে পরত্বা  
কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদতি । তদেবং পূৰ্ণোপরালোচনায়াং নাস্ত্যত্র পর  
পরিকল্পিতস্ত প্রধানত্বাবকাশঃ ॥ ১ ॥

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতি ইক-  
নিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দার্থঃ শরীরস্ত বাবতা স্থলত্বাৎ স্পষ্টতরমিৎ  
শরীরং ব্যক্তশব্দার্থং অস্পষ্টবচনমব্যক্তশব্দ ইতি অত উত্তরমুচ্যতে । বৃহ-  
দ্বিহ কারণাত্মনা শরীরং বিবকতে স্বপ্নতাব্যক্তশব্দার্থঃ । যদ্যপি স্থল-

স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে । শাস্ত্রাণ্ডয় প্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা সর্ব-  
ভূতেই গূঢ়ভাবে আছেন, ইনি সহজে প্রকাশ পান না, কেবল বৃহদংশী-  
রাই বৃহদ্বুদ্ধিধারা তাহাকে দেখিতে পায়, অতএব বৈষ্ণবপদের দ্বব-  
গম্যত্ব বলিয়া সেই বৈষ্ণবপদ পরিজ্ঞানার্থ যোগ প্রদর্শন করিতেছেন।  
ব্যাক্যকে মনেতে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাগাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার-  
পরিত্যাগ করিয়া মনোমাজ্ঞে অবস্থান করিবে, আর সেই বিষয়বিকল্প-  
নাতিমুগ্ধ মনকে দোষ দর্শন দ্বারা নিবাসিত করিয়া অধ্যবসায় স্বভাব  
বুদ্ধিতে ধারণ করিবে এবং সেই বুদ্ধিকে মহাত্মাতে সংযত রাখিবে ॥ ১ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকরণ ও পরিশেষহেতু অব্যক্তশব্দে শরী-  
র কথিত হয়, প্রকৃতি নহে । এইক্ষণ আশঙ্ক্য হইতেছে যে, কি কারণে শরী-  
রেই অব্যক্তশব্দার্থতা হয়, স্থলবহেতু স্পষ্টতর শরীরই ব্যক্তশব্দবাচ্য হই-  
তেছে । যাহা অস্পষ্ট, তাহাকেই অব্যক্ত শব্দে বুঝাইতে পারে, শরীর  
অস্পষ্ট নহে, তাহা কিরূপে অব্যক্তশব্দবাচ্য হয় ? ইহাতে উত্তর করিতে

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

মিদং শরীরং ন স্বয়মব্যাক্তশব্দমহতি তথাপি তত্ত্ব আরম্ভকং ভূতস্থান-  
ব্যাক্তশব্দমহতি প্রকৃতিশব্দঃ বিকারে দৃষ্টঃ যথা গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং  
ইতি । তথা ঐতিহ্যং তদ্ব্যাক্তত্বং তদ্ব্যাক্তমানীদিতি । ইদমেব ব্যাক্তত্বং  
নামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়ঃ পরিত্যক্তব্যাক্তনামরূপং বীজশক্তি-  
বহুমব্যাক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

অত্রাহ যদি জগদিদমনতিব্যাক্তনামরূপং বীজাশ্রয়কং প্রাগবস্থমব্যাক্ত  
শব্দার্থমভ্যুপগম্যেত তদায়া না চ শরীরতাপ্যব্যাক্তশব্দার্থঃ প্রতিজ্ঞায়েত ।  
স এব তর্হি প্রধানকারণবাদ এবং গত্যাপদ্যেত অশেষ জগতঃ প্রাগ-  
বস্থায়ঃ প্রধানত্বেনাভ্যুপগম্যাদিতি । অত্রোচ্যতে যদি বয়ং স্বতন্ত্রাঃ  
কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঙ্গস্যেত তদা প্রধান-  
কারণবাদঃ পরমেশ্বরাধীনা স্বিয়মশ্রাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোহভ্যুপগম্যতে  
ন স্বতন্ত্রা । সা চাবশ্যমভ্যুপগম্যত্যা অর্থবতী হি সা । ন হি তয়া বিনা

হেন যে, কারণশরীর স্থল এবং যাহা স্থল, তাহাই অব্যাক্তশব্দযোগ্য  
হয় । যদিও এই স্থল শরীর অব্যাক্তশব্দবাচ্য না হউক, তথাপি এই স্থল  
শরীরের আরম্ভক হইতে পারে, পরন্তু প্রকৃতি শব্দ বিকারে দৃষ্ট আছে ।  
ঐতিহ্যেও লিখিত আছে যে, এই শরীর অব্যাক্ত ছিল ; সুতরাং নাম-  
রূপমিশ্রিত এই ব্যাক্ত জগৎ পূর্নাবস্থাতে ব্যাক্তনামরূপ পরিত্যাগ করিয়া  
বীজশক্তির অবস্থাপন্ন হইলেই অব্যাক্তশব্দবাচ্য হইতে পারে ॥ ২ ॥

এইক্ষণ বলিতেছেন, যদি এই জগৎ অনতিব্যাক্ত নামরূপবীজাশ্রয়ক  
পূর্নাবস্থাপন্ন অব্যাক্ত শব্দার্থক হইল, তাহাহইলে শরীরও অব্যাক্ত শব্দার্থ  
হইতে পারে, ইহাও প্রকৃতিকারণবাদ হইল, যেহেতু এই জগতের যে  
পূর্নাবস্থা, তাহাকেই প্রকৃতিস্বরূপে স্বীকার আছে । ইহাতে বলা বাইতে  
পারে যে, যদি আমরা জগতের স্বতন্ত্র কোন পূর্নাবস্থাকে কারণস্বরূপে  
স্বীকার করিতাম, তাহাহইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রধানকারণবাদ হইত,  
কিন্তু এই জগতের পূর্নাবস্থাকে আমরা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া

পরমেশ্বরস্ত সৃষ্টিং সিধাতি শক্তিরহিতস্ত তস্ত প্রবৃত্ত্যমুপপত্তেঃ । মুক্তা-  
নাঞ্চ পুনরমুৎপত্তিঃ সিদ্যাতি তস্তা বীজশক্তের্দাহাৎ । অবিন্যাসিক্য হি সা  
বীজশক্তিরব্যাক্তশব্দনির্দেশ্য পরমেশ্বরাত্মনা মারাময়ী মহামুখুর্গুণিতাঃ  
স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ । তদেতদব্যাক্তং কচি-  
দাকাশশব্দনির্দিষ্টং এতন্নিম্ন খলুন্ধরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি  
শ্রুতেঃ । কচিদক্ষরশব্দোদিতং অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ । কচিদ্মা-  
য়েতি হৃতিতং মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাগ্মারিনস্ত মহেশ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।  
অব্যক্তা হি সা মায়া ভবান্তবনিরূপণশাসক্যাং । তদিদং মহতঃ পরম-  
ব্যক্তমিত্যুক্তং অব্যক্তপ্রভবদ্বাদ্ভ্যহতঃ বদা হৈরণ্যগর্ভো বুদ্ধির্মহান বদা তু  
জীবো মহাংশুদাপ্যব্যক্তাধীনদ্বাজীবভাবস্ত মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্ ।

বীকার করি, উহা স্বতন্ত্র নহে, আর অগতের সেই পূর্বাবস্থাকে অবশ্যই  
বীকার করিতে হয় এবং উহাও নিরর্থক নহে, যেহেতু সেই অবস্থা ব্যতি-  
রেকে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃৎ সিদ্ধি হয় না এবং শক্তিরহিত পরমেশ্বরের  
প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া উঠে। তবে মুক্ত পুরুষাদিগের পুনরুৎপত্তি  
নাই, যেহেতু বিদ্যাধারা তাহাদিগের সেই বীজশক্তি নষ্ট হইয়া যায়  
সেই বীজশক্তিই অবিন্যাসরূপ এবং উহারই অব্যক্ত শব্দদ্বারা নির্দেশ  
হইয়া থাকে। আর মারাময়ী মহামুখুর্গুণিতাঃ পরমেশ্বরের আশ্রিত, এই মহ  
মুখুর্গুণিতেই সংসারী জীবগণ স্বরূপপ্রতিবোধরহিত হইয়া শয়ন করে।  
এই অব্যক্তও কখন কখন আকাশশব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। “এতন্নিম্ন খলু-  
ন্ধরে গার্গ্যাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ” এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ  
জানিবে। কদাচিৎ উহা অক্ষরশব্দে কথিত হয়। শ্রুতিতে লিখিত  
আছে যে, উহা পরমাক্ষর হইতেও পারে। কখন ইহাকে মায়া বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রবর্ণপ্রমাণে জানা যায় যে, মায়াকে প্রকৃতি  
বলিয়া জানিবে এবং যিনি মহেশ্বর, তিনিই মায়া। বাস্তবিক সেই  
অব্যক্তই মায়া, যেহেতু তাহার তবনিরূপণ অশক্য, আর সেই অব্যক্তও  
মহত্বের পর, কারণ সেই মহত্বও অব্যক্ত প্রভব। আর ইহাও উক্ত  
আছে যে, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি মহান এবং জীবও মহান, তখন জীবই

অবিদ্যা স্বাক্ষরং অবিদ্যাবশে চ জীবন্ত সৰ্গঃ সংব্যবহারঃ সত্ততো বর্ততে ।  
 তচ্চাব্যক্তগতঃ মহতঃ পরমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে ।  
 সত্যপি শরীরবদিত্রিয়াদীনাম্ অশক্কেতঃ গৃহীতত্বাৎ । পরিশিষ্টেচ্ছাচ্চ  
 শরীরন্ত । অস্তে তু বর্ণয়ন্তি দ্বিবিধং হি শরীরং স্থূলং হৃদয়ং যদিদমুপল-  
 ভ্যতে । হৃদয়ং যত্নতরত্র বক্ষ্যতে তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিধুক্তঃ  
 প্রস্মিতরূপাভ্যামিতি । তচ্চোক্তমপি শরীরমবিশেষাৎ পূৰ্ণং রথত্বেন  
 সঙ্কীৰ্ত্তিতং ইহ তু হৃদয়মব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে হৃদয়ত্বাব্যক্তশব্দার্থাৎ  
 তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্ত জীবাত্তস্ত পরমং যথা অর্থাধীনত্বাদিত্রি-  
 ব্যাপারস্তেত্রেয়ৈভ্যাঃ পরমর্থানামিতি । তৈশ্চৈতৎস্বক্ৰিয়মবিশেষেণ শরীর-  
 ত্রয়স্ত পূৰ্ণত্র রথত্বেন সঙ্কীৰ্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথং  
 হৃদয়েব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি । আত্মাত্তার্থঃ প্রতিপত্তুং প্রভ-  
 বামো নান্নাতং পর্যন্তযোক্তুং আত্মাত্তব্যাক্তপদং হৃদয়েব প্রতিপাদয়িতুং

অব্যক্তাধীন, ইহা জানা যাউতেছে ; সুতরাং অব্যক্তই মহত্ত্বের পর,  
 ইহা প্রতিপন্ন হইল । আর অবিদ্যাই অব্যক্ত, অবিদ্যাহেতুই জীবের সকল  
 সংসার সর্বত্র প্রবৃত্ত আছে, মহত্ত্বের পরত্বও অব্যক্তগত, আর উহা  
 অব্যক্তের বিকারীভূত শরীরে পরিকল্পিত হয় । অস্তে বর্ণনা করিয়া থাকেন  
 যে, স্থূল ও হৃদয়ে শরীর দ্বিবিধ, হৃদয় শরীর পরে কথিত হইবে ।  
 আর যাহা সম্প্রতি উপলভ হইতেছে, তাহাই স্থূলশরীর, এই উভয় শরী-  
 রের অবিশেষ হেতু ঐ উভয়ই পূৰ্ণের রথরূপে কল্পিত হইয়াছে, এই হৃদয়  
 শরীরই অব্যক্তশব্দে পরিগৃহীত হয়, যেহেতু হৃদয়ই অব্যক্তশব্দে প্র-  
 তি-  
 পাদ্য, আর বন্ধমোক্ষ ব্যবহারও তাহার অধীন, অতএব জীব হইতে  
 তাহার পরম জানা যায়, যেমন অর্থাধীনত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়  
 ব্যাপারের পরম । এইক্ষণ ইহা বলা যাউতে পারে যে, পূৰ্ণে অবিশেষে  
 শরীরদ্বয়ই রথরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তবে কিরূপে কেবল হৃদয় শরীর এই  
 স্থলে পরিগৃহীত হইতে পারে, স্থূল শরীর পরিগৃহীত হয় না ? বাস্তবিক  
 আমরা আত্মাত্তার্থ পরিজ্ঞানের নিমিত্তই যত্ন করিতেছি এবং সেই  
 অব্যক্তপদই আত্মাত্ত, তাহা হৃদয়ার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে, স্থূলার্থ



## জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

শক্লোতি নেতরদ্ব্যাক্তত্বাং তাস্ততিবেৎ ন একবাক্যতামনাপদ্য কশ্চিদর্থঃ  
 প্রতিপাদনতঃ প্রকৃতহানীপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ । ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈক  
 বাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি তত্রাবিশিষ্টায়াঃ শরীরব্রহ্ম গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াঃ  
 যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধেহ্নভাপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি কৃত  
 আত্মাত্ত্বার্থত্ব প্রতিপত্তিঃ । ন চৈবং মন্তব্যং হুঃশোধনত্বাৎ হৃদ্মন্তেব শরীর  
 ত্বেহ গ্রহণং স্থূলত্ব তু দৃষ্টবীতৎসতরা মূশোধনত্বাদগ্রহণমিতি । যতো নৈবেহ  
 শোধনং কস্তচিৎবিবক্ষ্যতে ন হুত্র শোধনবিধায়ি কিক্রিদাখ্যাতমস্তি অনন্তর-  
 নির্দিষ্টত্বাতু কিং তদ্বিক্ষেপাঃ পরমং পদমিতি ইদমিহ বিবিক্ষ্যতে । তথা  
 হি ইদমন্তাৎ পরমিদমন্তাৎ পরমিত্যুক্তা পুরুষাঃ পরং কিক্রিনিত্যাহ । সর্গ-  
 থাপি ত্বেহুমানিকনিরাকরণোপপত্তন্তথা নামান্ত ন নঃ কিক্রিচ্ছিন্যতে ॥ ৩ ॥  
 জ্ঞেয়ত্বেন চ সাত্মিয়াঃ প্রধানঃ স্বর্ঘ্যতে গুণপুরুষাত্তরজ্ঞানাত্ কৈবল্য-

প্রতিপাদন করে না, যেহেতু উহা ব্যক্ত । আর ইহাও বলা যায় না, কা-  
 লের একবাক্যতা না হইলে কোন অর্থই প্রতিপাদন করিতে পারে ;  
 ইহাতে প্রকৃতের হানি এবং অপ্রকৃতের প্রসঙ্গ হয় । আর আকাজ  
 ব্যতিরেকে একবাক্যতা প্রতিপত্তি হয় না, তাহাতে অবশিষ্ট শরীরকে  
 আকাঙ্ক্ষাতে অর্থাাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একবাক্য  
 বাধিত হয় ; সুতরাং কিরূপে আত্মাত্ত্বার্থের প্রতিপত্তি হইতে পারে  
 আর ইহাও স্বীকার করা যায় না যে, হুঃসাধ্যাহেতু কেবল হৃদ্ম শরী-  
 রই এই স্থানে গ্রহণ হয়, স্থূল শরীরের বীতৎসতা দৃষ্ট আছে, অতঃ  
 তাহার মূশোধনত্বাপ্রযুক্ত সেই স্থূল শরীরের গ্রহণ হইতে পারে, যেহে  
 এই স্থলে কাহারও শোধন বিবক্ষা নাই । আর এই স্থলে শোধন বিধা  
 কোন কথাই নাই এবং অনন্তর নির্দিষ্ট হেতু বিস্তার পরমপদ কি ? ইহ  
 এই স্থানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ ইহাই ইহার পর এবং অন্ত পদার্থ তাহ  
 পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছুই নাই, ইহাই বলা যায় ॥ ৪ ॥

অব্যক্ত যে প্রধান নহে, তাহাতে হেতুত্বের প্রদর্শন করিতেছেন ।

বদতীতি চেম প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

মিতি বদন্তিঃ ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ পুরুষত্বান্তরং শক্যং জ্ঞাতু-  
মিতি । কচিৎ চ বিভূতিবিশেষপ্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি অরন্তি । ন  
চেদমিহাব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে পদমাত্রং হব্যাক্তশব্দো নেহাব্যক্তং জ্ঞাত-  
ব্যমুপাসিতব্যং চেতি বাক্যমন্তি । ন চাহুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থ-  
মিতি শক্যং প্রতিপত্ত্বং তন্মাদপি নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে । অনা-  
কন্ত রথরূপককুণ্ডলরীরাণ্যমুসরণেন বিষ্ণোরৈব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মু-  
পজ্ঞাস ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪ ॥

অত্রাহ সাংখ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্ । কথং ক্রয়তে হুত্তরজ্ঞা-  
ব্যাক্তশব্দোদিতস্ত প্রধানস্ত জ্ঞেয়ত্ববচনম্ । অশক্যমস্পর্শরূপমব্যয়ং তথাহি-  
রসং নিতামগন্ধবচ্চ যৎ । অনাদ্যানন্তং মহতঃ পরং এবং নিচাষ্য তং যুত্যা-

সাংখ্যেরা প্রধানকে জ্ঞেয়ত্বরূপে স্মরণ করে, যেহেতু সর্বাদিগুণরূপ  
প্রধান হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান আছে । যাহারা বলেন, প্রধানই  
জ্ঞেয়, তাহারাও গুণসম্বন্ধ না জানিয়া গুণ হইতে পুরুষের ভেদ জানিতে  
পারেন না, আর কেবল পুরুষের বিভিন্নতারূপে প্রধানকে জানিবে, ইহাই  
তাহাদিগের ইষ্ট, তাহা নহে, তাহার উপাসনাতে অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি  
হয়, অতএব প্রধানকেই জানিবে । এইস্থানে অবজ্ঞাই জ্ঞেয়, ইহাও বলা  
যায় না । কারণ, অব্যাক্তশব্দ পদমাত্র এবং সেই অব্যাক্ত জ্ঞাতব্য নহে  
ও উপাসিতব্য নহে, এইরূপ বাক্য আছে, বিশেষতঃ অহুপদিষ্ট পদার্থ-  
জ্ঞানই যে পুরুষার্থ, তাহাও জানা যাইতেছে না, অতএব অব্যাক্তশব্দে  
প্রধান কথিত হয় না । আমাদিগের মতে রথরূপে পরিকল্পিত শরীর-  
দির অমুসরণ দ্বারা বিষ্ণুরই পরমপদ প্রদর্শনার্থ এই উপজ্ঞাস, অতএব  
উহাই অনিন্দনীয়কল্প ॥ ৪ ॥

সাংখ্যাবচনে প্রধানের জ্ঞেয়ত্ববচনাবহেতু ইহা অসিদ্ধ, কারণ  
পরেই অব্যাক্তশব্দোদিত প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব কথন আছে । আর লিখিত  
আছে যে, যিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপশূন্য, অব্যয়, রসবিহীন,  
নিত্য, আগন্ধ, আদি ও অন্তরহিত এবং মহতের পর, তাহাকে জানিতে

মুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ইতি অত্র হি বাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং  
 স্তুতৌ নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচাষাষেন নির্দিষ্টং তন্মাৎ প্রধানমেবেদং  
 তদেবাব্যাক্তশব্দনির্দিষ্টমিতি অত্র ক্রমঃ । নেহ প্রধানং নিচাষাষেন নির্দি-  
 ষ্টং প্রোক্তো হৌহ পরমাত্মা নিচাষাষেন নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে । কৃতঃ প্রক-  
 রাৎ । প্রাজ্ঞস্ত হি প্রকরণং বিততম্ বর্ততে । পুরুষাণাং পরং কিঞ্চিৎ সা কাঠা  
 সা পরা গতিঃ । ইত্যাদিনির্দেশাৎ । এব সর্কেষু তৃতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রো-  
 ক্ততে । ইতি চ ত্জ্ঞানাত্মবচনেন তত্শব্দ জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ । যচ্ছেদ্যচ-  
 নসি প্রাজ্ঞঃ ইতি চ ত্জ্ঞানাত্মৈব বাগাদিসংবদস্ত বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখ-  
 প্রেমোক্ষণকলত্বাচ্চ । ন হি প্রধানমাত্মং নিচাষা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি  
 সাষ্টাভ্যবসিধ্যত । চেতনাত্ত্ববিজ্ঞানাত্মি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি তেষামন্য-  
 গমঃ । সর্কেষু চ বেদান্তেষু প্রোক্তৈশ্চাবানোহশব্দাদিশব্দার্থমভিনয়তে  
 তস্মান প্রধানস্তাত্র জ্ঞেয়ত্বমব্যাক্তশব্দনির্দিষ্টত্বং বা । ৫ ।

পারিলে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্তি পায়, এই স্থলে যেরূপে শব্দাদিবিহীন  
 মহতের পরবর্তী প্রধান স্তুতিতে নিরূপিত আছে, সেই রূপেই তাহাকে  
 জানিবে, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত স্থানে  
 প্রধানই জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই, প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট  
 হইয়াছেন, ইহাই জানা যায়, বেহেতু এই প্রকরণে প্রাজ্ঞ আত্মাই বিবৃত  
 হইয়াছেন । কারণ পুরুষের পর কিছুই নাই, তাহাই সকলের প্রধান  
 এবং পরমাগতি । আর লিখিত আছে যে, এই পুরুষই সর্বভূতের আত্মা,  
 ইনি গুঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, সচরাচর প্রকাশিত করেন না । এই  
 পুরুষের পরিজ্ঞানার্থই বাগাদিসংবদ বিহিত, আর ঐ পুরুষের বিজ্ঞান  
 হইলেই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে । কেবল প্রধানকে জানিয়া  
 কেহ মৃত্যুর মুখ হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারে না, ইহাই সাংখ্যের  
 স্বীকার করেন । তাঁহারা আর বলেন যে, চেতন আত্মার পরিজ্ঞানই মৃত্যু  
 ভয় অতিক্রম করিতে পারে, বাস্তবিক সকল বেদান্তেই প্রাজ্ঞ আত্মার  
 অশব্দাদি ধর্ম কথিত আছে, অতএব জানা যায় যে প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি  
 জ্ঞেয় নহে এবং উক্ত অব্যাক্তশব্দ নির্দিষ্ট হয় নাই । ৫ ॥

ত্রয়োদশোহস্তি চৈবমুপন্যাসঃ প্রশস্ত ॥ ৬ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানতাব্যাক্তব্ধবাচ্যং জ্ঞেয়ং বা যস্মাৎ ত্রয়াণামেব  
পদার্থানামগ্নিজীবপরমাশ্চনামগ্নিন্ গ্রহে কঠবলীযু বরপ্রদানসামর্থ্যাবজ্ঞব্য-  
তরোপস্থাসৌ দৃশ্যতে তদ্বিষয় এব চ প্রশ্নঃ নাতোহন্তু প্রশ্নঃ উপস্থাসৌ  
বাস্তি। তত্র তাবৎ স স্বমগ্নিং স্বৰ্গমধ্যোষি যুতো। প্রক্ৰহি তং শ্রদ্ধধানায়  
মহৎ ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা। মনুষ্যোহন্তী-  
ত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে। এতদ্বিন্যাসমুশ্লিষ্টস্তয়াহং বরাণামেষ বর-  
স্তুতীয়ঃ॥ ইতি জীববিষয়ঃ। অগ্নত্র ধৰ্মাদগ্নত্ৰাদপৰ্ম্মাং কৃতাকৃতাং। স্তত্ত্ব  
ভূতাক ভব্যাক যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ। ইতি পরমায়বিষয়ঃ। প্রতিবচন-  
মপি লোকাদিমগ্নিং তযুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্কা। যথা বা ইত্যগ্নিবিষ-

প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি যে অব্যাক্তশব্দবাচ্য এবং জ্ঞেয় নহে, তাহার কারণান্তর দর্শাইতেছেন।—যেহেতু এই গ্রন্থে বরপ্রদান সামর্থ্যহেতু ব্যক্তভাক্রূপে উপভ্রাস দেখা যায় এবং এই বিষয়েই প্রশ্ন আছে, এতদ্বিত্ত প্রশ্ন বা উপভ্রাস নাই। কঠবল্লীতে উক্ত আছে যে, যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তিনটি বর গ্রহণ কর, অনন্তর নচিকেতা তিন প্রশ্ন করিয়াছিল, হে মৃত্যো! তুমি আমাকে বরপ্রদান করিবে, ইহা স্বীকার করিয়াছে এবং অগ্নি যে স্বর্গের কারণ, তাহাও তুমি জান, এইরূপ আমাকে বল দেখি, মরণের পর দেহ ভিন্ন আর কিছু থাকে কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে, অতএব উক্ত সংশয় নিরাকরণ করিয়া আমাকে বল, ইহাই অগ্নিবিষয় প্রশ্ন। আর কেহ বলেন, মনুষ্যের মরণের পর বিচিকিৎসা থাকে, কেহ বলেন, থাকে না, এইরূপ আমার উক্ত সংশয় নিবারণ করিয়া বিদ্যামুশাসন কর। ইহা আমার দ্বিতীয় বর। ইহাই জীবাবিষয় প্রশ্ন। আর ধর্মাদর্শের অন্ত, কৃতাক্রুতের অন্ত এবং ভূত-ভব্যের অন্ত বাহা দেখিতেছ, তাহা বল, ইহাই পরমান্ববিষয় প্রশ্ন। অনন্তর যম নচিকেতার প্রশ্নত্রয় শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরত্রয় বলিতেছেন, অর্থাৎ যাবৎস্বরূপ, যাবৎসংখ্যক এবং যেরূপক্রমে অগ্নিচরন

ম্ । হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহং ব্রহ্মসনাতনং । যথা চ মরণং প্রাপ্যায়  
ভবতি গৌতম ॥ যোনিমন্ত্রে অপদ্যন্তে শরীরস্য দেহিনঃ । স্বাধুমন্ত্রে  
হুসংযন্তি যথা কৰ্ম যথা শ্রুতম্ । ইতি । ব্যবহিতং জীববিষয়ম্ । ন জায়তে  
ত্রিযতে বা বিপশ্চিদ্ভিত্যাদি বহুপ্রপকং পরমান্ববিষয়ম্ । নৈবং প্রধান  
বিষয়ঃ প্রশ্নোহস্তি অপৃষ্টবাদমুপপত্তসনীরহং তত্তেতি । অজাহ যোহয়মায়-  
বিষয়ঃ প্রশ্নো যেষং প্রেতে বিচিকিৎসা মমুযা ইতি কিং স এবায় মন্ত্র  
ধৰ্ম্মাদন্ত্রজাধৰ্ম্মাদিত্তি পুনরমুক্ত্বাতে কিং বা ততোহন্ত্রোহয়মপূৰ্ণঃ প্রশ্নঃ  
উথাপ্যতে ইতি । কিকাতঃ স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরমুক্ত্বাতে ইতি যদ্ব্যচ্যেত  
তদা য়োরান্ববিষয়য়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরন্যবিষয় আন্ববিষয়শচ দাবব  
প্রান্বাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপপত্তাসাবিত্তি । অথান্ত্রোহয়মপূৰ্ণঃ  
প্রশ্নঃ উথাপ্যত ইতি যদ্ব্যচ্যেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্ন-

করিতে হয়, সমুদায় নচিকেতাকে বলিলেন । ইহাই আমি বিষয়ক প্রশ্নের  
প্রত্যুত্তর । হে গৌতম ! যেক্ষণে জীব মরণ প্রাপ্ত হইয়া অতিগুহ্য সনা-  
তন ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি । জীব শরীরপ্রাপ্তির  
নিমিত্ত যোনি মধ্যে প্রবেশ করে এবং কর্ম্মফলসারে গতিলাভ করে, ইহাই  
জীববিষয় প্রশ্নোত্তর, আর যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইত্যাদিরূপে  
পরমান্ববিষয় প্রশ্ন বাহ্যরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । এই প্রকারে আমি,  
জীব ও পরমান্ববিষয় প্রশ্ন ও উপপত্তাস আছে, কিন্তু প্রধানবিষয়  
প্রশ্ন নাই, তদ্বিষয়ক উপপত্তাসও নাই । এইক্ষণ স্মৃতার্থে দোষাযোগ  
করিতেছেন, পূর্বে যে জীববিষয়ক প্রশ্ন উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই  
কি যিনি “ধৰ্ম্মাধর্ম্মের অন্ত” ইত্যাদির অমুকর্ষণ হইয়াছে ? কিরা  
উহা অন্ত ? এই মহান প্রশ্ন উপস্থিত হইল । ইহাতে যদি বল, জীববিষয়  
প্রশ্নে “যিনি ধৰ্ম্মাধর্ম্মের অন্ত” ইত্যাদির অমুকর্ষণ হইয়াছে, তাহাহইলে  
জীববিষয় ও পরমান্ববিষয় এই দুই প্রশ্নের ঐক্যযুক্ত আন্ববিষয় ও আন্ব-  
বিষয় এই দুই প্রশ্ন, এইরূপেই বলা উচিত, কিন্তু আন্ববিশ্ব, জীববিষয় ও  
পরমান্ববিষয় এই তিন প্রশ্ন, এইরূপ বলা উচিত হয় না, আর যদি বল,  
অন্ত অপূৰ্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহাহইলে যেমন বরপ্রদান ব্যতিরেকে

কল্পনায়া দোষঃ এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রশ্নানোপস্থাপকল্পনায়া-  
দোষঃ স্থাদিতি অত্রোচ্যতে । নৈবং বরমিহ বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নঃ  
কক্ষিং কল্পনামঃ বাক্যোপক্রমসামর্থ্যাৎ । বরপ্রদানোপক্রমা হি যুক্ত্যন-  
চিকেষতঃসম্বাদকপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কণ্ঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে । যুক্ত্যাঃ  
কিল নচিকেষতসে পিত্রা প্রশ্নিতার জ্ঞান বরান্ প্রদদৌ নচিকেষতাঃ কিল  
তেষাং প্রথমেণ বরেণ পিতুঃ সৌমনস্তং বস্ত্রে দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং তৃতীয়ে-  
নান্নবিদ্যাং । যেয়ং প্রেত ইতি বরাণামেষ বরলুপ্তীয় ইতি লিঙ্গাৎ । তত্র  
যদ্যন্তত্র ধর্মাদিত্যন্তোহয়মপূর্কঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যতি-  
রেকেণাপি প্রশ্নকল্পনাধাক্যং বাধ্যত । নমু প্রেতব্যাভেদাদপূর্কোহয়ং প্রশ্নো  
বিভূতমহতি পূর্কো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা  
মুখোহস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসাভিধানাং জীবন্ত ধর্মাদিগোচরত্বান্নাত্তত্র  
ধর্মাদিতি প্রশ্নমহতি প্রাপ্তস্ত ধর্মাদ্যন্তীতবাদন্তত্র ধর্মাদিতি প্রশ্নমহতি ।

প্রশ্ন কল্পনায় দোষ নাই সেইরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকেও প্রশ্নানোপস্থাপন কল্প-  
নাতে দোষ হয় না । ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, আমরা বর-  
প্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন কল্পনা করি না, যেহেতু বাক্যোপক্রমে উপ-  
ক্রমই প্রধান, বাস্তবিক কণ্ঠবল্লীতে সমাপ্তি পর্যন্ত নচিকেষত-যুক্ত্য সংবাদ-  
রূপ বাক্যপ্রবৃত্তিতে বরপ্রদানই উপক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ নচিকেষতাকে  
ভাঁহার পিতা যমালয়ে প্রেরণ করিলে নচিকেষতা যমের নিকট প্রথমত  
এই বর প্রার্থনা করেন যে, আমার পিতার পূর্ববৎ মন প্রণাত হউক  
এবং দ্বিতীয়বরে অগ্নি বিদ্যা ও তৃতীয়বরে আত্মবিদ্যা প্রার্থনা করেন,  
ইহাতে যদি “ধর্মাদিধর্মের অন্তঃ” এই বলিয়া অপূর্ক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়,  
গাহাহইলে বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্ন কল্পনাহেতু বাক্য-বাধিত  
হইয়া উঠে । বিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিভিন্নতাহেতু অপূর্ক প্রশ্নই হই-  
তেছে । পূর্ক প্রশ্নই জীববিষয়ক, অর্থাৎ মনুষ্য মরণের পর কি কার্য  
করে, ইহাই জীববিষয়ক প্রশ্ন, আর জীবের ধর্মাদিধর্ম আছে ; সুতরাং তাহা  
ধর্মাদিধর্মাদির অতীত নহে, অতএব জীব পরমাণুবিষয়ক প্রশ্নে লক্ষ্য হই-  
তেছে না । পরন্তু উভয়প্রশ্নাভাসও সমান দেখা যায় না, যেহেতু প্রথম

প্রেক্ষারূপে চ ন সমান্য লক্ষ্যতে পূর্বপ্রতিজ্ঞানাপ্রতিজ্ঞাবিষয়বাহুস্তত্ত্ব ধর্ম-  
দ্যতীতবস্ত্তবিষয়বাহু তন্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাত্মবাৎ প্রভেদঃ ন পূর্বপ্র-  
বোত্তরব্রাহ্মকর্ষণমিতি চেৎ ন জীবপ্রাক্করোরেকত্বাভূপগমাৎ । ভবেৎ  
প্রৈব্যভেদাৎ প্রভেদো যদ্যন্তো জীবঃ প্রাক্করো ত্যাং ন তত্ত্বত্বমন্তি তৎ-  
মসীত্যাদিশ্রুতাস্তত্ত্বভেদাঃ । ইহ চাক্ত্র ধর্মাদিত্যন্ত প্রভন্ত প্রতিবচনঃ ন  
জ্ঞাতে দ্বিরতে বা বিপক্ষিমিতি জন্মমরণপ্রতিবেদেন প্রতিপাদ্যমানঃ  
শারীরপরমেশ্বররোরভেদঃ দর্শয়তি । সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিবেদ্যগী  
ভবতি । প্রসঙ্গ-জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরন্ত ভবতি ন পব-  
মেশ্বরন্ত । তথা স্বপ্নাস্তং আগরিতাস্তৎ উভৌ যেনামুপশ্রুতি । মহাত্ম  
বিভূমাত্মানঃ নক্ষা ধীরো ন শোচতি ॥ ইতি স্বপ্নজাগরিতদুশো জীবতত্ত্ব  
মহাবিভূবিশেষণন্ত মনেন শোকবিচ্ছেদঃ দর্শয়ন্ ন প্রজ্ঞাদন্তো জীব

প্রশ্ন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিষয়ক এবং উত্তর প্রশ্ন ধর্মাদির অতীত বস্ত্তবিষয়ক,  
অতএব প্রত্যভিজ্ঞানাত্মব তেতুই প্রশ্নভেদ জানা যাইতেছে । যদি বলি,  
পূর্ববর্ত্তী প্রশ্নের বিষয়ীভূত জীবের পরবর্ত্তী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নে অম-  
কর্ষণ হইতে পারে না । তাহাও বলিতে পার না, কারণ জীব ও পব-  
মাত্মার ঐক্য স্বীকার আছে । যদি প্রাক্কপুরুষ হইতে জীব অজ্ঞ হয়,  
তাহা হটলেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ভেদে প্রশ্নভেদ হইতে পারে । “তৎ-  
মসি” ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ জানা যায় না । বাস্তবিক  
বিনি ধর্মার্থের অতীত, ইত্যাদি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে জানা যায় যে,  
যাঁহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তিনিই পরমাত্মা । পরন্তু জন্মজরাপ্রতিবেদ্যারা  
জীব ও পরমাত্মার, যে ভেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন  
করিয়াছেন । বস্ত্ততঃ সংস্পর্শহেতু জীবেরই জন্মমরণ প্রসঙ্গ আছে, উহা  
পরমেশ্বরের নাই । শাস্ত্রাস্তরে লিখিত আছে যে, যাঁহার “স্বপ্ন ও জাগরণ  
এই উত্তর অবস্থা নাই, তিনি মহান্ বিহু আত্মা, যে ধীর ব্যক্তি উক্ত  
আত্মাকে জানেন, তিনি শোকে মগ্ন হয়েন না । অতএব স্বপ্ন ও জাগরণ  
দর্শী জীবের মহত্ত্ববিভূত্ব বিশেষণের স্মরণদ্বারা শোকবিচ্ছেদ প্রদর্শন  
করত জীব প্রাক্কতির নহেন, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন । বেদাঃ

ইতি দর্শয়তি । প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ । তথা  
 যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদস্বিহ । মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নামেব  
 পশ্চতি ॥ ইতি জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবাদতি তথা জীববিষয়স্তান্ত্রিকানাতিশ্র-  
 য়প্রশংসানন্তরং অস্তং বয়ং নচিকেতা বৃণীষেত্যারভ্য মৃত্যুনা তৈস্তৈঃ কানৈঃ  
 প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা যদা ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়-  
 সবিশাগপ্রদর্শনেন বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীক্ষিনং নচি-  
 কেতসং মন্ত্রে ন স্বা কামা বহবোহলোলুপন্তেতি প্রশস্ত প্রশ্নমপি তদীরং  
 প্রশংসন তদ্বাচ 'তং হৃদর্শং গূঢ়মহুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং ।  
 অধ্যায়যোগাধিগমেন দেবং মদ্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি' । ইতি ।  
 তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবাহ বিবাক্ষিত ইতি গম্যতে । যং প্রশ্ন-

সিদ্ধান্তে জানা যায় যে, প্রাজ্ঞের বিজ্ঞানেই শোকবিচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ  
 এই দেহে যে চৈতন্ত, স্বর্যাদিতেও সেই চৈতন্ত এবং স্বর্যাদিতে যে  
 চৈতন্ত, এই দেহেও সেই চৈতন্ত, এইরূপে অথটেকরস ব্রহ্মেও যিনি মিথ্যা  
 ভেদ দর্শন করেন, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি মরণের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন,  
 কখনও তিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না । এইরূপে জীব  
 ও প্রাজ্ঞের ভেদপ্রতিষেধ করিতেছেন, আর জীবপ্রাজ্ঞবিষয়ক স্তান্ত্রিক  
 নাস্ত্রিক প্রশ্নান্ত্রে "নচিকেতা তুমি অস্ত্র বস্ত্র প্রার্থনা কর" এই বলিয়া  
 যম নচিকেতাকে নানা প্রলোভন দর্শাইলেও নচিকেতা যখন তাহাতে  
 প্রলোভিত হইল না, তখন যম অভ্যুদয় ও মুক্তির ভেদপ্রদর্শনদ্বারা  
 এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ প্রদর্শনদ্বারা বিদ্যাভীলাষী নচিকেতাকে  
 "তোমাকে কোন কামনাই লোলুপ করিতে পারিল না" ইত্যাদি বাক্যে  
 প্রশংসা করিয়া এবং তদীয় প্রশ্নের প্রতিও ভূয়সী প্রশংসা করত বলিয়া-  
 ছিলেন, সেই পরমাত্মা সর্বত্র অতি গূঢ়ভাবে অহুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনি  
 সকলের হৃদয় গুহাতে বর্তমান রহিয়াছেন এবং তিনিই পুরাণপুরুষ,  
 অর্থাৎ সকলের আদি । যে ধীর ব্যক্তি অধ্যায়যোগ জানিয়া সেই দেবকে  
 জানিতে পারে, সে কদাচ হর্ষিত বা শোকময় হয় না । ইহাতেও জীবাত্মা  
 ও পরমাত্মার অভেদই বিবাক্ষিত বলিয়া জানা যাইতেছে । যে প্রশ্ন নিমিত্ত



নিমিত্তাক্ষ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রতাপন্যত নচিকেতা যদি তং বিহার্য  
প্রশংসানন্তরমন্তমেব প্রশমুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা সৰ্ব্বা প্রশংসা প্রমা-  
রিতা ত্যাং তস্মাদ্যেয়ং প্রেতে ইত্যশ্চেব প্রশ্নৈশ্চ তদমুকর্ষণমন্তত্ব ধৰ্ম্মা-  
দিতি । যত্নু প্রশংসার্যাবলক্ষণামুক্তং তদদৃষণং তদীয়শ্চেব বিশেষত্ব পুনঃ  
পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ । পূৰ্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতিরিক্তশ্রাঘ্ননোহস্তিত্বং পৃষ্টং উত্তরত্র  
তু তশ্চেবাসংসারিত্বং পৃচ্ছাত ইতি । যাবদ্যাবিদ্যা ন নিবৰ্ত্ততে তাবদ্বন্ধাদি  
গোচরত্বং জীবন্ত জীবত্বং চ ন নিবৰ্ত্ততে । তন্নিবৰ্ত্তনেন তু প্রাজ্ঞ এব  
তদ্ব্যমনীতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে । ন চাবিদ্যাবশ্বে তদপগমেচ বস্তনঃ  
কশ্চিৎ বিশেষোহস্তি । যথা কশ্চিৎ সত্ত্বমসে পতিতাং কাঞ্চিজজ্জুমহিঃ মন্ত-  
মানো ভীতো বেগমানঃ পলায়তে তথাপরো জ্ঞয়াৎ মাভৈষীঃ নায়মহী-  
রজ্জুরেবেতি স চ তদ্রূপশ্রুত্যাহিকৃতং ভয়মুৎসজেদেপথং পলায়নঞ্চ ন  
চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্ততঃ কশ্চিৎ বিশেষঃ স্ত্যং তথৈবতদপি

নচিকেতা যমের নিকট মহতী প্রশংসা পাইয়াছিলেন । নচিকেতা যদি  
সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রশ্ন করিতেন, তাহাহইলে সেই প্রশংসা  
অস্থানে পতিত হইত ; সুতরাং জীববিষয় প্রশ্নেই “বিনি ধৰ্ম্মাধর্মের  
অতীত” ইত্যাদির অমুকর্ষণ হইয়াছে । আর প্রশ্নাত্মাসের যে বৈলক্ষণ্য  
উক্ত হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ নহে, কারণ পূৰ্বে যে বিনিয়ের প্রশ্ন  
হইয়াছিল, পরেও তাহারই বিশেষ প্রশ্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পূৰ্বে দেহাদি  
ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, পরেও সেই আত্মার অগ-  
সারিত্ব প্রশ্ন করিতেছেন । বস্ততঃ যাবৎ অবিদ্যার নিবৃত্তি না হয়, তাৎ  
জীবের ধৰ্ম্মাধর্ম থাকে এবং জীবত্ব নিবৃত্ত হয় না, পরে যখন জীবত্ব  
নিবৃত্ত হয়, তখনই “তবমসি” এই প্রতিদ্বারা প্রাজ্ঞ আত্মার পরিজ্ঞান  
হইয়া থাকে এবং অবিদ্যাসঙ্গে ও অবিদ্যার অপগমে বস্তর কোন বিশেষ  
থাকে না । যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধকার মধ্যে পতিত কোন রজ্জুকে  
সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে, তাহাকে ভীত  
দেখিয়া অপর ব্যক্তি বলে, তোমার ভয় নাই, তুমি যাহাকে সর্প জ্ঞান  
করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ, উহা সর্প নহে, উহা রজ্জু । তখন সে ঐ

## মহচ্ছ ॥ ৭ ॥

দ্রষ্টব্যং । ততঃ ন জায়তে ত্রিযতে বেতোবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্ব-  
প্রশ্নস্ত প্রতিবচনং সূত্রস্ববিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাজ্ঞভেদাপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্ ।  
একদেহপি হ্যায়বিষয়স্ত প্রশ্নস্ত প্রাণাবস্থারং ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচি-  
ক্তিংসনাং কর্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানগোহনাচ্চ পূৰ্ব্বস্ত পর্যায়স্ত জীববিষ-  
য়ত্বসুংপ্ৰেক্ষ্যতে উক্তরস্তত্ব ধৰ্ম্মাদ্যাত্ময়সঙ্কীৰ্ত্তনাং প্রাজ্ঞবিষয়ত্বমিতি ততঃ  
যুক্তাহমিজীবপরমাত্মকল্পনা । প্রধানকল্পনায়াং তু ন বরপ্রদানং ন প্রশ্নো  
ন প্রতিবচন মিতিবৈষম্যং ত্রাং ॥ ৬ ॥

যথা মহচ্ছকঃ সাটেজঃ সত্তামায়েহপি প্রথমজ্ঞে প্রযুক্তো ন তমেব  
বৈদিকেহপি প্রয়োগেহভিধত্তে বুদ্ধেরাশ্চা মহান্ পরঃ মহাস্তং বিভূমাশ্বানং

যাক্রির বাক্য শুনিয়া সৰ্পভয় পরিত্যাগ করে, তাহার আর কম্প থাকে না  
এবং পলায়ন করে না, এই স্থলে যখন রজ্জুতে সৰ্পজ্ঞান হইয়াছিল এবং  
যখন সেই সৰ্প বুদ্ধির নিবৃত্তি হইল, তখন সেই রজ্জু একরূপই ছিল,  
তাহার কোন বিশেষ হয় নাই । সেইরূপ অবিদ্যা কালে ও অবিদ্যার  
অপগমে বস্তুগত কোন বৈশিষ্ট্য হয় না, বস্তু একরূপই থাকে । অতএব  
যাহার “জন্ম মরণ নাই” ইত্যাদি বাক্যই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রশ্নের প্রতি-  
বচন । বাস্তবিক এই সূত্র অবিদ্যাকল্পিত জীব ও আত্মভেদাপেক্ষায়  
যোজিত করা কর্তব্য । জীব ও প্রাজ্ঞের একত্ব হইলেই আত্মবিষয়  
প্রশ্নের প্রাণাবস্থা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব মাত্র জানে কর্তৃত্বাদি সংসার  
ভাবের অনপগমহেতু পূৰ্ব্বপর্যায়ের জীববিষয়ত্ব উৎপ্রেক্ষিত হয়, আর  
পর পর্যায়ের ধৰ্ম্মাদির অভাব সঙ্কীৰ্ত্তন হেতু প্রাজ্ঞ বিষয়ত্ব জানা যায় ।  
সতএব অগ্নি, জীব ও পরমাত্ম কল্পনাতে বরপ্রদান, প্রশ্ন বা প্রতিবচন  
নাই ; সুতরাং মহাটবষম্য হইয়া উঠে ॥ ৬ ॥

ঐহ্যুক্ত অব্যক্তশব্দ সাংখ্যসাধরণ তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, যেহেতু উহা  
বহচ্ছকের জায় বৈদিক শব্দ, অর্থাৎ যেমন সাংখ্যেরা সত্তামায়ে মহচ্ছকের  
প্রয়োগ করে, তাহারাই বৈদিক প্রয়োগে অভিধান করে না, যেহেতু

## চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

বেদাহ মেতং পুরুষং মহাত্ত্বং ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিত্যো  
হেতুভ্যঃ তথাব্যক্তশব্দোহপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি ।  
অতঃচ নাত্ম্যাত্মানিকত্ব স্মার্ত্তত্ব শব্দবৎ ॥ ৭ ॥

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দবৎ প্রধানত্বাদিহুমিত্যাহ কস্মাৎ মন্ত্রবর্ণাৎ  
অজামেকাঃ লোহিতগুরুকৃষ্ণাঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ স্বজমানাঃ স্বরূপাঃ । অত্রো  
ষ্যেকো জুহমাণোহুশ্নেতে অহাতোনাঃ ভুক্তভোগামলোহিতঃ । ইতি । অত্র  
হি মন্ত্রে লোহিতগুরুকৃষ্ণশৈবরজঃসম্বতমাঃতভিধীয়ন্তে । লোহিতঃ রজঃ  
রক্তনাস্বকৃষ্ণাৎ গুরুঃ সৰ্বঃ প্রকাশাস্বকৃষ্ণাৎ কৃষ্ণঃ তমঃ আবরণাস্বকৃষ্ণঃ ।  
তেষাং সাম্যাবস্থাবয়বধর্ম্মেরূপমিহ তে লোহিতগুরুকৃষ্ণেতি । ন জায়ত  
ইতি চাজ্ঞা ত্রাৎ মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাৎ । নধজাধনঃ  
ছাগাধাঃ রজঃ । বাঢ়ং সা তু রুচিরিহ নান্রিয়তুং শক্যা বিদ্যাগ্রকর-

“বুদ্ধেরাশ্রা মহান পরঃ” “মহাত্ত্বং বিভূমান্বানঃ” “বেদাহ মেতং পুরুষং  
মহাত্ত্বং” ইত্যাদি অনেকানেক ঋতিতে আত্মশব্দ প্রয়োগ আছে, তথাপি  
বৈদিক প্রয়োগে অব্যক্তশব্দ প্রকৃতিকে অভিধান করিতে পারে না ।  
অতএব আত্মমাপিক স্মার্ত্তের শব্দ নাই ॥ ৭ ॥

পুনর্বার প্রকৃতি-কারণ-বাদীরা প্রকৃতির যে অশব্দবৎ অসিদ্ধ তাহা  
বলিতেছেন । কোন মন্ত্রে লিখিত আছে যে, লোহিত-গুরু-কৃষ্ণবর্ণা অজা  
বহ প্রজা সৃষ্টি করেন, কেবল এক আত্মাই সেই প্রকৃতির সেবা  
করিতেছেন এবং ইহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ।  
এই স্থানে লোহিত, গুরু ও কৃষ্ণশব্দে রজঃ, সৰ্ব্ব ও তমোগুণের সঞ্চর ইই-  
য়াছে, অর্থাৎ রক্তনাস্বকৃষ্ণ বিধায় লোহিতশব্দে রজঃ, সর্বপ্রকাশাস্বকৃ  
ণ্ডাস্বকৃ গুরুশব্দে সৰ্ব্ব এবং আবরণাস্বকৃ হেতু কৃষ্ণশব্দে রজোগুণ জ্ঞান  
যায় ; সুতরাং লোহিতগুরুকৃষ্ণা এই বিশেষণে রজঃ, সৰ্ব্ব ও তমঃ  
এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা জানা যায় । বাহ্যর অঙ্গ নাই, তিনি অজা,  
ইহাতে অজাশব্দে মূল প্রকৃতি স্বীকার করা যায় । এইরূপ যদি বল

ণাং সা চ বহ্বী: প্রজাটৈঃ গুণ্যাবিতা জনয়তি তাং প্রকৃতিং অজ্ঞো হ্যেক: পুরুষ: জুযমাণ: প্রীরমাণ: সেবমানো বাহুশেতে তামেবা বিদ্যায়া আশ্র-  
 যেনোপগম্য সুখী হুঃখী মুচোহহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি অন্ত: পুন: অজ: পুরুষ: উপগম্যাবেকজ্ঞানো বিরক্তো অহাতি এনাং প্রকৃতিং ভূক্ত-  
 ভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থ: তস্মাৎ প্রতিমূলৈব  
 প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেব প্রাপ্তে ক্রম: । নানেন সত্ত্বেন প্রতি-  
 মূলত: সাংখ্যবাদস্ত শক্যমাশ্রয়িতুম্ । ন হুয়ং মন্ত: স্বাতন্ত্র্যেণ কশ্চিদপি  
 বাৎ সমর্থয়িতুম্ সহতে । সৰ্ব্বত্রাপি যয়া কয়্যচিং কল্পনয়াহজ্ঞানাদি-  
 সম্পাদনোপপত্তে: সাংখ্যবাদ এবহাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণা  
 ভাব্যং চমসবৎ । যথা হি অস্মাখিলচমস উৰ্দ্ধবুধ ইত্যশ্রয়স্ত্রে স্বাতন্ত্র্য-  
 গায়ং নামানৌ চমসোহভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিরস্তং সৰ্ব্বত্রাপি যথা-  
 কথঞ্চিদস্মাখিলবাদিকল্পনোপপত্তে: । এবমিহাপ্যবিশেষোহজ্ঞানেকানি-

বজ্রাশ্রয় ছাগীতেই রূঢ়, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বিদ্যাপ্রকরণ হেতু  
 এইখানে সেই রূঢ়ার্থ আশ্রয় করা যায় না। সেই প্রকৃতি ঐশ্বর্যা-  
 য়ত বহুপ্রজা উপাদান করেন এবং পুরুষ ঐ প্রকৃতিকে সেবা করতঃ  
 সমুশ্রীত আছেন। আর পুরুষ সেই প্রকৃতিকে অবিন্যাসরূপে উপগমন  
 করিলেই আমি সুখী, আমি হুঃখী, আমি মুচ এইরূপ অবিবেক বশত সংসারে  
 রমণ করে, অন্ত পুরুষ বিবেক জ্ঞানসম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া তাহাকে  
 পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ কপিল শিষ্যেরা যে প্রকৃতি কল্পনা করে, তাহাও  
 প্রতিমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত “অজ্ঞা-  
 নেকাঃ” ইত্যাদি মন্ত্যর্থবারা সাংখ্যবাদের প্রতিমূলক আশ্রয় করা যায়  
 না, যেহেতু উক্ত মন্ত স্বতন্ত্ররূপে কোন অর্থবাদ সমর্থন করিতে শক্ত হয়  
 না, সৰ্ব্বত্রই কোন না কোন কল্পনারা সম্পাদনের উপপত্তি আছে,  
 ইহাই সাংখ্যবাদীর অভিপ্রেত, যেহেতু চমসবৎ ইহার বিশেষ অবধা-  
 রণের কারণ নাই। চমস একপ্রকার বজ্রপাত্র, যাহার অধোদেশে গর্ত  
 এবং উৰ্দ্ধবুধ, অর্থাৎ শির, তাহাই চমস। এইখানে যেমন এই নামে চমস  
 অভিপ্রেত, ইহা স্বাতন্ত্র্যরূপে নিরস্ত করা যায় না, যেহেতু সৰ্ব্বত্রই যে

জ্যোতিরূপক্রমা তু তথা হৃদীরত একে ॥ ৯ ॥

ত্ৰ্যস্ত মন্ত্ৰস্ত নামিগ্নাস্ত্রে প্রধানমেবান্ধাভিপ্রেতেতি শকাতে নিয়ন্তঃ। তত্র  
বিদং তচ্ছির এব হৃদীখিলশ্চমস উর্দ্ধবুর্ ইতি বাক্যশেষাচ্চমসবিশেষ-  
প্রতিপত্তির্ভবতি ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপত্তব্যোতি অত্র ক্রমঃ ॥ ৮ ॥

পরমেশ্বরাত্মং পরা জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোবল্লক্ষণা চতুর্দিক্চত-  
গ্রামস্ত প্রকৃতিভূতেশ্বরমজা। তুশ্চোহিবধারণার্থঃ। ভূতশরলক্ষণেবেশমজা  
বিজ্ঞেয়া ন গুণত্রয়লক্ষণা। কস্মাৎ। তথা হেকে শাখিনস্তেজোহবন্নানাঃ  
পরমেশ্বরাত্মংপত্তিমায়ার তেষামেব রোহিতাদিরূপতাসামনন্তি মদগে-  
রোহিতঃ রূপং তেজসস্তরূপং যচ্চরূপং তদপাং যৎকক্ষং তদগ্নস্ত ইতি।  
তাত্ত্বেবেহ তেজোহবন্নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে রোহিতাদিশব্দসামান্য-  
রোহিতাদীনাক শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ ভাক্তত্বাচ্চ গুণবিশেষত্ব-  
অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্ত নিমমনঃ জ্ঞাযাং মন্ত্ৰস্তে তথেষাপি ব্রহ্মবাদিনো

কোনরূপে অধোদেশে গর্ত করিয়া হইতে পারে। সেইরূপ এই স্থলে  
“অজামেকাং” ইত্যাদি মন্ত্ৰের প্রকৃতি নিয়ম করা যাইতে পারে না। চমস  
স্থানে বরং “ইহা মুখ, ইহা শির” ইত্যাদি প্রকারে চমসের বিশেষ জ্ঞান  
হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে কেবল অজার এইরূপ প্রতিপত্তি হয়।  
বিশেষ পরম্পরে বিবৃত হইবে ॥ ৮ ॥

অজাশব্দের বিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন।—যাহা পরমেশ্বর হইতে  
উৎপন্ন এবং জ্যোতিঃপ্রকৃতিরূপে চতুর্দিক্চতুর প্রকৃতিভূতা, তাহাই  
অজা বলিয়া জানিবে। এই অজা ভূতত্রয়লক্ষণা, গুণত্রয়লক্ষণা নহে।  
কোন কোন শাখাবাদীরা তেজ, জল ও অগ্নি, এই সকলকে পরমেশ্বর হইতে  
উৎপন্ন জ্ঞান করিয়া তাহাবিশেষেরই লোহিত রূপাদিরূপ স্বীকার করে,  
অর্থাৎ তেজের লোহিতরূপ, জলের গুরুরূপ এবং অগ্নির কৃষ্ণরূপ। আর  
লোহিতাদি শব্দ সামান্ত হেতু তেজ, জল ও অগ্নি, ইহারাই প্রত্যভিজ্ঞাত  
হয়। বাস্তবিক লোহিতাদি শব্দে রূপবিশেষেই মুখ্য, গুণবিশেষে ভাক্ত;

বদন্তি কিং কারণং ব্রহ্মত্বপত্রম্য তে ধ্যানযোগাভুগতা অপশ্চন্ দেবায়-  
শক্তিং স্বঙগৈর্নিগূঢ়ামিতি পারমেশ্বর্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িত্তা  
বাক্যোপক্রমেহবগমাৎ বাক্যশেষেহপি মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত  
মহেশ্বরং । ইতি । যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তত্ত্বা এবা-  
বগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামস্ত্রেণায়ত ইতি  
শক্যতে বক্তুঃ । প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী শক্তিরব্যাক্তনামরূপা নাম-  
রূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মস্ত্রেণায়ত ইত্যাচ্যতে । তত্ত্বান্ত স্ববিকার-  
বিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তং । কথং পুনস্তেজোহবয়ানানাং ত্রৈরূপ্যেণ  
ত্রিরূপাহ্বা প্রতিপত্তুং শক্যতে । বাবতা ন তাবন্তেজোহবয়েষাকাক-  
তিরস্তি ন চ তেজোহবয়ানানাং জাতিচরণাদজাতিনিমিত্তোহপ্যজাশব্দঃ  
সম্ভবগীতি অত্র উত্তরং পঠতি । ৯ ।

অর্থাৎ ঐ সকল শব্দের অর্থে বিশেষ বিশেষ রূপই জানা যায়, গুণবোধ হয়  
না। আর অসন্ধিপদার্থ বারাই সন্ধিপদার্থ নিরূপণ জ্ঞায্য, এই স্থলে  
ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ কি ? এই উপক্রমে তাঁহারা ধ্যানগত হইয়া  
ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, অতএব দেবশক্তি ও আত্মশক্তি স্বীয়গুণে নিগূঢ়  
আছে, ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন । 'ইহা জগদ্বিধায়িনী পরমেশ্বরী  
শক্তির বাক্যোপক্রমে অবগত হওয়া যায়, বাক্যশেষেও জানা যায় যে,  
মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে । পরন্তু "যো  
যোনি মধিতিষ্ঠত্যেকঃ" এই প্রমাণেও সেই প্রকৃতিরই অবগম হয়, বাস্ত-  
বিক প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, "অজামেকাঃ" ইত্যাদি মস্ত্রে প্রকৃতিকেই  
নির্দেশ করা যায় । আর প্রকরণ বশতঃ সেই দৈবীশক্তিরই নামরূপ  
ব্যক্ত নাই এবং উক্ত মস্ত্রে পূর্বাবস্থান রূপেই প্রকৃতি কথিত হয়, তাহার  
স্বীয় বিকার হেতুই ত্রিরূপ উক্ত আছে, তবে কিরূপে তেজ, জল ও অগ্নের  
ত্রিরূপবিধায় অজা বলিয়া জানা যাইতে পারে, যেহেতু তেজ, জল ও  
অগ্নিতে অজাকৃতি নাই এবং ঐ তেজ, জল ও অগ্নের জাতিপ্রবণহেতু,  
অজাশব্দের সম্ভব হয় না, অতএব পরম্পরে উত্তর পাঠ করিতেছেন । ৯ ।

কল্পনোপদেশোক্ত মধ্যাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

নায়মজ্ঞাকৃতিনিমিত্তোহজ্ঞাশব্দো নাপি যৌগিকঃ কিং তর্হি কল্পনোপ-  
দেশোহয়ং অজ্ঞারূপককুণ্ডলিন্তেজোহবয়লক্ষণায়াশ্চরাচরযোনেকরূপদ্বিত্বাৎ ।  
যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজ্ঞা লোহিতগুরুকৃষ্ণবর্ণা ত্রাং বহুবর্কবা  
বরূপবর্করা চ তাক কশ্চিদজ্ঞো জুবমাণোহমুশয়ীত কশ্চৈচ্চনাং ভুক্ত-  
ভোগাং জ্ঞানদেবমিরমপি তেজোহবয়লক্ষণা কৃতপ্রকৃতিদ্বিবর্ণা বহু সঙ্গগং  
চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি অবিজ্জ্বা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভূক্ত্যাতে  
বিজ্জ্বা চ পরিত্যজ্যতে ইতি । ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোহমু-  
শেতেহজ্ঞো জ্ঞাতীতি অত্র ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিহঃ  
প্রাপ্নোতীতি । ন হীরং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপাদয়িষ্য কিন্তু বক্রমোক্ষ-  
ব্যবহাপ্রতিপাদয়িবৈষয়া । প্রসিদ্ধত্ব ভেদঃ অমুদ্য বক্রমোক্ষব্যবহা

এই অজ্ঞানদ অজ্ঞাপ্রকৃতিনিমিত্ত বা যৌগিক নহে, উহা কল্পনার  
উপদেশ মাত্র, অর্থাৎ এইরূপে অজ্ঞারূপে কল্পনা করিয়া প্রকৃতি যে তেজ,  
জল ও অন্নরূপ চরাচর জগতের যোনি, তাহারই উপদেশ করিয়াছেন,  
যেমন লোকে যদৃচ্ছাক্রমেই কোন কোন পত্র গোহিত, গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ  
হয় এবং কোন বাল পত্রকে অপর পত্র সেবা করিয়া তাহার অমুশয়ন  
করে এবং কোন পত্র বা তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেই  
রূপ তেজ, জল ও অন্নরূপা দ্বিবর্ণী কৃতপ্রকৃতি বহু চরাচর বিকারজাত  
উৎপাদন করিয়া থাকে । আর অজ্ঞা জ্ঞান সেই প্রকৃতিকে ভোগ করে  
এবং জ্ঞানী আত্মা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । এইস্থলে এইরূপ  
আশঙ্কা হইতে পারে না যে, আত্মা প্রকৃতির অমুশয়ন করে এবং অত্র  
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, অতএব পারমার্থিক আত্মভেদ পরের  
ইষ্ট, ইহা জানা গেল । বাস্তবিক উহা আত্মভেদ প্রতাপাদনের ইচ্ছায়  
হয় নাই, কিন্তু বক্রমোক্ষ ব্যবহার প্রতাপাদনের ইচ্ছায় ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত  
হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপ প্রসিদ্ধ ভেদ বলিয়া বক্রমোক্ষ ব্যবহা প্রতাপাদন  
করিয়াছেন, এই ভেদও উপাদি নিমিত্ত মিথ্যাজ্ঞান করিত, উহা পার-

ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি নানাতাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

প্রতিপাদ্যতে ভেদস্ত উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাঞ্জনকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ  
একো দেবঃ সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বভূতাস্তরায়া ইত্যাদিপ্রতিভাঃ ।  
মহাদিবৎ বথাদিত্যস্তামধুনো মধুঃ বাচশ্চাধেনোধেত্বং দ্যালোকাদীনাং  
চান্দ্রীনাংমিথ্যং ইত্যেবং জাতীয়কং কল্পাতে এবমিদমনজার। অজ্ঞাৎ  
কল্পতে ইত্যর্থঃ তদ্বাদবিরোধন্তেজোহবগ্নেঃজাশকপ্রয়োগস্ত ॥ ১০ ॥

এবং পরিক্রতেঃপ্যজ্ঞামস্তে পুনরপ্যন্তস্মান্জ্ঞাং সাধ্যাঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে  
“যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্ত আস্মানং বিদ্বান্  
ব্রহ্মামৃতোহমৃতমিতি” অস্মিন্মন্তে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়াঃপরা  
পঞ্চসংখ্যা ক্ষয়তে পঞ্চশব্দবয়দর্শনাং ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ  
সম্পদ্যন্তে । তথা চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া বাবস্তঃ সঙ্খ্যয়া আকাশ্যাক্ষতে  
তাবস্তোব চ তদ্বানি সাষ্ট্যৈঃ সঙ্খ্যায়ন্তে “মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিগ্রহদাদ্যাঃ

মথিক ভেদ নহে । যেহেতু শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, এক দেব সৰ্ব্ব-  
ভূতে গুঢ়ভাবে আছেন, ইনি সৰ্ব্বব্যাপী এবং সৰ্ব্বভূতের অন্তরায়া ।  
যেমন মহাদি বিদ্যাতে, অর্থাৎ আদিত্যরূপ অমধুর মধু এবং বাক্যরূপ  
অধেহুর ধেহু, আর অনগ্নি দ্যালোকাদির অগ্নি কল্পনা হয়, সেইরূপ যে  
অজ্ঞা নহে, তাহার অজ্ঞা কল্পনা হইয়া থাকে । অতএব তেজ, তল ও  
অগ্নাদিতে যে অজ্ঞাশব্দ প্রয়োগ তাহা অবিকল্প জানিবে ॥ ১০ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে “অজ্ঞামেকাং” ইত্যাদি মন্ত পরিহৃত হইলেও  
সাংখ্যগণ অন্ত মন্ত সহায়ে পুনরুত্থান করিতেছেন । যাহাতে পঞ্চ পঞ্চ জন  
ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে জানিতে পারিলেই লোকে ব্রহ্মামৃত  
নাভ করিয়া অমৃতত্ব পাইতে পারে । যেহেতু উক্ত মন্তে দুইটি পঞ্চশব্দ  
দেখা যায় । অতএব পঞ্চ পঞ্চ জনা, এই পঞ্চশব্দে পঞ্চ সংখ্যাবিষয় অপর  
পঞ্চ সংখ্যা জানা যায় ; অন্তরাং এই স্থলে পঞ্চ সংখ্যার পঞ্চবিংশতি সংখ্যা  
হইল, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা বস্ত সংখ্যা হইতে পারে, সাধ্য-  
বাদীরা তত সংখ্যক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকে । শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে



প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকারো ম প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ” । ইতি । তথা প্রতিপ্রসিক্তরা পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং সৃতি প্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ প্রতিমমমেব প্রধানাঃ দ্বীনাং ততো ক্রমঃ । ন সন্ধ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং প্রতিমম প্রতি-  
 আশা কৰ্ত্তব্য কন্মাৎ নানান্তাবাৎ । নানা ছেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি নৈবাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধৰ্ম্মোহিতি যেন পঞ্চবিংশতেরত্ত্বরাণে-  
 পরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সন্ধ্যা নিবিশেরন্ ন ছেকনিবন্ধনমত্তরেণ নানাকৃতেষু  
 দ্বিত্বাদিকাঃ সন্ধ্যা নিবিশন্তে । অপোচ্যোত পঞ্চবিংশতিসংখ্যাবৈয়মব্যব-  
 ধারেণোপলক্যতে । যথা “পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন বর্ষশতক্রতুঃ” । ইতি ।  
 ষাদশবার্বিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি তদ্বদিত তদপি নোপপদ্যতে । অয়মেবা-  
 স্মিন্ পক্ষে দোষো যজ্ঞকণা আশ্রয়ণীয়া ত্ভাৎ । পরপ্ৰত্যজ পঞ্চশকো জন-  
 শব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজনা ইতি ভাবিকেন স্মরণৈকপদবহিনীভবাৎ । প্রয়ো-

যে, মূল প্রকৃতির বিকার নাই, মহত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতি-  
 রূপ এবং ষোড়শ পদার্থ বিকারী, কিন্তু পুরুষ বিকারী বা প্রকৃতি কিছুই  
 নহে । এইরূপ সেই প্রতি প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা সৃতি প্রসিদ্ধ  
 পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংগ্রহেহু প্রধানাদির প্রতিমত্তা জানা যায় । ইহাতে  
 বলা বাইতে পারে যে, সংখ্যার উপসংগহ হেহু প্রধানাদির প্রতিমত্তা  
 আশা করা যায় না, কারণ প্রধানাদির নানা দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ এই  
 সকল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাপ্রকার দেখা যায়, ইহাদিগের এখন পাঁচ  
 পাঁচ করিয়া প্রধান ধর্ম্ম নাই যে, বাহাতে পঞ্চবিংশতির অন্তরাণে  
 তাহার অপর পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যার নিরাস করিতে পারে । বাস্তবিক এক-  
 নিবন্ধন ব্যতিরেকে নানা ভূতে নানা সংখ্যা নিবিষ্ট হয় না, এইরূপ  
 বলা বাইতে পারে যে, অবয়ব দ্বারাই পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উপলভ হয় ।  
 যেমন “পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন বর্ষশতক্রতুঃ” এই স্থলে পাঁচ ও সাত ঘূরু  
 হওয়াতে ষাদশ বার্বিকী অনাবৃষ্টি কথিত হয়, সেইরূপ অদ্রব্যবগত সংখ্যার  
 গ্রহণ হইতে পারে, ইহাও উপপন্ন হইতেছে না, ইহাই এই পক্ষে দোষ  
 দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের সমাপ হইয়াছে,

গাত্তরে চ পক্ষানাং স্বাপক্ষজনানামিভ্যাকপট্যাক্ষরৈক্যকবিত্তিকস্বাবগ-  
মাং সমস্তস্বাক্ষি ন বীক্ষা পক্ষ পক্ষেতি তেন ন পক্ষদ্বয়গ্রহণং পক্ষ-  
পক্ষেতি । ন চ পক্ষসম্বন্ধায়া একত্বাঃ পক্ষসম্বন্ধায়াঃ পরমা বিশেষণং পক্ষ-  
পক্ষকা ইতি উপসর্জনস্ত বিশেষণেনাসংযোগাৎ । ন স্বাপক্ষপক্ষসম্বন্ধা-  
জনা এব পুনঃ পক্ষসম্বন্ধায়া বিশেষ্যমাণা পক্ষবিশিষ্টাঃ প্রত্যেকান্তে । যথা  
পক্ষপক্ষপূলা ইতি পক্ষবিশিষ্টাঃ পূলা প্রতীয়ন্তে তৎ নেনাতি ক্রমঃ যুক্তঃ  
যং পক্ষপুলীশবস্ত সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যং ভেদাকাক্ষায়াং  
পক্ষপক্ষপূলা ইতি বিশেষণং ইহ তু পক্ষজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদা-  
নাং কতীতি অসত্যং ভেদাকাক্ষায়াং ন পক্ষ পক্ষজনা ইতি বিশেষণং  
ভবেৎ তদদপীদং বিশেষণং পক্ষসম্বন্ধায়া এব ভবেৎ তত্র চোক্তো দোষঃ  
তত্বাং পক্ষ পক্ষ জনা ইতি ন পক্ষবিশিষ্টিত্বাভিপ্রায়ঃ অতিরেকাক্ষ ন

যেহেতু ভাবিক স্বরের সহিত একপদত্ব নিয়ম আছে, প্রয়োগাত্তরে,  
অর্থাৎ “স্বাপক্ষজনানাং” এই এক পদে এক স্বর এবং একবিত্তিকির অব-  
গম আছে । আর পক্ষ পক্ষ ইহাকে বীক্ষাও বলা যায় না, যেহেতু পক্ষ  
শব্দের সহিত জনশব্দের সমাস হইয়াছে । অতএব পক্ষ পক্ষ এই শব্দে  
হই পাঁচ, কিম্বা এক পক্ষশব্দ অপর পক্ষের বিশেষণ ইহাও বলা যায় না,  
কারণ বিশেষণের সহিত উপসর্জন সংযোগ হইতে পারে না । এইরূপ  
যদি বলি পক্ষ সংখ্যা প্রাপ্ত জন সকলই পুনর্বার পক্ষ সংখ্যা দ্বারা বিশেষ্য-  
মাণ হইয়া পক্ষবিশিষ্টা সংখ্যা প্রতিপাদন করে, যেমন “পক্ষ পক্ষ পূলা”  
এই স্থলে পক্ষবিশিষ্টা পূলীর জ্ঞান হয়, সেইরূপ পক্ষ পক্ষ জন, এই  
শব্দে পক্ষবিশিষ্টা জন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে । ইহাতে বলা যায়  
যে, পক্ষ পূলাশব্দের সমাহারাভিপ্রায়হেতু ভেদাকাক্ষা সবে “পক্ষ পক্ষ  
পূলা” এই স্থলে পক্ষশব্দের বিশেষণত্বই যুক্ত, পরন্তু “পক্ষজনাঃ” এইরূপ  
শব্দেই ভেদোপাদানহেতু ভেদাকাক্ষার অভাবে “পক্ষ পক্ষজনা” এইরূপ  
বিশেষণ হইতে পারে না । আর যদিও পক্ষ সংখ্যার বিশেষণ হইতে  
পারে, তাহাতেও উক্ত দোষ হইয়া উঠে । অতএব জানা যায় যে, “পক্ষ  
পক্ষজনাঃ” এই স্থলে পক্ষবিশিষ্টা তত্ত্ব অভিপ্রেত নহে । বাস্তবিক তত্ত্ব

পঞ্চবিংশতিত্বাভিপ্রায়ঃ অতিরেকো হি ভবত্যাশ্চাকাশাত্যাং পঞ্চ-  
 বিংশতিসংখ্যায়াঃ । আত্মা তাবদিহ প্রীতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন নির্দিষ্টঃ  
 যন্নির্মিতি সপ্তমীহুচিতস্ত তমেবমন্তে আত্মানং ইত্যাত্মত্বেনামুকর্ষণঃ ।  
 আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ স চ পঞ্চবিংশতাবস্তর্গত এবোতি ন তন্তৈবাবধারণ-  
 মাধেয়ত্বঃ চ যুজ্যেত অর্থাস্তরপরিগ্রহে বা তত্ত্বসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ  
 প্রসজ্যেত । তথা আকাশস্ত প্রতিষ্ঠিতঃ ইত্যাকাশতাপি পঞ্চবিংশতাবস্তর্গ-  
 তস্ত ন পৃথগ্গণ্যমানঃ জ্ঞায্যঃ অর্থাস্তরপরিগ্রহে চোক্তং দৃষণং । কথঞ্চ  
 সংখ্যামাত্রশ্রবণে সত্যজনানাং পঞ্চবিংশতিত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়ৈত  
 জনশব্দস্ত তত্ত্বেষ্বরূঢ়ত্বাং অর্থাস্তরোপসংগ্রহেহপি সম্ব্যোপপত্তেঃ । কথং  
 তর্হি পঞ্চজনং ইতি উচ্যতে দিক্সম্ব্যে সংজ্ঞারামিতি বিশেষত্বরণাং সংজ্ঞা-  
 রামেব পঞ্চশব্দস্ত জনশব্দেন সমাগঃ ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণৈব কেচিৎ  
 পঞ্চজনানাং বিবক্ষ্যন্তে ন সংখ্যাত্বাভিপ্রায়েণ তে কতীত্যস্তানাকা-

সংখ্যা পঞ্চবিংশতির অধিক বিধায়, উক্ত পঞ্চ পঞ্চ শব্দে পঞ্চবিংশতি  
 তত্ত্ব অতিশ্রেত হইতে পারে না, অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা দ্বারাষ্ট পঞ্চ-  
 বিংশতি তত্ত্বের আধিক্য জানা যায় । পরন্তু আত্মাই প্রীতিষ্ঠার প্র-  
 ত্যাধার বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, যেহেতু আত্মাকেই আধার বলিয়া স্বীকার  
 করি, এইরূপ প্রতিতে উক্ত আছে, প্রকৃত পক্ষে আত্মা চেতন পুরুষ, ইহা  
 পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত নহে এবং তাহারই আধারত্ব ও আধেয়ত্ব যুক্ত হয়,  
 আর অর্থাস্তর গ্রহণে তত্ত্বসংখ্যা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ । “আর আকা-  
 শস্ত প্রতিষ্ঠিত” এইরূপে পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত আকাশের পৃথক্ উপা-  
 দান জ্ঞায্য হয় না, অর্থাস্তর পরিগ্রহেও উক্ত দোষ হয়, তবে কিরূপে  
 সংখ্যামাত্র শ্রবণে শ্রুত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপসংগ্রহ প্রতীতি হইতে  
 পারে, যেহেতু জন শব্দের তত্ত্ব রূঢ় নাই, আর অর্থাস্তর গ্রহণেও সংখ্যার  
 উপপত্তি আছে । তবে কিরূপে “পঞ্চ পঞ্চ জন” এইরূপ বলা যায় ?  
 যেহেতু দিক্ ও সংখ্যা ইহারা সংজ্ঞাতে বর্তমান থাকে, এইরূপ বিশেষ  
 স্বরূপ আছে । সংজ্ঞাতেই পঞ্চশব্দের সহিত জনশব্দের সমাগ হয়, অতএব  
 রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েই কেহ কেহ পঞ্চজন এইরূপ নাম বিবক্ষা করেন, উহা

## প্রাণাদয়ৌ বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

দ্বায়াং পুনঃ পক্ষেতি প্রযুক্ত্যতে পঞ্চজনা নাম কেচিৎ তে চ পক্ষেত্যর্থঃ  
পূর্ব্বরঃ সপ্তেতি বখা । কে পুনস্তে পঞ্চজনা নামেতি তদ্ব্যচ্যতে ॥ ১১ ॥

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত উত্তরমিহ যন্তে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় প্রাণা-  
য়ঃ পঞ্চ নির্দিষ্টাঃ “প্রাণস্ত প্রাণমৃত চক্ষুষঃচক্ষুরত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমন্নভানঃ  
নসো যে মনো বিহুঃ” ইতি তেহজ্জ বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাং পঞ্চজনা  
ব্রহ্মান্তে । কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ তেষু বা কথং জনশব্দ-  
প্রয়োগঃ সমানে তু প্রসিদ্ধাতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহী-  
তব্যা ভবন্তি জনসবন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ৌ জনশব্দভাজৌ ভবন্তি । জনবচনশ্চ  
কৃষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ “তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মগুরুষাঃ” ইতি অত্র  
প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা” ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণং । সমাসবলাচ্চ  
মুদায়স্ত রূঢ়মবিরুদ্ধং । কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে রূঢ়িঃ শক্যা-

ংখ্যাক্ত তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে । বাস্তবিক তত্ত্বসংখ্যা কত ? এই আকা-  
ঙ্ক্ষাতেই পঞ্চজনা” এইটি নাম মাত্র জানা যায় । যেমন সপ্তর্ষি বলিলে  
সপ্তজন বুঝায়, সেইরূপ পঞ্চজন শব্দে পঞ্চজ্ঞাংখ্যায্যাজ্ঞ জানিবে । সেই  
পঞ্চজন নামে কাহাকে বুঝাইবে, তাহা বলা যাইতেছে ॥ ১১ ॥

“যস্মিন পঞ্চজনা” এই উত্তর মন্ত্রে ব্রহ্ম নিরূপণার্থ প্রাণাদিপঞ্চ নির্দিষ্ট  
হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, অঙ্গের অঙ্গ  
এবং মনের মন ইত্যাদিরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । এই স্থলে সন্নিধ্য  
গতঃ বাক্যশেষগত পঞ্চজন বিবক্ষিত হয়, তবে কিরূপে জনশব্দ  
প্রয়োগ হয় । কিন্তু সমান বিষয়ে প্রসিদ্ধি অতিক্রম করিয়া বাক্যশেষ  
গতঃ প্রাণাদিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, জনসবন্ধবশতই প্রাণাদি  
জনশব্দভাগী হইয়া থাকে । এই প্রকারে জনশব্দের দ্বার পুরুষ শব্দ প্রাণে  
যুক্ত হয় । ঐতিহ্যে লিখিত আছে যে, সেই প্রাণাদিরাই পঞ্চ ব্রহ্ম  
রূপ এবং প্রাণই পিতা ও প্রাণই মাতা ইত্যাদি রূপেও নির্দিষ্ট আছে ।

উদ্ভিদাদিবদিতাহ । অসিদ্ধার্থসম্বন্ধানেন হ অসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুক্ত্যমান  
 সমভিব্যাহারাং তদ্বিবয়ো নিয়ম্যতে যথোদ্ভিদা যজ্ঞেত যুপং ছিন্বি  
 বেদিং করোতীতি তথাহয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসাধাখ্যানাদিবগতসংজ্ঞা-  
 ভারঃ সংজ্ঞাকাজী বাক্যশেষসমভিব্যাহতেষু প্রাণাদিষু বর্তিষ্যতে ।  
 কৈশিক্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধর্বা অহুরা রক্ষাংমি চ পঞ্চ জনা ব্যাখ্যাতাঃ ।  
 অষ্টৈশ্চত্বায়ে বর্ণা নিবাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ । কচিচ্চ যৎ পাকমন্ত্রস্য  
 বিশতি প্রজাপরঃ প্ররোগঃ পঞ্চজনশব্দস্ত দৃশ্যতে তৎপরিগ্রহেহপি ন  
 কশ্চিৎপ্ররোধঃ । আচার্য্যাস্ত ন পঞ্চবিংশতেস্তত্ত্বানামিহ প্রতীতিরত্নতোব্যং-  
 পরতয়া প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাদিতি জগাদ । তবেযুক্ত্যাবৎ প্রাণাদয়ঃ  
 পঞ্চজনা মাধ্যস্তিনানাং যেহনং প্রাণাদিষামনন্তি কাণানাস্ত কথং প্রাণা-  
 নয়ঃ পঞ্চজনা তবেযুঃ যেহনং প্রাণাদিষু নামনন্তীতি অত উত্তরং  
 পঠতি ॥ ১২ ॥

বাস্তবিক সমাগবলেই সমুদায়ের রূঢ় অবিকল্প । তবে কিরূপে প্রথম  
 প্ররোগ না থাকিলে উদ্ভিদাদির জ্ঞান রূঢ় আশ্রয় করা যায়, পরন্তু অসি-  
 দ্ধার্থসম্বন্ধান দ্বারা অসিদ্ধার্থ শব্দ প্রযুক্ত্যমান হয় । সমভিব্যাহার বশতঃ  
 তদ্বিবয়ের নিয়ম আছে । উদ্ভিদ দ্বারা যাগ করে, যুপ ছেদন করে এবং  
 বেদি প্রস্তুত করে, ইত্যাদিশব্দের জ্ঞান এই পঞ্চজন শব্দেও সমাগের  
 কথন হেতু সংজ্ঞাতাব জানা যায় । সংজ্ঞাকাজীব্যক্তি বাক্যশেষ সমভি-  
 ব্যাহত হইলেই প্রাণাদিতে বর্তমান থাকিবে । কেহ কেহ দেবতা, পিতৃগণ,  
 গন্ধর্ব্ব, অহুর ও রাক্ষস এই পঞ্চজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অত্র বাদীরা  
 চারি বর্ণ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, কোন স্থানে বিংশতি প্রজাপর বলিয়া  
 প্ররোগ করেন, তাহা গ্রহণ করিলেও কোন বিরোধ দেখা যায় না  
 আচার্য্য এই স্থলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি আছে, এইরূপ বলিয়া  
 ছেন ; সুতরাং প্রাণাদিরাই পঞ্চজন শব্দবাচ্য হইতেছে । মাধ্যস্তি  
 শাবীরা “প্রাণাদি নয়” এইরূপ পদ প্ররোগ করিয়া থাকেন, তবে কাশি  
 যেরা কিরূপে প্রাণাদিরাই পঞ্চজন, ইহা বলিতে পারে, এই আশঙ্কা  
 পর হুজে উত্তর পাঠ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

## জ্যোতিষৈকেষামসমে ॥ ১৩ ॥

অসত্যপি কাণ্ডানয়ে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসংখ্যা পূর্ণতে । তেহপি হি  
 যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূৰ্ণস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপানিরূপণাৎ যবজ্যোতিঃ-  
 দ্বয়তে “তদেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইতি । কথং পুনরুচ্যেযাম পঃ তুল্য-  
 দিদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যায়া দেবা-  
 দ্গৃহ্যতে কেবা কিমেনতি অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ । মাধানিনানাং হি সমান-  
 মন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ নাস্মিন্মন্ত্রাস্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা  
 ভাব্যত তদলাভাতু কাণ্ডানাং ভবত্যাপেক্ষা অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেহপি  
 মন্ত্রে জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে যথা সমানেহপ্যতির্যগে বচনভেদাৎ ষোড়-  
 শিনো গ্রহণাগ্রহণে তদেব । তদেবং ন তাবৎ প্রতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ  
 প্রধানবিষয়ান্তি স্মৃতিস্তায়প্রসিদ্ধী তু পারহরিষোতে ॥ ১৩ ॥

কাণ্ডমতে অগ্নের অসিদ্ধি হইলেও যে তাহাদিগের মতে জ্যোতিঃ  
 দ্বারা পঞ্চসংখ্যার পূরণ আছে । তাঁহারা “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা” ইত্যাদি  
 পূৰ্ণমন্ত্রে ব্রহ্মনিরূপণার্থ জ্যোতিঃই কহিয়াছেন, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই জ্যোতিঃ  
 পদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ, এই প্রকারে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন । তবে  
 কিরূপে উভয় মতের তুল্যতা হইতে পারে, কারণ অপেক্ষার বিভি-  
 ন্নতা প্রযুক্ত সমানমন্ত্রগত পঞ্চসংখ্যাদ্বারা কোন কোন মতে ব্রহ্মই  
 পরিগৃহীত হন এবং কোন কোন মতে তাহা হয় না । অতএব বলিতে-  
 ছেন, মাধানিন শাখাদিগের মতে সমান মন্ত্রে পঠিত প্রাণাদি পঞ্চজন-  
 লাভ হেতু মন্ত্রাস্তরপঠিত হইলেও জ্যোতিষে অপেক্ষা নাই, কাণ্ডদিগের  
 তাহা লাভ হয় না বলিয়া তাহাদিগের মতে অপেক্ষার বিভিন্নতা দেখা  
 যায় ; সুতরাং সমান মন্ত্রেও জ্যোতির গ্রহণ ও অগ্রহণ হইতেছে, যেমন  
 সমান অতির্যত্র বাগে বচনভেদহেতু ষোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণ আছে,  
 এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে । অতএব জানা যাইতেছে, প্রধানবিষয়  
 কোন প্রতিপ্রসিদ্ধি নাই এবং স্মৃতি ও স্তায়প্রসিদ্ধিও পরিদ্রুত হইবে ॥ ১৩ ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিনু যথাব্যপদিস্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং গতিসাম্যত্বং  
বাক্যানাং প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানত্বাশঙ্কয়ম্ । তদেদমপরমাশঙ্ক্যতে । ন  
অস্বাদিকারণত্বং ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসাম্যত্বং বেদান্তবাক্যানাং  
প্রতিপাদয়িতুং শক্যং কস্মাৎ বিগানদর্শনাৎ প্রতিবেদান্তং হস্তান্তা সৃষ্টি-  
রূপলভ্যাতে ক্রমাদিবৈচিত্র্যাৎ তথা হি কচিদান্মন আকাশঃ সমুতঃ ইত্যা-  
কাশাদিকা সৃষ্টিরায়াতে কচিৎকেন্দ্রাদিকা তত্তেজোহম্মজতেতি কচিৎ-  
প্রাণাদিকা ন প্রাণমম্মজত প্রাণাচ্ছ্রুতামিতি কচিৎ অক্রৈমব লোকানা-  
নুৎপত্তিরায়াতে “স ইমাম্লোকানম্মজতাঙ্ছো মরীচির্মরমাগঃ” ইতি তথা  
কচিদসংপূর্জিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যাতে “অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ স-  
জারতেতি” “অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসত্যমভবদিতি” চ

পূর্বে ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মবিষয়ে  
গতিসাম্যত্বঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর প্রধানের যে অশঙ্ক্য, তাহাও  
প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাতে এইক্ষণ অপর আশঙ্কা হইতেছে যে, কস্মাদি  
কারণতা ব্রহ্মের ব্রহ্মবিষয় নহে এবং বেদান্ত বাক্যের গতিসাম্যত্ব  
প্রতিপাদন করা যায় না, কারণ প্রতিবেদান্তেই নানাপ্রকার সৃষ্টির  
উপলভ্যঃ এবং তাহাতে ক্রমবৈচিত্র্য আছে, কখন ও আত্মা হইতে  
আকাশ সমুত হয়, এইরূপে আকাশাদি সৃষ্টি, কচিৎ “তেজোহম্মজৎ” এই  
শ্রুতিতে তেজ আদি এবং কচিৎ প্রাণাদি সৃষ্টি উক্ত আছে । তিনি প্রাণ  
সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং প্রাণের পর শ্রুতির সৃষ্টি হয় এইরূপে কোন  
কোন স্থলে অএমেই লোক সৃষ্টি কথিত হইয়াছে । “স ইমাম্লোকান  
ম্মজতাঙ্ছো মরীচির্মরমাগঃ” এই শ্রুতিতে ক্রমবিপর্যায় দেখা যায়, আর  
কোন কোন শ্রুতিতে অসংপূর্জিকা সৃষ্টি কথিত আছে, অর্থাৎ আগে  
এই জগৎ অসং ছিল এবং সেই অসং হইতেই সত্তের উৎপত্তি হয়,  
এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে, আর কোন কোন স্থানে অসম্বাদ নিরাকরণ

কচিদস্বাদনিরাকরণেন সংপূৰ্ণিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে "তদ্বৈতক আত্ম-  
রসদেবেদমগ্র আসী" দিত্যুপক্রম্য "কৃতন্তু ঋণু সোমৈম্যং ত্রাদিতি চোনাচ  
কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সদেব সোমোদমগ্র আসীদিতি" কচিৎ স্বরং কর্তৃ-  
কৈব ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে "তদ্বৈতঃ তদ্ব্যাকৃতগামীঃ তরাম-  
রূপাত্ম্যমেব ব্যাক্রিয়ত ইতি । এবমনেকধা বিপ্রতিপত্তেঃ বস্তুনি চ  
বিকল্পভাষ্যপত্তেন বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণাবধারণপরতা জ্ঞাব্য  
স্বতিজ্ঞাপ্রসিক্তিত্যাং তু কারণান্তরপরিগ্রহো জ্ঞায্য ইতি । এবং প্রাপ্তে  
ক্রমঃ । সত্যপি প্রতিবেদান্তঃ সূত্র্যামানবাকাশাদিব জন্মান্দ্যং  
বিগানে ন সৃষ্টির কিকিধিগানমস্তু কৃতঃ বধাশ্যপদিষ্টোক্তেঃ । বধাভূতো  
দ্বৈতম্বেদান্তে সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ সৰ্ব্বাঙ্কোচবিভীষঃ কারণত্বেন  
ব্যপদিষ্টঃ তথাভূত এব বেদান্তান্তরেবপি ব্যপদিষ্টে তদ্ব্যপ "সত্যং  
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" অত্র তাবজ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্ব্যপণ কাম্রি-

করিয়া সংপূৰ্ণিকা সৃষ্টির প্রমাণ দেখা যায় । কেহ কেহ বলেন, পূৰ্বে  
কেবল অসংই ছিল, এই উপক্রমে জিজ্ঞাসা হইরাছিল যে, কিরূপে  
অসং হইতে সং জন্মিতে পারে, সংমানই পূৰ্বে ছিল, ইত্যাদি বেদ  
প্রমাণে জানা যায় । কোন কোন স্থলে এই জগৎ স্বয়ংই ব্যক্ত হইরাছে,  
এইরূপ কথিত আছে । অর্থাৎ প্রতিতে উক্ত আছে যে, এই জগৎ-পূৰ্বে  
অব্যক্তভাবে ছিল, পরে নাম রূপদ্বারা ব্যক্তীভূত হয় । এইরূপে অনেক  
প্রকার মত আছে এবং বস্তুমাত্রের বিকল্পের অমুপপত্তি হেতু বেদান্ত বাক্য  
যে, জগতের কারণাবধারণ করিয়াছে, তাহা বলা উচিত হয় না, আর  
স্বতি ও জ্ঞান প্রসিদ্ধ জগতের কারণত্তর পরিগ্রহের জ্ঞায় বোধ হয় না ।  
এইরূপ বিপ্রতিপত্তিতে বলিতেছেন, প্রতি বেদান্তে আকাশাদি সৃষ্টি-  
ক্রমদ্বারা নিন্দা শ্রবণ থাকিলেও সৃষ্টিকর্তার পক্ষে কোন দোষ হইতে  
পারে না, যেহেতু ব্যপদেশাভ্যাসারেই উক্তি আছে, যেমন এক বেদান্তে  
সৰ্ব্বেশ্বর সৰ্ব্বাঙ্ক পরব্রহ্মই অবিভীষ কারণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন,  
সেইরূপ অন্তান্ত বেদান্তেও সেই ব্রহ্মেরই অপৎকারণতার উপদেশ  
আছে, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই প্রতিতে জ্ঞানশব্দ দ্বারা



ভূতবচনেন চেতনং ব্রহ্মণ্যরূপমপরাপ্রযোজ্যত্বেনৈবং কারণমব্রবীৎ ।  
 তদ্বিষয়েণৈব পরমাংশলক্বেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চান্তরমুপ্রবেশনেন  
 সর্গেযাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ বহু ভাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ  
 বহুভবনাশংসনেন স্বজ্যমানানাং বিকারাণাং অষ্টরভেদমভাষত তথে  
 “দং সর্গমসৃজত যদিদং কিকনেতি” সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দেশেন প্রাক্  
 সৃষ্টিরবিভীষৎ স্রষ্টারমাচষ্টে তদম্ যদ্বক্ষণং ব্রহ্ম কারণত্বেন বিজ্ঞাতং তন্ন-  
 ক্ষণম্বেবান্ত্রাপি বিজায়তে । “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবা-  
 বিভীষম্ তদৈক্ষত বহু ভাং প্রজাযেযেতি” “তন্ত্বেজোহসৃজতেতি” তথা  
 “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নাত্তং কিকন মিষং স ঐক্ষত লোকাম্  
 সৃজা ইতি চ এবং জাতীয়কস্ত কারণস্বরূপনিক্রপণপরস্ত বাক্যজাতস্ত  
 প্রতিবেদান্তমবিগ্নীতার্থত্বাৎ । কার্যবিবরস্ত বিগানং দৃশ্যতে কচিদাকাশ-  
 দিকা সৃষ্টিঃ কচিতেজ আদিকেত্যেবংজাতীয়কম্ । ন চ কার্যবিবরণ

এবং অপর বিষয় দ্বারা কামনা বচনে ব্রহ্মেতে চেতন নিক্রপণ করত  
 অপর প্রয়োজ্যস্বরূপে ঈশ্বরকে জগৎ কারণ বলিয়াছেন । আর তদ্বি-  
 বরী ভূত পরমাংশলক্বেন শরীরাদি পরম্পরায় অন্তরামুপ্রবেশ দ্বারা  
 তিনিই যে আমাদের সকলের প্রত্যগাত্মা তাহা নিশ্চয় হইয়াছে ।  
 “বহু ভাং প্রজায়েয়” এই প্রতিতে আত্মবিবরে অনেকের উৎপত্তিকথন  
 দ্বারা স্বজ্যমান বিকারী পদার্থের সৃষ্টিকর্তার অভেদ কথিত হইয়াছে, এই  
 প্রকার “অথদং সর্গমসৃজত যদিদং কিকন” এই প্রতিতে সমস্ত জগৎ-  
 সৃষ্টিন নিদ্রেশ দ্বারা সৃষ্টির পূর্বেই ঈশ্বরকে অধিতীয় সৃষ্টিকর্তা বলিয়া  
 কহিয়াছেন, তবে এইক্ষণ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মকে কারণরূপে জানা  
 বাইতেছে, অন্তরমু প্রবেশরূপ লক্ষণাবিত জানা যায় । যেহেতু “পূর্বে  
 সংব্রূপ পরমাশ্রায়ী ছিলেন, তিনিই অধিতীয় জগৎকর্তা, তাহাকেই  
 দর্শন করিবে” আর সেই তেজই “সৃষ্টি করিয়াছে” এবং কেবল আত্মাই  
 পূর্বে ছিলেন, অস্ত্র কিছুই ছিল না, তিনিই লোক সকল সৃষ্টি করিয়া-  
 ছেন” এইরূপ বহু বহু প্রতিতেই ব্রহ্ম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।  
 পরন্তু কার্যবিবরণে নিক্ষা দেখা যায়, কখন আকাশাদি সৃষ্টি, কখন বা তেজ

বিগানেন কারণমপি ব্রহ্ম সর্ববেদান্তেইবিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং  
 ভবিতুমর্হীতি শকাতে বক্তুং অতিপ্রসঙ্গাৎ । সমাধাত্তি চাচার্য্যঃ কার্য্য-  
 বিষয়ং বিগানং ন বিয়দশ্রুতে রিত্যারভ্য । ভবেদপি কার্য্যন্ত বিগীতবাৎ  
 প্রতাপাদ্যমানত্বাৎ ন হয়ং সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতাপাদয়িষিতঃ । ন হি  
 প্রতীবন্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রুতে বা ন চ কল্পয়িতুং  
 শ্যতে । উপক্রমোপসংহারভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ৈকাতিক্যঃ সাক্ষমেক-  
 াক্যতয়া গম্যমানত্বাৎ । দর্শয়তি চ সৃষ্টাদি প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্য-  
 র্থাৎ “অয়েন সৌম্য শুদ্ধেনাপোমূলমবিচ্ছিত্তিঃ সৌম্য শুদ্ধেন তেজোমূল-  
 মবিচ্ছ তেজসা সৌম্য শুদ্ধেন সমূলমবিচ্ছতি । সুদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যন্ত  
 কারণনাভেদং বদিতুং সৃষ্টাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যত ইতি গম্যতে । তথা চ  
 সম্প্রদায়বিদো বদন্তি মুন্মোহবিম্বুলিঙ্গাদৈঃ সৃষ্টির্থা চোদিতাইত্যথা । উপায়ঃ  
 মোহবতীরায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ইতি । ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বন্ধং তু কলং

আদি সৃষ্টি, এইরূপে নানা প্রকার মত ভেদ হেতু নিন্দার বিষয় বটে ।  
 কিন্তু কার্য্যবিষয়ে নিন্দা থাকিলেও ব্রহ্মই কারণ, ইহা সর্ববেদান্তেই প্রতি-  
 পাদিত হইয়াছে ; স্মরণ্যং তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না ।  
 তাহাইহলে অতিপ্রসঙ্গ হইয়া উঠে । স্বয়ং আচার্য্যই কার্য্যবিষয়ক  
 নিন্দার সমাধান করিতেছেন । কারণের যে নিন্দা প্রতাপাদ্যমান হয় না  
 এবং সৃষ্টি প্রভৃতির ও বিস্তার প্রতাপাদিত হয় নাই, আর কোন পুরুষা-  
 র্থকে সৃষ্টির প্রতিবন্ধক, তাহাও শ্রুত বা দৃষ্ট হইতেছে না এবং কল্পনাও  
 করা যায় না । বাস্তবিক উপক্রমও উপসংহাব দ্বারা এই সেই মতে  
 বিবক্ষিত বাক্য দ্বারা একবাক্যতার সহিত জানা যায়, আর ইহাও  
 প্রদর্শন করিতেছেন যে, সৃষ্টাদি প্রপঞ্চই ব্রহ্মবিজ্ঞানের কারণ । “অয়েন  
 সৌম্য শুদ্ধেনাপোমূলমবিচ্ছিত্তিঃ সৌম্য শুদ্ধেন তেজোমূলমবিচ্ছ, তেজসা  
 সৌম্য শুদ্ধেন সমূলমবিচ্ছ” ইত্যাদি প্রতিপত্তে সৃষ্টাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা  
 কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ কথনর্থই সৃষ্টাদি প্রপঞ্চ আরও  
 ইহেতে, ইহাই জানা যায় । সম্প্রদায়বাদীরা বলেন যে, সৃষ্টিকা, লৌহ  
 ॥ বিম্বুলিঙ্গাদি দ্বারা যে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানের

## সমাকর্ষণং ॥ ১৫ ॥

ক্রমতে “ব্রহ্মসিদ্ধাপ্রোতি পরং” “তরতি শোকমাত্মবিশং” “তমেব বিমিত্তা  
অভিমৃত্যুমেতি” ইতি চ প্রত্যক্ষাবগমঃ চেষৎ ফলং “তত্ত্বমসি” ইত্যসংসার্যা-  
ত্মত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যং সংসার্যা তত্ত্বব্যাবৃত্তেঃ । যৎ পুনঃ কারণবিষয়ঃ  
বিগাণং দর্শিতং “অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি তৎ পরিহৃত্যব্যম্ ।  
অত্রোচ্যতে । ১৪ ॥

অসম্বা ইদমগ্র আসীদিত্তি নাত্রাসম্মিরা ত্বকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে ।  
যতোহসংসারব স ভবত্যসং ব্রহ্মেতি বেদ চেষদন্তি ব্রহ্মেতি চেষদেন সত্ত্বমেনং  
ততো বিহুরিত্যসম্বাদাপবাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্মানন্দময়াদিকোশপরম্পরায়  
প্রত্যগাত্মানং নির্ধার্য “সোহকাময়তেতি” তমেব প্রকৃতং সমাকৃত্য সগ্র-  
পকঃ সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা “তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত” ইতি চোপসংহৃত্য

নিমিত্ত জানিবে । অতএব কোনরূপ ভেদ নাই । আর ব্রহ্মজ্ঞান নিবন্ধন  
ফলশ্রুতিও আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি পরব্রহ্মকে লাভ করে, বাহার  
আত্মজ্ঞান হইয়াছে, সে শোক হইতে পরিভ্রাণ পায় এবং সেই ব্রহ্মকে  
জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ইত্যাদি শ্রুতিতে  
ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল উক্ত আছে । আর উক্ত ফলও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, যেহেতু  
“তত্ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার অসংসারিত্ব পরিজ্ঞান হইলে  
সংসারিষের ব্যাবৃত্তি হয়, আর “অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে  
কারণ বিষয়ক নিম্না শ্রবণ আছে, এখন তাহার পরিহার হইল ॥ ১৪ ॥

“অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুতিতে অসং আত্মভিন্ন কাণ বসিয়া  
শ্রুত হয় না, কারণ যাহা অসং, তাহার বিদ্যমানতা সম্ভবে না । যদি ব্রহ্মকে  
জানিতে পারে, তাহা হইলে সংস্করণেই তাহার পরিজ্ঞান হইরা থাকে ।  
এইরূপে অসম্বাদের অপবাদ দ্বারা সংস্করণ ব্রহ্মের অনন্যময়াদি কোন  
পরম্পরায় প্রত্যগাত্মার নির্ধারণ করিয়া “সোহকাময়ত” এই শ্রুতিতে সেই  
প্রকৃত সংস্করণ ব্রহ্মকে সমাকর্ষণপূর্বক তাহাহইতেই প্রাপক জগৎসৃষ্টি

“তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি” ইতি তস্মিন্নেব প্রকৃতেহর্থ্যে শ্লোকমিমমুদাহৃত্য “সদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি।” যদি ত্বস্মিন্নিরাশ্রকমস্মিন্ শ্লোকেহুভিপ্রেতে ততোহস্তসমাকর্ষণেহস্তোদাহরণাদসম্বন্ধঃ বাক্যমাপদ্যত। তন্মাস্মাকরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ সম্বন্ধঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাপ্তংপক্ষে: সন্দেহ ব্রহ্মাসদিবাসীদিতুপচর্য্যতে। এতেষ্বাসন্দেহদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজনা “তৎ সদাসীদিতি” সমাকর্ষণাৎ। অত্যন্তাভাবাত্ম্যপগমে হি তৎ সদাসীদিতি কিং সমাক্রুষ্যত। “তদেকক আছরসদেবেদমগ্র আসী” দিত্যত্রাপি ন শ্রুতাস্তরাতিপ্রায়েরাগ্নমেকীয়মতোপত্তাস: ক্রিয়াম্যমিব বস্তুনি বিকল্পস্তাসম্ভবাৎ। তন্মাত্মশ্রুতিপরিগৃহীতসংপক্ষদার্য্যায়ৈবায়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্তাসংপক্ষস্তোপতস্ত নিরাস ইতি দৃষ্টব্যম্। “তদেদং তত্ৰ ব্যাকৃতমাসী” দিত্যত্রাপি ন নির-

প্রবণ করাইয়া “তাহাই সং” এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পরে উক্তরূপে উপসংহার করিয়া “তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি” এই শ্রুতিতে উক্তরূপ প্রকৃতার্থে শ্লোক উদাহরণ করিয়াছেন যে, অসংই পূর্বে ছিল, যদি এই শ্লোকে অসং নিরাকরণই অভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে অস্ত্র সমাকর্ষণে অস্ত্রের উদাহরণ হেতু অসম্বন্ধ বাক্যাপত্তি হয়, অতএব জানা যায় যে, সংশয় প্রায়ই নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত বস্তুতেই প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে ব্যক্তীকরণাভাবাপেক্ষয়াই “উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র সংস্বরূপ” ব্রহ্মই অসংস্বরূপে ছিলেন, ইত্যাদি উপচার হয়। এই স্থলে অসংই পূর্বে ছিল, এইরূপ যোজনা হয়, যেহেতু “সেই সং ছিল” এইরূপে সমাকর্ষণ হইয়াছে। অসং শব্দে অত্যন্তাভব স্বীকার করিলে “সেই সং ছিল” এই রূপে কি সমাকর্ষণ কর্ষণ করা যায়। ইহাতে কেহ কেঁহ বলেন, “অসংই পূর্বে ছিল” এই স্থলে শ্রুতাস্তরের অভিপ্রায়ে এই এক মতোপত্তাস হইয়াছে। কারণ ক্রিয়ারস্তায় বস্তুতে বিকলনের অসম্ভব আছে। অতএব শ্রুতি পরিগৃহীত অসংপক্ষ দৃঢ়তা সম্পাদনার্থই মন্ববুদ্ধি পরিকল্পিত অসংপক্ষোপত্তাসের নিবৃত্তি হইয়াছে। “এই জগৎ অব্যক্ত ছিল” এই স্থলে নিষ্কর্তৃক জগতের ব্যক্তীকরণ কথিত হয় না। কারণ তিনিই এই

ধ্যাক্ত জগতো ব্যাকরণং কথ্যতে । “স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনথাগ্রেভ্য” ইত্যধ্যাক্ত ব্যাক্ত কার্য্যামুপ্রবেশিৎন সমাকর্ষাৎ নিরধ্যাক্তে ব্যাকবগা-  
ভূপগমে ছনস্তরেন প্রকৃতাবগমিনা স ইত্যনেন সর্জনাম্মা কঃ কাগ্যামু-  
প্রবেশিৎন সমাক্ষাতে । চেতনস্ত চারমায়নঃ শরীরেহুপ্রবেশঃ শ্রয়তে  
অমুপ্রবিষ্টস্ত চেতনত্বশ্রবণাৎ “পশুঃশকুঃ শৃগুন্ শ্রোত্রঃ মদানো মনঃ”  
ইতি । অপি চ ষাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ  
সাধ্যাক্ষং ব্যাক্রিয়তে এবমাদিসর্গেহপীতি গম্যতে দৃষ্টবিপরীতকল্পনামুপ-  
পত্তেঃ । ঐত্যস্তরমপ্য “নেন জীবেনায়নামুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকবগ-  
পীতি” সাধ্যাক্ষমেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি । ব্যাক্রিয়ত ইতাপি কৰ্ম-  
কর্ত্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কর্ত্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ । যথা

স্থলে জগৎকর্ত্তার ব্যাক্তীভূত কার্য্যে অমুপ্রবেশ দ্বারা সমাকর্ষ আছে।  
পরন্তু কর্ত্তা ব্যতিরেকেই জগতের ব্যাক্তীকরণ হয়, ইহা স্বীকার করিলে  
প্রকৃতারলয়ীরা “সঃ” এই সর্জনাম পদদ্বারা কার্য্যে অমুপ্রবেশরূপে  
কহাকে সমাকর্ষণ করা যায় । বাস্তবিক চেতন আয়নারই অমুপ্রবেশ শ্রুত  
হয়, যেহেতু অমুপ্রবিষ্টেরই চেতনত্ব শ্রবণ আছে, ঐতিতে উক্ত আছে  
যে, যে দর্শন করে, তাহাই চক্ষু, যে শ্রবণ করে, তাহাই কর্ণ এবং যে মনন  
করে তাহাই মন, আর যেক্রমে এই জগৎ নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত হয়,  
তাহাতেও সর্কর্ক জগতের ব্যাক্তীকরণ জানা যায়, আদি সৃষ্টিতেও  
এইরূপ জানা যায়, যেহেতু দৃষ্ট বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করা উচিত হয়  
না । আর “এই জীবই অমুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ ব্যক্ত  
করে” এইরূপ অজ্ঞাত ঐতিতেও কোন কর্ত্তাই যে জগৎকে ব্যক্ত  
করিয়াছেন, ইহাই জানা যায় । বিশেষতঃ পরমেশ্বরে কর্ত্ত্ব, কীকার করি-  
লেই “ব্যাক্রিয়তে” এই পদে কৰ্ম্ম কর্ত্ত্বাচ্যে প্রত্যয় হইতে পারে । যেমন  
“কেদার স্বয়ংই ছিন্ন হয়, এই স্থলে পূর্ণ কেদার যদি ছেদ কর্ত্তা বলিয়া  
বিদ্যমান থাকে, তাহাইলেই উক্তরূপ ব্যাক্য হইতে পারে, সেইরূপ  
পরমেশ্বরের কর্ত্ত্ব সত্যেই “ব্যাক্রিয়তে” এই পদে কৰ্ম্ম কর্ত্ত্বাচ্যতা হয়।  
অথবা “ব্যাক্রিয়তে এই পদে কৰ্ম্মবাচ্যই প্রত্যয় হইয়াছে, কিং অর্থ্য

জগদ্বাচিহ্নাৎ ॥ ১৬ ॥

লুপ্তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি । যথা কৰ্ম্মণ্যেবৈব  
লকারঃ অর্থাক্ষিপ্তং কত্র ত্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যং যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥১৫॥

কৌবীতিকব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশক্রসম্বাদে শ্রুতে “যো বৈ বালাকে  
এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা যন্ত বৈতৎ কৰ্ম্ম সটৈ বেদিতব্যঃ” ইতি ।  
তত্র কিং জীবো বেদিতব্যে নোপদিশ্যতে উত মুখ্যঃ প্রাণ উত  
পরমাশ্বেতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং প্রাণ ইতি কৃতঃ ‘যন্ত বৈতৎ  
কৰ্ম্মেতি’ শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণস্ত চ কৰ্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ বাক্য-  
শেষে ‘চাখান্মিন্ প্রাণ এবৈবকথা ভবতীতি’ প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণ-  
শব্দস্ত চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ যে চৈতে পুরুষালাকিনাদিত্যে  
পুরুষশ্চেন্নমসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দিষ্টাঃ তেষামপি ভবতি

বোধে অভ্য কৰ্ত্তা স্বীকার করিতে হয় । যেমন “গ্রামোগম্যতে” এইস্থলে  
সাক্ষাৎ কৰ্ত্তৃপদের উল্লেখ না থাকিলেও কোন কৰ্ত্তা অনুভূত হয়, সেইরূপ  
‘ব্যাক্রিয়তে’ এই স্থলেও কৰ্ত্তার অনুমান হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কৌবীতিক-ব্রাহ্মণোপনিষদে বালাকি ও অজাতশক্রসম্বাদে শ্রুত আছে  
য, অজাতশক্র বালাকিকে বলিয়াছিলেন, হে বালাকে ! যিনি এই পুরুষ  
কালের কৰ্ত্তা এবং এই সকলই যাহার কৰ্ম্ম, তাহাকে জানিবে । এইক্ষণ  
প্রশ্ন হইতেছে যে, এই স্থলে কি জীবই জাতব্য বলিয়া উপদেশ হইতেছে,  
যথাপ্রাণই এই উপদেশের বিষয়, কিবা পরমাশ্বাকে জানিবে, এইরূপ  
উপদেশ কৌবীতিক ব্রাহ্মণোক্ত মন্তব্যার্থ ? এইক্ষণ প্রাণই উক্ত উপদেশের  
বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ শ্রুতিতে যাহার ‘এই কৰ্ম্ম, এইরূপ  
শ্রুত আছে, আর পরিস্পন্দনরূপ কৰ্ম্ম প্রাণের আশ্রয়, অর্থাৎ প্রাণের পরি-  
পন্দনেই কৰ্ম্ম হয় । আর পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষে উক্ত আছে যে, এই  
প্রাণেই সকল একীভূত হয় ; সুতরাং এই স্থলে প্রাণশব্দ শ্রবণহেতু, প্রাণ-  
শব্দও মুখ্যপ্রাণে প্রসিদ্ধ, আর পূৰ্ব্বে যে বালাকি “আদিত্যে পুরুষ এবং  
চাক্রেতে পুরুষ” এইরূপে পুরুষ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহানিগেরও প্রাণই

প্রাণঃ কৰ্ত্তা প্রাণাবস্থা বিশেষত্বাদাদিদেবতাস্থানাং কতম একো দেব ইতি । প্রাণ ইতি স ব্রহ্মত্যাচক্ষতে ইতি শ্রুতান্তরপ্রসিদ্ধেঃ জীবো বা অহমিহ বেদিতব্যতয়োপদিষ্টতে তত্তাপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলক্ষণং কৰ্ম্ম শক্যতে প্রাবয়িতুং যন্ত বৈতং কৰ্ম্মেতি সোহপি ভোক্তৃত্বাত্তোগোপকরণভূতানামে-  
তেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তোপপত্ত্যাতে বাক্যাশেষে চ জীবলিপ্তমবগম্যতে । যৎ-  
কারণং বেদিতব্যতয়োপপত্তন্ত পুরুষাণাং কৰ্ত্তুর্কেন্দনায়োপেতং বান্ধবিকং  
প্রতিবোধায়িষ্মুরজাতশব্দঃ স্তম্ভঃ পুরুষমামত্ৰ্যামত্ৰ্যগণদাশ্রবণাৎ প্রাণাদী-  
নামভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিধাতোথাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবঃ  
ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি । তথা পরস্তাদপি জীবলিপ্তমবগম্যতে । তদাথা  
'শ্রেষ্ঠী শৈভূক্তে যথা বা সবাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভূক্তন্ত্যবমেদৈব প্রজ্ঞাতৈয়ৈতরা-  
ভিভূক্তে এবমেদৈবতে আয়ান এতমায়ানং ভূক্তস্তি' ইতি প্রাণভূতাক

কৰ্ত্তা হইতেছেন । প্রাণের অবিশেষত্ব প্রযুক্ত আদিত্যাদি দেবতাদিগের  
মধ্যে প্রাণ কোন দেবতা ? এই প্রশ্নে 'ব্রহ্মই সেই দেবতা' এইরূপ কথিত  
আছে, এইরূপ শ্রুতান্তরে প্রসিদ্ধ আছে । অতএব প্রাণই জানিবে, ইহাই  
পূৰ্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় বলিয়া জানা যাইতেছে । আর জীবকেই  
জানিবে, ইহাও পূৰ্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় হইতে পারে, যেহেতু জীবেরও  
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্ম আছে, ইহাও বলা যায় । পরন্তু যাহার কৰ্ম্ম আছে,  
ভোক্তৃত্ব প্রযুক্ত তাহাই ভোগোপকরণ ভূত পুরুষের কৰ্ত্তা বলিয়া উপগম  
হইতেছে এবং পূৰ্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যাশেষেও জীবই কৰ্ত্তা ইহা জানা  
যায়, অর্থাৎ যিনি জাতব্যাক্রমে উপপত্তন্ত এবং পুরুষের কৰ্ত্তা, তাহারই পরি-  
জ্ঞান বিধেয়, ইহাই বাক্যকে পরিজ্ঞাপিত করিবেন, এই অভিপ্রায়ে  
অজাতশব্দ কোনমুণ্ড ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলেন, যখন সেই মূণ্ডব্যক্তি  
সেই সম্বোধন বাক্য শুনিতে পাইল না, তখনই প্রাণাদির যে ভোগকর্ত্তৃ  
নাই, তাহা বুঝাইয়া এবং যষ্টিধারা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেও সে জীত  
হইল না, ইহা দর্শাইয়া প্রাণাদির অতিরিক্ত যে ভোগকৰ্ত্তা আছে, তাহ  
জানাইলেন । এইরূপ পরেও জীবই কৰ্ত্তা, ইহা প্রতিপাদিত আছে, অর্থাৎ  
'শ্রেষ্ঠী শৈভূক্তে যথা বা সবাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভূক্তন্ত্যবমেদৈব প্রজ্ঞাতৈয়ৈ

জীবোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্ । তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণস্যোরন্তর ইহ গ্রহণীয়ো-  
ন পরমেশ্বরঃ তল্লিঙ্গানবগমাদিতি এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমেশ্বর এবা-  
মেতেষাং পুরুষাণাং কর্তা স্ৰাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ ইহ হি বালাকিরজাত-  
শক্রণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি সযদিতুমুপচক্রে স চ কতিচিদা-  
দিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরুষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্তা তৃক্ষীং বদুব তমজাত  
শক্রমূর্ধ্বা বৈ খলু মা সযদিষ্ঠা ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীতামুখ্যব্রহ্মবাদিতয়াপোদা  
তৎকর্তারমন্তং বেদিতব্যতয়োপচিক্ষেপ । যদি সোহপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্  
ভাহুপক্রমো বাধোত তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাং ভবিতুমর্হতি । কর্তৃত্বদে-  
তেষাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্ত্য স্মাতস্ত্রোণাবকল্পতে । যন্ত বৈতং

ভূক্তে এবমেবায়ান এতমায়ানঃ হৃঞ্জস্তি" ইত্যাদি কোষীতিক ব্রাহ্মণীয়  
শ্রুতিতে জীবই প্রাণের ভরণকর্তা বলিয়া জানা যায়, অতএব প্রাণ-  
শব্দ জীবতেই উপপন্ন হইতেছে ; সুতরাং প্রাণ ও জীব, এই দুইয়ের  
মধ্যে কোন একটিই পূর্বেকৃত উপাদেশের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা  
যায়, পরমেশ্বরকে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু পরমেশ্বরলিঙ্গক কোন  
অবগম নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরকে হেতু করিয়া কোন কাঁধাই সাধিত  
হয় না । এইরূপ দিক্ষান্তে বলিতেছেন, পরমেশ্বরই এই সকল পুরুষের  
কর্তা, যেহেতু তাঁহারই উপক্রম সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ বালাকি অজাত  
শক্রসহিত ব্রহ্মনিরূপণ আরম্ভ করিলেন, বালাকি অজাত শত্রুকে বলিয়া-  
ছিলেন, আমি তোমাকে ব্রহ্ম বলিতেছি, এই বলিয়া বালাকি কতিপয়  
আদিত্যাধিষ্ঠিত পুরুষকে ব্রহ্মভাগীরূপে কীৰ্ত্তন করিয়া মোনাবলম্বন করি-  
লেন । অনন্তর অজাতশত্রু বালাকিকে বলিলেন, তুমি মিথ্যা কথা আমাকে  
বলিও না, তুমি "ব্রহ্ম বলিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অমুখ্য ব্রহ্মের  
উল্লেখ করিয়া অজ্ঞকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করিতেছ এবং তাহাকেই  
জানিতে হইবে, এইরূপ উপদেশ করিতেছ । এইরূপ যদি অমুখ্য প্রাণই  
ব্রহ্মণ্যভাগী হইল, তাহাহইলে উপক্রমও বাধিত হয়, অতএব পর-  
মেশ্বরই কর্তা হইতেছেন । বাস্তবিক ঐ সকল আদিত্যাগত পুরুষের কর্তৃত্ব  
প্ৰতীতি, যেহেতু পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও সাতত্ব্য কল্পনা করা



কৰ্মেতাপিনায়ং পরিষ্পন্দলক্ষণম্ ধৰ্মাদধর্মলক্ষণম্ বা কর্মণো নির্দেশঃ  
 তয়োৱন্ততরতাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশয়িত্বাচ্চ । নাপি পুরুষাণাং অয়ং  
 নির্দেশঃ এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তেত্যেব তেষাং নির্দিষ্ট-ত্বাৎ লিঙ্গবচন  
 বিগানাচ্চ । নাপি পুরুষবিয়ন্ত কৰোত্যর্থস্ত ক্রিয়াফলস্ত বায়ং নির্দেশঃ  
 কর্তৃশব্দেনৈব তয়োৰূপাত্তাৎ পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসম্মিহিতং জগৎ সৰ্ব-  
 নাত্মৈতচ্ছব্দেন নির্দিষ্টতে ক্রিয়ত ইতি চ তদেব জগৎকর্ম । নহু  
 জগদপ্যপ্রকৃতমসংশয়িতঞ্চ সত্যমেতৎ তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধা-  
 রণেনার্থেন সন্নিধানেন সন্নিহিতবস্তুমাত্রত্বাৎ নির্দেশ ইতি গম্যতে ন  
 বিশিষ্টম্ কন্তুচিৎ বিশেষসন্নিধানাভাবাৎ । পূর্বে চ জগদেকদেশভূতানাং  
 পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবেহোপাদীয়ত ইতি গম্যতে ।  
 এতচ্ছব্দং ভবতি য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কৰ্ত্তা কিম-  
 নেন বিশেষেণ যন্ত বা কৃত্বম্বেব জগদবিশেষিতম্ কর্ম্মতি । বাশব্দ এক-

যায় না । আর “অন্ততৈবতং কর্ম্ম” এই স্থলে পরিষ্পন্দন লক্ষণ বা ধর্মী  
 ধর্ম লক্ষণ কর্ম্মের নির্দেশ হয়, যেহেতু জীব ও প্রাণ ইহাদিগের অন্ততর  
 অপ্রকৃত এবং ইহা পুরুষের নির্দেশ নহে, পবস্তু আদিভ্যগত পুরুষই  
 এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা, এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অথবা কবোত্যর্থের  
 বিষয়ীভূত ক্রিয়া ফলের নির্দেশ হয় নাই । যেহেতু কর্তৃশব্দে সেই জীব  
 ও প্রাণই পাওয়া যাইতেছে এবং পরিশেষবশত প্রত্যক্ষ সন্নিহিত তৎ-  
 শব্দে নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ বাহা করা যায়, তাহাট কর্ম্ম ; সুতরাং জগৎই  
 কর্ম্মশব্দে জানা যাইতেছে । যদিও অপ্রকৃত জগৎই অসংশয়িতরূপে সত্য  
 হয়, তথাপি কোন বিশেষোপাদান না থাকিলে সাধারণ অর্থদ্বারা সন্নি-  
 ধানবশত সন্নিহিত বস্তু মাত্রেরই এই নির্দেশ হইতেছে । বিশেষ সন্নিধান-  
 বশত কোন বিশিষ্ট পদার্থের নির্দেশ হয় না । পূর্বেও জগতের একদেশভূত  
 পুরুষের বিশেষ গ্রহণহেতু অবিশেষিত জগৎই পাওয়া যাইতেছে, ইহাই  
 প্রতীয়মান হয়, আর ইহাও উক্ত আছে যে, যিনি এই জগতের একদেশ-  
 ভূত পুরুষের কৰ্ত্তা, তাহার এই বিশেষণ দ্বারা কি হইতে পারে ? আর  
 এই অবিশেষিত জগৎ বাহার কর্ম্ম, তিনিই পরমেশ্বর । বাস্তবিক বাদা-

### জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নৈতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥

দেশাচ্ছিন্নকর্তৃত্বব্যাবৃত্তার্থঃ । যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিসমতাঃ পুরুষাঃ  
কীর্ত্তিস্তেষামব্রহ্মত্বখাপনায় বিশেষোপাদানং এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজ-  
কজ্ঞায়েনমাসান্ত্রবিশেষাভ্যাং জগতঃ কৰ্ত্তা বেদিতব্যতয়োপদিষ্টতে পর-  
মেশ্বরঃ সৰ্ব্বজগতঃ কৰ্ত্তা সৰ্ববেদান্তেষু অবধারিতঃ ॥ ১৬ ॥

অথ যুক্তং বাক্যশেষগতাং জীবলিঙ্গাং মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ তয়োবে-  
বাচ্চতরন্তেহ গ্রহণং জ্ঞায্যং ন পৰমেশ্বরন্তেতি তৎপরিহৰ্ত্তব্যম্ । অত্রো-  
চ্যতে পরিকৃতং তয়োপাসাত্ত্রৈবিধ্যাদ্ভিশ্রিতাদিহ তদ্যোগাদিতান্ন ।  
ত্রিবিধং জ্যোতঃপাসনমেবং সতি প্রসজ্যত জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং  
চেতি । ন চৈতৎ জ্ঞায্যং উপক্রমোপসংহারভ্যাং চি ব্রহ্মবিষয়ত্বমন্ত বাক্য-  
ভাবগম্যতে । তত্রোপক্রমস্তাং ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতং । উপসংহার-  
জাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাং ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃষ্টতে “সৰ্বান্ পাণ্যুনোহপহত্যা

কির যে সকল পুরুষ ব্রহ্মরূপে অভিষমত হয়, তাহাদিগের অব্রহ্মত্ব কথ-  
নার্থে বিশেষোপাদান করা যায় । অতএব জগৎকর্ত্তাকেই জানিবে,  
ইহাই উপদেশ হইতেছে এবং সৰ্ব বেদান্তেই পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তা বলিয়া  
অবধারিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

পূর্বে যে উক্ত হইয়াছে, বাক্যশেষবশত জীবলিঙ্গহেতু ও মুখ্যপ্রাণ-  
লিঙ্গপ্রযুক্ত জীব ও প্রাণ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটিব গ্রহণই জ্ঞায্য,  
পরমেশ্বরের পরিগ্রহণ উচিত নহে, এইকণ ইহার পরিহার করা কর্ত্তব্য ।  
ইহাতে বলিতেছেন । উপাসনার ত্রৈবিধ্য স্বীকার কবিলে উহা পরিহৃত  
হয় না, যেহেতু যদি মুখ্যপ্রাণোপাসনা, জীবোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা,  
এইরূপ ত্রিবিধ উপাসনা থাকে, তাহাইহলেই ত্রিবিধোপাসনা স্বীকার  
করা যায় । ইহা জ্ঞায্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উপক্রম ও উপসংহার  
দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত বাক্যের ব্রহ্মবিষয়ত্ব জানা যায় । উপক্রমের ব্রহ্মবিষয়ত্ব  
পূৰ্বেই দর্শিত হইয়াছে । আর উপসংহারেও নিরতিশয় ফলশ্রবণহেতু  
ব্রহ্মবিষয়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে । শ্রুতিতে লিখিত আছে, যিনি সেই পরংব্রহ্মকে

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১৮॥

সর্বের্বাক ভূতানাং শ্রেষ্ঠ্যঃ স্বারাজ্যমাদিষত্যং পর্যোতি য এবং বেদ” ইতি । নম্বেবং সতি প্রতর্দনবাক্যনির্ণয়েণ বেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত ন নির্ণীয়েত “যতৈতত্তং কথ্যেত্যস্ত ব্রহ্মবিষয়ম্ভেদন তদানির্দ্ধারিতত্বাৎ তদ্বাদ্র জীবমুখ্যপ্রাণশব্দা পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ততে । প্রাণশব্দেহপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টঃ “প্রাণবন্ধনঃ হি সৌম্য মনঃ” ইত্যত্র জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংসারয়োর্বিসয়ত্বাদভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্তাং ব্রহ্মপ্রধানং বেতি যতোহন্যার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থং অগ্নিবাক্যে জৈমিনিরাচার্যো মন্ততে কস্মাৎ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নস্তাবং সুষুপ্তপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবব্যতিরিক্তবিষয়ো দৃষ্টতে “কৈষ এতৎকালকে পুরুষোহশ্মিষ্ট ক বা এতদ-

জানিতে পারেন, তিনি সকল পাপ বিনাশ করিয়া সর্বভূতের একীভাব পরিচ্ছানপূর্বক স্বর্গাদিষত্য লাভ করেন । এইরূপ হইলে প্রতর্দন বাক্যনির্ণয় দ্বারা উহা নির্ণীত হয়, কিন্তু তাহা হয় নাই । বাস্তবিক “বাহার এই কর্ম” এই স্থলেও ব্রহ্মবিষয় স্বরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই, অতএব জীব ও মুখ্য প্রাণশব্দা পুনর্বার উৎপন্ন হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে । পরন্তু প্রাণশব্দের ব্রহ্মবিষয় দৃষ্ট হইয়াছে, যেহেতু “প্রাণবন্ধনই মন” এই স্থলে জীবলিঙ্গক জ্ঞান উপক্রম ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তার অভেদাভিপ্রায়েই যুক্ত হয় ॥ ১৭ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, উক্ত বাক্য জীবপ্রধানই হউক, কিংবা ব্রহ্মপ্রধানই হউক, কোন পক্ষেই বিবাদ দেখা যায় না । যেহেতু জৈমিনি আচার্য ব্রহ্মপরিচ্ছানার্থই উক্ত বাক্যের অন্তর্ধানকল্পনা করেন, কারণ প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাদ্বারা উহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । সেই প্রশ্ন এই সুষুপ্ত ব্যক্তির প্রবোধন দ্বারা প্রাণাদিব্যতিরিক্ত জীব প্রবোধিত হয়, তবে কিরূপে জীব ব্যতিরিক্ত বিষয় দৃষ্ট হইতে পারে ? কৌষীতিক ব্রাহ্মণে উক্ত আ-

ভূং কুত এতদাগাদিতি । প্রতিবচনমপি “যদা সৃষ্টঃ স্বপ্নঃ ন কল্পন পশু-  
ত্যাখ্যন্নি প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইত্যাদি এতদ্বাদান্বয়নঃ সৰ্কে প্রাণা  
যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি চ সৃষ্টি-  
কালে চ পরেণ জীব একতাং গচ্ছতি পরস্মাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগ-  
জ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্থ্যাদা । তদ্বাদ্যত্রাশ্র জীবশ্চ নিঃসৰ্বোধ স্বচ্ছতাক্রপঃ  
স্বপ্নঃ উপাধিজ্ঞানিতবিশেষবিজ্ঞানরহিতঃ স্বরূপঃ যতন্তদ্রুংশরূপমাগমনং  
সৌত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিত ইতি গম্যতে ! অপি চৈবমেকৈ-  
শাখিনো বাজসনেয়িনোহশ্বিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞান-  
ময়শব্দেণ জীবমাত্মায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনস্তি য এব বিজ্ঞানময়ঃ  
পুরুষঃ ক বৈ তদভূং কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেহপি “য এষো-  
হন্তহৃদয় আকাশস্তন্নি শেত” ইতি আকাশশব্দচ পরমাত্মনি প্রযুক্তো

যে, হে বালাকি এই পুরুষ কোন স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, কোথায়  
বা তিনি ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা সেই পুরুষ আগমন করিয়া  
ছেন ? ইহার প্রতিবাক্যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, যখন  
সুপ্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না এবং এই প্রাণেই একীভূত হয় । ঐ  
কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আর উক্ত আছে যে, এই আত্মা হইতেই প্রাণ সকল  
যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই প্রাণ হইতে দেব এবং দেব হইতে লোক  
যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় । পরন্তু সৃষ্টিকালে পরব্রহ্মের সহিত জীব ঐক্য  
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর পরব্রহ্ম হইতেই প্রাণাদি জগৎ জন্মে, ইহাই  
বেদান্তমত । অতএব যাহাতে এই জীবের নিঃসন্দ্বিগ্ন স্বচ্ছতাক্রপ স্বপ্ন হয়,  
আর ঐ স্বপ্ন উপাধিজ্ঞানিত বিশেষ বিজ্ঞান রহিতস্বরূপ এবং তদ্রুংশরূপ  
যে আগমন, তাহাতেই সেই পরমাত্মাকে জানিবে, ইহা জানা যায় । আর  
কোন কোন শাখীরা বলেন, এই অজাতশত্রু ও বালাকি সম্বাদে স্পষ্টরূপে  
বিজ্ঞানময় শব্দে জীব উল্লেখ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকার করেন  
এবং “যিনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, তিনি কোথায় আছেন ও কোথা হইতে  
আগমন করেন” এই প্রশ্নে এবং প্রতিবাক্যেই “যিনি এই হৃদয়াকাশে  
শয়ন আছেন” এইরূপে আকাশশব্দ পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, আর

## বাক্যাশ্রয়াৎ ॥ ১৯ ॥

দহরোহ্মিরন্তরাকাশ ইতি অত্র সৰ্ব্ব এত আত্মানো ব্যাচরন্তীতি চোপাদি-  
মতামাত্মনামত্মতো ব্যাচরণমামনন্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনন্তীতি  
গমাতে । প্রাণনিরাকরণস্তাপি সুষুপ্তপুরুষোথাপনেন প্রাণাদিব্যক্তি-  
রিত্যোপদেশোহভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ত্রাঙ্কণেহভিধীয়তে “ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায়  
ইতু্যপক্রম্য “ন বা অরে সৰ্ব্বন্ত কামায় সৰ্ব্বং প্রিয়ন্তবত্যাঅনন্ত কামায়  
সৰ্ব্বং প্রিয়ং ভবতি “আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-  
সিতব্যো মৈত্রেয়্যাশ্রনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেনঃ  
সৰ্ব্বং বিদিতং” ইতি । তত্রৈতদ্বিচিকিৎসতে কিং বিজ্ঞানান্নৈবায়ং দৃষ্টব্য  
ত্বাদিকপেণোপনিশ্চিত্তে আহোশ্বিং পরমায়ৈতি । কৃতঃ পুনরেবা বিচি-  
কিৎসা প্রিয়সংসৃতিতেনাশ্রনা ভোক্তোপক্রমাদ্বিজ্ঞানান্নোপদেশ ইতিপ্রতি  
ভাতি তথাশ্রবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমায়োপদেশ ইতি ।

এই স্থলে সকল আত্মাই উৎক্রমণ করেন, এইরূপে উপাধিমান আত্মা-  
দিগের অস্ত্র উৎক্রমণ স্বীকার করিয়া পরমাত্মাকেই কারণ বলিয়া  
কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা জানা যায় । প্রাণনিরাকরণেই সুষুপ্তপুরু-  
ষের উত্থাপনদ্বারা প্রাণাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার উপদেশ হয় ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ী ত্রাঙ্কণোপনিষদে কথিত আছে যে “নবা অরে পত্ন্যঃ কামায়”  
এই উপক্রমে “সকলের কামনার্থ সকলই প্রিয় হয় এবং আত্মার কামনা  
পূরণার্থ সকলই প্রিয় হয়” আর আত্মদর্শন করিবে, আত্মশ্রবণ করিবে,  
আত্মমনন করিবে. এবং নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে আত্মার দর্শন  
শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সকল বিদিত হয়” । এইরূপ সংশয়  
হইতেছে যে, এই স্থলে কি বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্যরূপে উপাদিষ্ট হইতেছে,  
কিবা পরমাত্মাই উক্ত শ্রুতিতে বিষয়ীভূত হইতেছে? অর্থাৎ প্রিয়  
সংসৃতিত আত্মা দ্বারা ভোক্তার উপক্রমহেতু বিজ্ঞানাত্মার উপদেশ  
জানা যাইতেছে । আর আত্মবিজ্ঞানদ্বারাও সৰ্ব্ববিজ্ঞানোপদেশ হেতু

কিঃ তাবৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানাদ্যোপদেশ ইতি । কস্মাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ ।  
পতিজ্ঞাপুঞ্জবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সৰ্ব্বং জগদান্যর্থতয়া প্রিয়ং ভব-  
তীতি প্রিয়সংস্থতিং ভোক্তারমাখ্যানমুপক্রম্যানস্তরমিদমাখ্যানো দর্শনাহ্ম-  
পদিশ্রুমানং কস্তান্ত্রাত্মানঃ স্থাৎ । মধ্যেহপীদং মহভূতমনস্তমপারং বিজ্ঞান-  
ঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাহ্নেবাহুবিনশ্চীতি ন প্রেত্য সংজ্ঞা-  
স্তীতি প্রকৃতশ্চেব মহতো ভূতস্ত্র দ্রষ্টব্যস্ত্র ভূতেভ্যঃ সমুখানং বিজ্ঞানায়-  
ভাবে ক্রবন্ বিজ্ঞান্যন এবদং দ্রষ্টব্যস্ত্র দর্শয়তি । তথা “বিজ্ঞাতারমরে  
কেন বিজ্ঞানীযাৎ” ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানায়ানমেবে-  
হোপদিষ্টং দর্শয়তি তস্মাদায়বিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্তার্থাৎ  
ভোগ্যজাতস্তোপচাবিকং দ্রষ্টব্যমিতি এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । পরমাদ্যোপদেশ  
এবাঃ কস্মাৎ বাক্যান্বয়াৎ । বাক্যং হীদং পৌর্নাপর্য্যোণাবেক্ষ্যমাণং পরমা-

পরমায়ার উপদেশ হয় । ইহাতে যদি বলি, বিজ্ঞানায়ারই উপদেশ প্রাপ্ত  
হওয়া যাইতেছে, যেহেতু বিজ্ঞানায়ার উপদেশেই উপক্রমসামর্থ্য আছে ।  
পতি, জায়া, পুত্র ও বিত্তাদি ভোগ্য বস্তু, এই সকলই আপন প্রয়ো-  
জন সাধনকরে বলিয়াই প্রিয় হইতেছে, এই নিমিত্তই আত্মাকে প্রিয়-  
সংস্থতি বলা যায় এবং সেই ভোক্তা আত্মাকে উপক্রম করিয়া কোন্ অত্র  
আত্মার দর্শনাদি দ্বারা উপদেশ হইতে পারে ? আর এই অপার অনন্ত  
মহাভূতসকল এই বিজ্ঞানায়ার হইতে সমুখিত হইয়া তাহাতেই বিনাশ  
পায় এবং পরকালেও সংজ্ঞাস্তর নাই । অতএব প্রকৃত মহাভূতই দ্রষ্টব্য  
এবং তাহাই বিজ্ঞানাত্মভাবে ভূত হইতে সমুখিত হয়, ইহা বলিয়া বিজ্ঞা-  
নায়ারই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন । আর “বিজ্ঞানাত্মাকে কোন  
কারণে জানা যায়” এই কর্তৃবচনশব্দদ্বারা উপসংহার করত বিজ্ঞানাত্মাই  
এইস্থলে উপদিষ্ট, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন । অতএব আত্মবিজ্ঞানদ্বারাই  
সৰ্ববিজ্ঞানবচন জানা যায়, যেহেতু ভোক্তার নিমিত্ত ভোগ্যবস্তু সকলের  
ওপচারিক দ্রষ্টব্যস্ত্র হইতেছে, ইহাতে বলা যায় যে, পূর্নশ্রুতিতে পরমা-  
য়ারই উপদেশ হইয়াছে, যেহেতু এইরূপেই বাক্যান্বয় হইয়া থাকে ।  
পরন্তু পূর্নাপর ভাবে দৃশ্যমান পরমাত্মাই এই স্থলে অধিত, ইহা লক্ষিত

জ্ঞানং প্রত্যাহ্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে কথং যি তদুপপাদ্যতে 'অমৃতত্বস্ত তু নাশাতি  
বিত্তেন' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাহুপশ্রুত্য "যেনাহং নামৃতা স্তাং কিমস্তেন কুৰ্ব্বাঃ  
যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রহ্ম" ইতি অমৃতত্বমাশংসনাদৈ মৈত্রেয়্যে  
যাজ্ঞবল্ক্যে আত্মবিজ্ঞানমুপদিশতি ন চাত্তত্র পরমাশ্ববিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্তা ত  
শ্রুতিস্মৃতিবদা বদন্তি । তথা আত্মবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানমুচ্যমানং নাত্তত্র  
পরমকারণবিজ্ঞানানুখ্যামবকল্পতে ন চৈতদৌপচারিকমাপ্রিয়ত্বম্ শব্দম  
সংকারণমাশ্ববিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানং প্রাতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রহেণ তদেবো  
পপাদয়তি "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যা অত্ৰাত্মনো ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদিনা যো হি  
ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোহত্ৰ স্বতিল্লোগ লক্ষণস্তাবং পশ্যতি তং মিথ্যা-  
দর্শিনঃ তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকবোতি ইতি ভেদ-  
দৃষ্টিমপোদ্যেদং সৰ্বং যদযমানেতি সমস্ত বস্তুজাতস্তা আত্মব্যতিরেকমব-

হইতেছে, তবে কিরূপে উহা উপপন্ন হইতে পারে? আর চিত্তবাহা  
মোক্ষের আশা নাই" যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইকণ্ড শুনিয়া "আমি কোন  
রূপেই মোক্ষ পাইতেছি না; অতএব সেই বিত্তদ্বারা কি করিব।  
ভগবন! আপনি এবিষয়ে যাহা জানেন, তাহাই উপদেশ করেন"  
মৈত্রেয়ী এইরূপ বলিলে যাজ্ঞবল্ক্য মোক্ষাকাজিণী মৈত্রেয়ীকে আত্মবিজ্ঞান  
উপদেশ করেন। বাস্তবিক আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না।  
ইহাই প্রতিবিং পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, আর আত্মবিজ্ঞানেই সৰ্ব-  
বিজ্ঞান হয়, কখনও পরমকারণ ব্যতিরেকে মুখ্য কল্পনা করা যায় না  
এবং ইহা যে ঔপচারিক, তাহাও বলা যায় না, যে কারণে আত্মবিজ্ঞান  
দ্বারা সৰ্ববিজ্ঞান হয়, তাহা প্রতিজ্ঞার অনন্তর গ্রহে উপপাদন করিবেন,  
আর "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যা অত্ৰাত্মনো ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদি প্রতিবাহা  
প্রাপাদিত হইতেছে যে, যাহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জগৎব্রহ্ম ব্যতিরেকে  
স্বতন্ত্ররূপে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ আছে, এইকণ্ড জ্ঞান করেন, তাহারা মিথ্যাদর্শী  
এবং সেই মিথ্যাদর্শীকেও মিথ্যাদৃষ্ট ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণাদি জগৎ নিবারণ  
করিতেছেন, এইরূপে ভেদদৃষ্টি নিবারণ করিয়া এই জগৎই ব্রহ্মময়, এই-  
রূপে সকল বস্তুই আত্মব্যতিরেকতা বারণ করিয়াছেন। যেমন এক

## প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিলিঙ্গমাশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

তারয়তি । ছন্দুভাদিদ্ভট্টৈস্তচ্চ তমেবাব্যতিরেকং দ্রষ্টয়তি । “অথ  
মহতো ভূতস্ত নিঃস্রবিতমেতদ্ব্যেদঃ” ইত্যাদিনা চ প্রকৃতস্তাশ্রয়ো নাম-  
রূপকর্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈবনং গময়তি । তথৈব-  
কায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্ত মেজ্জিয়স্ত সাস্তঃকরণস্ত প্রপঞ্চকৈকায়নমন-  
স্তরমবাহুং কুংসং প্রজ্ঞানবনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানংমেবৈবনং গময়তি  
তস্মাৎ পরমাত্মন এবায়াং দর্শনাদ্যুপদেশ ইতি গম্যতে । যৎপূনরুক্তং প্রিয়-  
সংসৃচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়াং দর্শনাদ্যুপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা “আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং  
সর্বং যদয়মাত্মা” ইতি চ তস্তাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিঃ সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং  
যৎপ্রিয়সংসৃচিতস্তাশ্রয়নো দ্রষ্টব্যাদ্বাদিসঙ্কীর্ণনম্ । যদি হি বি জ্ঞানাত্মা

সময়ে ছন্দুভি, শব্দ ও বীণা প্রভৃতির শব্দ হইলে সেই সকল শব্দের পৃথক্  
পৃথক্ অনুভব হয়, সেইরূপ আত্মাব্যতিরিক্ত সকল জানা যায় । “এই মহা-  
ভূতের নিঃস্রবিসই এই স্বপ্নেদ” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাতে প্রকৃত আত্মাই যে নাম  
রূপায়ক প্রপঞ্চ জগতের কারণ, তাহা দর্শাইয়া পরমাত্মাই যে পূর্বোক্ত  
উপদেশের বিষয় তাহা জানাইয়াছেন এবং একের বিজ্ঞানেই সকলের জ্ঞান  
হয় । এইরূপ প্রক্রিয়াতেও সবিষয়, ইজ্জিয়যুক্ত ও সন্তঃকরণবিশিষ্ট প্রপঞ্চ  
জগতের একমাত্র পরমাত্মাই কারণ, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে ; সুতরাং  
পরমাত্মাই পূর্বোক্ত উপদেশের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল । আর যে প্রিয়  
সংস্রচনার উপক্রম দ্বারা বিজ্ঞানাত্মাই উপদেশের বিষয় বলিয়া উক্ত হই-  
য়াছে, তাহার সমাধান উত্তর সূত্রে বিবৃত হইবে ॥ ১৯ ॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আত্মবিজ্ঞান হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয়  
এবং এই সমুদায়ই আত্মা । এই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি এইরূপেই হইতে পারে,  
অর্থাৎ যদি প্রিয়সংসৃচিত আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া কীর্ণন করা হয়, তাহা  
হইলেই উক্ত প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয় । বাস্তবিক যদি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার



উৎক্রমিষ্যত এষস্তাবাদিতৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

পরমাশ্চনোহন্তঃ স্তাৎ ততঃ পরমাশ্চবিজ্ঞানেহপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞাতং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্বীয়েত তস্মাৎ প্রতিজ্ঞা-  
সিদ্ধার্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাশ্চনোরভেদাংশোনোপক্রমণমিত্যাশ্মবথ্যা আচার্য্যো  
মন্ততে ॥ ২০ ॥

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসজ্জাতোপাধিসম্পর্কাত্ কলুষী-  
ভূতস্ত জ্ঞানধানাদিসাধনানুষ্ঠানাত্ সম্পন্নস্ত দেহাদিসজ্জাতাত্মং ক্র-  
মিষ্যতঃ পরমাশ্চনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণমিতৌড়ুলোমিরা-  
চার্য্যো মন্ততে । ঐতিহ্যং ভবতি “এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমু-  
খায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদা শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” ইতি । কচিচ্চ  
জীবাত্ময়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জায়তে “যথা নদ্যঃ শুন্দমানাঃ  
সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় । তথা বিদ্যানামকপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ-

অন্ত হয়, তাহা হইলে পরমাশ্চার বিজ্ঞান হইলে ও জ্ঞানাত্মার বিজ্ঞান হয়  
না ; সুতরাং এক বিজ্ঞানে যে সৰ্ববিজ্ঞান হয়, ইহা পরিহৃত হইতেছে ।  
অতএব প্রতিজ্ঞা শিদ্ধির নিমিত্তই বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাশ্চার অভেদাংশের  
উপক্রম হইয়াছে, ইহা আশ্মবথ্যা আচার্য্য স্বীকার কবেন না ॥ ২০ ॥

উড়ুলোমিনামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানাত্মাই দেহ, ইন্দ্রিয়,  
মন ও বুদ্ধিকৃত উপাধিসম্পর্কবশতঃ কলুষিত হয় এতঃ জ্ঞানধানাদি  
সাধনানুষ্ঠানে সম্পন্ন ও সম্যকরূপে প্রসন্ন হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি  
হইতে উৎক্রমণ করে এবং তাহাতেই পরমাশ্চার সহিত একীভূত  
হয়, ইহাতেই অভেদোপক্রম হইয়া থাকে । ঐতিহ্যেও ইহাই লিখিত  
আছে যে, ইহাই আশ্চার্য্য প্রসঙ্গতঃ যে আশ্চার্য্য এই শরীর হইতে সমু-  
খিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্তিপূর্বক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়  
আর কোন স্থলে নদীদৃষ্টান্তে জীবাত্ময় নামরূপ জানা যায়, অর্থাৎ

অবস্থিতেরিতি কাশকুৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” ॥ ইতি ॥ যথা লোকে নদাঃ স্বাশ্রয়মেব নাম-  
রূপং বিহার্য সমুদ্রমুপয়ন্তি এবং জীবোহপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহার্য  
পরমং পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টা দৃষ্টার্থীভিত্তিকয়োস্তল্য-  
তায়ৈ ॥ ২১ ॥

অষ্টম্ব পরমাত্মনোহেনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাত্মপন্নমিদম-  
ভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকুৎস্ন আচার্যো মন্ততে । তথা চ ব্রাহ্মণং  
“অনেন জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিজ্ঞ নামরূপে ব্যাকরবাণীভ্যেবংজাতীয়কম্  
পরশ্চেবাত্মনো জীবভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি । মন্তবর্ণশ্চ “সর্ক্সাণি রূপাণি  
বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদান্তে” ইত্যেবংজাতীয়কঃ । ন চ  
তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্ত পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতা যেন পরমাত্মাত্মনো  
হন্তত্ত্বিকারো জীবঃ শ্রুতঃ । কাশকুৎস্নশ্রুত্যাচার্যশ্রাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো  
জীবো নাত্ম ইতি মতম্ । আশ্মরথ্যস্ত তু যদ্যপি জীবস্ত পরমাত্মানন্তত্বমভি-

যেমন নদী প্রচলিত হইয়া নামরূপ পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে অন্তর্গত হয়,  
সেইরূপ জীব নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করে ।  
এইরূপেই জীব ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২১ ॥

কাশকুৎস্ন নামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা একী-  
ভাবে অবস্থান করে, তাহাতেই পরমাত্মার অভেদ প্রতীতি হয় । মন্ত-  
ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, এই জীবই পরমাত্মাতে প্রবেশ করিয়া নাম-  
রূপ ব্যক্ত করে, এইরূপে পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করে । মন্ত-  
বর্ণে উক্ত আছে যে, সর্ক্সপ্রকার রূপ সৃষ্টি করিয়া এবং নাম সকল প্রকাশ  
করিয়া সর্ক্সজ্ঞ আত্মা বিদ্যমান আছেন । এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে  
যে, তেজঃপ্রভৃতির সৃষ্টিবিষয়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি শ্রুত নাই, তাহাতে  
জীব পরমাত্মার অন্ত অথচ পরমাত্মার বিকারীভূত বলিয়া জানা

প্রেতং তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিতি স্বাপেক্ষাভিধানাং কার্যকারণভাবঃ  
 কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে । ঔড়ুমোমিগক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থা-  
 স্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যতে ॥ তত্র কাশকুংসীয়ং মতং শ্রুতাম্-  
 সারীতি গম্যতে প্রতিপাদয়িত্বার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশক্তিভাঃ  
 এবঞ্চ সতি তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে বিকারায়কত্বেহি জীবত্যাভ্যুপগম্য-  
 মানে বিকারস্ত প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গাৎ তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে  
 অতশ্চ স্বাপ্রসঙ্গ নামরূপস্তাসম্বন্ধাৎ উপাধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্যতে  
 অত এবোৎপত্তিরপি জীবস্ত কচিদগ্নিবিষ্ণুলিঙ্গোদাহরণেন শ্রাব্যমাণো-  
 পাধ্যাশ্রয়েব বেদিতব্যা । যদপ্যুক্তং প্রকৃততন্ত্ৰৈব মহতো ভূতস্ত দ্রষ্টব্যস্ত  
 ভূতৈভ্যঃ সমুখানং বিজ্ঞানাস্ত্যভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞানায়ন এবমদং দ্রষ্টব্যস্য  
 দর্শয়তীতি তত্রাপীয়মেব ত্রিহুত্রী যোজয়িতব্যা । "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির্নিপ-

যাইতে পারে । কাশকুংস আচার্য্যের মতে জীবই অবিকৃত, পরমেশ্বর  
 তত্ত্ব নহেন, আশ্রয়ত্যা আচার্য্যের মতে যদিও জীব পরমাত্মার অন্ত না  
 হউক, তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির সাপেক্ষ কখনহেতু কিরূপ কার্যকারণ-  
 ভাব অভিপ্রেত, তাহা বলা যায় না । ঔড়ুমোমিগ মতে স্পষ্ট অন্তরাপেক্ষ  
 ভেদাভেদ জানা যাইতেছে । ইহাতে কাশকুংস আচার্য্যের মতই যে  
 শ্রুতির অনুযায়ী, তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি  
 শ্রুতির উহা প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত । এইরূপ হইলেই পরমাত্ম-  
 জ্ঞানে যে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে । জীবের  
 বিকারায়কত্ব স্বীকার করিলে বিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গহেতু  
 পরমাত্মজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি কল্পনা করা যায় না । অতএব স্বাপ্রসঙ্গত  
 নামরূপের অসম্ভবহেতু উপাধির আশ্রয়স্বরূপ নামরূপ জীবে উপচাব করা  
 যায় । এই নিমিত্তই অগ্নিষ্ণুলিঙ্গোদাহরণ দর্শনে জীবের উৎপত্তি ও উপা-  
 ধির আশ্রয় বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বস্তু  
 হয়, জীবের উৎপত্তিও সেইরূপ জানিবে । আর উক্ত আছে যে, ভূত হই-  
 তেই প্রকৃত মহাভূতের সমুখান হয়, ইহা বিজ্ঞানাস্ত্যভাবে দর্শন করাই  
 বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন । তাহাতেও এইকাঃ প্রসঙ্গ

মাশ্মরণ্যঃ” । ইদমত্র প্রতিজ্ঞাতম্ “আশ্মনি বিদিতো সৰ্গমিদং বিদিতং ভবতীদং সৰ্গং যদয়মায়া” ইতি চ উপপাদিতঞ্চ সৰ্গশ্চ নামরূপকৰ্ম্মপ্রপঞ্চ-  
 ত্বৈকপ্রসববাদেকপ্রলম্বজ্ঞাচ্ছন্দুভ্যাদিদৃষ্টাটৈস্তৃচ কার্যাকারণয়োরব্যতি-  
 রেকপ্রতিপাদনাং তত্ত্বা এবং প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়তোতল্লিপং বন্যহতো  
 ভূতঃ ভূতেভ্যঃ সমুখানং বিজ্ঞানান্নভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরণ্য আচার্য্যো  
 মন্ততে । অভেদে হি সত্যোকবিজ্ঞানেন সৰ্গবিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমবকল্পত  
 ইতি । “উৎক্রমিষ্যত এবস্ত্বাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ” । উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞা-  
 নান্ননো জ্ঞানধানাদিসামর্থ্যাং সম্প্রসঙ্গস্ত পরেণাশ্মনেক্যসম্ভবাদিদমভেদা-  
 ভিধানমিত্যৌড়ুলোমিরীচাৰ্য্যো মন্ততে । “অবস্তিতেরিতি কাশকৃৎসঃ” ।  
 অস্ত্রৈব পঞ্চমাশ্মনোহেনেনাপি বিজ্ঞানান্নভাবেনাবস্থানানুপপন্নমিদমভেদা-  
 ভিধানমিতি কাশকৃৎস আচার্য্যো মন্ততে । ননুচ্ছেদাভিধানমেতৎ  
 “এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বেবাহুবিনশ্চতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাতি” ইতি

যোজনা করা যায় । আর আশ্মরণ্য আচার্য্য যে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির কারণ  
 নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, “আশ্মবিজ্ঞান হইলেই  
 সকল বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু সকলই আশ্মস্বরূপ । আর ইহাও উপপাদিত  
 হইয়াছে যে, এই সকল নামরূপ প্রপঞ্চই এক পবনায়ী হইতে উৎপন্ন  
 হয় এবং তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে, অতএব শব্দভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত  
 দ্বারা কার্যাকারণের অব্যতিরেকতা প্রতিপাদনবশত সেই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি  
 সূচিত হয়, এই নিমিত্তই ভূত হইতে বিজ্ঞানান্ন স্বরূপে মহাভূতের সমু-  
 খান কথিত আছে, ইহাই আশ্মরণ্য আচার্য্য স্বীকার করেন, বাস্তবিক  
 অভেদ স্বীকার করিলেই একের বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞাত হয়, এইরূপ  
 প্রতিজ্ঞা কল্পনা করা যায় । ঔড়ুলোমি আচার্য্যও “বিজ্ঞানান্নার উৎ-  
 ক্রমণেই এইরূপ হয়, ইহা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ আশ্মা উৎক্রমণ কবি-  
 য়েন, এইরূপ হইলেই জ্ঞানধানাদি সামর্থ্যবশত আশ্মা সম্যক প্রকারে  
 প্রসঙ্গ হয় এবং পরমাশ্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে, অতএবই ঔডু-  
 লোমি আচার্য্য অভেদ কখন স্বীকার করেন । কাশ কৃৎস আচার্য্য বলেন,  
 পরমাশ্মাই বিজ্ঞানান্নভাবে অবস্থান করে, অতএব অভেদ কখন উপপন্ন

কথমেতদভেদাভিধানং । নৈষ দোষঃ বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মে-  
তদ্বিনাশাভিধানং নাটোচ্ছেদাভিপ্রায়ং অত্রৈব মা ভগবান্ মুমুহুঃ প্রেত্য  
সংজ্ঞাস্থিতি পর্যায়জ্ঞ্য স্বয়মেব শ্রুত্যাৰ্থান্তরস্ত দর্শিতত্বাৎ “ন বা অরে-  
হং মোহং ত্রবীম্যবিনাশী বা অরেহমগায়াশুচ্ছিত্তিধর্মা মাত্রাসংসর্গস্ত  
ভবতি” ইতি । এতচ্ছং ভবতি কুটস্থনিত্য এবায়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা  
নাটোচ্ছেদপ্রসঙ্গোহস্তি মাত্রাভিস্ত  
ভূতৈজিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাভির-  
সংসর্গো বিদ্যায়া ভবতি সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্ত বিশেষবিজ্ঞানত্বাভা-  
বার প্রেত্য সংজ্ঞাস্থিত্যুক্তমিতি । যদপ্যুক্তং “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞা-  
নীয়াত্” ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহারবিজ্ঞানান্বয়ন এবেদং দ্রষ্টব্য-  
মিতি তদপি কাশকুংস্মীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্ । অপি চ “যত্র হি  
দৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি” ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে তত্ত্বৈব

হইয়াছে। এইক্ষণ উক্ত নীমাংসার উচ্ছেদ কখন হইতেছে, কাবণ শ্রুতিতে  
লিখিত আছে যে, আছে যে, আত্মা এই সকল ভূত হইতে সমুখিত  
হইয়া পুনর্বার তাহাতেই প্রবেশ করে এবং পরকালেও কোন সংজ্ঞা  
নাই, তবে কিরূপে অভেদ কখন হইতে পারে? এই দোষ হইতে পারে  
না, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়েই এই বিনাশাভিধান হই-  
য়াছে, আত্মার উচ্ছেদাভিপ্রায়ে কখন হয় নাই। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান  
শ্রুতিদ্বারা অর্থাস্তব দর্শাইয়া সরণাশ্চে যে সংজ্ঞা নাই, তাহা প্রতিপাদন  
করিয়াছেন, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, অহে আমি মোহকর বাক্য বলি  
নাই, বাস্তবিক আত্মা অবিনাশী কখনও ইহার উচ্ছেদ নাই, কেবল মায়া  
সংসর্গমাত্র হইয়া থাকে। আর উক্ত আছে যে, আত্মা কুটস্থ, নিত্য ও  
বিজ্ঞানময়, ইহার উচ্ছেদ প্রসঙ্গ নাই, কেবল ভূত ও ইঞ্জিয়লক্ষণ অবিদ্যা-  
কৃত মাত্রার সহিত বিদ্যার সংসর্গ হয়। সংসর্গাভাব স্বীকার করিলেও  
পরমাত্মকৃত বিশেষ জ্ঞানের অভাব হেতুই পরকালে সংজ্ঞা নাই, ইহা  
উক্ত হইয়াছে। আর “বিজ্ঞাতাকে জানিবে” এইরূপে কর্তৃ বচন শব্দ  
দ্বারা উপসংহার হেতু বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া যে উক্ত আছে, তাহাও  
কাশকুংস্মাভিপ্রেত দর্শন দ্বারা পরিহৃত হইতেছে। আর যখন দৈত জ্ঞান

দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রপঞ্চ্য “যত্র তত্র সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মং তং কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদিনাবিদ্যাবিষয়ে তত্শব্দ দর্শনাদিলক্ষণস্ত বিশেষবিজ্ঞানস্তাভাবমভিদধাতি । পুনঃচ বিষয়াভাবেহপ্যান্মানঃ বিজ্ঞানীয়া-  
দিত্যাশঙ্ক্য “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াং” ইত্যাহ । ততঃচ বিশেষ-  
বিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্যন্ত বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূত-  
পূৰ্ণগত্যা কর্তৃবচনেন ত্ৰা নিদ্বিষ্ট ইতি গম্যতে । দর্শিতস্ত পুরস্তাং  
কাশক্ৰংশীযন্ত মতস্ত শ্রুতিমবৎ অতঃচ বিজ্ঞানায়পরমায়ানোরবিদ্যাপ্রত্যা-  
পন্থাপিতনামরূপরচিতদেহাদ্যপাদিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যে-  
বোর্থঃ সর্বেসর্বদাস্তবাদিভিন্নভূপগন্তব্যঃ “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ  
একমেবাদ্বিতীয়ং আট্মবেদং সৰ্বং” “ইদম্ সৰ্বং যদয়মাত্মা নাভ্যোহতো-  
হন্তি ত্রষ্টা নাভ্যোহতোহন্তি ত্রষ্ট্” ইত্যেবং রূপাভ্যঃ স্মৃতিভ্যঃ “বাসুদেবঃ  
সৰ্বমিদম্” ক্ষেত্রজ্ঞোপা মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত । সমং সৰ্বেষু

হয়, তখন অত্র অত্রকে দর্শন করে, এইরূপে আরম্ভ করিয়া অবিদ্যাবিষয়ে  
আত্মারই দর্শনাদি লক্ষণ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রপঞ্চিত করিয়া যখন  
সকলই আত্মময় জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করে, ইত্যাদি রূপে  
বিদ্যাবিষয়ে সেই পরমাআরই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞানাভাব নির্ণয়  
করিয়াছেন, পুনর্বার বিষয়াভাবেও আত্মাকে জানিবে, এই আশঙ্কা  
করিয়া সেই বিজ্ঞানাত্মাকেই জানিবে, ইহা বলিয়াছেন । অতএব বাক্যের  
বিশেষ বিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বহেতু কেবল বিজ্ঞানাত্মাই সংস্বরূপ.  
ইহাই কর্তৃবচন দ্বারা নিদ্বিষ্ট হইয়াছে । পরন্তু পূর্বেই কাশক্ৰংশাচার্যের  
মত যে শ্রুতিসিদ্ধ তাহা দর্শিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত বিজ্ঞানাত্মার যে,  
ভেদ হয়, তাহা অবিদ্যা প্রত্যাপন্থাপিত নামরূপরচিত ও দেহাদিনিমিত্ত  
জানিবে, ঐ ভেদ প্রকৃত মছে, এই সিদ্ধান্ত সর্ববেদান্ত বাদীরা স্বীকার  
করিয়া থাকেন । ইহাতে “একমাত্র সংস্বরূপই অগ্রে ছিলেন” “পর-  
মাত্মাই দ্বিতীয়” “এই সকলই ব্রহ্ম” “এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পরমাত্মা”  
ইহা হইতে অত্র ত্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি শ্রুতিই কারণ । স্মৃতিতেও লিখিত আছে  
যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে ভারত ! আমাকেই সর্বভূতের

ভূতৈশ্চ তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্ । ইত্যেবংরূপাভ্যঃ । ভেদদর্শনাপবাদোচ্চ ‘অন্তো-  
 হগাবন্তোহমস্মীতি ন স বেদ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানৈব  
 পশুতি’ ইত্যেবংজাতীয়কাং । “স বা এষ মহানজ আত্মাহিজরোহিমৃতো-  
 হভমো ব্রহ্মেতি” চাশ্বনি সৰ্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ অথবা চ মুমুকুশাঃ  
 নিরপবাদবিজ্ঞানারূপপত্তেঃ সূনিশ্চিতার্থারূপপত্তেঃ চ । নিরপবাদং হি  
 বিজ্ঞানং সৰ্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবৰ্ত্তকমাত্মবিষয়ং ইষ্যতে “বেদান্তবিজ্ঞানসূনিশ্চি-  
 তাথা’ ইতি চ শ্রুতেঃ তত্র কোমোহঃ কঃ শোকত্রকত্বমরূপশ্রুতঃ ইতি চ  
 স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্বতেন্চ । স্থিতে চ ক্ষেত্ররূপরম্যট্টকত্ববিষয়ে সম্যদর্শনে  
 ক্ষেত্রজঃ পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজোহিৎ পরমাত্মনো ভিন্নঃ  
 পরমাত্মাৎ ক্ষেত্রজাভিন্ন ইত্যেবংজাতীয়ক আত্মভেদবিষয়োহিৎ নির্দো-  
 শনিবৰ্ণকঃ । একো হুয়মাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি ন হি  
 “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং শুভায়াম্” মিতি কাণ্ডিদেবৈকঃ

আত্মা এবং সৰ্ব্বভূতে বৰ্ত্তমান পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে । আর ভেদ দর্শ-  
 নের অপবাদহেতু পরমাত্মাই অভেদরূপে জ্ঞাতব্য । শ্রুতিতে লিখিত আছে  
 যে, যে ব্যক্তি আমি অথ ও অপর ব্যক্তি অথ, এইরূপে নানা জ্ঞান করে,  
 সেই ব্যক্তি মৃত্যুর বশীভূত হয় । আর সেই আত্মাই মহান্, অজ, অজর,  
 অমর, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম, এইরূপে আত্মাতে সৰ্ব্ববিকার প্রতিষেধ আছে।  
 অথবা মুমুকুশিণের নিরপবাদ বিজ্ঞানের অরূপপত্তি হয় এবং সূনিশ্চিতার্থে  
 বস্তুর অরূপপত্তি হইয়া উঠে । বাস্তবিক আত্মবিষয় জ্ঞান নিষ্কিষ্ট আছে ও  
 তাহাতে সৰ্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, ইহা মুনিগণ ইচ্ছা করেন।  
 শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয়। স্থতিতে  
 স্থিত প্রজ্ঞের যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহাতে নিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির  
 এক জ্ঞান হইয়াছে, তাহার শোক বা মোহ থাকে না । জীব ও পরমাত্মার  
 একত্ববিষয়ক জ্ঞান সম্যকরূপে স্থিরীভূত হইলে জীব ও পরমাত্মা, এই  
 নাম ভেদমাত্র জানা যায় । এই জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং এই পর-  
 মাত্মা জীব হইতে ভিন্ন, এইরূপে যে আত্মার ভেদ জ্ঞান হয়, তাহা নিবৰ্ণক।  
 বস্তুতঃ এক পরমাত্মাই নামমাত্রভেদে বহুধা হইয়াছেন এবং “যিনি সত্য,

প্রকৃতিঃ চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধঃ ॥ ২৩ ॥

গুহামধিকৃত্যেতত্ত্বং ন চ ব্রহ্মণোহন্তো গুহায়াং নিহিতোহস্মি 'তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি স্রষ্টুরেব প্রবেশশ্রবণাৎ যে তু নির্লক্ষ্যং কুর্ত্ত্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে কৃতকম-  
নিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ত্রায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

যথাভাদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্ত' এবং নিঃশ্রেয়সহেতুত্বাদু দ্ধাপি জিজ্ঞাস্তমিত্যুক্তং ব্রহ্ম চ জগাদ্যন্ত যত ইতি লক্ষিতম্ । তচ্চ লক্ষণং ঘটরূচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিস্বৈ কুলালসুবর্ণকারাদিবদ্বিনিমিত্তস্বৈ চ সমানং ইত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমায়কং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং ত্রাদিতি । তত্র নিমিত্তকাবগমেব তাবৎ কেবলং ত্রাদিতি প্রতিভাতি কথ্যং ত্রৈকাপূর্ব্বককর্ত্ত্বশ্রবণাৎ । ত্রৈকাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্ত্ত্বমবগমাতে "স ত্রৈকাপেক্ষে" 'স প্রাণমসৃজত' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ । ত্রৈকাপূর্ব্বকঞ্চ

জানময়, অনন্ত ও গুহাতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই পরমপদ লাভ কবেন," ইহাও কোন এক গুহাকে লক্ষ্য কবিয়া উক্ত হয় নাই। আর ব্রহ্ম-  
ভিন্ন অস্ত্র কেহই গুহাতে নিহিত নহে । পরন্তু "সেই ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা" এবং "তিনিই সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন" এইরূপে সৃষ্টি কর্ত্তারই প্রবেশশ্রবণ আছে । আর যাহারা উক্ত বিষয় স্বীকার করে না, তাহারা বেদান্তার্থ বাধ করিয়া পরমপদ প্রাপ্তির প্রশস্তদ্বার অবরুদ্ধকরত কৃত্রিম মোক্ষ কল্পনা করে, ইহা ত্রাসজন্যত নহে ॥ ২২ ॥

যেমন ধর্ম্ম অভ্যাসের কারণবিধায় সেই ধর্ম্ম জ্ঞানিতে ইচ্ছা করিলে, সেইরূপ ব্রহ্ম মোক্ষের কারণ বলিয়া তাঁহাকে জানিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডে উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপে ব্রহ্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে ঘট ও কুণ্ডলাদির পক্ষে যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি প্রকৃতি এবং যেমন কুন্তকার ও স্বর্ণকার নিমিত্ত, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টাদিবিষয়েও সেইরূপ জানিবে, এইক্ষণ ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ ? এই আশঙ্কা হইতেছে । ইহাতে পরঃব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত



কর্তৃত্বং নিমিত্ত কারণেণৈব কুলাদিব দৃষ্টং অনেককারকপূৰ্ণিকা চ  
ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোকে দৃষ্টা । স চ ত্রায় আদিকর্তৃণাপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্ ।  
ঈশ্বরত্বে প্রসিদ্ধে চ ঈশ্বরানাং হি রাজত্বৈব স্বত্বাদীনাং নিমিত্ত কারণত্বমেব  
কেবলং প্রতীয়তে তদ্বৎ পরমেশ্বরস্তাপি নিমিত্ত কারণত্বমেব যুক্তঃ প্রতী-  
পতুম্ । কার্য্যক্ষেপং জগৎ সাবয়বগচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃষ্টতে কারণেনাপি তত্ত্ব  
তাদৃশেনৈব ভবিতব্যম্ । কার্য্যাকারণয়োঃ সাক্ষ্যাদদর্শনাৎ ব্রহ্ম চ নৈব  
লক্ষণমবগম্যতে । ‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং’ ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ ।  
পারিশেষ্যাদ্ব্যুৎপাদনকারণমশুদ্ধাদিশুদ্ধগন্ধঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যু-  
পগম্যত্বং ব্রহ্ম কারণত্বশ্রুতিনিমিত্তত্বমাত্রৈ পৰ্য্যবসানাদিতি এবং প্রাপ্তে  
ক্রমঃ । প্রকৃতিশ্চ উপাদান কারণঞ্চ ব্রহ্মভ্যুপগম্যত্বং নিমিত্ত কারণঞ্চ ন  
কেবলং নিমিত্ত কারণমেব কস্মাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তমুপায়োদ্যৎ এবং হি  
প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রোতৌ নোপকথ্যেতে । প্রতিজ্ঞা তাবৎ “উত

কারণ বলিয়াই জানা যাইতেছে, যেহেতু ইচ্ছাপূৰ্ণকই কর্তৃত্ব শ্রবণ আছে;  
সুতরাং ইচ্ছা হইলেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন, ইহা জানা যায় । শ্রুতিতে লিখিত  
আছে যে, তিনি প্রথমত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অনন্তর প্রাণ  
সৃষ্টি করেন । কুন্তকারাদিতে ইচ্ছাপূৰ্ণক নিমিত্ত কারণতা দেখা যায় ।  
লৌকিকে সকল কার্যেরই পূর্বে অনেক কারণ দৃষ্ট আছে, এই নিয়ম আদি  
কর্তৃত্বই যুক্ত হয় । এইরূপ হইলেই ঈশ্বরত্বসিদ্ধি হয় । যেমন রাজত্বৈব-  
স্বত্বাদি ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণই প্রতীতি হয় । সেইরূপ পরমেশ্বরেরও  
নিমিত্ত কারণতাই যুক্ত হইতেছে । পরন্তু কার্য্যভূত এই জগৎকে সাবয়ব  
অচেতন ও প্রাণবান্ দেখা যায়, অতএব ইহার কাবণও সেইরূপ, অর্থাৎ  
সাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ হওয়া উচিত, যেহেতু কার্য্য ও কারণ, এই  
উভয়ের সমানরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মসাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ নহে ।  
যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, অনিন্দনীয় ও নিরঞ্জন বলিয়া  
উক্ত আছে; সুতরাং ব্রহ্মের অস্ত্র যে উপাদান কারণ, তাহা অশুদ্ধিগুণ-  
যুক্ত, কিন্তু উহা স্মৃতিপ্রসিদ্ধ বিধায়ই স্বীকার করিতে হয় । আর ব্রহ্মই  
জগতের কারণ, এইরূপ যে শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহাও নিমিত্ত কারণ

তমাদেশমপ্রাক্ষে। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতামতং মতমবিজ্ঞাতং  
বিজ্ঞাতং” ইতি তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সৰ্ব্বমতদবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতং  
ভবতীতি প্রতীয়তে তচ্চোপাদানকারণবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি  
উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্যশ্চ নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্ত কার্যশ্চ  
নাস্তি লোকে তদ্ধঃ প্রাসাদব্যতিরেকদৰ্শনাৎ । দৃষ্টান্তোহপি ‘যথা সৌষ্ট-  
কেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বং মৃগয়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ধাচারস্তং বিকারো নাম-  
ধেয়ং সত্যং’ ইত্যুপাদানকারণগোচর এবাম্মায়তে তথৈকেন লৌহমণিনা  
সৰ্বং লৌহময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ধেকেন নথনিকৃন্তনেন সৰ্বং কার্কাষসং  
বিজ্ঞাতং স্তাদিতি চ । তথাশ্রুতাপি “কশ্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং  
বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি প্রতিজ্ঞা যথা ‘পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তীতি’  
দৃষ্টান্তঃ তথা ‘আত্মনি খবরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্বং বিদিত-  
ম্’ ইতি প্রতিজ্ঞা “স যথা হৃন্দুভেইক্ষমানশ্চ স বাহ্যান্ শব্দান্ শকুয়াং

বলিয়া জানিবে । এইরূপ অবস্থাতে বলা যায় যে, ত্রঙ্গ কেবল নিমিত্ত-  
কারণ নহে, আত্মাকে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিবে,  
যেহেতু প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ নাই, এইরূপ হইলেই শ্রুতাত্ত  
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষা হয় । ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, সেই আদেশে অশ্রুত  
শ্রুত এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, ইহাতে একের বিজ্ঞানেই অবিজ্ঞাত  
সকলের বিজ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাতেও উপাদান  
কারণের বিজ্ঞানেই সৰ্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়, উপাদান কারণ ব্যতিরেকে  
কার্যের সম্ভব হয় না এবং নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকেও কার্য হইতে  
পারে না, লোকেও প্রাসাদ ব্যতিরেকে স্থপতি দৰ্শন আছে । দৃষ্টান্ত এই  
যে, যেমন এক মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সৰ্ব্ব মৃত্তিকার পরিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ  
ঘটাদি সকলই মৃত্তিকা, উহার ঘটাদি নাম কেবল বাক্য মাত্র, উহারা  
বিকার, বাস্তবিক সকলই মৃত্তিকা, ইহাই সত্য, এইস্থলে মৃত্তিকাকে উপা-  
দান কারণ বলিয়া জানা যায়, আর এক লৌহমণির বিজ্ঞান হইলেই সকল  
লৌহের বিজ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ অশ্রুত স্থলেও জানিবে । কাহাকে  
জানিলে সৰ্ব্ব পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, ইহাই প্রতিজ্ঞা, আর যেমন পৃথিবীতে

গ্রহণায় হ্রদুভেষু গ্রহণেন হ্রদুভাবাত্ত্ব বা শব্দো গৃহীত” ইতি দৃষ্টান্তঃ ।  
 এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তঃ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিবিসাধনৌ প্রত্যে-  
 তব্যৌ । ‘যতঃ’ ইতীমমপি পঞ্চমী “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”  
 ইত্যত্র জনিকর্ষুঃ প্রকৃতিরিত্তি বিশেষস্বরগাং প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে  
 ত্রুষ্টব্য। নিমিত্তঅধিষ্ঠাস্ত্রাস্ত্রাভাবাদধিগন্তব্যম্ । যথা হি লোকে মৃত্যু-  
 ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালস্ববর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৃনপেক্ষ্য প্রবর্ততে নৈব  
 ত্রক্ষণ উপাদানকারণম্ স্বতোহন্তোহধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যাহন্তি প্রাপ্তংপতেবেক-  
 মেবাদ্বিতীয়মিত্যাবধাবণাং অধিষ্ঠাত্রাস্ত্রাভাবোহপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত-  
 পরোধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ । অধিষ্ঠাতরি হুপাদানাদন্ত্রিগভ্যগম্য-  
 মানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানত্বাসম্ভবাং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপবোধ

ঔষধি প্রভৃতি জন্মে, ইহাই দৃষ্টান্ত । আর আয়্যার দর্শন, শ্রবণ ও বিজ্ঞান  
 হইলেই সকল জানা যায়, ইহাও প্রতিজ্ঞা । যেমন হ্রদুভিতে আঘাত  
 করিলে প্রবল শব্দ হয়, তখন আর বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না, কেবল  
 সেই হ্রদুভিশব্দই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্টান্ত । এইরূপ প্রতি  
 বেদান্তেই যথাসম্ভব প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে, ইহা প্রকৃতিবিসাধন বলিয়া  
 জানা যায় । আর যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে, এই স্থলে  
 জনধাতুর যে কর্তা, তাহাই প্রকৃতি, এইরূপ বিশেষ স্মরণ আছে, আর  
 ত্রক্ষণ যে নিমিত্ত কারণ বলিয়া উক্ত আছে, তাহাও ত্রক্ষণ সকলের অধিষ্ঠাতা  
 বিধায় উপপন্ন হইতেছে । যেমন লোকে ঘট ও কুণ্ডাদির প্রতি মৃত্তিকা ও  
 স্ববর্ণের উপাদান কারণ ও কুন্তকার এবং স্বর্ণকার অধিষ্ঠাতা বিধায়, তাহা-  
 দিগের নিমিত্ত কারণত্ব, সেইরূপ ত্রক্ষণ ও জগতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া নিমিত্ত  
 কারণ হইতেছেন । বাস্তবিক উপাদান কারণত্বরূপ ত্রক্ষণ ভিন্ন অত্র অধি-  
 ষ্ঠাতা নাই, আর উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র স্রষ্টারই ছিলেন, এইরূপ অব-  
 ধারণ আছে, অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ হয়  
 না, ইহা জানা যায় । উপাদান কারণ ভিন্ন অত্র অধিষ্ঠাতা স্বীকার করিলে,  
 একের বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান হয়, ইহা সম্ভব হয় না ; সুতরাং প্রতিজ্ঞা ও  
 দৃষ্টান্তের উপরোধ হয়, অতএব অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবই আয়্যার কর্তৃক

অভিযোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়ান্নানং ॥ ২৫ ॥

এব শ্রুতং তদ্বাদধিষ্ঠাত্রিস্তরাভাবাদান্ননঃ কর্তৃত্বমুপাদানানন্তরাভাবাচ্চ  
প্রকৃতিত্বম্ । কৃতশ্চান্ননঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে ॥ ২৩ ॥

অভিযোপদেশশ্চান্ননঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি ‘সৌহক্যময়ত বহু  
শ্রাং প্রজায়েম’ ইতি ‘তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েম’ ইতি চ । তত্রাভি-  
যানপূর্নিকার্যাঃ স্বাতন্ত্র্যাবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি গমাতে । বহু শ্রামিতি প্রত্য-  
য়বিষয়ত্বাং বহুত্ববনাভিধানশ্চ প্রকৃতিরিত্যপি গমাতে ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতিত্বশ্রায়মভূচ্চয়ঃ ইতশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম যং কারণং সাক্ষাদ্বুদ্ধৈব  
কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভাবাবান্নায়েতে ‘সর্ক্সাণি হ বা ইমানি ভূতা-  
গাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যন্তং যন্তি’ ইতি । যন্তি যন্নাং

এব উপাদান কারণান্তর্ভাবে প্রকৃতিত্ব হয়, তবে কিরূপে আত্মার কর্তৃত্ব  
প্রকৃতিত্ব হইতে পারে । ২৩ ॥

ইতিপূর্বে যে আত্মার সৃষ্টি সঙ্কল্পের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহা-  
তই কর্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্ব জানা যায়, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তিনি  
ইরূপ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত বহুধা হইব,  
হাতেই তিনি যে সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্বক স্বাতন্ত্র্যবৃত্তির কর্ত্তা, তাহা জানা যাই-  
তছে । আর “আমি বহুধা হইব” ইহা দ্বারা প্রত্যগাত্মারই বহুরূপধারণের  
কল্প হইয়াছিল ; সুতরাং উক্ত সঙ্কল্পের প্রকৃতি ও পরমাত্মা ইহাই প্রতীয়-  
ণ হইতেছে । ২৪ ॥

পরমাত্মার যে প্রকৃতিত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ দর্শাইতেছেন,  
যেহেতু ব্রহ্মকেই সাক্ষাৎ কারণরূপে গ্রহণ করিয়া জগতের উৎপত্তি ও  
লয় হইতেছে । অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে ।  
শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সকল ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং  
আকাশেই লয় পাইয়া থাকে । আর যাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয়

আত্মকূতে: পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

প্রভবতি যস্মিন্চ প্রলীয়তে তৎ তত্তোপাদানং প্রসিদ্ধং যথা ত্রীহি-  
বাদীনাং পৃথিবী । সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরাহুপাদানং সূচয়ত্যাশা-  
দেবেতি । প্রত্যস্তময়ং নোপাদানাদত্নজ কার্যাস্ত দৃষ্ট: ॥ ২৫ ॥

ইতচ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'  
ইতি আত্মনঃ কৰ্ম্মত্বং কর্তৃত্বং চ দর্শয়তি "আত্মানমিতি কৰ্ম্মত্বং স্বয়মকুরু-  
তেতি কর্তৃত্বম্ । কথং পুনঃ পূৰ্ণসিদ্ধস্ত সতঃ কর্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্ত ক্রিয়-  
মানত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং পরিণামাদিতি ক্রমঃ পূৰ্ণসিদ্ধোহপি হি সমায়া  
বিশেষণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাত্মানমিতি । বিকারাত্মনা চ পরি-  
ণামো মূদাদাত্ম প্রকৃতিবৃপলকঃ স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরান-  
পেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে । পরিণামাদিতি বা পৃথক্স্থলং তত্শেষার্থঃ ।

এবং যাহাতে যে বস্তু লয় পায়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান, ইহা প্রদিক্ত  
আছে । যেমন ধাত্বাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতেই লয়  
পায়, স্তত্রাং পৃথিবীই ধাত্বাদির উপাদান, সেইরূপ এইজগৎ পরমায়া  
হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরমায়াতেই লীন হয়, অতএব সেই ব্রহ্মই  
জগতের উপাদান । বিশেষত উপাদান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেই কার্যের  
অন্ত হয় না ; স্তত্রাং ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, ইহা উপপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি তদ্বিশেষে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্ম  
প্রক্রিয়াতে, অর্থাৎ "তিনিই স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই শ্রুতি  
প্রতিপাদিত ব্রহ্মকারণে ব্রহ্মই কর্তা ও কৰ্ম্ম ইহা প্রতীয়মান হয় ।  
"আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই বাক্যের "আত্মাকে" এই পদে কৰ্ম্ম  
এবং "সৃষ্টি করিয়াছেন" এই পদে কর্তৃত্ব জানা যায় । এইক্ষণ প্রশ্ন  
হইতেছে যে, যিনি পূৰ্ণসিদ্ধ, সংস্বরূপ এবং কর্তা বলিয়া ব্যবস্থিত  
আছেন, তাহার কৰ্ম্মত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে ? ইহাতে বলা যাইতে  
পারে যে, আত্মা পূৰ্ণসিদ্ধ সংস্বরূপ হইলেও বিশেষ প্রকার আপনাকে  
বিকারীরূপে পরিণামিত করেন, এই বিকারাত্মক পরিণাম সৃষ্টিকাদিতে

## যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

ইতচ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম যৎ কারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাশ্বনাং পরিণামঃ সামা-  
নাদিকরণ্যেনাম্মায়তে 'সচ্চ ত্যচ্চাভবন্নিকৃৎকানিকৃৎ চ' ইত্যাদি-  
নেতি ॥ ২৬ ॥

ইতচ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম যৎ কারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তে  
"কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" ইতি "যন্তু তযোনিং পরিপশুন্তি ধীরাঃ"  
ইতি চ। যোনিশব্দচ্চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে পৃথিবী যোনি-  
য়োবদ্বিবনস্পতীনাং মিত্যি। জীযোনে রপ্যন্ত্যেবাবয়বদ্বারেন গর্ভং প্রত্যা-  
দান কারণত্বম্। কচিৎ স্থানবচনোহপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ "যোনিস্তে ইজ্র  
নিষদে অকারি" ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্রকৃতিবচনতা পবিগৃহ্যতে  
"যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহ্যতে চ" ইত্যেবং জাতীয়কাং। তদেবং প্রকৃ-

পলক্ হ্য, পরন্তু তিনি কোন নিমিত্তান্তর অপেক্ষা করেন না, ইহাই  
জীতি হইতেছে। মতান্তরে "পরিণামাৎ" এই একটা পৃথক্ স্বত্র, তাহার  
র্থ এই যে, যেহেতু ব্রহ্মেরই বিকারাত্মক পরিণাম হয়, অতএব ব্রহ্মই  
প্রকৃতি বলিয়া কথিত আছে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি, তদ্বিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্মই  
যানি, এইরূপ পণ্ডিত আছে, অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।  
বেদান্ত প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কর্তা, ঈশ্বর, পুরুষ এবং  
যানি, আর লিখিত আছে যে, পণ্ডিতগণ ভূতযোনিকে দর্শন করেন।  
এই সকল স্থলে যোনিশব্দে প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন লোকে পৃথি-  
বীই ওষধিবনস্পতিদিগের যোনি, সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের যোনি। আর  
অবয়বদ্বারাই গর্ভের প্রতি জীযোনির উপাদান কারণত্ব আছে। কোন  
কোন স্থলে স্থানবাচী যোনিশব্দ দৃষ্ট আছে। "যোনিস্তে ইজ্র নিষদে  
অকারি" এই স্থলে যোনিশব্দে স্থানার্থ দেখা যায়, অর্থাৎ হে ইজ্র নিষদ-  
পেশে তোমার স্থান করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এইরূপ  
পবিশেষবশত পুরোক্ত যোনিশব্দের স্থানার্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন

এতেন সর্বৈ ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

তিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্ । যৎপুনরিতদমূকং দ্বৈতাপূর্ণকং কর্তৃত্বং নিমিত্ত-  
কারণেণৈব কুলালাদিষু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষিত্যাদি তৎপ্রত্যাচাতে  
ন লোকবদিহ ভবিতব্যং ন হযমমুমানগমোর্থঃ শব্দগম্যত্বাহত্বার্থে  
যথাশব্দামহ ভবিতব্যং শব্দশ্চেচ্ছিত্তুরীশ্বরস্ত প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যপো-  
চান পুনর্নৈশ্চতৎ সর্বং বিস্তবেণ প্রতিবক্ষ্যামঃ ॥ ২৭ ॥

ঈক্ষতেনাশদমিত্যরভ্য উপদানকারণবাদঃ সূত্রেরেব পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য  
নিরাকৃতঃ তত্ত্ব হি পক্ষস্তোপোদ্বলকানি কানিচিন্দিদ্বাভাসানি বেদান্তেবা-  
পাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভাতীতি । য চ কাণ্যকারণানন্তরাত্ম্যপণম  
প্রত্যাসমো বেদান্তবাদস্ত দেবলপ্রভৃতিভিঃচৈকৈশ্চক্সহজকাটৈঃ স্বগ্রন্থে-

উপনাতি হত্র সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন  
ও সংহার করেন । পরন্তু ব্রহ্মই যে প্রকৃতি ইহা প্রসিদ্ধ আছে । আর যে  
উক্ত হইয়াছে, ইচ্ছাপূর্ণকই কর্তৃদ্ব, এই লোকে যেমন কুন্তকারদিগা  
ঘটাদির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের নিমিত্তকারণ, উপদান  
কারণ নহে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা  
যায় না এবং উহা অমুমানগম্য নহে, শব্দগম্য অর্থের যে রূপ এত আছে,  
তাহাই গ্রহণ করিতে হয়, বাস্তবিক শব্দে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে,  
ঈশ্বরই প্রকৃতি । এই বিষয় পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে ॥ ২৭ ॥

“ঈক্ষতেনাশব্দঃ” এই শব্দ হইতে প্রতীয়ুদ্রৈ প্রকৃতির কারণ  
পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করা হইয়াছে । মন্দবুদ্ধিরা এই  
পক্ষ সমর্থনের পোষক কতিপয় হেতু প্রদর্শন করে, কিন্তু কাণ্য কারণের  
অনন্তদ্ব স্বীকারহেতু দেবলপ্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মশব্দকার আপন

দ্বাপ্রতিঃ তেন তৎপ্রতিষেধে এব যদ্বোহতীব কৃতো নাশাদিকারণবাদ-  
প্রতিষেধে । তেহপি তু ব্রহ্মকারণবাদপক্ষস্ত প্রতিপক্ষহাং প্রতিষেধক্ৰিয়াঃ  
তেষামপ্যুপোদ্বলকং বৈদিকং কিঞ্চিন্নিগ্ৰহণাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়া-  
দিতি অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণত্বায়েনাতিদিশতি এতেন প্রধানকারণবাদ-  
প্রতিষেধছায়কলাপেন সর্বেহৃগাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া  
ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যঃ । তেষামপি প্রধানবদশব্দস্বাক্ষরবিরোধিত্বাক্তেতি ।  
ব্যাখ্যাতা ইতি পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকগীমাংসাভাষ্যে শ্রীমদোশবিন্দপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছর-  
ভগবৎপাদকৃতৌ প্রথমাধ্যায়স্ত চতুর্থ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

আপন গ্রন্থে উক্তমত সংস্থাপন করিয়াছেন । অতএব উক্ত মতের প্রতি-  
ষেধেই যত্ন করা উচিত, হ্রস্ব কারণবাদের প্রতিষেধে যত্ন করা উচিত  
নহে । এই সকলই ব্রহ্মকারণবাদের প্রতিপক্ষ ; সুতরাং উহাদিগেরই  
প্রতিষেধ করা কর্তব্য । পরন্তু পূর্বোক্তমতের গোষক যে বেদোক্তহেতু  
মন্দমতিরা স্বীকার করে, তাহাতেই প্রধানকারণবাদ নিরস্ত হইয়াছে ।  
আর এই প্রধানকারণবাদের প্রতিষেধেই সর্বপ্রকার হ্রস্বকারণবাদ প্রতি-  
ষিদ্ধ, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেহেতু তাহাদিগেরও প্রধানের ত্বায়  
অপদবিরোধি আছে । অধ্যায়সমাপ্তির শেষবাক্যের দ্বিক্তির নিয়ম  
আছে, অতএব ভগবান্ প্রথমাধ্যায়ের শেষস্ত্রৈব শেষবাক্য, অর্থাৎ  
“ব্যাখ্যাতা” এই পদ বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥



## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

— ০০ —

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেম্মাত্মাস্মৃত্যনবকাশ-  
দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

প্রথমোধ্যায়ে সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং মৃত্যুস্বৰ্ণাদয়  
ইব ঘটকচকাদীনাং উৎপন্নস্ত জগতো নিয়ন্তৃৎস্বেন স্থিতিকারণং মায়াযাঃ  
প্রসারিতস্ত জগতঃ পুনঃ স্বাভ্যন্তরোপসংহারকারণমবনিরিব চতুর্বিধস্ত  
ভূতগ্রামস্ত স এব চ সৰ্বেষাং ন আশ্রিত্যেত্যত্বেদাস্তবাক্যসম্বন্ধপ্রতিপাদ-  
নেন প্রতিপাদিতং প্রধানাদিবাদাংশাশঙ্ক্যেন নিরাকৃতাঃ । ইদানীং  
স্বপক্ষে স্মৃতিভ্রায়বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাক জ্ঞানভাসোপবৃংহি-

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সৰ্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের উৎ-  
পত্তির কারণ । যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণ ইহারা ঘট ও কুণ্ডলাদিব কারণ  
সেইরূপ পরমাত্মাই উৎপন্ন জগতের কারণ, অর্থাৎ তিনিই জগতের  
নিয়ন্তা বিধায় তাঁহাকেই জগতের স্থিতিকারণ বলিয়া জানা যায় । যেমন  
মায়াবীরা নানা প্রকার মায়া প্রদর্শনপূর্বক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শাইয়া সেই  
সকল পুনর্বার আপনিই সংহার করে, সেইরূপ পরমাত্মা একবার এই  
জগৎ প্রসারিত করিয়া পুনর্বার আপনাতেই সংহার করিয়া থাকেন,  
অতএব তিনিই জগৎকারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন । যেমন এই  
পৃথিবী চতুর্বিধ ভূতের আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাও জগতের আশ্রয় । তিনি  
আমাদিগের সকলের আত্মা, ইহাই বেদান্ত বাক্যসম্বন্ধের প্রতিপাদন  
দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর অশঙ্ক্য হেতু প্রধানাদিবাদও নিরা-  
কৃত হইয়াছে । এইক্ষণ স্বীয়পক্ষে স্মৃতি ভ্রায়বিরোধ পরিহার, প্রধান

তৎ প্রতি বেদান্তঃ সৃষ্টাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বমিত্যাত্মজাতস্ত প্র-  
 পাদনায় দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে । তত্র প্রথমং তাবং স্মৃতিবিরোধ  
 দুগুণস্ত পরিহরতি যদ্বক্তং ব্রহ্মৈব সৰ্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিতি তদবুদ্বক্তং ।  
 কৃতঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ । স্মৃতিঃ৫ তদ্ব্যত্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্ট-  
 পরিগৃহীতা অত্যাঃ৫ তদমুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ এবং সত্যনবকাশাঃ প্রসজ্যেয়-  
 তাসু হচেতনং প্রাধান্যং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে মন্বাদিস্মৃতয়-  
 স্তাবচ্ছোদনালক্ষেণেনাগ্নিহোত্ৰাদিনা ধর্মজাতেনাপেক্ষিতমর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ  
 সাবকাশা ভবন্তি অস্ত বর্ণশাস্ত্রিন্ কালেহেনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশ-চা-  
 চার ইৎ বেদাধ্যয়নমিৎ সমাবর্তনমিৎ সহধর্মচারিণীসংযোগ ইতি তথা  
 পুরুষার্থাঃ৫ চতুর্লক্ষাশ্রমধর্ম্যান্ নানাবিধান্ বিদধতি নৈবং কাপিলাদিস্মৃতি-  
 নামমুঠেয়ে বিষয়েহবকাশোহস্তি মোক্ষসাধনমেব হি সম্যদর্শনমধিকৃত্য  
 তাঃ প্রণীতাঃ যদি তদ্রূপানবকাশাঃ স্যাঃ আনর্থক্যমেবাঙ্গাঃ প্রসজ্যেত

কারণবাদের আয়াভাসমূলকত্ব এবং প্রতি বেদান্তেই সৃষ্টাদি ক্রিয়ায়  
 অনিন্দনীয়ত্ব আছে, এই সকল অর্থের প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের  
 আরম্ভ হইতেছে । প্রথমত স্মৃতিবিরোধ উল্লেখ করিয়া তাহার পরিহার  
 করিতেছেন । ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং তিনিই সৰ্ব্বজ্ঞ, এইরূপ যে উক্ত  
 হইয়াছে, তাহা যুক্ত নহে, যেহেতু স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ হয়,  
 তদ্ব্যত্যা স্মৃতিই পরমর্ষি প্রণীত এবং তাহাই শিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া-  
 ছেন, অত্যা স্মৃতি সেই তদ্ব্যত্যা স্মৃতির অনুযায়ী, সুতরাং স্মৃতিরই  
 অনবকাশপ্রসঙ্গ হইতেছে, ঐ সকল স্মৃতিতে অচেতন প্রকৃতিই জগ-  
 তের কারণ, তাহা নিবন্ধ আছে । মন্বাদি স্মৃতিতে অগ্নিহোত্ৰাদি ধর্ম  
 কথিত আছে ; সুতরাং তাহার অবকাশও আছে, পুরুষ এই বর্ণের এই  
 কালে যথাবিধি উপনয়ন, এইরূপ আচার, এইরূপ বেদাধ্যয়ন, এইরূপ  
 সমাবর্তন, এইরূপ ধর্মপত্নীর সহবাস, আর চতুর্লক্ষ বিহিত আশ্রমধর্ম  
 ও নানাবিধ পুরুষার্থ, এই সকলই স্মৃতিতে বর্ণিত আছে, অতএব ঐ  
 মন্বাদিস্মৃতির অবকাশ দেখা যায়, কিন্তু কাপিলাদিস্মৃতির অনুষ্ঠের  
 বিষয়ে অবকাশ নাই । সম্যক দর্শন দ্বারা মোক্ষ সাধন অধিকার কর-

তস্যাং তদবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ । কথং পুনঃ কৈফত্যাভিভো-  
হেতুভো ব্রহ্মৈব সৰ্ব্বজ্ঞঃ জগতঃ কারণমিত্যবধারিতঃ ঐত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকা-  
শদোষপ্রসঙ্গে পুনরাক্ষিপ্যতে । ভবেদমমনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাং পব-  
তন্ত্রপ্রজ্ঞাস্ত প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ ঐত্যর্থমবধারয়িতুমশক্যবস্তুঃ প্রখ্যাত-  
প্রণেতৃকাস্থ স্মৃতিবলদ্বয়েরন তদ্বলেন চ ঐত্যর্থঃ প্রতিপিত্যসেবন । অস্ব-  
কৃতে চ ব্যাখ্যানেন ন বিশ্বাস্যর্কহমানাং স্মৃতীনাং প্রণেতৃত্ব । কপিলপ্রভৃ-  
নাঞ্চাৰ্হঃ জ্ঞানমপ্রতিহতং স্বর্ঘ্যতে ঐতিশ্যে ভবতি “ঋষিং প্রহৃতং কপিলং  
বন্তমগ্রে জ্ঞানৈর্নিস্তি জায়মানঞ্চ পশ্বে” ইতি । তস্মিন্নৈষণঃ মতমদ্ব্যর্থ-  
শক্যং সম্ভাবয়িতুং তর্কাত্তে ন চ তেহর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি তস্মাদপি স্মৃতি-  
বলেন বেদান্তা ব্যাখ্যোয়া ইতি পুনরাক্ষেপঃ তস্ম সমাধিনিষ্ঠ স্মৃত্যনবকাশ-  
দোষপ্রসঙ্গাদিতি । যদি স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন স্ববকারণবাদ অক্ষি-

য়াই ঐ সকল কাপিলাদি স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, যদি উহাদিগেরও অনব-  
কাশ হয়, তাহা হইলে এই সকল স্মৃতির অসার্থকতা হইয়া উঠে, অতএব  
অবিরোধেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, তবে কিরূপে দর্শনাদি হেতুতে সৰ্ব্বজ্ঞ  
ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা অবধারিত হইতে পারে ? বাস্তবিক স্মৃতিব  
অনবকাশপ্রসঙ্গে ঐত্যর্থও দোষারোপ হয় । ইহাই অনবকাশ যে, জন  
সকল প্রায়ই পরতন্ত্র, তাহারা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞাদিগের নিকট স্বাতন্ত্র্যরূপে  
ঐত্যর্থ অবধারণ করিতে পারে না ; সুতরাং তাহারা ব্যাখ্যাতার্থের  
প্রণেতৃ স্মৃতিবচন অবলম্বন করিয়া থাকে এবং সেই বলেই ঐত্যর্থ প্রতি-  
পাদন করে । আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে যাহাবা বিশ্বাস  
করেন, তাঁহারা তাহাই বহুজ্ঞান করিয়া স্মৃতিপ্রণেতাদিগের প্রতি-  
বিশ্বাস করেন না এবং কপিল প্রভৃতির যে আর্হজ্ঞান তাহাও প্রতিহত  
বলিয়া জ্ঞান যায় । ঐতিহ্যে লিখিত আছে যে, কপিল ঋষিকে প্রসব  
করিবেন এবং তিনিই পরে জ্ঞানবান্না সকল পূর্ণ করিবেন, আর সেই  
জায়মান ঋষিকে দর্শন করিবেন । অতএব ইহাদিগের মত অদ্ব্যর্থ বলিয়া  
প্রতিপাদন করা যায় না এবং তর্কবলেই তাহারা সেই অর্থ স্থাপন করিতে  
পারে ; সুতরাং স্মৃতিবলেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, ইহাই পুনর্বার আক্ষেপ

প্যেতৈবমপ্যত্মা দ্বৈত্বকারণবাদিত্বঃ স্মৃতয়োহনবকাশাঃ প্রসঙ্গোয়ান্ তা  
উদাহরিষ্যামঃ । ‘যৎ তৎ হৃদমবিজ্ঞেয়ং’ ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য স হস্তরায়া  
ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞেচিতি কথ্যত ইতি চোক্তা “তন্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং  
দ্বিজ্জসত্তম” ইত্যাহ । তথাহ্যত্রাপি “অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিগুণে সম্প্র-  
লীয়তে” ইত্যাহ । “অতঃ চ সংক্ষেপমিমং শুবুদ্ধং নারায়ণঃ সর্বসিদ্ধং  
পুৰাণঃ । স সৰ্গকালে চ কৰোতি সৰ্গং সংহারকালে চ তদতি ভূমঃ” ।  
ইতি পুৰাণে ভগবদগীতাসু চ “অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা”  
ইতি পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্যাপস্তম্বঃ পঠতি “তন্মাত্ৰং কায়্যঃ প্রভবস্তি  
সৰ্গে স মূলং শাখাতিকঃ সনিত্যঃ” ইতি । এবমনেকশঃ স্মৃতিষ্পীষ্মরঃ কার-  
ণয়েনোপাদানম্বেন চ প্রকাশ্যতে । স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানশ্চ স্মৃতি-  
বলেনৈবোত্তরং প্রবক্ষ্যামি ইত্যতোহয়মশ্চ স্মৃত্যানবকাশদোষোপস্থাপ্যঃ ।

দেখা যায়, আর মায়াতে হৃদায়ক জগৎ লীন হয়, এইরূপ বলা যায় না,  
তাহা হইলে অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতির অনবকাশদোষ প্রসঙ্গ হয় । যদিও স্মৃতির  
অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ দ্বৈত্বকারণবাদে আক্ষিপ্ত হয় এবং দ্বৈত্বকারণ-  
প্রতিপাদিকা অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ “যাহা হৃদ  
তাহাই জানিবে” এইরূপে পরব্রহ্মোপলক্ষে “যিনি ভূত সকলের অন্তরায়া  
তাহাকেই জানিবে,” এইরূপে আত্মাই কথিত হয়, ইহা উক্ত আছে এবং  
“ত্রিগুণায়ক প্রকৃতি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে” ইহা বলিয়াছেন,  
আর অত্যাশ্চর্য্য লিখিত আছে যে, নিগুণ পুরুষেই প্রকৃতি লয় পায় ।  
পুরাণে লিখিত আছে যে, অতঃপর সংক্ষেপে শ্রবণ কর, যিনি পুরাণ-  
পুরুষ নারায়ণ, তিনিই সৃষ্টিকালে এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং  
বিনাশকালেও তিনিই জগৎ সংহার করিয়া থাকেন । ভগবদগীতাতে  
লিখিত আছে যে, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমা হইতেই জগ-  
তের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে । আর পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া  
আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, তাহা হইতেই শরীর সকল প্রাচুর্ভূত হয় এবং  
তিনিই সকলের মূলকারণ ও নিত্য । এইরূপে অনেক স্মৃতিতেই পরমেশ্বর  
জগতের কারণ ও উপাদান বলিয়া প্রকাশিত হয় । বাস্তবিক স্মৃতিবলে

দর্শিতস্তু শ্রুতীনাং মীশ্রকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যং বিপ্রতিপত্তৌ চ যুক্তী-  
 নামবশ্যকর্তব্যোহন্তরপরিগ্রহেহন্তরত্বাপরিত্যাগে চ শ্রুতাস্মারিণ্যঃ  
 স্তু তয়ঃ প্রমাণমনপেক্ষা ইতরাঃ । তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে "নিরোধে জনপেক্ষ-  
 ত্বাদসতি হুমানানং" ইতি । ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ প্রতিমন্তরেণ কশ্চিদ্ব্যপল-  
 তত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং নিমিত্তাভাবাৎ শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধা-  
 নামপ্রতিহতজ্ঞানত্বাদিত্যে ন সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ । ধর্ম্মাহুষ্ঠানা-  
 পেক্ষা হি সিদ্ধিঃ স চ ধর্ম্মশোভনালক্ষণঃ ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধাস্যশোভনাত্ম-  
 নার্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেনাতিশক্তিভূৎ শক্যতে সিদ্ধব্যাপ্যগ্রন-  
 নায়ামপি বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ  
 সত্যং ন শ্রুতিব্যাপ্যশ্রয়াদন্তং নির্ণয়কারণমসি । পরতন্ত্রপ্রজ্ঞত্বাপি নাক-  
 স্ম্যং স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ কত্য়চিৎ কচিত্তু পক্ষপাতে সতি

যাহার স্থিতি হইতেছে, অর্থাৎ স্মৃতিদ্বারা যে বিরোধ হয়, স্মৃতি দ্বারাই  
 তাহা সমাধান করা যায়, অতএবই অস্ত্র স্মৃতির অনবকাশ উপপত্ত্ত হই-  
 য়াছে । পরন্তু প্রতিতেও দ্বৈতকারণবাদের প্রতি তাৎপর্য্য দর্শিত আছে,  
 আর বিপ্রতিপত্তি বিষয়েও অস্ত্রতর পরিগ্রহে স্মৃতির অবশ্যকর্তব্যতাতে  
 এবং অস্ত্রতর পরিত্যাগেও প্রতির অস্মারিণী স্মৃতি সকলই প্রমাণরূপে  
 অপেক্ষণীয় নহে । প্রমাণ লক্ষণে উক্ত আছে যে, বিরোধ না থাকিলে  
 অস্মারনের অপেক্ষা নাই ; আর প্রতি ব্যতিরেকে কোন অতীন্দ্রিয়বিষয়  
 লাভ করা যায়, ইহাও সমর্থন করা যায় না, যেহেতু তাহাতে কোন  
 নিমিত্ত নাই । আর যদি বল কপিলাদির যে বিজ্ঞান তাহাও অপ্রতিহত  
 বিধায় সমর্থন করা যায়, তাহাও নহে, যেহেতু উহাতে সিদ্ধির সাপেক্ষ  
 আছে, এই স্থলে ধর্ম্মাহুষ্ঠানাপেক্ষাই সিদ্ধি এবং এই ধর্ম্মও চোদনালক্ষ-  
 জ্ঞানিবে, অতএব পূর্ব্বসিদ্ধ চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের যে অর্থ, তাহাতে পর  
 সিদ্ধ পুরুষবচনবশে শঙ্কা করা যায় না, যেহেতু সিদ্ধাভাব করনাত্তে  
 বহুত্ব আছে, সিদ্ধদিগের প্রদর্শিত প্রকারে স্মৃতিবিরোধ হইলেও শ্রুতী  
 শ্রয় ভিন্ন অস্ত্র নির্ণয়কারণ নাই, আর যাহারা পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ তাহাদিগের  
 অকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষ বিষয়ে পক্ষপাত যুক্ত হয় না, কাহারও কোন বিষয়

পুরুষমতিবৈবক্ষ্যপোণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ তদ্বাদ্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিতু-  
পজ্ঞাসেন শ্রুতানুসারানুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহীয়া ।  
যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্ত জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা ন তথা শ্রুতি-  
বিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্র-  
ত্বাৎ । অত্ৰ চ কপিলস্ত সগরপুত্রাণাং প্রতপুর্ক্সানুদেবনাম্নঃ স্রবণাৎ  
অত্যাধর্শনস্ত চ প্রাপ্তিরহিতস্তাসাধকত্বাৎ । ভবতি চাত্তা মনোম্বাহাশ্রাৎ  
প্রথাপয়ন্তী শ্রুতিঃ “যথৈকিঞ্চ মনুস্ববদং তদ্বৈবজং” ইতি । মনুনা চ  
“সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি । সমং পশুনাশ্রয়াজী স্বারাজ্য-  
মধিগচ্ছতি” ॥ ইতিসর্বশ্রয়ত্বদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি  
গম্যতে । কপিলো হি ন সর্বশ্রয়ত্বদর্শনমনুসমস্ততে আশ্রভেদাভ্যুপগমাৎ ।  
নান্যভারতেহপি চ “বহবঃপুরুষা ব্রহ্মনুতাহো এক এব তু” ইতি বিচার্য  
“বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মনু সাত্ব্যযোগবিচারিণাং” ইতি পরপক্ষমুপপত্ত্ব তদ্ব্য-  
দাসেন “বহুনাং পুরুষাণাং হি যথৈক্যং যোনিরুচ্যতে । তথা তং পুরুষং

পক্ষপাত হইলে পুরুষমতির বৈরূপ্যদ্বারা যথার্থের অব্যবস্থা প্রসঙ্গ হয় ।  
অতএব তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে স্মৃতি বিপ্রতিপত্তির উপজ্ঞাস দ্বারা  
শ্রুতানুসারে বিবেচনা করিয়া সন্মার্গে প্রজ্ঞা করা কর্তব্য । যে শ্রুতি  
কপিলের বিজ্ঞানাতিশয় প্রদর্শন করে বলিয়া প্রদর্শিত আছে, সেই  
শ্রুতিতেই শ্রুতিবিরুদ্ধ কপিলমতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না । বাস্তবিক  
কপিলমত সামান্য শ্রুতিতে অসিদ্ধ আছে, অত্ৰ যে কপিল সগরপুত্র-  
দিগকে দণ্ড করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসুদেব নামের স্রবণ আছে । মনুর  
মাহাত্ম্য প্রকাশিকা অত্ৰ শ্রুতি আছে, যথা—মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা  
ঐবধ স্বরূপ । মনু বলিয়াছেন যে, সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে  
সর্বভূতকে সমান দর্শনকরত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে  
পারে । এইরূপে সকলেই আত্মজ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া কপিলমতের  
নিন্দা করিয়া থাকেন । বাস্তবিক কপিল সর্বপ্রকার আত্মতত্ত্বদর্শন স্বীকার  
করেন না, যেহেতু তাঁহারমতে আত্মভেদ স্বীকার আছে । “পুরুষ বহু  
কৈ এক ?” এইরূপে বিচার করিয়া “যাহারা সাংখ্যযোগের বিচার করে,

বিশ্বমাখ্যাতামি গুণাধিকম্” ॥ ইতু্যপক্রম্য “মমাস্তরায়া তব চ যে চাত্তে  
দেহিসংজ্ঞিতাঃ । সর্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎ কচিৎ ।  
বিশ্বমূর্খা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাঙ্গিনাসিকঃ । একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী  
যথাসুখম্” ॥ ইতি সর্কীয়টৈতব নির্দ্ধারিতা । ঞ্চতি\*৮ সর্কীয়তায়্যং ভবতি  
“যস্মিন্ সর্ক্যানি ভূতানি আট্মস্বভূত্বজানতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক  
একত্বমমুপগ্ৰতঃ” ॥ ইতি এবধিধা । অতশ্চাত্তভেদকল্পনয়াপি কাপিলত  
তদ্বৎ বেদবিরুদ্ধত্বং বেদান্তুসারিমমুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ । ন কেবলং স্বতন্ত্র-  
প্রকৃতিপরিকল্পনম্ভেতি সিদ্ধং বেদশ্রুতি হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং  
রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচসান্ত মূলান্তরাপেক্ষম্ । স্বার্থে প্রামাণ্যবজ্জ-  
ন্তুতিব্যবহিতশ্চেতি বিশ্লেষণঃ তদ্বাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্ত্যনবকাশ-  
প্রসঙ্গো ন দোষঃ । কুতশ্চ স্ত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ ॥ ১ ॥

তাহারাই বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া থাকে,” এইরূপ পরপক্ষের উত্থাপন-  
পূর্বক তাহার নিরাস করিয়া “যেমন বহুপুরুষের একই যোনি কথিত  
আছে, সেইরূপ এক পুরুষই বিশ্বময় ও গুণাধিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিব,  
এই উপক্রমে “যাহাকে দেহী, অর্থাৎ আত্মা বলা যায়, যিনি তোমার ও  
আমার অন্তরাত্মা তিনিই সকলের সাক্ষীস্বরূপ তাহাকে কেহ কখন  
গ্রহণ করিতে পারে না, আর এই বিশ্বই তাঁহার মস্তক, বিশ্বই তাঁহার  
মুখ, বিশ্বই তাঁহার পাদ, বিশ্বই তাঁহার চক্ষু এবং বিশ্বই তাঁহার নাসিকা ।  
তিনি এক হইয়াও সর্বভূতে আপন ইচ্ছামুসারে যথাসুখে বিচরণ করেন”  
এই সকলই আত্মা, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে । আর আত্মাই সর্বময়, এই  
বিষয়ে ঞ্চতি আছে যে, যাহাতে সর্বভূতে বিদ্যমান আছে, সেই আত্মাকে  
যে জানিতে পারে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাত্মতা দর্শন করে, তাহার শোক  
মোহ থাকে না । অতএব কপিল আত্মভেদ কল্পনা করেন বলিয়াই  
তাহার মত বেদবিরুদ্ধ ও বেদান্তুসারী মমুবচনবিরুদ্ধ, কেবল স্বতন্ত্র  
প্রকৃতি কল্পনাযারা ঐ মত সিদ্ধ হইতে পারে না । স্বাভাবিক বেদ নির-  
পেক্ষ, স্বার্থসাধন বিষয়ে তাহারই প্রামাণ্য আছে । পরন্তু যেমন রবির  
তেজ রূপবিশেষে নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পুরুষব্যক্তিও মূলান্তরাপেক্ষ,

ইতরেষাঞ্চানুপলক্ষেঃ ॥ ২ ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহাদানীন ন তানি বেদে লোকে চোপলভ্যন্তে ভূতৈজিয়াণি তাবৎ লোক-বেদপ্রসিদ্ধাঃ শক্যন্তে স্মৰ্তুং । অলীকবেদপ্রসিদ্ধাত্তু মহাদানীনাং বৃষ্টশ্চেবেজিয়ার্থন্ত ন স্মৃতিরবকল্পতে । যদপি কচিৎ তৎপরমিব শ্রবণমবভাসতে তদপ্যতৎপরং ব্যাখ্যাতং আত্মানিকমপ্যেকেষাং ইত্যত্র । কার্য-স্মৃতেরপ্রামাণ্যাং কারণস্মৃতেরপ্যপ্রামাণ্যাং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ তন্মাদপি ন স্মৃতানবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ । তর্কাবষ্টভক্ত ন বিলক্ষণস্থানিত্যারভ্যো-গথিষ্যতি ॥ ২ ॥

এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যখ্যাতা দ্রষ্ট-

অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গও দোষ বলিয়া গণ্য হয় না; সুতরাং কোনরূপেও এই স্থলেও স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গদোষ হইতে পারে না ॥ ১ ॥

প্রকৃতির ইতর মহত্ত্ব প্রভৃতি যে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া স্মৃতিতে কল্পিত আছে, তাহা বেদে কিম্বা লোকে উপলভ করা যায় না, পরন্তু ভূত ও ইঞ্জিয় সকলই লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে, ইহা বলা যাইতে পারে । বাস্তবিক মহত্ত্বাদির কারণতা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ নাই বলিয়াই স্মৃতিতেও তাহা কল্পনা করা যায় না । আর কোন স্থলে যে প্রকৃতি পর বলিয়া ভাসমান হয়, তাহাতেও প্রকৃতি পর নহে, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যস্মৃতির অপ্রামাণ্যহেতু কারণ স্মৃতিরও অপ্রামাণ্য যুক্ত হয় । ইহাই অভিপ্রায়, অতএব স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গদোষ হইতে পারে না । আর তর্কদ্বারা যে দোষোদ্ভাবন করা তাহাও নিবারিত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে সাংখ্যস্মৃতির খণ্ডন দ্বারা যোগ স্মৃতিও খণ্ডিত



ব্যোততিদিশতি তত্রাপি ঋতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহ-  
দাদীনি চ কার্য্যণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্যাস্তে । নস্বেবং সতি সমান-  
ত্বায়ত্বাৎ পূর্বেগৈবৈতদগতঃ ক্রিমর্থঃ পুনরতিদিশতে অস্তি হ্যাত্মাভাদিকা  
শঙ্কা সম্যাদর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ “শ্রোতবোঁ মন্তবোঁ  
নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইতি “জিহ্মতং স্থাপ্য সমং শরীরং” ইত্যাদিনা চাস-  
নাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং ঋতাশ্চতরোপনিষদি দৃশ্যতে  
লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়ানি সহস্রশ উপলভ্যস্তে “তাং যোগমিতি  
নম্রস্তে স্থিরামিচ্ছিয়ধারণাং” ইতি “বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কুংস” ইতি  
চৈবমাদীনি । যোগশাস্ত্রেহপি “অথ তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ” ইতি  
সম্যাদর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ ইতি সম্যাদর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগো-  
হঙ্গীক্রিয়তে অতঃ সম্প্রতিপনাতৈকদেশবাদটকাদিস্থতিবদযোগস্থিতিরপ্য-

হইয়াছে । সাংখ্যেরা ঋতিবিরোধ স্বীকার করিয়া প্রকৃতিই কারণ ও  
মহত্ত্বাদি তাহার কার্য্য এইরূপে লৌকিকে অপ্রসিদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ কল্পনা  
করিয়া থাকেন । এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সমান অবয়ববশত পূর্বেই উক্ত-  
মত নিরস্ত হইয়াছে, তবে পুনরূর তাহার অতিদেশ কেন ? পরন্তু  
ইহাতে আর অধিক আশঙ্কা এই যে, যে উপায়ে সম্যক দর্শন হয়, তাহাই  
যোগ বলিয়া বেদে কথিত আছে, আর “শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও  
নিদিধ্যাসন করিবে” ইত্যাদিরূপে আসনাদি কল্পনাপুরঃসরঃ বাহ্যরূপে  
ঋতাশ্চতরোপনিষদে যোগবিধান দৃষ্ট আছে এবং যোগবিষয়ে সহস্র সহস্র  
বৈদিকযোগহেতু উপলভ্যকরা যায় । যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে  
স্থিররূপে যে ইচ্ছিয়ধারণ তাহাকে যোগ বলিয়া জ্ঞান যায়, এবং যোগ  
বিধিকেই কুংস বিদ্যা বলা যায় । আর তত্ত্বদর্শনের যে উপায় তাহাই  
যোগ, এইরূপে সম্যক দর্শনের কারণকে যোগ বলা যায়, অতএব সত্ত্বক  
দর্শনের উপায়রূপেই যোগ স্বীকৃত হয়, সুতরাং প্রাতিপন্ন অর্থের এক-  
দেশত্বহেতু অষ্টকাদি স্মৃতিরত্নায় যোগস্মৃতি ও অনিল্লনীয় হইতেছে, অত  
এব পূর্বেও অধিক শঙ্কা অতিদেশেই নিবৃত্ত হইল, যেহেতু অর্থের এক  
দেশজ্ঞান হইলে যে অত্র অর্থৈকদেশের বিপ্রতিপত্তি হয়, তাহাই পূর্বে

নপবদনীয়া ভবিষ্যতীতি । ইয়মপ্যধিকা শঙ্কাতিদেশেন নিবর্ত্যতে  
ঋত্বৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপ্যত্বৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্বোক্তায়া দর্শনাৎ ।  
সতীষপ্যাধ্যাত্মবিষয়ায় বহুবীষ্মৃতিষু সাংখ্যযোগস্মৃতেরেব নিরাকরণায়  
যত্নঃ কৃতঃ সাংখ্যযোগী হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রথ্যাত্তৌ  
শ্রীষ্টশ্চ পরিগৃহীতৌ লিঙ্গেন চ শ্রোতেনোপবৃংহিতৌ তৎকারণং সাংখ্য-  
যোগাভিপন্নং জ্ঞানং দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাঠৈরিতি । নিরাকরণস্ত ন সাংখ্য-  
স্মৃতিজ্ঞানেন বেদনিবপেক্ষেণ যোগসংগেণ বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি ।  
প্রতিহি বৈদিকাদাত্মকবিজ্ঞানাদত্ননিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি “তমেব  
বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাশ্রুঃ পশ্বা বিদ্যতেহয়নায়” ইতি । দ্বৈতিনো হি  
তে সাংখ্যা যোগাশ্চ নাত্মকত্বদর্শিনঃ । যত্নু দর্শনমুক্তং তৎকারণং সাংখ্য-  
যোগাভিপন্নমিতি বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যা-

রীতিতে দেখা যায় । অধ্যাত্মবিষয়ক বহু বহু স্মৃতি বিদ্যামানে সাংখ্যস্মৃতি  
ও যোগস্মৃতির নিরাকরণে যত্ন করা কর্তব্য । সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতি  
এই উভয়ই পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ  
কারণেই শিষ্টগণ উক্ত উভয় স্মৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উক্তরূপ  
শ্রৌতলিঙ্গেই উক্ত স্মৃতিদ্বয় বর্জিত হইয়াছে, অতএবই লিখিত হইয়াছে  
যে, সাংখ্যযোগাভিপন্ন দেবকে জানিয়া সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত হইতে  
পারে । তবে যে উক্ত মতের নিরাস হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে,  
বেদনিরপেক্ষ সাংখ্যজ্ঞান অথবা সাংখ্যযোগ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না ।  
বৈদিক আত্মবিজ্ঞানভিন্ন অত্র যে মোক্ষসাধন আছে, তাহা প্রতিই  
নিবারণ করিয়াছে, প্রতিতে লিখিত আছে যে, কেবল সেই পরমাত্মাকে  
জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ঐ জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাভের  
অত্র পস্থা নাই । সেই সাংখ্যেরা দৈতদাবাদী, তাহাদিগের যোগেও  
আত্মদর্শন হয় না । তবে যে সাংখ্যমত দর্শন বলিয়া উক্ত আছে, তাহার  
কারণ এই যে, সাংখ্যযোগদ্বারা বৈদিক জ্ঞানই হইয়া থাকে, অর্থাৎ  
সাংখ্যযোগশব্দে বৈদিক জ্ঞান ও ধ্যান কথিত হয় । বাস্তবিক সাংখ্য-

ন বিলক্ষণত্বাদস্ত্য নথাত্ত্বক শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

মভিলপ্যতে প্রত্যাসত্তেরিত্যবগম্যং যেন স্বংশেন ন নিরূধ্যতে তেনেত্।  
মেব সাধ্যযোগান্ত্যোঃ সাবকাশঃ । তদ্বথাহসঙ্গো হ্রয়ং পুরুষ ইত্যেব-  
মাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্ত্য বিত্ত্বত্বং নির্ধৰ্ণপুরুষনিরূপণেন সাধ্যো-  
রভ্যুপগম্যতে । তথা চ যোগৈরপি “অথ পরিব্রাহি বিবর্ণবাসা মুণ্ডো-  
হপরিগ্রহঃ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রত্যাখ্যাত্যপদেশে-  
নামুপগম্যতে । এতেন সৰ্ব্বাণি তর্কস্বরূপাণি প্রতিবক্তব্যানি তাত্ত্বপি তর্কোপ-  
পত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায়োপকূৰ্ণত্বীতি চেৎ উপকূৰ্ণত্ব নাম তত্ত্বজ্ঞানত্ব  
বেদান্তব্যাক্যেভ্য এব ভবতি “নাবেদবিগ্রহত্বং তং বৃহত্ত্বং তং যৌপনিষদং  
পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মান্ত জগতো নিমিত্তং কারণং প্রকৃতিচেতাস্ত্য পক্ষস্ত্যক্ষেপঃ স্মৃতি-  
নিমিত্তঃ পরিকৃতঃ তর্কনিমিত্ত ইদানীমাক্ষেপঃ পরিত্রীযতে । কৃতঃ পুন-  
রঙ্গিরবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তত্বাক্ষেপস্ত্যাবকাশঃ । নহু ধর্ম ইব

মতের যে অংশ বিরুদ্ধ নহে, সেই অংশ গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতকে দর্শন  
বলা যায় । “এই পুরুষ অসঙ্গ” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পুরুষের বিত্ত্বত্বই  
বিজ্ঞানপুরুষনিরূপণে সাংখ্যেরা স্বীকার করেন । যোগেও উক্ত আছে  
যে, জ্ঞাননিপুণ ব্যক্তি সর্বত্যাগী, বিবর্ণবাসা, মুণ্ডিতমুণ্ড ও অপরিগ্রহ  
হইয়া থাকিবে । ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রত্যাখ্যাত্যের উপদেশেই সর্বনিবৃত্তি  
জ্ঞান যায়, ইহাতে সর্বপ্রকার তর্কের উত্তর হইল, আর যদি বল, তর্কই  
উপপত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উপকারক হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, তর্ক  
উপপত্তির উপকার কৰক, কিন্তু বেদান্তব্যাক্যেই তত্ত্বজ্ঞান হয় । শ্রুতিতে  
লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বেদ জানে না, সে কখনও সেই উপপত্তির  
প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে পারে না । ৩ ॥

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতি, এই বিষয়ে যে দোষাশঙ্কা  
হইয়াছিল, স্মৃতিদ্বারা সেই দোষ পরিকৃত হইয়াছে, এইজন্য তর্কদ্বারা উক্ত  
দোষাশঙ্কার পরিহার করিতেছেন, । পূর্বে যেরূপ আগমার্থ অবধারিত

ব্রহ্মণ্যাপ্যনপেক্ষ আগমো ভবিতু মর্হতি ভবেদয়মবষ্টস্তো যদি প্রমাণাস্তরা-  
নবগাহ্য আগমমাত্র প্রমেয়োহয়মর্থঃ শ্রাদ্ধমুঠেষ্বরূপ ইব ধর্মঃ পরিনিম্পন্ন-  
রূপস্ত ব্রহ্মাবগম্যতে । পরিনিম্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণাস্তরাণামন্ত্যবকাশো  
যথা পৃথিব্যাদিষু । যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা  
নীরস্তে এবং প্রমাণাস্তরবিরোধেপি তদ্বশেনৈব শ্রুতিনীর্যতে । দৃষ্টসাধর্ম্যেণ  
চাদৃষ্টমর্থং সমর্পয়ন্তী যুক্তিরমুভবন্ত সন্নিকৃষ্যাতে বিপ্রকৃষ্যাতে তু শ্রুতিরৈতি-  
হ্যমাজ্ঞেয় স্বার্থাভিধানাং । অমুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্তকং  
মোক্শসাধনঞ্চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে । শ্রুতিরপি “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” ইতি  
শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রাদর্ভব্যঃ দর্শয়তি অতন্তর্ক-  
নিমিত্তঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে ন বিলক্ষণত্বাদস্ত্যেতি । যুক্তং চেতনং

হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপেও তর্কনিমিত্ত দোষাশঙ্কার উত্থাপনই  
হইতে পারে না । তথাপি যদি বল, ধর্মের জ্ঞান ব্রহ্মতে আগম অনপেক্ষ  
হইতেছে, এইক্ষণ ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যদি প্রমাণাস্তরের  
অবগম না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত  
সিদ্ধান্ত আগমমাত্রেরই প্রাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, বাস্তবিক যেমন ধর্ম  
অমুঠেষ্বরূপ, সেই প্রকার ব্রহ্ম পরিনিম্পন্নরূপ বলিয়া জানা যায় এবং  
পরিনিম্পন্ন বস্তুতে পৃথিব্যাদির জ্ঞান প্রমাণাস্তরের অবকাশ আছে,  
যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে কান কারণবশতঃ  
কোন কোনটি গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ প্রমাণাস্তর বিবোধ হইলেও  
সেই প্রমাণবলেই শ্রুতি পরিগৃহীত হয় । যে যুক্তি দৃষ্ট সাধর্ম্যদ্বারা অদৃষ্টার্থ  
সাধন করে, তাহাও অমুভবের অমুগত আছে এবং শ্রুতির বহির্ভূত  
হয়, যেহেতু অমুভবমাজেই স্বার্থের কথন হইয়া থাকে । আর ব্রহ্মবিজ্ঞান  
হইলেই অমুভবের অবসান ও অবিদ্যার নিবৃতি হইয়া যায় এবং দৃষ্টফল  
বিধায় ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞানকেই যুক্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ।  
“ব্রহ্ম শ্রবণ করিবে, ও ব্রহ্ম মনন করিবে” এই শ্রুতিও শ্রবণ ব্যতিরেকে  
মনন বিধান করিয়া তর্কই যে আদ্যরূপ ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, অন্ত-  
বই তর্কনিমিত্ত দোষারোপ হইতে পারে, উহা বিলক্ষণ বিধায় দোষা-

ব্রহ্ম জগতঃ প্রকৃতিরিত্তি তন্নোপপদ্যতে । কস্মাদ্বিলক্ষণবাদস্য বিকারস্ত  
প্রকৃত্য। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাভিপ্রেতমাণং জগৎ ক্লবিলক্ষণং অচেতন-  
মশুদ্ধং দৃষ্টু ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রুয়তে । ন চ বিলক্ষণে  
প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ ন হি কচকাদয়ো বিকারা যৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি  
শরাবাদয়ো বা স্ববর্ণপ্রকৃতিকাঃ মুদৈব তু মৃদম্বিতাঃ বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে  
স্ববর্ণেন স্ববর্ণাম্বিতাঃ তথেনমপি জগদচেতনং সূত্ৰঃখমোহাম্বিতং সদ-  
চেতনশ্চৈব সূত্ৰঃখমোহাম্বিকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণত  
ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বস্যজগতোহশুদ্ধচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যম্ । অশুদ্ধঃ  
হীদং জগৎ সূত্ৰঃখমোহাম্বিকতম্য। প্রীতিপরিতাপবিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্ণ-  
নরকাচ্ছাভচশ্রপকত্বাচ্চ । অচেতনং চেদং জগৎ চেতনং প্রতি কার্য্য-  
কারণভাবেনোপকরণভাবোপগমাৎ ন হি সাম্যে সত্বাপকার্য্যোপকারক-

রোপ হয় নাই । আর যে উক্ত আছে, চেতন ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি,  
ইহা উপপন্ন হইতেছে না, যেহেতু উক্ত বিকার প্রকৃতি হইতে অতিবিক্ত,  
তাহাদের প্রকৃতি বিকার দেখা যায় না, পরন্তু কুণ্ডলাদি মৃত্তিকা প্রকৃতিব  
বিকার, সরাবাদি স্ববর্ণ প্রকৃতির বিকার নহে । বাস্তবিক মৃত্তিকা প্রকৃ-  
তির যাহা বিকার তাহাও মৃত্তিকা এবং স্ববর্ণ প্রকৃতির যে বিকার  
তাহাও স্ববর্ণ ভিন্ন নহে । এইরূপ সূত্ৰঃখমোহাম্বিত অচেতন জগৎও  
সূত্ৰঃখমোহাম্বিত অচেতন কারণের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহা  
জগতে অতিরিক্ত ব্রহ্মের কার্য্য হইতে পারে না । জগৎ যে ব্রহ্মের অতি-  
রিক্ত তাহাও তাহার অশুদ্ধ ও অচেতনত্ব দ্বারাই জানা যায়, আর সূত্ৰ-  
ঃখমোহাম্বিকত্ব, প্রীতি, পরিতাপ ও বিষাদাদি সম্বিতত্ব ও স্বর্ণ নরকাদি-  
ভাগিৎ প্রযুক্তই জগৎ অশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মাণ হইতেছে । আর সচে-  
তনের প্রতি জগতের কার্য্যকারণভাবে উপকরণীভাব স্বীকার আছে  
বলিয়াই জগৎ যে অচেতন তাহা জানা যায় । যদি জগৎ ব্রহ্মের সমান  
হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মেতে জগতের উপকরণীভাব কল্পনা করা যাইতে  
পারে না, কদাচ দুইটা প্রদীপ পরস্পরের উপকার সাধন করে না, যদি  
বল যেমন স্বামী ও ভৃত্য ইহারা একজাতীয় হইলেও পরস্পরের উপকার

গাবো ভবতি ন হি প্রদীপৌ পরস্পরস্তোপকরুতঃ । নহু চেতনমপি কার্য্য-  
 করণং স্বামিভূত্যায়ােন ভোক্তুরুপকরিস্যাতি ন স্বামিভূত্যায়ােরপ্যচেত-  
 নাংশ্চৈব চেতনং প্রত্যাপকারকত্বাৎ । যো হ্যেকস্ত চেতনস্ত পরিগ্রহে  
 বুদ্ধাদিরচেতনভাগঃ স এবান্তস্ত চেতনস্তোপকরোতি ন তু স্বয়মেব চেত-  
 নচেতনান্তরস্ত উপকরোত্যপকরোতি বা নিরতিশয়া হকর্তারচেতনা  
 ইতি সাংখ্যা মন্তস্তে তদ্বাদচেতনং কার্য্যকরণম্ । ন চ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনাং  
 চেতনেষু কিঞ্চিৎপ্রমাণমস্তি প্রসিদ্ধশ্চায়াং চেতনাচেতনবিভাগো লোকে  
 তদ্বাদব্রহ্মবিলক্ষণদ্বারেন্দং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্ । যোহপি কশ্চিদাচক্ষীত  
 ক্ষত্যা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চেতনমবগমি-  
 যামি প্রকৃতিরূপস্ত বিকারেহৃষয়দর্শনাং অবিভাবনস্ত চৈতন্তস্ত পরিণাম-  
 বিশেষান্তবিষ্যাতি যথা স্পষ্টচৈতন্ত্যানামপ্যায়নাং স্বাপমূচ্ছাদ্যবস্থাস্থ  
 চৈতন্তং ন বিভাব্যাতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্তং ন বিভাবয়িষ্যাতে ।

করে, সেইরূপ সচেতনও অচেতন জগতের উৎপত্তিতে উপকার  
 করিতে পারে, তাহা নহে, যেহেতু স্বামী ও ভূত্যা ইহাদিগের অচে-  
 তনাংশই চেতনের প্রতি উপকারক হয়, অর্থাৎ এক চেতনের পরিগ্রহে  
 বুদ্ধাদি যে অচেতন ভাগ, তাহাই অস্ত্র চেতনের উপকার করিয়া থাকে,  
 কিন্তু যে স্বয়ং চেতন, তাহা চেতনান্তরের উপকার বা অপকার করিতে  
 পারে না । সাংখ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, চেতন নিরতিশয় অকর্তা, অতএব  
 অচেতনই কার্য্যের প্রতি কারণ হয়, কিন্তু কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চেতনতাবিশেষে  
 কোন প্রমাণই নাই, এইরূপ চেতনাচেতনভাবই লোকে প্রসিদ্ধ আছে ।  
 অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত, এই জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকার করা যায় না ।  
 'অপর কেহ প্রতিদ্বারাই জগতের চেতনপ্রকৃতিকত্ব বলিয়া থাকেন এবং  
 তদ্বলেই সমস্ত জগৎ সচেতন বলিয়া জানিতে পারা যায়, যেহেতু বিকারে  
 প্রকৃতিরূপের অধয়দর্শন আছে, কিন্তু চৈতন্তের পরিণামবিশেষহেতু চেতন  
 লিয়া বোধ হয় না, যেমন স্পষ্টত সচেতন আয়ার নিদ্রা ও মোহাবস্থাতে  
 চৈতন্ত প্রতীয়মান হয় না, সেইরূপ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চৈতন্ত অহুমিত হই-  
 তছে না । এইরূপ বিভাবিত ও অবিভাবিতরূপ বিশেষহেতু রূপাদি

এতন্মাদেব চ বিভাবিত্ত্বাবিত্ত্বাবিত্ত্বকৃতাং বিশেষাক্রপাদিভাবাভাবাত্মক  
কার্যকরণানামাশ্রয়াক চেতনত্বাবিশেষেহপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরো-  
ত্ততে। যথা চ পার্থিবত্বাবিশেষেহপি মাংসস্থপোদনাদীনাম্ প্রত্যাস্ববর্তিনো  
বিশেষাৎ পরম্পরোপকারিত্বং ভবত্বেব মিহাপি ভবিষ্যতি প্রবিভাগপ্রসিদ্ধি-  
রপ্যত এব ন বিরোত্তত্ত ইতি। তেনাপি কথঞ্চিচ্ছেতনত্বাচ্ছেতনত্বলক্ষণং  
বিলক্ষণত্বং পরিত্রীয়েত। গুদ্যান্ত্বলক্ষণন্ত বিলক্ষণত্বং নৈব পরিত্রীয়েতে  
ন বেতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিহৃত্ব শূন্যত ইত্যাহ। তথাহি শব্দাদি  
অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্ত বস্তুনঃ চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতি  
কত্বশ্রবণাচ্ছশরণতয়া কেবলয়োঃ প্রেক্ষতে তচ্চ শব্দেনৈব বিরূপ্যতে যত  
শব্দাদপি তথাত্মবগম্যতে। তথাত্মমিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কণ্যতি  
শব্দ এব বিজ্ঞানধাবিজ্ঞানং চেতি কত্চিদিভাগস্তাচ্ছেতনত্যাং শ্রাবণ  
চেতনাদ্বক্ষণো বিলক্ষণমচেতনং জগচ্ছ্রাবয়তি। নমু চেতনত্বমপি কচিৎ-

ভাবাভাবদ্বারা কার্যের কারণস্বরূপ আত্মার চেতনত্বের অবিশেষ থাকিলেও  
গুণপ্রধানভাব বিরুদ্ধ হয় না। যেমন মাংসস্থপাদিতে পার্থিবত্বের কোন  
বিশেষ না থাকিলেও আত্মাতে বিশেষ বোধহেতু পরম্পর উপকারিত্ব  
হয়, সেইরূপ জগতেও ব্রহ্মের পরম্পর উপকারিত্ব জানা যায়। এই কার-  
ণেই প্রবিভাগ সিদ্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এইরূপেই জগৎ অচেতন ও ব্রহ্ম  
চেতন বিধায় যে ব্রহ্মের অতিরিক্ততা উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহৃত হই-  
য়াছে। পরন্তু ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং জগৎ অশুদ্ধ, এইরূপে যে বৈলক্ষণ্য উক্ত হই-  
য়াছে, তাহা পরিহৃত হয় নাই, আর অস্তিত্ব বৈলক্ষণ্যেরও পরিহার করা  
যায় না, বাস্তবিক লোকে সকল বস্তুর চেতনত্ব জানা যায় না, বর  
মাত্রই চেতনপ্রকৃতিক। অতএব তাহাদিগেরই চেতনত্ব উৎপ্রেক্ষিত হয়,  
ইহাও শব্দদ্বারা বিরুদ্ধ হয়, যেহেতু শব্দেও জগতের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য  
জানা যায়। আর শব্দই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এইরূপে কোন ভাগের  
অচেতনতা শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ অতিরিক্ত,  
ইহা প্রতিপাদন করে, আর কোন স্থলে অচেতনত্বরূপে অভিপ্রেত তৃত  
ও ইন্দ্রিয় সকলের চেতনত্ব শ্রুত হয়, যথা,—“মুক্তিকা বলিয়াছিল ও জগৎ

অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যান্ ॥ ৫ ॥

চেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং ক্ষয়তে যথা “মৃদব্রবীদাপোহক্রবন” ইতি “তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্ত” ইতি চৈবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াপি “তে হেমো প্রাণা অহংশ্রেষসে বিবিদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ” ইতি “তে হ বাচমূচুস্ত্ব উদগায়” ইতি চৈবমাদ্যেন্দ্রিয়বিষয়েতি । অত উত্তরং পঠতি ॥ ৪ ॥

ভূতাদ্যশ্রবণমগ্নহুততি । ন খলু মৃদব্রবীদিত্যেবং জাতীয়করা ক্ষত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ং যতোহভিমানিব্যপদেশ এবঃ । মৃদাদ্যভিমানিত্বো বাগাদ্যভিমানিত্বঞ্চ চেতনাদেবতা বদনসংবদনাদিমু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যবদিশুস্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্ । কস্মাদ্বিশেষানুগতিভ্যাম্ । বিশেষো হি ভৌত্বাং ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চ চেতনাচেতন প্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ সৰ্ব্বেচেতনতয়াং চার্ণো নোপপদ্যত । অপি চ

বলিয়াছিল” “সেই তেজ দেখিয়াছিল ও সেই জল দেখিয়াছিল” ইত্যাদি শ্রুতিতে ভূতের চেতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, “আর তে হে মে প্রাণা অহংশ্রেষসে বিবিদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ” “এবং তেহ বাচ মূচুস্ত্ব উদগায়” ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব জানা যায়, ইহার উত্তর পরে বিবৃত হইবে ॥ ৪ ॥

পূর্ব হুত্রে যে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার নীমাংসা করিতেছেন ।—পূর্বে “মৃদব্রবীদাপোহক্রবন” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে অভিমানীর ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্রুতিতে যে যুক্তি বলিয়া ছিল ও জল বলিয়া ছিল, এইরূপে ভূতের চেতনতা উক্ত আছে, তাহা ভূতের চেতনতা নহে, উহা ভূতবর্তিনী ভূতাত্মিমানিনী দেবতার চেতনা বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ঐ চেতনা ভূত অথবা ইন্দ্রিয়ের চেতনা নহে, ইহা বিশেষ ও অনুগমদ্বারাই প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ইন্দ্রিয়গণের যে চেতনাচেতনবিভাগ, তাহাই বিশেষ, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে, পরন্তু সৰ্ব্বেচেতনতাতে উহা উপপন্ন হয় না,



কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে অধিষ্ঠাতৃচেতন-  
 পরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিষ্যন্তি “এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে  
 বিবদমানাঃ” ইতি “তা বা এতাঃ সৰ্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা”  
 ইতি চ । অমুগতাঃ সৰ্ব্বত্রাভিমানিহাঃ চেতনাদেবতা মজ্জার্থবাদেতিহাস-  
 পুরাণাদিভ্যোহবগম্যন্তে “অগ্নিস্মিগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশং” ইত্যেবমাদিকা  
 চ ঋতিঃ করণেষুগ্রাহিকাসং দেবতামমুগতাং দর্শয়তি প্রাণসংবাদবাক্য-  
 শেষে চ “ত হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ” ইতি শ্রেষ্ঠমনি-  
 দ্বারণায় প্রজাপতিগমনং তদ্বচনাক্টকেকোংক্রমণেনাশ্রয়ব্যতিরেকাত্মা  
 প্রাণশ্রেষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ “তৈশ্চ বলিহরণং” ইতি চৈবংজাতীয়কোহস্মদাদিবিব  
 ব্যবহারোহমুগম্যমানোহভিমানিব্যপদেশং দ্রুতয়তি । “তত্তেজ ঐক্যত”  
 ইত্যপি পরন্তা এব দেবতায় অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষুগতায় ইয়মীক্ষা  
 ব্যপদিশ্রুত ইতি দ্রষ্টব্যং তন্মাদ্বিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগদ্বিলক্ষণস্বাচন  
 ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধন্তে ॥ ৫ ॥

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, করণমাত্রাশঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত্ত  
 দেবতাশব্দে অধিষ্ঠাতৃদেবতার পরিগ্রহ হয়, “এতা হ বৈ দেবতা অহং  
 শ্রেয়সে বিবদমানাঃ” “তা এতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা” ইত্যাদি  
 ঋতি, মত্ব, অর্থবাদ, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে সৰ্ব্বত্রই যে অভিমানী  
 দেবতা অমুগত আছে, তাহা জানা যায় । ঋতিতে আর লিখিত আছে  
 যে, অগ্নি বাক্যরূপী হইয়া মুখে প্রবেশ করে, এইরূপে ইন্দ্রিয়াদির অশ-  
 কারিণী দেবতা যে তাহাতে অমুগত আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।  
 আর প্রাণসংবাদের বাক্যশেষেও লিখিত আছে যে, সেই প্রাণেবা  
 প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিয়াছিল, এই স্থলে প্রজাপতির নিকট গম-  
 নই প্রাণের শ্রেষ্ঠতা নির্ধারণ করে, আর তাহার বাক্যে এক এক প্রাণের  
 উৎক্রমণে অশ্রয়ব্যতিরেকরূপে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতীয়মান হয়, ইত্যাদি  
 প্রকারে অভিমানী দেবতা দৃঢ়ীভূত হইতেছেন, আর “তত্তেজ ঐক্যত”  
 ইত্যাদি ঋতিতে অধিষ্ঠাত্রী পরদেবতার স্বীয় বিকারীভূত ইন্দ্রিয়াদিতে  
 ব্যপদেশ দৃষ্ট হয় । অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত এবং ঐ ঋতি-

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

তুশব্দঃ পূৰ্ণপক্ষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি যদ্বক্তং বিলক্ষণদ্বয়েদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃ-  
কমিতি নায়মেকান্তো দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষা-  
দিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনামুৎপত্তিরচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যো  
গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাম্ । নন্বচেতনাং পুরুষাদিশরীর্যাচেত-  
নানাং কেশনখাদীনাম্ কারণানি অচেতনাং পুরুষাদিশরীর্যাচেত-  
নানাং গোময়াদীনাম্ কার্য্যাণীত্বাচ্যতে এবমপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনত্বায়-  
তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চিন্নৈত্বে বৈলক্ষণ্যম্ । মহাংশচায়াং পারিণামিকঃ  
স্বভাববিপ্রকৰ্ষঃ পুরুষাদীনাম্ কেশনখাদীনাম্ রূপাদিভেদাৎ তথা গোময়া-  
দীনাম্ বৃশ্চিকাদীনাম্ অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলী-  
য়েত । অথোচ্যেত অস্তি কশ্চিৎপার্শ্ববিত্ত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাম্ কেশ-  
নখাদিষু বর্ত্তমানো গোময়াদীনাম্ চ বৃশ্চিকাদিমিতি ব্রহ্মণোহপি তর্হি

রিক্ততা প্রযুক্তই জগৎ ব্রহ্মপ্রাকৃতিক নহে, এই আক্ষেপে সমাধান  
করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পূৰ্বে যে উক্ত হইয়াছে, জগৎব্রহ্মাতিরিক্ত প্রযুক্ত তাহা ব্রহ্মপ্রকৃতিক  
নহে, কিন্তু এইরূপ নিয়ম লোকে দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু চেতন বলিয়া  
প্রসিদ্ধ পুরুষাদি হইতে তদতিরিক্ত অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি এবং  
অচেতনরূপে প্রসিদ্ধ গোময়াদি হইতে তদতিরিক্ত চেতন বৃশ্চিকাদির  
উৎপত্তি দেখা যায় । এইক্ষণ যদি অচেতন পুরুষশরীরই অচেতন কেশ-  
নখাদির কারণ এবং অচেতন গোময়াদি শরীর বৃশ্চিকাদি শরীরের কারণ  
হইল, তাহা হইলে কোন্ অচেতন পদার্থ চেতনের আয়তন হইতে পারে ?  
ইহাতে কোন্ বৈলক্ষণ্য হয় না । ইহা স্বভাবের পারিণামিক মহাবিপ্রকৰ্ষ,  
যেহেতু পুরুষাদি ও কেশনখাদির রূপভেদ আছে, এইরূপ গোময়াদি ও  
বৃশ্চিকাদিরও রূপভেদ দেখা যায় । বাস্তবিক যেখানে অত্যন্ত সাম্য  
আছে, সেই স্থলেই প্রকৃতিবিকৃতিভাব প্রলীন হয়, আর ইহাও বলা  
যায় যে, পুরুষাদির কোন পার্শ্ববিত্ত্বাদি স্বভাব গোময়াদিতে অল্পবর্ত্তমান  
আছে এবং বৃশ্চিকাদিতেও গোময়াদির স্বভাব বিদ্যমান আছে । তবে

সত্তালক্ষণং স্বভাব আকাশাদিষু বর্তমানো দৃশ্যতে বিলক্ষণত্বেন চ কার-  
ণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দৃশ্যতা কিমশেষতঃ ব্রহ্মস্বভাবস্থানমু বর্তনং  
বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে উত যন্ত কন্তচিং অথ চৈতন্ত্যস্তেতি বক্তব্যম্ ।  
প্রথমে বিকল্পে সমস্ত প্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । নহস্যতাতিশয়ে প্রকৃতি-  
বিকারভাব ইতি ভবতি । দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বং দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণে  
ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিষু বর্তমান ইত্যুক্তং । তৃতীয়ে চ দৃষ্টাস্তাভাবঃ । কিং  
হি যচ্চৈতন্ত্যেনানবিতং তদব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনং  
প্রত্যাাদাহীয়েত সমস্তস্তাশ্চ বস্ত্তজাতস্ত ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাপগমাৎ । আগম-  
বিরোধস্ত প্রসিদ্ধ এব চেতনং ব্রহ্ম অগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যাগমতাং-  
পর্বজ প্রমাণিতত্বাৎ । যন্তু তং পরিনিম্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি  
সম্ভবেয়ুরিতি তদপি মনোরথমাত্রঃ রূপাদ্যভাবান্নি নায়মর্থঃ প্রত্যকস্ত  
গোচরঃ লিপাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামাগমমাত্রং সমধিগম্য এব স্বয়মর্থী

কি আকাশাদিতে ব্রহ্মের সত্ত্বাদিলক্ষণ স্বভাব বর্তমান হয় দেখা যায় ।  
আর বিলক্ষণরূপ কারণদ্বারা জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব দৃশ্যত কবিরাই  
কি অশেষ ব্রহ্মস্বভাবে বর্তমান নাই, ইহাই অভিপ্রেত, অথবা ব্রহ্মের যে  
কোন স্বভাব বর্তমান নাই, ইহাই কি স্থিরীকৃত ? এইক্ষণ যদি বলি,  
ব্রহ্মের চৈতন্য বর্তমান নাই, ইহাই বক্তব্য, তাহা হইলে প্রথমপক্ষে  
সমস্ত বিকারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, কারণ সমস্ত স্বভাবের অবর্তমানে  
প্রকৃতিবিকারভাব সম্ভবেনা, দ্বিতীয় পক্ষে অপ্রসিদ্ধি হয়, বাস্তবিক  
সত্তালক্ষণ ব্রহ্মস্বভাবই আকাশাদিতে অনুবর্তমান দেখা যায়, ইহা উক্ত  
হইয়াছে, আর তৃতীয়পক্ষে দৃষ্টাস্তাভাব হয়, তবে কি যাহা চৈতন্যাহিত,  
তাহাই ব্রহ্মপ্রকৃতিক দৃষ্ট আছে, এইরূপে ব্রহ্মকারণবাদী প্রত্যাাদিত  
হয়, যেহেতু সমস্ত বস্ত্তরই ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকৃত আছে, বাস্তবিক  
আগমবিরোধ প্রসিদ্ধই আছে, যেহেতু চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ও  
প্রকৃতি, এইরূপ আগমতাৎপর্য সাধিত আছে । আর উক্ত হইয়াছে যে,  
পরিনিম্পন্ন হেতু ব্রহ্মেতে প্রমাণান্তর সম্ভব হয়, তাহাও মনোরথ মাত্র,  
কারণ রূপাদির অভাবহেতু উক্তার্থ প্রত্যকগোচর হয় না, আর হেতুদর্শন

দর্শনং । তথা চ শ্রুতিঃ “নৈষা তর্কৈণ মতিরূপনেয়া প্রোক্তান্তেনৈব সূক্তা-  
নাম প্রেষ্ঠ” ইতি । “কোহিমা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আব-  
ভূব” ইতি চৈতৌ মন্ত্রৌ সিদ্ধানামপীশ্বর্যগাং হ্রস্বোধতাং জগৎকারণশ্চ  
দর্শয়তঃ স্মৃতিরপি ভবতি “অচিন্ত্য্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কৈণ যোজ-  
য়েৎ । প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্য্যস্ত লক্ষণং” ॥ ইতি “অব্যক্তোহ্রম-  
চিন্ত্যোহ্রমবিকার্যোহ্রমমুচ্যতে” । ইতি চ “ন মে বিহঃ সুরগণাঃ প্রভবং  
ন মহর্ষয়ঃ । অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগাং চ সর্গশঃ” ॥ ইতি চৈব-  
জ্ঞাতীয়কা । যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধচ্ছদ এব তর্কমপ্যাদর্ভব্যং  
দর্শয়তীত্যুক্তং নানেন মিশেণ শুকতর্কশ্রাদ্ধায়লাভঃ সম্ভবতি স্মৃতিমুগ্ধীত  
এব হ্যত্র তর্কোহমুভবান্নত্বেনাশ্রীয়তে স্বপ্নাস্তবুদ্ধান্তয়োঁরিতরেতরব্য-  
ভিচারাদান্বনোহ্নিষাগতত্বং সম্ভবাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদান্বনান্না

নাভাবপ্রযুক্ত উক্তার্থে অসুমানও হইতে পারে না। তবে কেবল আগম-  
মাত্র অবলম্বনে উক্তার্থ স্বীকার করা যায় না, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে,  
কেবল তর্ক দ্বারা মতিপরিশুদ্ধ হয় না, আর যাহা হইতে এই সৃষ্টি হই-  
য়াছে, তাহাকে কে জানিতে পারে? এই ছই মন্ত্রে জগৎ কারণ যে প্রসিদ্ধ  
ঈশ্বরদিগেরও হ্রস্বোধ, তাহা প্রদর্শিত আছে। স্মৃতিতে লিখিত আছে  
যে, যে সকল বিষয় অচিন্ত্য, তাহাতে তর্ক করা কর্তব্য নহে, যাহা  
প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে,  
যিনি জগৎকারণ তিনি অচিন্তনীয়, অব্যক্ত ও অবিকারী। শ্রীকৃষ্ণ  
অর্জুনকে কহিয়াছিলেন যে, সুরগণ ও মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি  
জানিতে পারে নাই, যেহেতু আমি সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি।  
আর যে উক্ত আছে শ্রবণ ব্যতিরেকেও মনন বিধান করিয়া শব্দই  
তর্কের আদরণীয়তা প্রদর্শন করে, কিন্তু এই কপট বাক্যে এই স্থলে শুদ্ধ  
তর্কের বলে আশ্রয়লাভ হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে শ্রুতির অমুগামী  
তর্কই গ্রহণ করা যায়। বাস্তবিক স্বপ্নাবসান ও প্রবুদ্ধাবসান এই উভয়ের  
পরস্পর ব্যভিচার হেতু অস্ত্র কোনরূপে আশ্রয় গতি হয় না, ইহাই  
প্রতীয়মান হইতেছে, যখন আশ্রয়প্রসাদ হয়, তখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ

### অসদিতি চেম প্রতিবেদমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সম্পত্তেনিপ্রপঞ্চ সদাশ্রয়ং প্রঞ্চশ্চ চ ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্তর-  
জ্ঞানেন ব্রহ্মব্যতিরেক ইত্যেবংজাতীয়কঃ । তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিতি চ কেব-  
লশ্চ তর্কশ্চ বিশ্লগন্তকত্বং দর্শয়িষ্যতি । যোহপি চেতনকারণশ্রবণবলে-  
নৈব সমস্তজগৎচেতনতামুৎপ্রেক্ষেত তস্মাপি বিজ্ঞানকাবিজ্ঞান-  
ক্ষেতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনবিভাবনাভ্যাং চৈতজ্ঞশ্চ শক্যত-  
এব যোজয়িতুম্ । পরশ্চৈব হিঁদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে, কথং পরম-  
কারণশ্চ হত্র সমস্তজগদাশ্রয়না সমবস্থানং শ্রাব্যতে বিজ্ঞানকাবিজ্ঞান-  
কাভবদিতি । তত্র যথা চেতনশ্চাচেতনভাবো নোপপদ্যতে বিলক্ষণত্বাৎ  
এবমচেতনশ্চাপি চেতনভাবো নোপপদ্যতে প্রত্যুক্তত্বাৎ বিলক্ষণত্বস্ত যথা  
শ্রুতৈব্য চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি । ৬ ।

যদি চেতনং শুদ্ধঃ শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতশ্চাচেতনশ্চান্তরত

করিয়া সংস্করণের অবগতি হইলে সদাশ্রা যে নিপ্রপঞ্চ, তাহাই বোধ  
হয় । যেহেতু এই প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই জানা যায় ।  
পরন্তু কার্য্যকারণের অনন্তত্বজ্ঞানে প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অব্যতিরিক্ত বলিয়া  
প্রতীয়মান হয় । "তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই শূত্রে কেবল তর্কের বিশ্লগন্তকত্ব  
প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি জগতের কারণ তিনিই চেতন, ইহা শ্রবণ করি-  
য়াই সমস্ত জগতের চেতনতার উৎপ্রেক্ষা করেন, তাহার মতে বিজ্ঞান  
ও অবিজ্ঞান এইরূপে চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণ ও চৈতজ্ঞের বিভাবনা-  
বিভাবন দ্বারা যোজনা করা যায়, এইরূপ বিভাগশ্রবণ পরমাত্মার যুক্ত  
হয় না । তবে কিরূপে পরমকারণের সমস্ত জগৎস্বরূপে অবস্থান করিত  
হইতে পারে ? যেমন বিলক্ষণতাপ্রযুক্ত চেতনের অচেতনভাব উপপন্ন  
হয় না, সেইরূপ অচেতনেরও চেতনভাব উপপন্ন হইতে পারে না,  
অতএব জগৎ অতিরিক্ত হইলেও চেতনই তাহার কারণ বলিয়া  
পরিগৃহীত হয় । ৬ ॥

যদি চেতন, শুদ্ধ ও শব্দাদি হীন ব্রহ্মই তদ্বিপরীত, অর্থাৎ অচেতন,  
অশুদ্ধ, শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য্যভূত জগতের কারণ হইলেন, তাহা হইলে

অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমজ্জসম্ ॥ ৮ ॥

শব্দাদিমতঃ কার্যান্ত কারণমিবাতে অসং তর্হি কার্যং প্রাপ্তংপত্তেরিতি  
প্রসজ্যেত অনিষ্টৈকতং সংকার্যবাদিনস্তবেতি চেৎ নৈষ দোষঃ প্রতি-  
ষেধমাত্রায়াং প্রতিষেধমাত্রাং হীদং নান্ত প্রতিষেধ্যমস্তি ন হুয়ং প্রতিষেধঃ  
প্রাপ্তংপত্তে: সত্ত্বং কার্যান্ত প্রতিষেকুং শক্লোতি কথং যথৈব হীদানীমপীদং  
কার্যং কারণাঘ্ননা সং এবং প্রাপ্তংপত্তেরপীতি গম্যতে । ন হীদানীমপীদং  
কার্যং কারণাঘ্ননমন্তরেন স্বতন্ত্রমেবাতি "সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্ত্রাঘ্ননঃ  
সর্বং বেদ" ইত্যাদিশ্রবণাং । কারণাঘ্ননা তু সর্বং কার্যান্ত প্রাপ্তংপত্তের-  
বিশিষ্টম্ । নহু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং বাচ্যং ন তু শব্দাদিমতঃ  
কার্যং কারণাঘ্ননা হীনং প্রাপ্তংপত্তেরিদানীকাস্তীতি তেন ম শক্যতে  
বক্তুং প্রাপ্তংপত্তেরসংকার্যমিতি । বিস্তরেন চৈতৎকার্যকারণানন্তরবাদে  
ব্যক্যামঃ ॥ ৭ ॥

অত্রাহ যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাণ্ডক্যাদিধর্মকং কার্যং  
উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ অসং ছিল, এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে ;  
এইরূপ হইলে সংকার্যবাদীর অনিষ্ট হইল, এই দোষ হইতে পারে না,  
কারণ উহা প্রতিষেধ মাত্র, প্রতিষেধ্য নহে, অর্থাৎ জগৎ অসং ছিল,  
ইহাতে জানা যায় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কিছুই ছিল না, ইহাতে  
কার্যের সত্তারই প্রতিষেধ হইয়া থাকে । তবে কিরূপে যেমন এইক্ষণ এই  
কার্যভূত জগৎ কারণরূপে উৎপত্তির পূর্বে জগতের অসত্ত্বাও সেইরূপ,  
ইহা সম্ভবিত্তে পারে ? এইক্ষণ এই কার্যস্বরূপ জগৎ কারণাঘ্না ব্যতি-  
রেকে স্বতন্ত্র নাই । "সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্ত্রাঘ্ননঃ সর্বং বেদ" ইত্যাদি  
শ্রুত্যর্থই উক্তার্থ প্রতীয়মান হইতেছে । বাস্তবিক উৎপত্তির পূর্বে কারণ  
স্বরূপে কার্যের সত্তা জানা যায় । শব্দাদিহীন ব্রহ্মই জগতের কারণ  
হইল, কিন্তু শব্দাদিবিশিষ্ট কার্যভূত জগৎ বাহা উৎপত্তির পূর্বে কার-  
ণাঘ্নহীন ছিল, তাহা এইক্ষণ নাই, অতএব ইহা বলিতে পারে না যে,  
কার্যভূত জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অসং ছিল । ইহার বিশেষ কার্য কার-  
ণের অনন্তত্ব কখনকালে সন্নিহিত বর্ণিত হইবে । ৭ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মকারণকমত্বাপগম্যেত তদাপীতো প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্যং কারণেহিবিভাগমাপদ্যমানং কারণমাক্রীয়েন ধর্ম্মেণ দ্বয়েদিত্যপীতো কারণ-  
ত্বাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্তেবাণ্ড্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম জগতঃ কারণ-  
মিত্যসমঞ্জসমিদমোপনিষদং দর্শনম্ । অপি চ সমস্তস্ত বিভাগস্তাবিভাগ-  
প্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেনোৎ-  
পত্তির্ন প্রাপ্তোভীত্যসমঞ্জসম্ । অপি চ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণ্যেহিবিভাগঃ  
গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েহপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানান্নাং মুক্তা-  
নামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ । অথেন্দঃ জগদপীতাবপি বিভক্তমেব  
পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতৈবমপ্যপীতির্যেব ন সম্ভবতি কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ  
কার্য্যং ন সম্ভবতীত্যসমঞ্জসমেবেতি অত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

নৈবান্নদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসামঞ্জসমন্তি যত্তাবদভিহিতং কারণমপি-

বদি ব্রহ্মকেই স্থূলত্ব, সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব ও অনুচ্ছাদি  
ধর্ম্মবিশিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে প্রলয় কালেও সৃজ্য-  
মান জগৎ কারণে অবিভক্তরূপে আপদ্যমান কারণ স্বীয় ধর্ম্মে দূষিত হয়,  
অর্থাৎ প্রলয়কালে কার্য্যভূত জগতের জ্ঞায় কারণস্বরূপ ব্রহ্মেরও অনু-  
চ্ছাদিরূপতা প্রশঙ্গ হইয়া উঠে ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ,  
এইমত অসমঞ্জস হয়, ইহাই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য দর্শন, আর সমস্ত  
বিভাগেরই অবিভাগপ্রাপ্তিহেতু পুনরুৎপত্তিতে কারণাভাবপ্রযুক্ত ভোক্তা  
ও ভোগ্যাদি বিভাগের উৎপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ অস-  
মঞ্জস্ত হয় এবং পরব্রহ্মের সহিত অবিভাগপ্রাপ্ত ভোক্তাদিগের কর্ম্মাদি  
নিমিত্ত স্বীকৃত হইলে মুক্তদিগেরও পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গ হয়, এইরূপ অস-  
মঞ্জস হইয়া উঠে, বাস্তবিক প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রহ্মের সহিত  
অবিভক্তরূপেই বর্ত্তমান থাকে, এইরূপ অজ্ঞান স্থলেও কারণ ব্যতিরেকে  
কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং অনেক প্রকার অসামঞ্জস্ত  
হইল ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বস্থয়ে যে সকল অসামঞ্জস্তদোষ উক্ত হইয়াছে, তাহার পরিহারার্থ

গচ্ছৎ কার্যং কারণমাত্মনেন ধর্মেণ দুষ্মেদিতি তদদৃশং কস্মাৎ দৃষ্টান্ত-  
ভাবাৎ । সত্তি হি দৃষ্টান্তাঃ যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্যং কারণমাত্মনেন  
ধর্মেণ ন দুষ্মতি তদ্বথা শরাবাদয়ো যুৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থা-  
রামুচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপিগচ্ছন্তো ন তামাত্মনেন  
ধর্মেণ সংসৃজন্তি । কচকাদয়শ্চ স্রবণবিকারা অপীতো ন স্রবণমাত্মনেন  
ধর্মেণ সংসৃজন্তি । পৃথিবীবিকারশ্চতুর্লিখো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতো  
আত্মনেন ধর্মেণ সংসৃজতি । তৎপক্ষস্ত তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তোহস্তি অপী-  
তিরেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্যং স্বধর্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত অনন্তত্বে  
ইপি কার্যাকারণয়োঃ কার্যাত্ত কারণাত্মত্বং ন তু কারণস্ত কার্যাত্মত্বং আর-  
ম্ভণশব্দাদিত্য ইতি বক্ষ্যামঃ । অতন্নঞ্চেনমুচ্যতে কার্যমপীতাবাত্মনেন  
ধর্মেণ কারণং সংসৃজেনিতি স্থিতাবপি হি সমানোহয়ং প্রসঙ্গঃ কার্য-

বলিতেছেন, আমাদের দর্শনে কোন অসামঞ্জস্যদোষ নাই । পূর্ব্বস্থে  
উক্ত হইয়াছে যে, কারণ কার্যকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় ধর্ম্ম কারণকে  
দূষিত করে, এই দোষ হইতে পারে না । কারণ উক্ত বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত  
নাই, ইহাতে যদি বল, উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত সকল বিদ্যমান আছে, যাহাতে  
কারণ কার্যকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম কারণকে দূষিত করিতে পারে,  
এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, অর্থাৎ শরাবাদি মৃত্তিকার বিকার এবং  
মৃত্তিকাই তাহার প্রকৃতি, ইহাদিগের বিভাগাবস্থাতে উক্তম মধ্যম অনেক  
প্রকার প্রভেদ আছে, কিন্তু ঐ শরাবাদি প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়  
ধর্ম্মে সেই মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং কুণ্ডলাদি স্রবণের বিকার,  
এই স্রবণই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ঐ কুণ্ডল স্বীয় ধর্ম্মে স্রবণ সৃষ্টি করিতে  
পারে না । এইরূপ চতুর্লিখ ভূতই পৃথিবীর বিকার, পৃথিবীর বিনাশকালে ঐ  
সকল ভূত স্বীয় ধর্ম্মে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না । এই পক্ষে কোন  
দৃষ্টান্তই নাই । বাস্তবিক বিনাশই অসম্ভব, যদি কার্যও কারণে স্বধর্ম্মরূপে  
অবস্থিত হয় এবং কার্যাকারণের অভেদে কার্যেরই কারণাত্মতা হয়, কিন্তু  
কারণের কার্যাত্মত্ব হয় না, ইহার বিশেষ “আরম্ভণ শব্দাদিতঃ” এই স্থলে  
বিবৃত হইবে । ইহাকে অতি অকিঞ্চিংকর বলা যায়, অভাবকালেও



কারণ্যোরনন্তত্বাভ্যুপগমাৎ ইদং সৰ্বং যদয়মায়্যা আত্মিবদং সৰ্বং ত্রৈ-  
বেদমমৃতং পুরস্তাৎ সৰ্বং খণ্ডিতং ত্রৈভ্যোবমাদ্যাভিহি শ্রুতিভির্বাশেষ-  
ত্রিষপি কালেষু কার্ণন্ত কারণাদনন্তত্বং শ্রাব্যতে । তত্র যঃ পরিহা-  
কার্ণন্ত তদ্ব্যপাংকাবিদ্যাধারোপিতত্বান্ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যত ই-  
অপীতাবপি স সমানঃ । অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ যথা স্বয়ং প্রসারিতয়  
মায়য়া মায়াবী ত্রিষপিকালেষু ন সংস্পৃশতে অবস্থত্বাৎ এবং পরমায়্যা-  
সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশতে ইতি । যথা চ স্বপ্নদর্শকঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া :  
সংস্পৃশতে প্রবোধসম্প্রসাদয়োরনন্তাগতত্বাৎ এবমবস্থাভ্রয়সাক্ষ্যকোহব্য-  
ভিচার্ণ্যবস্থাভ্রয়েণ ব্যভিচারিণাং ন সংস্পৃশতে । মায়ামাত্রং হেতুং পর-  
মায়্যনৈববস্থাভ্রয়ানাবভাসনং রজ্জ্বাইব সর্পাদিভাবেনেতি । অত্রোক্ত-  
বেদান্তার্থসংপ্রদায়বিস্তিরাচাৰ্য্যোঃ । “অনাদিমায়য়া শূন্থো যদা জীব-  
প্রবুধ্যতে । অজমনিদ্রমস্বপ্নমধৈতং বুধ্যতে তদা” । ইতি তত্র যুক্তম-

কার্ণ্য স্বীয় ধর্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে, স্থিতি কালেও উক্ত প্রদয়  
সমান দেখা যায়, যেহেতু কার্ণ্যকারণের অভেদ স্বীকার আছে । “এই  
সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই আয়া এবং আয়াই এই সমুদায় জগৎ” আর “পূর্বে  
সকলই ব্রহ্মরূপে ছিল ও এখনও ব্রহ্মই সমুদায় বস্তু স্বরূপে আছেন”  
ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেই কালক্রমে অবিশেষরূপে কার্ণ্যকারণের অতি-  
মত্ত শ্রবণ আছে । ইহাতে যেক্রপ পরিহার করিতে হয়, তাহাও কার্ণ্য ও  
তদ্ব্যপে বিদ্যাধারোপহেতু স্বীয় ধর্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে না, এই-  
রূপে বিনাশাবস্থাতেও সমান হইতেছে । ইহাই অপর দৃষ্টান্ত যে, যেমন  
মায়্য স্বয়ং প্রসারিত হইয়া কালক্রমেও মায়্যাবীকে স্পর্শ করিতে পারেনা,  
যেহেতু প্রবোধ ও সম্প্রসাদ ইহার অননুগত থাকে, সেইরূপ অবগতায়  
সাক্ষী এবং অব্যভিচারীকে অবস্থাভ্রয়ের ব্যভিচারী স্পর্শ করেনা । আর  
যেমন রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদিভাব, সেইরূপ পরমায়্যার এই অবস্থাভ্রয়  
মায়্যাত্র । বেদান্তার্থ সম্প্রদানকারী আচার্ণ্যগণ বলিয়াছেন যে, অনাদি  
মায়্য প্রবৃত্ত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখনই অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অবৈত  
আয়্যাকে জানিতে পারে । তাহাতে আরও উক্ত আছে যে, বিনাশকালেও

পীতৌ কারণস্তাপি কার্যন্তেব হৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গ ইত্যেতদযুক্তং সমস্তস্ত  
বিভাগস্তাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্বিভাগেনোৎপত্তৌ নিয়মকারণং নোপ-  
পদ্যত ইত্যয়মপাদোষঃ দৃষ্টান্তভাবাদেব যথা হি স্মৃশ্চিসমাধাদাবপি  
সত্যং স্বাভাবিক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাঞ্জানস্থানপোদিতত্বাৎ পূর্ববৎ  
পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি । অতিশ্যক্ত ভবতি  
“ইমাঃ সর্গাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিদ্মঃ সতি সম্পদ্যামহে” ইতি । ত  
ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা  
দংশো বা মশকো বা যদযচ্ছবন্তি তত্তদা ভবন্তীতি । যথা হি অসংবিভাগে-  
হপি পরমাণুনি মিথ্যাঞ্জানপ্রতিবন্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ  
স্থিতৌ দৃশ্যতে এবমপীতাবপি মিথ্যাঞ্জানপ্রতিবন্ধেব বিভাগশক্তিরনু-  
মান্ততে । এতেন সূক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ সম্যাগ্জ্ঞানেন  
মিথ্যাঞ্জানস্তাপোদিতত্বাৎ । যঃ পুনরয়মন্তেষ্পরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতো-

কার্যের হ্রাস কারণের স্থলবাদি দোষ প্রসঙ্গ হয়, ইহা অযুক্ত । আর যে উক্ত  
আছে, সকল বিভাগের অবিভাগ প্রাপ্তিহেতু পুনর্বার বিভাগরূপে উৎ-  
পত্তিতে নিমিত্ত কারণ উপপন্ন হয় না, এই নিমিত্তই দৃষ্টান্তভাবহেতু  
দোষাভাব হয় । যেমন স্মৃশ্চি ও সমাধান প্রভৃতি হইলে স্বাভাবিকী অবি-  
ভাগ প্রাপ্তিতে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয় না এবং পুনর্বার পূর্ববৎ প্রবোধ  
হইলে বিভাগ হয়, এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে । এই বিষয়ে অতি  
প্রমাণে জানা যায় যে, এই সকল প্রজাই সেই সংস্করূপে সম্পন্ন হইয়াও  
তাহাকে জানিতে পারে না, তবে কিরূপে আমরা সংস্করূপে সম্পন্ন হই-  
তেছি । ঐ সকল প্রজা ব্যাঘ্রই হউক, সিংহই হউক, বৃকই হউক, বরাহই  
হউক, কীটই হউক, পতঙ্গই হউক, দংশকই হউক বা মশকই হউক,  
সংরূপ পরমাণুতে সম্পন্ন হয় । যেমন অবিভাগকালেও পরমাণুতে  
মিথ্যাঞ্জানজন্ত বিভাগব্যবহার স্বপ্নের হ্রাস অব্যাহত রূপে স্থিত দেখা  
যায়, সেইরূপ বিনাশকালেও মিথ্যাঞ্জানজন্ত বিভাগশক্তির অনুমান  
হয় । ইহাতে মুক্তদিগের পুনর্বার উৎপত্তিপ্রসঙ্গ নিবারিত হইল, যেহেতু  
সম্যক্জ্ঞান দ্বারাই মিথ্যাঞ্জানের বিনাশ হয় । আর যে, শেষে অপর পক্ষ

## স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

হেদেং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতি সোঃপ্য-  
ভ্যুপগমাদেব প্রতিবিদ্ধঃ তস্যাং সমঞ্জসমিদমোপনিষদং দর্শনং ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষে ১৮তে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষা প্রোক্তাঃ কথমিত্যুচ্যে  
যতাবদভিহিতং বিলক্ষণত্বাৎ জগৎ স্বপ্রকৃতিকমিতি সমানমেতচ্ছা-  
দিহীনাং প্রধানাচ্ছাদিমতো। জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ অতএব চ বিল-  
ক্ষণকার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাদসমানঃ প্রোক্তোপত্তেরসংকার্যবাদপ্রসঙ্গঃ তথা-  
পীতৌ কার্যন্ত কারণাবিভাগভ্যুপগমাৎ তদ্বৎ প্রসঙ্গোহপি সমানঃ তথা  
মুদিতসর্ববিশেষেবু বিকারেষুপীতাববিভাগাত্মতাং গতেষুদমন্ত পুঙ্খ-  
ত্ৰোপাদানমিদমন্তেতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতি পুরুষঃ যেনয়িতা ভোদান  
তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিরন্তঃ শক্যন্তে কারণাভাবাৎ বিনৈব চ কা-  
ণেন নিয়মেহভ্যুপগম্যামানে কারণাভাবসামাজ্যং যুক্তানামপি পুনর্লক্ষ-

উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনাশকালে এই জগৎ বিভক্ত হইয়াও  
পরব্রহ্মেতে অবস্থিত হয়, ইহারও স্বীকার মাত্রে প্রতিবেদ করা যায়,  
অতএব এই উপনিষদ দর্শনের সর্বসামঞ্জস্য হইল ॥ ৯ ॥

পূর্বোক্ত দোষসকল স্বপক্ষে সাধারণ দোষ বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হই-  
তেছে, তবে কিরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৈলক্ষণ্যাহেতু এই জগৎ  
ব্রহ্ম প্রকৃতিক নহে, বরং শব্দাদি হীনতাগ্রযুক্ত প্রধান প্রকৃতিক হইতে  
পারে, যেহেতু প্রধান হইতে শব্দাদিমান জগতের উৎপত্তি স্বীকার আছে,  
অতএব বিলক্ষণ কার্যোৎপত্তি স্বীকার উৎপত্তির পূর্বে অসং কার্যবাদ-  
প্রসঙ্গ সমান হইতেছে, এইরূপ প্রলয়কালেও কার্যকারণের অবিভাগ  
স্বীকারহেতু পূর্ববৎ অসংকার্যবাদ প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। আর সর্ববিশেষাণ-  
গমরূপ বিকারে এবং প্রলয়ে কোন বিভাগ না থাকিলেও ইহা এই পুঙ্খ-  
বের উপাদান এবং এই ভোগ্যবস্তু ইহার কার্য, উৎপত্তির পূর্বে এইরূপ  
যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, কারণাভাববশতঃ উৎপত্তি হইলে তাহাও নিরম  
করা যায় না। কারণব্যতিরেকে নিরম স্বীকার করিলে কারণাভাবহেতু

তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথাহুমেরমিতি চেদেবমপ্যাবিমো-  
প্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

প্রসঙ্গঃ । অথ কেচিদ্ভেদা অপীতাববিভাগমাদ্যন্তে কেচিরেতি চেৎ যে  
নাপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্য্যভং ন প্রাপোভীতোবমেতে দোষাঃ সাধা-  
ণবাস্তান্তরস্মিন্ চোদয়িতব্যা ভবন্তীত্যমোষতা মেবৈবাং ত্রুয়তি  
সবস্ত্রাস্মিতব্যভ্যাং ॥ ১০ ॥

ইতচ্চ নাগমগম্যোহর্থো কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং যস্মিন্নিরাগমাঃ  
কুর্বাৎপ্রেক্ষামাত্রিনিবন্ধনাস্তর্ক্য অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্ত্যৎপ্রেক্ষয়া নিরঙ্ক-  
র্যং তথা হি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্বদ্বেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্ক্য অভিব্যক্ততৈর-  
ন্তরীত্যন্তমানী দৃশ্যন্তে তৈরপ্যৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্তরীত্যন্ত ইতি ন প্রতি-  
তত্ত্বং তর্কণাং শক্যং সমাপ্রস্তুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাং । অথ কন্ত্চিৎ  
প্রসিদ্ধমাহায়াস্ত কপিলস্তান্ত্র বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাত্মীয়ত এব-  
পি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব প্রসিদ্ধমাহায়াতিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিল-

পুরুষেরও পুনর্বার বন্ধপ্রসঙ্গ হয় । আর যদি বল, নাশকালে কোন  
নি প্রকার ভেদ থাকে ও কোন কোন ভেদ থাকে না, তাহা হইলে  
বিনাশ পায় নাই, তাহা প্রধানের কার্য্য নহে, এইরূপ সাধারণ  
ব অস্ত্র পক্ষে বলা যায় না, এইরূপে নির্দোষতাই দৃঢ়ীভূত হই  
ছে ॥ ১০ ॥

কেবল তর্কদ্বারা আগমগম্য অর্থ খণ্ডন করা যায় না, বিশেষত যে  
আগমার্থ বিবন্ধ এবং কেবল পুরুষোৎপ্রেক্ষা মাত্রই বাহার মূল, সেই  
আদরণীয় নহে, যেহেতু উৎপ্রেক্ষার কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ পুরুষ-  
ের বৈরূপ্য প্রযুক্ত এক ব্যক্তি বহুপুরুষকে যে তর্ক স্থাপন করে, অস্ত্র  
ক নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করে, পুনর্বার যদি  
ও তর্কের স্থাপনে যুক্তি দেখাইতে পারে, তাহা হইলেও অপর বুদ্ধি-  
বান্ধি আপন বুদ্ধিকোশলে যুক্তিদ্বারা সেই তর্কের অযৌক্তিকতা  
প্রদান করিতে পারে, এইরূপে তর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না । আর

কণ্ঠকৃত্ত্বতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাং । অথোচ্যোক্তান্তথা বয়মমু-  
 মাশ্রামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি ন হি প্রতিষ্ঠিতত্বক্ এব নাতীতি  
 শক্যতে বক্তুং এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কণৈব প্রতিষ্ঠা-  
 প্যতে । কেবাঞ্চিৎ তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনাশ্চেবামপি তজ্জাতীরকানাং  
 তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাং । সর্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াক্ষ সর্বলোকব্যবহারো-  
 চ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । অতীতবর্তমানাধ্বসাম্যেন হুনাগতেহপ্যধ্বনি স্বধ্বং-  
 প্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্তমানো লোকো দৃশ্যতে । ঐত্যর্থোবিপ্রতিপত্তৌ  
 চাখ্যভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্ধারণং তর্কণৈব বাক্যবৃত্তিভিন্নরূপরূপেণ  
 ক্রিয়তে । মনুরপি চৈবমেব মন্ততে "প্রত্যক্ষমমুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমঞ্চ  
 ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ॥ ইতি "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ  
 বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা । যন্তর্কোণামুসদ্ধন্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি চ

যদি কোন প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য ব্যক্তির, কপিলের অথবা অন্য কোন প্রখ্যাত  
 নামা ব্যক্তির সম্মত তর্ক গ্রহণ করা যায় বল, তাহা হইলেও তর্কের অপ্র-  
 তিষ্ঠাই জানা যায়, কারণ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য বলিয়া অভিমত কপিল বর্ণা  
 প্রভৃতির ও পরস্পর মতের অনৈক্য দেখা যায়, আর যদি বলি, আমা  
 ইহাই অমুমান করিতেছি যে, তর্কের অপ্রতিষ্ঠাদোষ হইতে পারে ন  
 কারণ প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই, ইহাও বলা যায় না, ইহাতেও তর্কদ্বারাই ত  
 প্রতিষ্ঠা হইতেছে । কারণ কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দর্শনে তজ্জ-  
 তীর অন্তান্ত তর্কেরও অপ্রতিষ্ঠা করনা করা যায়, বাস্তবিক সর্ব ত্রে  
 অপ্রতিষ্ঠাতে সর্বলোকব্যবহারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু লোক সর্বসা  
 সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারার্থ অতীত ও বর্তমান পন্থাক্রমেই অন্য  
 পন্থাতে বর্তমান দেখা যায় । আর ঐত্যর্থের বিরোধেও অনর্থ নি  
 করণ দ্বারা যে সম্যগর্থের নির্ধারণ হয়, তাহাও বাস্তবিক নিরূপণ  
 তর্কদ্বারাই সম্পন্ন করা যায় । মনুও ইহাই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম বৃত্তির ও  
 লাঘী ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ, অমুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র প্রণয়ন কা  
 ৩েন, মনু আর বলিয়াছেন যে, যিনি বেদের অবিরোধী তর্কদ্বারা  
 প্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অমুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানে

চ ক্রবন্ । অয়মেব চ তর্কশালকারো যদ প্রতিষ্ঠিতং নাম এবং হি সাবদ্য-  
তর্কপরিভ্যাগেন নিরবদ্যতর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি । ন হি পূর্জো মূঢ়  
আসীদিত্যাধুনাপি মুঢ়েন ভবিতব্যং ইতি কিক্বিদন্তি প্রমাণং তস্মান তর্কা-  
প্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । যদ্যপি কচিদিষয়ে  
তর্কস্ত প্রতিষ্ঠিতমুপলক্ষ্যতে তথাপি প্রকৃত্তে তাবদিষয়ে প্রসজ্যত এবা-  
প্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনিম্নোক্তকর্তৃত্ব ন হীদমতিগম্ভীরং ভাববাথাস্থ্যং মুক্তি-  
নিবন্ধনমাগমমন্তরেণোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যং রূপাদ্যভাবাবাক্তি নায়মর্থঃ  
প্রত্যক্ষস্ত গোচরো লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিত্যবোচ্যাম । অপি চ  
ম্যাগ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সর্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ তচ্চ সম্যক্  
জ্ঞানমেকরূপং বস্তুতত্ত্বতাং একরূপেণ অবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ  
লাকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাহ্মিরুক্ষ ইতি তদৈবং  
তি সম্যাগ্জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিবহুপপন্না তর্কজ্ঞানানাস্ত অস্তোক্ত-

পারেন, তদ্ভিন্ন কেহ ধর্ম জ্ঞানেন না । বাস্তবিক তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠা,  
তাহাই তর্কের অলঙ্কার বলিয়া জানিবে, আর নিম্নিত তর্কের প্রতিভ্যাগ  
পূর্বক অনিন্দিত তর্কই গ্রাহ্য হইয়া থাকে, আর পূর্বজাত ব্যক্তি মূঢ় ছিল  
বলিয়াই যে, স্বয়ং মূঢ় হইবে, এমন কোন প্রমাণ নাই । অতএব তর্কের  
অপ্রতিষ্ঠা দোষাবহ নহে, ইহা বলিলে অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, আর যদি  
কোন বিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধিত হয়, তথাপি প্রকৃত্ত বিষয়ে  
অপ্রতিষ্ঠাদোষহেতু তর্কের অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, ইহার ভাববাথাস্থ্য  
অতি গম্ভীর, তাহা মুক্তিনিবন্ধন আগম ব্যতিরেকে উৎপ্রেক্ষা করা যায়  
না । বস্তুত এই বিষয় প্রত্যক্ষগোচর নহে, বা লিঙ্গদর্শনাদির অভাব  
হেতু অনুমানসিদ্ধও নহে, পরন্তু সম্যক্জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়, ইহাই সর্ব  
মোক্ষবাদীরা স্বীকার করেন । আর বস্তুর তত্ত্বতাপ্রযুক্ত সেই সম্যক্ জ্ঞানও  
একরূপ, অর্থ্যাৎ একরূপে অবস্থিত যে অর্থ, তাহাই পরমার্থ বলিয়া জানা  
যায়, সেই পরমার্থবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই সম্যক্জ্ঞান বলিয়া কথিত  
হইয়া থাকে, যেমন “অগ্নি উষ্ণ” ইহাই সম্যক্জ্ঞান । এইরূপ যদি পুরু-  
ষের সম্যক্জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আর কোন বিরোধ থাকে না, কিন্তু

বিরোধঃ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ । যদ্বি কেনচিৎকার্কিকেণেদমেব সম্যক্-  
জ্ঞানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং  
ততোহপরেণ ব্যুত্থাপ্যত ইতি চ প্রসিদ্ধং লোকে কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ঃ  
তর্কপ্রভবঃ সম্যক্জ্ঞানং ভবেৎ । ন চ প্রধানবাদো তর্কবিদ্যামুত্তম ইতি  
সর্গৈস্তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতি-  
পদ্যেমহি । ন চ শক্যে অতীতানাগতবর্তমানান্তার্কিকা একস্মিন দেশে  
কালে চ সমাহতুং যেন তদ্ব্যতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যক্ভিত্তিমিতি জ্ঞা-  
বেদস্ত তু নিত্যেষে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুর্থে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়রূপ-  
পত্তে: তদ্ব্যনিতস্ত জ্ঞানস্ত সম্যক্ভবঃ অতীতানাগতবর্তমানৈঃ সর্গৈরিপি  
তার্কিকৈঃ অপহোঁতুমশক্যং অতঃ সিদ্ধমন্তৈবোপনিষদস্ত জ্ঞানস্ত সম্যগ্-  
জ্ঞানস্ত অতোহুত্বে সম্যগ্জ্ঞানস্তানুপপত্তে: সংসারাবিমোক্ষ এব প্রদ-

পরস্পর বিরোধহেতু তর্কজ্ঞানের বিপ্রতিপত্তি প্রসিদ্ধই আছে, আর কোন  
তার্কিক, ইহাই সম্যক জ্ঞান, এই বলিয়া যাহা স্থাপন করেন, অন্য তার্কিক  
তাহা খণ্ডন করিয়া দেয় এবং পরবর্তী তার্কিক যাহা স্থাপন করেন, অপ-  
র তার্কিক তাহার অন্যথা করিয়া উঠায়, ইহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে ;  
সুতরাং একপ্রকার তর্কলভ্যার্থ অনবস্থিত হইলে তাহাকে কিরূপে সম্যক্-  
জ্ঞান বলা যাইতে পারে ? আর যাহারা প্রধানবাদী, তাহারাও যে তার্কিক-  
দিগের মধ্যে উত্তম, ইহা সর্ব তার্কিকেরা গ্রহণ করে না, যাহাতে তদীয়  
মতকে সম্যক্জ্ঞান বলিয়া জানা যাইতে পারে এবং অতীত অনাগত ও  
বর্তমান তার্কিকেরা একদেশে ও এককালে সকল সমাহরণ করিতে পারে  
না, যাহাতে একরূপ ও একবিষয়ক উক্ত জ্ঞানকে সম্যক বলিয়া নির্দেশ  
করা যাইতে পারে, কারণ বেদের নিত্যতা বিষয়ও বিজ্ঞানোৎপত্তির-  
হেতুতা সিদ্ধ হইলেই ব্যবস্থিতার্থ বিষয়ের উপপত্তি হয় । আর বেদজনিত  
জ্ঞানই সম্যক্জ্ঞান, তাহা অতীত, অনাগত ও বর্তমান সর্ব তার্কিকেই  
স্বীকার না করিয়া পারেন না । অতএব উপনিষদ জ্ঞানই যে সম্যক্জ্ঞান,  
সে সিদ্ধ হইল ; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানকে সম্যক্জ্ঞান বলা যায় না,  
ইহা হইলে সংসারমোক্ষ প্রসঙ্গ হয় । অতএব আগম ও আগম

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

জ্যোত অত আগমবশেনাগমাস্মারিতকর্বশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ  
কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥

বৈদিকশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র প্রত্যাগমত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদাস্ত্র-  
সারিভিঃ কৈশ্চিচ্ছিষ্টৈঃ কেনচিৎশংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদঃ  
তাবদ্ব্যাপাশ্রিত্য যন্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপে বেদাস্ত্রবাক্যেষু দ্বাবিতঃ ইদানী-  
মণাদিবাদব্যাপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিন্নন্দমতিভির্বেদাস্ত্রবাক্যেষু পুনন্তর্ক-  
নিমিত্ত আক্ষেপ আশঙ্ক্যতে ইত্যতঃ প্রধানমন্ত্রনিবর্হণত্বায়েনাদিশিতি  
পরিগৃহ্য ইতি পরিগ্রহাঃ ন পরিগ্রহা অপরিগ্রহাঃ শিষ্টানামপরিগ্রহাঃ  
শিষ্টাপরিগ্রহাঃ এতেন প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন  
শিষ্টৈর্মহুবাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিদপ্যংশেনাপরিগৃহীত। যে-ইণ্ডাদিকারণ-  
বাদান্তেহপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যঃ তুল্যত্বাৎ  
নিরাকরণকারণশ্চ নাত্র পুনরাশঙ্কিতব্যঃ কিঞ্চিদন্তি। তুল্যমত্রাপি পরম-

সারী তর্কবলে চেতন ব্রহ্মই যে জগতের কারণ ও প্রকৃতি, ইহা সিদ্ধ  
হইল ॥ ১১ ॥

বৈদিকদর্শনের প্রত্যাগমতাংশতঃ ও গুরুতর তর্কবলে কোন কোন  
বেদাস্ত্রাসারী শিষ্টতর্কিকেরা কোন অংশে পরিগৃহীত প্রধান কারণবাদ  
আশ্রয় করিয়া বেদাস্ত্রবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ উদ্ভাবন করিয়া-  
ছিলেন, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মহুপ্রভৃতির বাক্য আশ্রয় করিয়া  
কোন কোন মন্দমতির পুনর্বার বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের  
আশঙ্কা করেন, তাহার নিরাসার্থ বলিতেছেন। ইহাতে যাহা শিষ্টগণ গ্রহণ  
করেন না, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ প্রধান কারণবাদের নিবাস-  
ঘারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, মহুবেদবাস প্রভৃতি শিষ্টগণ কোন  
অংশেও যে মূলকারণবাদ স্বীকার করেন নাই, তাহা নিরাকৃত হইল, এই  
নিরাকরণের যে কারণ, তাহাতে আশঙ্ক্যমাত্র নাই, অর্থাৎ পরম গভীর,  
জগৎ কারণের তর্কানবগ্রাহ্যত্ব, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা, অতথাস্থমানে অবি-



## ভোক্তাপ্রত্যয়বিভাগশ্চেৎ শ্রীলোকবৎ ॥ ১৩ ॥

গচ্ছীত্ব জগৎকারণত্বং তর্কানবগাহ্যত্বং তর্কশ্রুতাপ্রতিষ্ঠিতত্বমত্বাচ্ছমান-  
হ্যবিমোক্ষ আগমবিরোধশ্চেত্যেবং জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥ ১২ ॥

অত্বা পুনর্ভুক্তকারণবাদস্বত্ববলেনাবাক্ষ্যতে । য অপি শ্রুতিঃ  
প্রমাণং অবিশেষে ভবতি তথাপি প্রমাণান্তরেন বিষয়াপহারেহত্বপরা ভবিতু-  
মর্হতি যথা মন্ত্যর্থবাদৌ তর্কোহপি হি অবিশয়াদিত্যপ্রতিষ্ঠিতঃ শ্রুত্যা যথা  
ধর্ম্মার্থার্থয়োঃ । কিমতো যদ্যেবং অত ইদমযুক্তং যৎপ্রমাণান্তরপ্রসি-  
দ্ধার্থবানং শ্রুতে: কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধার্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যত ইতি  
অত্রোচ্যতে প্রসিদ্ধার্থহয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ লোকে ভোক্তা চ  
চেতনঃ শারীরঃ ভোগ্যঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি । যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ  
ভোগ্য ওদন ইতি তস্ত চ বিভাগস্তাভাবঃ প্রসঙ্গোত যদি ভোক্তা ভোগ্য-  
তাবমাপদ্যেত ভোগ্যং বা ভোক্তৃত্বং আপদ্যেত তয়োশ্চেতরেতরভাবা-

মোক্ষ এবং আগমবিরোধ ইত্যাদি কারণেই স্বাক্ষকারণবাদাদি নিরাকৃত  
হইয়াছে ॥ ১২ ॥

যদিও শ্রুতি অবিশেষেই প্রমাণ হউক, তথাপি প্রমাণান্তরদ্বারা বিষয়  
পরিগ্রহে সেই শ্রুতি অন্তর হইতে পারে, যেমন মন্ত ও অর্থবাদ অবি-  
ষয়ের অন্তর প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ তর্কও অবিশেষত্বের অপ্রতিষ্ঠিত  
হয় । যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে পূর্বোক্ত হেতুপ্রদর্শন অযুক্ত হই-  
তেছে, প্রমাণান্তরদ্বারা যে শ্রুতির প্রসিদ্ধার্থবাদ, তাহা উচিত হইতেছে  
না । তবে কিরূপে প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থ শ্রুতিদ্বারা বাধিত হইতে  
পারে ? ইহাতে বলা যায় যে, এইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ প্রসিদ্ধই  
আছে, লোকে চেতন শারীরজীবই ভোক্তা এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ্য,  
এইরূপ বিভাগ দেখা যায় । যেমন দেবদত্ত ভোক্তা ও অন্নাদিভোগ্য,  
সেইরূপ শারীরজীব ভোক্তা ও শব্দাদিভোগ্য । এইরূপ সেই ভোক্তা ও  
ভোগ্যের বিভাগাভাবপ্রসঙ্গ হইল । যদি ভোক্তা ভোগ্যভাব এবং  
ভোগ্য ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরম কারণ ত্রয়ের অন্তরতা

পত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্তত্বাৎ প্রসজ্যেত ন চাত্ত প্রসিদ্ধস্ত বিভা-  
গস্ত বাধনং যুক্তম্ । যথাস্থদ্যে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্কিভাগো দৃষ্টঃ তথাভী-  
তানাগতয়োৰপি কল্পয়িতব্যঃ তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্তাত্ত ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্তা-  
ভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্ছোদয়েৎ  
তৎ প্রতি ক্রয়াৎ স্থানোক্তবদिति উপপদ্যত এবাম্মসংগক্ষেহপি বিভাগঃ  
এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ । তথা হি সমুদ্রাহুদকান্নোহনন্তত্বেহপি তদ্বি-  
কারাণাং ফেণবীচীতরঙ্গবৃদ্ধাদীনাং ইতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লে-  
ষাদিলক্ষণম্ ব্যবহার উপলভ্যতে । ন চ সমুদ্রাহুদকান্নোহনন্তত্বেহপি  
তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনাং ইতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি ন ঈষামি-  
তরেতরভাবানুপপত্তাবপি সমুদ্রান্নোহনন্তত্বং ভবতি এবমিহাপি ন চ  
ভোক্তৃভোগ্যয়োৰিতরেতরভাবাপত্তিঃ ন চ পরস্মাদ্ব ব্রহ্মণোহন্তত্বমিতি ভবি-  
য়াতি । যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ “তৎসৃষ্টো তদেবানুপ্রাবিশৎ”

হেতু অন্তোন্তভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, অতএব প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা  
যুক্ত হয় না ; সুতরাং যেমন বর্তমানে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ  
দেখা যায়, সেইরূপ অতীত ও অনাগতেও ঐরূপ বিভাগ কল্পনা করা  
কর্তব্য, অতএব প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গহেতু ব্রহ্মের  
কারণতাবধারণ অযুক্ত হইতেছে, যদি এইরূপ কেহ বলেন, তাহা  
হইলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, লোকদৃষ্টত্বহেতু আমাদিগের  
গক্ষেও উক্ত বিভাগ উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে যে জল আছে,  
তাহার ভেদ না থাকিলে সেই জলের অবিকারীভূত ফেণ, তরঙ্গ ও  
বৃদ্ধদের পরস্পর বিভাগ আছে এবং তাহাদিগের পরস্পর আলিঙ্গন স্বরূপ  
ব্যবহার উপলব্ধ হয় । পরন্তু উদকময় সমুদ্রের ভেদ না থাকিলে তদ্বি-  
কারীভূত ফেণ, বৃদ্ধ ও তরঙ্গের পরস্পরভাবাপত্তি হইতে পারে না, আর  
ইহাদিগের পরস্পর ভাবের অনুপপত্তি হইলেও তাহা সমুদ্রভিন্ন নহে,  
এই স্থলেও এইরূপ জানিবে । আর ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর অভাবা-  
পত্তি হইতে পারে না, এইরূপ এই জগৎও পরব্রহ্মের অন্ত নহে । যদিও  
ব্রহ্মের বিকার নহে, যেহেতু “ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ

তখনত্বমারম্ভগণকাদিত্যঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি সষ্ট্রয়েবাবিকৃতস্ত কার্য্যামুপ্রবেশেন ভোক্তৃশ্রবণাং তথাপি কার্য্য-  
মুপ্রবিষ্টত্বাতি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ আকাশস্তেব ঘটাদুপাধি-  
নিমিত্তঃ ইত্যতঃ পরমকারণাং ব্রহ্মণোহনন্তস্বৈপ্যুপপন্নো ভোক্তৃত্বোগ্য-  
লক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিত্যয়েত্যুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃত্বোগ্যলক্ষণং বিভাগং আনোক-  
বদিতি পরিহারোহিতিহিতো ন স্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোহিতি যদ্বাং  
তয়োঃ কার্য্যাকারণোরনন্তস্ববগম্যতে । কার্য্যমাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চঃ জগৎ  
কারণং পরং ব্রহ্ম তন্মাং কারণাং পরমার্থতোহনন্তস্বং ব্যতিরেককণাভাঃ  
কার্য্যভাবগম্যতে কৃতঃ আরম্ভাশকাদিত্যঃ । আরম্ভগণকস্তাবদেকবিজ্ঞানেন  
সর্ববিজ্ঞানং প্রতিলভ্য দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে “যথা সোমৈম্যেকেন যুং-

করেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিকৃত সষ্ট্রো ব্রহ্মেরই কার্য্যেতে অমুপ্রবেশ-  
প্রযুক্ত ভোক্তৃশ্রবণ আছে, তথাপি কার্য্যামুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের কার্য্যোপাধি-  
নিমিত্ত বিভাগ আছে, যেমন ঘটাদি উপাধি ভেদে আকাশের বিভাগ  
হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও কার্য্যনিমিত্ত বিভাগ জানিবে, এতএব পরমব্রহ্ম  
হইতে জগতের ভেদ না থাকিলেও সমুদ্রতরঙ্গাদি জ্ঞায়ে ভোক্তা ও  
ভোগ্যের বিভাগ প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১৩ ॥

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রকৃত সমাধান করিতেছেন, পূর্ববৎ ব্যব-  
হারিক ভোক্তৃত্বোগ্যলক্ষণ বিভাগ স্বীকারপূর্বক একরূপ পরিহার কথিত  
হইয়াছে, উহা প্রকৃত বিভাগ নহে, যেহেতু কার্য্যাকারণরূপ ভোগ্য ও  
ভোক্তার অভেদ স্বীকার আছে, এই বহু প্রপঞ্চ জগৎ কার্য্য এবং পরব্রহ্ম  
কারণ, সেই কারণ হইতে কার্য্যেতে প্রকৃত অভেদই আছে, পরন্তু ব্যতি-  
রেকরূপে অভেদ জানা যায়, যেহেতু উক্ত কার্য্যেতে আরম্ভাদি শব্দ প্রযো-  
গ আছে, অর্থাৎ এক বিজ্ঞান হইলে সর্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিপ-  
ত্তিরিমা দৃষ্টান্তাপেক্ষার আরম্ভগণক কথিত হয় । শ্রুতিতে লিখিত আছে যে  
সোম্য! একটিনাত্র যুংপিও জানিতে পারিলেই সর্ব যুগ্ম বস্তুর ণ

পিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সৰ্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্রাষ্টাচারভ্রণং বিকারো নাম-  
 ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং” ইতি । এতচ্ছকং ভবতি একেন মৃৎপিণ্ডেন  
 পরমার্থতো মৃদান্ননা বিজ্ঞাতেন সৰ্বং যুগ্ময়ং ঘটশরাবোদকানাদিকং  
 মৃদান্নাবিশেষাবিজ্ঞাতং ভবেৎ যতো বাচ্যভ্রণং বিকারো নামধেয়ং  
 বাটৈব কেবলমস্তীত্যভ্রণভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদকনঞ্চৈতি ন তু  
 বস্তবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হেতদনৃতং মৃত্তিকেত্যেব  
 সত্যমিতি । এবং ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আশ্রিতঃ তত্র স্রাষ্টাচারভ্রণশব্দাৎ দাষ্টান্তিক-  
 কেপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্যজাতস্রাষ্টাব ইতি গম্যতে । পুনশ্চ তেজো-  
 হবরানাম্ ব্রহ্মকার্যতামুক্তা তেজোহবরকার্য্যাণাং তেজোহবরব্যতিরেকে-  
 গাভাবং ব্রবীতি “অপাগাদম্মেরম্মিষং স্রাষ্টাচারভ্রণং বিকারো নামধেয়ং  
 জীণি রূপাণীত্যেব সত্যং ইত্যাদিনা । আরভ্রণশব্দাদিত্য ইত্যাদিশব্দাৎ  
 “ঐতরাশ্রম্মিণং সৰ্বং” “তৎসত্যং স আশ্রা” “তত্ত্বমসি” “ইদং সৰ্বং যদয়-

গতি হইতে পারে । ঘটাদি সমুদায়ই বিকার, উহাদিগের নাম বাক্য  
 মাত্রই থাকে, এ সমুদায়ই মৃত্তিকা । এইরূপ ইহাই উক্ত হইল যে, একটি  
 মৃত্তিকা পিণ্ডকে যথার্থ রূপে মৃত্তিকা বলিয়া জানিতে পারিলেই ঘট-  
 শরাবাদি সমস্ত যুগ্ময়বস্তুর মৃৎস্বরূপের অবিশেষবাহু বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু  
 উহাদিগের নাম কেবল বাক্য মাত্র আরভ্রণ হয়, অর্থাৎ ঘট, শরাবাদি  
 ঐ মৃত্তিকার বিকার, ইহা মৃত্তিকা ভিন্ন নহে, পরন্তু বস্তুর বিকারও নহে,  
 কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম মাত্র, ঐক্যতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য । এইরূপ  
 ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত আছে, তাহাতে স্রাষ্ট বাচ্যভ্রণ শব্দের দাষ্টান্তিকেও  
 ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যসমূহের অভাব জানা যায় । পুনর্বার তেজ, জল ও  
 অগ্নির ব্রহ্মকার্য্যতা বলিয়া সেই কার্য্যভূত তেজ, জল ও অগ্নির তেজ, জল  
 ও অগ্নি ব্যতিরেকে অভাব বলিয়াছেন, অর্থাৎ অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হয়,  
 অগ্নি এই নামটী কেবল বাক্য মাত্র জানিবে, তিনটি রূপ মাত্র সত্য,  
 ইত্যাদি রূপে উক্ত আছে, আর “আরভ্রণ শব্দাদিত্যঃ” এই আদি শব্দ  
 প্রযুক্ত আছে । “এই সমুদায়ই আশ্রয়রূপ” “বিনি আশ্রা তিনিই সত্য”  
 “তুমিই সেই ব্রহ্ম” “এই যে আশ্রা, তাহাই সৰ্ব্বময়” “সৰ্ব জগৎই ব্রহ্ম-

মাস্তা "ঐক্যবেদঃ সর্বঃ" "আট্মবেদঃ সর্বঃ" "নেহ নানান্তি কিঞ্চন" ইত্যেবমাদ্যপ্যাট্মকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্তব্যম্ । ন চাত্থা একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে তদাদ্যথ্য। ঘটকরক্ষাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্তত্বং যথা চ যুগত্বিকোদকাদীনামুৎসাদিত্যোহনন্তত্বং দৃষ্ট-  
নষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণ স্বরূপাখ্যত্বাৎ এবমন্ত ভোগ্যভোক্তৃদ্বাদিপ্রপঞ্চ-  
জাতস্ত ব্রহ্মব্যতিরেকেণাতাব ইতি দ্রষ্টব্যম্ । নবনেকাস্তকঃ ব্রহ্ম যথা  
বুদ্ধ্যোহনেকশাখঃ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিবৃক্ষঃ ব্রহ্ম অত একত্বং নানাত্বকো-  
ভয়মপি সত্যমেব যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং শাখা ইতি চ নানাত্বং যথা চ সমু-  
দ্রায়নৈকত্বং কেণতরঙ্গাদ্যাদ্যনানা নানাত্বং যথা চ মৃদাদ্যনা একত্বং বটশরা-  
বাদ্যাদ্যনা নানাত্বং তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্যব্যবহারঃ সৎসত্তি  
নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকটৈবদিকব্যবহারৌ সৎসত্ত ইতি  
এবং চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অমুরূপা তবিষ্যন্তীতি । নৈবং ত্রান্মৃত্তিকেত্যেব

স্বরূপ" "আত্মাই সর্বময়" "আত্মা তিন্ন আর কিছুই সত্য নহে" ইত্যাদি  
বহু বহু প্রতিতে আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপরং বচনের উদাহরণ দেখা  
যায়, অত্থা একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় না । অতএব যেমন ঘট-  
কাশাদি মহাকাশ হইতে অন্ত এবং যেমন মরীচিকাতে যে জল দর্শন হয়,  
তাহা সেই উৎসভূমি হইতে অন্ত, বেহেতু উহাদিগের স্বরূপ নষ্ট হইরা যায়,  
সেইরূপ ভোগ্য ও ভোক্তাদি লক্ষণ-প্রপঞ্চ জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অতাব  
হয়, ইহা দেখা যায় । আর ব্রহ্ম অনেকাস্তক, অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ অনেক  
শাখাযুক্ত, সেইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তি ও অনেক প্রবৃত্তিবৃক্ষ । অতএব  
ব্রহ্মের একত্ব ও অন্তর্যময় উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষ এক ও শাখা অনেক  
এবং যেমন সমুদ্র এক ও কেণ তরঙ্গাদি অনেক, আর মৃত্তিকা এক ও ঘট-  
শরাবাদি অনেক । ইহাতে ব্রহ্মের একত্বাংশে মোক্ষ ব্যবহার সিদ্ধ আছে  
ও নানাত্বাংশে কর্ম কাণ্ডাশ্রয় লৌকিক ব্যবহার হয়, এইরূপ মৃত্তিকাদি  
দৃষ্টান্ত অমুরূপ হইতেছে, কেবল মৃত্তিকাই সত্য, ইহা সম্ভব হইতেছে না,  
কারণ প্রকৃতি মাজের দৃষ্টান্তগতাতার অবধারণ এবং বাটারঙণ শব্দদ্বারা  
বিকার সমূহের মিথ্যাও কখন আছে । আর দাঁড়াইতিকেও "ঐতদাত্মা"

সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্ত দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ । বাচ্যরন্তগশব্দেন চ বিকার-  
জাতস্তানুত্বাভিধানাৎ । দাষ্টান্তিকেষুপি, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যমিতি চ  
পরমকারণত্বৈবেকস্ত সত্যত্বাবধারণাৎ । স আত্মা তত্ত্বমসি ষেতকেতো ইতি চ  
শরীরস্ত ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ । স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হেতুচ্ছারীরস্ত ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশতে  
ন যদ্বাস্তবপ্রসাবাম্ । অতশ্চেনঃ শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্ত  
শরীরাত্মত্বস্ত বাধকং সম্প্রত্যতে রজ্জ্বাববুদ্ধিঃ ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাং । 'বাধিতে চ  
শরীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎ  
প্রসিদ্ধয়ে. নানাত্বাংশোহপরো ব্রহ্মণঃ কল্লোত । দর্শয়তি চ, যত্র ত্ত্ব সর্বমাত্মৈ-  
বভূং তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়া-  
কারকলক্ষণস্ত ব্যবহারস্তাভাবম্ । ন চায়ং ব্যবহারাতাবোহবস্থাবিশেষ-  
নিবন্ধোহভিধীয়ত ইতি বুদ্ধং বক্তৃম্ । তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মত্বাবস্থানবস্থাবিশেষ-  
নিবন্ধনত্বাৎ । তত্ত্বদৃষ্টান্তেন চানুতাভিসম্বন্ধস্ত বন্ধনং সত্যভিসম্বন্ধস্ত মোক্ষং  
দর্শয়ন্নেকত্বমৈবকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজ্ঞিতকং নানাত্বম্ ।

ইদং সর্বং তৎ সত্যমিত্যাदि श्रुति एकमात्र परम कारण अद्वय ब्रह्मेणै  
। तत्त्ववधारण करितेहे । “स आत्मा तत्त्वमसि” षेतकेतो इत्यादि श्रुति ओ  
रीरस्थित जीवेरै ब्रह्मभाव प्रतिपादन करितेहे । शरीरस्थ जीवेर  
। ब्रह्मभाव स्वतःसिद्धै प्रसिद्ध आछे, ईहा ज्ञना नहे । ( अर्थात् ईहा यद्वान्तर  
। गद्य नहे ) अतएव ऐ शान्न श्रीकृत ब्रह्मभाव स्वभावसिद्ध शरीरात्मावादेर  
। गद्य ज्ञनाइतेहे । येमन सर्पबुद्धि रज्जुबुद्धि र बाधक हर । सूतराः शरीरात्मा  
। त्व बाधित हईले तदाश्रय समस्त स्वाभाविक व्यवहार बाधित हईल । बाह्य  
। उपपत्ति र निमित्त नानात्वांशे अपर ब्रह्मभाव कलना करिते हईत । श्रुतिओ  
। हाई देवाइतेहेछेन वे, यवन एसमस्त पदार्थई आत्मावरूप प्रतिपन्न हईवे,  
। यन कोनव्यक्ति किप्रकारे काहाके देखिबे । इत्यादि वाक्य द्वारा ब्रह्मात्म-  
। शिवाक्ति र क्रियाकारक लक्षण लौकिक यावतीय व्यवहाराभावई दृष्टह्य ।  
। अस्मै एप्रकारओ बला याग ना ये ऐ प्रकार व्यवहाराभाव अवस्था विशेषेर  
। राई हईरा थाके । येहेतु—“तत्त्वार्थ” ऐ श्रुतिते अदृश व्यवहाराभावई  
। धार्थ । ईहा कोनओ अवस्था विशेष ज्ञज्ञ नहे । तत्त्व दृष्टान्त उपन्यास द्वारा

উভয়সত্যাত্মাং হি কথং ব্যবহারগোচরোহপি জন্তরনৃত্তাভিসন্ধ ইত্যাচ্যতে । মৃত্যোঃ  
স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নামেব পশ্যতি ইতি চ ভেদদৃষ্টমপবদন্তেদেব দর্শয়তি । ন  
চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানায়োক্ষ ইতু্যপপত্ততে । সমাগজ্ঞানাপনোত্তত্ত কত্চিৎক্ষিণ্য-  
জ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেনানভূপগমাৎ । উভয়স্ত সত্যাত্মাং হি কথমেকত্বজ্ঞানেন  
নানাত্বজ্ঞানমপনুত্তত ইত্যাচ্যতে । নষেকত্বেকাত্বাত্ত্বাপগমে নানাত্বাত্ত্বাৎ  
প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহত্বেন নির্বিষয়ত্বাৎ স্থাপাদিবিষ-  
পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাহপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহ-  
ত্বত, মোক্ষশাস্ত্রস্তাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহত্বাৎ ত্বাৎ ।  
কথং চানুতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতত্বাত্মৈকত্বস্ত সত্যত্বমুপপত্তত ইতি,  
অত্রোচ্যতে । নৈষ দোষঃ । সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগব্রহ্মাত্ম্যত্বিজ্ঞানাৎ

শ্রুতি মিথ্যাবাদীর বন্ধন ও সত্যবাদীর মুক্তি বলায় স্পষ্টতই বুঝা যায় যে  
নানাত্বই মিথ্যাবিজৃম্বিত এবং একত্বই সত্য । যদি নানাত্ব এবং একত্ব এই  
উভয়ই সত্য হইবে তাহা হইলে ভেদদর্শীকে শ্রুতি মিথ্যাভিসন্ধ বলেন কেন ?  
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নামেব পশ্যতি” এই শ্রুতি বাক্যেও ভেদদর্শনের  
নিম্নাই প্রকাশ পায় । এবং একেরই সত্যতা বুঝা যায় । জ্ঞানের প্রতিমুক্তির  
কারণতা ভেদাভেদমতেই উপপত্তি হয় । যেহেতু যথার্থজ্ঞাননাশ কোনও  
অপরমার্থিক জ্ঞানই সংসার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে । ইহা তাহার  
স্বীকার করেন না । একত্ব জ্ঞানই বহুত্ব জ্ঞানের বিনাশী, উভয় সত্যবাদী  
এইরূপও বলিতে পারেন না । কারণ, তাহাদের মতে নানাত্ব জ্ঞানও সত্য  
স্বরূপ হইয়া থাকে । এস্থলে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, আত্যন্তিক  
একত্ব স্বীকৃত হইলে নানাত্ব জ্ঞান বিনাশ পায় । নানাত্ব বোধ অপহৃত হইলে  
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও মিথ্যাভিব্যঞ্জক বলিয়া মিথ্যা হইয়া পড়ে । যেমন স্থাপুতে  
মহ্যজ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান তৎসৎ অসত্যে সত্যজ্ঞান ভ্রমাত্মক । এবং বিধিও  
(প্রবর্তকবাক্য) নিষেধ (নিবর্তক বাক্য) পরস্পর ভেদসাপেক্ষ । সুতরাং ভেদ  
বুদ্ধি না থাকিলে এতদ্ব্যতীতই অনুপপত্তি হয় । মোক্ষশাস্ত্রও ভেদ সাপেক্ষ । গুরু  
শিষ্যপ্রভৃতি শব্দ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বাচক । ভেদজ্ঞান অসিদ্ধ হইলে সঙ্গে  
সঙ্গে মোক্ষ শাস্ত্রের ও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায় । যদি বল মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা

সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যবহারশ্চেব- প্রাক্ প্রবোধাৎ । যাবচ্চি ন সত্যাত্মকত্ব-  
প্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়কললক্ষণেষু ব্যবহারেদ্বনৃতবুদ্ধির্ন কণ্ঠচিহ্নংপশ্যতে ।  
বিকারানেষ ত্বহং মমেতাবিজ্ঞানাত্মীয়ভাবেন সর্বো জন্তুঃ প্রতিপত্তিতে  
জ্ঞাতাবিকীঃ ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা । তস্যাং প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধোদ্রপপন্নঃ সর্বো  
লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ । যথা স্তম্ভস্ত প্রাকৃতস্ত জনস্ত স্বপ্ন উচ্চাবচান্  
ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ ।  
ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি তদ্বৎ । কথং ত্বসত্যেন বেদান্ত-  
বাক্যেন সত্যস্ত ব্রহ্মাত্মত্বস্ত প্রতিপত্তিরূপপত্তেত, ন হি রজ্জুসর্পেণ দষ্টৌ ব্রিয়তে,

তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্র প্রতিপাদিত একাত্মবাদ ও মিথ্যা এই কথা অবশ্যই  
স্বীকার করিতে হইবে । এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি একত্বের সত্যতার  
প্রমাণ দেওয়া যায় তাহা হইলে আদৌ এই সমস্ত আপত্তিই উত্থাপিত হইতে  
পারে না । কেন না ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই যাবতীয় ব্যবহারিক সত্য-  
তার উপপত্তি হইয়া থাকে । যেমন প্রজাগরের পূর্বে স্বাপ্নিক ব্যবহার সত্য-  
বলিয়া অহুমিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই লৌকিক বা শাস্ত্রীয়  
ব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করা যায় । যাবৎ সময় একাত্মবাদের উপপত্তি না  
হয় এতাবৎ কাল কোনও প্রাণীর প্রমান, প্রমেয়, ফল ইত্যাদি বিষয়ে এবং  
অন্তঃ ব্যবহারিক বিষয়েও মিথ্যাজ্ঞান হইয়া থাকে । জাগতিক সমস্ত প্রাণীই  
ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন ব্রহ্মতাব বিশ্বস্ত হইয়া অবিজ্ঞা কল্পিত বিকার সমূহকে  
আমি বা আমার এই প্রকার জল্পনা করিয়া থাকে । সুতরাং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের  
প্রাক্কালেই বৈদিক বা লৌকিক ব্যবহার উপপত্তি হইতে পারে । যেমন  
স্বপ্নস্থি অবস্থা হইতে মনুষ্য যতক্ষণ না চেতন পায় তাবৎ কালই স্বপ্নদৃশ্যমান  
পদার্থগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া থাকে । কিন্তু বাস্তবিক উহা প্রমাজ্ঞান  
নহে । সেইরূপ আত্মজ্ঞানোদয়ের প্রাক্কালীনই লৌকিক ব্যবহারগুলি সত্য  
বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি হয় । এতলে এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে যে  
মিথ্যা বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানের কিরূপে উৎপত্তি হইতে  
পারে । জীব রজ্জুসর্পেরদংশনে পঞ্চদ প্রাপ্ত হয় না বটে, এবং মৃগমরীচি  
কাম পান বা অবগাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না সত্য । এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে



নাপি মৃগতৃষ্ণিকাস্তসা পানাবগাহনাদিশ্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি । নৈষ দোষঃ । শঙ্কাবিবাদিনিমিত্তমরণাদিকার্যোপলক্ষেঃ । স্বপ্নদর্শনাবস্থায় চ সর্পদংশনোদক-  
স্নানাদিকার্যাদর্শনাৎ । তৎকার্যমপ্যনুভবেতি চেৎ ক্রয়াৎ তত্র ক্রমঃ । বস্তৃপি-  
স্বপ্নদর্শনাবস্থায় সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্যামনুভং তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব  
ফলং প্রতীবুদ্ধসাপ্যাব্যাহমানত্বাৎ । ন হি স্বপ্নাহুতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদক-  
স্নানাদিকার্যং মিথ্যেতি মন্তমানস্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্ততে কশিচৎ । এতেন  
স্বপ্নদৃশোহবগত্যাবধনেন দেহমাত্রাভাবাদৌদৃষিতো বেদিতব্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—

“যদাকর্ষন্তু কাম্যেযু স্থিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ।

সমুজ্জি তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” ইতি

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমুদ্যেঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি । তথা প্রত্যক্ষ-  
দর্শনেযু কেষুচিদরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিত্যভীতি বিভাদিত্যুক্ত্য অথঃ

বেদান্তবাক্য আপ্তবাক্য না হইলেও উল্লিখিত দোষাবলীর আরোপ করা  
যাইতে পারে না । যেহেতু রজ্জুসর্পদংশনেও ত্রাস শঙ্কা বিবাদাদিমারাত্মক  
ক্রিয়া হইয়া থাকে । সুবৃশ্যবহ্নায় পুরুষও স্বপ্নদৃষ্ট জলে বা মরীচিকায় স্নানাদি  
ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে । বস্তৃপিত্যা এই সমস্ত ক্রিয়াই ভ্রমাত্মক ; এই সমস্ত  
কিছুই প্রমাণ নহে এই প্রকার উত্তর দিলে, তদুত্তরে এই বক্তব্য যে, যত্বপি  
স্বপ্নদর্শন কালীন সর্পদংশন অথবা জলাবগাহন প্রভৃতি তাবৎ ক্রিয়াই মিথ্যা,  
তথাপি তন্তবৎ ক্রিয়াবগাহী জ্ঞান কখনও মিথ্যা হইতে পারে না । কেননা  
এই সমস্ত জ্ঞান মিথ্যা হইলে জাগ্রদবহ্নায় তাহা থাকিতে পারে না । স্বপ্নদ্রষ্টাপুমান্  
স্বপ্তোখিতের পরক্ষণে স্বপ্নকালীন ক্রিয়াকলাপ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলেও  
তৎসংসর্গাবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা বলে না । স্বপ্নদর্শকের স্বাপ্নিক জ্ঞান  
তিরোহিত হয় একথা বলা যায় না কেননা চৈতন্যাবস্থায় তাদৃশজ্ঞানের অব্যবর্তন  
হইয়া থাকে । এতদ্বারা দেহাত্মবাদীরমতও প্রত্যাশ্রয় হইল ইহা জানিতে হইবে ।

এতদ্বিষয় শ্রুতিও দেখা যায় । যথা কাম্যাকর্ষে প্রবৃত্ত পুরুষ যদি তৎকালে  
স্বপ্নে জীবদর্শন করিয়া থাকেন তাহাহইলে তদীয় কাম্যাকর্ষ নির্বিকল্পে পরিসমাপ্তি  
হইয়া থাকে । অন্তত দর্শন সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন যে যদি স্বপ্নে কোনও অনিষ্ট  
দেখা যায় তাহা হইলে এই স্বপ্নদ্রষ্টার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে । এই প্রকার বলিয়া,

স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশুতি স এনং হস্তীত্যাदिना तेनासतोऽनेनैव स्वप्न-  
दर्शनेन सतां मरणं सूच्यत इति दर्शयति । असिद्धक्षेपः लोकेऽव्यवस्थितैरेक-  
कूलानां जैदृशेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमः सूच्यत जैदृशेनासाध्वागमः इति ।  
उपाहकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिर्दृष्टा रेथान्ताक्षरप्रतिपत्तेः । अपि चास्त्यामिदं  
प्रमाणमात्रैकत्वस्या प्रतिपादकं नातः परं किञ्चिदाकाङ्क्षमस्ति । यथा हि  
लोके यज्जेतेत्यूक्ते किं केन कथं इत्याकाङ्क्षते न चैवं तत्त्वमसीत्यूक्ते  
किञ्चिदुदाकाङ्क्षमस्ति सर्वात्रैकत्वविषयत्वादवगतेः । सति ह्युत्पन्नविषय-  
माणैर्ह आकाङ्क्षा स्यात् न त्रायैकत्वव्यतिरेकेनाविषयमाणैश्चोत्थैर्होहति य  
आकाङ्क्ष्यते । न चैवमवगतिर्नोपपद्यत इति शक्यं बल्लूः, तद्वास्य विज्जो

শেষে বলিয়াছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট  
বিকটাকার পুরুষকে দর্শন করেন তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণবর্ণপুরুষ অচিরেই তাহাকে  
বিনাশ করিবে। এই প্রকার বুঝিতে হইবে। এবিধ উক্তি প্রত্যাশিত দ্বারা  
দেখাইয়াছেন যে অসত্য স্বপ্নও অবশ্যস্তাবীমরণের সূচক হইয়া থাকে। এই  
প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এতাদৃশ ফল হয়, অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এইরূপ ফল  
হয়, এসকল তত্ত্ব অব্যবস্থিতের ( তৎসত্ত্ব তৎসত্ত্ব তৎসত্ত্ব তদসত্ত্ব অব্য-  
ব্যতিরেকসম্বন্ধ বিশেষ ) নিপুণ পুরুষেরা অবগত আছেন। এবং মিথ্যা বা  
কাল্পনিক জ্ঞান দ্বারা অকল্পনীয় অকারাদিজ্ঞানোৎপত্তি হয় এইরূপ দেখা যায়।  
এতাবতী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদান্তশাস্ত্র কল্পিত হইলে ও  
অকল্পিত সত্যব্রহ্ম বুঝাইয়া দিবার জন্ত তাহার ক্ষমতা আছে। এতদ্বিষয়ে আরও  
একটী প্রমাণ উপভোগ করা যাইতেছে যথা একান্তপ্রতিপাদক তত্ত্বমসিরূপ  
‘হাবাকাই ইহার চরমপ্রমাণ, অতঃপর কিছুই আকাঙ্ক্ষা’ থাকে না ; অতএব  
কোনও প্রকার আশঙ্কার ও কথা নাই। যেমন “যজ্ঞেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যে  
কি নামক যজ্ঞ, কোন্ যজ্ঞ, কোন্দ্বেষ দ্বারা কি প্রকারে নিষ্পন্ন করিবে ইত্যাদি,  
জ্ঞের নাম, যজ্ঞ সম্পাদকদ্রব্য এবং যজ্ঞনির্বাহিকা প্রণালী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা  
হইবে, তৎস্ব “তত্ত্বমসি” সেই অব্যবস্ত্র তুমি এই বাক্যে তাদৃশী কোনও আকাঙ্ক্ষা  
হইবে না। অতীক্ষিত কোনও পদার্থ নাই বলিয়াই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না।  
অন্য আকাঙ্ক্ষার বিষয় এই যে সর্বত্র ভাবই এতাদৃশ জ্ঞানের বিষয়। যদি আত্মা

ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ, অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুপ্রচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মান-  
 ভাঃ । ন চেয়মবগতিরনর্থিকা ভ্রান্তির্কেতি শক্যং বক্তুং, অবিজ্ঞানিবৃত্তিকল-  
 দর্শনাং বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ । প্রাক্ চাত্মৈকভাবগতেরব্যাহতঃ সৰ্ব্বঃ সত্যানু-  
 ব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচ্যাম । তস্মাদন্তোন প্রমাণেন প্রতিপাদিত  
 আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনভেদব্যবহারস্য বাধিতভাঃ নানেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাব-  
 কাশোহস্তি । নহু মুদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাং পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্র স্যামিতমিতি  
 গম্যতে । পরিণামিনো হি মুদাদয়োহৰ্থা লোকে সমাধিগতা ইতি । নেতুচ্যতে ।  
 স বা এষ মহানজঃ, আত্মাহজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্ম, স এষ নেতি  
 মেতাস্মা অল্পলম্বনং ইত্যাত্মাভাঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কৃষ্ণঃ-

ভিন্ন অন্য কোনও একটা কিছু থাকিত তাহা হইলে আকাজক্ষারও উদয় হইত ।  
 যখন আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই তখন সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতীতি হয় । সুতরাং  
 সেই জ্ঞান কাহারও অপেক্ষা করেনা, সেইজ্ঞানের কোনও আকাজক্ষা ও থাকেনা  
 সেইজ্ঞান কেবলাবস্থা । অপরায়জ্ঞান হয় না এইরূপ বলা যাইতে পারেনা  
 যেহেতু পিতৃপুত্র পেশে স্বৈতকেতুর তাদৃশ জ্ঞান হইয়াছিল । এবং অদ্বৈত জ্ঞানোং-  
 পত্তির উপায়ীভূত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বেদানুপ্রচন প্রভৃতির বিধান পরিদৃষ্ট  
 হয় । অদ্বৈতজ্ঞান নিরর্থক, তাহার কোনও ফলনাই অথবা তাহা ভ্রমজ্ঞান  
 ইত্যাদিরূপে কল্পনাও করিতে পারে না । যেহেতু এইজ্ঞান জীবের অবিজ্ঞা বিনাশ  
 করিয়া থাকে, এইজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিতে পারে এতাদৃশ কোনও জ্ঞান-  
 স্তরও নাই । যৎ পর্যান্ত অদ্বৈত জ্ঞানোংপত্তি না হয় তাবৎ কালই সত্য  
 মিথ্যা প্রভৃতি লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহার হয়, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।  
 অতএব সৰ্ব্বপরিশেষে সমুৎপন্ন তত্ত্বমস্যাাদি প্রমাণগম্য সৰ্ব্বাত্মবিজ্ঞান উৎপন্ন  
 হইলে পর পূর্বের সমস্ত ভেদবুদ্ধির বিনাশ হয় । সুতরাং তৎকালে ব্রহ্ম স্বনে-  
 কাত্মক এইরূপ কল্পনাও মনে স্থান পায়না । যদি বল মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তোপস্থাপ  
 দ্বারা পরিনামবাদই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায় । যেহেতু দেখা যায় দৃষ্টান্তোপস্থাপ  
 সমস্ত পদার্থই পরিনামী । এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে একথা সত্যনহে,  
 যেহেতু “এই সেই আত্মা জগদ্বিকারবর্জিত” “আত্মা অজর, আত্মা অমর, আত্মা  
 নিত্যমুক্ত, আত্মা ভয়রহিত, এবং আত্মাইব্রহ্ম” তিনি ইহাও নহেন তাহাওনহেন ।

বগনাং । ন হেতুশ্চ ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্যত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শকাৎ প্রতাপদ্ব্যম্  
স্থিতিগতিবৎ সাদৃশ্যং চেষ্টং, ন, কূটস্থত্বেন বিশেষণাৎ । ন হি কূটস্থত্ব ব্রহ্মণঃ  
স্থিতিগতিবৎকর্ম্মশ্রয়ত্বং সম্ভবতি । কূটস্থঃ নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়াশ্রয়বিশেষা-  
দিত্যবোচ্যাম । ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মিকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনং এবং জগদাকার-  
পরিণামিহদর্শনমপি স্বতন্ত্রমেব কষ্টেচ্চিৎ ফলায়াভিপ্রেয়েত প্রমাণাভাবাৎ ।  
কূটস্থব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাদেব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রং, স এষ নেতি নেতাস্মা ইত্যুপ-  
ক্রম্য অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি, ইত্যেবজ্ঞাতীয়কম্ । তত্রৈতৎ সিদ্ধং ভবতি ।  
ব্রহ্মপ্রকরণে সর্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব কলসিকৌ সত্যং যন্তত্রাফলং  
ঈদৃশং ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিহাদি তদ্ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুক্তাত্তে ।  
ফলবৎসম্মিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ । ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্যাত ইতি । ন হি  
পরিণামবৎবিজ্ঞানাৎ পরিণামবৎসম্মায়নঃ ফলং সাদৃশ্যং বক্তুং যুক্তম্ । কূটস্থ-

“আত্মা স্থলনহেন সূক্ষ্ম নহেন হৃদ্রও নহেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যতা  
প্রদর্শিত হইয়াছে । একই ব্রহ্মের পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এতদ্ব্যতির প্রতি-  
পাদন করা যাইতে পারে না । যদি বল স্থিতিগতি দৃষ্টান্ত দ্বারা একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-  
দ্বয়ের উপপত্তি করা যাইতে পারে, বস্তুত তাহাও সম্ভব হয় না কেননা ব্রহ্ম কূটস্থ,  
ব্রহ্মকূটস্থ হেতু তাহাতে অনেক ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারেনা । ইহাপূর্বেই  
প্রতিপন্ন হইয়াছে । প্রমাণাত্মক প্রযুক্ত একথাও বলা যায়না যে একই বিজ্ঞান  
যেমন মূর্ত্তির কারণ জগদাকার পরিণতি জ্ঞানও তদ্বৎ অশ্রুফলের হেতু । কূটস্থ  
ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানই শাস্ত্র প্রদর্শন করাইয়াছেন । সেই আত্মা একপ ও নহেন  
তদ্রূপ ও নহেন এই প্রকারে উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে “ হে জনক !  
তুমি মোক্ষপদ পাইয়াছ ” এই শাস্ত্রে কূটস্থাত্মবিজ্ঞান “মোক্ষ হওয়া কথিত  
হইয়াছে । পরিদৃশ্যমান শাস্ত্র দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়  
যে ব্রহ্মনিরূপণ শাস্ত্রে সর্বধর্ম্ম বিবক্ষিত নির্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষফল  
স্বরূপ এবং শাস্ত্রে ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণতির বর্ণনা বিফল । পরিণাম জ্ঞানের  
পূর্ণ ফল নাই । তাদৃশ জ্ঞান কেবল ব্রহ্মদর্শনের অঙ্গ বা উপায় স্বরূপ  
হইবে । ফলবৎসম্মিধানোপপত্তিফলাশ্রুতকর্ম্ম ফলবৎকর্ম্মেরই অঙ্গীভূত ইহা  
হইতে হইবে । জৈমিনীর এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম দর্শনে ও পরিগৃহীত হইবে ।

নিত্যত্বান্মোক্ষস্ত । নত্ব কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্তাৎ ত্রিশিখীশিতব্যভাব  
 ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিত্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষ-  
 ত্বাৎ সৰ্ব্বজ্ঞত্বস্ত । তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুত ইত্যাদিবাচ্যোভ্যো  
 নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সৰ্ব্বজ্ঞাৎ সৰ্ব্বশক্তেরীশ্বরাস্তগত্বংপত্তিস্থিতিনয়া,  
 নাচেতনাৎ প্রধানাদন্তস্মাদ্ধেতোষোহর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মাত্মন্ত যত ইতি । সা  
 প্রতিজ্ঞা তদবশেষ ন তদ্বিরুদ্ধোহর্থঃ পুনরিহোচ্যতে । কথং নোচ্যেত অতন্ত-  
 মাত্মন একত্বমবিত্যীয়ত্বক ক্রবতা । শৃণু যথা নোচ্যতে । সৰ্ব্বজ্ঞস্তেশ্বরস্ত আয়ত্বতে  
 ইবাবিত্যাকল্পিতে নামরূপে তদ্বাত্তদ্বাত্মাননির্লচনীরে সংসারপ্রপঞ্চবীজত্বতে  
 সৰ্ব্বজ্ঞস্তেশ্বরস্ত মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিত্তি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপোতে, তাভ্যামন্তঃ  
 সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োনির্লচনিতা তে যদন্তরা তদব্রহ্ম ইতি  
 শ্রুতেঃ । নামরূপে ব্যাকরণাণি, সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃষ্যতি-  
 বদন্ত যদান্তে, একং বীজং বহুধা যঃ কৰোতি ইত্যাদিশ্রুতিভাশচ । এবমবিত্য-

যখন মোক্ষ কূটস্থ নিত্য তখন আর এই রূপও বলিতে পারা যায় না যে পরি-  
 নামিত্ববিজ্ঞানদৃষ্টে আত্মার পরিনামিত্বসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে ।  
 ব্রহ্মেরই পরিনতি অবস্থা এই জগৎ, এতাদৃশ সিদ্ধান্তে আত্মাও ব্রহ্মভাবে  
 পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত ভিন্ন কিছু নহে । যদি বল কূটস্থ ব্রহ্ম-  
 বাদীদের মতে একত্বই শেষ সীমা, তাহাদের মতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অর্থাৎ  
 একভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই । সুতরাং নিয়োজ্য ও নিয়োগকর্তা এতদ্ব-  
 ভয়ের কিছুই নাই । এতদ্বত্ব না থাকায় ঈশ্বরই জগৎ কারণ এতাদৃশ  
 প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয় তদন্তরে বস্তুব্য যে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই হইতে পারে না ।  
 যেহেতু সৰ্ব্বজ্ঞত্ব ও সৰ্ব্বকর্তৃত্বার্থ্য অবিত্যক নামরূপাত্মক বীজের বিকাশ সাপেক্ষ  
 অর্থাৎ কল্পিত দ্বৈতঘটিত । “সেই আত্মা হইতেই আকাশের বিকাশ হইয়াছে”  
 ইত্যাদি সৃষ্টিবিবয়িনী শ্রুতিদ্বারা জানা যায়, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ সৰ্ব্বজ্ঞ  
 সৰ্ব্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি; ওবিনাশ হইয়া থাকে ।  
 অচেতনপ্রধান পরিমাহুপ্ত হইতে এই সমস্তের সম্ভব হয় না । এবমিধ  
 তব “জন্মাত্মন্ততঃ” এইস্থলে প্রতিপন্ন হইয়াছে । যে প্রতিজ্ঞা ঐ ঈশ্বর কারণ  
 প্রতিজ্ঞাস্ত্রে কৃত হইয়াছে সেই প্রতিজ্ঞা এখানেও ঠিক আছে, কিছুমাত্র ব্যতি-

কৃতনামরূপোপাধ্যায়রোধীশ্বরো ভবতি, যোমেব ঘটকরকাত্মাপাধ্যায়রোধি: স চ  
 স্বাত্মভূতানৈব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিজ্ঞাপিত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্যকরণসম্ভা-  
 তানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাস্মন: প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে । তদেবমবিজ্ঞা-  
 য়কোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরশ্রেণ্যরত্নং সৰ্বজ্ঞত্বং সৰ্বশক্তিভূতং ন পরমার্থতো  
 বিজ্ঞাপ্যাস্তসৰ্বকোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্বাশ্রিতব্যসৰ্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপত্ততে ।  
 তথা চোক্তম্—যত্র নাশ্চ পশুতি নাশ্চক্ষুণোতি নাশ্চদ্বিজানতি স তুমা ইতি যত্র  
 তত্র সৰ্বমায়ৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদি চ । এবং পরমার্থাবস্থায়ঃ  
 সৰ্বব্যবহারভাবঃ বদন্তি বেদান্তাঃ, তথেষ্বরগীতাস্বপি—

ক্রম ঘটে নাই । একটা বাক্য ও তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয় নাই । যখন  
 আত্যন্তিক একত্ব বলা হইয়াছে তখন কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে?  
 ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, 'অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ যাহা সত্য বা মিথ্যা কর্তৃক  
 নিরূপিত হয় নাই । যাহাকে অস্তি নাস্তি কোনও রূপেই নির্দেশ করা  
 যাইতে পারে না । তাহা সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত । সেই কল্পিত অথচ  
 ঈশ্বরশ্রুতি অনির্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া শক্তি ও  
 প্রকৃতি নামে কথিত হইয়াছে । পরমেশ্বর সেই উভয় পদার্থ হইতেই ভিন্ন ।  
 এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা, আকাশই নামরূপের নির্বাহক, যিনি নামরূপভিন্ন  
 এবং নামরূপের নির্বাহক তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য । “ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন  
 আমি নামরূপে বিকার প্রাপ্ত হইব সেই ব্রহ্মই সমুদয় রূপের কল্পনা ও  
 সকলের নাম প্রদান পূর্বক সকলের নামধারণ করত বিত্তমান আছেন ।  
 যে ব্রহ্ম একমাত্র বীজকেই বহুপ্রকার করিয়াছেন” ইত্যাদি । সেই অবিজ্ঞো-  
 পাধ্যুগহিত ঈশ্বরই ব্রহ্ম । একমাত্র আকাশই যেমন ঘটপটাদি উপাধি-  
 টপহিত তদ্বৎ । ঈশ্বর আপনার আত্মভূত ঘটাকাশাদি স্থানায় অবিজ্ঞা কর্তৃক  
 প্রতাপস্থাপিত নামরূপদ্বারা নিৰ্ম্মিত কার্য্যকারণসমষ্টিরূপ উপাধিতে  
 ঘরুক্ত জীবনামক বিজ্ঞানাত্মবাদিগণকে নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালিত করি-  
 তছেন । উক্ত প্রকার অবিজ্ঞকোপাধির পরিচ্ছেদ অল্পসারে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব,  
 সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তি তত্ত্ব কিন্তু পরমার্থদর্শনে এক বা অদ্বিতীয় । তত্ত্বজ্ঞানোৎ-  
 পত্তি হইলে নিরূপাধি হয় স্মৃতন্তঃ পরমার্থদর্শনে পরমাত্মার নিয়ম্য নিয়ামকতঃ

“ন কর্তৃৎ ন কর্ম্মণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রযত্নতে ॥

নানন্তে কন্তুচিং পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ” ॥ ইতি

পরমার্থবাহ্যামীশিতীশিতব্যাদিব্যাবহারভাবঃ প্রদর্শ্যতে । ব্যবহারবাহ্যঃ।  
স্কৃতঃ স্রষ্টাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ । এষ সর্বৈশ্বর এষ ভূতাদিপিতিরেষ ভূতপাল  
এষ সেতুর্কিংশ্বর এষাং লোকানামসন্তোদায় ইতি । তথেশ্বরগীতাষপি—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যত্রাকৃঢ়ানি মায়য়া” ॥ ইতি

ও সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি কোনও রূপ ভেদব্যবহার থাকিতেই পারেনা।  
তাহার উপপত্তি ও হয় না । এ বিষয়ে এতাদৃশী শ্রুতিও দেখা যায় যে জীব  
যখন অস্ত্র কিছুই দেখেনা, শুনিতে পায়না, এমন কি অস্ত্র কিছুই জ্ঞানেনা, তখনই  
জীব বন্ধ হয় । যখন এসমুদায় তাহার আত্মা হয়, আত্মাতিরিক্ত অস্ত্র কিছুই  
দেখেনা অর্থাৎ বজ্জুতে সর্পভ্রম বিনিবৃতিজ্ঞায় আত্মাতে অগৎ-ভ্রম বিদূরিত হয়;  
তখন কে কাহারদ্বারা কোন পদার্থ দেখিবে? এই রূপে পারমার্থিক পরিণতা-  
বাহ্য ব্যাহিক ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাই বেদান্তশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।  
ঈশ্বরগীতাতে ও পরমার্থবাহ্য নিয়োজ্যানিয়োজকভাবনাই এইরূপ কথিত হই-  
য়াছে । যথা প্রভু লোকের নিমিত্ত কর্তৃত্ব বা কর্ম্ম কিছুই সৃষ্টি করেন নাই।  
কর্ম্মফলভোগাদি তিনি সৃষ্টি করেন নাই । এক মাত্র প্রকৃতিই এই সমস্ত  
করিয়া থাকে । পরমাত্মা কখনও কাহারও সৃষ্টি (পুণ্য) বা হৃদৃতি (পাপ)  
গ্রহণ করেন না । অজ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান আবৃত থাকাতেই জন্তগণমোহিত হই-  
তেছে । যতরূপ জীব ব্যবহারবাহ্যই থাকে, পারমার্থিক অবস্থায় পরিণত না  
হয়, তত দিনই জীবের ব্যবহারোপপত্তি হয় । ব্যবহারকালেই ঈশ্বরের  
ঈশ্বর্য শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন । যথা—ইনিই সমস্তের ঈশ্বর, ইনিই ভূতসমূহের  
অধিপতি, ইনিই ভূতসমষ্টির পালক, এং ইনিই লোকের সেতুর ন্যায় বিধায়ক,  
নিয়মপরিপাটীর মর্যাদাস্বরূপ । ভগবদগীতার ও উক্ত হইয়াছে যে “হে  
অজুন, ঈশ্বর সমুদায় প্রাণীর স্বরূপদেহে অবস্থিত আছেন । এং মায়া দ্বারা

সূত্রকারোহপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্তরমিত্যাহ । ব্যবহারাত্তিপ্রায়েণ তু  
ত্যালোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিহানীয়াতাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য-  
প্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াক্রান্তম্ভিত সঙ্গোপাসনেবুপযুক্ত্যত ইতি ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলক্ষেঃ ॥ ১৫ ॥

ইতচ্চ কারণাদনন্তরঃ কার্যম্ভুত, যৎ কারণং ভাবএব কারণম্ভুত কার্যমূপ-  
লভাতে। তদ্যথা সত্যং যদি ঘট উপলভাতে সংস্থ চ তত্ত্বমূপটঃ। ন চ  
নিয়মেনাহিতভাবেহতত্ত্বোপলব্ধির্দৃষ্টা। ন হ্যন্থো গোরন্তঃ সন্ গোভাব এবোপ-

ময়রূপ প্রাণীবর্গকে মোহিত করিতেছেন। ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস দেবও  
পরমার্থাভিপ্রায়েই অভেদ কীর্তন করিয়াছেন। ব্যবহারব্যাপদেশে তিনি  
অভিন্নতা বলেন নাই। ব্যবহারাত্তিপ্রায়েই লৌকিক দৃষ্টান্তোপন্যাস করতঃ  
পরমব্রহ্মের মহাসাগরের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াছেন। এবং সঙ্গ  
উপাসনার উপযোগী বলিয়াই কর্মের প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার পরিণাম  
উল্লেখ করিয়াছেন। ( এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ বর্ণশ্রমবিহিত  
প্রাত্যহিক কর্মের দ্বারা মানসগুণ্ডি করিতে হইবে। তাহাতেই উপাস্তদূরিত  
কর হইবে। তদনন্তর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সৎগুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবে।  
প্রমান যথা—

“আদৌ স্ববর্ণাশ্রমকীর্তিতা ক্রিয়াঃ

কৃত্বা সমাসাধিত শুদ্ধমানসঃ ।

সমাপ্যতৎ পূর্ব্বমুপাস্তসাধনং

সমাশ্রয়ে সৎগুরুমিষ্ট সাধনে” ॥

রামগীতা ৭

সবশুদ্ধিঃ জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমেনেনিতি শেষঃ ॥

ইতি করতরুঃ ॥ ১৪ ॥

কার্যাকারণের একোয় প্রতি হেতুস্তরপ্রদর্শন করা যাইতেছে। কারণসম্ব-  
ন্ধি অবশুন্ভাবী, কারণব্যতিরেকে কার্যোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। ঘটপটাদিও  
হার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুক্তিকা থাকিলেই ঘটের অথবা তত্ত্বসম্বন্ধেই পটের উৎ-  
ত্তি হয়। যুক্তিকা না থাকিলে বা তত্ত্ব না থাকিলে ঘট বা পট কিছুই হয় না।



লভ্যতে । ন চ কুলালভাব এব ঘট উপলভ্যতে সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে  
হস্তাৎ । নবস্ত্যভাবেহ্যাত্মোপলব্ধিনিয়তা দৃশ্যতে, যথাহ্মিত্যাব এব ধূমস্তেতি ।  
নেতৃত্বাচ্চ । উদ্যাপিতেহ্যাত্মো গোপালঘটিকাধিধারিতস্ত ধূমস্ত দৃশ্যমানত্বং ।  
অথ ধূমং কয়াচিদবস্থয়া বিশিষ্টত্বাৎ ঈদৃশো ধূমো নাসত্যম্ভো ভবতীতি, নৈবমপি  
কশ্চিদোষঃ । তস্তাবাহুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োজনস্তত্ত্বে হেতুঃ ব্যং  
বদামঃ । ন চাসাবয়মধূময়োবিজ্ঞতে । ভাবাচ্চোপলব্ধিরিতি বা হৃত্বম্ । ন  
কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণয়োজনস্তত্ত্বং, প্রত্যক্ষোপলব্ধেৰ্ভাবাচ্চ তয়োবনস্ত-  
মিত্যর্থঃ । ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণয়োজনস্তত্ত্বে । তৎস্বাধা তত্ত্ব-  
সংস্থানে তত্ত্বব্যতিরেকেণ পটো নাম কার্য্যং নৈবোপলভ্যতে, কেবলান্ত তদ্ব-  
আতানবিতানবস্তুঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যস্তে । তথা তদ্বৎসংশবোহস্তদ্ব তববস্থাঃ ।  
অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লককানি জ্ঞাপি রূপাণি ততো বায়ুমাত্রমাকশ-

( ঘটোৎপত্তির প্রতি মৃত্তিকা সমবাযি কারণ, পটোৎপত্তির প্রতি তত্ত্ব সমবাযি  
কারণ ) । একপদার্থের অস্তিত্বাবস্থায় পদার্থান্তরের অমুপলব্ধি স্বতঃপ্রসিদ্ধ ।  
অন্যসন্দর্শনে যেমন গরুর উপলব্ধি হয়না, তদ্বৎ অন্যপদার্থদর্শনে অন্যের উপলব্ধি  
হইতে পারে না । ঘটোৎপত্তির প্রতিকুলান ( কুন্তকার ) নিমিত্তকারণ হইলে  
কুলানের বিজ্ঞমানাবস্থায় ঘটেব উপলব্ধি নিয়মিতরূপ হইতে পারেনা । এক পদা-  
র্থের সত্ত্বাবে অপর পদার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন অগ্নিলিঙ্গ সন্দর্শনে ধূমসত্ত্বা অমু-  
মিত হইয়া থাকে । এইরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়না, কেননা ইহা নিষে-  
দনহে । স্থল বিশেষে ( গোপালঘটিকাদিতে ) নির্ঝানায়িত্তেও ধূমসন্দর্শন হয় । ঘটি  
বল, ধূমহস্তবিশেষে বিশেষণবিশিষ্ট স্বীকার করিলেই উপপত্তি হয় । অত্যা-  
ভাবে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম থাকেনা, অগ্নি থাকিলে অবিচ্ছিন্নমূলধূমই থাকে । একেত্র  
আমরাও তাহা স্বীকার্য্য বলিয়া মনে করি । কেননা ইহাতে কোনও দোষ  
শঙ্কা নাই । তস্তাবাহুরক্তা বুদ্ধিকে কার্য্যকারণের অনান্তত্ত্ব হেতু বসিয়া  
আমরাও বলি । কিন্তু তাদৃশী বুদ্ধি অগ্নিধূমে বিজ্ঞমানা থাকে না । অথবা  
“ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ” এইপ্রকারই হৃত্ব । হৃত্বার্থ এই যে, কার্য্যকারণের অনন্যত্ব  
কেবল শাব্দৈকগম্য নহে । তাহা প্রত্যক্ষও উপলব্ধি হয় । তত্ত্বসমস্তির স্বাধা-  
যতভাবে বিন্যাস ব্যতীত বস্ত্র নামে পুণক্ কোন কার্য্য নাই, আতানবিতান ভাবে

মাত্রাধিক্যম্বেয়ম্। ততঃ পরং ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্। তত্র সৰ্ব্বপ্রমাণানাং  
নিষ্ঠামবোচাম ॥ ১৫ ॥

### সত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

ইতচ্চ কারণাং কার্যাত্মনন্তত্বঃ যৎকারণং প্রাপ্তংপন্তেঃ কারণেন্ননৈব কারণে  
স্বত্বমবরকালীনস্য কার্যাত্ম শ্রয়তে, সদেব-সোম্যোদমগ্র আসীৎ, আয়্রা বা ইদমেক  
এবাগ্র আসীৎ, ইত্যাদাবিদংশদগৃহীতস্ত কার্যাত্ম কারণেন সামানাদিকরণ্যাৎ।  
যচ্চ যদায়না যত্র ন বর্ততে ন তৎ তত উৎপত্ততে, যথা সিকতাভাস্তৈলম্। তন্মাৎ  
প্রাপ্তংপন্তেরনন্তত্বত্বংপরমপ্যননাদেব কারণাং কার্যামিত্যবগম্যতে। যথা  
চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সৎ ন ব্যভিচরতি, এবং কার্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু  
সৎ ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সৎ, অতোহপ্যনন্তত্বং কারণাং  
কার্যাত্ম ॥ ১৬ ॥

কতকগুলি সূত্রই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। তদ্বৎ সূত্রে অংশ এবং অংশতে তদবয়-  
বই প্রত্যক্ষ হয়, অন্ত কিছুই দেখা যায় না। এবমুত প্রত্যক্ষোপলব্ধি দ্বারা  
লোহিতশুক্লকৃষ্ণাত্মকরূপত্রয়ের এবং তাহাতেই বায়ুমাত্রার ও আকাশ  
তন্মাত্রার অহুমান করিবে। তদন্তর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই অহুমিত হইবে।  
সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সর্ব প্রপঞ্চের সমাপ্তিস্থানীয় ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

বক্ষ্যমাণ শ্রুতি হইতেও কার্যাকারণের অনন্যত্ব বুঝা যায়। উৎপত্তির  
পূর্বে জগৎ কার্যের কারণে কারণাকারে থাকার উল্লেখ শ্রুতিতে আছে,  
এই হেতুতেও কার্য কারণ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়না। শ্রুতি যথা, “হে পৌম্য! এ  
সকল অগ্রেই বিদ্যমান ছিল, সৃষ্টির পূর্বে এই সমস্ত একমাত্র আত্মাই ছিল”।  
উল্লিখিত শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদমশব্দবাচ্য জগতের একাদিকরণ্যের  
উল্লেখ থাকার কার্যাকারণের একতাই প্রতীতি হয়। যে পদার্থ যদাদিকরণে  
যজ্ঞপে নাই সেই পদার্থ হইতে তাহা তজ্ঞপে জন্মে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বালুকা  
হইতে তৈলোৎপত্তি অসম্ভব ইহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব কার্য  
যেমন উৎপত্তির পূর্বে কারণের সহিত অভিন্ন, তজ্ঞপ উৎপত্তির পরেও অভি-  
ন্নই। যেমন সর্বদাই কারনীভূত ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই, সেই-

অসদ্ব্যপদেশোন্নেতি চেন্ন ধর্মাস্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

নহু কচিদসদ্ব্যপি প্রাপ্তংপত্তে: কার্যাত্ত ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইতি, অসদা ইদমগ্র আসীৎ ইতি চ । তন্মাদসদ্ব্যদেশান্ন প্রাপ্তংপত্তে: কার্যাত্ত সৰ্বমিতি চেৎ, নেতি ক্রমঃ । ন হ্রয়মতাস্তাসম্বাতিপ্রায়েণ প্রাপ্তংপত্তে: কার্যাত্তাসদ্ব্যপদেশঃ । কিং তর্হি । ব্যাকৃতনামরূপত্বাদ্ব্যাকৃতনামরূপত্বঃ ধর্মাস্তরম্ । তেন ধর্মাস্তরেণাসদ্ব্যপদেশঃ প্রাপ্তংপত্তে: সত্ এব কার্যাত্ত কারণ-রূপেণানন্তত্ব । কথমেতদবগম্যতে । বাক্যশেষাৎ । যত্নপক্রমে সন্ধিগ্ধার্থং বাক্যং তচ্ছবদেব নিশ্চীয়তে । ইহ চ তাবৎ অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইত্য-সচ্ছব্দেনোপক্রমে নির্দিষ্টং যৎ তদেব পুনস্তচ্ছব্দেন পরায়ুশ্চ সন্নিতি বিশিনষ্টি তৎ

রূপ কার্যভূত জগতের ও ত্রৈকালিক সত্তার অব্যতিচার অক্ষুন্ন । যেহেতু সত্তা এক, এই হেতু কার্যাকারণও এক ॥ ১৬ ॥

স্থলবিশেষে শ্রুতি উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অবিদ্যমানতা বলিয়াছেন । যথা শ্রুতি,—“এসমুদায় পূর্বে অসৎ ছিল” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বলে উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকিতে পারি না, যদি এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ উপস্থিত হন এতদন্তরে বক্তব্য, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে । যেহেতু ঐ শ্রুতিতে যে অস্তাবপদ আছে উহা অস্ত্যস্তাতাবপদ নহে । ব্যক্ততা প্রাপ্ত নামরূপাপেক্ষা অব্যক্ত নামরূপের ব্যবহারিক বিভিন্নতার প্রতিপাদকমাত্রই ইহার অর্থ । তদমুযায়ী এবম্বিধ উল্লেখ । বস্তুত শ্রুতির অর্থ এই যে ক্রিয়াকূট উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে থাকায় কারণ হইতে পৃথক্ নহে । উৎপন্ন হইলে তাহাতে ব্যক্ততা ধর্মের আগমন হয় সুতরাং তাহার ব্যবহারও ভিন্ন প্রকার হয় । জগৎ অব্যক্তছিল এই অভিপ্রায়েই “অসৎ” এইরূপ বলা হইয়াছে । ইহা সুস্পষ্টরূপেই এই প্রস্তাবের শেষ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় । আরম্ভবাক্য সন্ধিগ্ধ হইলে বাক্যশেষদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় । ( সন্ধিগ্ধবাক্যশেষাৎ ) । ( অক্লান্তকরা উপদেষাতি ইত্যত্র সম্মেহে তেজোবৈদ্যুতামিতি দর্শনাৎ স্বতেনৈবাত্যন্তান্যম্ ইতি মাধবাচার্য্যঃ ) । অতএব অগ্রে এসকল অসৎই ছিল এই আশঙ্ক্য শ্রুতিতে যাহাকে “অসৎ” বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে, বাক্য-পেবে তাহাকেই সৎ বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে । যথা “সদেবাসীৎ” বাহা অত্যন্ত অসৎ অথবা শশশৃঙ্গের গ্রাম অলীক তাহাতে পূর্বাপর কাল সম্বন্ধ

সদাসীৎ ইতি । অসতশ্চ পূৰ্ণাপরকালাসম্বন্ধাদাসীচ্ছবানুপপত্তেচ্চ । অসদা ইদমগ্র আসীৎ, ইত্যত্রাপি তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি বাক্যশেষে বিশেষণান্নাত্মা-  
সব্দম্ । তস্মাৎ ধৰ্ম্মান্তরেণৈবায়মসব্যপদেশঃ প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যত্বাৎ । নামরূপ-  
ব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছবাহং লোকে প্রসিদ্ধং, অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাদসদি-  
বাসীদিত্যুপপত্ত্যতে ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

যুক্তেচ্চ প্রাপ্তংপত্তেঃ কার্যস্য সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে । শব্দান্তরাচ্চ ।  
যুক্তিস্তাবধৰ্গতে । দধিঘটরুচকাত্তিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমুক্তিকা-  
সুবর্ণাদীহ্ম্যপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে । ন হি দধার্থিভিমুক্তিকোপাদীয়তে,  
ন ঘটাত্তিভিঃ ক্ষীরম্ । তদসংকার্যবাদেনোপপত্ত্যতে । অবিশিষ্টে হি প্রাপ্তং-

কিপ্ৰকারে হইতে পারে ? “অসদা আসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ পদ যে অত্যন্তা-  
ভাবপর নহে তাহা “আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন” এই বাক্যশেষ  
দ্বারাই নির্ণয় করা যায় । এতাবতাপ্রবন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়  
যে, এই অসম্বাদ ধৰ্ম্মান্তর ঘটিত । লোকপ্রসিদ্ধনামরূপী বস্তুকেই “সৎ” বলা  
যায় । ইতঃপূর্বে ইহার স্পষ্ট কোনও নাম ছিল না সেই জন্যই শ্রুতি লৌকিক  
বাক্য অনুবাদ করিয়া এই সকল সৎ ছিল ইত্যাদিরূপমোপধবাক্য প্রয়োগ  
করিয়াছেন । “অসদেব” এই শ্রুতিতে ইহ শব্দার্থে এব শব্দ প্রয়োগ  
হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

যুক্তি দ্বারাও কার্যাকারণের অভিন্নতা এবং উৎপত্তির পূর্বে কার্যের বিভ্র-  
মানতা জানা যায় । শব্দান্তর দ্বারাও তাহা অবগত হওয়া যায় । প্রথমতঃ  
যুক্তিদ্বারা কিপ্রকারে অভিন্নতা প্রমাণ করা যাইতে পারে যায় তাহাই বুঝান  
যাইতেছে । যাহারা দধি, ঘট কিম্বা রুচকাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে  
তাহারা হৃৎ, মুক্তিকা এবং সুবর্ণ প্রভৃতি নির্দিষ্ট উপাদানই প্রথমতঃ গ্রহণ করিয়া  
থাকে । যৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করেন না । দধিলিপ্সু মুক্তিকা বা ঘটলিপ্সু  
হৃৎপ্রাদি গ্রহণ করেন না । অবশিষ্ট স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অসম্বাদে সম্ভবে না । যদি  
কোনও রূপ বৈলক্ষণ্যই না থাকিলে তাহা হইলে হৃৎ হইতে দধি উৎপন্ন না হইয়া  
বস্তুস্তরের উৎপত্তি হয় না কেন ? মুক্তিকা হইতেই বা দ্রব্যান্তরোৎপত্তি না হইয়া

পক্ষে: সর্বত্র সর্বভাসে কস্মাৎ কীরাদেব দধ্যুৎপত্ততে ন মৃত্তিকায়ঃ, মৃত্তিকায়  
এব চ ঘট উৎপত্ততে ন কীরায়ঃ । অথাবিশিষ্টেহপি প্রাগসঙ্গে কীর এব দ্যুঃ  
কশিদতিশয়ো ন মৃত্তিকায়ঃ, মৃত্তিকায়াদেব চ ঘটস্ত কশিদতিশয়ো ন কীর  
ইত্যাচ্যোত, তর্জি, অতিশয়বস্বাৎ প্রাগবস্থায় অসংকার্যবাদহানি: সংকার্যবাদ-  
সিদ্ধিঃ । শক্তিঃ কারণস্ত কার্যনিয়মার্থী কল্প্যমানা নাত্মা নাপ্যসত্যী বা কার্যং  
নিয়চ্ছেৎ, অসম্ভাবিশেষাদন্ত্রসংশোধিত । 'তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তি: শক্তেশা-  
ভূতং কার্যম্ । অপি চ কার্যাকারণয়োর্দ্ব্যগুণাদীনাঞ্চাংশমহিববন্তেনবুদ্ধ্যভাবাৎ  
তাদাত্ম্যমভ্যুপগম্যম্ । সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িত্তি: সম্বন্ধেভূ-

ঘটোৎপত্তিঃ হয় কেন ? দুষ্ক হইতে ঘটোৎপত্তি না হইবার কারণ কি ? যদি এই  
প্রকার বল যে, কার্য থাকা বা না থাকা নিয়মিত নহে । কারণ সম্বন্ধে সেইরূপ  
বিশেষ কোনও নিয়ম নাই । কেবল দধি সম্বন্ধীয় কোনও অপূর্ণ ( যে শক্তি দ্বারা  
দধিই জন্মিতে পারে ) দ্বন্ধে থাকে ইহা মৃত্তিকার নাই । সেইরূপ ঘটসম্বন্ধীয়  
অতিশয় ( ঘটজনক শক্তি বিশেষ ) মৃত্তিকাতেই থাকে, তাহা দ্বন্ধে থাকে না ।  
সেই নিবন্ধনই ব্যাৎক্রমে কার্য হইতে পারে না । এপ্রকার বলিলে নিশ্চয়ই  
অসংকার্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সংকার্যবাদই সংশোধিত হইবে যেহেতু প্রথমা-  
বস্থায় কোনও এক বৈজাত্য স্বীকার করা যাইতেছে । অতিশয় শব্দের অর্থ  
শক্তিবিশেষ তাহা কারণকূটে অবস্থিতি পূর্বক কার্যের নিচমন করে । বাহাতে  
তাদৃশী শক্তি নাই তাহা কার সামগ্রীতেও নাই । সুতরাং কার্যও তদ্ব্যবহিতে  
পারে না । যদি শক্তি কার্য কারণ হইতে পৃথক হইত তাহাহইলে কার্যের  
নিয়মক হইতে পারিত না । অসম্বন্ধ ও অনন্তত্বের কোনও বৈলক্ষণ্য না থাকা  
প্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য হইত ইহার কোনও একটা নিরূপিত নিয়ম থাকিত না ।  
সুতরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য শক্তিরই স্বরূপ এই কথা অবশ্যই  
স্বীকার করিতে হইবে । অথও মহিবে যেমন অত্যন্ত পার্থক্য আছে, তৎ  
পার্থক্য কার্য বা কারণে, তত্তৎ এব্যে বা তত্তৎগুণে প্রতীতি হইতে পারে না,  
যেহেতু ইহাতে ভেদ বুদ্ধি জন্মে না । সেই হেতুই কার্য কারণের অভেদ অবশ্য  
স্বীকার্য । বাহারা অভেদপ্রত্যায়ক সমবায়সম্বন্ধের ( অবয়বাবয়বিনো: ক্রিয়া  
ক্রিয়াবতো: গুণ গুণিনো: সম্বন্ধ: সমবায়: ) কল্পনা করেন তাহাদের সমবায়ি-

পগম্যামানে তত্ত্ব তত্ত্বাহন্তোহন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পনিতব্য ইতানবস্থাশ্রয়ঃ । অনভ্য-  
পগম্যামানে বা বিচ্ছেদশ্রয়ঃ । অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যেবাপরং  
সম্বন্ধঃ সম্বধ্যতে, সংযোগোহপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যেব সমবায়ঃ সম্ব-  
ধ্যত । তাদান্ব্যপ্রতীতেষু দ্রব্যগুণাদীনাং সমবায়কল্পনানর্থক্যম্ । কথঞ্চ কার্য্য-  
মবয়বি জ্ঞ্যং কারণেষবয়বদ্রব্যোষু বর্তমানং বর্ত্তেত কিং সমন্তেষবয়বেষু বর্ত্তেতোত  
প্রত্যবয়বম্ । যদি তাবৎ সমন্তেষু বর্ত্তেত ততোহবয়বাত্মপল্লিঃ প্রশজ্যেত,  
সমস্তাবয়বসম্বন্ধকর্ষশক্ত্যাত্ । ন হি বহুত্বং সমন্তেষাপ্রয়োষু বর্ত্তমানং যান্ত্রাশ্রয়-  
গ্রহণেন গৃহ্যতে । অথাবয়বশঃ সমন্তেষু বর্ত্তেত, তদাপ্যারম্ভকাবয়বব্যাতিরেকেণাব-  
য়বিনোহবয়বাঃ কল্মায়ন্ যৈরবয়বৈরারম্ভকেষবয়বেষবয়বশোহবয়বী বর্ত্তেত ।

দ্রব্যের সহ তৎ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সম্বন্ধান্তর থাকে এবং সেই সম্বন্ধ সিদ্ধির  
জন্য অন্য সম্বন্ধের স্বীকার করিতে হয় । এবিধ সম্বন্ধ স্বীকারে অনবস্থা  
দোষ দাঁড়াইয়া পড়ে । এবং তাদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে আদৌ বিশিষ্ট  
বুদ্ধিই হইতে পারে না ।

সমবায় সম্বন্ধ বিশেষ,—

( ঘটাদীনাং কপালাদৌদ্রব্যোষু স্তমককর্ণণোঃ ।

তেষুজাতৈস্ত সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ভাষা পরিচ্ছেদ । )

তৎকারণেসম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকেনা এইপ্রকার বলিলে, আমরাও  
বলিতে পারি যে, সংযোগও একটা সম্বন্ধ স্বরূপ, সুতরাং সে সমবায় সম্বন্ধের  
অপেক্ষা করে না । বাস্তবিক দ্রব্য, গুণাদিতে এবং উপাদান-উপাদেয়ে তাদান্ব্য  
( অভেদ ) প্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থান্তরের প্রতীতি হয়না ।  
তাদান্ব্য প্রতীতিদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে সমবায় কল্পনা নিশ্চয়োজন । জিজ্ঞাসা-  
করা অসঙ্গত হইবেনা যে, কারণরূপ অবয়বদ্রব্যে যে কার্য্যরূপী অবয়বী বিস্ত-  
মান থাকে, তাহা কি স্বরূপসম্বন্ধে তাদৎ অবয়বে অথবা অংশক্রমে প্রত্যয়বে ?  
প্রথম পক্ষে দোষ এই যে স্বরূপতঃ বাবদবয়বে থাকিলে অবয়বীর একটা অন্তত্ব  
হইতে পারেনা । কেননা সমস্ত অবয়বের সন্নিবর্ত্ত হয়না । ( চাক্ষুষ সংযোগ-  
বিশেষেরনাম সন্নিবর্ত্ত ) অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিতেহইবে যে, বহুত্ব যেমন

কোশাধরব্যতিরিক্তৈর্হ্যবয়বৈরসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি, অনবস্থা ৫১বং প্রসজ্যেত, তেহু তেষবয়বেষু বর্ত্তয়িতুম্‌ষ্যামবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ । অথ প্রত্যবয়বং বর্ত্তেত তদৈকত্বং ব্যাপারেহন্যাভাব্যাপারঃ স্যাৎ । ন হি দেবদত্তঃ ক্ষুদ্রে সন্নিবীৰ্যমান-  
 ত্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিবীৰ্যতে, যুগপদনেকত্বং বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাদ্‌দেবদত্তত্বজ্ঞ-  
 দত্তোর্যিব ক্ষুদ্রপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ । গোত্বাদিবং প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেরদোষ  
 ইতি চেৎ, ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ । যদি গোত্বাদিবং প্রত্যেকং পরিসমাপ্তো-  
 বয়বী ত্বাৎ । যথা গোত্বং প্রতি ব্যক্তিপ্রত্যকং গৃহ্যতে এবমবয়ব্যপি প্রত্যবয়বং  
 প্রত্যকং গৃহ্যেত, ন চৈবং নিয়তং গৃহ্যতে । প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ চাবয়বিনঃ  
 কার্যোপাধিকারাৎ তন্ত চৈকত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্ধ্যাৎ উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্ ।

বহু আশ্রয়ে পর্যাণ্ড বলিয়াই একটা আশ্রয়ের জ্ঞানে বহু আশ্রয়ের জ্ঞান হয়না, সেইরূপ একাবয়ব দর্শনে সমস্তাবয়ববৃত্তি অবয়বীয় জ্ঞান হইতে পারেনা । স্বরূপতঃ না থাকুক অংশে অংশে সমস্তাবয়বে বৃত্তিমান হয় বলিলেও আরম্ভক অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বের কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু সেইকল্পনাতেও অনবস্থা ঘোষ পূর্ববৎ থাকিয়াই যায় । যে হেতু তত্তদবয়বে বৃত্তিমান হইবার জন্ত তত্ত্বিরে তত্ত্বিন্ন অবয়বের কল্পনা করিতে হয় । যেমন অন্তের অবস্থিতির জন্ত হস্তা বয়-  
 বের । দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আবশ্যক নাই । সেইরূপ কার্য্য নামক অবয়বী ও অংশ ক্রমে কারণ নামক অবয়ব সমূহে থাকে এইরূপবলিলে একাবয়বের ব্যাপার কালীন অভাববয়বের ক্রিয়া হয়না কেন তাহা বলিতে হইবে । একটা দৃষ্টান্তোপপত্তাস দ্বারা বুঝান বাইতেছে । যেমন একই দেবদত্ত ক্ষুদ্রদেশে উপস্থিত থাকিয়া সেই দিবসেই পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে বা থাকিতে পারেনা তৎ । ( হস্তক্রিয়া সমকালীন পাদক্রিয়া স্তম্ভপন্ন হইতে পারেনা ) । একসময়ে উভয়-  
 দেশে উপস্থিত থাক। দুই ব্যক্তি ভিন্ন একব্যক্তির সম্ভবপর নহে । গোত্বপ্রতি যেমন প্রত্যেক গো ব্যক্তিতে থাকে অথচ বহুত্বের ব্যাঘাত হয়না ।

( গবাদি চোদনা নৌমা ভাতিব্যাক্ত্যোন্নয়নির্ণয়ঃ )

আনন্ত্যব্যক্তিচারাভ্যাং নব্যক্তিরিতি নির্ণয়ঃ )

জ্ঞানমালা ।

এইস্থলে ও তৎ হইবেক, বহুত্ব দোষ হইবেনা এইরূপও বলাযায়না । কেননা

ন চৈবঃ দৃশ্যতে । প্রাপ্তপত্তেশ্চ কার্যান্তাসম্ব উৎপত্তিরকর্জ্জ্বা নিরাস্মিকা চ  
 জ্ঞাৎ । উৎপত্তিচ্চ নাম ক্রিয়া সা সকর্জ্জ্বৈব ভবিতুমহতি গত্যাদিবৎ । ক্রিয়া  
 চ নাম জ্ঞাৎ অকর্জ্জ্বা চেতি বিপ্রতিষিধ্যোক্ত । ঘটন্ত চোৎপত্তিক্রিয়ামানা ম  
 ঘটকর্জ্জ্বা কিং তর্হি অজ্ঞকর্জ্জ্বেকেতি কল্পা জ্ঞাৎ । তথা কপালাদীনামপ্যুৎপত্তি-  
 ক্রিয়ামানাহজ্ঞকর্জ্জ্বৈব কল্পোক্ত । তথা চ সূতি ঘট উৎপত্তত ইত্যুক্তে কুলালাদীনি  
 কারণাম্যুৎপত্তস্ত ইত্যুক্তং জ্ঞাৎ । ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনা-  
 ম্যুৎপত্তমানতা প্রতীয়তে, উৎপত্তপ্রতীতেচ্চ । অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ  
 এষোৎপত্তিরাঞ্জলাভশ্চ কার্য্যভেতি চেৎ, কথমলঙ্কারকং সম্বোধেতেতি বক্তব্যম্ ।  
 নতোহি স্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্কা, অভাবস্ত চ নিরূপাধ্যত্বাৎ ।

প্রদর্শিত স্থলে সেইরূপ প্রতীতি হয়না ( গোছ যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ  
 হয়, অবয়বী কিন্তু প্রত্যেক অবয়বে সেইরূপ প্রত্যক্ষ গোচর হয়না । ইহা দ্বারা  
 বুঝা যাইতেছে যে, অবয়বী গোছ জ্ঞাতির জ্ঞায় প্রত্যবয়বে বিশ্রাস্ত নহে । একই  
 অবয়বী যদি গোছাদির জ্ঞায় সম্ভাবয়বে স্থিত থাকিত তাহা হইলে তাহার  
 সর্বত্র সমভাবে কার্য্যক্ষেত্র থাকিত । শৃঙ্গের দ্বারা শুনের কার্য্য এবং বন্ধের  
 দ্বারা পৃষ্ঠ দেশের কাজ চলিত । কিন্তু অজ্ঞপরিণাম লোকে এইরূপ ক্রিয়া  
 দেখা যায় নাই ।

কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে থাকেনা, কোনও রূপে থাকেনা, একরূপ হইলে  
 উৎপত্তির কর্ত্তাও থাকেনা এবং উৎপত্তিপদার্থটাও নিরাকার হইয়া পড়ে ।  
 বিচার করিয়া দেখ উৎপত্তিপদার্থটা কি । উৎপত্তি কিনা এক প্রকার ক্রিয়া-  
 বিশেষ । যখন ক্রিয়া বলিলে অবশ্যই তাহার একটা কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবে,  
 কেননা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া হইতে পারেনা । ঘটের উৎপত্তি বলিলে ঘটকর্জ্জ্ব উৎ-  
 পত্তি এইরূপ অর্থ হয়না, কিন্তু অজ্ঞ কর্ত্ত্বক ঘটোৎপত্তি এইরূপই বুঝা যায় । কপা-  
 লের উৎপত্তি বলিলে বুঝিতে হইবে যে অজ্ঞকর্জ্জ্ব কপালের উৎপত্তি হইতেছে,  
 ঘট জন্মিতেছে এইরূপ প্রয়োগ করিলে কুন্তকার হইতেছে এই প্রকার বুঝায় না ।  
 যেহেতু ঘটোৎপত্তি শব্দে কুলালাদির উৎপত্তি প্রতীতি হইতে পারেনা । কেবল  
 শব্দ উৎপত্ত্যরই প্রতীতি হয় । কারনীভূত ত্রয়ো কার্য্যের সত্তা সম্বন্ধ হইলেই  
 কার্য্যের উৎপত্তি ও স্বরূপনিম্পত্তি হয় । এই প্রকার মীমাংসার উৎপত্তি হইলে



প্রাণুংপত্তেরিতি মর্যাদাকরণমহুপপন্নম্ । সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্যাদা দৃষ্টা নাভাবত্ । ন হি বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূৰ্ণবর্ষপোহভিষেক-  
 দিতোবজ্রাভীরকেন মর্যাদাকরণেন নিরূপাখ্যো বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি  
 ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যাতে । যদি চ বক্ষ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূৰ্দ্ধমতবিদ্যাং  
 তত ইদমপি উপাপংক্তত কার্য্যভাবোহপি কারকব্যাপারাদূৰ্দ্ধং ভবিষ্যতীতি ।  
 বসন্ত পশ্চামো বক্ষ্যাপুত্রস্ত কার্য্যভাবস্ত চাভাবত্বাবিশেষবাৎ । যথা বক্ষ্যাপুত্রঃ  
 কারকব্যাপারাদূৰ্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্যভাবোহপি কারকব্যাপারাদূৰ্দ্ধং ন  
 ভবিষ্যতীতি । নদ্বৈবং সতি কারকব্যাপারোহনর্থকঃ প্রসজ্যোত, যদৈব হি প্রাক্-  
 সিদ্ধত্বাৎ কারণস্ত স্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিৎপ্রায়তে এবং প্রাক্সিদ্ধত্বাৎ তদনন্ততচ্চ

জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যাহার কোনও স্বরূপ নাই কিরূপে তাহার সম্বন্ধ ঘটনা  
 হইতে পারে ? বিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, বিদ্যমান  
 পদার্থের সহিত অবিদ্যমান পদার্থের অথবা উভয় অবিদ্যমান পদার্থে আদৌ  
 একটা সম্বন্ধই হইতে পারেনা । অতাব পদার্থ মিথ্যা স্ততরাং তাহা উৎপত্তির  
 পূর্বে এইরূপ সীমান্বানবর্তী হইতে পারেনা । যেহেতু যাহা সং, যাহা বিদ্যমান  
 আছে তাহাকেই সীমান্বানীয় করা যাইতে পারে । গৃহাদি বস্তু সং, সেইজন্তই  
 গৃহাদি সীমা স্থানীয় হয় । অসং বা অভাবের কখনও একটা সীমা হইতে  
 পারেনা । রাজা পূৰ্ণবর্ষের অভিষেকের পূর্বে বক্ষ্যাপুত্র রাজ্য শাসন করিয়া-  
 ছিল এইবাক্য যেমন সর্লৈবমিথ্যা উল্লিখিতবাক্যও তৎ সর্লৈবশে অলীক ।  
 কারকব্যাপারের পরে যদি বক্ষ্যাপুত্রহর বা থাকে তাহা হইলে কার্য্যভাবও  
 কারকব্যাপারের পরে হইতে পারে বা থাকিতে পারে । কিন্তু কারক ব্যাপা-  
 রের উর্দ্ধে বক্ষ্যাপুত্র ও অসং, কার্য্যভাবও অসং । যদি এপ্রকার বল যে সংকার্য্য  
 পক্ষে কারক ব্যাপারের অনর্থক্য হয় অর্থাৎ যাহা আছে কর্তা তাহার আর কি  
 করিবে ? যেমন পূর্লৈ সিদ্ধ কারণের স্বরূপ নিশ্চিন্তির জন্য কোনও ব্যক্তি প্রবৃত্ত  
 করেনা । সেইরূপ কার্য্যের জন্ত ও যত্নবান্ না হওয়াই উচিত । কার্য্য সম্পন্ন  
 হইলে আর কাহার জন্ত যত্ন করিবে । চক্রবর্ত্ত প্রভৃতি কারকের আরোজনেরই  
 বা আরোজন কি ? তদ্বিষয়ে চেষ্টারই বা আর আবশ্যক কি ? স্ততরাং স্বীকার  
 করিতে বাধ্য যে কারক ব্যাপার কার্য্যোৎপত্তির পূর্লৈ থাকেনা । ইহা পরেই

কার্যস্বরূপপ্রসিদ্ধয়েহপি ন কচ্চিৎকাপ্রিয়েত ব্যাপ্রিয়েতে চ। অতঃ কারকব্যাপারার্থবস্তুর মজ্জামহে প্রাপ্তংপন্তেরভাবঃ কার্যাত্তেতি। নৈব দোষঃ। যতঃ কার্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপরতঃ কারকব্যাপারত্বার্থবস্তুমূপপত্ততে। কার্যাকারোহপি কারণত্বাভূত এব, অনাস্বভূতত্বানারভ্যাদিত্যভিনি। ন চ বিশেষ-দর্শনমাত্রেণ বস্তুত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ শঙ্কোচিতহস্তপানঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোহপি বস্তুত্বং গচ্ছতি, স এবতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথা প্রতিদিনমনেকসংস্থানানামপি পিতৃদীনানং ন বস্তুত্বং ভবতি, মম পিতা মম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। জন্মোচ্ছেদনান্তরিতত্বাৎ তত্র তত্র বৃত্তং নাশ্তত্রোতি চেৎ, ন, কীরাদীনামপি দধ্যাত্তাকারসংস্থানস্ত প্রত্যক্ষত্বাৎ।

হয়। এতদ্ব্তরে বস্তব্য এইযে কার্যাদ্রব্য থাকিলেও কারকের আয়োজন এবং সেই সমুদায়ে ক্রিয়াবোগ দোষনীয় বা নিরর্থক নহে। কার্য অবশ্ত থাকে এই কথা স্বীকার করি কিন্তু কার্য কার্যাকারে থাকেনা। যেহেতু কার্যাকারে থাকে না সেইহেতুই কার্যাকারিতা সম্পাদনার্থ কারক ব্যাপারের আবশ্তকহয়, ইহা স্বীকার্য। কারক ব্যাপার কার্যাকার প্রাপ্ত করার। সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে। সেইকার্যাকারও কারণের স্বরূপসন্নিবিষ্ট। যে দ্রব্য বাহার স্বরূপনির্ভাহক নহে, তাহা তাহার আরভ্য ও নহে। এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আকৃতিগত বিভিন্নতা দ্বারা বস্তুর বিভিন্নতা হইতে পারেনা। যদি আকৃতিগত বৈলক্ষণ্যাদুসারেই বস্তুবৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইত তাহা হইলে একই মহত্ব সময়ে হস্তপদসংকুচিত করিয়া অন্য সময়ে হস্তপদাদি প্রসারণ পূর্বক পরিদৃশ্যমান হওয়ার তাহার বিভিন্নতা প্রতীতি হইত কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া মহত্ব এক ইহাই প্রতীতি হয়। পূর্বসংকুচিত হস্তপাদবিশিষ্ট মাহুই অধুনা হস্তপদাদি প্রসারিত করিয়াছে ইহা প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণসিদ্ধ। প্রত্যাহই পিতামাতা প্রভৃতি স্বতন্ত্রাকারে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন কিন্তু সেই পিতাদি যে নিত্য নূতন এমন নহে। বিভিন্নাকার দর্শন কালেও আমার পিতা আমার মাতা আমার ভ্রাতা এবিধ প্রকারেই জ্ঞান হয়। প্রতিদিন পিতাদি দেহের পরিবর্তন হইতেছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যাহ তাহার জন্মও উচ্ছেদ হয়না। যে যেহু পিতাদি শরীর অতির সেইহেতু তাহা জন্মও উচ্ছেদশূন্য ইহা অবশ্ত স্বীকার্য।

অদৃশমানানামপি ঘটানাদীনাং সমানজাতীয়বস্তুবাস্তুরোপচিৎতানামভূতাদিভাবেন  
দর্শনগোচরতাপত্তৌ জল্পসংজ্ঞা তেষামেবাবয়বানাং অপচয়বশাদদর্শনতাপত্তা-  
বুদ্ধেসংজ্ঞা । তত্তেদৃক্জ্ঞানোচ্ছেদান্তরিতত্বেন চেদসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতচ্চাসত্ত্বা-  
পত্তিঃ, তথা সত্ত্বি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ । তথা বাণ্যযৌবন-  
হাবিরেষুপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিতৃাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ । এতেন কণ্ডভঙ্গবাদঃ  
প্রতিবলিতব্যঃ । বস্তু পুনঃ প্রাপ্তপত্তেরসং কার্য্যং তন্তু নির্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ  
ত্যাং, অতাবন্ত বিষয়ভাঙ্গপত্তেঃ । আকাশস্য হননপ্রয়োজনখণ্ডগাত্বেনেকাবুব-  
প্রসঙ্গিবৎ । সমবারিকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ ম্যাদিতি চেৎ, ন, অন্ত-

দ্রষ্টের উচ্ছেদ ও দাঁধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । সুতরাং দ্রষ্ট ও  
দাঁধি ভিন্ন পদার্থ । এইরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত নহে । যেহেতু দ্রষ্টাই দধাকারে  
এবং বৃত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় । অতএব তাহাতে  
উচ্ছেদ বা ভঙ্গ এতদূরই অসিদ্ধ । ঘটবৃক্ষাদি তত্তৎবীজে অদৃশ্য থাকে, অদৃশ্য  
ধাকিকার কারণ হুস্ততা । অনন্তর সজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের প্রবেশ দ্বারা ক্রমশ  
বৃদ্ধি হয় । বৃদ্ধি হইলেই অকুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ।

এই রূপ দৃশ্য হইলেই তাহার জন্ম হইল এবং অবয়বের উপচয় বশতঃ  
বধন তাহা একেবারেই দেখা যায়না তখনই তাহার বিনাশ হইল এই প্রকার  
বলা যায় । যদি তৎরূপ জন্মও বিনাশ দেখিয়া বস্তুর বিভিন্নতা স্বীকার  
কর বা অনুমান কর এবং উচ্ছন্নাই অসত্তের উৎপত্তি এবং সত্তের বিনাশ  
হয় এই কথা মানিয়া লও তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে গর্ভস্থ  
শিশু এবং উত্তানশায়ী পরাংপর বিভিন্ন । অধিকন্তু বাণ্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি  
অবস্থারও একই ব্যক্তির বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয় । যদি আপত্তি  
হুখে তাহা স্বীকার করিতে চাও তবে পিতৃাদি ব্যবহার পূর্বেই বিদূরিত  
করিতে হইবে ।

এই বিচার দ্বারা অসম্বাদ নিরসনপূর্বক যুক্তিভাঙ্গা কপিকবাদের ও প্রতিবাদ  
করা হইয়াছে সুস্থিতে হইবে । উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য থাকেনা, তাহার কোনও  
আকার থাকেনা এই প্রকার বলিলে কারকব্যাপারের উচ্ছেদ সাধিত হয় । কারণ  
অতাব পদার্থ কাহারও বিষয় হয় না । অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য

ব্যয়েণ কারকব্যাপারেণাত্মনিপ্তস্তেরতিপ্রসঙ্গাৎ । সমবায়িকারণত্বব্যাতিশয়ঃ  
 গণ্যমিতি চেৎ, ন, অত্যন্তর্হি সংকার্যতাপত্তিঃ । ওস্তাৎ ক্ষীরাদীন্তেব দ্রব্যাদি  
 ধ্যাদিভাবেনাবতিষ্ঠমানানি কার্যাত্মাঃ লভন্ত ইতি ন কারণাদন্তং কার্যং  
 র্শতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুন্ম । তথা চ মূলকারণমেবাত্মাৎ কার্যাত্মং তেন তেন  
 কার্যাকারেণ নটবৎ সর্বব্যবহারাপ্পদত্বং প্রতিপত্তিতে এবং যুক্ত্যেঃ কার্যস্য  
 প্রাপ্তংপত্তেঃ সত্ত্বমনন্তত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে, শব্দান্তরাট্টেতদবগম্যতে । পূর্ব্বমুদ্রে-  
 স্ত্রাপদদেশিনঃ শব্দস্যোদাহৃতত্বাৎ, ততোহন্তঃ সদ্ব্যাপদেশৌ শব্দঃ শব্দান্তরম্ ।  
 ‘সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ’ “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদি “তদৈক আছঃ”  
 “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইতি চাসংপক্ষমুপক্ষিপ্য কথমসতঃ সঙ্গ্যারেতেত্যাক্ষিপ্য

হইতে পারেন না । শত সহস্র খড়্গের প্রহারেও আকাশ কখনও ভিন্ন  
 হয় না, কারক সকল সমবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই  
 ব্যাপ্ত হয় এ কথাও বলা যায় না । যেহেতু একের ব্যাপারে অন্যের উৎ-  
 পত্তি একান্তই অসম্ভব । যদি সম্ভব বল তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ  
 হয় । দন্তচক্রাদিকারক মৃত্তিকায় ব্যাপ্ত হইলে তাহা হইতে কি কধ-  
 মও স্তবর্ণোৎপত্তি হইয়া থাকে ? অবশ্যই তাহা হয় না । কাঠকে সম-  
 বায়ী কারণের আভিষ্য বিশেষও বলা যায়না । কেননা তাহা বলিলে  
 তামাকে সংকার্যবাদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । স্নাতরাং বলিতে হইবে  
 যে দুগ্ধাদি দ্রব্য দধ্যাদি ভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কার্য নাম প্রাপ্ত  
 হয় এবং শতবর্ষ ব্যাপিরা চেষ্টা করিলেও কার্যের কারণাতিরিক্ততা প্রতিপাদন  
 করিতে সক্ষম হইবে না । প্রদর্শিত বিচার ফল ইহাই বুঝিতে হইবে যে  
 একমাত্র মূল কারণই চরমকার্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্যের আকারে নটের  
 মায় সমুদায় ব্যবহারের বিষয় হইতেছে ।

উল্লিখিত যুক্তিতে উৎপত্তির পূর্ব্বকার্যের অস্তিত্ব ও কারণাতিরিক্ত  
 বদ্ধ হইল । যেমন যুক্তি দ্বারা ইহা জানিতে পারা গেল সেইরূপ শব্দান্তরের  
 দ্বারা তাহা জানা যায় । পূর্ব্বমুদ্রে যে অসং উল্লেখপূর্ব্বক উদাহরণ পরি-  
 হীত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সঙ্কেতই শব্দান্তর । ক্রটিতে সং শব্দের উল্লেখ  
 হইত উৎপত্তির পূর্ব্ব কার্যের অস্তিত্ব এবং কারণের অতিরিক্ত স্পষ্ট বুঝা

“সদেব সৌম্যোদয়ঃ আসীৎ” ইত্যবধারণতি । তত্ত্বদংশকবাচ্যস্য কার্যস্য  
প্রাপ্তপক্ষেঃ সঙ্ক্ৰবাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণ্যস্য ক্ষয়মানত্বাৎ সন্ধানত্বে  
প্রসিধ্যতঃ । যদি তু প্রাপ্তপক্ষেরসং কার্যং স্যাৎ পশ্চাচ্চোৎপত্তমানং কারণে  
সমবেয়াৎ তদাহিতং কারণং স্যাৎ । তত্র ‘যেনাশ্রতং শ্রুতং ভবতি’ ইতীং  
প্রতিজ্ঞা পীড়্যত । সন্ধানত্বাবগতেদ্বিঃ প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তঃ গৃহতে কিময়ং পটঃ কিঞ্চীত্ত্বং দ্রবামিতি,  
স এব প্রসারিতো যৎ সংবেষ্টিতঃ দ্রব্যং স পট এবতি প্রসারণেনাভিব্যক্তো  
গৃহতে, যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহমাণোহপি ন বিশিষ্টায়ামবিত্তারে

যায় । ক্ষতি বলিতেছেন “হে সৌম্য ! এ সকল পূর্বেই ছিল, তাহা একই  
ইহার আর দ্বিতীয় নাই ।” কেহ কেহ বলেন যে এই সকল পূর্বে অসং  
ছিল এই প্রকারে অসংবাদ পূর্বপক্ষ করিয়া অনন্তর “কেনন করিয়া অসং  
হইতে সতের আবির্ভাব হইতে পারে” ইত্যাদিরূপে প্রতিবাদ করতঃ পরে  
এই সমস্ত সংই ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে । উল্লিখিত ক্ষতিতে  
ইদং শব্দ বোধ্য অগৎ কার্যের সহিত সং শব্দ বোধ্য ব্রহ্মকারণের সামান্য  
ধিকরণ্য কথিত হওয়ার কার্যের সত্তা এবং কারণের অভিন্নতা প্রতীতি  
হইতেছে । উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকনা, কারকব্যাপারই নূতন উৎ  
পন্ন হয়, কারণে সমবেত হয় এই প্রকার বলিলে কার্যকারণের ভেদ  
আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে । তাহা হইলে কারণজ্ঞানাদীন কার্যজ্ঞান  
সিদ্ধি, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায় । কিন্তু বাস্তবিক কার্য কারণাকারে  
ধাকে । সুতরাং সে কারণাতিরিক্ত নহে । এইপ্রকার বলিলে প্রতিজ্ঞা  
সংরক্ষিত হয় । কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

সংবেষ্টিত বস্ত্র স্পষ্টরূপে জ্ঞান গোচর হয়না, বস্ত্র কি অন্ত কোনও দ্রব্য তাহা  
বুঝা যায় না । কিন্তু তাহা বিদ্যুত হইলে স্পষ্টই বস্ত্র বলিয়া বুঝা যায় । যদি বা  
সংবেষ্টিত বস্ত্রকে বস্ত্র বলিয়া জানা যায় তবুও তাহার দৈর্ঘ্যবিত্তারাদি জানিতে  
পারা যায় না কিন্তু উহাকে বিস্তার করিলে সমুদায়ই জানিতে পারা যায় ।

যুক্তে স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাদয়ঃ  
ভিন্নঃ পট ইতি, এবং তত্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদিকাৰ্য্যমস্পষ্টং সং তুরীবেম-  
দ্বিবিন্দাদিকারকব্যাপারাবিব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে । অতঃ সংবেষ্টিতপটপ্রসারিত-  
পটদ্বারেনৈবানন্তঃ কারণাং কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

### যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্র-  
ণ বর্তনানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্কর্তব্যং নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং,  
দেব প্রাণভেদেষু পুনঃ প্রবৃত্তেষু জীবনাদধিকমাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকমপি কার্য্য-  
ং নির্কর্তব্যং । ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাদন্তঃ সমীরণস্বভাবা-  
শযাং । এবং কার্য্যান্ত কারণাদনন্তত্বম্ । অতশ্চ কৃত্বন্ত জগতো ব্রহ্মকার্য্য-  
ং তদনন্ত্যাক সিদ্ধেয়া শ্রোতী প্রতিজ্ঞা, যেনাশ্রিতঃ শ্রুতঃ ভবত্যহমন্তঃ মতম-  
জ্ঞাতং বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ২০ ॥

হলে সঙ্কোচিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন নহে, একই । সেইরূপ সূত্রাবস্থ বা  
রিণাবস্থ বন্ধাদিও বিস্পষ্ট প্রতীতি হয় না । কিন্তু যখন তাহা তুরী-বেমাণ্ড  
দ্বার প্রভৃতির ব্যাপারে স্পষ্ট হয় তখন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় । এই দৃষ্টান্ত  
দ্বারা নিশ্চয় করা যায় যে কার্য্য, কারণ হইতে পৃথক নহে ॥ ১৯ ॥

লোকমধ্যেও দেখা যায় প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বায়ন, এই পঞ্চপ্রাণ  
ণায়াম কর্তৃক অপরূপ হইলে তাহা মাত্র কারণ রূপে অবস্থান করে, এ  
দ্বারা কেবল জীবনকার্য্যই নির্কাহিত হয় । শরীরের আকুঞ্চন বা প্রসারণ  
হুই হয় না, সমান্তরে আবার ঐ সকল প্রাণ বৃত্তিমান হয় । বৃত্তিমান  
দ্বারা জীবনাতিরিক্ত আকুঞ্চনাদি কার্য্য নির্কাহ করে । উক্তপ্রাণপঞ্চক  
প্রাণের প্রভেদ সেই মূলপ্রাণ হইতে উক্তপ্রাণপঞ্চকের প্রভেদ নাই । স-  
বায়ুস্বভাব, স্তম্ভাঃ সকলগুলিই বস্তুত এক, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ।  
কারণ যে বাস্তবিক অভিন্ন তাহা এই প্রাণাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাও নিশ্চয়  
হইবে । যেহেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য ও ব্রহ্মভিন্ন, সেইহেতু শ্রুত্যান্ত  
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইল ॥ ২০ ॥

### ইত্তরব্যাপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

অত্রথা পুনশ্চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে । চেতনাক্ষিপ্তজগৎপ্রক্রিয়ায়ামিত্র-  
মার্গায়াং হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যাস্তে । কুতঃ, ইত্তরব্যাপদেশাৎ । ইত-  
রস্ত শারীরস্ত ব্রহ্মাত্মত্বং ব্যপদিশতি ক্রতিঃ, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি  
প্রতিবোধনাৎ । যথা ইত্তরস্ত চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি, তৎ সৃষ্ট-  
তদেবাত্মপ্রাতিশক্তি ইষ্টেবৈবিকৃতস্ত ব্রহ্মণঃ কার্যাত্মপ্রবেশেন শারীরাত্মত্ব-  
দর্শনাৎ । অনেন জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণ ইতি চ পরা দেবতা  
জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি । তস্মাৎ  
যদব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃৎ তচ্ছারীরস্যেবেতি । অতশ্চ স্বতন্ত্রঃ কর্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ

চেতনব্রহ্মই জগৎ কারণ এই মতের বিরুদ্ধে অত্র আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে ।  
চেতনব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়ার প্রণালীতে হিতাকরনাদি দোষ আশ্রয়  
করে । যেহেতু ক্রতি ইত্তরের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন ।  
যথা ক্রতি “হে শ্বেতকেতো! তাহাই আত্মা এবং তুমিই তাহা ।” অথবা  
ইত্তর-শব্দে জীবভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম । ক্রতি তাহার জীব হওয়া বলিয়াছেন যথা,  
ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন । এই ক্ষতিতে দেখাযায় সৃষ্টিকর্তা  
অবিকৃত ব্রহ্মই সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন সুতরাং ব্রহ্মই জীব । সেই দেবতা  
আলোচনা করিলেন আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব ।  
এতৎ ক্ষত্বাক্ত পরা দেবতা জীবকে আত্মশব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই  
দেখাইয়াছেন যে জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে । সুতরাং ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃতা  
এবং জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব একই কথা । যদি ব্রহ্মা ও জীবসৃষ্টি এক হয় তবে  
ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্তা হয় সে অবশ্যই আপনার মঙ্গলজনক কার্য  
করে । যে কার্যে আপনার অনিষ্ট হয় কদাচ এরূপ কাজ করেনা । ব্রহ্মই  
যদি জীব হইয়া থাকেন ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে যাহাতে জগৎ  
মুক্তা, জরা, রোগ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট আছে তাহা করিবেন কেন  
যিনি পরাধীন নছেন, স্বাধীন, তিনি কি কখনও, স্বয়ং কারাগৃহ নির্মাণ  
করিয়া ওষধো অবস্থান করেন ! সুনির্মল ক্ষটিকপ্রভ ব্রহ্ম কি জনা মণি

সৌমেন্দ্রকরণং কুর্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরারোগাশ্চনেকানর্থজালম্ ॥ ন হি  
কশ্চিদপরতস্তো বন্ধনাগারমাশ্রয়নঃ কৃৎস্নাশ্চপ্রাশিশতি । ন চ স্বয়মত্যন্তনির্মলঃ  
সরত্যন্তমলিনঃ দেহমাশ্রয়েনোপেয়াৎ । কৃতমপি কথংকিন্ময়ং দুঃখকরং তদচ্ছয়া  
তদ্ব্যং সুখকরঞ্চোপাদদীত । অরোচ্য, ময়েদং জগদ্বিবিধং বিচিত্রং বিরচিতমিতি,  
সর্বো হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্বরতি ময়েদং কৃতমিতি । যথা চ  
মারীচী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়ামিচ্ছরাহনামাসেনৈবোপসংহরতি, এবং শারীরোহপি  
ইমাং সৃষ্টিং উপসংহরেৎ, স্বকীয়মপি তাবৎ শরীরং ন শক্যোত্যানামাসেনোপসং-  
হতুং । এবং হিতক্রিয়াশ্চদর্শনাদন্তায়া চেতনাৎ জগৎপ্রাক্রিয়ৈতি মন্ততে ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

ভূশব্দঃ পূর্বপক্ষঃ বাবর্তয়তি । যৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-  
যতাবং শারীরাদধিকমন্ত্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ অষ্ট-ক্রমঃ । ন তস্মিন্ হিতকরণাদয়ো  
দোষাঃ প্রসজ্যাস্তে । ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্তব্যমন্ত্যাহিতং বা পরিহর্ষবাৎ

দেহকে আশ্রয়তাবে গ্রহণ করিবেন ! যদিও তাদৃশ দেহকেই আশ্রয় করিয়াছেন  
তথাপি যাহা দুঃখময় তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে এবং যাহা সুখকর  
তাহা গ্রহণ করিতে না পারিবার কারণ কি ? যে ব্যক্তি যখন যাহা করে সে  
যক্তি তাহা স্বরণ ও করিতে পারে । প্রত্যেক মহুযাই কার্য্যকরিবার পর  
নিশ্চয়ত কার্য্যকে আমি এই কাজ করিয়াছি এইরূপ স্বরণ করিতে দেখা যায় ।  
অতএব জীব ব্রহ্মের ও একথা মনে থাকি উচিত যে আশ্রি এই জগৎ সৃষ্টি  
করিয়াছি । যেমন রাজ্যিকর স্বোক্তাবিত মায়াকে স্বেচ্ছাক্রমে অক্লেশে  
উপসংহার করে । জীবিতাবাপন্ন ব্রহ্মও তদ্রূপ অবলীলাক্রমে স্বকৃত বিষয়সৃষ্টি  
ও শরীরকে স্বেচ্ছায় অক্লেশে উপসংহার করিতে না পারিবার কারণ কি !  
অতএব অমঙ্গল কার্য্য দেখা যায় বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে, চেতন ব্রহ্ম এই  
জগতের সৃষ্টি কর্তা নহেন ॥ ২১ ॥

তু শব্দ দ্বারা পূর্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ার আপত্তি নিরাস  
করা হইয়াছে । ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, তিনিঙ্গীৎ  
হিতে অধিক, স্তবরাং ভিন্ন । তাহাকেই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলা যায়, জীব



নিত্যমুক্তাঃ । ন চ তত্ত্ব জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপ্যস্তি, সৰ্ব্ব-  
জ্ঞত্বাৎ সৰ্ব্বশক্তিযুক্ত । শারীরবশেনেবমিধঃ । তস্মিন্ প্রসঙ্গান্তে হিতকরণময়ো  
দোষাঃ । ন তু তৎ স্বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ক্রমঃ । কৃত এতৎ । ভেদনির্দেশাৎ ।  
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সোধয়েইব্যঃ স  
বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সত্য সৌম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি, শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনা-  
নাথারূঢ়ঃ, ইত্যোবজ্ঞাতীয়কঃ কর্তৃকশ্মাদিভেদনির্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি ।  
নয়ভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ, তত্ত্বমসি ইত্যোবজ্ঞাতীয়কঃ, কথং ভেদাভেদে-  
বিক্রোধে সম্ভবেরাত্ম । নৈব দোষঃ । আকাশঘটাকাশভ্রামেনোত্তমসত্ত্ব তত্র  
তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ । অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যোবজ্ঞাতীয়কেনাভেদনির্দেশেনা-  
ভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবত্যাগতং ভবতি তদা জীবস্ত সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ দৃষ্ট-

স্রষ্টা নহেন । ব্রহ্মে হিতাকরনাদি দোষের প্রসক্তি নাই । ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ।  
সুতরাং ব্রহ্মের হিতাহিত কোনপ্রকার কর্তব্যই নাই । তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বশক্তি,  
সেকারণে তাঁহার জ্ঞানের বা শক্তিবিশেষের আবশ্যক করেন । জীব কি  
সেইরূপ নহে অর্থাৎ জীবের সৰ্ব্বজ্ঞতা বা সৰ্ব্বশক্তিমত্তা কিছুই নাই । জীব  
সৃষ্টিকর্তৃত্বপক্ষে এই সকল দোষ আছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া জীবকে স্রষ্টা  
বলা যায়না । কেননা শ্রুতিতে তাহার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রুতি বলা,  
“হে মৈত্রেয়ি ! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা আত্মা-  
রই সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য” ; “আত্মাই অব্যয়ীয় এবং আত্মাই বিচারনীয় ।  
হে সৌম্য ! সেই কালে আত্মা সংস্পর্শ হন । জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার অ-  
রূঢ়” ইত্যাদি বিবিধ শ্রুতিতে যে কর্তৃকর্মের অভেদ উল্লেখ আছে, সেই উল্লেখ  
দ্বারা ব্রহ্মের জীবাত্মিকতা দর্শিত হইয়াছে । অবশ্য একথাও বলিতে পারা য়ে,  
ভেদ উপদেশের দ্বারা অভেদ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায় । অভেদ উপদেশ  
বিষয়ক শ্রুতি যথা, “তিনিই তুমি” অতএব ভেদাভেদ উভয় কি প্রকারে সম্ভব  
হইতে পারে । ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া যায় যে, ভেদাভেদ উভয়  
নির্দেশ থাকিলেও কোনও দোষ হয়না । মহাকাশও ঘটাকাশদৃষ্টান্তে উ-  
ভয় প্রকারই সম্ভবণ হয় । ইহা পূর্বে অনেক বার প্রদর্শন করা হইয়াছে  
আরও বিবেচনা করা উচিত যে, যখন “তিনিই তুমি” এইরূপ উপদেশ দা

ত্বম্ । সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজ্জ্বলিতস্য ভেদব্যবহারস্ত সম্যক্জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ তত্র হুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ । অবিন্যাপ্রতাপস্থাপিতনাম-  
রূপকৃতকার্যাকরণসজ্জাতোপাধ্যাবিবেককৃত্য হি ভ্রান্তিঃ, হিতাহিতকরণাদিলক্ষণঃ  
সংসারো ন তু পরমার্থতোহন্তীত্যসক্লদবোচ্যাম জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাশ্তভিমানবৎ ।  
অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে সোহশ্বেষ্টব্যঃ স বিজ্জিহাসিতব্যঃ, ইত্যেবজ্ঞা-  
তীরকেনভেদনির্দেশেনাবগম্যমানং ব্রহ্মগণাহধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং  
নিরূপয়তি ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যত্বাঘিতানামপ্যশ্মনাং কেচিন্মহাহাঁ মণরো

অভেদ বা একত্ব জ্ঞানগোচর হয় তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব  
উভয়ই পরিত্যক্ত হয় । কারণ যে কিছু ভেদজ্ঞান তাহা সমস্তই মিথ্যাজ্ঞান  
বিজ্জ্বলিত । সেই জন্যই সম্যক্ জ্ঞান তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় । অত-  
এব পরমার্থদর্শনে সৃষ্টিইবা কোথায়, অহিতকরণাদি দোষই বা কোথায় ? যে  
হেতু পারমার্থিক সৃষ্টিও নাই পারমার্থিক দোষও নাই । অবিন্যাজনিত অব্যক্ত  
নামরূপ, তজ্জনিত কার্যাকরণ সজ্জাত, সেই সম্মতই উপাধি, এই উপাধি থাক-  
তেই হিত, অহিত করা, নাকরা, এতদ্রূপ সংসার ভ্রম জন্মিতেছে বা জন্মিয়াছে,  
সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা অনেক বার বলিয়াছি ও বুঝাইয়া দিয়াছি । জন্ম,  
মরণ, ছেদন, ভেদন এসকল অভিমান যজ্ঞপ সংসার তজ্জন্য অর্থাৎ পরমার্থ সং-  
নহে । জ্ঞানোদয় হইলে অষ্টভাভিমান নাশ হয় সত্য কিন্তু তাহা জ্ঞানের পূর্বে  
অবাধিত থাকে । জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে যে ভেদব্যবহার নাশ পায় না ভ্রান্তি তাহাই  
অনুবাদ পূর্বক “তিনিই জীব অশ্বেষণীয়, তিনিই বিচারনীয় “ইত্যাদি প্রকার  
ভেদকরিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন । সেই উপদেশ দ্বারাই ব্রহ্মের অধিকত্ব অনুভূত  
হয় এবং অহিতাকরণাদি দোষপ্রসঙ্গের অবরোধ করে ॥ ২২ ॥

প্রস্তর পৃথিবীর বিকার । সমস্ত প্রস্তরেই পৃথিবীত্ব থাকিলেও কোনও প্রস্তর  
মহামূল্য ও মহাশুণ, কোনও প্রস্তরমধ্যে শুণ, কোনও প্রস্তর কেবল দোহুকর্ষ্য-

বজ্রবৈদূর্যাদয়োহন্ত্রে মধ্যমবীৰ্যাঃ সূর্য্যকাস্তাদয়োহন্ত্রে গ্রহীণাঃ শ্বশ্যসপ্রক্ষে-  
পণাহঁ পায়ণা ইত্যনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে । যথা চৈকপৃথিবীবাশ্রয়াণা-  
মপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যঞ্চন্দনকিম্পাদিষু পলভ্যতে ।  
যথা চৈকশ্রাপায়রসস্ত্র লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি  
ভবন্তি, এবমেকস্যাপি ব্রহ্মণো জীবপ্রাজ্ঞপৃথকৃত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যাক্ষোপপদ্যত ইত্যত-  
স্তদমুপপত্তিঃ । পরপরিকল্পিতদোষাহমুপপত্তিরিত্যর্থঃ । ঋতেশ্চ প্রমাণ্যাধিকারস্ত  
বাচ্যরন্তণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃষ্টভাববৈচিত্র্যবচেতাভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥

উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেম্ম ক্ষীরবন্ধি ॥ ২৪ ॥

চেতনং ব্রহ্মেকনবিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্তং তন্নোপপদ্যতে । কস্মাৎ ।  
উপসংহারদর্শনাৎ । ইহ হি লোকে কুলাদয়ো ঘটপটাদীনাং কৰ্ত্তারো যদ-  
ওচক্রস্থাদ্যানেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যং কুরূণা  
দৃষ্টান্তে । ব্রহ্মচাসহায়ং তবাভিপ্রেতম্ । তস্ত সাধনান্তরাহুপমং গ্রহে সতি কথং

কারী, একই বীজ পৃথিবীতে বপন করায়, কিন্তু তাহার পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও  
রসাদি নানাপ্রকার হইতে দেখা যায় । একমাত্রই অন্ন, রস, রক্ত ও লোমকণে  
পরিণত হইয়া থাকে । এই দৃষ্টান্তে একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞভেদ ও অত্র ২  
বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে । অতএব তাহাতে পরকল্পিত দোষের অমুপপত্তি  
থাকিয়াই যায় । ঋতি স্বতঃপ্রমাণ, ( “নিরপেক্ষররাশ্রুতিঃ” ) তাহাতে কথিত  
আছে বিকার সকল কথামাত্র, স্মৃতরাং সে সকলের স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিচি-  
ত্রতা সূক্ষ্মত্ব ॥ ২৩ ॥

আপত্তি নহ । এক অবিতীয় চেতন ব্রহ্ম ভগৎস্রষ্টা এই কথার উপপত্তি  
হয়না যেহেতু ইহা দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ । লোকসমাজে কারণকূট সংগ্রহ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য  
করিতে দেখা যায় । কুলাল ঘটকার্য্যের কৰ্ত্তা । কুন্তকার সৃষ্টিকার, দণ্ডচক্র,  
স্থ প্রভৃতি অনেক উপাদান সংগ্রহ করতঃ ঘট নির্মাণ করে । এই সকল  
উপকরণ ব্যতীত কিছুই করিতে সক্ষম হয়না । তোমার মতে ব্রহ্ম এক, অসংহার ।  
ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই । যদি অন্য কিছুনা থাকে তান হইলে পূর্ব্বোক্ত  
উপকরণাদির একটাও থাকিলনা, স্মৃতরাং একক ব্রহ্মের সৃষ্টিকৰ্ত্ত্ব মিত্যা ইহা

ব্রহ্মত্বমুপপদ্যতে । তস্মান্ ব্রহ্মজগৎকারণমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ । যতঃ  
ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাহুপপদ্যতে । যথা হি লোকে ক্ষীরঃ জলং বা স্বয়মেব  
দধিহিমভাবেন পরিণমতেহনপেক্ষ্য বাহুং সাধনং তথেষাপি তবিষ্যতি । নহু  
ক্ষীরাদ্যপি দধাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহুং সাধনং ঔক্ষ্যাদিকং,  
কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি । নৈষ দোষঃ । স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাক্ষ দাবস্তীক  
পরিণামমাত্রামহুভবত্যেব ত্বাৰ্য্যতে দ্বৌষ্যাদিনা দধিভাবায় । যদি চ স্বয়ং দধি-  
ভাবশীলতা ন স্তাৎ নৈবৌষ্যাদিনাহপি বলাদ্ দধিভাবমাপত্তেত । ন হি  
বায়ুরাকাশৌ বৌষ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপত্তেত । সাধনসম্পত্ত্যা চ তত্ত পূর্ণতা  
সম্পত্তেত । পরিপূর্ণশক্তিস্ত ব্রহ্ম ন তত্শক্তেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্য ।  
ঋতিশ্চ তত্র ভবতি—

ন তত্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্বতে

ন তৎসমশ্চাত্তাদিকশ্চ দৃশ্তেত ।

স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং বলিতে বাধ্য যে ব্রহ্ম জগতের কর্তা নহেন ।  
এপ্রকার আপত্তিতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম এক হইলেও তাহাতে দত্ত দোষ সম্ভব হয়  
না । যেহেতু হৃদ্ধাদির উৎসাহরণে একের বহুভাববিশ উপপন্ন হয় ।

হৃদ্ধ ও জল ক্রমে দধিও হিমাত্ররূপে পরিণত হয় । তাহাতে দ্রব্যান্তরের  
সাহায্যের অপেক্ষা করেনা । এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ব্রহ্ম হইতেও  
বিবিধ সৃষ্টি হইতে পারে, অথচ তাহাতে অস্ত্র কোনও কারণান্তরের অপেক্ষা  
করেনা । যদি এই প্রকার আপত্তি কর যে, হৃদ্ধ যে দধিরূপে পরিণত হয় তাহা  
বাহুসাধনের সাহায্যেই হয় । তাহাতে উত্তর সাহায্য আছে । সুতরাং  
হৃদ্ধের দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষে সাধক হইলনা । এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর  
এইযে, দধি ভাবের প্রতি উদ্ভাদির সাহায্য দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষাবহ  
নহে । হৃদ্ধ নিজেই দধি হয়, উদ্ভাদি তাহার শীঘ্রতা মাত্র জন্মায় । যদি হৃদ্ধ নিজে  
দধিভাবপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে উদ্ভাদি কি বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে দধি  
করিতে পারে ? যদিবল, জোর করিয়াই করে, তবে একথা জিজ্ঞাসা করা  
অসঙ্গত হইবেনা যে উদ্ভা বায়ুকে এবং আকাশকে কেন দধি করিতে পারে না ?  
সাধন সাহায্যের পূর্ণতাসম্পাদন ভিন্ন অস্ত্র কিছুই করিতে পারেনা । ব্রহ্ম স্বয়ংই

পর্যন্ত শক্তিকর্ষিধৈব ঞ্জতে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি ।

তন্মাদেকস্যপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিসংযোগাৎ কীরাদিবলবিচিত্রপরিণাম  
উপপত্ততে ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

স্বাদেবতং । উপপত্ততে কীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যপি বাহ্যং সাপনং  
দধ্যাদিতাবে দৃষ্টবাং । চেতনাঃ পুনঃ কুলাদায়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যাব  
তম্ভৈ তম্ভৈ কার্যায় অবর্তমানাদৃষ্টান্তে । কথং ব্রহ্ম চেতনং সদসহারং অবর্ত্তেতি  
দেবাদিবদিতি ক্রমঃ । যথা হি লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো  
মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোহনপেক্ষ্যাব কিক্রিদ্ধাহং সাধনমৈশ্বর্য্যবিশেষযোগা-

পূর্ণশক্তি । সেকারণ তাহার শক্তিপূরণের জন্ত অল্প কিছু করনা করিতে  
হয়না । এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন । শ্রুতি যথা, “তাঁহার কার্য্যনাই, কারণও  
নাই, তাঁহার সমানও অধিক দেখা যায় না” । শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি  
এবং স্বাভাবিকজ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উল্লেখ আছে । যে হেতু ব্রহ্ম পূর্ণ-  
শক্তি, সেইহেতু ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে বিচিত্রশক্তি থাকা উপপন্ন হইয়া  
থাকে ॥ ২৪ ॥

আপত্তি সূত্র । দ্রষ্টও ব্রহ্ম সমস্বভাব নহেন । দ্রষ্ট অচেতন সূত্রবাং দ্রষ্ট বিনা  
বাহ্যসাধনে দধি হইতে দেখিয়াছ । কুন্তকার চেতন, তাহাকে বিনা সাধনে কার্য্য-  
করিতে দেখা যায় না । প্রভূত তাহাকে উপকরণ লইয়াই ঘটাদি নির্মাণ কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হইতে হয় । তবে তুমি কি দেখিয়া বা কিপ্রকারে বল যে, চেতন ব্রহ্ম  
একাকী জগৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ! কোনও একক চেতনকে ত বিনা  
উপাদানে কার্য্য করিতে অসমর্থ দেখা নাই । এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রকারে  
দেওয়া যায় যে দেবতাদির দৃষ্টান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ।

দেবতা, পিতৃ, ঋষি, ইহারা যেমন মহাপ্রভাবও চেতন, অথচ বিনা উপকরণে  
কেবল মাত্র স্বমতিমাবলে অভিধানমাত্রে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা, ও  
রথাদি নির্মাণ করেন, এট কথা মন্ত, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্যে

দধিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদানীনি রথাদীনি  
 চ নির্মিমাণা উপলভ্যন্তে মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণগ্রামাণ্যং, তন্তুনাভশ্চ স্বত  
 এব তন্তুন্থজতি, বলাকা চাস্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য  
 ক্লিষ্টং প্রস্থানসাধনং সরোহস্তরাং সরোহস্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি  
 ব্রহ্মানপেক্ষ্য বাহুং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষাতি । স যদি ক্রাদ্যৎ এতে দেবাদয়ো  
 ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা উপান্তান্তে দৃষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা সমানস্বভাবা ন ভবন্তি । শরীর-  
 য়েব হচেতনং দেবাদীনং শরীরাস্তরাদিবভূত্যাংপাদেনোপাদানং ন তু চেতন  
 াত্মা । তন্তুনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরঙ্গস্তভক্ষণালালা কঠিনতাপাদ্যমানা তন্তুর্ভবতি ।  
 লাকা চ স্তনয়িত্বুরবশ্রবণাগর্ভং ধত্তে । পদ্মিনী চচেতনপ্রযুক্তা সভ্যচেতনেনৈব  
 রীরেণ সরোহস্তরাং সরোহস্তরমুপসর্পতি বজ্রীৰ বৃক্ষং ন তু স্বয়মেবাচেতন। সরো-  
 হস্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে । তস্মিন্নৈতে ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা ইতি । তং প্রতি-

শচয় করায়। সেইরূপ ব্রহ্মও বিনা সাধনে কেবল স্বমহিমাবলে জগৎ সৃষ্টি  
 রিয়া থাকেন। মাকড়শা একাকীই হুজ সৃষ্টি করে। বক পক্ষী বিনা মৈথুনে  
 ভিধারণ করে। পদ্মিনী এক সরোবর হইতে অল্প সরোবরে গমন করে  
 যেচ গমনের উপকরণ গ্রহণ করে না। ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে  
 িপস্থিত হওয়া অসঙ্গত হইবেনা যে, চেতন ব্রহ্ম বিনা বহিঃ সাধনে জগৎ সৃষ্টি  
 রিতে পারেন। বাদী যদি এখনও একথা বলেন যে প্রদর্শিত দেবাদি দৃষ্টান্ত  
 িষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সামঞ্জস্য হয়না। যেহেতু দেবাদির শরীর আছে,  
 িহারা অচেতন। অচেতনদেহই তাহাদের ঐশ্বর্যোৎপাদনের সহায়। তন্তুনাভ  
 কল ক্ষুদ্রজীব ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের লালাস্রাব হয়, সেই লাল। কাঠিখ  
 শাণ্ড হইয়া হুজাকার ধারণ করে। মেঘগর্জনে শ্রবণে বকীর গর্ভ হয়। পদ্ম-  
 নীও বৃক্ষে লতারজ্ঞায় চেতন জীবকর্তৃক সরোবর হইতে সরোবরে প্রাপিত হয়।  
 চেতন সঞ্চক ব্যতিরেকে অচেতন পদ্মিনী সরোবর হইতে সরোবরে প্রস্থান  
 রিতে অসমর্থ। অভএব এই সকল ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা। বাদীএই  
 ধকার আপত্তি করিলে উত্তরপক্ষে বক্তব্যএই যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিবম দৃষ্টান্ত  
 ইবেনা। যেহেতু কেবল মাত্র কুলাণের সহিত দেবতার বৈলক্ষণ্য দেখানই

ক্রয়াদায়ং দোষঃ । কুলাদিদৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্মন্যং বিবক্ষিতত্বাদিত্যি । যথা কুলাদীনাম্ দেবানীনাঞ্চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বা সাধনমপেক্ষস্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষ্য ইত্যেতাৎ বয়ং দেবাদ্যাদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ । তস্মাৎ যথৈকশ্চ সামর্থ্যং দৃষ্টং তথা সর্ব্বোপায়ে ভবিতুমর্হতি নাত্যেকান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপোবা ॥ ২৬ ॥

চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবদেবাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহুসাধনং যঃ পরিণমমাণং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং শাস্ত্রার্থপরিভুক্তয়ে তু পুনরাধিকৃতি-কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্নত্বাৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যাক্রপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাৎ । যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভিবিষ্যন্ততোহনৈকদেশঃ পর্য্যায়ন্তত একদেশত্বাৎ বাহ্যন্তত । নিরবয়বত্বব্রহ্মশ্রুতিভ্যোঃ সংঘাতো—

উক্ত দৃষ্টান্তের অতিশ্রেষ্ঠ, কুলালও চেতন, দেবতাও চেতন । সেই অংশ দ্বারা হইলেও কুলাল বাহুসাধনসংগ্রহ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারেনা । কিন্তু দেবতা বাহু সাধন ব্যতীতই কার্য্য করিতে পারেন । ইহাই আংশিক দৃষ্টান্ত । ব্রহ্মচেতন হইলেও তাহার কার্য্যে বাহুসাধনের অপেক্ষা নাই, এই মাত্র দেবতাদি দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত । ফলিতার্থ এই যে একের যে সামর্থ্য হইবে, অপরেরও যে তদ্বৎ সামর্থ্যাদি হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই ॥ ২৫ ॥

চেতনও অদ্বিতীয় এক ব্রহ্মই হুঙ্কারদিরও দেবতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বাহু সা ব্যতীত জগজ্জপে পরিণত হন । এই সিদ্ধান্ত অকাট্য হইলেও পুনরায় শাস্ত্র পরিভুক্তির অস্ত্র পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করা হইতেছে । যেহেতু ব্রহ্ম নিবাক সেই হেতু সমুদায় ব্রহ্মই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন । ব্রহ্ম যদি পৃথক সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত ব্রহ্মের একাংশে জগৎ হইয়াছে অবশিষ্টাংশ অবিকৃতই আছে । ব্রহ্ম যে নিরবয়ব, সাবয়ব নহেন, তাহা প্রতি বলিতেছেন । তদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা, “ব্রহ্ম নিরবয়ব, ক্রিয়া শূন্য, শাস্ত্র, অনিন্দনীয় নিরঞ্জন । সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ত্ত, জন্মাদি বর্জিত এবং তিনিই বাস্তবঃ অস্তরে পূর্ণাবস্থায় : বিরাজমান । এই মহত্ত্ব, অস্তর অপার, কেবল বিজ্ঞান

‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।

দিব্যো হুমুৰ্ধঃ পুরুষঃ স বাহ্যাত্মন্তরো হৃদঃ’ ॥

ইদং মহত্মনস্তমপারং, বিজ্ঞানবন এব, স এষ নেতি নেত্যাশ্বাহুস্মনগু, ইত্যাত্মাত্মাঃ সৰ্গবিশেষপ্রতিষেধয়িত্রীভাঃ । ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কুৎসপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যং মূলচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত । দ্রষ্টব্যোপদেশানর্থকাক্ষা-পরমবদ্বদৃষ্টবাৎ কার্যাত্ম । তদ্যতিরিক্তস্ত চ ব্রহ্মণোহভাবাৎ । অজ্ঞানাদিশব্দব্যা-কোপশ্চ । অথৈতদ্দোষপরিজিহীৰ্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মভূতগম্যোত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্ত প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতান্তে প্রকুপ্যায়ুঃ । সাবয়বত্বে চানিত্য-প্রসঙ্গ ইতি সৰ্ব্বথাহয়ং পক্ষে ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তৃশব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

তু-শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি । ন খবম্যংপক্ষে কশ্চিদপি দোষোহস্তুি । ন, তাবৎ

সেই ইনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, তিনি কেবল মাত্র অস্তি এতজ্ঞপে জ্ঞেয় । যাহা স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন” ইত্যাদি । যেহেতু ব্রহ্মের অংশ নাই, সেই হেতু ব্রহ্মের আংশিক বিপরিণামও অসম্ভব । সুতরাং মানিতে বাধ্য যে, ব্রহ্মই রূপদাকারে পরিণত হইতেছেন । কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে ইহার ভিত্তি থাকে না । ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে ইহাই পাওয়া যায় । যদি মূল ভিত্তিই না থাকে তবে “তাহাকে দেখিবেক, তাহাকে গানিবেক” ইত্যাদি উপদেশ বার্থ হইল । কেননা কার্য্যমাত্রেরই অবয়ব দৃশ্য । যাহার ইহাও প্রতীতি হয় যে তদতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই । ব্রহ্মের এইরূপ পারি-ণামিক জন্মবিনাশ পদে পদে স্বীকার করিলে “ব্রহ্ম অজর, ব্রহ্ম অমর” ইত্যাদি তি বার্থ হইয়া যায় । যদি ঐসকল দোষ পরিহার মানসে ব্রহ্মকে সাবয়ব নিতে চাও, তাহাহইলে নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হইবেক । সাবয়ব পক্ষে ব্রহ্মের নর্থরত্বাপত্তি উপস্থিত হয় । কোনও রূপেই সাবয়বপক্ষ মর্থন করা যায় না ॥ ২৬ ॥

পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসনান্তিপ্রায়ে সূত্রে তু শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে । ইহার ভিত্তিপ্রায় এই যে বেদান্তবাদীর পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দোষ সম্ভব



কৃৎসপ্রসক্তিরন্তি । কৃতঃ । ঋতেঃ । যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদ্বৎপত্তিঃ ঋতে এবং  
বিকারব্যাতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোহবস্থানং ঋতে । প্রকৃতিবিকারয়োর্ভেদেন  
ব্যাপদেশাৎ । ‘সেরং দেবতৈক্যত্বং হস্তাহিমাপ্তিজ্ঞো দেবতা, অনেন জীবেনাত্ম-  
নাত্মপ্রবিশ্তি [নামরূপে ব্যাকরবাণি] ইতি তাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়াঃ  
পুরুষঃ । পাদোহন্ত বিখ্যাত্তানি ত্রিগাদস্তাত্মতঃ দিবি, ইতি চৈবজ্ঞাতীয়  
তথা হৃদরায়ভূতনত্বচনাৎ । সংসম্পত্তিবচনাত্ । যদি চ কৃতং ব্রহ্ম কার্য-  
তাবেনোপযুক্তং স্তাৎ ‘সতা সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি’ ইতি হুগ্ধিগতঃ  
বিশেষণমহুপপন্নঃ স্তাৎ । বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতন্ত চ  
ব্রহ্মণোহভাবাৎ, তথেষ্মিন্নি গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণো বিকারন্ত চেষ্মিন্নিগোচরত্ব-  
পপত্তেঃ । তন্মাদন্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম । নচ নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপোহস্মিৎ ঋয়মাণ-  
ত্বাদেব নিরবয়বত্বতাপ্যভ্যুপগম্যমানত্বাৎ । শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেদ্বিরাণি-

হয় না । সমুদায় দোষের ত আদৌ সম্ভবনাই নাই । যেহেতু ঋতি ব্রহ্ম হইতে  
জগদ্বৎপত্তি এবং জগৎ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থিতি উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন ।  
ঋতি বলা, “সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, এই ত্রিদেবাত্মক অদি  
জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব । যাঁহা বলা হইল সমস্তই  
ব্রহ্ম পুরুষের মহিমা, পরন্তু ব্রহ্ম পুরুষ এই সমুদায় হইতে অধিক । এই সমুদায়-  
ভূত তাঁহার একপাদ, অপর ত্রিগাদ মুক্তে ও স্বর্গে অবস্থিত । তাঁহার অবস্থিতি  
হৃদরে এবং তিনি সংসম্পন্ন” । এই ঋতিতেও অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব গিহি  
হয় । অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে হুগ্ধিকালের “হে সৌম্য! জীব যখন সংসম্পন্ন  
হয়, এই বিশেষণের কোনও সার্থকতা থাকে না । কারণ, বিকৃত ব্রহ্মের প্রাপ্তি  
নিত্য, তাহা আগন্তুক অথবা নৈমিত্তিক নহে । অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকাতাই  
উহা স্বীকার্য্য । আরও দেখ বিকার ইঞ্জিয়গম্য, কিন্তু ঋতি বলেন, ব্রহ্ম  
ইঞ্জিয়ার অগোচর । এই সকল কারণে স্বীকার করিতে হইবেক, অবিকৃত  
ব্রহ্ম একজন, আছেন । ঋতি ব্রহ্মের নিরবয়ব স্বীকার করায় নিরবয়ব  
প্রতিপাদক শব্দের অর্থের কোনও অহুপপত্তি নাই । ব্রহ্ম শব্দমূলক শব্দ-  
প্রমাণক । ব্রহ্ম ইঞ্জিয়াদি প্রত্যক্ষ প্রমাণক নহেন । সেই জ্ঞাত ব্রহ্মের পর  
যথা শব্দ অর্থাৎ শব্দাত্মক প । ঋতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগদ্বৎ

প্রমাণকং তদমখাশঙ্কভূগন্তব্যম্ । শব্দশোভনমপি ব্রহ্মণঃ প্রতীপাদয়ত্যন্তং প্র-  
সক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ । লৌকিকানাংমপি মণিমদ্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-  
বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্যাবিষয়া দৃশ্যন্তে তা অপি তাবদ্রোপদেশমন্তরেণ  
কেবলেন তর্কৈণাবগন্তং শক্যন্তে—অন্ত বস্তুন এতাবত্যা এতৎসহায়্য এতাবিষয়া  
এতৎপ্রয়োজনাস্ত শক্য ইতি, ৪ কিমুতাহচিহ্ন্যপ্রতাবন্ত ব্রহ্মণোরূপং বিনা শব্দেন  
নিরূপ্যত । তথাহঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাত্ত্বর্কেণ বোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভাঃ পরং বচ তর্চিন্ত্যস্ত লক্ষণম্ ॥ ইতি ।

তদ্বাক্তমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থবাখ্যাদিগমঃ । নহু শব্দেনাপি ন শক্যতে

অবস্থান প্রতীপাদন করিয়াছেন । লোকমধ্যেও দেখা যায়, মান, মন্ত ও  
ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদি নিমিত্তবশতঃ বিচিত্র ও বহুবিরুদ্ধ কার্য্য  
উৎপাদন করিয়া থাকে । সে সকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কে জানা  
যায় না । অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়ো-  
জন, এই সমুদয় যখন বিনা উপদেশে কেবল মাত্র তর্কে জানা যায় না,  
তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শব্দপ্রমাণ ব্যতিরেকে জানা যাইবে না  
ইহা বলাই বাহ্য ।

এই কথা পৌরাণিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যেবস্ত অচিন্তনীয়,  
তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে না । বাহ্য প্রকৃ-  
তির পর তাহাই অচিন্ত্য । এই জন্যই বলি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ  
শক্যমূলক । প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক নহে । যদি বল যে, শাস্ত্রও লোক-  
প্রসিদ্ধার্থের বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতে পারে না ।

ব্রহ্ম নিরবয়ব অথচ তাহার একাংশ পরিণাম হয়, এইপ্রকার অর্থ বিপ-  
রীতার্থ । যদি ব্রহ্মকে নিরবয়ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার  
করিতে হইবে যে তাহার পরিণাম হয় না । যদি বল হয়, ত সমস্তই হয় ।  
এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে স্বরূপাবস্থান করেন ।  
এইরূপ বলিলে স্বরূপের ভেদ ও সাবয়ব স্বীকার করিতে হইবে । যদি  
বিরুদ্ধাশ্রয় কর, তাহা হইলে ক্রিয়া-বিষয়ক বিরোধ পরিহার করিতে পার।

বিকল্পোৎপত্তিঃ প্রত্যায়িত্বং, নিরবয়বক ব্রহ্ম পরিণমতে ন চ কৃত্বম্মিতি, যদি নিরব-  
য়বং ব্রহ্ম ত্রৈলোক্যে পরিণমেত, কৃত্বম্মেব বা পরিণমেত । অথ কেনচিৎ কণেণ  
পরিণমেত কেনচিৎ রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদকল্পনাং সাব্যয়মেব প্রসজ্যেত ।  
ক্রিয়াবিষয়ে হি ‘অভিরাগ্রে ঘোড়শিনঃ গৃহ্মাতি নাতিরাগ্রে ঘোড়শিনঃ গৃহ্মাতি,  
ইতোষজ্জাতীযকায়ং বিরোধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ঃ বিরোধপরিহারকারণঃ  
ভবতি পুরুষতত্ত্বত্বাদনুষ্ঠানন্ত । ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি,  
অপুরুষতত্ত্বত্বাদনুষ্ঠানঃ । তস্মাদ্ঘটমেতদ্বিতি । নৈব দোষঃ । অবিভাকল্পিতরূপ-  
ভেদাভ্যুপগমাৎ । ন হাবিভাকল্পিতেন রূপভেদেন সাব্যয়ং বস্তু সম্প্রাপ্তং ।  
ন হি তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চক্ষুমা দৃশ্যমানোহনেক এব ভবতি ।  
অবিভাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃত্যব্যাকৃত্যকেন তত্ত্বাত্ত-  
ত্ত্বাত্মানির্লক্ষণীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদিসর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রাপ্তপত্ততে, পারমা-

বটে কিন্তু বস্তু-বিরোধের সমাধান করিতে পারিবে না । অতিরিক্তাধায়াগে  
সমোমক পাত্র গ্রহণ করিবেক, অতিরিক্ত নামক বাগ ভিন্ন অন্য যোগে সোম-  
পাত্র লইবে এই বিরুদ্ধব্যাক্যদ্বয়ের পবিহারার্থ বিকল্পেব আশ্রয় গ্রহণ করিতে  
হয় । কেননা এতাদৃশ স্থলে বিকল্পাশ্রয় ভিন্ন বিরোধসমাধানের আর পথ  
নাই । গ্রহণ করা না করা উভয়ই কর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । যজ্ঞমান  
ঘোড়শী গ্রহণ করিতেও পারেন, না ও করিতে পারেন । অতএব তদ-  
নুযায়ী বিকল্পও হইতে পারে । কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানস্থলে বিকল্প ব্যবস্থা হইতে  
পারেনা । অন্তরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিরুদ্ধ প্রতীতিস্থলে  
শব্দের প্রামাণ্য সূচকিন । এই বিষয়ে আমরা বলি কাঠিন্য দোষ হয় না ।  
যে হেতু আমরা কল্পিতভেদের স্বীকার করিয়া থাকি । বাস্তবিক ভেদ  
স্বীকার করি না । অনেক লোকই চক্ষু দোষে দ্বিচক্ষু ত্রিচক্ষু দেখিয়া থাকে তাই  
বলিয়া চক্ষু কি কখনও দুইটা বা তিনটা হয় ? নামরূপমূলক, রূপভেদ  
মিথ্যা জ্ঞানমূলক । তাহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়াশ্রয়ক । সত্য মিথ্যা  
কোনও এক নির্দিষ্ট রূপে নিরূপণীয় নহে । তদ্রূপ তুচ্ছও অনির্লক্ষ্য কল্পিত-  
ভেদের দ্বারায় ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব ব্যবহারের আশ্রয় ইহা সত্য ; কিন্তু  
পারমার্থিকরূপে তিনি সর্বব্যবহারের অসীম এবং অপরিণতই আছেন ।

খিকেন চ রূপেণ সৰ্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে । বাচ্যরন্তগমাত্রাক্রা-  
 ত্তাকল্পিতস্ত নামরূপভেদস্ত ন নিরবয়বঃ ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি । ন চেয়ং পরিণাম-  
 শ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ । সৰ্বব্যবহারহীন-  
 ব্রহ্মাত্ম্যতাবপ্রতিপাদনার্থা হেবা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ । ‘স এষ  
 নেতি নেত্যাত্মা’ ইত্যুপক্রম্যাহ ‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি’ ইতি । তন্মাদম্ব-  
 পক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গোহসি ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং কথমেকস্মিন ব্রহ্মণি স্বরূপাহুপমর্দেনৈবানেকা-  
 কারা সৃষ্টিঃ শ্রাদতি, যতঃ আত্মন্যপি একস্মিন্ স্বপদংশি স্বরূপাহুপমর্দেনৈবানেকা-  
 কারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—‘ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্ত্যথ রথান-  
 থযোগান্ পথঃ সৃজতে’ ইত্যাদিনা । লোকেহপি দেবাদিষু মায়াবাদিষু চ স্বরূ-

কল্পিত নামরূপাদি যখন মিথ্যা, কেবলমাত্র কথার কথা, তখন কি জন্য  
 তাহার নিরবয়ব বোধক শব্দের ব্যাকোপ হইবে । যে হেতু পরিণাম  
 জ্ঞান নিষ্ফল, পরিণাম জ্ঞানের কোনও ফল নাই, সেই হেতু পরিণামশ্রুতি  
 পরিণামতাবপর্বে অভিহিত নহে । সৰ্বব্যবহারপরিহীন ব্রহ্মাত্ম্যতাব প্র-  
 তি-  
 পন্ন করাই সেই সমস্ত শ্রুতির অর্থ । যে হেতু তাদৃশ ব্রহ্মাত্ম্যতা জ্ঞানের  
 ফল মোক্ষ কথিত হইয়াছে । এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা,—“আত্মা ইহা নহে,  
 আত্মা তাহা নহে” ইত্যাদিরূপে নিষেধ করিয়া “হে জনক ! তুমি অভয়পদ  
 পাইয়াছ।” অতএব আমাদের পক্ষে কোনও দোষাতাস নাই ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম এক অসহায় তাঁহাতে অনেক প্রকার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ  
 বিনষ্ট হয়না । ইহা কেন হয় ? কি প্রকারে হয় ? ইহা লইয়া বিবাদ করা  
 উচিত নয় । একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে, স্বপ্নদর্শী আত্মা এক স্বপ্ন-  
 কালে তাহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয় অথচ তাঁহার স্বরূপ ঠিকই থাকে ।  
 স্বপ্ন বিষয়ক বিচিত্র সৃষ্টি শ্রুতি পাঠেও জানা যায় । “তথায় রথ নাই, রথ-  
 বাহী অশ্বও নাই, পথও নাই, স্বপ্ন দ্রষ্টা কিন্তু স্বপ্নে রথ, অশ্ব ও পথ দেখেন” ।  
 লোকমধ্যেও দেবতা ও ঐশ্বর্যজালিক ক্রিয়া প্রভৃতিতে দেখা যায় তাঁহাদের

পানুপমর্দেনৈব বিচিত্রা হস্তাখাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকশ্চিন্নপি ত্রুক্ষণি স্বরূপানু-  
পমর্দেনৈবানেকাকার্য সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৮ ॥

### স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

পরেণামণ্যেব সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ । প্রধানবাদিনোহপি হি নিরবয়বমপরিচ্ছিন্নঃ  
শব্দাদিহীনঃ প্রধানঃ সাবয়বস্ত পরিচ্ছিন্নস্ত শব্দাদিমতঃ কার্যস্ত কারণমিতি স্বপ-  
ক্ষস্তত্রাপি কৃত্বপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্ত প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাপ্রাপণ-  
কোপো বা । নহু নৈব তৈর্নিরবয়বঃ প্রধানমভ্যুপগম্যতে, সম্বরজন্তমাংসি হি  
অয়ো গুণাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা । প্রধানঃ তৈরেবাবয়ববৈশ্বত্বংসাবয়বমিতি, নৈবজ্ঞা-  
তীরকেন সাবয়বয়েন প্রকৃতো দোষঃ পরিহন্তুং পার্থ্যতে, যতঃ সম্বরজন্তমসাম-  
পোটেকস্ত সমানঃ নিরবয়বত্বং এতৈককমেব চেতরবয়বানুগৃহীতং সমাজীরস্ত প্রপঞ্চ-  
স্তোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গত । তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং সাবয়বত্ব-

স্বরূপ বিনাশ পায়না অথচ হস্তী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে । এতদূশ  
দৃষ্টান্ত দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অষ্টৈবত ব্রহ্মেও  
বিবিধাকার সৃষ্টি হইতে পারে এবং তদ্রবন্ধন তাঁহার স্বরূপও বিনষ্ট হইবে  
না ॥ ২৮ ॥

উক্ত স্বপক্ষ দোষ সাংখ্যবাদীর পক্ষে সমান । প্রধানবাদীরাও নিরবয়ব  
অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদি বিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিযুক্ত জগৎ  
কার্যের কারণ বলেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষ । এতৎ পক্ষেও নির-  
বয়ব নিবন্ধন কৃত্ব প্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাবয়বত্ব এবং নিরবয়বত্ব  
প্রতিবোধক বাক্যের অর্থনর্থক্যাপত্তি থাকিয়াই যায় । যদি বল সাংখ্যা-  
চার্য্য প্রধানকে নিরবয়ব বলেন না, সম্বরজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সামা-  
বস্থাকে কপিলমুনি প্রধান বলেন । এই গুণত্রয়ই অবয়ব, অতএব প্রধান  
নিরবয়ব নহেন অর্থাৎ তিনি সাবয়ব । এই বিষয়ে বলা যায় যে, এইরূপ সাব-  
য়ব স্বরূপ সত্তা দোষের উদ্ধার হয় না, যে হেতু তাঁহাদের মতে সম্বরজঃ  
তমঃ এই গুণত্রয় প্রত্যেকে সমান নিরবয়ব এবং অন্য গুণত্রয়ের সাহিত্যে  
সমাজীর প্রপঞ্চের উপাদান হয় । তর্ক প্রতিষ্ঠিত নহে । তর্কের দ্বারা বার্থ্য তত্ত্ব

মেবেতি চেৎ, এবমপ্যনিত্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ । অথ শক্তয় এব কাথ্যবৈচিত্র্যসূচিতা  
 অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ । তাস্ত ব্রহ্মবাদিনোহপ্যবিশিষ্টাঃ । তথা, অণুবাদিনোহপ্যণু-  
 ক্তরেণ সংযুক্ত্যমানো নিরবয়ববাদি কাৎক্ষেন সংযুক্ত্যেত ততঃ প্রথিমাম্-  
 পপত্তেরগুমাত্রপ্রসঙ্গঃ । অষ্টৈকদেশেন সংযুক্ত্যেত তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যাপ-  
 গমকোপ ইতি স্বপক্ষেইপি সমান এষ দোষঃ সমানত্বাচ্চ নাত্ততঃস্মিন্নেব পক্ষ  
 উপক্ষেপ্তব্যো ভবতি । পরিস্কৃতস্ত ব্রহ্মবাদিনো স্বপক্ষদোষঃ ॥২১॥

### সর্বোপেতা চ তদদর্শনাৎ ॥৩০॥

একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিবোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ  
 ইত্যুক্তং, তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তিয়ুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদ্ব্যুত-  
 সর্বোপেতা চ তদদর্শনাৎ । সর্বশক্তিয়ুক্তা চ পরা দেবতৈতাবগন্তব্যং, কুতঃ তদ-

নির্ণয় করা বাইতে পারেনা । অতএব তর্ক পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রীয় সাবয়বত্ব  
 গ্রহণ করিলেও অনিত্য দোবাদি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে । যদি কার্য্যের বিচিত্রতা  
 দেখিয়া স্বত্বাদিনিষ্ট শক্তিগুণের অস্বত্বমান কর এবং তদনুরূপ সাবয়বত্ব স্বীকার  
 কর, তাহা হইলে সেইরূপ সাবয়বত্ব বেদান্তবাদীর পক্ষে ইষ্ট ও সঙ্গত ।  
 ব্রহ্মবাদীও মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে পরাধীন নহেন,  
 অধিকন্তু পরমাণুবাদে স্বপক্ষ দোষও আছে । পরমাণুর কোনও অবয়ব  
 নাই । সুতরাং এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে নির-  
 বয়বত্ব নিবন্ধন ক্রম সংযোগই হইবে । সমুদায় সংযোগ হইলে তাহা স্থল  
 হইবে না । যদি বল এক দেশ সংযোগ হয়, তাহা হইলে পরমাণু নিরবয়ব এই  
 কথা বলিওনা, সুতরাং অস্বত্ববাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমানই হইল ।  
 যে হেতু সযান দোষ সেই হেতু কেহ কাহার পক্ষে উক্ত দোষ উপক্ষেপ  
 করিতে পারেন না । ব্রহ্মবাদী স্বপক্ষ দোষ স্থানন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ  
 উৎপন্ন হওয়া অযুক্ত নহে । কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্রশক্তিমান তাহা জানা  
 যায় নাই, তজ্জনা উত্তর করা হইতেছে যে “সর্বোপেতাচতদর্শনাৎ”, সেই  
 পরমদেবতা সর্বশক্তিয়ুক্ত ইহা অবগত হইবে । যে হেতু প্রমাণভূত শ্রুতি

শনাং । তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্বশক্তিব্যোগং পরম্যা দেবতায়ঃ 'সর্বকথ্য  
সর্বকাণ্ডঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাতোহবাক্যানাদরঃ সত্যকামঃ সত্য-  
সঙ্কল্পো যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদেতস্যা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি হৃষীচন্দ্রমসৌ  
বিধুতো তিষ্ঠতঃ, ইত্যেবং জাতীয়কা ॥ ৩০ ॥

১ বিকরণস্থামেতি চেত্তুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

অতএব, বিকরণং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং 'অচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনাঃ  
ইত্যেবং জাতীয়কং, কথং সা সর্বশক্তিযুক্তাপি সত্য কাৰ্য্যায় প্রভবেৎ, দেবদত্তে  
হি চেতনাঃ সর্বশক্তিযুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককাৰ্য্যকরণসম্পন্ন। এব তন্মৈ তন্মৈ  
কাৰ্য্যায় প্রভবন্তো বিজ্ঞায়ন্তে, কথঞ্চ 'নেতি' 'মেতি' ইতি প্রতিষিদ্ধসর্ববিশেষায়  
দেবতায়ঃ সর্বশক্তিব্যোগঃ সম্ভবেদিতি চেৎ যদত্র বক্তব্যং তৎপুরতাদেবোক্তম্ ।  
শ্রুতাবগাহ্যমেবেদমতিগম্ভীরং পরং ব্রহ্ম ন তর্ক্যবগাহ্যম্ । ন চ যথৈকস্য সামর্থ্য-  
দৃষ্টং তথান্যস্যাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মোহস্তীতি প্রতিষিদ্ধসর্ববিশেষ-

তাহাই দেখাইয়াছেন । পরদেবতা সর্বশক্তি সম্পন্ন, "তিনি সর্বকথ্য, সর্ব-  
কাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাগিঞ্জিয়বর্জিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম,  
সত্যসঙ্কল্প, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ । হে গার্গি ! এই অক্ষরের শাসন হেঁচু  
চন্দ্রহৃষ্য বিধৃত আছে ।" ইত্যাদি শ্রুতিই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ করিতেছে ॥৩০॥

শাস্ত্রকার বলিতেছেন, পরদেবতা নিরীন্দ্রিয়, যথা শ্রুতি, "তিনি অচক্ষু,  
অশ্রোত্র, বাক্য রহিত ও মনরহিত । অতএব ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত হইলেও তিনি কি  
প্রকারে সৃষ্টি করিতে পারেন ? দেবতা সকল চেতন, তাঁহারা অধ্যাত্মিক  
কাৰ্য্যকারণসম্পন্ন, তৎকারণে তাঁহারা সর্বশক্তিযুক্ত হইয়া সেই সেই কাৰ্য্য  
করিতে পারেন । কিন্তু পরদেবতা ব্রহ্মের দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই । এমন  
কি তাঁহার কোনও ধর্ম নাই প্রত্যুত সর্ব প্রকার বিশেষ তাঁহাতে প্রতিষিদ্ধ  
আছে । তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহাতে সর্বশক্তি থাকিতে পারে ! এই  
প্রশ্নের উত্তর করিতে যাহা বলা আবশ্যক তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে ।  
পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবল মাঈ শ্রুতিগম্য, তর্কের দ্বারা জানা যায় না ।  
এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দৃষ্ট হয় অন্য ব্যক্তিতে সেই শক্তি তদধুক্ষপই থাকিবেক

সাপি ব্রহ্মণঃ সৰ্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতীত্যেতদপ্যবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসে-  
নোক্তম্বেদ । তথা চ শাস্ত্রং—

“অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীত।

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।”

ইত্যকরণসাপি ব্রহ্মণঃ সৰ্বসামর্থ্যযোগঃ দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

ন প্রয়োজনবস্থাৎ ॥ ৩২ ॥

অতথা পুনশ্চেতনকর্তৃকত্বং জগত আক্ষিপতি । ন থলু চেতনঃ পরমাত্মেদং  
জগদ্বিষং বিরচয়িতুমর্হতি । কুতঃ । প্রয়োজনবস্থাৎ প্রবৃত্তীনাম্ । চেতনো হি  
লোকে বুদ্ধিপূর্বকারী পুরুষঃ প্রবর্তমানো ন মন্দোপক্রামামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাশ্র-  
প্রয়োজনানুপযোগিনিবারভমাণো দৃষ্টঃ কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্ । ভবতি চ  
লোকপ্রসিদ্ধানুবাদিনী শ্রুতিঃ ‘ন বা অরে সৰ্বস্য কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি,  
আশ্বিনস্ত কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি’ ইতি । গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তিৰ্ঘৃচ্চা-

এমন কোনও নিয়ম নাই । অতএব কোনও প্রকার বিশেষ না থাকিলেও  
পরব্রহ্মে সৰ্বশক্তিযোগ অসম্ভব হয় না, ইহা পূর্বেই অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ-  
স্বীকারপ্রসঙ্গে বলা হইল । এই বিষয়ে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণও আছে, যথা—  
“তাহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি গমন ও গ্রহণ করিতে পারেন । তাহার  
চক্ষু নাই, কর্ণ ও নাই, অথচ তিনি দেখেন ও শুনেন । ইত্যাদি শ্রুতি ইন্দ্রিয়-  
শূন্য পরব্রহ্মের সৰ্বশক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

চেতন্ত ব্রহ্ম জগদ্বিনির্মাণকারী, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি  
উত্থাপন করা হইতেছে । চেতনপরমাত্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করেন নাই ।  
তাহার কারণ এই যে, প্রবৃত্তিমাতেই সমগ্রয়োজন । লোক মধ্যে দেখা যায়  
বুদ্ধি পূর্বকারী চেতন পুরুষই কার্যে প্রবর্ত হইয়া থাকে । যে চেষ্টা নিত্যন্ত  
অল্প প্রয়োজনের উপযোগী বোধ না করিলে সে চেষ্টাতেও প্রবৃত্তি হয় না ।  
গুরুতর কার্যের সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই । এতদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ শ্রুতিও  
দেখা যায় । “হে মৈত্রেয়ি ! সকলের কামনায় এই সকল প্রিয় নহে । আশ্ব-  
কামনাতেই এই সমুদায় পিয় বলিয়া বোধ হয় । উচ্চাবচও নানাপ্রকার জগৎ



বচপ্রপঞ্চং জগদ্বিশ্বং বিরচয়িতব্যম্ । যদিহমপি প্রবৃত্তিচ্চেতনস্য পরমাত্মন  
আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যত পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রমমাণং বাধ্যত ।  
প্রয়োজনাতাবে বা প্রবৃত্তাতাবেহপি স্যাৎ । অথ চেতনোহপি সন্ উন্নতো  
বুধ্যপর্যাদান্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্তমানো দৃষ্টস্তথা পরমাত্মাপি প্রবর্তিত  
ইত্যাচ্যোত, তথা সতি সৰ্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রমমাণং বাধ্যত । তন্মাদম্লিষ্টা চেত-  
নাৎ স্থিতিরिति ॥ ৩২ ॥

• লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

তুশ্চেনাক্ষেপং পরিহরতি । যথা লোকে কস্যাচিদাষ্টপ্ৰবণস্য রাজ্ঞো রাজা-  
মাতস্য বা ব্যতিরক্তঃ কিঞ্চিং প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্র-  
ত্যয়ঃ ক্রীড়াবিশারেষু ভবন্তি । যথা চোচ্ছাসপ্রখ্যাসাদরোহনভিসন্ধায় বাহ্য-  
কিঞ্চিং প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ

প্রণক্কেয় রচনা করা অল্প প্রবৃত্তির বা অল্পচেষ্টার কার্য্য নহে । যদি এই স্থি-  
তি বিষয়ে চেতন পরমাত্মার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে কর, তাহাইহলে ঐতি-  
শ্রীয়া পরমাত্মার নিত্যত্বের কি উপায় হইবে ! এই দিকে আবার বলিতেছ  
প্রয়োজনব্যতীত কোনও কার্য্য কেহ করে না । যদি চ উন্নস্তাবস্থ ব্যক্তিকে  
বুদ্ধিদোষ বশতঃ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । এবং  
এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মার প্রবৃত্তিকে তাহার সহিত সমান করিতে চাও তাহা  
হইলে তাহার সৰ্বজ্ঞতা ঐতির কি উপায় করিবে ? এই সকল কারণেই বলিতে  
বাধ্য যে চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ হওয়া কোনও রূপেই সম্ভবপর  
হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

“লোকবত্তু” এই তু শব্দ দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত আপত্তি পরিহারের সূচনা করা  
হইরাছে । যেমন লোক সমাজে রাজার অথবা মন্ত্রীর বিনা প্রয়োজনে কেবল  
মাত্র লীলাখেলার নিমিত্তই প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন খাস প্রখাস  
প্রভৃতি বিনাপ্রয়োজনে কিবা বিনা উদ্দেশে স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়  
তৎ ঐশ্বরিক প্রবৃত্তিও উদ্দেশ্য ব্যতীত বা প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র  
স্বভাববশেই সম্পন্ন হইতে পারে । লীলাতেও ফলকিঞ্চিং উল্লাসি হয় বটে কিন্তু

প্রয়োজনাস্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃতির্ভবিষ্যতি । ন হীহ্বরসা  
প্রয়োজনাস্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিত্বো বা সম্ভবতি । ন চ স্বভাবঃ পর্যায়-  
যোক্তুং শক্যতে । যদ্যপ্যাম্বাকমিয়ং জগদ্বিষয়বিবচনা গুরুতরলং রস্তুেবাভ্যতি তথাপি  
পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেনং অপরিমিতশক্তিহাং । যদি নাম লোকে লীলা-  
য়পি কিকিং হৃদয়ং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষ্যেত তথাপি নৈবাত্র কিকিং প্রয়োজন-  
মুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আশুকাশ্রমশ্রুতেঃ । নাপ্যপ্রবৃত্তিরন্যতপ্রবৃত্তির্কি । সৃষ্টি-  
শ্রুতেঃ সর্বজ্ঞশ্রুতেচ্চ । ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনাম-

খাস প্রখ্যাসাদিতে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি থাকে না । কোনও বুদ্ধিমান  
ব্যক্তিই অমুকটা হইবে বা অমুক হউক এই প্রকার ভাবিয়া খাস প্রখ্যাস নিক্ষেপ  
করেন না । তাহা স্বভাববশে আপনা হইতেই নিস্পন্ন হয় । সেইরূপ ঈশ্বরের  
যে কালকর্মসচিব মায়া শক্তি আছে সেই মায়া শক্তিই তাঁহার স্বভাব । সেই  
স্বভাবমূলেই সৃষ্টাদি ক্রিয়া হয় । কোনও ব্যক্তিই তাহা বারণ করিয়া রাখিতে  
সমর্থ নহেন । জগৎ সৃষ্টিতে পরমাত্মার কোনও উদ্দেশ্য অথবা অভিসন্ধ্যান  
কিছা কিছু মাত্র প্রয়োজনও নাই । শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা ইহার একতরও  
প্রতিপাদন করা যায় না । তাহা হইলে পরমেশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেন,  
তিনি চূপ করিয়া কেন থাকেন না, ইত্যাদিরূপে প্রশ্নও হইতে পারে না । কেননা  
কারণ থাকিলে কার্য অবশ্যস্তাবী, স্বভাবরূপ কারণ আছে বলিয়াই এইরূপ কার্য  
হইতেছে । আমরা মনে ভাবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করা বড়ই গুরুতর কাজ,  
কিন্তু ভগবানের নিকট ইহা গুরুতর দূরের কথা লঘুতর, লঘুতর কেন, একটা  
কাজ বলিয়াই পরিগণিত নহে । তিনি অনন্তশক্তি, তাঁহার নিকট ইহা এক-  
মাত্র লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে । যদি বা লৌকিক লীলার বিন্দুমাত্র  
প্রয়োজনের উল্লিখিত করিতে পার কিন্তু ঈশ্বরের জগদ্বিনির্মাণ রূপ লীলার অমু-  
মাত্রও আবশ্যক সঙ্গীমাণ করিতে পারিবে না । যেহেতু তিনি আশুকাশ্রম,  
পরিপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত । তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই অথবা তাঁহার এই প্রবৃতি  
উন্নাদের প্রবৃত্তির দ্বারা, ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না । যেহেতু  
শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান । তিনি  
সমস্তই জ্ঞানপূর্বক করেন । তিনি পাগল নহেন । কিন্তু ইহাও মনে করিও

রূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপাদনপরত্বাচ্ছেত্যতপি নৈব প্রঃ-  
কৃত্যম্ ॥৩৩॥

বৈষম্যানৈম্নৈগ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ জগজ্জ্ঞানাদিহেতুত্বমীশ্বরত্বান্ধিপ্যতে স্মৃগানিখননন্যায়েন প্রতিজ্ঞাত-  
ত্বার্থস্য দ্রষ্টাকরণায় । নেত্বন্তো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে, কুতঃ বৈষম্যনৈ-  
ম্নগাপ্রসঙ্গাৎ । কাংশ্চিদভ্যন্তমুখভাজঃ করোতি দেবাদীন, কাংশ্চিদভ্যন্তমুখ-  
ভাজঃ করোতি পশ্বাদীন, কাংশ্চিন্মধ্যমভাজোমমুখাদীনিত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং  
নির্মিমাণসোশ্বরস্য পৃথগ্জনস্যেব রাগধেবোপপত্তেঃ শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বজ-  
বাদীশ্বরত্বতাবিলোপঃ প্রসজ্যেত । তথা খলজনৈরপি জুগুপসিতঃ নির্গুণ-  
ত্বমতিক্রুরত্বং হুঃখযোগবিধানাৎ সৰ্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত । তস্মাদে-

না যে সৃষ্টিটা পারমার্থিক অর্থাৎ শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিতেছেন তাহা পারমার্থিক  
সৃষ্টি । অবিভার দ্বারাই নামরূপ ব্যবহারযোগ্য করনা প্রাপ্ত হওয়া  
সৃষ্টি বলে । সুতরাং তাহা বাস্তবিক নহে । ব্রহ্মাত্মত্ব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টি-  
বাক্যসমুদায়ের অভিপ্রায় । ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না ॥ ৩৩ ॥

ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু এই বিষয়ে অল্প প্রশ্ন উপস্থিত করা হইতেছে ।  
নৌবাহিকেরা যেমন খুঁটা একবার উঠাইয়া পুনরায় তাহা যুক্তিকাতে প্রোথিত  
করে, এইরূপ ব্যয়ব্যয় করাতে খোটা অত্যন্ত শুল্ক হয়, সেইরূপ শাস্ত্র কাররাও  
ব্যয়ব্যয় আপত্তি এবং পুনঃ পুনঃ তাহার বশস্তন দ্বারা প্রতিপত্ত বিষয়কে স্মৃতি  
করিয়া থাকেন । ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ এই কথা যুক্তিযুক্ত  
নহে । কেননা ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি, বা প্রলয়ের কারণ বলিলে তাহাতে পক্ষ-  
পাত্তিষ্য দোষ এবং নৈম্নগ্য দোষ হয় । কেননা তিনি দেবতাদিগকে যথেষ্ট  
সুখী এবং পশুদিগকে অত্যন্ত দুঃখী ও মানবমণ্ডলীকে মধ্যাবস্থা করায় অল্প  
অবশ্যই বিবমকার্য্য করিয়াছেন । এই প্রকার সৃষ্টিবৈষম্য সন্দর্শনে তাঁহার  
সাধারণ পামর মানবের ভায় রাগধেবাদি আছে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় । বিষমসৃষ্টি  
স্বীকার করিলে আরও গুরুতর দোষ হয় । শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্ম নির্গুণ-  
স্বভাব কথিত আছে । বিষম সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে

যমানৈবর্ণ্য প্রসঙ্গান্নেষ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । বৈষম্যনৈবর্ণ্যো-  
 নেষ্বরস্য প্রসঙ্গোক্তে, কস্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ । যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো  
 বিঘমাং সৃষ্টিং নির্ধিমীতে তাতামেতো দোষৌ বৈষম্যং নৈবর্ণ্যঞ্চ । ন তু  
 নিরপেক্ষস্ত নিশ্চীতৃত্বমস্তি । সাপেক্ষো হীশ্বরো বিঘমাং সৃষ্টিং নির্ধিমীতে ।  
 কিমপেক্ষত ইতি চেৎ, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ । অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণি-  
 ধৰ্ম্মাপেক্ষা বিঘমা সৃষ্টিরিত্যি নাগবীশ্বরতাপরোধঃ । ঈশ্বরস্ত পৰ্জ্জত্বং দ্রষ্টব্যঃ ।  
 যথা হি পৰ্জ্জন্তো ত্রীহিষবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ত্রীহিষবাদিবৈষম্যে  
 তু তত্ত্ববীজগতাত্ত্বেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো  
 দেবমহুযাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, দেবমহুযাদিবৈষম্যে তু তত্ত্বজ্ঞী-  
 বগতাত্ত্বেবাসাধারণানি কৰ্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি । এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বাৎ  
 বৈষম্যনৈবর্ণ্যাত্মাঃ দৃশ্যত । কথং পুনরবগম্যাতে সাপেক্ষ ঈশ্বরো নীচমধ্য-

পারে! অধিকন্তু হুঃখ বিধান এবং প্রজা সংহার করাতে ব্রহ্মকে ধলপ্রকৃতি  
 নির্দয় মাতৃষের সহিত তুলনা করিতেও কোনও আপত্তি নাই । সূত্ররং উক্ত  
 বৈষম্যাত্ত্ব নৈবর্ণ্য এই দোষব্ধের পরীহারের নিমিত্তই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর  
 এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই । এই পূৰ্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছি । ঈশ্বরে এই  
 হই দোষের কোনও দোষই হয় না । কেননা তিনি সাপেক্ষ । এবম্বিধ বিঘম  
 সৃষ্টি নিমিত্তবশতই হইয়া থাকে । অতএব ইহা না জানিয়া না শুনিয়া ঈশ্বরের  
 প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত নহে । যদি কেবল ঈশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে বিঘম  
 সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার উপর প্রদত্ত বৈষম্যাদি দোষ আরোপ  
 করা যাইত । কেবল ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নহেন । সৃষ্টিপ্রসঙ্গে নিমিত্তান্তরেষ্ট  
 কারণতা আছে । ঈশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এইরূপ বিঘমসৃষ্টি করেন ।  
 যদি নিমিত্তটা কি প্রশ্ন কর, তবে তত্ত্বত্রে বলিব, জীবের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই এইনিমিত্ত ।  
 সৃজ্যমান জীবের যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম থাকে সেই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ ।  
 সূত্ররং ঈশ্বরকে এই জন্ত দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না । ঈশ্বর মেঘের  
 তায় সাধারণ কারণ মাত্র । মেঘ যেমন যবাদিশস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ  
 কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ যেমন সেই সকলের নানাধিক্যাদি বৈষম্যের  
 অসাধারণ কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরও দৈবিক বা মানবীয় সৃষ্টির সাধারণ কারণ ।

মোক্তব্যং সংসারং নির্মিমীত ইতি । তথা হি দর্শয়তি ঋতিঃ, এষ ছেব সাধুকর্ম কারয়তি তং যমেত্যো লোকেত্য উগ্নিনীযত এষ উ ছেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীযতে, ইতি । পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপং পাপেন ইতি চ । স্মৃতিরপি ঐশিককর্মবিশেষাপেক্ষমেবেশ্বরভ্রাতৃগ্রহীতৃৎ নিগ্রহীতৃৎ দর্শয়তি—  
যে যথা মাং প্রপশ্যন্তে ভাংস্তথৈব ভজ্যামাহম্, ইত্যেবজ্ঞাতীশ্বক। ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্যাবিভাগাদিতি চেমাংহনাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি প্রাকৃ সৃষ্টিরবিভাগ-  
বধারণারান্তি কর্ম যদপেক্ষা বিধমা সৃষ্টিঃ স্তাৎ । সৃষ্টাত্তরকালং হি শরীরাদি-  
বিভাগাপেক্ষং কর্ম কর্ম্যাপেক্ষন্ত শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত ।

এবং জীবের শুভাশুভ কর্মই এতাদৃশ বিষমসৃষ্টির অসাধারণ কারণ । স্তুরাং  
সাপেক্ষতা আছে বলিয়াই জৈশ্বরকে বৈষম্যাদি দোষে দূষিত করিতে পার না ।  
জৈশ্বর যে কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন ইহা ঋতিই বলিতেছেন । ঋতি যথা, “ঈশ্বর  
যাহাকে এক লোক হইতে অস্ত্র লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা  
সংকর্ম করান । যাহাকে এই লোক হইতে অধঃপাতিত করিতে ইচ্ছা করেন  
তাহার দ্বারা অসংকর্ম করান । পুঙ্খ কর্মের দ্বারা ই উত্তমতা লাভ হয় এবং  
পাপকর্মের দ্বারা অধঃপাত হয় । স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের  
অমুগ্রহভাজন ও কর্ম্মানুসারে নিগ্রহের পাত্র হয় । যথা আমাকে যেকূপে যে  
ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপে প্রাপ্ত হই ॥ ৩৪ ॥

হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে সজাতীয়-বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য এক সং ছিল,  
ইত্যাদি ঋতিতে সৃষ্টির পূর্বে ভেদরাহিত্য নিশ্চয় থাকায়, সেই সময়ে বিষমসৃষ্টির  
প্রয়োজক কোনও কর্ম্মই ছিল না । ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । সৃষ্টির পরে শরীরাদি  
বিভাগ হইলে কর্ম্ম হয় এবং কর্ম্ম হইতে শরীরাদি বিভাগ হয়, এইরূপ  
অন্তোন্তোশ্রয় (ইতরেতরাশ্রয় তদ্ব্যটিতত্ব সতি তদ্ব্যটিতত্বং ইতরেতরাশ্রয়ত্বং)  
দোষও হয় । অতএব জৈশ্বর বিভাগের পরে ফল দেন তাহাতে আপত্তি নাই ।  
কিন্তু বিভাগের পূর্বে কর্ম্ম না থাকায় অবজ্ঞই সমান সৃষ্টি হইবেক । তাহা না  
হওয়ায় বৈষম্যাদি দোষ তাদবস্থাই থাকে । এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে

অতো বিভাগাদৃক্ কৰ্ম্মপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ততাং নাম, শ্রীকৃষ্ণে বিভাগাঐচ্ছিত্র্য-  
নিমিত্ত কৰ্ম্মণোহভাবাত্ লোভাত্মা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ,  
অনাদিত্বাৎ সংসারস্ত । ভবেদেষ দোষো নৃগুণাদিমানয়ঃ সংসারঃ স্তাৎ । অনাদৌ  
তু সংসারে বীজাকুরবন্ধেতুহেতুমন্তাবেন কৰ্ম্মণঃ সৰ্গবৈষম্যাত্ চ প্রবৃত্তির্ন বিরুদ্ধাতে ।  
কথং পুনরবগম্যতে অনাদিরেষ সংসার ইতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ৩৫ ॥

উপপত্ততে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

উপপত্ততে চ সংসারস্তানাদিত্বম্ । আদিমন্তে হি সংসারস্তাহকস্মাদুদ্ভূতে-  
মুজ্ঞানামপি পুনঃ সংসারোদ্ধৃতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতাত্মাগমপ্রসঙ্গঃ । সূত্রহঃখাদি-  
বৈষম্যাত্ নিৰ্মিত্ত্বাৎ । ন চেৎশরৌ বৈষম্যাহেতুরিত্যুক্তম্ । ন চাৰিত্তা কেবলা  
বৈষম্যাত্ কারণং, একরূপত্বাৎ । রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকৰ্ম্মপেক্ষা ত্রিবিদ্যা  
বৈষম্যাকরী স্তাৎ । ন চ কৰ্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি ন চ শরীরমন্তরেণ কৰ্ম্ম

সংসার প্রবাহের অনাদিত্ব বিধায় এই দোষ বা এই প্রকার আপত্তি দেওয়া  
যাইতে পারে না । সংসারের যদি আদি থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত  
দোষে ভুগ্ন হইত । যেহেতু সংসারের আদি নাই, বীজাকুরবৎ অনাদি, সেই হেতু  
বীজাকুরের জায় কৰ্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু হেতুমন্তাব আছে । সৃষ্টিবৈষম্য  
কৰ্ম্ম নিমিত্ত ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে । পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করেন সংসার  
যে অনাদি তাহা কিসে বুঝা গেল ? এই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত পুনর্বার  
স্বত্রান্তর করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ । সংসারের  
অনাদিত্ব স্বীকার না করিলে আকস্মিক উৎপত্তিমুক্ত জীবের পুনঃ সংসার  
প্রত্যাপত্তি, অকৃতাত্মাগম ও কৃতনাশ এই সকল অস্মান বদনে স্বীকার করিতে  
হইবে । কারণ ব্যতিরেকে ছুঃখ সুখ ইত্যাদি বৈষম্য ও স্বীকার্য্য হইবে ।  
ঈশ্বর বৈষম্যের কারণ নহেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে এবং প্রতিপন্ন করি-  
য়াছি । একরূপতা নিবন্ধন কেবল অবিজ্ঞাও বৈষম্যের হেতু নহে । রাগ,  
দ্বेष ও মোহরূপ ক্লেশের বাসনা নামক সংস্কার হইতে যে কৰ্ম্ম জন্মে সেই  
কৰ্ম্মই অবিজ্ঞার সচিবতা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি বৈষম্য জন্মাইয়া থাকে । সংসারের

ସଦ୍ଭବତୀତୀତବେତରାଶ୍ରୟଦୋଷପ୍ରାମଦଃ । ଅନାଦିତ୍ୱେ ତୁ ବୀଜାକୃତ୍ୱାୟେନୋପପତ୍ତେନ  
କଳ୍ପିକୋପୋ ଭବତି । ଉପଲଭ୍ୟତେ ଚ ସଂସାରସ୍ୟାନାନିଦ୍ଧଃ କ୍ଷତିଶ୍ଚୂତୋଃ । କ୍ଷତୋ  
ତାବଂ—ଜ୍ଞାନେନ ଜୀବେନାନ୍ୟନା ଇତି ସର୍ଗଶ୍ରମୁଖେ ଶାରୀରମାନ୍ୟାନଂ ଜୀବନକ୍ଷେନ ପ୍ରାଣଧାରଣ-  
ନିମିତ୍ତେନାଭିଳାପରନାଦିଃ ସଂସାର ଇତି ଦର୍ଶୟତି । ଆଦିମଦେ ତୁ ତତଃ ପ୍ରାଣଧାରଣାଦିତଃ  
ପ୍ରାଣଃ ସ କଥଂ ପ୍ରାଣଧାରଣନିମିତ୍ତେନ ଜୀବନକ୍ଷେନ ସର୍ଗଶ୍ରମୁଖେଭିଳାପୋତ । ନ ଚ ଧାର-  
ୟିଷ୍ୟତୀତ୍ୟାତୋଭିଳାପୋତ । ଅନାଗତାନ୍ତିକ ସଦ୍ଭବତୀତଃ ସମ୍ଭାବ୍ୟା ବଳୀୟାନ ଭବତି,  
ଅଭିନିମ୍ପନ୍ନତ୍ୱାଂ । ହ୍ୟାଚାତ୍ତ୍ୱୟମସୌ ଧାତା ଯଥା ପୂର୍ବମକଲ୍ପୟଂ ଇତି ଚ ମନ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣଃ ପୂର୍ବକଲ୍ପ-  
ସଦ୍ଭାବଂ ଦର୍ଶୟତି । ସ୍ମୃତାବ୍ୟାପନାନିଦ୍ଧଃ ସଂସାରସ୍ୟୋପଲଭ୍ୟତେ ।—ନ ରୂପମସ୍ତେହି ତଥା-  
ପଲଭ୍ୟତେ ନାନ୍ତୋ ନ ଚାଦିନଂ ଚ ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତି । ପୁରାଣେ ଚାତୀତାନାମନାଗତାନାମ୍  
କଲ୍ପାନାଂ ନ ପରିମାଣମତୀତି ହାସିତମ୍ ॥ ୩୬ ॥

ଆଦି ସ୍ୱୀକାର ପକ୍ଷେ ବିନା କର୍ମେ ଶରୀର ହେ ନା ଏବଂ ବିନା ଶରୀରେ କର୍ମ ହେ  
ନା ଇତ୍ୟାଦି ରୂପ ଅତ୍ୟୋକ୍ତାଶ୍ରୟ ଦୋଷ ହେ ।

କିନ୍ତୁ ଅନାମିପକ୍ଷେ ବୀଜାକୃତ୍ୱେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଘଟନା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବଳିୟା ପରିଗଣିତ  
ହୁଏ ନା । ସଂସାର ସେ ଅନାଦି ଇହା କ୍ଷତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଉଭୟହି ପ୍ରମାଣ  
କରିତେହେ । କ୍ଷତି ଯଥା,—“ଆମି ଏହି ଜୀବାନ୍ୟରୂପେ ଅନୁଶ୍ରବେଣ କରିୟା, ଏହି  
କ୍ଷତିସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟାୟ ଶରୀରସ୍ଥିତ ଆତ୍ମାକେ ପ୍ରାଣଧାରଣାର୍ଥକ ଜୀବନକ୍ଷେ ଅତିରିକ୍ତ  
କରିୟା” ଇହାହି ଦେଖାହୋଇଛେନ ସେ, ସଂସାରେର ଅନ୍ୟମ୍ ଏକଟା ନାହି । ସଂସାର ଅନାଦି,  
ଇହାର ଆଦି ଧାକିଲେ କି ରୂପେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟମ୍ ପ୍ରାଣଧାରଣବାଚକ ଜୀବନକ୍ଷେର  
ଓଲ୍ଲେଖ ସମ୍ଭବ ହୁଏତେ ପାରେ ! ପ୍ରାଣଧାରଣ କରିବେନ, ଏହିପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟାମାଣ ପ୍ରାଣ-  
ଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିୟା ଜୀବନକ୍ଷେର ପ୍ରୟୋଗ କରିୟାଛେନ । ଏହିରୂପେ ବଳାଓ ସମ୍ଭବ  
ନହେ । ସେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସଦ୍ଭବତାପେକ୍ଷା ଅତୀତ ସଦ୍ଭବତା ବଳବତ୍ତା ଦେଖା ଯାଏ ।  
ବିଧାତା ପୂର୍ବକଲ୍ପାରୂପ ଚକ୍ରହୃଦ୍ରେର ସୃଷ୍ଟି କରିଲେନ ।

ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟିତ ଶ୍ରୁତି ଇତିହାସେ ସେ ପୂର୍ବକଲ୍ପ ଏକଟା ଥିଲ । ସୃଷ୍ଟି-  
ପ୍ରମାଣ ଯଥା,—

ଏହି ସୃଷ୍ଟିତେ ଇହାର ରୂପ, ଅନ୍ତ, ଆଦି ଏବଂ ଅବିଷ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧି ହେ ନା,  
ପୋଷାମିକେରାଓ କୌର୍ତ୍ତନ କରିୟାଛେନ ସେ, ଅତୀତ ଓ ଅନାଗତ କାଳେର ପରିମାଣ ବା  
ଇହତା ଇତିହାସେ ନା । ॥ ୩୭ ॥

## সর্ববধর্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যশ্বিন্নবধারিতে বেদার্থে পট্টরূপ-  
ক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণহানান্ দোষান্ পর্যাহার্বীবাচাৰ্ঘ্যঃ । ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধ-  
প্রধানং প্রকরণমারম্ভমাগঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি ।—বস্মা-  
দশ্বিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্বৈ কারণধর্ম্যা উপ-  
পত্ত্যন্তে সর্বস্তং সর্বশক্তি মহামায়ক তদ্ব্রহ্ম ইতি তস্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমোপ-  
নিষদং দর্শনমিতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমৌমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজাপাদকৃতৌ

দ্বিতীয়স্তাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ।

চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদনকারণ, এই নিশ্চিত  
বেদার্থের প্রতি ঐরূপ অর্থ নিশ্চিষ্ট হইলেও বাদিগণ যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়া-  
ছিলেন, তাহা ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস পরিহার করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি  
পরপক্ষনিষেধ প্রধানপ্রকরণ আরম্ভ করিতে প্রয়াসী হইয়া সপক্ষ সংশোধন  
প্রধান প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন । যে কারণ চেতন ব্রহ্মকে জগৎ  
কারণরূপে স্বীকার করিলে তাহাতে প্রদর্শিত সমুদায় কারণধর্ম উপপন্ন হয়,  
সেইজন্ত এই বেদান্তদর্শন সর্বপ্রকার আশঙ্কার অতীত । এ বিষয়ে অমুমাত্রও  
আশঙ্কা বা পূর্বপক্ষ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥



## দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

— ৩০ — ৭৭২

রচনানুপপত্তেচ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

যত্তপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্গাঃ নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং ন তর্কশাস্ত্রবৎ  
কেবলাভিযুক্তিভিঃ কঞ্চিং সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দৃষয়িতুং বা প্রবৃত্তং, তথাপি বেদান্ত-  
বাক্যানি ব্যাচক্ষণৈঃ সমাপদর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাক্ষ্যাদিদর্শনানি নিরাকবগ্নি-  
নীতি তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্গম্য চ সমাপদর্শনার্থং  
তন্নির্গমেন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং তদ্ব্যভাষিতং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাদিতি।

যত্বপি এই উত্তরমীমাংসা বেদান্তবাক্যের তাৎপর্যানির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই-  
য়াছে। তর্কশাস্ত্রাদির দ্বারা কেবল যুক্তিমূলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত  
হইতে অথবা অত্র কোনও শাস্ত্রের দোষ দেখাইতে ইচ্ছুক নহে, তথাপি  
বেদান্তবাক্যাবলীর যথার্থ ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে তৎপ্রতিপাদ্য সমাক-  
জ্ঞানের শত্রুস্বরূপ সাংখ্যাদিশাস্ত্রের মত নিরাস করা প্রসঙ্গত আবশ্যক  
হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বক্ষ্যমাণ সূত্র আরম্ভ করা হইতেছে।

তত্ত্ব-জ্ঞানই একমাত্র বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন। তাহা ইত্য-  
পূর্বে বেদান্তার্থ নিরূপণপূর্বক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পরমতৎখণ্ডন দ্বারা  
তাহার পরিপুষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অভিপ্রায়েই পরমতনিসমনাসক  
দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তত্ত্ব-  
জ্ঞান ব্যতিরেকে যুক্তি হয় না বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞানই যুক্তির কারণ, অতএব  
তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ এবং তন্নিরূপণের জন্য স্বপক্ষস্থাপন মাত্র এই ছই কার্য  
করাই সম্ভব। তাহা না করিয়া পরবিষেযাত্মক পরমত খণ্ডন করার  
প্রয়োজন কি ?

একটুকু বিবেচনা পূর্বক চিন্তা করিলেই ইহার আবশ্যকতা উপগমি

নমু মুমুক্শুণাং যোক্ষসাধনত্বেন সম্যগদর্শননিক্রপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং  
কর্তৃং যুক্তং কিং পরক্ষনিরাকরণেন পত্রবিবেচকারণেন । বাচ্যমেবং তথাপি  
মহাজনপরিগৃহীতানি মহাশক্তি সাংখ্যাণি তত্রাপি সম্যগদর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তান্ত্যপলভ্য  
ভবেৎ কেবাধিক্সন্দমতীনাং মেতাচ্চাপি সম্যগদর্শনায়োপাদেশানীত্যাপেক্ষা । তথা  
যুক্তিগাঢ়ত্বসম্ভবেন সর্বজ্ঞভাবিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেষিত্যতত্তদসারতোপপাদনায়  
প্রযত্নতে । নমু, ঈক্ষতেনাশকং [ অং ১ । পাং ১ । স্থং ৫ ] কামাচ্চ নানু-  
মানাপেক্ষা [ অং ১ । পাং ১ । স্থং ১৮ ] এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ  
[ অং ১ । পাং ৪ । স্থং ২৮ ] ইতি চ পূর্ক্সত্রাপি সাংখ্যাণিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ  
কিং পুনঃ কৃতকরণেনেতি । তদুচ্যতে । সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্ত-

হইবে । সেই সকল মতের অসারতা দেখানই প্রয়োজন । সাংখ্যাদি শাস্ত্রের  
ও গুরুত্ব আছে । দেখিবামাত্র আপাত জ্ঞানে বোধ হয়, সাংখ্যাদি শাঃ ও  
ঋগিগণ কর্তৃক পরিগৃহীত । এবং সেই সকল শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার  
নিমিত্ত প্রবৃত্ত । অল্পজ্ঞানী লোকের মনে সহসা এইরূপ হইতে পারে যে, তত্ত্ব-  
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাংখ্যাশাস্ত্রই অধোতব্য ।

বিশেষতঃ সর্বজ্ঞ কপিলের কথিত এবং যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্য-  
শাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধা হইতে পারে । কাজেই মুমুক্শু  
ব্যক্তিগণের হিতের জন্য সেই সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান ও তৎপক্ষে  
যত্ন করা কর্তব্য ।

বলিতে পার যে, সাংখ্যাশাস্ত্রের খণ্ডন পূর্ক্সেই করা হইয়াছে । পুন-  
রায় তাহা খণ্ডনের আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যাশি  
শাস্ত্র নিজ পক্ষস্থাপনার্থ বেদবাক্য উল্লেখপূর্ক্সক সে সকলকে যে স্বমতের  
অনুকূল করিয়া লইয়াছেন, তাহা সম্ভব কাজ করেন নাই । পূর্ক্সে এতা-  
বদ্য বলা হইয়াছে এবং দেখান গিয়াছে । বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয়পাদে তাঁহাদের  
যে বেদবাক্য নিরপেক্ষতত্ত্বযুক্তি আছে, সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করা  
হইবে । পূর্ক্সে তাঁহাদের যুক্তি প্রাধান্যরূপে খণ্ডিত হয় নাই । এই পাদে  
তাহাই প্রদর্শিত হইবে । এতদ্ব্যতী সাংখ্যাচার্যেরা এইরূপ মনে করেন যে,  
যেমন ঘটাদি মুখ্য পদার্থে যুক্তিকারূপের অম্বয় থাকায় যুক্তিকা জ্ঞাত

বাক্যানুপাদানত্যা স্বপক্ষানুগোচরেন যোজ্যন্তো ব্যাচক্ষেত, তেষাং যদ্বাখ্যানং  
তদ্বাখ্যানাত্মসং ন সমাখ্যাখ্যানমিত্যেতাৎ পূর্বত্র কৃতম্, ইহ তু বাক্যানির  
পেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্বকৃতিপ্রতিবেশঃ ক্লিরত ইত্যেব বিশেষঃ । তত্র সাধ্যা মন্তন্তে  
যথা ঘটশরাবাদয়ে ভেদা মৃদাত্মতরাংবীয়মানা মৃদাত্মকসামান্যপূর্বকা লোকে  
দৃষ্টাঃ, তথা সর্স এব বাহ্যাত্মিক্য ভেদাঃ স্বথঃখমোহাত্মতরাংবীয়মানাঃ  
স্বথঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্বকা ভবিতুমহ'স্তি । যন্তং স্বথঃখমোহাত্মকং  
সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মুদ্রদেচেনং চেতনস্য পুরুষত্বার্থং সাধয়িতুং প্রবৃত্তং  
স্বভাবভেদেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা প্রবর্ত্তত ইতি । তথা পরিমাপাদিভিষি  
লিঙ্গেস্তদেব প্রধানমহুমিসতে । তত্র বচনম্, যদি দৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে

সেই সকলের কারণ, তেমনি বাহ্য কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পদার্থ দৃষ্ট হয়,  
তৎ সমস্তই স্বথঃখঃখমোহাবেশে অধিত থাকায় স্বথঃখঃখমোহাত্মক কোনও  
একজাতি তৎ সমস্তের কারণ । সেই স্বথঃখঃখমোহাত্মক সামান্য পদার্থটাই  
ত্রিগুণ এবং সৃষ্টিকার্য অচেতন । চেতন এবং চেতনপুরুষের আবৃত্তক-  
সম্পাদনার্থ তাহা স্বনিষ্ট বিচিত্র স্বভাব প্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরিণমিত  
হইয়া থাকে । পরিমাপ প্রভৃতি বোধক হেতুর দ্বারাও তাহার অনুমান করা  
যাইতে পারে ।

এই মন্তের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, সাংখ্যচার্য্য কেবলমাত্র দৃষ্টা-  
বল অবলম্বন করিয়া এই প্রকারে অগৎকারণ নিরূপণে প্রয়াসী হইয়াছেন।  
ত্রিভুতিনি চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও অচেতনকে বিশিষ্ট পুরুষার্থ-  
নির্বাহক বিকার রচনা করিতে দেখেন নাই । গৃহ, অট্টালিকা শয্যা, আসন,  
এবং ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি বাহ্য কিছু স্বথঃখঃখপ্রাপ্তি পরিহারযোগ্য বস্তুভেদ,  
তৎ অথবঃই কোনও বুদ্ধিমান শিরী দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়, কেবল  
পাষণাদি অচেতন কর্তৃক সেই সকল রচিত হইতে দেখা যায় না । লোষ্ট্রপাশ-  
নাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণাভ্যতীত অল্প মাত্রাও বিশিষ্ট রচনা  
করিতে পারে না, তখন অচেতনপ্রধান কি প্রকারে এই পৃথিবাদি লোক,  
এতদ্ব্যবর্ত্তী কর্মকলভোগ্য নানাস্থান, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি, মানুস্বাদি  
জাতি অসাধারণ রূপে বিন্যস্ত ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত নান। কর্মফল সমুদ্র

নাচেতনং লোকে চেতনানিধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিৎশিষ্টপুরুষাণনির্কর্তনসমর্থান্  
বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্ । গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারভূম্যাদিভিঃ হি লোকে  
প্রজ্ঞাবন্তিঃ শিল্পিভির্বিধাকালং সুখদুঃখশান্তিপরিহারযোগ্য। রচিতা দৃশ্যস্তে,  
তথেনং জগদবিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্ষকলভোগযোগ্যং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীর-  
দিনানাজাত্যব্ধিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিক্রাসমনেককর্ষকলামুতবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং  
প্রজ্ঞাবন্তিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিতপ্লবনসাপ্যলৌচরিতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং  
প্রধানং রচয়েৎ লোভ্রিপাশাশিষ্যদৃষ্টত্বাৎ । যদাদিষপি কুন্তকারাদ্যিধিষ্ঠিতেষু  
বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তৎ প্রধানস্যপি চেতনাস্তরাধিষ্ঠিতকল্পপ্রসঙ্গঃ ।  
ন চ যদাদ্যপাদানস্বরূপ্যাপাশ্রয়েণৈব ধর্ষণেণ মূলকারণমবধারণীয়ং ন বাহুকুন্ত-  
কারাদিব্যাপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিং নিয়ামকমস্তি । ন চৈবং সতি কিঞ্চিৎকিঞ্চ্যতে  
প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতে চেতনকারণত্বসমর্পণাৎ । অতো রচনাশূন্যপন্তেষ্ট হেতো-  
র্নাচেতনং জগৎকারণমমুতাব্যং ভবতি । অস্বয়াদ্যশূন্যপন্তেষ্টেতি ন-শক্যেন

করিবার উপযুক্ত আশ্রয় বুদ্ধিমান্ শিল্পীরও হর্ষোদ্য-কল্পনাভীত এই অঙ্ক  
জগৎ রচনা করিবে ?

এই বিষয়ে এইমাত্র দেখা যায় যে, মূর্ত্তিকাদি দ্রব্য কুন্তকারাদি কর্তৃক অধি-  
ষ্ঠিত হইয়া বিবিধাকারে বিরচিত হয় । তদৃষ্টান্তে প্রধানেরও কোনও এক  
চেতন অধিষ্ঠাতা আছে এইরূপ অনুমান হইতে পারে । এমন কোনও  
নিয়ম নাই যে, যেই নিয়মমূলে, মূল কারণে মূর্ত্তিকাদি উপাদানস্বরূপের অতি-  
রিক্ত ধর্ম্ম একটা স্বীকার করিতে হইবে । এবং কুন্তকারাদির দ্বারা অধিষ্ঠা-  
তাকে পরিহার করা যাইতে পারে । অচেতনমাত্রেই চেতনাবিষ্ঠিত এইরূপ  
হইলে কিছুমাত্র দোষ হয়না, প্রত্যুত চেতন-কারণ সমর্পন করার ঋতির  
আমুকুল্যেই প্রমাণ হয় । অতএব, অচেতনজনক পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা  
উপপন্ন না হওয়ায় অচেতনপ্রধানই জগৎ কারণ, এইরূপ অনুমান করা যাইতে  
পারেনা । “রচনাশূন্যপন্তেষ্ট” এই, চ, শব্দ দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অস্বয়াদি  
হেতুর অসিদ্ধতা প্রমানিত হইয়াছে । বাহ্যভাস্করীন যে কিছু শিকার সমস্তই  
সুখদুঃখমোহাদ্যক, সমস্ত বিকারের স্বরূপ দুঃখাদির অস্বরূপ আছে, এই প্রতিজ্ঞা  
অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । যে হেতু সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বলিয়াই অনুভূত

হেতোরসিক্তিঃ সমুচ্চিনোক্তি । ন হি বাহ্যাত্মিকানাং ভেদানাং স্বত্বঃ।  
 মোহাত্মকতয়াৎমরূপ উপপদ্যতে, সুখাদীনামন্তরত্বপ্রতীতে: শব্দাদীনাকাহত-  
 জপত্বপ্রতীতেত্তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেচ্চ । শব্দাত্মবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষাৎ  
 সুখাদিবিশেষোপলক্ষে: । তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলানুসারাদীনাং সংসর্গ-  
 পূর্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্বকত্বম্।  
 মিতানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্বকত্বপ্রসঙ্গঃ পরিমিতত্বাবিশেষাৎ । কারণ-  
 কারণভাবন্ত প্রেক্ষাপূর্বনির্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট ইতি ন কার্যকারণভাবাৎ  
 বাহ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ১ ॥

### প্রবৃত্তেচ্চ ॥ ২ ॥

আত্মাং তাবদিত্যং রচনা, তৎসিদ্ধার্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাং প্রচ্যুতিঃ  
 সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গাভিভাবরূপাপত্তিক্রিংশিষ্টকার্যাস্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাপি নাচেতনজ

হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহ্যিক বলিয়াই প্রতীতি হয় । একই শব্দ, একই  
 স্পর্শ, একইরূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্যাহুসারে কঠোরও কোন বিষয়ে হৃৎ,  
 কাহারওবা কোনও বিষয়ে সুখ হইয়া থাকে । যাহাঁরা পরিমিত অর্থাৎ পরি-  
 ক্ষিপ্র পরিমান অঙ্কুরানিবিকারেণ সংসর্গপূর্বক উৎপত্তি দেখিয়া পরিমিতত্ব  
 হেতুর দ্বারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকবিকারেণ সংসর্গপূর্বকত্ব অনুমান করেন,  
 তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণের ও সংসর্গপূর্বকত্ব প্রসক্তি হইবে । কারণ  
 উক্তগুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে । বুদ্ধিপূর্বক রচিত যান, আসন,  
 শয্যা, প্রভৃতিতে কার্যকারণভাব দেখা যায় । এই জন্ত কার্যকারণভাব  
 গ্রহণ পূর্বক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের অচেতনপূর্বকত্ব অনুমান করা  
 যাইতে পারেনা ॥ ১ ॥

রচনা করার কথাত সুদূরপরাহৃত, রচনাসিদ্ধির জন্ত যে প্রবৃত্তি, তাহা  
 পর্যন্ত ও নিরপেক্ষভাবে অচেতনের পক্ষে সম্ভবপর নহে । বিশিষ্ট বিভাসের  
 নাম রচনা এবং তৎসাধক ক্রিয়াবিশেষের নাম প্রবৃত্তি । সৃষ্টির উদ্দেশে  
 প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সাম্যাবস্থার বিনাশ । সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণ-  
 ত্রয়ে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাব আছে । কোনও বিশেষ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া চেতনা-

প্রধানশ্চ স্বতন্ত্রস্তোপপদ্যতে য্বাদিশদর্শনাং রথাদিষু চ । ন হি য্বাদয়ো  
 থাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তুচেতনৈঃ কুলালাদিভিরখাদিভির্কীর্জনধিষ্ঠিতা  
 বিশিষ্টকার্যাভিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে । দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ । অতঃ প্রবৃত্ত্যামুপ-  
 পত্তেরপি হেতোর্নাচেতনং অগৎ কারণমমুমাভ্যাং ভবতি । সত্যমৈতৎ,  
 কেবলস্য চেতনশ্চ প্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি, তথাপি, চেতনসংযুক্তশ্চ রথাদেবচেতনশ্চ  
 প্রবৃত্তির্দৃষ্টা । ন ত্বচেতনসংযুক্তশ্চ চেতনশ্চ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা । কিং পুনরত্র  
 যুক্তম্ । যন্মিন্ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা তশ্চ সেতি, উত যংসংযুক্তশ্চ দৃষ্টা তশ্চৈব সেতি । নহু  
 য়মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিস্তত্শ্চৈব সেতি যুক্তম্ । উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ । ন তু প্রবৃত্ত্যা  
 শ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ । প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তশ্চৈব  
 তু চেতনশ্চ সত্ত্বাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণাং জীবদেহশ্চ দৃষ্টমিতি ।  
 যতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি চৈতন্যশ্চ দর্শনাং, অসতি চাদর্শনাং, দেহশ্চৈব

ধিষ্ঠিত অচেতনপ্রধানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব । কেননা, মৃত্তিকা ও রথাদি  
 অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই । মৃত্তিকাই বল, আর রথাদিই  
 বল, কুন্তকারের বা রথবাহকের আশ্রয় ব্যতীত আপনা আপনি কেহ কখন  
 মৃত্তিকা বা রথকে বিশিষ্টকার্যে প্রবর্ত্ত হইতে দেখেন নাই । দৃষ্টান্তোপবিজ্ঞান  
 দ্বারা অদৃশ্যের অবগতি হয় সত্য, কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা  
 যায়না । যেহেতু অনুমান-উৎপাদক দৃষ্টান্তাভাব, সেইহেতু অচেতনের প্রবৃত্তি  
 অনুমের । যেহেতু অচেতনের বিশিষ্ট কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতু  
 অচেতন । জগৎ কারণের অনুমানও দুর্ঘট । যদিও কেবল চেতনের প্রবৃত্তি  
 দেখা যায়না ; তথাপি, চেতনসংযুক্ত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় ।  
 কিন্তু অচেতন সংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি আদৌ দেখা যায় না ।

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, যেই আধারে ( পাত্রে ) প্রবৃত্তি দেখা যায়  
 সেই আধারেরই প্রবৃত্তি, না, যাহার সংযোগসম্বন্ধাধীন আধারবিশেষ প্রবৃত্ত হয়  
 তাহার প্রবৃত্তি ? কাহার প্রবৃত্তি বলিবে ? এবং কাহার প্রবৃত্তি বলাই বা যুক্তি-  
 যুক্ত ? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, যেই আধারে প্রবৃত্তির দর্শন হয়, তাহারই  
 প্রবৃত্তি এবং এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত ।

যেহেতু এইরূপ বলিলে উভয়েরই প্রত্যক্ষতা সংরক্ষিত হয় । শুদ্ধ চেতন

চৈতন্যমপীতি লোকায়াতিকাঃ প্রতিপন্নঃ । তস্মানচেতনশ্চৈব প্রবৃত্তিরিতি ।  
তদভিধীয়তে । ন ক্রমো যন্মিহচেতনে প্রবৃত্তিদৃশ্যতে ন তত্ত্ব সতি, ভবতি তু  
তশ্চৈব সা । সাপি চেতনাস্তবতীতি ক্রমঃ । তদ্বাবে ভাবাং তদভাবে চাতাবাং ।  
যথা কাষ্ঠাদিব্যাপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশাদিলক্ষণা বিক্রিয়াহমুপলভ্যমানাপি চ  
কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি তৎসংযোগে দর্শনাং তদ্বিরোগে চাদর্শনাং  
তৎসং । লোকায়াতিকানাংপি চেতন-এব দেহোহচেতনানাং রথানীনাং প্রবর্তকো  
দৃষ্ট ইত্যবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্ত প্রবর্তকত্বম্ । নহু তব দেহাদিসংযুক্তত্বাপ্যায়নো  
বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্তানুপপত্তেরমুপপন্নং প্রবর্তকত্বমিতি চেৎ,  
ন, অম্বকাস্তবজ্ঞপাদিবচন প্রবৃত্তিরহিতত্বাপি প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ । যথাহয়স্কান্তো  
মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোহপ্যয়মঃ প্রবর্তকো ভবতি, যথা চ রূপাদয়ো বিবৰ্ণাঃ

প্রবৃত্তির আশ্রয় হইলেও তাহা রথাদির ত্রায় প্রত্যক্ষ হয় না । আরও ভাবিয়া  
দেখা উচিত, প্রবৃত্তিব্যুক্ত দেহেই চৈতন্যের অন্তিত্ব অমুভূত হইয়া থাকে ।  
মৃতশরীরে কখনও চৈতন্যের সঞ্চার হইতে দেখা যায় না । অতএব স্থিতিগত  
হইল যে, কেবল অচেতন রথাদি জীবদেহ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ । সেই জগুই  
প্রবৃত্তিব্যুক্ত দেহের জ্ঞানে চৈতন্যসম্ভাবের জ্ঞান হয় । তদ্ব্যতিরেকে চৈতন্যের  
অস্তিত্ব অমুভূত হয় না । দ্রঃখের বিষয়, এইপ্রকার মোহবিজৃম্বিত ভ্রান্তিজন্যে  
অগণ্যবুদ্ধি নাস্তিকেরা দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে । এই সকল যুক্তিতে  
ইহাই স্থির হয় এবং এই প্রকারই বুঝা যায় যে, অচেতনই প্রবৃত্ত হইয়া, এবং নির-  
বচ্ছিন্ন চেতনের প্রবৃত্তি হয় না । সাংখ্যাচার্য্যদের এই প্রকার মত খণ্ডনার্থ  
স্বত্র করা হইল যে, “অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে প্রবৃত্তি অচেতনের নহে  
এমন কথা আমরা বলি না, সে প্রবৃত্তি তাহারই, কিন্তু এই প্রবৃত্তি চেতন হইতে  
হয় । চেতনকে প্রবৃত্তির কারণ বলিবার হেতু এই যে, চৈতন্য থাকিলেই  
প্রবৃত্তি হয় এবং চৈতন্য না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না । অবশ্যই এই কথা স্বীকার  
করিতে বাধ্য যে, কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি আশ্রয়ের বিকার অমুভূত হয় না ।  
তবে, ইহাও স্বীকার্য্য যে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি আশ্রয়ের বিকারও দেখা  
যায় না । অগ্নি সংযোগেই কাষ্ঠে দাহাদি বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদুদ্যোগ  
চেতনেরই পরিস্কৃত্য সিদ্ধ হইতেছে । নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক, স্বপ্নসাপ

যয়ং প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোহপীশ্বরঃ সৰ্বগতঃ সৰ্বাত্মা সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তিশ্চ সন্ সৰ্বং প্রবর্তয়েদিদৃশ্যপদম্ । একত্বাৎ প্রবর্ত্য ভাবে প্রবর্তকদ্বায়ুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অবিজ্ঞাপ্ত্যুপস্থাপিতনামরূপমা-  
য়াবেশবশেনামরূপং প্রতীকৃত্বাৎ । তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সৰ্বজ্ঞ কারণত্বে ন ত্বেচেত-  
ন কারণত্বে ॥ ২ ॥

পর্যোহম্বুবচ্ছেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

জ্ঞাদেতৎ । যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিরুদ্ধয়ে প্রবর্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় জন্দতে, এবং প্রধানমপ্য-  
চেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্যত ইতি । নৈতৎ সাধূচ্যতে ।

নার্থ রথাদির প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতেও চেতন দেখের কারণতা আছে । সুতরাং চেতনের কারণতা সৰ্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত । যদি বল আত্মা দেখাদিতে সংযুক্ত সত্য, কিন্তু তাহার নিজের কোনও প্রবৃত্তি নাই । এবং সেই জন্তই তাহার প্রবর্তকতাও নাই । এই প্রশ্নের উত্তর এইযে, অসম্বাস্ত মনির ও রূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবর্তকতা সিদ্ধি করা যায় অস-  
ম্বাস্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত অথচ সে প্রবর্তক । রূপাদিবিষয়ের প্রবৃত্তি না থাকিলেও তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক হইয়া থাকে । সৰ্বগত, সৰ্বাত্মা, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সমুদায় জগতের প্রবর্তক তাহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বচাক্ষুরূপে উপপন্ন করা হইল । একমাত্র আত্মাই আছেন, অথ কোনও কিছু নাই, সুতরাং প্রবর্ত্য না থাকায় প্রবর্তকতার উপপত্তি হইতে পারে না । এই প্রকার কল্পনা করাও অনুচিত । কেননা, অবিজ্ঞাকল্পিত নামরূপাঙ্গিকার মায়ার আবেশ থাকাতে প্রবর্ত্তোর অভাব হইতে পারে না । সেই জন্তই বলি সৰ্বজ্ঞকে কারণ বলিলেই প্রবৃত্তির সম্ভব হয় । অচেতন কারণ বলিলে তাহা অসম্ভব হয় ॥ ২ ॥

তৎ অচেতন হইলেও স্বভাববশতঃই বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, জল অচেতন হই-  
লেও স্বভাববশতঃ লোকহিতার্থই পতিত হয় ; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক  
অচেতনপ্রধানও স্বভাববশতঃ পুরুষার্থসাধনের জন্ত মহত্ত্বাদিরূপে পরিণত  
হয় । সাংখ্যাচার্য্যগণের এতাদৃশী উক্তি ও সমীচীনা নহে । যেহেতু প্রদর্শিত



বতন্তরাপি পয়োহুশুনোচ্চতনাদিষ্টিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যহিমীমহে । উভয়-  
বাদিপক্ষিণে রথাদাবচেতনে কেবলে প্রত্যাদর্শনাৎ । শাস্ত্রক—যোহিপু-  
তিষ্ঠমভ্যোহন্তরো যোহিপোহন্তরো যময়তি, এতত্ত্ব বাহ্যকরত্ত্ব প্রশাসনে গার্হি ।  
প্রাচ্যোহন্তা নদাঃ স্তনন্ত, ইত্যেবজাতীয়কং সমস্তত্ত্ব লোকপরিম্পন্দিতত্ত্বে-  
ঋষাদিষ্টিততাং প্রাবয়তি । তস্মাৎ সাধ্যাপক্ষনিকিপ্তহাৎ পয়োহুশুনোচ্চতনাদিষ্টিতত্ত্বাৎ ।  
চেতনাদ্যাশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়ঃ প্রবর্তকক্షোপপত্তেঃ, বৎসচোষণেন চ পয়ঃ  
আকৃষ্যমানহাৎ । ন চাহুনোহপাত্যন্তমনশেক্ষা নিম্নভূম্যাত্তপেক্ষহাৎ স্তনন্তত্ত্ব ।  
চেতনাপেক্ষহাৎ তু সর্বত্রোপদর্শিতম্ । উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেন্ন ক্ষীরবন্ধি [ ২১ ]  
সূ. ২৪ ] ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্যং ভবতীত্যেতত্ত্বোক্তদ্ব্য-  
নিদর্শিতং, শাস্ত্রদৃষ্টা পুনঃ সর্বত্রৈবেশ্বর্যাপেক্ষত্বাপদ্যমানং ন পরাগুত্ততে ॥ ৩ ॥

স্থলদ্বয়ে আমরা চেতনার অধিষ্ঠান আছে ইহা অমুমান করিয়া লইতে পারি ।  
অমুমাণের হেতু এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন রথাদিব প্রবৃতি  
দেখা যায়না । অতএব প্রদর্শিত স্থলদ্বয়েও চেতনের অধিষ্ঠান থাকা অমুমান  
করা যাইতে পারে । এতদ্বিনয়ক ক্ষতিও পণ্ডিতেরা পাঠ করিয়া থাকেন । “বিনি  
জল হইতে ভিন্ন ও জলে অবস্থান করেন, বিনি জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলকে  
শাসন করেন, হে গার্গি ! এই অক্ষরের শাসনাধীনে থাকিয়াই পূর্ববাহিনী  
নদী বহমানা হইতেছে । ইত্যাদিরূপ শাস্ত্র লোকপরিম্পন্দনের ঈশ্বর প্রমা-  
জ্যতা দেখাইয়াছেন । অতএব জলীয় উদাহরণটাও সাধ্যমধ্যেই পরিণত  
হইয়া গেল । দ্রুৎ অচেতন হইলেও চেতন দেহুর ইচ্ছায় এবং বৎসের প্রতি  
মনতাপ্রযুক্ত দ্রুৎের ক্ষরণ হইয়া থাকে । স্তত্রাং দ্রুৎের সহিত বলিতে হই-  
তেছে যে, এই দৃষ্টান্তটাও গাংখ্য পক্ষ সমর্থক হইল না ।

বৎসের চোষণে দেহুর দ্রুৎ আকৃষ্ট হয়, তাহাতেও দ্রুৎের প্রবর্তন সিদ্ধ হইতে  
পারে । সেইরূপ জলের প্রবর্তনেও নিম্নভূমি প্রবৃত্তির অপেক্ষা দেখা যায় ।  
স্তত্রাং জলও নিতান্ত নিরপেক্ষ নহে । অতএব সিদ্ধ হইল যে, প্রবৃত্তিমাত্রই  
চেতনসাপেক্ষ । ২য়ধ্যায়ের ২ম পাদের ২৪ শ্লোকে যে বিনা বাহ্যিক কারণেও  
স্বাশ্রয়নিষ্ঠ কার্য হওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা লৌকিক জ্ঞান অমুমাণে ।  
বাস্তবিক পক্ষে সর্বত্র সমুদায় কার্যই ঈশ্বর সাপেক্ষ ॥ ৩ ॥

## ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সামান্যজ্ঞেয়ঃ গুণাঃ সামান্যবর্ত্তমানাঃ প্রধানম্ । ন তু তদ্ব্যতিরেক-  
কেন প্রধানস্ত প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিস্বিদ্ধাত্মমপেক্ষ্যমবস্থিতমস্তি । . পুরুষস্তু-  
দাগীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি । অতোহনপেক্ষঃ প্রধানম্, অনপেক্ষ-  
ত্বাচ্চ কদাচিত্ প্রধানং মহদাত্মাকারেণ পরিণমতে, কদাচিন্ন পরিণমত ইত্যে-  
তদযুক্তম্ । ঈশ্বরস্ত তু সৰ্ব্বজ্ঞত্বাৎ সৰ্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী  
ন বিরুদ্ধেতে ॥ ৪ ॥

## অন্যত্রাভাবাচ্চ ন ত্ৰাদিবৎ ॥ ৫ ॥

ত্ৰাদেতৎ । যথা তৃণপল্লববাদ্যাদিনিমিত্তান্তরনিরপেক্ষঃ স্বভাবাদেন  
ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাত্মাকারেণ পরিণমন্ত

স্বভাদিগুণের সামান্যবস্থা প্রধানবাদী সাংখ্যাগোষ্ঠ্য কপিল মহর্ষির মতে  
গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নাই । তাহাকে কার্যে প্রবৃত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে  
এমনও কিছু নাই । পুরুষ থাকিলেও তিনি উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, সেইহেতু পুরুষকে  
প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কিছুই স্বীকার করা যায় না । সুতরাং স্বীকার করিতে  
হইবে যে, প্রধানের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই । কিন্তু তিনি প্রবৃত্ত হন । যদি  
এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে কখন মহত্ত্বস্বাদিভাবে পরিণত হইয়া থাকেন  
এবং কখনও বা হন, না, এইরূপ বলা অশ্রায় । কিন্তু বেদান্তবাদীর পক্ষে  
এতদূশী প্রবৃত্তি বা অপ্ৰবৃত্তি অশ্রায় হয় না । যেহেতু ঈশ্বর সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বশক্তি ও  
মায়াসহ ॥ ৪ ॥

সাংখ্যবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন যে, তৃণ, পল্লব, জল এই  
সকল যেমন নিমিত্তান্তর ব্যতিরেকেই আপনা আপনি ছুগ্ধাদি আকারে পরিণত  
হইয়া যায়, সেইরূপ প্রধানও আপন স্বভাববশতই মহত্ত্বস্বাদিরূপে পরিণত,  
হইয়া থাকেন । তাহাতে অশ্রের কোনও সাহায্যের আবশ্যকতা নাই । নিমিত্ত-  
স্তরের অপেক্ষা দেখা যায় না বলিয়াই ঐসকল ছুগ্ধজনক বস্তু নিমিত্তান্তর-  
নিরপেক্ষ । যদি ইহাদের সহকারী কারণ কোনও একটা কিছু দেখা যাইত,  
তাহা হইলে, আমরাও সেই সেই নিমিত্তের এবং প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ত্ৰাদি

ইতি । কথং নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং তৃণাদীতি গম্যতে, নিমিত্তান্তরানুপলব্ধ্যং । যদি হি কিক্ষিরিমিত্তান্তরমুপলভ্যেতমহি ততো যথাকামং তেন তেন নিমিত্তেন তৃণ-  
 দ্যাপাদয় কীরং সম্পাদয়েমহি, নতু সম্পাদয়ামহে । তস্মাৎ যথা স্বাভাবিকত্ব-  
 ণাদেঃ পরিণামস্তথা প্রধানত্বাপি শ্রাদিত্তি । অত্রোচ্যতে । ভবেৎ তৃণাদিবৎ  
 প্রধানত্ব স্বাভাবিকঃ পরিণামো যদি তৃণাদেরপি স্বাভাবিকঃ পরিণামোহভূ-  
 পগম্যোত ন তদুপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ । কথং নিমিত্তান্তরোপ-  
 লব্ধিরন্তরাভাবাৎ । ধেষ্যেব হ্যপযুক্তং তৃণাদি কীরীভবতি ন প্রচীণমনডুহ্যাপ-  
 যুক্তং বা । যদি হি নির্নিমিত্তমেতৎ স্নাক্ষেমুশরীরসম্বন্ধাদন্তরাপি তৃণাদি কীরী-  
 ভবেৎ । ন চ যথাকামং মানুযৈন'শক্যং সম্পাদয়িতুমিত্যোতাবতা নির্নিমিত্ত-  
 ভবতি । ভবতি হি কিক্ষিং কার্ধ্যং মানুযসম্পাদয় কিক্ষিদৈবসম্পাদ্যম্ । মনুযা  
 অপি চ শকু'বস্ত্যেব স্বোচিতেনোপায়েন তৃণাদ্যাপাদয় কীরং সম্পাদয়িতুম্ ।

যারা হৃদ্ধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতে পারিতাম । যেহেতু আমরা অতাপিও  
 তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেই জন্যই স্বীকার করি যে তৃণাদির তাদৃশ  
 পরিণাম স্বাভাবিক । তদৃষ্টান্তে বলিতে পারি যে প্রধানের পরিণামও স্বাভা-  
 বিক ।

সাংখ্যাদির্বাগ্যগণের এই প্রক্ষে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, যদি তৃণাদির  
 স্বতঃপরিণাম প্রমানিত হয়, তাহা হইলে তদৃষ্টান্তে প্রধানেরও পরিণতি স্বতই  
 হয় এই কথা স্বীকার করিতে পারি ।

আমরা দেখিতে পাই তৃণাদির পরিণতিও নিমিত্তান্তরসাপেক্ষ । গাভী  
 প্রভৃতিই তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পরিণত হইয়া হৃদ্ধাদি হয়, কিন্তু মাতৃবে  
 ঘাস ( খড় ) খাইলে তাহা হয়না । অতএব বলিতে হইবে যে, তৃণাদির পরিণতি  
 হইতে হৃদ্ধাদির উৎপত্তিরও একটা নিমিত্ত আছে । ধেনু কর্তৃক ভক্ষিত হইলেই  
 তৃণাদি হৃদ্ধপরিণাম প্রাপ্ত হয় । বুঘাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইলে হৃদ্ধ হয়না । যদি  
 নির্দিষ্ট নিমিত্তের অপেক্ষা না থাকিত তাহা হইলে, তৃণাদি অবগ্নাই ধেনুশরীর  
 সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য শরীরেও হৃদ্ধরূপে পরিণত হইতে দেখা যাইত । মানুয আপন  
 ইচ্ছায় হৃদ্ধ উৎপাদন করিতে পারেনা বলিয়া হৃদ্ধ উৎপাদনের প্রতি মানুযের  
 কোনও নিমিত্ত নাই এইরূপ বলাও অসঙ্গত । এমন অনেক কার্য আছে যাহা

প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুঃ চারয়ন্তি, ততশ্চ, প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে । তন্মাত্র তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্ত পরিণামঃ ॥ ৫ ॥

### অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

স্বাভাবিকৌ প্রধানস্ত প্রবৃ্ত্তির্ন ভবতীতি স্থাপিতম্ । অথাপি নাম ভবতঃ শ্রদ্ধামনুরূপ্যমানাঃ স্বাভাবিকৌষেব প্রধানস্ত প্রবৃ্ত্তিমভ্যুপগচ্ছেম তথাপি দোষোহনুযজ্যোতৈব । কুতঃ । অর্থাভাবাৎ । যদি ভাবঃ স্বাভাবিকৌ প্রধানস্ত প্রবৃ্ত্তি, ন কিঞ্চিদনুদাপেক্ষতেতুচ্যতে, ততো যথৈব সহকারি কিঞ্চিন্নাপেক্ষতে এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিন্নাপেক্ষিয়াত ইত্যতঃ প্রধানঃ পুরুষস্বার্থঃ সাধয়িতুং প্রবর্ত্তত ইতীরং প্রতিজ্ঞা হীয়েত । স যদি জ্ঞাৎ সহ কার্যোব কেবলং নাপেক্ষতে ন প্রয়োজনমপীতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃ্ত্তেঃ প্রয়োজনং বিবক্তব্যং

মানুষসম্পাদ্য এবং এমন কার্যও অনেক আছে যাহা দৈবসম্পাদ্য । মানুষও উপযুক্ত উপায়ে তৃণাদি লইয়া দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে । মানুষেরা যথেষ্ট দুগ্ধ পাইবার অভিলাষে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাওয়াইয়া থাকে এবং তাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হয় । এই জন্তই বলিতেছি তৃণাদির পরিণাম প্রধানের স্বতঃ-পরিণামের দৃষ্টান্তসমকক্ষ নহে ॥ ৫ ॥

প্রধানের স্বতঃপ্রবৃ্ত্তি অসিদ্ধ, ইহা স্থিরীকৃত হইলেও বাদীর শ্রদ্ধাজাডো অথবা বিশ্বাসাধিক্যের অহুরোধে আমরা অগত্যা তাহা অস্বীকার করিলাম । ইহা স্বীকার করিলেও দোষের পরিহার হয় না । তাহাতেও প্রয়োজনাভাব দোষ থাকিয়াই যায় । প্রধান যদি আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, অন্ত কাহারও অপেক্ষা রাখেনা, তাহা হইলেও মানিতে হইবে যে প্রধান যেমন সহকারী কারণের অপেক্ষা করেনা, তেমনি কোনওরূপ প্রয়োজনেরও প্রতীক্ষা করে না । তাহার প্রবৃ্ত্তি নিস্প্রয়োজনেই হয় । কিন্তু নিস্প্রয়োজনে প্রবৃ্ত্তি স্বীকার করিলে, সাংখ্যবেত্তার “প্রধান পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, মহত্ত্বাদিক্রমে পরিণত হয়” ইত্যাদি প্রোক্তা মিথ্যা হইয়া যায় । সাংখ্যবিৎ যদি এই কথা বলেন যে, প্রধান সহকারী অপেক্ষা করেনা সত্য কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিচারপূর্ব্বক প্রয়োজন দেখাইতে হইবেক । প্রধানের কোন্

ভোগে বা শ্রাদপবর্ণে বা উভয়ং বেতি । ভোগশ্চেৎ কীদৃশোইনাধেয়াতি-  
শয়ন্ত ভোগে ভবেদনির্ব্যাক্তপ্রসঙ্গঃ । অপবর্ণশ্চেৎ প্রাপি প্রবৃত্তেরপবর্ণস্য  
সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তেরনর্থিকা ত্রাৎ শব্দানুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ । উভয়ার্থতাত্প্রাপ্যমেহপি  
ভোক্তব্যানিং প্রধানমাধাণ্যমানন্ত্যাদনির্ব্যাক্তপ্রসঙ্গ এব । ন চোৎসুক্যানিবৃত্তার্থা  
প্রবৃতিঃ । নহি প্রধানত্বাচেতনত্বোৎসুক্যং সম্ভবতি । ন চ পুরুষস্ত নিশ্চলন্ত ।  
দৃক্শক্তির্সর্গশক্তির্বৈবার্থাভয়াচ্চেৎ প্রবৃতিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যাহুচ্ছেদবৎ দৃক্শক্ত্যাহু-  
চ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাদিনির্ব্যাক্তপ্রসঙ্গ এব । তস্মাৎ প্রধানস্ত পুরুষার্থা  
প্রবৃতিরিত্যেতদবুজ্জম্ ॥ ৬ ॥

প্রয়োজন সাধিতে প্রবৃত্ত হয় ? ভোগ সাধিতে কি অপবর্ণ সাধিতে অথবা ভোগ  
' এবং অপবর্ণ উভয় সাধিতে প্রধানের প্রবৃতি হয় ? যদি বল পুরুষকে ভোগ  
করানই প্রধানের প্রয়োজন, তাহা হইলেই অপবর্ণের আশা ছাড়িয়া দাও ।  
বিশেষতঃ পুরুষের ভোগ ইহাই সিদ্ধ হয়না । পুরুষ নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, তাঁহাতে  
কোন ও রূপ অস্তিত্ব সম্ভব হয় না, কাহেই পুরুষের ভোগ অসিদ্ধ । যদি  
বল অপবর্ণই প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহা প্রবৃত্তির পূর্বেই ছিল, সুতরাং  
প্রধানের প্রবৃত্তির সার্থক থাকে না । অধিকন্তু অপবর্ণ প্রয়োজনাপ্রবৃতি  
হইলে বন্ধজনক শব্দাদি অন্তত্ব হইবে কেন ? ভোগাপবর্ণ উভয়েবই প্রয়োজন  
স্বীকার করিলে, মুক্তির কথা সুখেও আনিও না । কেননা, ভোক্তব্য প্রাকৃতিক  
পদার্থের শেষ নাই । সুতরাং কোনও সময়েই মুক্তি হইতে পারে না । মাত্র  
ঔৎসুক্য নিবৃত্তিই প্রয়োজন এরূপ বলাও সম্ভব নহে । কেন না, প্রধান জড়  
তাহার আবার ঔৎসুক্য কি ? ইচ্ছা বিশেষের নামই ত ঔৎসুক্য । সুতরাং  
জড়ের পক্ষে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? পুরুষ নিশ্চল, সুতরাং পুরু-  
ষের ঔৎসুক্য নিবারণও অসম্ভব । অস্টি না হইলে পুরুষের দৃক্শক্তি এবং  
প্রধানের সৃষ্টিশক্তি বার্থ হয়, সেইজন্যই যদি বল, প্রধান উক্ত উভয়শক্তির  
সমর্পকাদম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, ইহাও বলা উচিত যে, সৃষ্টিশক্তির  
তায় দৃক্শক্তির অমুচ্ছেদতা হেতু সংসারের নিত্যতা অক্ষত ও মুক্তি কথাটা  
মিথ্যা । অতএব প্রধানের পুরুষার্থপ্রবৃতি এই কথা যুক্তিসহ নহে ॥ ৬ ॥

পুরুষাশ্রয়বদিতি চেৎ তথাপি ॥ ৭ ॥

তাদেতৎ । যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিশীনঃ । পুরুষঃ প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নঃ দৃক্শক্তিবিশীনমন্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্তয়তি, যথা-বাহ-  
দ্যস্তোহশ্মা স্বয়মপ্রবর্তমানোহ্যায়ঃ প্রবর্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়িষ্য-  
গতি দৃষ্টান্তপ্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্ । অত্রোচ্যতে । তথাপি  
নৈব দোষান্বিতোহসি । অভ্যুপেতহানং তাবদোষ আপত্যতি প্রধানশ্চ  
স্বতন্ত্র প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষশ্চ চ প্রবর্তকত্বানভ্যুপগমাৎ । কথঞ্চোদা-  
দীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়েৎ । পশুৰপি হৃদয়ং পুরুষং বাগাদিভিঃ প্রব-  
র্তয়তি, নৈব পুরুষশ্চ কশ্চিৎ প্রবর্তনব্যাপারোহসি । নিজ্জিম্বাং নিগুণ-  
বাক । নাপ্যস্বাত্ত্বং সম্বন্ধিত্যত্র প্রবর্তয়েৎ, সম্বন্ধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তি-

দৃষ্টোপাত্তাসম্পূর্ণক পুনরায় সাংখ্যাচার্য্য আপত্তি দর্শাইতেছেন যে, এক  
পুরুষ দৃক্শক্তিসম্পন্ন কিন্তু প্রবৃত্তিশক্তিবিশীন । অন্য এক পুরুষ প্রবৃত্তি-  
শক্তিসম্পন্ন এবং দৃক্শক্তিবিশীন । অথনোক্ত পুরুষ যেমন দ্বিতীয় পুরুষের  
বন্ধে আরোহণপূর্বক দ্বিতীয় পুরুষকে প্রবর্তিত করে, কিম্বা চুষক পাষণ  
যেমন স্বয়ং অপ্রবর্তমান থাকিয়া লৌহকে প্রবর্তিত করে, সেইরূপ পুরুষও  
প্রধানকে প্রবর্তিত করিলে । এইরূপ বলা যাইতে পারেনা কেন ? ইহার  
প্রত্যুত্তর এই যে, সে পক্ষেও দোষ থাকে । দোষ এই যে প্রধানের স্বতন্ত্রতা বা  
স্বাধীন প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়, অথচ পুরুষের প্রবর্তকত্ব স্বীকার করিবে  
না ! অবশ্যই ইহা সাংখ্যাচার্য্যের পক্ষে দোষনীয় সন্দেহ নাই । কেননা তাহাতে  
ধীকৃতহানি হইতেছে । বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, উদাসীন পুরুষ  
কিভাবে প্রধানকে প্রেরণ করিবে ? পশুর বাক্ শক্তি আছে তদ্বারা সে অন্ধকে  
প্রেরণ করিতে পারে । কিন্তু পুরুষের এমন কোনও ব্যাপার নাই যদ্বারা  
পুরুষ প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্তিত করিতে পারেন, পুরুষ নিগুণ ও নিজ্জিম্বা ।  
তিনি চুষকের দ্বারা কেবলমাত্র সম্বন্ধান বলে প্রধানকে প্রবর্তিত করেন, এইরূপ  
লাভ যুক্তি সম্ভব নহে । তাঁহার সম্বন্ধান নিত্য, চিরকালই সমান, তদনুসারে  
প্রধানেরও প্রবৃত্তি নিত্য ও সদাকাল সমান থাকা উচিত । দেখা যায় চুষকের

নিত্যপ্রসঙ্গাৎ । অয়ঙ্কান্তস্তৎ ত্বনিত্যঃ সন্নিধিরস্তু । স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ  
পরিমার্জনাদ্যাপেক্ষা চাত্মাত্মাত্মমুপস্থাপাসঃ পুরুষাশ্বদিতি । তথা প্রধানত্বাৎ  
চৈতন্ত্যাৎ পুরুষস্ত চৌদাসীত্বাৎ তৃতীয়স্ত চ ততোঃ সম্বন্ধয়িত্তুরভাবাৎ সম্বন্ধানুপ-  
পত্তিঃ । যোগ্যতানিমিত্তে সৰ্ব্বন্ধে যোগ্যত্বাহ্নুচ্ছেদাদনির্ধোক্তপ্রসঙ্গঃ । পূর্ববচ্ছেদ-  
পার্থ্যভাবে বিকল্পমিত্যভিঃ । পরমাত্মনস্ত স্বরূপব্যাপাশ্রয়মৌদাসীত্বাৎ মায়াব্যাপাশ্রয়-  
প্রবর্তকত্বমিত্যভিঃ ॥ ৭ ॥

### অস্বিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানস্ত প্রবৃত্তিরবকল্পতে । যদ্বি সম্বন্ধস্তমসামন্তোত্তাপ্তপ্রধানভা-  
বমুৎপত্ত্য স্যাম্যেন স্বরূপমাত্রেণাবস্থানং সা প্রধানাবস্থা, তত্শাবস্থায়ামনপেক্ষ-

সন্নিধান অনিত্য । বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জন ও স্বরূপস্থাপনাদি অপেক্ষা  
করে, ইত্যাদি কারণে পুরুষ ও চূষক উভয়ই অযোগ্য দৃষ্টান্ত । আরও  
বিশ্লেষণ করা উচিত, প্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন, সুতরাং এতদুভয়ের  
সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে । সম্বন্ধযটক কোনও অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ সাংখ্যা-  
চাৰ্য্যের স্বীকার করেন নাই । যোগ্যতাই এইরূপ ঘটায়, একথা বলিতে গেলে  
যোগ্যতার অহ্নুচ্ছেদবশতঃ মোক্ষের আশা আদৌ করাই যাইতে পারেনা ।  
পূর্কের স্থায় এখানেও প্রয়োজনভাবাদি তাবৎ দোষই তাদবস্থ্য থাকিয়া যায় ।  
সুতরাং বেদান্তসিদ্ধান্তই অক্ষুন্ন এবং তাহাই গ্রহণীয় । এই বিষয়ে বৈদান্তি-  
কেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, পরমাত্মা স্বরূপত উদাসীন, বা অপ্ৰবর্তক  
হইলেও মায়ার প্রভাবে তিনি প্রবর্তক হইয়া থাকেন । সাংখ্যমতের উক্ত  
সত্যতা বিরুদ্ধ, কিন্তু বেদান্ত মতে কল্পিতে অকল্পিতে কিছুমাত্র বিরোধ  
হয় না ॥ ৭ ॥

প্রধানের যে অস্ত্র নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি হইতে পারেনা, তদ্বিবয়ে হেতুস্তর প্রদ-  
র্শন করা হইতেছে ।

সব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাদি ভাবত্যাগ করিয়া সমান ও  
স্বরূপ মাত্রার অবস্থান হইলেই সাংখ্যাচাৰ্য্যেরা তাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দেশ  
করেন । এতদূশ অবস্থায় কিছুমাত্রের অপেক্ষা না করিয়া সমাদি গুণত্রয়ের

স্বরূপাণাং স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রত্যঙ্গান্ধিতাবাহুপপত্তেঃ । বাহুস্ত চ কস্ত-  
চিৎ ক্ষোভয়িতুরতাবাদগুণবৈষম্যানিমিত্তো মহদাহ্বাৎপাদো নত্যাৎ ॥ ৮ ॥

### অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

অথাপি স্তাদত্থথা বয়মনুমিমীমহে যথা নায়মনস্তরো দোষঃ প্রসজ্যোত । ন হন-  
পেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থাস্তান্ধিগুণা অভ্যাপগম্যন্তে প্রমাণাতাবাৎ । কার্যাবশেন তু  
গুণানাং স্বভাবোহভ্যাপগম্যতে । যথা যথা কার্যোৎপাদ উপপদ্যতে তথা তথৈ-  
তেষাং স্বভাবোহভ্যাপগম্যতঃ । চলং গুণবৃত্তমিতি চান্ত্যভ্যাপগমঃ । তস্মাৎ  
সাম্যাবস্থায়ামপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্ত ইতি । এবমপি প্রধানস্ত

অঙ্গ-প্রধান ভাবের উপপত্তি হয়না, অঙ্গান্ধিতাব দূর না হইলে সাম্যাবস্থা হইতে  
পারেনা । সুতরাং অঙ্গান্ধিতাব অনুপপন্নও অস্বীকার্য্য । এদিকে, চিরকাল  
প্রধানাবস্থা থাকাও সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রেত নহে । সাম্যাবস্থার বিচ্ছিন্ন  
না হইলেত সৃষ্টি হইতে পারেনা ? অপর পক্ষে গুণের সাম্যাবস্থা বিনাশ করে  
বাতাহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে, এমন কোনও অতিরিক্ত বস্তু সাংখ্যাচার্য্য  
গণ স্বীকার করেন নাই । কিন্তু তাহা স্বীকার না করিলে গুণবৈষম্যমূলক  
মহত্ত্বাদির উৎপত্তি কোনওরূপে সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

সাংখ্যাবেত্তারা যদি বলেন, আমরা অল্প প্রকারে অনুমান করিতে পারিব,  
যাহাতে প্রদত্ত দোষ ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারিবেনা । গুণসকল অনপেক্ষ-  
স্বভাবও কূটস্থ ইহা প্রমাণব্যতিরেকে আমরা স্বীকার করি না । সত্তাদি  
গুণের স্বভাব কার্য্যাহুযায়ী ইহাই আমাদের স্বীকার্য্য । যেকোন স্বভাবে কার্য্যোৎ-  
পত্তি সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে, গুণসকলের সেইরূপ স্বভাবই স্বীকার করিতে  
হইবে । গুণসকল চলস্বভাব, কূটস্থ নহে ইহাও অবশ্য স্বীকারকরি । সুতরাং  
সাম্যাবস্থায়ও গুণসকলের বৈষম্য প্রাপ্তি হইতে পারে । সাংখ্যাচার্য্যের এইরূপ  
প্রতাপত্তিতে পূর্ব্বহত্নোক্ত অঙ্গিহানুপপত্তি দোষ পরিহার হইতে পারে ; সত্য,  
কিন্তু তন্মতীয় প্রথাবের জ্ঞানশক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি  
দাব যেমন তেমনই থাকিয়া যায় । কার্য্যাহুরোধে জ্ঞানশক্তির কর্ত্তনা অথবা  
অনুমান করিলে সাংখ্যাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করা উচিত । এবং ইহাও



জ্ঞশক্তিব্যোগোক্তচনাস্ত্রপপ্তাদয়ঃ পূৰ্ণোক্তা দোষাত্তদবস্থা এব । জ্ঞশক্তিমপি তু-  
মিমানঃ প্রতিবাদিত্বান্নিবৰ্ত্তে, চেতনমেকমনেক প্রপঞ্চস্ত জগত উপাদানমিতি ব্রহ্ম-  
বাদপ্রসঙ্গাৎ বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়ঃ নিমিত্তাভাবান্নৈ-  
বৈষম্যাৎ ভজেরন্, ভজমানা বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সৰ্বদৈব বৈষম্যাৎ ভজেরন্  
ইতি প্রসঙ্গাত এবায়মনস্তুরোহপি দোষঃ ॥ ৯ ॥

### বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধশ্রাব্যঃ সাংখ্যানামভ্যুপায়ঃ—কচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যহুক্ৰমায়  
কচিদেকদশ । তথা কচিৎসহস্রতন্ত্রাত্ত্রসর্গমুপদিশন্তি কচিদহঙ্কারং । তথা  
কচিৎ ত্রীণ্যন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি কচিদেকমিতি । প্রসিদ্ধ এব তু ঐতরেয়-  
কারণবাদিত্তা বিরোধস্তদহুবর্ত্তিত্তা চ স্মৃত্যা । তস্মাদপ্যসমঞ্জসং সাংখ্যানাং দর্শন-  
মিতি । অত্রাহ নব্যোপনিষদানামপ্যসমঞ্জসমেব দর্শনং, তথাপ্যাপক্কোত্তরিত্ত-

তাহার স্বীকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবে যে, কোনও এক চেতনই এই জগৎ  
প্রপঞ্চের উপাদান । সাংখ্যাচার্য্য তাহা স্বীকার করিলেই প্রসঙ্গত তাহার  
ব্রহ্মবাদ স্বীকার করা হইল । গুণসকল সাম্যকালেও বৈষম্য যোগ্যতাপর  
পক্ষে, এইরূপ বলিলেও নিমিত্ত ব্যতিরেকে গুণসকলের সাম্যাবস্থা বিজ্ঞ হইতে  
পারেনা বলিয়া বিষম হওয়ার কথা মুখেও মানিতে পারিবেন না ।

কারণ ব্যতিরেকেই বৈষম্য হয়, এইরূপ বলিলে সৰ্ব্বদা বৈষম্যাপত্তি কেন  
করা হইবে না ?

অতএব তাহাও অনন্তরোক্ত অঙ্গান্তিভাবে অমুপপত্তিদোষমধ্যেই পকি  
গণিত হইবে ॥ ৯ ॥

সাংখ্যাচার্য্যগণের পদার্থগুলি পরস্পর বিদ্রুদ্ধ । কোনও আচার্য্যের মতে  
ইন্দ্রিয় সাতটি, কোনও আচার্য্যের মতে ইন্দ্রিয় একদশটি, কেহ বলেন মহত্ত্ব  
হইতে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়, কেহ বলেন তন্মাত্রার সৃষ্টি অহঙ্কার হইতে হয় ।  
কোনও গ্রহকার বলেন অন্তঃকরণ তিনটি, আবার কোনও গ্রহকার বলেন  
অন্তঃকরণ মাত্র একটাই, তিনটি নহে । এইরূপে পদার্থ বিভাগ সম্বন্ধে  
সাংখ্যাচার্য্যগণের পরস্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয় এতদ্ভিন্নও ঈশ্বরকারববাদিনী

রতাবানভূাপগমাং । একং হি ব্রহ্ম সর্কীয়কঃ সর্কীয় প্রপঞ্চস্ত কারণমভূাপগচ্ছতা-  
মেকশ্চৈবান্নো বিশেষো তপ্যাতাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতাবিত্যভূাপগন্তবাং জ্ঞাং,  
যদি চৈতৌ তপ্যাতাপকাবেকশ্চান্নো বিশেষো জ্ঞাতাং স তাত্যাং তপ্যাতাপকাত্যাং  
ন নিমুচ্যেত । ইতি তাপোপশাস্ত্রে সমাগদর্শনমুপদিশৎ শাস্ত্রমনর্থকং জ্ঞাং ।  
ন হ্যোক্ষ্যপ্রকাশধর্মকস্ত প্রদীপস্য তদবস্থমৈব তাত্যাং নির্মোক্ষ উপপদাতে ।  
যোহপি জলবীচিতরঙ্গফেনাদ্র্যাপতাস্তত্রাপি জলাত্মন একস্ত বীচ্যাদয়ো  
বিশেষা আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যা এবতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যা-  
দিভিন্নির্মোক্ষঃ । প্রসিদ্ধশ্চায়াং তপ্যাতাপকয়োজ্জাত্যন্তরভাবে লোকে ।  
তথা হি—অর্থী চার্খশ্চাত্তোজ্জভিন্নৌ লক্ষ্যেতে । যত্বর্থিনঃ স্বতোহতোহর্থৌ ন  
জাদ্ যন্তার্থিনো যদ্বিষয়মর্থিত্বং স তন্তার্থো নিতাসিদ্ধ এবতি তস্ত তদ্বিষয়-

ক্রতি ও স্মৃতির সহিত সাংখ্যমতের বিরোধ ত স্পষ্টই প্রতীতি হয় । ইত্যাদি  
রূপ বিরোধদর্শন দ্বারা সাংখ্যমতের কোনও সামঞ্জস্য নাই ইহাই বুঝা যায় ।  
আরও বুঝা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের কোনও প্রামাণ্য নাই এবং সাংখ্যদর্শনের মত  
প্রমাণ নহে ইহা মোহবিজ্ঞপ্তিত ।

এই ক্ষেত্রে হয়ত সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিবেন যে, তোমার বেদান্তদর্শনও অস-  
মঞ্জস । বেদান্তদর্শনে তপ্য তাপকের প্রভেদ দেখা যায় না । অতএব বুঝিতে  
হইবে যে, একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, অস্ত্র সমস্তই মিথ্যা । ব্রহ্ম সর্কীয়ক  
এবং সর্কপ্রপঞ্চের কারণ । যাহারা ব্রহ্মমাত্রই স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মকেই  
সর্বোপাদান বলেন, তাঁহাদের মতে তপ্য ও তাপক পরস্পর পৃথক্ নহে । ইহা  
আত্মার এক প্রকার অবস্থাবিশেষ । তপ্য-তাপক আত্মার অবস্থাবিশেষ  
হইলে কোনও কালেই আত্মা এই দুই অবস্থা বিশেষ হইতে মুক্তি পাইবার  
আশা করিতে পারেন না । সুতরাং বেদান্তদর্শনও উন্নতপ্রাপবৎ হইয়া  
পড়িল । কেননা বেদান্ত ত্রিতাপোন্নয়ন উদ্দেশ্যই সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ  
করিয়াছেন । তাহা কন্মিন কালেও হইবার সম্ভব নাই । যদি তাহাই হয় তবে  
প্রদীপ ধাকা সম্বন্ধে নীততা এবং অন্ধকার অন্তত না হইবে কেন ? কিন্তু  
বাস্তবিক তাহা হয়না । বৈদান্তিকেরা যে, জল, বীচি, তরঙ্গও ফেন প্রভৃতির  
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অগ্নাহতি লাভের আশা করেন তাহা দূষাশাভিন্ন কিছুই নহে ।

মৰ্ধিত্বং ন ত্ৰাং । যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্ত প্রকাশাত্মোহর্থো নিত্যসিদ্ধ এবতি ন তস্ত তদ্বিবৰ্ণমৰ্ধিত্বং ভবতি । অপ্রাপ্তে হুত্বার্থনোহৰ্ধিত্বং ত্রাদিতি । তপার্থস্তা-  
প্যর্থক্যং ন ত্ৰাং । যদি ত্রাং স্বার্থক্যং ত্রাং । ন চৈতদসিদ্ধি । সম্বন্ধিশব্দো  
হেতো—অর্থী চার্ধশ্চেতি । স্বয়ংস্ব সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ স্ত্রাশ্চৈকসৈব । তস্মাদ্ভি-  
ন্নপেতাবর্থার্থিনো, তথাহনর্থানর্থিনাবপি । অর্থিনোহনুকূলার্থঃ প্রতিকূলো-  
ননর্থস্তাত্ম্যামেকঃ পৰ্য্যায়গোভাত্যায় স. বধ্যতে । তত্রার্থস্ত্রাজীৱস্তাং ভূৱস্তাজা-  
নর্থস্তোভাবপার্থানর্থাবনর্থ এবতি তাপকঃ স উচ্যতে । তপ্যস্ত পুরুষো য একঃ  
পৰ্য্যায়গোভাত্যায় সম্বধ্যত ইতি । তস্মাস্তপ্যতাপকয়োৱেকাত্মতয়াং মোক্ষানু-  
পপত্তিঃ । জাতাস্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারায় ত্রাদপি কদাচিন্মোক্ষোপ-  
পত্তিরিতি । অত্রোচ্যতে । নৈকত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ । ভবেনেব

বীচি, তরঙ্গ, কেন এই সকল জলেরই বিশেষ সত্য ; কিন্তু তাহারও আবির্ভাব,  
তিরোভাব বা উৎপত্তি, বিনাশ আছে । এতজুপেই ইহারা নিত্য । এই সকল বীচি  
তরঙ্গাদি আবির্ভূত হইয়া আবার পরক্ৰমেই বিনাশ পায়, তৎপরক্ৰমে পুনরাবির্ভূত  
হয়, এবস্থিধরূপে তাহা অপরিহার্য্য সূতরাং নিত্য । জল যেমন লহরী প্রভৃতি  
ধর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা । যাবৎ জল তাবৎই এই সকল । তৎ  
আত্মাও তপ্যতাপকরূপ বিশেষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা । যাবৎ আত্মা  
তাবৎ তপ্য তাপক । ইহাই জলবীচিতরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে প্রতিপাদিত হইতে পারে ।  
তপ্যও তাপক এতদ্ব্যতীত মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহা সাক্ষরজনীন প্রসিদ্ধ ।  
দৃষ্টান্ত স্বরূপে অর্থী ও অর্থ দেখান বাইতে পারে । অর্থীও অর্থ অভাস্ত ভিন্ন,  
কদাপি এক বা অস্তিত্ব নহে । দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই । অর্থ যদি  
অর্থী হইতে ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে অর্থ অর্থীর অর্থনার বিষয় হইত না ।  
স্বরূপসন্নিবিষ্ট থাকার তাহা নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ তাহা অপ্রাপ্য নহে । সূতরাং  
তদ্বিবৰ্ণক একটা প্রার্থনা হইতে পারেনা । প্রকাশ নামক অর্থ প্রকাশ-  
াত্মক দীপের স্বরূপসন্নিবিষ্ট । তাহা তাহার অপ্রাপ্য নহে । প্রাপ্ত হইয়াছে  
বলিয়াই তাহা তাহার নিত্যসিদ্ধ । সেই জন্তই দীপ কখনও প্রকাশ বিষয়ক  
প্রার্থনা করেনা । বাহ্য পাণ্ডুরা ঘায় নাই তাহার জন্তই লোক লালায়িত থাকে ।  
অর্থ ও অর্থী এক হইলে, অর্থ অর্থী উভয়ই অসিদ্ধ হয় । যাহা কাম্যত্ববা বাহ্যই

দোষো যদ্যেকায়তায়ঃ তপ্যতাপকাবজ্ঞোহুস্য বিষয়বিষয়িভাবঃ প্রতিপদ্যো-  
 যাতাং ন হেতুদন্ত্যেকত্বাদেব । ন হুগ্নিরেকঃ সন্ আত্মানং দহতি  
 প্রকাশয়তি বা সতাপ্যোক্ষ্যপ্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিত্বে চ কিম্ব কূটস্থে  
 ব্রহ্মণোকগ্নিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সম্ভবেৎ । ক পুনরয়ং তপ্যতাপকভাবঃ  
 স্যাদিতি । উচ্যতে । কিং ন পশুসি কস্মভূতো জীবদেহস্তপ্যাতাপকঃ  
 সর্বিতেতি । নহু তপ্তিন্ নাম হুঃখং সা চেতয়িতুর্নাচেতনস্য দেহস্য । যদি হি  
 দেহস্যেব তপ্তিঃ স্তাং সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্তীতি তন্নাশায় সাধনং  
 নৈবিত্যং স্তাদিতি । উচ্যতে । দেহাভাবে হি কেবলস্ত চেতনস্ত তপ্তিন্ দৃষ্টা ।  
 ন চ ত্রয়াপি তপ্তিন্ নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলশ্চেষ্যতে, নাপি দেহচেতনয়োঃ

অর্থপদবাচ্য । যে কামনা করে তাহাকে অর্থী বলা যায় । স্ততঃপাৎ একাধারে  
 অর্থী ও অর্থ এতদ্ব্যবস্থিতি হইতে পারেনা অপিচ অর্থ ও অর্থী এই দুইটা শব্দই  
 সম্বন্ধবাচী । সম্বন্ধ মাষ্ট্রই দ্বিষ্ট । দুইটা বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত একটা সম্বন্ধ  
 হয় না । এই নিয়মবলেও অর্থ অর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন । অর্থ ও অর্থী যেমন পরস্পর  
 অত্যন্ত বিভিন্ন সেইরূপ অনর্থ ও অনর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন । যাহা অর্থীর সহায়ক  
 তাহাই অর্থ এবং যাহা অর্থীর বিরোধী তাহাই অনর্থ । পর্যায়ক্রমে এতদ্ব্যবস্থার  
 সহিতই একের সম্বন্ধ হইতে দেখা যায় । তন্মধ্যে অনর্থই অধিক । অর্থ অল্প । এই  
 জন্তই অর্থানর্থ উভয়ই বিবেকীর নিকট অনর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ।  
 এতদ্ব্যবস্থার মধ্যে অনর্থই তাপক । পুরুষ তপ্য । তিনি পর্যায়ক্রমে উভয়ের সহিত  
 সম্বন্ধ হন । এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তপ্য ও তাপক এক হইলে, যে  
 তপ্য সেই তাপক । তপ্যতাপকের অভিন্নত্ব হেতু মোক্ষ পদার্থ মিথ্যাপদার্থ  
 নামে অভিহিত হইবে । কিন্তু যদি তপ্য তাপক এতদ্ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর  
 বিভিন্ন স্বাপন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও কালে,  
 কোনও না কোনও প্রকারে মোক্ষ লাভের আশা করা যায় ।

বুদ্ধি তপ্য, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ স্বত্বাসিদ্ধিাব সম্বন্ধ,  
 তাদৃশ সম্বন্ধের হেতু অবিবেক । অবিবেকের পরিহার হইলেই বিবেকোৎপত্তি  
 হয়, বিবেকোৎপত্তি হইলেই নিত্যমুক্ত আত্মার মোক্ষ হইল । সাংখ্যাচার্য্যগণের  
 এই সমস্ত জল্পনা কল্পনার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে । সাংখ্যবেত্তা বেদান্ত-

সংহতত্বম্ । অন্তঃকামাদিগোষণসঙ্গাৎ । ন চ তপ্তেবেব তপ্তিমভূতাপগচ্ছনীতি  
কথং তবাপি তপাতাপকভাবঃ । সন্তঃ তপ্যং তাপকং রজ্জ্ব ইতি চেৎ, ন,  
তাভ্যাং চেতনন্ত সংহতত্বাপপত্তেঃ । সত্ত্বানুরোধিত্বাচ্ছেতনোহপি তপ্যত ইবেতি  
চেৎ, পরমার্থচক্ৰি নৈব তপ্যত ইত্যাপত্তি, ইবশব্দপ্রয়োগাৎ । ন চেৎ  
তপাতে নেবশব্দো দোষায় । ন হি ভূতুভঃ সর্প ইবেত্যোতাবতা সবিষো  
ভবতি সর্পো বা ভূতুভ ইবেত্যেবতা নির্বিষো ভবতি । অতশ্চাবিত্যাক্তোৎসং  
তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইত্যভূতাপগন্ত্যমিতি । নৈবং সতি মমপি  
কিঞ্চিদুয্যতি । অথ পারমার্থিকমেব চেতনন্ত তপ্যত্বভূতাপগচ্ছসি তবৈব স্তত্রায়-  
নির্দোষঃ প্রসজ্যেত । নিত্যভূতাপগমাচ্চ তাপকন্ত । তপতাপকশক্ত্যানি-

মতে তপা—তাপকভাবঃ ; অল্পপন্নদোষ দেখাইয়াছেন সত্য । পরন্তু তাহা  
দোষ নহে । কেননা একান্তবাদীর পক্ষে আদৌ তপ্য—তাপক ভাব একটা  
নাই । তপ্য তাপক ভাব নাই বলিয়াই তাহা অল্পপন্ন । স্তত্রায় তাহা  
দোষনীয় নহে । অবশ্য তপ্য তাপক ভাব দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত  
যদি একান্তভাবে তপ্য তাপক পরস্পর বিষয় বিষয়ি ভাব ভজন্য করিত ।  
কিন্তু তাহা করে না । একই বা অভিন্নই না করিবার কারণ । সাংখ্যা-  
চাৰ্য্য বলিতে পারেন কি, বহু কি কখনও একাকী দাছ সম্পদ্বি বিবৰ্জিত হইয়া  
আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে বা প্রকাশ করিয়াছে ? বহুর উদ্ভূতা ও প্রকাশ প্রভৃতি  
নানা ধর্ম আছে, পরিণামিতও আছে । যে যখন একাকী আপনাকে প্রকাশ ও  
দগ্ধ করিতে পারে না, তখন আর কুটস্থ একক ব্রহ্মে তপ্য তাপক ভাবের  
সম্ভাবনা কি ? যদি কুটস্থ অদ্বয় ব্রহ্ম বৈতাভাবনিবন্ধন তপ্য তাপক ভাব  
না থাকে তাহা হইলে তাহা কোথায় থাকিবে ? এতদ্বত্তর এই যে,  
তোমরা কি দেখিতেছ না যে, এই জীববদেহ তপ্য এবং সবিতা ইহার  
তাপক ? যদি হুঃখকেই তাপ বলিতে চাও, এবং সেই হুঃখ অচেতন  
দেহে থাকে না বা অচেতন দেহের হুঃখই আদৌ হয় না । হুঃখ যদি দেহগত  
হইত তাহা হইলে হুঃখ দেহ নাশের সঙ্গেই নাশ হইত, তন্নিমিত্ত উপায়াধেবণ  
নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হইত । ইহার প্রত্যুত্তর এই—দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে  
কেবল চেতনের হুঃখ হইতে পারে না । সাংখ্যাচাৰ্য্যও কেবল চেতনের হুঃখ

তাহেইপি সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তাবাত্য-  
স্তিকঃ সংযোগোপরমত্তত্বাত্যস্তিকো মোক্ষ উপপন্ন ইতি চেৎ, নাদর্শনস্ত  
তমসৌ নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ । গুণানাকৌস্তবাভিব্যয়োরনিয়ত্বাদনিয়তঃ সংযোগ-  
নিমিত্তোপরম ইতি বিষোগস্তাপ্যনিয়তত্বাৎ সাক্ষ্যাত্ত্রৈবানির্মোক্ষেইপরিহার্য  
স্তাৎ । ঔপনিষদস্ত ত্রৈলোক্যত্বাভ্যুপগমাদেকস্ত ৫ বিষয়বিষয়িত্বাবস্থাপত্তেঃ, বিকার-  
ভেদস্য ৫ বাচ্যরস্তপমাত্রত্বপ্রবণাদনির্মোক্ষশঙ্কা স্বপ্নেইপি নোপজায়তে । ব্যবহারে  
তু যত্র যথা দৃষ্টপ্যতাপকভাবস্তত্র তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিত্ত্বহ্যো বা  
ভবতি ।

নামক বিকার স্বীকার করেন না । আবার চেতনের সাহিত দেহের সংমিশ্রণও  
স্বীকার করেন না । সাংখ্যকার চেতনের দ্রুতও অঙ্গীকার করেন না । অতএব  
জিজ্ঞাসা করি, তাহার মতেই বা কিপ্রকারে তপাতাপক ভাব উপপন্ন হইতে  
পারে ? সম্বন্ধে তপ্য এবং রজোগুণ তাপক, সাংখ্যাচার্য্য এমন কথাও বলিতে  
পারেন না । যেহেতু উক্ত গুণত্রয়ের মিশ্রণ অল্পপন্ন । রজস্তমই যদি তপ্য  
তাপক স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের কি ? পুরুষের তাপমোচনার্থ শাস্ত্রা-  
রন্তের বার্য্যতা থাকিয়াই যায় । পুরুষ সম্বন্ধে তপ্যে প্রতিবিশিত হইয়া তাপ-  
যুক্তের ভ্রায় হইয়া থাকেন । একরূপ বলিলে স্পষ্টই স্বীকার করা হইল যে,  
যে বস্তুত তাপযুক্ত হন না—তাপযুক্তের মতন হন । পুরুষের তাপ মিথ্যা ।  
১ কথা পুরুষ যদি সত্য সত্যই নির্দ্রুত হন, তাহা হইলে তাহাকে দ্রুততের  
য় বলায় দোষ হয় না । ধোড়াকে সাপ বলিলে সে বিষধর হইবে না এবং  
কে ধোড়া বলিলেও সে নির্বিষ হইবে না । তপ্যতাপক ভাব প্রোক্ত-  
রণেই পারমার্থিক নহে, ইহা আবিষ্টক । সাংখ্যের তপ্যতাপক ভাবের  
বিশ্বকতা প্রতিপন্ন হইলে বেদান্তবাদীর কিছুই দোষ হয় না । বরং ভালই  
ল । পুরুষের বাস্তবিক তাপ স্বীকার করিলে সাংখ্যাচার্য্য মোক্ষলাভের  
তাশা করিতে পারেন না । বিশেষতঃ সাংখ্যাচার্য্য তাপককে নিত্য বলিয়া  
কার করিয়াছেন । সাংখ্য যদি বলেন তপ্যশক্তি ও তাপকশক্তি নিত্য হইলেও  
পদার্থ সনিমিত্ত সংযোগ সাপেক্ষ, সংযোগের নিমিত্ত দেখা যায় না ।  
হা নিবৃত্তি হইলে আত্যন্তিক সংযোগও নিবৃত্ত হয় । আত্যন্তিক সংযোগ

ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্ । তস্মাদযজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ যথাশ্রমঃ  
সৰ্বাণ্যেবাপ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি । তত্রা-  
প্যেবম্বিদ্ভিতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসম্মানি বিদ্যাসাধনানি  
শমাদীনি বিবিদিষাসংযোগাত্তু বাহানীতরাণি যজ্ঞাদীনীতি  
বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৭ ॥

সৰ্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্ময়ে তদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥\*

প্রাণসম্বাদে শ্রুতং চন্দোগানাং ‘ন হ বা এবংবিদী কিশ-  
নানমঃ ভবতি’ ইতি । তথা বাজসনেয়িনাং ‘ন হ বা অস্থানমঃ

কৰ্ম্মণাং জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বং শ্রুতিস্মৃতিভায়াসিদ্ধে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ।  
যজ্ঞাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিভায়েভ্যোহমুঠৈয়ত্বং শমাদীনাং তেভ্যোহবিশেষা-  
ভাবাৎ যাবদ্বিদ্যোদরমবিশেষণানুষ্ঠানং স্থাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি ।  
ইত্যনন্দগিরিঃ ।

প্রাণসংবাদে সৰ্বক্সিরাণাং শ্রুতং । এষ কিল বিচক্ষণবিষয়ঃ । সৰ্বাণি থলু

জ্ঞানের উপকারক হয়” ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত ( বিস্তৃতরূপে বর্ণিত )  
হইয়াছে । [ তস্মাদ...বিবেক্তব্যম্ ] অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই  
সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্ততাব আছে, ইহা সহজেই  
বোধগম্য হয় । তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গসাধন ও  
বাহ্যিক যজ্ঞাদি তাহার বহিরঙ্গ উপায় ।

চান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদ সন্দর্ভে শুনা যায় “যে এইরূপ জ্ঞানে

\* সৰ্বান্নানুমতিরিতি । প্রাণবিদঃ সৰ্বভক্ষ্যতাভ্যাজ্ঞানং স্তুতার্থমেব । বিধায়কশব্দাভা-  
বান্ন তৎ উপাসনাস্বেন নামাদিষৎ বিধীয়ত ইতি ভাবঃ । প্রাণাত্ময়ে প্রাণবিনাশরূপায়ামাপি  
ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারপরিত্যাগেন সৰ্বমেবান্নমদনীয়ত্বেনাভ্যাজ্ঞায়তে ন তু তৎ স্বয়ংবাহায়াম্ ।  
তদর্শনাৎ চাক্রায়ণশ্চ শব্দেঃ কষ্টায়ামেবাবস্থায়াম্ অভক্ষ্যান্নভক্ষণদর্শনাদিতি যাবৎ ।—অতি যে  
বলিয়াছেন, প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার নাই, সমস্তই তাহার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, তাহা  
তাহাদের সার্বকালিক নহে । এ অনুমতি কেবল প্রাণসঙ্কট কালের জন্য । জানী হউক,  
অজানী হউক, সকলেই প্রাণসঙ্কটকালে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার না করিয়া প্রাণধারণোপযুক্ত  
ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে । এ সম্বন্ধে চাক্রায়ণ শবির আখ্যানই প্রমাণ । চাক্রায়ণ বিপদ-  
কালে হস্তিপকের উচ্ছিন্নতা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপুষ্ট পানীয় পান করেন নাই ।  
না করিবায় কারণ, তাহা অস্থায়ী দ্রব্য নহে ।

জন্ম-ভবতি সান্নিধ্য-প্রতিস্থিতঃ ইতি। সৰ্বসত্ত্বাদিনীয়েব  
ভবতীত্যর্থঃ। কিমিদং সৰ্বসত্ত্বজ্ঞানং শব্দাদিবহির্ভাষ্যং  
বিবীৰ্যত উত স্তত্যর্থং সৰ্বীকৃত্য ইতি সংশয়ে বিধিরিতি  
তাবৎ প্রাপ্তম্। তথা হি প্রযুক্তিবিশেষকর উপদেশো ভবতি।  
অতঃ প্রাণবিদ্যাসম্মিধানাতদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরূপদি-  
শ্রুতে। নষেবং সতি ভক্ষ্যভক্ষবিভাগশাস্ত্রব্যাবাতঃ স্তাৎ।

বাগীকৃত্যবিত্ত্য প্রাণো মুখ্য উবাচৈতানি কিং মেহং ভবিষ্যতীতি তানি  
হোহুঃ। যদিদং লোকেহম্মা চ খড্য আ চ শকুনিভ্যঃ সৰ্বপ্রাণিনাং যদমং  
তত্ত্বায়মিতি। তদনেন সন্দর্ভেণ প্রাণস্ত সৰ্বমন্নমিত্যহুচিন্তনং বিধায়াহ  
শ্রুতিঃ। ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। সৰ্বং প্রাণভায়মিত্যেবং  
বিদিতং কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতং সৰ্বাশ্রায়ভূজ্ঞানং  
শব্দাদিবদেতবিদ্যাকৃতম্মা বিবীৰ্যত উত স্তত্যর্থং সৰ্বীকৃত্য ইতি। তত্র বদ্যপি  
ভবতীতি বর্তমানাপদেশায় বিদেঃ প্রতীয়তে তথাপি যথা যন্ত পৰ্ণময়ী কুহ-  
র্ভবতীতি বর্তমানাপদেশাদপি পলাশময়ীত্ববিধিপ্রতিপত্তিঃ পঞ্চমলকারাপত্তা

অর্থাৎ বে কথিত প্রকারে প্রাণোপাসক হয় তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু  
অনন্ন নহে। সমস্তই তাহার অন্ন (ভক্ষ্য)।” এ কথা বাজসনেয়ী শাখাতেও  
আছে। যথা—“ইহার (এই প্রাণোপাসকের) ভক্ষিত অনন্ন নহে, ইহার  
মুহীত অনন্ন নহে।” ফলিতার্থ—সমস্তই তাহার ভক্ষ্য। প্রাণোপাসকের  
ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার নাই। [ কিমিদং...দিশ্যতে ] প্রদর্শিত শ্রুতি দ্বয়  
ভক্ষ্যভক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া প্রাণোপাসককে সৰ্বভক্ষ্য হইতে উপদেশ  
করিয়াছেন, এতদৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সৰ্বভক্ষ্যতা কি উপাসনার অঙ্গ ?  
না শমদমাদি অঙ্গের উপকারক ? কি উহা স্ততিমাত্র ? সংশয়ের ঐশ্বর্য  
কোটাতে পাওয়া যায়, উহা বিধি অর্থাৎ উক্ত বাক্যে সৰ্বভক্ষ্যতা প্রাণোপা-  
সকের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। বিধি—প্রযুক্তিজনক উপদেশ। উক্ত বাক্যে  
প্রযুক্তিকর উপদেশ দেখা যায়, সে অন্য উহা বিধি। ঐ বাক্য প্রাণো-  
পাসনার নিকটে অতিহিত, সে জ্ঞাত উহা প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভক্ষ্যা-  
ভক্ষ্য ব্যবস্থার নিষর্ভক। [ নষেবং...উপলভ্যতে ] ভোমরা হয় ত ভক্ষ্যা-  
ভক্ষ্য ব্যবস্থার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে। তাহাতে আমরাও দেখাইব, তাহা  
দোষ নহে। [ বিধানের সামান্য বিশেষ দৃষ্ট হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্যের  
বোধ হওয়া শাস্ত্র যুক্তি উত্তর সিদ্ধ ; স্ততরাং সে বোধ দোষ নহে। তাহা



নৈষ দোষঃ । সামান্যবিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ । যথা প্রাণি-  
হিংসাপ্রতিষেধস্ত পশুসংজ্ঞাপনবিধিনা বাধো যথা চ ‘ন কাঞ্চন  
পরিহরেত্তদ্ব্রতম্’ ইত্যেনে বামদেব্যবিদ্যা বিষয়েণ সৰ্ব্বশাস্ত্র-  
পরিহারবচনেন সামান্যবিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে  
এবমেনেনাপি প্রাণবিদ্যা বিষয়েণ সৰ্ব্বশাস্ত্রভঙ্গবচনেন ভক্ষ্যা-  
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—নেদং সৰ্ব্বা-  
ম্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি । ন হত্র বিধায়কঃ শব্দ উপলভ্যতে ।  
‘ন হ বা এবমিদি কিঞ্চনানম্নং ভবতি’ ইতি বর্তমানাপদেশাৎ ।

তথেষাপি প্রবৃত্তি বিশেষকরতালাভে বিধিপ্রতিপত্তিঃ । স্বতন্ত্রো হর্থবাদমাত্রং  
ন তথার্থবদ্যথা বিধৌ । ভক্ষ্যাভক্ষ্যশাস্ত্রঞ্চ সামান্যতঃ প্রবৃত্তমেনে বিশেষ-  
শাস্ত্রেণ বাধ্যতে গম্যাগম্যবিবেকশাস্ত্রমিহ সামান্যতঃ প্রবৃত্তং বামদেব্যবিদ্যা-  
ভূতসমস্তশাস্ত্রপরিহারশাস্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

অশক্তে: কল্পনীয়ত্বাৎ শাস্ত্রান্তরবিরোধতঃ ।

প্রাণশাস্ত্রমিদং সৰ্ব্বমিতি চিন্তনসংস্কারঃ ॥

হইয়াই থাকে । যেমন সামান্যতঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যজ্ঞে পশুবধ বিধা-  
য়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে “কোনও  
জ্ঞী পরিত্যাগ করিবেক না” এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্যতঃ গম্যাগম্য  
বিভাগ শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রাণবিদ্যাধিকারের সৰ্ব্বশাস্ত্র  
বাক্যও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধা জন্মাইবে । এইরূপ পূৰ্বপক্ষ পাওয়ায়,  
উপস্থিত হওয়ায়, তত্ত্বত্বার্থ বলিতেছেন—সৰ্ব্বশাস্ত্র ভঙ্গ উক্ত বাক্যে বিহিত  
হয় নাই । কারণ, উহাতে বিধায়ক শব্দ ( লিঙাদি ) নাই । [ ন হ বা...বিধিঃ ]  
আছে—ন হ বা এবমিদি কিঞ্চন অনম্নং ভবতি । অর্থাৎ প্রাণোপাসকের  
কিছুই অনম্ন অর্থাৎ অভক্ষিত হয় না ( সব খাওয়া হয় ) । এ বাক্যে বিধায়ক  
শব্দ নাই কিন্তু “ভবতি” “হয়” এই মাত্র কথা আছে । এ কথা বর্তমানবার্তা  
স্বতরাং বিধি নহে । সৰ্ব্বশাস্ত্র ভঙ্গ করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত ।  
বিধায়ক শব্দ নাই, বিধিভাবে প্রতীতিও হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তি  
বিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লোভে ঐ সৰ্ব্বভঙ্গবাক্যের বিধি স্বীকার  
( কল্পনা ) সম্ভব নহে । আরও দেখ, “কুর্কুর, শকুনি, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই  
তোমার অন্ন ।” অর্থাৎ প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ প্রাণোপাসককে লক্ষ্য  
করিয়া বলিয়াছেন “যে এবম্ব্যকারে প্রাণের উপাসনা করে, ধ্যান করে,

ন চাসত্যামপি বিধিপ্রতীতো প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বলোভেনৈব  
বিধিরভ্যুপগন্তুং শক্যতে। অপি চ স্বাদিমর্যাদং প্রাণশ্রাম-  
মিত্যুক্তেন্দমুচ্যতে ‘নৈবস্বিদি কিঞ্চিদনন্মং ভবতি’ ইতি। ন  
চ স্বাদিমর্যাদমন্মং মনুষ্যদেহেনোপভোক্তুং শক্যতে। শক্যতে  
তু প্রাণশ্রামমিদং সর্বমিতি ‘বিচিস্তুয়িতুম্। তস্মাৎ প্রাণশ্রাম-  
বিজ্ঞানপ্রশংসার্থোহয়মর্থবাদো ন সর্বান্নানুজ্ঞানবিধিঃ। তদ-  
দর্শয়তি—সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি। এতদ্ব্যক্তং ভবতি—  
প্রাণাত্যয় এব হি পরশ্রামাপদি সর্বমন্মদনীয়েনোভ্যনু-  
জ্ঞায়তে তদদর্শনাৎ। তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণশ্চ স্বাযেঃ কৰ্ণা-  
য়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—‘মটটীহতেষু

ন তাবৎ কোলয়কমর্যাদমন্মং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্যায়েণ বা শক্য-  
মভুম্। ইভকরভকাদীনামন্মশ্চ শনীকপীরকণ্টকবটকাষ্ঠাদেবৈকশ্রাপাশক্যা-  
দনভ্যাং। ন চাত্র লিঙ ইব ক্ষুটতরা বিধিপ্রতিপত্তিরস্তি। ন চ কল্পনীয়ো  
বিধিরপূৰ্ণত্বাভাবাৎ। স্ত্যাপি চ তদুপপত্তেঃ। ন চ সত্যং গতো সামান্যতঃ  
প্রবৃত্তশ্চ শাস্ত্রশ্চ বিষয়সঙ্কোচো যুক্তঃ। তস্মাৎ সৰ্বং প্রাণশ্রামমিত্যনুচিস্তন-

তাহারও কোন কিছু অনন্ন নহে।” এখন বিবেচনা কর, মনুষ্যদেহ ধারণ  
করিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুকুর শকুনি কীট পতঙ্গ, সমুদায় ভক্ষণ  
করিতে পারে? তাহা পারে না। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা  
করিতে পারে। যাহা পারে তাহাতেই বিধি, যাহা পাইরেনা, তাহাতে বিধি  
নহে। অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না। অতএব, ঐ বাক্য প্রাণান্নবিজ্ঞানের  
প্রশংসা কারক অর্থবাদ, বিধি নহে। অর্থাৎ প্রাণোপাসক ঐ সব খাইবেন,  
ঐ বাক্যের এমন অভিপ্রায় নহে। [ তদদর্শয়তি...দর্শয়তি ] হুত্রকার হুত্রে  
তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রাণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগ-  
শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূৰ্বেক ভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহা দোষাবহ হইবে না। ইহাই  
শ্রুতির অমুজ্ঞা—অমুমতি। শ্রুতিতে এতদর্থের জ্ঞাপক একটা আখ্যায়িকাও  
আছে। শ্রুতি তাহাতে দেখাইয়াছেন, কষ্টদশায় চাক্রায়ণ স্বাধির অভক্ষ্য  
ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। [ মটটী...ইতি ] “মটটী কর্ক ( মটটী - পতঙ্গ-  
পাল। কেহ কেহ বলেন, শিলাবৃষ্টি। ) কুকুদেনীয়ে শত্ৰুসম্পদ বিনষ্ট হইলে  
তদ্দেশে বোরতর হুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।” শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া

কুরুষু' ইত্যগ্নিন্ ব্রাহ্মণে । চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদন্ত  
ইভ্যেন সামিখাদিতান্ কুন্ধ্যাংস্চখাদানুপানন্ত তদীয়মুচ্ছি-  
ষ্টদোষাং প্রত্যাচচক্ষে কারণস্ত্রোবাচ 'ন বা অজীবীষ্য-  
মিমানখাদন' ইতি 'কামো য উদপানম্' ইতি চ । পুনশ্চোক্ত-  
রেদ্যন্তানেব স্বপরোচ্ছিষ্টপর্যুষিতান্ কুন্ধ্যান্ ভক্ষয়াম্ভুব  
ইতি । তদেতদুচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টপর্যুষিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুত-

বিধানস্ততিরিতি শাস্ত্রতম্ । শক্যে চ প্রবৃত্তিবেশেষকরতাপযজ্ঞাতে নাশক-  
বিধানেষে । প্রাণাতায় ইতি চাবধারণপরং প্রাণাতায় এব সর্মান্বয়ম্ । তত্রো-  
পাখ্যানাচ্চ । ক্ষুত্ৰতরবিধিস্বতেশ্চ । সুরাবর্জং বিদ্যাংসমবিদ্যাংসং প্রতি বিদ্যা-  
নাং ন ব্রহ্মত্রেতি । ইভ্যেন হস্তিপকেন সামিখাদিতান্ধতক্ষিতান্ । স হি  
চাক্রায়ণো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুন্ধ্যান্ ভুঞ্জানো হস্তিপকেনোক্তঃ । কুন্ধ্যা-  
নিব মদুচ্ছিষ্টমুদকং কন্দারায়পিবদীতি । এবমুক্তস্তদুদকমুচ্ছিষ্টদোষাং প্রত্যা-  
চচক্ষে । কারণং চাত্রোবাচ । ন বাহজীবীষ্যং ন জীবীষ্যমীতীমান্ কুন্ধ্যান-

বলিয়াছেন "সেই সময় চাক্রায়ণ নামক ঋষি বিপন্ন হইয়া জীর সহিত  
তদ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক মিথিলা দেশের হস্তিপক পন্নীতে আসিয়া প্রথম  
দিবসে জনৈক হস্তিপকের অর্দ্ধভুক্ত সূতরাং উচ্ছিষ্ট কুংসিত কলায় (শস্ত্র-  
বিশেষ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন পরং তৎপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিত্যাগ  
করিয়াছিলেন । পান করেন নাই । হস্তিপক পানীয় পরিত্যাগের কারণ  
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আর কিছুক্ষণ তোমার এই উচ্ছিষ্ট  
অন্ন না পাইলে ও না খাইলে বাঁচিলাম না, সেই কারণে ইহা খাইলাম ।  
কিন্তু পানীয় আমার স্বেচ্ছালভ্য । জল এখনই অত্র পাইব, এই জন্ত  
তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করিলাম না ।" চাক্রায়ণ উচ্ছিষ্ট হস্তিপকানের  
দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পন্নীর জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পন্নী  
তৎপূর্বে প্রাণরক্ষার উপযোগী অত্র অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি  
তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই । ঋষি পূর্বদিন অতি যৎসামান্ত  
আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত পর দিন প্রাতে আরও অধিক  
ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পন্নীপরিরক্ষিত সেই নিম্নের ও পরের উচ্ছিষ্ট পর্যুষিত  
কলায়পাকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি মিথিলারাজ  
জনকের সভায় গমন করতঃ যথাযোগ্য আহাৰাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।"  
[ তদেত...বাদিঃ ] শ্রুতি এইরূপে চাক্রায়ণ ঋষির পুনরোচ্ছিষ্ট পর্যুষিত

রাশক্কাতিশয়ে। লক্ষ্যতে। প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসঙ্কারণায়-  
ভক্ষ্যমপি ভক্ষয়িতব্যমিতি স্বস্থাবস্থায়ান্ত তন্ন কর্তব্যং বিদ্যা-  
বতাপীত্যনুপানপ্রত্যখ্যানাক্ষম্যতে। তস্মাদর্থবাদো ‘ন হ বা  
এবংবিদি’ ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২৮ ॥

### অবাধাচ্চ\* ॥ ২৯ ॥\*

এবঞ্চ সত্যাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরিত্যেবমাদি ভক্ষ্যাভক্ষ্য-  
বিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

খাদম্। কামো ম উদকপানমিতি। স্বাতন্ত্র্যং মে উদকপানে নদীকূপতড়াগ-  
প্রপাদিষু যথাকামং প্রাপ্নোমীতি নোচ্ছিষ্টৌদকভাবে প্রাণাত্যয় ইতি  
তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি মটটীহতেষু কুরুষু যাবদ্রশনায়া মুনির্নিরপত্রপ  
ইভ্যেন সামিজ্ঞান্ খাদয়ামাস।

তত্ত্বার্থবাদেহে হেতুস্তরমাহ। অবাধাচ্ছেতি। সামান্তশাস্ত্রবিরোধাতঃ ন

অন্ত্যজ্ঞানভক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অতিপ্রায়—  
লোক প্রাণসঙ্কট কালে প্রাণরক্ষার্থে অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপূর্ণ পান  
করুক কিন্তু যেন স্বস্থাবস্থায় না করে। কি প্রাণোপাসক কি অন্ত লোক  
সকলেরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পেয়াপেয় বিচার কর্তব্য। বিচারের উপ-  
সংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে “ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি” এ  
বাক্য বিধায়ক নহে; কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণায় বিজ্ঞানের স্তাবক।  
সর্বভক্ষ্যতার বিধান নহে কিন্তু প্রাণের সর্বভোজিত্ব ভাবনার প্রশংসা।  
(প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্বভক্ষ্য, এই ভাবনার এমন মহিমা যে  
তদ্বাবে ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপদকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ  
করিয়াও দোষভাগী হন না)।

স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কর্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়ায় ভক্ষ্যা-  
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হয় না; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে

\* ন হ বেত্যাদিবাক্যস্বার্থবাদেহে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র প্রামাণ্যবাহিতং ভবতীতি  
মুত্রার্থঃ।—প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অন্য সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না। নিত্য নিত্য শাস্ত্রা-  
ধারী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হইলে  
জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; স্মৃত্যং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের স্বার্থক্য সংরক্ষিত হয়

## অপি চ স্বর্ঘ্যাতে ॥ ৩০ ॥\*

অপি চ আপদি সর্বান্নভক্ষণমপি স্বর্ঘ্যাতে বিছুষোহবিছুষ-  
শ্চাবিশেষণ ।

‘জীবিতাত্যয়মাপনো যোহম্নমন্তি যতন্ততঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্রমিবাস্তসা’ ॥ ইতি ।

তথা ‘মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ । সুরাপশু ব্রাহ্মণশ্চোষামাসি-  
ক্ষেয়ুঃ সুরামাশ্রে । সুরাপাঃ কুমরো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ’  
ইতি চ স্বর্ঘ্যাতে বর্জ্জনমনম্নশ্চ ॥ ৩০ ॥

কন্মো বিশেষবিধিরিত্যুক্তং, অধুনা সামান্তশাঃ দর্শয়ন্ ইত্রং বোজয়তি ।  
এবঞ্চৈতি । স্বর্ঘ্যবস্থায়ং ভক্ষ্যভক্ষ্যভেদে সতীতি যাবৎ । ইত্যানন্দগিরিঃ ।

আপদবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণানুজ্ঞানে স্মৃতিং সম্বাদয়তি । অপীতি । স্মৃতি-  
রপি বিদ্বদ্বিষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ । অপি চেতি । সুরাপানমবস্থায়েষপি ন কার্য-  
মিত্যাহ । তথ্যেতি । ব্রাহ্মণো বর্জ্জয়েদিত্যি শেষঃ । জীবিতাত্যয়স্মৃত্য সুরাপি  
তদভাবে পাতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ । সুরাপশ্চেতি । উষাং সুরামিতি যোজনা ।  
উষামগ্নিতপ্তামিতি যাবৎ । মরণান্তিকপ্রায়শ্চিন্তদৃষ্টেত্ত্বংপ্রসঙ্গেহপি সা ন

সম্বন্ধি (সম্ব—বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সম্বন্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়,  
এইরূপ ক্রমপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে ।

বিদ্বান্ হউক অর্থাৎবিদ্বান্ হউক, বিপদকালে সকলেই সর্বান্ন ভক্ষণ  
করেন, করিলে দোষ হয় না । এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“যে ব্যক্তি  
জীবনসঙ্কট কালে যাহার তাহার ও যে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি  
পাপলিপ্ত হয় না । জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না সেইরূপ ।” প্রাণসঙ্কট  
ব্যতীত অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না করা নিষিদ্ধ । ইহা যেমন স্মৃতিতে উক্ত  
আছে তেমনি প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মদ্য বর্জ্জন করিবেন, এ কথাও  
অভিহিত আছে । যথা—“ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতে সুরাপান বর্জ্জন করিবেন ।

\* স্বর্ঘ্যাতে স্মৃতিব্রূচাতে । অপি চ শব্দাং সুরাপানমবস্থায়েষপি ন কার্যং ব্রাহ্মণেনেতি  
ত্ৰুট্যাম্ ।—আপং কালে অভক্ষ্য ভক্ষণ দ্রুতিকর নহে, এ কথা স্মৃতিতেও আছে । আছে সত্য ;  
কিন্তু সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে আপংকালেও নিষিদ্ধ । স্মৃতি ব্রাহ্মণের আপং নিরাপত্ত উভয়াব-  
স্থাতেই সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন ।

.. শব্দশ্চাতোহকামকারে ॥ ৩১ ॥\*

‘শব্দশ্চানমস্ত্য প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃতিপ্রয়োজনঃ কঠানাং সংহিতায়াং শ্রুতয়ে ‘তস্মাদব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ’ ইতি । সোহপি ‘ন হ বা এবংবিদি’ ত্যস্তার্থবাদত্বাচ্চুপ-পন্নতরো ভবতি । তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয় ইতি ॥ ৩১ ॥

. বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকৰ্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥†

পাতব্যোত্যর্থঃ । ইতচ্চ সা সদা ন পেয়েতাহ । সুরাপা ইতি । তত্র হেতু-রতক্ষেতি । মদ্যমিত্যাদিস্মৃতেস্তাৎপর্য্যমাহ । বর্জনমিতি । ইত্যানন্দগিরিঃ ।

স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তস্মলশ্রুতিমাহ । শব্দশ্চেতি । তস্মাৎ ব্রাহ্মণস্ত সুরাপন্ত মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদিতি যাবৎ । শ্রোতনিষেধস্ত প্রকৃতোপযোগমাহ । সোহপীতি । শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃ শব্দং ব্যাচষ্টে । তস্মাদিতি । ইত্যানন্দগিরিঃ ।

রাজা সুরাপানী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা ঢাণিয়া দিবেন । যাহারা সুরাপানী তাহারা-কুমিজন প্রাপ্ত হয় ।” ইত্যাদি ।

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধক ও স্বেচ্ছাচার নিবর্তক শ্রুতিও আছে । যথা—“যেহেতু মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করি-বেন না ।” ইত্যাদি । সেই সেই শ্রোত ( শ্রুতযুক্ত ) নিষেধও “ন হ বা এব-ংবিদি—” ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ হইলে সঙ্গতার্থ হইতে পারে । স্মৃত্যেব, কথিত প্রকার বাক্য মাত্রই অর্থবাদ ; কদাপি বিধি নহে ।

\* কামকার ইচ্ছা তন্নিবৃতিপ্রয়োজনঃ শব্দঃ শ্রুতিরপাত্তিতি যোজনীয়ম্ । নিষেধস্মৃতে-মূলীভূতা শ্রুতিরপাত্তিতি ভাবঃ । অতঃ অস্মাৎ সন্নিহিতোক্তাৎ কারণাৎ ন হ বেত্যাদিবাক্য-স্তার্থবাদত্বাদিতি যাবৎ । সোহপি শ্রোতো নিষেধ উপপন্নতরো ভবতীতি পূরণীয়ম্ ।—অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপের পানের নিষেধক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে । নিষেধ শ্রুতির প্রয়োজন অর্থাৎ উল্লেখ—লোক অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপের পানের ইচ্ছা পূর্ণান্ত বর্জন করুক । অপিচ, প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত ( সার্বক ) হইতে পারে—যদি সর্বান্নভক্ষণ বাক্যের অর্থবাদতা সিদ্ধ হয় ।

† আশ্রমকৰ্ম্মাপি অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মাণি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রঃ জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ অমুমক্কারণাশ্রমিণোহমুষ্ঠেয়ানীতি যোজনা ।—আশ্রম বিহিত কৰ্ম্মকলাপ বিদ্যোৎপত্তির সহায় হইলেও বাহারা বিদ্যাকারী নহে তাহাদেরও অমুষ্ঠেয় । হেতু এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম আশ্রমীর অবশ্যমুষ্ঠেয়, এইরূপে বিহিত হইয়াছে ।

‘সৰ্বাপেক্ষা চ’ [ বে.সূ.৩।৪।২৬ ] ইত্যশ্রমকৰ্ম্মণাং  
বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্। ইদানীন্তু কিমমুমুকোরপ্যাশ্রম-  
মাত্রনিষ্ঠস্ত বিদ্যামকাময়মানস্ত তান্ননুষ্ঠেয়ান্যুতাহো নেতি  
চিন্ত্যতে। তত্র ‘তমেতং বেদানুবচনেন ত্রাক্ষণা বিবিদ্যন্তি’  
ইত্যাদিনা আশ্রমকৰ্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাচ্চিদ্যাম-  
নিচ্ছতঃ ফলাস্তরং কাময়মানস্ত নিত্যাত্মননুষ্ঠেয়ানি। অথ  
তস্মাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ন তর্হেযাং বিদ্যাসাধনত্বং নিত্যানিত্য-  
সংযোগবিরোধাদিত্যস্তাং প্রাপ্তৌ পঠতি। আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ-

নিত্যানিত্যাশ্রমকৰ্ম্মাণি। যাবজ্জীবনতেনিত্যাহিতোপায়তয়াবশ্যং  
কর্তব্যানি। বিবিদ্যন্তীতি চ বিদ্যাসংযোগাং বিদ্যায়াশ্চাবশ্যন্তাবনিয়মভা-  
বাদনিত্যতা প্রাপ্নোতি। নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈকস্ত ন সম্ভবতি। অবস্থান-  
বশ্তন্তাবগোরেকত্র বিরোধঃ। ন চ বাক্যভেদায়াস্তবোবিরোধঃ শক্যোহপ-  
নেতুম্। তন্মানন্যবসায় এবাত্রেতি প্রাপ্তম্। এতেনৈকস্ত তৃত্বয়ত্বে সংযোগ-  
পৃথক্কৃত্যাক্ষিপ্তম্। এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে।

“সৰ্বাপেক্ষা চ” সূত্রে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের বিদ্যাসাধনতা অর্থাৎ  
জ্ঞানসাধকতা অবধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার  
উপস্থিত। যে যুমুকু নহে, বিদ্যাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল আ-  
শ্রমী, সে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কি না। “করি-  
বেক কি না” এইরূপ সংশয় হওয়ার প্রথমতঃই পাওয়া যায়, যদি ফলাস্তরের  
কামনা থাকে তাহা হইলে জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্য-  
কৰ্ম্ম সকল তাহার সম্বন্ধে অননুষ্ঠেয়। জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলাস্তর-  
কামনায় জ্ঞানসাধকরূপে বিহিত নিত্য কৰ্ম্ম কর্তব্য, এরূপ বলিতে গেলে  
সে সকলের বিদ্যাসাধকতাই থাকিবেক না, প্রগট্ট হইবেক। কারণ এই যে,  
নিত্য ও অনিত্য, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। (যাহা নিত্য, কদাচ তাহা  
অনিত্য হইবার নহে এবং যাহা অনিত্য তাহাও নিত্য হইবার নহে। যাহা  
ত্যাগ করিবার নহে, অবশ্যানুষ্ঠেয়, তাহা নিত্য এবং যাহা কামনার অভাবে  
অননুষ্ঠেয় তাহা অনিত্য।) এইরূপ প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে এই ৩২ সূত্র  
পঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অমুমুকু আশ্রমীও আশ্রম-  
বিহিত নিত্যকৰ্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ এই যে, ঋত্বিতে তাহা  
“যাবজ্জীবন অমিহোত্র হোম ঋরিবেক” এবম্প্রকারে বিধিত হইতে দেখা যায়।

অপ্যমুমুক্ষোঃ কর্তব্যান্তেব নিত্যানি কৰ্ম্মাণি ‘যাবজ্জীব-  
মগ্নিহোত্রং জুহ্বতি’ ইত্যাদিমা বিহিতত্বাৎ । ন হি বচনশ্রা-  
তিভারো নাম কশ্চিদস্তি । অথ যদুক্তং নৈবং সতি বিদ্যাসাধ-  
নত্বম্বেবাং শ্রাদিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩২ ॥

### সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥\*

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্র্যঃ । বিহিতত্বাদেব ‘তমেতং  
বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি’ ইত্যাদিমা । তদুক্তং  
‘সৰ্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিত্র্যতৈরশ্ববৎ’ ইতি [বেংসূ.৩।৪।২৬]

সিদ্ধে হি শ্রাদিরোধোহয়ং ন তু সাধ্যে কথঞ্চন ।

বিধ্যধীনাশ্রয়লাভেহস্মিন্ যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥

সিদ্ধং হি বস্তু বিরুদ্ধধর্ম্যযোগেন বাধ্যতে । ন তু সাধ্যরূপম্ । যথা  
বোড়শিন একশ্চ গ্রহণাগ্রহণে । তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিরুদ্ধেতে এব । ন  
পুনঃ সিদ্ধে বিরুদ্ধসম্ভবঃ । তদিত্তৈকমেবাগ্নিহোত্রাধ্যাং কৰ্ম্ম যাবজ্জীবশ্রুতে-  
নিমিত্তেন যুজ্যমানং নিত্যমহিতোপাত্তহরিতপ্রক্ষয়প্রয়োজনমবশ্যকর্তব্যং  
বিদ্যাকৃতয়া চ বিদ্যায়াঃ কাদাচিত্তকতয়ানবশ্যস্তাবেহপি ‘কাম্যো বা নৈমি-  
ত্তিকো বা নিত্যমর্থং বিরূপ্য নিবিশত’ ইতি শ্রায়াং অনিত্যাধিকারেণ  
নিবিশমানমপি ন নিত্যমনিত্যয়তি তেনাপি তৎসিদ্ধেরিতি সংযোগপৃথক্ত্বাৎ  
ন নিত্যানিত্যাসংযোগবিরোধ একশ্চ কার্য্যশ্চেতি সিদ্ধম্ ।

সহকারিত্বঞ্চ কৰ্ম্মণাং ন কার্য্যে বিদ্যায়াঃ কিস্তুৎপত্তৌ । কোহর্থো বিদ্যা-  
সহকারীণি কৰ্ম্মাণিত্যমর্থঃ । সৎস্ব কৰ্ম্মস্ব বিদ্যেব স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়তে ।

[ ন হি...পঠতি ] বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে ।  
অর্থাৎ বচনে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা অশ্রদাদির অহুযোজ্য নহে ।  
যদিগ্নাছিলে যে, বিদ্যাসাধকতা থাকিবেক না, এক্ষণে তাহাব প্রত্যুত্তর প্রদত্ত  
হইতেছে ।

ঐ সকল কৰ্ম্ম বিদ্যার সহকারী অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকারক ।  
কারণ, ঐ সকল “ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা  
জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত । এ নির্ণয় “সৰ্ব্বাপেক্ষা”

\* সহকারিত্বেন রূপেণৈবাং বিদ্যাসাধনত্বমবগন্তবাম্ ।—আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলাপ জ্ঞানো-  
দয়ের সহকারী কারণ, জ্ঞানকল মোক্ষের প্রতি তাহার সাক্ষাৎ কারণভাব নাই ।



ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমাশ্রমকশ্র্মণাং প্রযাজাদিবৎ বিদ্যা-  
ফলবিষয়ং মন্তব্যম্ । অবিধিলক্ষণত্বাদবিদ্যায়া অসাধ্যত্বাচ্চ  
বিদ্যাফলস্ত । বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফল-  
সিবাধয়িষয়া সহকারিসাধনাস্তরমাকাজ্ঞতে নৈবং বিদ্যা ।  
তথা চোক্তং ‘অতএব চাখীক্সনাদ্যনপেক্ষা’ ইতি [ বে.সূ.৩।  
৪।২৬। ] তস্মাদুৎপত্তিসাধনত্ব এতৈষাং সহকারিত্ববাচো

যথা সঠৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দভীতি সংশ্লেষ দশপুত্রেষু সৈব ভারস্ত  
বাহিকেতি । “অবিধিলক্ষণত্বাদি”তি । বিহিতং হি দর্শপৌর্ণমাসাদ্যৈশ্বৰ্য্যজ্ঞাতে  
ন ত্ববিহিতম্ । গ্রাহকগ্রহণপূৰ্ব্বকত্বাদঙ্গভাবস্ত বিধেচ গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে  
চ তদমুপপত্তেঃ । চতস্ৰামপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানামুপপত্তেরি-  
ত্যুক্তং প্রথমস্থত্রে । দ্বষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিসরূপং ন বিধি-  
রিতাপ্যুক্তম্ । উৎপত্তিং প্রতি হেতুভাবস্ত সত্ত্বত্বা বিবিদিষোপজনদ্বারে-

স্থত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে । [ ন চেদং...যুক্তিঃ ] আশ্রমবিহিত কর্মকলাপ  
জ্ঞানের সহকারী সত্য ; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির ঠার জ্ঞানফল  
মোক্ষ বিষয়ে নহে । যজ্ঞপ প্রযাজ অমুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগ প্রধান যাগের  
সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বরূপ নির্বাহ করে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য  
করে না, সেইরূপ, আশ্রমবিহিত কর্মও চিত্তশুদ্ধিপরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের  
সাহায্য করে কিন্তু বিদ্যাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহায্য করে না । কারণ,  
বিদ্যার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, স্মৃতরাং বিধির অধীন নহে ।  
( তাহা নিত্যসিদ্ধ ও অযত্নসাধ্য । ) যাহা সাধননিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাহা জন্মায়,  
প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য । দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ  
জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ অর্থাৎ তাহাতেই বিধি সম্ভব হয় ।  
অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন,  
তাহা যেমন অঙ্গ কর্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা  
করে না । অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত স্রষ্ট্র কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা  
করে না । স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয় ।  
এ কথা “অতএব চাখীক্সনাদ্যনপেক্ষা” স্থত্রে বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে ।  
প্রদর্শিত হেতু কুটের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কর্মকলা-  
পের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল .মোক্ষের পক্ষে নহে । অভিপ্রায়  
এই যে, কর্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উৎকার করে, সহায়তা

যুক্তিঃ । ন চাত্ৰ নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ । কৰ্ম্মা-  
ভেদেহপি সংযোগভেদাৎ । নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাব-  
জ্জীবাদিবাক্যকল্পিতো ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্ । অনিত্যস্থপরঃ  
সংযোগঃ ‘তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি’ ইত্যাদি-  
বাক্যকল্পিতঃ । তস্য বিদ্যাফলত্বম্ । যথা একস্তাপি খাদি-  
রন্যনিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা অনিত্যেন সংযোগেন  
পুরুষার্থতা চ তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

• সৰ্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥\*

তাব্যস্তীহপাদিতম্ । অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্তাপবর্গস্ত । স্বরূপাবস্থানলক্ষণে  
হি সঃ । ন চ স্বং রূপং ব্রহ্মণঃ সাধ্যং নিত্যত্বাৎ । শেষমতিরোহিতার্থম্ ।

করে, তৎপরে আর কিছু করে না । [ ন চাত্ৰ...তদ্বৎ ] এই সিদ্ধান্তে বিরো-  
ধের আশঙ্কা করিও না । একই কৰ্ম্ম অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য,  
এ কথা বিরুদ্ধ, এরূপ আশঙ্কা করিও না । ( একই অগ্নিহোত্র অবশ্যকর্তব্য  
বিধায় নিত্য, সদা অনুষ্ঠেয়, আবার ফলকামনায় কর্তব্য বলিয়া অনিত্য ।  
ফলেচ্ছা থাকিলে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠেয় হয়, ফলেচ্ছা না থাকিলে পরিত্যক্ত  
হয়; সুতরাং অনিত্য । নিত্যানুষ্ঠানে জ্ঞানের উপকার; অনিত্যানুষ্ঠানে  
কাম্যলাভ; সুতরাং বিরুদ্ধ বলা হইল, এমন মনে করিও না । ) কারণ,  
কৰ্ম্ম এক হইলেও সংযোগের ( সম্বন্ধের ) পার্থক্য আছে । তদনুসারে উক্ত  
সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঞ্জন হয় । কৰ্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই । কৰ্ম্ম একই,  
পরন্তু তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ । ‘এক সংযোগ নিত্য, তাহা “যত কাল  
জীবন তত কাল অগ্নিহোত্র” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক  
সংযোগ অনিত্য, তাহা “ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা  
করেন” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত । প্রথমোক্ত নিত্যসংযোগে বিদ্যা-  
ফলের অভাব আছে এবং শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিদ্যমানতাই  
আছে । এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপিতা অবশ্যই অবিরুদ্ধ । খাদির  
যুগ একই কিন্তু যে খাদির যুগ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক  
হয়, আবৃত্তি সেই খাদির যুগই অনিত্যসংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা  
পুরুষের উপকারক হয় । সঙ্কলিত সিদ্ধান্তও পূর্বসীমাংসানুগত প্রোক্ত  
সিদ্ধান্তের অনুরূপ ।

\* সৰ্বথাপি বিদ্যাসহকারিত্বপ্রমথধ্বন্যরূপকব্ধয়েহপি অগ্নিহোত্রায়ো ধৰ্ম্মা অনুষ্ঠেয়া এষ ।

সর্বথাপ্যাশ্রমধর্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবা-  
গ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াঃ । ত এবৈত্যবধারণম্মাচার্য্যঃ  
কিং নিবর্তয়তি । কর্ম্মভেদাশঙ্কামিতি ক্রমঃ । যথা কুণ্ডপায়ি-  
নাময়নে ‘মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি’ ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ  
কর্ম্মান্তরমুপদিশ্যতে নৈবমিহ কর্ম্মভেদোহস্তীত্যর্থঃ । কুতঃ ।  
উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ । শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ

যথা মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতীতি প্রকরণান্তরাৎ কর্ম্মভেদ এবমিহাপি  
‘তমেনং বেদান্তবচনেন ত্রাশ্ণগা বিবিদিস্তি যজ্ঞেনে’তি ক্রতুপ্রকরণমতিক্রম্য  
শ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাস্তদবুদ্ধিব্যবচ্ছেদে সতি কর্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম-ধর্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও  
বটে । স্তূতরাং একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অনুষ্টেয় । অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্ম  
বলিয়াই হউক আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্বপ্রকারে অগ্নি-  
হোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্টেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় । আচার্য্য ব্যাস “তে এব—  
সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই” এইরূপ সাবধারণ বাক্যে ঐ সকলের ভেদাশঙ্কা  
নিবারণ করিয়াছেন । ( জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রাদি হয় ত আশ্রমীর কর্তব্য  
অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্, এরূপ আশঙ্কা ঐ সাবধারণ  
বাক্যের দ্বারা নিবর্তিত হইয়াছে । ) কুণ্ডপায়ী দিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র \*  
যেমন সর্ববিদিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কর্ম্ম, এখানে  
সেইরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই । অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি  
কর্ম্মই “বিবিদিস্তি যজ্ঞেন—” ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাধনরূপে  
অর্থাৎ জ্ঞানসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই  
উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক বাক্য আছে । [ শ্রুতিলিঙ্গং...ধারণম্ ] শ্রুতিস্মৃ-

কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ ।—জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর  
আশ্রমীর কর্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক । একই  
অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উক্ত উভয় অধিকারীর উক্তবিধ সম্বন্ধ অনুসারে অনুষ্টেয়, ইহা অবধারণ  
আছে । হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই উভয়বিধ অনুষ্টেয়তা পক্ষে লিঙ্গদর্শন  
আছে । ( লিঙ্গ=জাপক চিহ্ন অথবা বোধক বাক্য ) ।

\* কুণ্ডপায়ী—শাখাবিশেষোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা । অয়ন=কুণ্ডপায়ী দিগে অবশ্যকর্তব্য  
কর্ম্মবিশেষ । কুণ্ডপায়ীরা অয়ন-বাগ নির্বাহার্থে একটি মাসব্যাপক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে  
সেই মাসব্যাপক কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র । এই অগ্নিহোত্র “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি  
এতৎকালবিহিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ । তাহা “মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি  
এতৎকালবিহিত ।

‘তন্মেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যস্তু’ ইতি সিদ্ধবহু-  
পন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদ্যায়াং বিনিযুক্তে ন জুহ্বতী-  
ত্যাদিবদপূর্বমেবৈবাং রূপমুৎপাদয়তীতি। স্মৃতিলিঙ্গমপি  
‘অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ’ ইতি বিজ্ঞাত-  
কর্তব্যতাকমেব কৰ্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি। “যস্মৈতে  
অষ্টাচত্বারিংশং সংস্কারা” ইত্যাদ্যা চ সংস্কারপ্রসিদ্ধির্বৈদি-

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কৰ্ম্ম শ্রুতে: স্মৃতেশ্চ সংযোগভেদে: পরং যথা-  
হয়িহোত্রং জুহ্যাৎ স্বৰ্গকামোষাকজীবময়িহোত্রং জুহ্যাদিতি তদেবাগ্নিহোত্র-  
মুভয়সংযুক্তম্। ন হি প্রকরণান্তরং সাক্ষাৎসদৃশং কিস্তজ্ঞাতজ্ঞাপনস্বরসো  
বিধি: প্রকরণৈক্যে ক্ষুটতরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরসং জহ্যাৎ। প্রকরণান্তরেণ  
তু বিঘটিতপ্রত্যভিজ্ঞান: স্বরসমজহৎ কৰ্ম্ম ভিনন্তি। ইহ তু সিদ্ধবহুপন্নরূপা-  
ণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদ্যায়াং বিনিযুক্তানো ন জুহ্বতীত্যাদিবদপূর্বমেবাং  
রূপমুৎপাদয়িতুমর্হতি। ন চ তত্রাপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রে মাসবিধিনীপূর্বাগ্নি-  
হোত্রোৎপত্তিরিতি সাম্প্রতম্। হোম এব সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতে:। কালস্ত  
চানুপাদেয়ত্বাবিধেয়ত্বাৎ। কালে হি কৰ্ম্ম বিধীয়তে ন কৰ্ম্মণি কাল ইত্যুৎ-

পোষক বাক্য বা শ্রোত চিহ্ন এই যে, শ্রুতি “ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও  
যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মা জানিবেন” এই বলিয়া পূর্বপরিচিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে  
আত্মবিবিদ্যায় বিনিয়োগ করিয়াছেন। অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অজ্ঞ কোন  
নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই। (স্মৃতির ঐ হইতেছে  
যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্শু উভয়ের অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি অভিন্ন।)  
স্মৃতিস্থ পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি “যে ব্যক্তি ফল অনুসন্ধান  
না করিয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে” এই বলিয়া জাতকর্তব্যতাক  
কৰ্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন। (জাতকর্তব্যতাক=যে  
সকল কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া জানা আছে অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে সেই  
সকল কৰ্ম্ম। যে সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ, ইতিকর্তব্যতা ও ফল শাস্ত্রান্তরে  
উপদিষ্ট আছে সেই সকল কৰ্ম্মই ফলকামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান-  
প্রদ হয়।) স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কৰ্ম্মকলাপের সংস্কার নাম দেখা  
যায়। সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কৰ্ম্মভেদাশঙ্কা বিদূষিত  
হইতে পারে। যে স্মৃতিতে বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ আছে,  
সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—“যাহার এই অষ্টচত্বারিংশং (৪৮)

কেমু কৰ্ম্মস্ব তৎসংস্কৃতস্ত বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রোত্য স্মৃতো  
ভবতি । তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্ ॥ ৩৪ ॥ . . .

### অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥\*

সহকারিত্বশ্চৈবৈতদ্ব্যপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং অনভিভবঞ্চ  
দর্শয়তি ঐতিহ্যচর্যাদিসাধনসম্পন্নস্ত রাগাদিভিঃ ক্রেশৈঃ  
'এষ হ্যাত্মা ন নশ্বতি যং ব্রহ্মচর্যোণানুবিন্দতে' ইত্যাদিনা ।

সর্গঃ । ইহ তু বিবিদিষ্যাং বিধিশ্রুতিনং যজ্ঞাদৌ । তানি তু সিদ্ধান্তেবানুদ্যস্ত  
ইতৌককর্য্যাং সংযোগপৃথকত্বং সিদ্ধম্ । স্মৃতিরুক্তা । লিঙ্গদর্শনমুক্তম্ ।

নিত্যানি কৰ্ম্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবাস্তিকলাতপি জ্ঞানকামেনাহুতিতানি  
জ্ঞানার্থানীতু্যক্তম্ । ইদানীং ব্রহ্মচর্যাদীনামাশ্রমকৰ্ম্মণাং ক্রেশতনুকরণেন  
বিদ্যোদয়ে হেতুতেত্যত্র লিঙ্গমাহ । অনভিভবঞ্চতি । স্বতন্ত্র তাৎপর্য্যোক্তি-

সংস্কার—” ইত্যাদি । + যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত—তাহারই জ্ঞানোৎ-  
পত্তি হওয়া সুসম্ভব । ( ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তৎপর্য্য—সংস্কার বলে  
তাহাদের চিন্তামল থাকে না, পরিমার্জিত হয়, স্মৃতির তাহার সংস্কৃত অর্থাৎ  
বিশুদ্ধস্ব হয় । বিশুদ্ধস্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয় । ) প্রদর্শিত  
প্রকারে কৰ্ম্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জ্ঞান ঐ সাবধারণ প্রয়োগ  
সাধু বলিয়া গণ্য ।

যেমন প্রদর্শিত শ্রোত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের  
বিদ্যাসহকারিতা নিশ্চিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মচর্য্যাদি কৰ্ম্মেরও বিদ্যাহেতুতা  
অবধারণিত হয় । কারণ, ঐতিহ্যই দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন  
পুরুষ রাগদ্বेषাদি ক্রেশে অভিভূত হয় না । ক্রেশে অভিভূত না হইলেই  
নিশ্চিতবদ্ধকে জ্ঞানোদয় হয় । যথা—“যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অজু-  
ভবাকৃৎ হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না ।” ইত্যাদি ।

\* অনভিভবং রাগাদিভিঃ । দর্শয়তি ঐতিহ্যমিতি শেষঃ । ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকৰ্ম্মণাং ক্রেশ  
তনুকরণদ্বারেন বিদ্যোদয়হেতুত্বং ঐতিহ্য দর্শিতমিতি ।—ঐতিহ্যই দেখাইয়াছেন যে,  
ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন না । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি  
আশ্রম কৰ্ম্মও রাগ দ্বেষ অভিভবন প্রভৃতি ক্রেশপক্ক ক্ষীণ করে, করিয়া জ্ঞানোদয়ে  
কারণ হয় ।

+ গভাধান হইতে পত্ন্যভিগম পর্য্যন্ত সংস্কার কৰ্ম্ম ১৪, তৎপরে ৫ মহাবজ্ঞ, ৭ সোমযজ্ঞ  
৭ হবির্যজ্ঞ, ৭ পাকযজ্ঞ, অভুক্ত খাওয়া সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণ কৰ্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ দৈহিক  
কৰ্ম্ম, ভক্ষ্যসম্বহন, অস্থিসঞ্চয়ন, শ্রাদ্ধ, এই ৮ । সমুদয়ে ৪৮ এবং সমস্তই শুদ্ধিজনক বলিয়া  
সংস্কার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ।

চন্দ্রান্দ্যজ্ঞানীশ্রমকর্ম্মাণি চ ভবন্তি বিদ্যাসহকারীণি চেতি  
স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা চাপি তু তদৃক্ষেঃ ॥ ৩৬ ॥\*

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চ তমাশ্রমপ্রতিপ-  
ত্তিহীনানামস্তরালবর্তীনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোহস্তি কিং  
বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্ । আশ্রমক-

র্ককর্ম্মকর্ম্মার্থং কথয়তি । সহকারিত্বশ্চেতি । উভয়বিধাধীনমর্থমুপসংহরতি ।  
স্বাদিতি । ইত্যামন্দগিরিঃ ।

আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যোপায়ত্বে সত্যনাশ্রমকর্ম্মণাং নৈবমিতি মত্বানং প্র-  
চ্যাহ । অন্তরেতি । অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন বিষয়ীকৃত্য তেষাং কর্ম্মত্বপ্রতি-  
পত্তিহীনপ্রসিদ্ধেস্ত সংশয়মাহ । বিধুরেতি । অনাশ্রমকর্ম্মণামুক্তবিদ্যা-  
হেতুত্বোক্ত্য পাদাদিসঙ্গতিঃ । পূর্ব্বপক্ষে যথা বিধুরকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধি-  
স্তথৈব আশ্রমকর্ম্মণামপি । বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ । সিদ্ধান্তে আশ্রমিষু অ্যায়ত্বাৎ-  
কর্ম্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মত্বানঃ সংশয়মনুদ্যপূর্ব্বপক্ষমাহ । নাস্তীত্যাদিনা ।

অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম আশ্রমিকর্তব্যও বটে ; তদ্বজ্জিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির  
সাহায্যকারীও বটে ।

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যালভ্যের উপায়, এতৎ প্রসঙ্গে অত্র এক সংশয় উপস্থিত  
হয় । সে সংশয় এই—কোন এক আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে নাই এরূপ  
বিধুর-নামক অন্তরালবর্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র ( যাহারা  
দ্রব্যভাবে আশ্রমবিহিত কার্য্য করিতে অপারক ) তাহাদের বিদ্যাধিকার  
আছে কি নাই । পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম কর্ম্মই বিদ্যালভ্যের  
উপায় তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিদ্যাধিকার অসম্ভাব্য ।  
উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিক্রমে অন্তরালে অবস্থান  
করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধর্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের

\* অন্তরা অন্তরালে বর্তমান বিধুর-সংজ্ঞা প্রসিদ্ধান্তেই বিদ্যাধিকার ইতি পূর্ব্ব-  
ণীয়ম্ । হেতুমাহ তদ্বিতি । ঋতিশ্রুতীহাসশাস্ত্রের রৈক্যপ্রভৃতীনাং বিধুরাণাং ব্রহ্মবিষয়দর্শনাদি-  
তার্থঃ—আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ও ব্রহ্মচর্যাগাদি কর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির  
কারণ, এই স্রবধারণ অনুসারে অনাশ্রমীরও বিদ্যাধিকার আছে কিনা তাহা বিচার্য্য  
হইতেছে । পূর্ব্বপক্ষে নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা আছে বলাই  
উচিত । অনাশ্রমী বিধুর ও নিতান্ত দরিদ্র, ইহারা আশ্রমবিহিত কর্ম্ম করণে অক্ষম ও  
অনধিকারী হইলেও জ্ঞানোৎপাদক উপাদি কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যাধিকার আয়ত্ত করিতে  
পারে, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা অর্থার্থ নিদর্শিত হইয়াছে ।

শ্রুগাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাং আশ্রমকর্মাশ্রমকর্মাসম্বন্ধমিত্যে-  
মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু । অনাশ্রমিহেনা-  
হন্তরালে বর্তমানোহপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে । কুতঃ । তদ্-  
দৃষ্টেঃ । রৈকবাচরুবীপ্রভৃतीনামেবন্তুতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্র-  
তুপলক্কেঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥\*

সম্বর্তপ্রভৃतीনাঞ্চ নগচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্মণা

বিবিদিষ্যাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্মভাবেহপি  
বর্ণমাত্তধর্ম্মাণাং দানাদীনাং সম্ববাৎ বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ শ্রাদ্ধত্যা-  
গশ্চ কেবলবর্ণধর্ম্মাণাং বিদ্যাসাধনেষে সত্যাশ্রমকর্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামন-  
ধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ । আশ্রমেতি । অনাশ্রমকর্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি  
পূর্ব্বপক্ষমন্ড্য সিদ্ধান্তয়তি । এবমিতি । প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি । অনাশ্র-  
মিহেনেতি । তদ্ব্তিরিতি ব্যাচষ্টে । রৈকেতি । ইত্যানন্দগিরিঃ ।

শ্রৌতং দৃষ্টং শিষ্টং স্মর্তীমপি দর্শয়তি । অপীতি । শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং  
সিদ্ধে সিদ্ধান্তেহনন্তরত্বনিরস্তকৌদ্যমাহ । নম্বিতি । জন্মান্তরকৃতাদপি কর্ম্মণো  
রৈকাদীনাং বিদ্যাসম্ববাৎ বর্ণেপাধাবৃত্তাৎ কর্ম্মণো বিদ্যোত্যত্র শ্রুতিস্মৃত্যো-

দেবারাধনা ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব  
হয় । রৈক ও বাচরুবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে  
ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত । ( সমাবর্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্যাপন করিয়াছে  
অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাদি করে নাই একরূপ লোক  
বিধুর । পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও  
সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর । ইহাদিগের  
বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের  
ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে । )

সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি নগচর্য্যায় ( নগচর্য্যায় = ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ) থাকিতেন  
কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস-স্মৃতিতে  
লিখিত আছে, তাঁহারা মহাধোণী ছিলেন । বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র  
( শ্রুতি ও স্মৃতি ) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে । বিধায়ক শাস্ত্র কৈ ? বিধায়ক

\* আশ্রমকর্ম্মভ্যাগিনাং সম্বর্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিভ্যমিতি শেষঃ ।—সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্র-  
মকর্ম্ম করিতেন না অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন । এ কথা ইতিহাসজ্ঞক স্মৃতিতে  
( পুরাণাদি গ্রন্থে ) উক্ত হইয়াছে ।

মপি-মহাযোগিত্বং স্মর্য্যত ইতিহাসে । ননু লিঙ্গমিদং শ্রুতি-  
স্মৃতিদর্শনমুপশ্রুতং কা নু খলু প্রাপ্তিরিতি সাহভিধীয়তে ॥৩৭॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥\*

তেষামপি বিধুরাদীনাং বরুন্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভির্জ-  
পোপবাসদেবতারাদিনাং ভিধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ  
সম্ভবতি । তথা চ স্মৃতিঃ—

• ‘জপোন্মৈব তু সংসিধ্যোদ্ভ্রাক্ষণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদন্যম বা কুর্যাম্মৈত্রো ভ্রাক্ষণ উচ্যতে’ ॥

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকান্তরং বক্তব্যমিত্যর্থঃ । আশ্রমধর্ম্মাভাবেহপি বর্ণধর্ম্ম-  
বিশেষৈরনুগ্রহীতা বিদ্যোদেষ্যতীতি সূত্রেণ সমাধস্তে সেনি । ইত্যনল্লগিঃ ।

যদি বিদ্যাসহকারীণ্যশ্রমকর্ম্মাণি হস্ত ভো বিধুরাদীনাং ন্যাপ্রমিগামনধিকা-  
রোবিদ্যারাম্ । অতাবাৎ সহকারিণ্যামশ্রমকর্ম্মণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে । নাত্য-  
ন্তমকর্ম্মাণো রৈকবিধুরবাচকবীপ্রভৃতয়ঃ । সন্তি হি তেষামন্যশ্রমিষে অপোপ-  
বাসদেবতারাদিনাদীনি কর্ম্মাণি । কর্ম্মণাঞ্চ সহকারিত্বমুকম্ । আশ্রমকর্ম্মণামুপ-

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত আরক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না । সূত্রকার  
এতৎপ্রস্তোর প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন ।

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষসম্বন্ধীয় ( পুরুষমাত্রকর্তব্য ) জপ,  
উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও  
বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে । স্মৃতি বলিয়াছেন “ভ্রাক্ষণ জপকর্ম্মের দ্বারাও  
সিদ্ধ হন । অত্র কোন আশ্রমধর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ভ্রাক্ষণ ।”  
( মৈত্র = মিত্রতায় অবস্থানকারী । অহিংসক বা দয়াবান । ) এই স্মৃতি বিধুর  
ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে  
বলিয়াছেন । অত্র স্মৃতিতেও আছে “বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে  
পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ।” এই স্মৃতি জন্মান্তরসংক্ৰান্তধর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট দিগের  
প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন । বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট

\* বর্ণধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়া ইতি পুরণীয়ম্ । আশ্রমধর্ম্মাভাবেহপি বর্ণধর্ম্মৈরনুগ্রহীতা  
বিদ্যা উদেষ্যতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ ।—আশ্রমবিশেষে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ  
বর্ণধর্ম্মে রত থাকেন । আচরিত সেই সেই ধর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ  
( উদয় ) হইতে দেখা যায় । অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের প্রতি বর্ণধর্ম্মেরও নিমিত্ততা আছে ।



শ্রমণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাং আশ্রমকর্মা সম্ভবাক্ষেপেভ্যো-  
মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু । অনাশ্রমিহেনা-  
হন্তরালে বর্তমানোহপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে । কুতঃ । তদ-  
দৃষ্টেঃ । রৈকবাচরুবীপ্রভৃतीনামেবমভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্র-  
তুপলকোঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥\*

সম্বর্তপ্রভৃतीনাঞ্চ নগ্ধচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্মণা

বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্মাভাবেহপি  
বর্ণমাত্ত্বধর্ম্মাণাং দানাদীনাম্ সম্ভবাং বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ শ্রাদিত্যা-  
শক্ত্য কেবলবর্ণধর্ম্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যাশ্রমকর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিগামন-  
ধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ । আশ্রমেতি । অনাশ্রমকর্ম্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি  
পূর্ব্বপক্ষমন্দ্য সিদ্ধাস্তয়তি । এবমিতি । প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি । অনাশ্র-  
মিহেনেতি । তদ্বৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে । রৈকোতি । ইত্যনন্মগিরিঃ ।

শ্রোতীং দৃষ্টিং শিষ্টাং স্মার্ত্তীমপি দর্শয়তি । অপীতি । শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং  
সিদ্ধে সিদ্ধান্তেহনন্তরত্বনিরস্তকোদ্যমাহ । নস্বিতি । জন্মান্তরকৃতাদপি কর্ম্মণো  
রৈকাদীনাম্ বিদ্যাসম্ভবাং বর্ণগোপাধাবুক্তাং কর্ম্মণো বিদ্যোত্যত্র শ্রুতিস্মৃত্যো-

দেবরাধনা ও জপাদি কার্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব  
হয় । রৈক ও বাচরুবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে  
ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত । ( সমাবর্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্যাপন করিয়াছে  
অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রহ্মাদি করে নাই এরূপ লোক  
বিধুর । পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও  
সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর । ইহাদিগের  
বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের  
ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে । )

সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্ধচর্য্যায় ( নগ্ধচর্য্য = বস্ত্রহীন সন্ন্যাসী ) থাকিতেন,  
কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস-স্মৃতিতে  
লিখিত আছে, তাঁহারা মহাবোগী ছিলেন । বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র  
( শ্রুতি ও স্মৃতি ) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে । বিধায়ক শাস্ত্র কৈ ? বিধায়ক

\* আশ্রমকর্ম্মভ্যাগিনাং সম্বর্তপ্রভৃतीনাং জ্ঞানিহমিতি শেবঃ ।—সম্বর্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম  
কর্ম্ম করিতেন না অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন । এ কথা ইতিহাসাত্মক স্মৃতিতে  
( পুরাণাদি গ্রন্থে ) উক্ত হইয়াছে ।

মপি-মহাযোগিত্বং স্বর্য্যত ইতিহাসে । নমু লিঙ্গমিদং প্রসূতি-  
স্মৃতিদর্শনমুপশান্তং কা নু খলু প্রাপ্তিরিতি সাহভিধীয়তে ॥৩৭॥

### বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥\*

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভির্জ-  
পোপবাসদেবতারাদিভির্ধর্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ  
সম্ভবতি । তথা চ স্মৃতিঃ—

‘জপোন্মৈব তু সংসিধ্যোব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদন্যম বা কুর্যাম্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে’ ॥

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকাস্তরং বক্তব্যমিতিার্থঃ । আশ্রমধর্ম্মাভাবেহপি বর্ণধর্ম্ম-  
বিশেষৈরনুগ্রহীতা বিদ্যোদেযাতীতি সূত্রেণ সমাধস্তে সেতি । ইত্যনন্দগিরিঃ ।

যদি বিদ্যাসহকারীগ্যাশ্রমকর্ম্মাণি হস্ত ভো বিধুরাদীনামনাশ্রমিণামনধিকা-  
রোবিদ্যায়াম্ । অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকর্ম্মণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে । নাত্য-  
ন্তমকর্ম্মাণো রৈকবিধুরবাচকবীপ্রভৃতয়ঃ । সন্তি হি তেষামনাশ্রমিণে জপোপ-  
বাসদেবতারাদিনীনি কর্ম্মাণি । কর্ম্মাণাঞ্চ সহকারিত্বমুক্তম্ । আশ্রমকর্ম্মণামুপ-

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত আরক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না । সূত্রকার  
এতৎপ্রস্তের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন ।

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষসম্বন্ধীয় ( পুরুষমাত্রকর্তব্য ) জপ,  
উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও  
বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে । স্মৃতি বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণ জপকর্ম্মের দ্বারাও  
সিদ্ধ হন । অন্ত কোন আশ্রমধর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ ।”  
( মৈত্র = মিত্রতায় অবস্থানকারী । অহিংসক বা দয়াবান্ । ) এই স্মৃতি বিধুর  
ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে  
বলিয়াছেন । অন্ত স্মৃতিতেও আছে “বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে  
পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ।” এই স্মৃতি অন্যান্তরসম্মিতধর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট দিগের  
প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন । বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট

\* বর্ণধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়া ইতি পুরণীয়ম্ । আশ্রমধর্ম্মাভাবেহপি বর্ণধর্ম্মৈরনুগ্রহীতা  
বিদ্যা উদেযাতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ ।—আশ্রমবিশেষে অবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ  
বর্ণধর্ম্মে রত থাকেন । আচরিত সেই সেই ধর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ  
( উদয় ) হইতে দেখা যায় । অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের প্রতি বর্ণধর্ম্মেরও নিমিত্ততা আছে ।

ইত্যসম্ভবাদাশ্রমকৰ্ম্মণোহপি জপেহধিকারং দর্শয়তি । জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চাশ্রমকৰ্ম্মভিঃ সম্ভবত্যেব বিদ্যায়াম্ অনুরূপঃ । তথাচ স্মৃতিঃ—

‘অনেকজন্মসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিম্’ ।

ইতি জন্মান্তরসংস্কৃতিতানপি সংস্কারবিশেষানুগ্রহীত্বানু বিদ্যায়াম্ দর্শয়তি । দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা প্রতিষেধাভাবমাত্রোপাধিনির্মিতকরোতি শ্রবণাদিষু । তস্মাদ্বিধুরাদীনামপ্যধিকারো ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অতস্তিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥\*

অতস্তত্তুরালবর্তিত্বাদিতরদাশ্রমবর্তিত্বং জ্যায়োবিদ্যাসাধনং

লক্ষণাদিতি ন তেবামনধিকারোবিদ্যাহ । “জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চে”তি । ন খলু বিদ্যাকার্যো কৰ্ম্মণামপেক্ষাহপি তুংপাদে । উৎপাদয়ন্তি চ বিবিদিষোপহারেণ কৰ্ম্মাণি বিদ্যাম্ । উৎপন্নবিবিদিষাণং পুরুষধোরেষাণাং বিহুরসম্বর্ত-প্রভৃতীনাং কৃতং কৰ্ম্মভিঃ । যদ্যপি চেহ জন্মনি কৰ্ম্মাণ্যনুষ্ঠিতানি তথাপি বিবিদিষাতিশয়দর্শনাৎ প্রাচি ভবেহুষ্ঠিতানি তৈরিতি গম্যত ইতি । নহু যথাধীতবেদ এব ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসায়ামধিক্রিয়তে নানধীতবেদ ইহ জন্মনি তথেষ জন্মজ্ঞাশ্রমকৰ্ম্মোৎপাদিতবিবিদিষ এব বিদ্যায়ামধিকৃতো নেতর ইত্যনাশ্রমিণামনধিকারো বিধুরপ্রভৃতীনাংমিত্যত আহ—“দৃষ্টার্থা চে”তি । অবিদ্যানিবৃত্তির্বিদ্যায়াম্ দৃষ্টোহর্থঃ । স চাস্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধো ন নিয়মমপেক্ষত ইত্যর্থঃ । প্রতিষেধো বিঘাতস্তস্তাভাব ইত্যর্থঃ । যদ্যনাশ্রমিণামপ্যধিকারো বিদ্যায়াম্ কৃতং তর্হ্যশ্রমৈরতিবহুলায়াসৈরিত্যশঙ্ক্যাহ—

স্বপ্নেনাশ্রমিত্বমাহেয়ম্ । দৈবাৎ পুনঃ পত্নাদিবিয়োগতঃ সত্যানাশ্রমিত্বে

অর্থাৎ ঐহিক বা প্রত্যক্ষ । স্মতরাং প্রতিবন্ধকের অভাব বা প্রতিবন্ধকমোচন হইলেই বিদ্যাসাধক শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিদ্যাধিকার জন্মে । অতএব, বিধুর প্রভৃতির বিদ্যাধিকার অবিরুদ্ধ ।

বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমাবস্থান শ্রেষ্ঠ । কারণ

\* অতঃ অন্তরালবর্তিত্বাৎ অনাশ্রমিত্বাৎ ইত্যর্থঃ অতঃ আশ্রমিত্বং জ্যায়ং শ্রেষ্ঠমिति সিদ্ধাৎ জ্যোতাৎ স্মার্তাচ্চ বিজ্ঞায়তে ।—আশ্রমিত্বং অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাৎপর্যার্থে পৰ্যালোচনে বিজ্ঞাত হওয়া যায় ।

প্রতিশ্রুতিসন্ধু কৃত্বাৎ । প্রতিশ্রুতিসন্ধাচ্চ ‘তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ  
পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ’ ইতি । ‘অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেক-  
মপি দ্বিজঃ ।’ ‘সম্বৎসরমনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রমেককরেৎ’ ইতি  
চ স্মৃতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৯ ॥

তদুত্তম্য তু নাতদ্যাবো জৈমিনেরপি

নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥\*

সমুদ্বীক্রেতস আশ্রমা ইতি স্থাপিতম্ । তাংস্ত প্রাপ্তস্ত  
কথঞ্চিত্ততঃ প্রচ্যুতিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়ঃ । পূর্বধর্মস্বনু-  
ষ্ঠানচিকীর্ষয়া রাগাদিবশেন বা প্রচ্যুতোহপি স্মাৎ বিশেষা-

ভবেদধিকারোবিদ্যারামিতি প্রতিশ্রুতিসন্ধেণ বিবিদিশস্তি যজ্ঞেনেত্যাदिना  
জারত্বাবগতে: প্রতিশ্রুতিসন্ধাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চাবগমতে । তেনৈতি পুণ্যকৃদিতি  
প্রতিশ্রুতিসন্ধাশ্রমী ন তিষ্ঠেতেত্যাदि च स्मृतिलिङ्गम् ।

আরোহবৎ প্রত্যবরোহোহপি কদাচিদ্বীক্রেতসাং স্মাদিতি মন্যশঙ্কানিরা-

এই যে, আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রমবিহিত অমুষ্ঠান উপচিত হইতে  
থাকে । তৎকারণে আশ্রমাবস্থানের জ্ঞানসাপনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অন্ত-  
রঙ্গ ( নিকট সাধন ) । আশ্রমিভ অনাশ্রমিভ উভয়ের মধ্যে যে আশ্রমিভই  
শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিও বলিয়াছেন এবং স্মৃতিও বলিয়াছেন । অধিকন্তু স্মৃতি  
অনাশ্রমীর নিন্দা করিয়াছেন । প্রতি যথা—“আশ্রমধর্ম্যে রত থাকিলে  
ক্রমে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ও তৈজঃসম্পন্ন হয় ।” স্মৃতি যথা—“দ্বিজ অর্থাৎ  
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না ।” “যদি পূর্ণ এক  
বৎসর অনাশ্রমী থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রারম্ভিক্ত্যায়ক কৃচ্ছ্রব্রত  
অমুষ্ঠান করিতে হইবে ।”

শাস্ত্রে উদ্বীক্রেত আশ্রমের অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান আছে, ইহা স্থিরী-  
কৃত হইয়াছে । এক্ষণে সংশয়—সে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার তাহা

\* তদুত্তম্য প্রাপ্তব্রতস্তোভ্যন্ত অতদ্যাবন্ততঃ প্রচ্যুতিনাতীতি নিয়মাদিশাস্ত্রেভ্যো  
বিজ্ঞায়তে । এতচ্চ মতং জৈমিনেরপি ।—উদ্বীক্রেত আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস নামক চতুর্থাশ্রম  
প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আর অবরোহণ হয় না । অর্থাৎ সে আর নিম্নাশ্রমে আসিতে  
পারে না । ইহা জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই অভিমত । অবরোহণ না হওয়ার জাপক  
নিয়মশাস্ত্র, অতঃপরে অর্থাৎ অবরোহণের নিষেধ শাস্ত্র ও শিষ্টাচার । ( ভাষ্যাব্য/৭/১/১৫ ) ।

ভাবাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে । তদ্বৃত্তং তু প্রতিপন্নোক্ত-  
 রেতোভাবশ্চ ন কথঞ্চিদপ্যতদ্ব্যবো ন ততঃ প্রচ্যুতিঃ স্যাৎ ।  
 কৃতঃ । নিয়মাত্তদ্রূপাভাবোভ্যঃ । তথা হি—অত্যন্তমাত্মানমা-  
 চার্য্যাকুলেহবসাদয়মিতি অরণ্যমিয়াদিতি পদস্তুতো ন পুনরে-  
 যাদিত্যুপনিষদিতি ।

“আচার্য্যেণাত্মানুজ্ঞাতচতুর্থ্যামেকমাশ্রমম্ ।

আবিমোক্ষাৎ শরীরশ্চ সোহমুতির্থেদ্যথাবিধি ॥”

ইতি চৈবজ্ঞাতীয়কো নিয়মঃ প্রচ্যুত্যাভাবং দর্শয়তি । যথা চ .  
 ‘ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ’ ইতি  
 চৈবমাদীশ্চারোহরূপাণি বচাংস্থ্যপলভ্যন্তে নৈবপ্রত্যবরোহ-

করণার্থমিদমধিকরণম্ । পূর্কধর্ম্মেষু যাগহোমাদিষু রাগতো বা গৃহস্থোহহং  
 পশ্চাদপিপরিবৃতঃ স্তমিতি । নিয়মং ব্যাচষ্টে “তথা হত্যন্তমাত্মানমি”তি । অত-  
 ত্রূপতামবরোহতুল্যতাভাবম্ । ব্যাচষ্টে—“যথা চ ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য”তি ।

হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে কি না ? অর্থাৎ কিরিয়্য আবার গার্হস্থ্যাদি  
 গ্রহণ করিতে পারে কি না ? কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পূর্কপক্ষে  
 পাওয়া যায়, আর একবার পূর্কধর্ম্ম সকল ( গার্হস্থ্যাদিবিহিত কর্ম্মকলাপ )  
 ভালরূপে অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ ইচ্ছার দ্বারা কিরিতেও পারে ।  
 আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়, দোষশ্রুতি থাকায় পুনর্গার্হস্থ্য অশাস্ত্রীয় ।  
 এইরূপ পক্ষাপক্ষ লাভ হয় বলিয়াই সূত্রকার তন্নির্ণয়ার্থ সূত্র বলিলেন ।  
 সূত্রের অর্থ এই যে, তদ্বৃত্ত—একবার সেই ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমপ্রাপ্ত  
 হইলে আর তাহার অতদ্বাব অর্থাৎ কোনও প্রকারে, ইচ্ছোদ্যেক হইলেও  
 তাহা হইতে অবরোহণ ( পুনর্গার্হস্থ্যাদিতে আগমন ) নাই । তৎপ্রতি  
 হেতু—নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব । নিয়ম অর্থাৎ মরণান্ত অরণ্যবাস  
 প্রভৃতির নিয়ম । শাস্ত্র সেইরূপে থাকিবার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন । অত-  
 ত্রূপতা ( তদ্রূপ করার নিবেদনশাস্ত্র ) অর্থাৎ সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়া পুনর্গার্হস্থ্য  
 না করা । শাস্ত্র সেরূপ করার দোষোদ্দেশ্য করিয়াছেন । অভাব অর্থাৎ  
 শিষ্টাচারের অভাব । কোনও শিষ্ট সেরূপ করেন নাই । [ তথা হি...বিদ্যান্তে ]  
 নিয়ম যথা—“আপনাকে গুরুগৃহে অতিশয়িত ক্রেশদাধ্য কর্ম্মের দ্বারা স্পিষ্ট  
 করতঃ পরে অরণ্যে গমন করিবেক । অর্থাৎ নির্জনসেবিত্ব উপলব্ধিত  
 উর্করেত আশ্রম অবলম্বন করিবেক । ইহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ । তাহা হইতে

রূপাঙ্গি । ন চৈবমাচার্যঃ শিষ্টা বিদ্যাস্তে । যন্তু পূর্বধর্মস্বনু-  
ষ্ঠানচিকীর্ষয়া প্রত্যবরোহণমিতি তদসৎ । ‘শ্রোয়ান্ স্বধর্মো  
বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ’ ইতি স্মরণাৎ । ত্রায়াচ্চ । যো  
হি যং প্রতি বিধীয়তে স তস্য ধর্মো ন তু যো যেন স্বনুষ্ঠাতুং  
শক্যতে । চোদনালক্ষণস্বাক্ষর্যশ্চ । ন চ রাগাদিবশাৎ  
প্রচ্যুতিঃ । নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্তাৎ । জৈমিনেরপীত্যপিশব্দেন  
জৈমিনিবাদরায়ণয়োরত্র সম্প্রতিপত্তিঃ শাস্তি প্রতিপত্তিদা-  
র্ত্যায় ॥ ৪০ ॥

অভাবঃ শিষ্টাচার্যভাবম্ । বিভজ্যতে—“ন চৈবমাচার্যঃ শিষ্টা” ইতি । অতি-  
রোহিতার্থমন্তঃ ।

আর পুনরাগত হইবেক না অর্থাৎ পুনর্গার্হস্থ্য আসিবেক না । ইহাই উপ-  
নিষৎ অর্থাৎ রহস্ত ( শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব । ) ” “গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চার  
আশ্রমের কোন এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধিবিধানক্রমে অনুষ্ঠান করি-  
বেক ।” এইরূপ এইরূপ নিয়ম বা নিয়ামক শাস্ত্র উত্তরাশ্রমগ্রহীতার পূর্বাশ্রমে  
ফিরিয়া আসা নাই বলিয়াছেন । অতরূপ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের জ্ঞান  
অবরোহণ ক্রমের অভাব ( না থাকা ) দেখা যায় । “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া  
• গ্রহী হইবেক । অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক ।” এই যেমন পর  
পর উচ্চ আশ্রম গমনের ক্রম দেখা যায়, এরূপ অবরোহণ ক্রম কুত্রাপি বা  
কোনও শাস্ত্রবাক্যে দৃষ্ট হয় না । অপিচ, ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে শিষ্টাচারও  
নাই । কোনও শিষ্টকে ( ধর্ম্মমর্ন্তজ্ঞ আশ্রিতক আশ্রিকে ) উত্তরাশ্রম গ্রহণের  
পর পুনর্গার্হস্থ্য করিতে দেখা যায় নাই । [ যতু...ধর্ম্মশ্চ ] বলিয়াছিলে যে,  
পূর্বধর্ম্ম সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছায় পুনরাবর্তন ঘটিতে পারে,  
আমরা বলি, ঘটিতে পারে না । কারণ এই যে, স্মৃতির অনুশাসন আছে—  
“সর্সান্ন স্তন্থর পরধর্ম্ম অপেক্ষা অন্ন কিছু স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ।” ( পরধর্ম্ম = অন্ত্রা-  
শ্রমের ধর্ম্ম ) । এ বিষয়ে যুক্তিও আছে । যুক্তি এই যে, যে বাহ্য ভালরূপে  
অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ—তাহাই তাহার ধর্ম্ম, এমন নহে ; কিন্তু বাহ্য বাহ্যের  
জ্ঞ বিহিত—তাহাই তাহার ধর্ম্ম । ইহাই বিধিবাক্যানুসারে ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-  
লক্ষণের রহস্ত । [ ন চ...দার্জায় ] চতুর্থাশ্রমী স্বাবলম্বিত আশ্রম হইতে  
হ্যত হইতে পারিত যদি রাগের অর্থাৎ ঐচ্ছিক ব্যবহারের আবল্য থাকিত ।

## ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাতদ-

যোগাৎ ॥ ৪১ ॥\*

যদি নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী প্রমাদাদবকীর্যেত কিং তস্য  
'ব্রহ্মচার্যবকীর্যো নৈষ্ঠাতং গর্দভমালভেত' ইত্যেতৎ প্রায়-  
শ্চিত্তং স্মারুত নেতি । নেতুর্ধ্যাতো । যদপ্যধিকারলক্ষণে নি-  
র্গীতং প্রায়শ্চিত্তং—অবকীর্যপশুশ্চ তদ্বাদানশ্যাপ্রাপ্তকাল-  
ত্বাদিত্যে তদপি ন নৈষ্ঠিকস্য ভবিতুমর্হতি । কিং কারণম্ । •

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামীতি নৈষ্ঠিকং প্রতি প্রায়শ্চিত্তাভাবস্বরূপং নৈষ্ঠিক-  
গর্দভালম্ব্যঃ প্রায়শ্চিত্তমপকীর্যকং প্রতি । তস্মাচ্ছিন্নশিরস ইব পুংসঃ প্রতি-  
ক্রিয়াভাব ইতি পূর্ষঃ পক্ষঃ । সূত্রযোজনা তু—ন চাধিকারিকমধিকারলক্ষণে

কিন্তু রাগপ্রাবল্যের সম্ভাবনা নাই । কারণ, রাগ অপেক্ষা নিয়ম শাস্ত্র  
বলবান্ এবং তাহারই বলে রাগের খর্ব্বতা সজ্জটন হয় । এ সিদ্ধান্ত কেবল  
বাদরায়ণসম্মত নহে, জৈমিনিসম্মতও বটে ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দৈবাৎ বা অনবধানতাপ্রযুক্ত অবকীর্যে অর্থাৎ  
ভ্রমব্রত বা ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হন তাহা হইলে তাঁহাকে “অবকীর্যে ব্রহ্মচারী নির্ধাতি  
দেবতার উদ্দেশে গর্দভ পশু আলভন করিবেন” এতৎশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
করিতে হইবে কি না তাহা এতৎস্থত্রে বিচারিত হইয়াছে । বিচারের নিষ্কর্ণ •

\* আধিকারিক অধিকারলক্ষণে নির্গীতং বৎ প্রায়শ্চিত্তং তৎ নৈষ্ঠিকে ভবিতুং নর্হতি ।  
কৃতঃ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ । অপ্রতিসমাধেয়পতনস্বরূপাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাদিত্যে  
বাধাৎ ।—পূর্ব্বমীমাংসার প্রথমকাণ্ডে একটা প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা এই—“ব্রহ্মচর্য্য  
ভঙ্গ হইলে গর্দভ পশু বধ করিয়া তদ্বারা নৈষ্ঠিক বাগ করিবেক ।” এই প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিক  
ব্রহ্মচারী পক্ষে বিহিত নহে । উপকীর্যণের প্রতি বিহিত । কারণ এই যে, উক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
পশুহোমাজক, পশুহোম অগ্ন্যাধানদাপেক্ষ স্তত্রাং তাহা স্ত্রীগ্রহণদাপেক্ষ । পশুহোমের  
নিমিত্ত অগ্ন্যাধান করিতে হইলে অগ্ন্যাধানার্থ স্ত্রীগ্রহণ করিতে হইবেক কিন্তু স্ত্রীগ্রহণ  
করিলে নৈষ্ঠিকের পাতিতা জন্মে । সে পাতিতোর বা সে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই । সেই  
জন্য প্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিকের নহে ; উপকীর্যণের । উপকীর্যণ ব্রহ্মচারী স্ত্রীগ্রহণ ও অগ্নি-  
গ্রহণ করিলে সেরূপ পাতকী হন না—নৈষ্ঠিক যেরূপ হন । অতএব, প্রায়শ্চিত্তনাশ্য নহে  
এরূপ পাতক স্মৃত ( স্মৃতিতে উক্ত ) হওয়ায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গজনিত দোষের নাশক  
প্রায়শ্চিত্তের অভাব ( বা থাকাই ) স্থিরীকৃত হয় । ফলিতার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য  
ভঙ্গ করিলে নৈষ্ঠিকের পতন ও প্রায়শ্চিত্তাভাব কিন্তু তাহা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে প্রায়শ্চিত্ত  
ও পতনভাব থাকুক হয় । উপকীর্যণের ইচ্ছানিচ্ছাকৃত দোষের পরিহার আছে ।

• আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্মং যন্ত প্রচ্যবতে পুনঃ ।

‘প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা’ ॥

ইত্যপ্রতিসমাধেয়পতনস্রগাৎ ছিন্নশিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপ-  
পত্তেঃ । উপকূর্বাণস্তু তু তাদৃক্‌পতনস্রগাভাবদুপপাদ্যতে  
তৎ প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ৪১ ॥

উপপূর্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুত্তম্ ॥ ৪২ ॥\*

• অপি ত্বেকে আচার্য্য উপপাতকমৈবৈতদিতি মন্যন্তে

প্রথমকালেও নির্ণীতমবকাণিপশুত্ব তদ্বাদানস্তাপ্রাপ্তকালত্বাদিত্যনেন যৎ  
প্রায়শ্চিত্তং তন্ন নৈষ্ঠিকে ভবিষ্যমহতি । কৃতঃ । আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকমিতি স্বত্যা  
পতনশ্চতাস্থমানাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাৎ ।

ঐতিহ্যাবৎ স্রস্রতোহসঙ্কচদ্রুতিব্রহ্মচারিমাত্রস্ত নৈষ্ঠিকস্তোপকূর্বাণস্ত

এই যে, হইবে না । যদিও অধিকারনির্ণয় প্রকরণে কথিতপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত  
অভিহিত হইয়াছে, কথিত হইয়াছে, তথাপি, সে নির্ণয় নৈষ্ঠিকের জন্ত নহে ।  
কেন না নৈষ্ঠিকের অগ্ন্যধান নাই । অগ্ন্যধান না থাকায় উক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
অসম্ভব । তাঁহার অগ্ন্যধানের যথাযোগ্য কাল অতিক্রান্ত । শাস্ত আছে, “যে  
ব্যক্তি নৈষ্ঠিকধর্মে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে চ্যুত হয়, এমন  
কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না যে, তদ্বারা সেই আত্মবাতী অপিতাকী শুদ্ধ  
হইতে পারে ।” এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিকের বিবাহকরণজনিত পাপের নাশক  
প্রায়শ্চিত্ত না থাকা অভিহিত হইয়াছে । পাপনাশক, প্রায়শ্চিত্ত না থাকায়  
তৎকর্মকরণে পতিত হইতে হয়, সুতরাং অজ্ঞানকৃত সঙ্কৎ ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের  
জন্ত যে প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে, সে প্রায়শ্চিত্ত উপকূর্বাণের পক্ষেই  
বিহিত । নৈষ্ঠিকের পক্ষে নহে । যেমন শিরশ্ছেদের চিকিৎসা নাই, তেমনি,  
নৈষ্ঠিকাত্মম আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ করিলে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত  
নাই । উপকূর্বাণের সেরূপ পাতিত্যা শুনা যায় না, সুতরাং উক্ত প্রায়শ্চিত্ত  
উপকূর্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিহিত ।

\* উপপশ্যৎ পূর্বং বস্য তৎপাতকম্ । উপপাতকমিতি যাবৎ । নৈষ্ঠিকব্রতলোপসোপ-  
পাতকব্যুৎ একে বসয় আহরিতি শেষঃ । অতএব ভাবঃ প্রায়শ্চিত্তান্তিমম্ । অশনবদিতি  
দৃষ্টান্তঃ । যথা ব্রহ্মচারিণো নধুমাংসাস্থিতকণে ব্রতলোপঃ প্রায়শ্চিত্তক তথা । তদ্রুতমিতি  
জৈমিনিদ্বা পূর্বকালে —কোন কোন ববি বলিয়াছেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গুরুগারাদি ব্যাভিত  
অন্য দ্বীতে ব্রহ্মচর্য্য লোপ হইলে উজ্জ্বলিত তাহার উপপাতক জন্মে, সেই জন্য তাহার প্রায়-



যন্নৈষ্ঠিকস্ত গুরুদারাদিত্যোহন্যত্র ব্রহ্মচর্য্যং বিশীৰ্য্যতে । ন  
তন্মহাপাতকং ভবতি গুরুতল্লাদিষু মহাপাতকেষুপরিগণ-  
নাৎ । তস্মাদুপকূৰ্জ্জাণবন্নৈষ্ঠিকস্ত্যপি প্রায়শ্চিত্ততাবমিচ্ছন্তি ।  
ব্রহ্মচারিহ্যবিশেষাদবকীর্ণিত্বাবিশেষাচ্চ । অশনবৎ । যথা  
ব্রহ্মচারিণো মধুমাংসাশনে ত্রৈলোপঃ পুনঃ সংস্কারশ্চৈব-  
মিতি । যে হি প্রায়শ্চিত্ততাবমিচ্ছন্তি ন তেবাং মূলমুপল-

চাবিশেষেণ প্রায়শ্চিত্তমুপদিশতি সাক্ষাৎ । প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্চামীতি তু স্মৃতি-  
স্তত্ত্বামপি চ সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন কর্তব্যমিতি প্রায়শ্চিত্তনিষেধো ন গম্যতে ।  
ন পশ্চামীতি তু দর্শনাভাবেন সোহিহুমাংসব্যঃ । তথা চ স্মৃতিনিষেধার্থেত্যুহুমায়

কোন কোন আচার্য্য ( শাস্ত্রোপদেষ্টা ) মনে করেন ও বলেন, তাহা  
( প্রমাদরূপ ব্রহ্মচর্য্যবিলোপ ) উপপাতক মধ্যে গণ্য । যদি নৈষ্ঠিক ধৰ্ম্মে  
( উৰ্দ্ধরেত আশ্রমে ) অবস্থিত ব্যক্তির গুরুপত্ন্যাদি ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে ব্রহ্ম-  
চর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাতে মহাপাতক হয় না, কিন্তু উপপাতক  
হয় । কারণ, শাস্ত্রে তাহা মহাপাতক গণনার পরিগণিত হয় নাই । যাহাতে  
যাহাতে মহাপাতক জন্মে তাহা তাহা স্মৃতিতে পরিগণিত আছে ; পরন্তু সে  
গণনার গুরুশয্যাভিগম প্রভৃতি গণিত হইয়াছে কিন্তু অন্য স্ত্র্যাভিগম গণিত  
হয় নাই । সুতরাং বুঝা যাউতেছে, নৈষ্ঠিকের গুরুপত্নী ব্যতীত অন্য নারীতে  
ব্রহ্মচর্য্য অবসন্ন হইলে মহাপাতক না হউক, উপপাতক হয় । যেহেতু উপ-  
পাতক হয়, সেই হেতু উপকূৰ্জ্জাণের জায় নৈষ্ঠিকেরও উপপাতকপ্রায়শ্চিত্ত  
আচরণ করিতে হয় । ব্রহ্মচারিত্ব ও অবকীর্ণিত্ব ( যাহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় সে  
অবকীর্ণী ) দুএতেই আছে সুতরাং দুই প্রায়শ্চিত্তই । ইহার দৃষ্টান্ত অশন  
অর্থাৎ অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয় পান । যেমন মদ্যপানে ও মাংসভক্ষণে ব্রহ্ম-  
চারীর ব্রহ্মচর্য্য থাকে না, নষ্ট হয়, অনন্তর তাহার পুনঃসংস্কার ( প্রায়শ্চিত্ত,  
তৎপরে পুনরুপনয়ন ) অতুষ্টিত হয়, সামান্ততঃ রেতঃসেকনিবন্ধন ব্রহ্মচর্য্য  
ভঙ্গ হইলেও সেইরূপ ব্যবস্থা জানিবে । মদ্যমাংস ভক্ষণ করিলে তাহার  
বেরূপ প্রায়শ্চিত্তী হয়, রেতঃসেক করিলেও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তী হয় । [ যে  
হি...ব্যাখ্যাতব্যম্ ] যাহারা প্রায়শ্চিত্ত নাই বলেন, তাহারা নিম্নলি ব্যবস্থা

শ্রিত আছে । প্রমাদবশতঃ মদ্য মাংসাদি ভক্ষণে তাহাদের ব্রতভঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্ত থাকে দৃষ্ট  
হয়, তজ্জন, মৈথুনানুষ্ঠানের দ্বাৰাও ব্রহ্মচর্য্য মাল ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে, ইহা বিধিত  
হইবে । নৈমিষি মূনিও পুৰুষীমাংসার একথা বলিয়াছেন । ( ভাষ্যানুবাদ দেখ ) ।

ভ্যন্তে। যে তু ভাবমিচ্ছন্তি তেষাং ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী হেতদ-  
বিশেষপ্রবণং মূলম্। তস্মাদ্ভাবো মুক্ততরঃ। তদুক্তং প্রমাণ-  
লক্ষণে—‘সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্ত্যং শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ’  
ইতি। প্রায়শ্চিত্তভাবস্মরণশ্চেষং সতি যত্নগৌরবোৎপাদনার্থ-  
মিতি ব্যাখ্যাতব্যম্। এবং ভিক্ষুবৈখানসয়োঃপি বানপ্রস্থো

তদৰ্থা শ্রুতিরনুমাতব্য। শ্রুতিস্ত সামান্তবিষয়া বিশেষমূপসর্পকী নীম্নপ্রযুক্তি-  
রিতি। স্মার্তং প্রায়শ্চিত্তাদর্শনস্ত যত্নগৌরবোৎপাদ্যম্। এতদুক্তং ভবতি।  
কৃতনির্গেজেনৈরপোতেন সন্ধ্যানঃ কৰ্ত্তব্যমিতি। সূত্রার্থস্ত প্রপূৰ্ণমপি পাতকং  
নৈষ্টিকস্তাবকীর্ণং ন মহাপাতকম্। অপিরেবকারার্থে। অত একে প্রায়শ্চিত্ত-

দেন। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না থাক। পক্ষে কোনরূপ মূল (শ্রুতি বা শাস্ত্র)  
দেখা যায় না। যাহারা তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব  
আছে বলেন, তাঁহারা অমূলক বলেন না, সমূল কথাই বলেন। “ব্রহ্ম-  
চারী অবকীর্ণী অর্থাৎ ভক্তব্রত হইলে—” এই শাস্ত্র তাঁহাদের মূল।  
অতএব, ভাবপক্ষই (প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব পক্ষই) জায্য ও শাস্ত্র সম্মত।  
এসিদ্ধান্ত পূৰ্ণমীমাংসার ব্যবহারহাদিকরণ সম্মত। পূৰ্ণমীমাংসার প্রথমা-  
ধ্যয়ে বলা হইয়াছে যে “প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতীতি সমান হইলে শাস্ত্রীয়  
প্রতীতিই গ্রাহ্য। কেননা, শাস্ত্রীয় প্রতীতিই ধর্মের নিমিত্ত—কর্মলাভের  
উপায় (কারণ)।” “প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি—প্রায়শ্চিত্ত দেখি না” এ  
কথা যত্নাদিক্য উৎপাদনের \* অর্থই বলা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তভাব সমর্থন  
জ্ঞাত নহে। [এবং...সর্বব্যাস] পশ্চাদ্ভুক্ত প্রমাণ অনুসারে ভিক্ষু ও বৈখানস

\* ব্যবহারহাদিকরণ যথা—এক স্থলে লিখিত আছে, যবময় চক্ৰ ও বাঁরাহী উপানয়।  
সেখানে প্রিয়ঙ্গু ও কৃষ্ণশকুনি গ্রহণ করিতে হইবে? কি দীর্ঘশূক শস্ত্র ও শূকর অর্ধ গ্রহণ  
করিতে হইবে? প্রিয়ঙ্গু নারক ফল ও দীর্ঘশূক শস্ত্র উভয় পরার্থেই ব্যবশ্য ও বরাহশক্ সঙ্কে-  
তিত কারণ, কৃষ্ণশকুনি ও শূকর এই পদার্থেই যথাক্রমে যব বরাহশক্কে প্রয়োগ দেখা  
যায়। হুতরাং সন্দেহ হয়। পরে উক্ত শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থের সমানরূপে প্রতীতি হয়  
বলিয়া পূৰ্ণপক্ষে বিকল্প (কৃষ্ণশকুনি ও শূকর, ছয়ের এক) লাভ হয় কিন্তু শূকর ও দীর্ঘশূক  
শস্ত্র অর্থেই তাহার সিদ্ধান্ত করা হয়। কারণ, শাস্ত্রমূলা প্রতীতিই ধর্মকার্যে গ্রাহ্য। শাস্ত্র-  
মূলা প্রতীতি যথা,—“যবময় অস্ত্রাভ্য ওবাধি শুকাইয়া যায় তখন ইহার ঋত থাকে।” এই  
শাস্ত্র বাক্যে বুঝা যায়, দীর্ঘশূক শস্ত্রই যব। “বরাহ গোয় পশ্চাৎ দৌড়িতেছে” এই শাস্ত্রীয়  
বাক্যে জানা যায়, শূকরই বরাহ। অতএব যেমন ব্যবহারহাদি স্থলে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দীর্ঘশূক  
শস্ত্র ও শূকর পৃথক হয়, সেইরূপ, এখানেও শাস্ত্রমূল প্রতীতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত থাক।  
ব্যাক্য। উপহুর্কণ ও নৈষ্টিক শব্দের অর্থ প্রত্যেক এইরূপ।—সে বেদব্রত (ব্রহ্মচার্য্য)

দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রকরিত্বা মহাককং বর্দ্ধয়েৎ ।  
ভিক্ষুর্ক্বানপ্রস্থবৎ সোমবুদ্ধিবর্জং স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ, ইত্যেব-  
মাদিপ্রায়শ্চিত্তস্মরণমমুসর্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

বহিস্তৃভয়থাপি স্মৃতেরাচারাদ্ধ ॥ ৪৩ ॥\*

যদ্যুর্দ্ধরেতসাং আশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং যদি  
বোপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্তব্যং ।

ভাবমিচ্ছন্তীতি । আচার্যাণাং বিপ্রতিপত্তেঃ বিশেষাভাবাৎ সাম্যং ভবেৎ ।  
শাস্ত্রস্থা বা বা প্রসিদ্ধিঃ সা গ্রাহা শাস্ত্রমূলত্বাৎ । উপপাদিতঞ্চ প্রায়শ্চিত্তভাব-  
প্রসিদ্ধেঃ শাস্ত্রমূলত্বমিতি । স্মরণমিতরং । যদি নৈষ্ঠিকাদীনামস্তি প্রায়শ্চিত্তং  
তৎ কিমেতৈঃ কৃতনির্ণেজনৈঃ সম্ভাবহর্তব্যমুত নেতি । তত্র দোষকৃতত্বাদ-  
সম্ভাবহারস্ত প্রায়শ্চিত্তেন তন্নিবর্হণাদনিবর্হণং বা তৎকরণবৈয়র্থ্যাং সংব্যব-  
হার্যা এবতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

নিষিদ্ধকর্মাগুষ্ঠানজন্তুমনোলোকদ্বয়েৎপ্যন্তুক্ষিমাণাদয়তি দ্বৈধম্ । কস্ত-  
চিদিনসোলোকদ্বয়েৎপ্যন্তুক্ষিপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তেইরেনোনিবর্হণং কুর্বাণৈঃ  
কস্তচিন্তু পরলোকান্তুক্ষিমাণমপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তেইরেনোনিবর্হণং কুর্বাণৈঃ ।

সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে । “ব্রতভঙ্গ অর্থাৎ অনবধানতায় ব্রহ্ম-  
চর্য্য নষ্ট হইলে বানপ্রস্থ দ্বাদশরাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত অমুষ্ঠান করিয়া বহু  
তৃণকাষ্ঠ বর্জন করিবেন । সর্কুৎ ও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্য্য ভ্রংশ হইলে বান-  
প্রস্থের স্থায় ভিক্ষুও সোমবুদ্ধিবর্জিত কৃচ্ছ্রব্রত করিবেন এবং স্বশাস্ত্রোক্ত  
সংস্কার করিবেন ।” ইত্যাদি ।

উর্দ্ধরেত আশ্রমীরা স্বকীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে ( রেতঃসেকনিবন্ধন  
ব্রহ্মচর্য্য চ্যুত হইলে ) মহাপাতক হউক আর উপপাতক হউক, প্রায়শ্চিত্ত  
করুক বা না করুক, সাধু কর্তৃক তাঁহার স্বসমাজচ্যুত হইবে না । এই  
বিষয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয়প্রমাণ আছে । শাস্ত্র যথা—“যে ব্যক্তি

উদ্ঘাপন করিয়া সম্প্রতি গৃহস্থ হইয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, ঋতু ব্যতীত অন্ত কালে ঐচ্ছিক  
অভিগমন করে নাই, সে উপকুর্বাণ । যে বেদ পড়া শেষ হইলেও সম্মুখবর্ত্তন ( বেদব্রত  
ব্রহ্মচর্য্য পরিভাগ ) না করিয়া আমরণ গুরুকুল বাসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে সে নৈষ্ঠিক ।

\* বহিঃ বহিষ্কার্যা সাধুভিরিতি শেখঃ ।—উর্দ্ধরেতস্ব ভঙ্গ হইলে তাহাতে তাহারেয়  
মহাপাতক হউক আর উপপাতক হউক, যে কোন প্রকার পাতক হউক না কেন, ব্রত-  
প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহার অব্যবহার্য্য ।

‘আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্মং যন্ত প্রচ্যবতে পুনঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা’ ॥ ইতি

‘আরুঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্ ।

উদ্বন্ধং কুমিদন্ডঞ্চ স্পৃষ্টা চান্দ্রায়ণং চরেৎ’ ॥ ইতি

চৈবমাদিনিন্দ্যতিশয়স্মৃতিভ্যাঃ শিক্ষাচারাক্ষ । ন হি যজ্ঞা-  
ধ্যয়নবিবাহাদীনী তৈঃ সহাচরন্তি শিক্ষাঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বামিনঃ কলশ্রুতৈরিত্যত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥\*

অঙ্গেষুপাসনেষু সংশয়ঃ । কিন্তুানি যজমানকর্মাণ্যাহো-  
ন্বিদৃষ্টিকর্মাণি । কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্ । যজমানকর্মাণীতি ।

ইহ লোকাণ্ডক্লিষ্টেনসাপাদিতা ন শক্যাহপনেতুম্ । যথা জীবীলাদিঘাতিনাম্ ।  
যথাঃ—বিশুদ্ধানপি ধর্মতো ন সম্পিবেদিতি । তথা চ—প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যো-  
নোবদজ্ঞানকৃতং ভবেদিতি । কামতঃ কৃতমপি । বালঘ্নাদিস্ত কৃতনির্গেজ্ঞনো-  
হপি বচনাদব্যবহার্য ইহ লোকে জায়ত ইতি । বচনঞ্চ বালঘ্নাংশেত্যাদি ।  
তস্মাৎ সর্বমবদাতুম্ ।

প্রথমে কাণ্ডে ১শেষলক্ষণে তথাকাম ইত্যত্রিষ্টিক্সম্বন্ধে কর্মণঃ সিদ্ধে

নৈষ্ঠিক ধর্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, এমন  
কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না যে সেই আত্ম হইতে শুদ্ধ হয় অর্থাৎ  
নিকৃতি পায় ।” “আরুঢ়-পতিত ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত অর্থাৎ রাজার দ্বারা  
নির্দাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেক । উদ্বন্ধন মৃত ও কুমিদণ্ড মৃত ব্যক্তিকে  
স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণব্রত করিবেক ।” অতিশয়িত নিন্দ্যাবোধিকা এই সকল  
স্মৃতি প্রোক্ত অর্থের পোষক প্রমাণ । অপিচ, সাধু লোক যে তাদৃশ  
ব্যক্তির সহিত একত্রে যাগযজ্ঞ করেন না, বৈবাহিক সম্বন্ধও করেন না,  
সে সকল ব্যবহারও শাস্ত্রবৎ প্রমাণ ।

যজ্ঞাঙ্গ প্রণব প্রভৃতিতে যে সকল উপাসনা বিহিত, সে সকলে  
অপর এক সংশয় হইতে পারে । সে সকল যজ্ঞমানের কি পুরোহিতের ।

\* কলশ্রুতঃ যজ্ঞোপাসনকলস্বাঃ স্বামিগামিভূতবর্ণাঃ স্বামিনো যজমানস্তৈব তৎকর্তৃ-  
মিত্যত্রেয়োমন্যাতো—যজ্ঞমান যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার কলভাগী, হুতরাং সে সকল উপাসনা যজ-  
মানেরই কর্তব্য, পুরোহিতের কর্তব্য নহে । অর্থাৎ ধ্যান বা উপাসনা যজ্ঞমানই করিবেন,  
পুরোহিত করিবেন না, ইহা আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন ।

কৃতঃ । ফলশ্রুতেঃ । ফলং হি শ্রুয়তে ‘বর্ষতি হ্যশ্মৈ বর্ষয়তি  
হ এতদেবং বিদ্বান্ বৃকৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে’ ইত্যাদি  
[ ছা. উ. ] । তচ্চ স্বামিগামি শ্রায্যং তস্ত সাম্নে প্রয়োগে-  
হধিকৃতত্বাদধিকৃতাধিকারত্বাচ্চৈবজ্ঞাতীয়কস্ত । ফলঞ্চ কৰ্ত্তব্য-  
পালনানাং শ্রুয়তে ‘বর্ষত্যশ্মৈ য় উপাস্তে’ ইত্যাদি [ ছা.  
উ. ] । নমু ঋত্বিজোহপি ফলং দৃক্—আত্মনে বা যজমানায়  
বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তীতি । ন । তস্ত বাচনিক-

কিংকামো যজমান উতাহিজ্য ইতি সংশয়াহিজ্যোহপি কৰ্ম্মণি যাজমান এব  
কামো গুণফলেদ্বিতি নির্ণীতমিহ ত্বেবজ্ঞাতীয়কানি চান্নস্বক্কাহ্যোপাসনানি কিং  
যাজমানান্ত্বেবোতাহিজ্যানীতি বিচার্যত ইতি ন পুনরুক্তম্ । তত্রোপাস-  
কানাং ফলশ্রবণাদনধিকারিণস্তদমুপপত্তের্বজ্ঞমানস্ত চ কৰ্ম্মজনিতফলোপভোগ-  
ভাজোহধিকারাদৃষ্টিজাঞ্চ তদমুপপত্তেৰ্ৰচনাচ্চ রাজাজ্ঞাহানীয়াং কচিদৃষ্টিজাং  
ফলশ্রুতেরসতি বচনে যজমানস্ত ফলবহুপাসনং তস্ত ফলশ্রুতেঃ । তং হ বকো

পূৰ্ব্বপক্ষে প্রতীত হয়, তাহা যজমানেরই । কারণ, যজমানের সম্বন্ধেই ফল  
শ্রবণ আছে । যথা—“যে এবশ্রকার জানে, জানিয়া বৃষ্টিতে সাম পঞ্চক  
উপাসনা করে, দেবতারা তাহারই সম্বন্ধে জলবর্ষণ করেন ।” এখানে  
দেখ, কথিতফল স্বামিগামী অর্থাৎ যজমানগামী বলিয়া শ্রুত হইয়াছে ।  
যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে অশুষ্টিত হইলে অশুষ্ঠাতার ফললাভ হওয়া শ্রায্য । ঐ  
রূপ ফলে যজমানেরই অধিকার । কেননা যজ্ঞ যজমানেরই অধিকৃত ।  
অভিপ্রায় এই যে, যজমানই যজ্ঞ করে ; এবং যজমানই উপাসনা করে ;  
সুতরাং প্রোক্ত ফল যজমানেরই হয় ; পুরোহিতের হয় না । পুরোহিত কৰ্ত্তা  
নহেন, কৰ্ত্তার নিযুক্ত মাত্র । উপাসনাকারী ফলপ্রাপ্ত হন, ইহা অজ্ঞ  
শ্রুতিতেও শুনা যায় । যথা—“যে উপাসনা করে তাহারই উদ্দেশে বর্ষণ  
হয় ।” ইত্যাদি । [ নমু...মন্ত্রতে ] যদি বল যে, ঋত্বিকগামী ফলশ্রবণও  
আছে, যথা—“আপনার জন্ত অথবা যজমানের জন্ত যে কাম্যের কামনা  
করে পুরোহিত সেই কাম্যের গান করিতেছে ।” ইত্যাদি । এ বিষয়ে  
আমরা বলিব, তাহা নহে । অর্থাৎ প্রদর্শিত ফলও ঋত্বিকগামী নহে ।  
কারণ, তাহা বাচনিক—বচনপ্রতিপাদিত । এজন্য বর্ণিতে হইবে যে,  
ফলার্থ যজ্ঞান উপাসনা সকল স্বামীর অর্থাৎ যজমানের কৰ্ত্তব্য । পুরো-

ভ্রাৎ । তস্মাৎ স্বামিন এব কলবৎসূপাসনেষু কর্তৃকৃত্যাক্রম্যে  
আচার্য্যোমন্ততে ॥ ৪৪ ॥

আত্মিজ্যমিত্যোড়ুলোমিস্তম্বে হি

পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥\*

নৈতদন্তি স্বামিকস্মাণুপাসনানীতি । ঋত্বিকস্মাণ্যেতানি  
স্মারিত্যোড়ুলোমিরাচার্য্যোমন্ততে । কিং কারণম্ । তস্মৈ হি  
সাক্ষায় কৰ্ম্মণে ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে । তৎপ্রয়োগান্তঃপাতীনি  
সৌন্দর্য্যীধ্যাপাসনানুধিকৃত্যধিকারত্বাৎ । তস্মাৎ গোদো-  
হনাদিকৰ্ম্মনিয়মবদেব ঋত্বিগ্ভিনির্ব্বর্ত্তেরন । তথা চ—‘তং হ

দালভ্যো বিদাঙ্ককারেত্যাদেবপাসনস্ত চ সিদ্ধবিষয়তয়া স্মারাপবাদসামর্থ্যা-  
ভাবাদযাজ্ঞমানমেবোপাসনাকর্ষেতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

উপাখ্যানাৎ ভাবহুপাসনমৌদ্যাক্রমবগম্যতে । তদ্বলবতি সতি বাধকে-  
হত্থোপপাদনীয়ম্ । ন চত্বিককর্তৃক উপাসনে যজ্ঞমানগামিতা ফলস্তাসত্ত্বিনী ।

হিতের নহে । যজ্ঞমানই সেই সকল উপাসনা করিবেন, পুরোহিত করিবেন  
না । এ নির্ণয় আশ্বেয় নামক আচার্য্যের অভিমত ।

ঔড়ুলোমী বলেন, তাহা নহে । অর্থাৎ সে সকল উপাসনা স্বামীর  
অর্থাৎ যাগকর্ত্তা যজ্ঞমানের কর্ত্তব্য নহে । সে সকল ঋত্বিকের অর্থাৎ যজ্ঞ  
পুরোহিতেরই কর্ত্তব্য । হেতু এই যে, ঋত্বিক সেই সকল কৰ্ম্মের জন্তই  
যজ্ঞমান কর্ত্তৃক ক্রীত । অর্থাৎ যজ্ঞমান তাঁহাদিগকে আশ্রয়গামী যজ্ঞকল উৎ-  
পাদনার্থ দ্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন । উদ্যোগাদি উপাসনা যজ্ঞেরই  
অন্তঃপাতী, সে জন্ত তাহা যজ্ঞনির্ব্বাহক ঋত্বিকেরই নির্ব্বাহ । ঋত্বিকগণ  
যজ্ঞমানের নিকট যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কারণে  
তাঁহারা যজ্ঞাক উপাসনার অধিকারী । অতএব, যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত  
গোদোহনাদি কৰ্ম্ম যেমন ঋত্বিককর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়, যজ্ঞমান তাহা

\* আত্মিজ্যং ঋত্বিগ্ভিনির্ব্বর্ত্তনীয়মিত্যোড়ুলোমিরাচার্য্যোমন্ততে । হি যতঃ তস্মৈ তৎ-  
ফললাভায় পরিক্রীয়তে ঋত্বিক্ যজ্ঞমানেনেতি যোজনীয়ম্ ।—ঔড়ুলোমি বুলি বলেন, ফল  
যজ্ঞমান পত সত্য ; পরন্তু সে সকল উপাসনা ঋত্বিক কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত হইবে । কারণ,  
যজ্ঞমান সেই সেই ফললাভের নিমিত্ত ঋত্বিক বিগকে ত্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন ।

বকো দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকার স হ নৈমিষীয়াগামুৎপাতা বহুব'  
ইত্যাৎপাতকর্তৃকতাং বিজ্ঞানশ্চ দর্শয়তি । যত্ত্বক্তং কত্রীশ্রয়ং  
ফলং শ্রীত ইতি । নৈষ দোষঃ । পরার্থত্বাদৃষ্টিজোহন্যত্র বচ-  
নাং ফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

### শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥\*

‘যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি যজ-  
মানায়েব তামাশাসত ইতি হোবাচেতি’ তস্মাদ্ হৈবষিদ্ধ-  
দগাতা ক্রয়াৎ কং তে কামমাগায়ানি’ ইতি [ ছাঃ উঃ ]

তেন হি স পরিক্রীতস্তদগামিনে ফলায় ষটতে । তস্মান্ ব্যসনিতামাজ্ঞেণ-  
পাখ্যানমন্তথয়িতুং যজ্ঞমিতি রাদ্ধাত্তঃ ।

ইতশ্চোপাস্তীনাং ঋত্বিককর্তৃত্বং যজ্ঞমানগামিফলত্বং চেত্যাহ । শ্রুতেশ্চেতি ।  
উৎসর্গতঃ শ্রুতিলিঙ্গৈশ্চ সিদ্ধমর্থমুপসংহবতি । তস্মাদিতি । সিদ্ধে চোপা-

করেন না, সেইরূপ, উদ্দীপাদি উপাসনাও ঋত্বিককর্তৃত্ব নির্বাহিত হইবেক,  
যজ্ঞমান তাহা করিবেন না । “দল্ভ গোত্রীয় বক নামা ঋষি নৈমিষারণ্য-  
বাসীদিগের যজ্ঞে উদ্দীপাতা (ঋত্বিকবিশেষ) হইয়াছিলেন, এবং তিনিই  
তাহা জানিয়াছিলেন অর্থাৎ উপাসনা করিয়াছিলেন ।” এই শ্রুতি বিজ্ঞানে  
(উপাসনায়) উদ্দীপাতারই কর্তৃত্ব দেখাইয়াছেন । আত্মের যে বলিয়াছেন,  
শ্রুতি দেখাইয়াছেন, ফল যজ্ঞকর্তার আশ্রিত, যজ্ঞকর্তাই যজ্ঞফল পায়,  
তাহা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ তাহাও এতৎসিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে ।  
কারণ, ঋত্বিক সকল পরপ্রয়োজনে নিযুক্ত; সুতরাং বিস্পষ্ট বচন ব্যতীত  
ফলের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় বা আছে, তাহা বলা যায় না ।

“ঋত্বিকগণ যজ্ঞে যে প্রার্থনা করেন, তাহা যজ্ঞমানেব জ্ঞাতি করেন,  
ঋষি এই কথা বলিলেন । অতএব, তদভিজ্ঞ উদ্দীপাতা যজ্ঞমানকে বলি-  
বেন, তোমার কোন্ কামনা গান করিব—প্রার্থনা করিষ ।” এই শ্রুতি  
স্পষ্টই বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, জ্ঞান বা উপাসনা ঋত্বিকেরই কর্তব্য

\* শ্রুতেশ্চ শ্রুতিলিঙ্গাদপাশ্চোপাস্তীনাং যজ্ঞমানগামিফলত্বত্বং ঋত্বিককর্তৃত্বম্ ।—শ্রুতি-  
তাৎপর্যেণ দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, অপ্সোপাসনা সকল ঋত্বিকগণই করিবেন, যজ্ঞমান তাহা  
করিবেন না ।

ঋত্বিককর্তৃকস্তা বিজ্ঞানস্তা যজমানগামি ফলং দর্শয়তি । তস্মাদ-  
সৌপাসনানামৃত্বিককর্তৃকসিদ্ধিঃ ॥ ৪৬ ॥

সহকার্যান্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো

বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥\*

‘তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ  
বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাহথ মুনিরমোনঞ্চ মোনঞ্চ নির্বি-  
দ্যাথ ব্রাহ্মণঃ’ ইতি বৃহদারণ্যকে শ্রুয়তে । তত্র সংশয়ঃ ।  
মোনং বিধীয়তে ন বেতি । ন বিধীয়ত ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্ ।

স্ত্রীনাং ঋত্বিককর্তৃকে তন্নির্দ্ধারণানিয়মশ্রায়েন স্বতন্ত্রফলসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ।  
ইত্যনন্দগিরিঃ ।

তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য নিশ্চয়েন লজ্জা বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎবাল্যঞ্চ  
পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাহথ মুনিরমোনঞ্চ মোনঞ্চ নির্বিদ্যাহথ ব্রাহ্মণ ইতি । যত্র  
হি বিধিবিভক্তিঃ শ্রুয়তে স বিধেয়ঃ । বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্র চ সা শ্রুয়তে ন

কিন্তু তাহার ফল যজমানের । প্রদর্শিত কারণে স্থির হইতেছে যে, যজ্ঞাস  
উপাসনা সকল ঋত্বিকেরই কর্তব্য, যজমানের নহে ।

বৃহদারণ্যকে আছে—“সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে  
অবস্থান করিবেন । বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতরূপে লজ্জা হইলে মুনি  
হইবেন । মোন ও অমোন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ  
( ব্রাহ্মণ ) হওয়া যায় । অর্থাৎ ব্রাহ্মণাঙ্গাংকার হয় ।” অধ্যয়নাদিপ্রভব ব্রাহ্ম-

\* অন্যৎ সহকারি সহকার্যান্তরং তত্ত্ব বিধির্নিধানমেব । মোননামো বিদ্যাসহকারিণো  
বিধানমেব মন্তব্যম্ । এতচ্চ পক্ষেণ পাক্ষিকম্ । পক্ষস্ত ভেদদর্শনপ্রাবল্যম্ । ভেদদর্শনপ্রাবল্যে  
সতি মোনং বিধেয়মিতি ভাবঃ । তৃতীয়মিতি বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষা । কসোং মোনমিত্যত  
আহ তদ্বতো বিদ্যাবতঃ । বিদ্যাবত এব ভেদদর্শনপ্রাবল্যে মোনং বিধীয়ত ইতি যাবৎ ।  
বিধ্যাদিব্রিতি দৃষ্টান্তঃ । বিধ্যাদির্বিধিমুখ্যন্তরং । অন্যৎ ভাস্কর্য্যামমুসন্ধেয়ম্ ।—বৃহদারণ্যক  
শ্রুতিতে বে, মোনের কথা আছে তাহা বিধি কি অনুবাদ । পূর্বপক্ষে পাণ্ডয়া যায়, বিধি  
নহে । পরন্তু, সিদ্ধান্ত—মোন জ্ঞানের সহকারী কারণ অথচ তাহা পূর্বপ্রাপ্ত নহে । সে জন্য  
তাহা বিধি । এই মোন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং ইহা জ্ঞানাত্মরূপী । ইহা  
বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত পরন্তু তাহা অঙ্গবিধি অর্থাৎ মুখ্যবিধির অঙ্গ । পূর্ব-  
সীমাসংযমেন দর্শপূর্বমাস নামক মুখ্য বাগবিধির অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যধ্বানাদি, এই উক্ত  
সীমাসংযমে তেননি মুখ্য বিদ্যাবিধির অঙ্গীভূত বিধি মোন । ( ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ ) ।



বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্রৈব বিধেয়বসিতত্বাৎ । ন হৃথ মুনি-  
রিত্যত্র বিধায়িকা বিভক্তিরূপলভ্যতে । তস্মাদয়মমুবাণো  
যুক্তঃ । কৃতঃ প্রাপ্তিরিতি চেৎ । মুনিপণ্ডিতশব্দয়োজ্ঞানার্থ-  
ত্বাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যোত্যত্রৈব প্রাপ্তং মৌনম্ । অপি চ,  
‘অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাং ব্রাহ্মণ ইত্যত্র তাবদ্ ব্রাহ্মণত্বং  
ন বিধীয়তে প্রাগেব প্রাপ্তত্বাৎ । তস্মাদ যথাহং ব্রাহ্মণ ইতি  
‘প্রশংসাবাদস্তথৈবাহং মুনিরিত্যপি ভবিতুমর্হতি । সমাননি-  
র্দেশত্বাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সহকার্যস্তুবিধিরিতি ।

শ্রয়তেতু মৌনে । তস্মাৎ যথাহং ব্রাহ্মণ ইত্যেতদশ্রয়মাণবিধিকমবিধেয়মেব  
মৌনমপি । ন চাপূর্ব্বস্বাধিধেয়ম্ । তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যোতি পাণ্ডি-  
ত্যাবিধানাদেব মৌনসিদ্ধেঃ পাণ্ডিত্যমেব মৌনমিতি । অথ বা ভিক্ষুবচনোহয়ং  
মুনিশব্দস্তত্র দর্শনাৎ গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থমিত্যত্র তত্ভা-  
ন্ততোবিহিতস্তাহয়মমুবাদঃ । তস্মাদ্বাল্যমেবাত্র বিধীয়তে । মৌনস্ত প্রাপ্তং

বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তদ্বিশিষ্ট সাধকই পণ্ডিত, তাহার কার্য্য পাণ্ডিত্য অর্থাৎ  
ব্রহ্মশ্রবণ । তাহা অসন্ধিদ্ধ ও অবিপর্য্যস্তরূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ  
হয় । বাল্য—বাল্যভাব অর্থাৎ নিতান্ত সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি । কথা গুলির  
অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য—অসম্ভাবনাভ্যাগরূপ মননই মৌন । সঙ্কলিতার্থ—  
অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি । মুনি—নিরন্তর মননশীল অর্থাৎ  
নিদিধ্যাসনতৎপর । ‘সমুদায় কথার নিরুৎ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন  
অবিচাল্য বা স্থিরতর হওয়ার পর ব্রাহ্মণ হয় । ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎ-  
কারবান্ বা ব্রহ্মাহমিত্যাকার অমুভবপ্রাপ্ত । এই স্থলে সংশয়—উল্লিখিত  
শ্রুতিতে—মৌনের (মননশীলতার বা নিদিধ্যাসনের) বিধান হইরাছে  
কি না ! পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—বাল্যভাবে অবস্থান  
করিলে, মাত্র এই স্থানেই বিধিবিভক্তি দেখা যায় ; মুনি-বাক্যে  
বিধিবিভক্তি দেখা যায় না । মুনি-বাক্যে “অথ মুনিঃ” এই মাত্র আছে ।  
বিধিবিভক্তি না থাকাতেই বুঝা বাইতেছে, প্রোক্ত বাক্যে মৌনের  
বিধান হয় নাই ; মাত্র তাহার অমুবাদ হইরাছে । ‘অমুবাদ বলাই  
যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত । [ কৃতঃ...বিধিরিতি ] যদি বল, প্রাপ্তি ব্যতীত  
অমুবাদ হয় না । মৌনের প্রাপ্তি কোথায় ? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান

বিদ্যাসহকারিণে। মৌনস্ত বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্ধিধিরেবাশ্রয়িতব্যঃ। অপূর্বত্বাৎ। ননু পাণ্ডিত্যশব্দেনৈব মৌনস্তাবগতত্ব-মুক্তম্। নৈষ দোষঃ। মুনিশব্দস্ত জ্ঞানাতিশয়ার্থত্বান্মননান্মুনি-রিতি চ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ “মুনীনামপ্যাহং ব্যাসঃ” ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ। ননু মুনিশব্দ উক্তমাশ্রমবচনোহপি দৃশ্যতে ‘গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্’ ইত্যত্র। ন। “বাল্মী-কিমুনিপুঙ্গবঃ” ইত্যাদিষু ব্যভিচারদর্শনাৎ। ইতরাশ্রমসম্বিধানাচ্চ। পারিশেষ্যাৎ তত্রোক্তমাশ্রমোপাদানং জ্ঞানপ্রধানত্বাচ্ছ-ভ্রমশ্রমস্ত। তস্মাদ্বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং

প্রশংসার্বমন্দ্যত ইতি যুক্তম্। তবেদেবং যদি পণ্ডিতপর্যায়োমুনিশব্দো

হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিতশব্দের জ্ঞানবাচিতা আছে। সুতরাং “পাণ্ডিত্যং নির্বিন্য” এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি, প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ। “অথ ব্রাহ্মণঃ” এখানে যেমন ব্রাহ্মণত্বের বিধান নহে, পূর্বেই তাহার প্রাপ্তি (ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি) আছে, প্রাপ্তি থাকায় তাহার উল্লেখ প্রশংসাবাদ, তেমনি, “অথ মুনিঃ” এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতে-ছেন, সহকার্য্যন্তরবিধিঃ। [বিদ্যা...দর্শনাৎ] মৌন জ্ঞানের সহকারী, সে অত্ন তাহাও বাল্য পাণ্ডিত্যের ছায় বিহিত। অর্থাৎ বিধিবিভক্তি না থাকিলেও অপূর্বতা বিধায় মৌনের বিধিত্ব অনুমান করিবে। (অত্ন কোন বাক্যে যাহার বিধান হয় নাই তাহা অপূর্ব। মৌনও অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ নহে। সুতরাং ঐ বাক্যেই তাহার বিধান উহা করিতে হইবেক।) বলিয়াছিলে যে, পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিত্ব পাওয়া যায়; তদন্তরে আমরা বলি, পাওয়া গেলেও তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের প্রাপ্তি হয় না (বিধান সিদ্ধ হয় না)। কারণ, মুনি-শব্দ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাতিশয়বাচী এবং “মননান্মুনিরূচ্যতে” এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইহার মুখ্যার্থ মনন। (এই মনন জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়—শ্রবণের নির্দিষ্টাসনের ছায় সহকারী কারণ।) “আশ্রি মুনির মধ্যে ব্যাস” এইরূপ প্রয়োগও আছে। (পাণ্ডিত্যশব্দের জ্ঞানার্থতা থাকিলেও তদ্বারা বিদ্যা সহকারী মৌন বা মনন লব্ধ বা সিদ্ধ হয় না।) [ননু...বিধীয়তে] যদি

জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে। যন্তু বাল্য এব বিধেঃ পর্য্যবসান-  
মিতি, তথাপ্যপূর্ব্বত্বান্মুনিভ্যশ্চ বিধেয়ত্বমাশ্রীয়তে—মুনিঃ  
স্বাদিতি। নির্বেদনীয়ত্বনির্দেশাদপি মৌনশ্চ বাল্যপাণ্ডিত্য-  
বহ্নিধেয়ত্বাশ্রয়ণম্। তদ্বতো বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ। কথং  
বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিন ইত্যবগম্যতে তদধিকারাং ‘আত্মানং  
বিদিত্বা পুত্রাদ্যেযণাভ্যো ব্যুখ্যায়াহ ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি’

তবেদপি তু জ্ঞানমাত্রং পাণ্ডিত্যম্। জ্ঞানাতিশয়সম্পত্তিস্ত মৌনম্। তত্রৈব  
তৎপ্রসিদ্ধেঃ। আশ্রমভেদে তু তৎপ্রবৃতিগার্হস্থ্যাদিপদসন্নিধানাং। তদ্বাদপূর্ব্ব-  
ত্বান্মৌনশ্চ বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধী-  
য়তে। এবঞ্চ নির্বেদনীয়ত্বমপি বিধান আঞ্জসং স্বাদিত্যাহ—“নির্বেদনীয়ত্ব-  
নির্দেশাদি”তি। কন্তেদং মৌনং বিধীয়তে বিদ্যাসহকারিতয়েত্যত আহ—  
“তদ্বতো” বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো ভিক্ষাঃ। পৃচ্ছতি। “কথমি”তি। বিদ্যা-  
বত্তা প্রতীয়তে ন সন্ন্যাসিতেত্যর্থঃ। উত্তরং তদধিকারাং। ভিক্ষাস্তদধি-  
কারাং। তদর্শয়তি—“আত্মানং বিদিত্বে”তি। স্ত্রাবরবং যোজয়িতুং

বল, মুনিশব্দের উত্তমাশ্রমবাচিতাও আছে (উত্তমাশ্রম=চতুর্থাশ্রম বা  
সন্ন্যাস), যথা—“গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল, মৌন ও বানপ্রস্থ।” প্রদর্শিত  
শাস্ত্রে মৌনশব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু উহা তাহার  
অসাধারণ বোধক নহে। অর্থাৎ উক্তার্থের ব্যতিচার অথ প্রয়োগে দৃষ্ট  
হয়। যথা—“মুনিপুঙ্খব (শ্রেষ্ঠ) বান্নিকি।” (বান্নিকি কেবলমাত্র আশ্রম-  
নিষ্ঠ কিন্তু মননশীল।) উত্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সে জন্ত মৌনশব্দে উত্ত-  
মাশ্রমই গ্রাহ্য। সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায় দ্বয় অপেক্ষা  
মৌন তৃতীয় স্থানে পরিপঠিত এবং জ্ঞানাতিশয়রূপ মৌন উদাহৃত-মুনি  
বাক্যই বিহিত। [যন্তু...ইতি] যদিও বাল্যেন তিষ্ঠাসেং—বাল্যে  
অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান অর্থাৎ বিধির কেবল  
বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ; তথাপি, পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মৌনও বিধেয়  
(বিধির বিষয়)। এ স্থলে “মুনি হইবেক” এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই  
কর্তব্য। বিশেষতঃ মুনি-ধর্ম্মে নির্বেদের (বৈরাগ্যের) উল্লেখ আছে,  
সে কারণেও বাল্য পাণ্ডিত্যের জায় মৌনের বিধেয়তা। এই মৌন বিদ্যা-  
বানের (সন্ন্যাসীর) সম্বন্ধেই বিহিত। অর্থাৎ জ্ঞানীরাই মৌন সাধনের  
অধিকারী। বিদ্যান্ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে,

ইতি । নমু সতি বিদ্যাবস্ত্রে প্রাপ্তোভ্যেব তত্র বিদ্যাতিশয়ঃ  
কিং মৌনবিধিনা ইত্যত আহ । পক্ষেণেতি । এতচ্ছব্রুং  
ভবতি—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শনপ্রাবল্যায় প্রাপ্তোতি তস্মি-  
মেব বিধিরিতি । বিধ্যাদিবৎ । যথা ‘দর্শপূর্ণমাসভ্যাং স্বর্গ-  
কামো যজ্ঞেত’ ইত্যেবঞ্জাতীয়কে বিধ্যাদৌ সহকারিত্বেনাহ-  
গ্ন্যাধানাদিকমসজাতং বিধীয়ত এবমবিধিপ্রধানেন্‌প্যস্মিন্  
বিদ্যাবাক্যে মৌনবিধিরিত্যর্থঃ । এবং বাল্যাদिवিশিষ্টে কৈব-  
ল্যাশ্রমে ঐতিহাসিকে বিদ্যামানে কস্মাচ্ছান্দোগ্যে গৃহিণোপ-

শব্দেত । “নম্বি”তি । পরিহরতি—“অত আহ । পক্ষেণেতি” । বিদ্যা-  
বানিচিন বিদ্যাতিশয়ে বিবক্ষিতোহপি তু বিদ্যোদয়াভ্যাসে প্রবৃত্তঃ । ন  
পুনরুৎপন্নবিদ্যাতিশয়ঃ । তথা চান্ত্র পক্ষে কদাচিদ্ভেদদর্শনাং বিধিত্তম্ভব  
ইত্যর্থঃ । বিধ্যাদিবং বিধিমুখ্যঃ প্রধানমিতি যাবৎ । অত এব সমিদাদির্বি-  
ধ্যাত্ত্বঃ । স হি বিধিঃ প্রধানবিধিঃ পশ্চাদিতি । তত্রাহঙ্গম্যবিধিষ্ণেপূর্ক্সা-  
দ্বিধিরাশ্চেষ্ট ইত্যর্থঃ । নমু যদ্যয়মাশ্রমো বাল্যপ্রধানঃ কস্মাৎ পুনর্গার্হস্থ্যেনো-  
পসংহরতীতি চোদয়তি । “এবং বাল্যাদिवিশিষ্ট”ইতি । অত উত্তরং পঠতি ।

শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মৌনাপিকাব উক্ত হইয়াছে । যথা—“পরোক্ষতঃ আত্মা  
জানিবা এষণাত্রয় (জ্ঞী, পুত্র ও ধনীদি বিষয়ের ইচ্ছা) ইহিতে মুক্ত  
হইবেক । অনন্তর তিষ্কাচর্য্যে অবস্থান করিবেক । পরে বাল্য পাণ্ডিত্য  
ও মৌন অবলম্বন করিবেক ।” [ নমু...রিত্যর্থঃ ] যদি কেহ ভাবেন যে,  
বিদ্যাবস্তা থাকিলে তাহার আতিশয্য সহজলভ্য ; সুতরাং মৌন বিধ্যা-  
নেব প্রয়োজন ? স্বত্বকাবে ততত্তবে প্রয়োজন দেখাইবার জন্ত “পক্ষেণ”  
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, যখন বা যাহাব ভেদজ্ঞান  
প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহাব পক্ষেই মৌনের বিধান । যেমন  
বাগ-সম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অন্তর্ভুক্ত হয় (পূর্ক্স-  
কাণ্ডে), তেমনি, এই মৌন বিধিও মুখ্য জ্ঞানবিধির অঙ্গীভূত । “স্বর্গ-  
কামী দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবেক ।” এই একটা প্রধান বিধি, ইহারই  
সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধান প্রভৃতি । সেইকপ মুখ্য বা প্রধান  
বিধি “জিজ্ঞাসিতব্য” “দ্রষ্টব্য” এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন  
প্রভৃতি । [ এবং...পঠতি ] অতএব, বাল্যাদিপ্রধান কৈবল্যাশ্রম (চতু-  
র্থাশ্রম—সন্ন্যাস) ঐতিহাসিক । যদি কেহ বলেন, ঐতিহাসিক উত্তরশ্রম

সংহারঃ ‘অভিসমাবৃত্য কুটম্বে’ ইত্যত্র, তেন হ্যপসংহরন্  
তদ্বিষয়মাদরং দর্শয়তীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৪৭ ॥

**কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥\***

তুশব্দো বিশেষণার্থঃ। কৃৎস্নভাবোহস্তু বিশিষ্যতে। বহু-  
লায়াসানি হি বহুত্যাশ্রমকর্মাণি যজ্ঞাদীনি তং প্রতি কর্তব্য-  
তয়োপদিষ্টানি। আশ্রমাস্তরকর্মাণি চ যথাসম্ভবমহিংসেন্দ্রিয়-  
সংযমাদীনি তস্মাহপি বিদ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহমেধিনোপসং-  
হারো ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৪৮ ॥

ছান্দোগ্যে বহুলায়াসসাধ্যকর্মবহুলত্বাদ্ গার্হস্থ্যস্ত চাশ্রমাস্তরধর্ম্মাণাক্ষ  
কেষাঞ্চিদহিংসাদীনাম্ সমবায়ং তেনোপসংহারো ন পুনস্তেন সমাপনাদি-  
ত্যর্থঃ। এবং তদাশ্রমদ্বয়োপত্যাসেন কচিৎ কদাচিদিতিরাভাবশকা মন্ববুদ্ধেঃ  
তাদিতি তদপাকরণার্থঃ সূত্রম্।

বিদ্যমানে ছান্দোগ্যে “সমাবর্তনের পর অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদ্যা-  
পনের পর কুটুম্বে অর্থাৎ গার্হস্থ্যে—” এতজপ বাক্যে গার্হস্থ্যের দ্বারা  
প্রস্তাবের উপসংহার করিবার কারণ কি? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার  
করায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, গার্হস্থ্যের আদরাতিশয়-দেখাইবার জন্তই  
গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার। সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন=সমুদায়)।  
গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে তাহা দেখাইবার জন্তই শ্রুতি উপসংহারে  
গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন। বিশদার্থ এই যে, গৃহী সমুদায় বহুলায়াস-  
সাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন ও অশ্রমশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথা-  
সাধ্য অমুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্তব্যই আছে;  
অধিকন্তু তাহাদের আশ্রমাস্তরবিহিত অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্যাদিও আছে।  
এই অধিক টুকু বলিবার জন্তই শ্রুতি উপসংহার কালে গৃহস্থের কথা  
বলিয়াছেন।

\* কৃৎস্নভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহুলত্বাৎ গার্হস্থ্যস্ত তত্র চাশ্রমাস্তরধর্ম্মাণাক্ষ  
দহিংসাদীনাম্ সমাং গার্হস্থ্যেনোপসংহার ইতি যোক্তনা।—গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বহু ও  
বহুলায়াসসাধ্য; তন্মধ্যে তাহাদের অশ্রমশ্রম বিহিত কোন কোন ধর্ম্ম উপসংহৃত অর্থাৎ  
সংগৃহীত আছে, সেই জন্তই ছান্দোগ্যে শ্রুতিতে প্রস্তাব শেষে গৃহস্থের উল্লেখ।

## • • মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥\*

যথা মৌনং গার্হস্থ্যকৈতাবাশ্রমো শ্রুতিসম্মতাবেবমি-  
তরাবপি বানপ্রস্থগুরুকুলবাসৌ । দর্শিতা হি পুরস্তাৎ শ্রুতিঃ  
“তপ এব দ্বিতীয়ে ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ”  
ইত্যাদ্য। তস্মাচ্চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণামুপদেশাবিশেষাৎ তুল্যবৎ  
বিকল্পসমুচ্চয়াভাৎ প্রতিপত্তিঃ । ইতরেষামিতি দ্বয়োরাশ্র-  
ময়োর্বহুবচনং বৃত্তিভেদাপেক্ষয়াহুষ্ঠানভেদাপেক্ষয়া বেতি  
দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৯ ॥

## অনাবিকূর্ষন্নবয়াৎ ॥ ৫০ ॥†

বৃত্তির্দানপ্রস্থানামনেকবিধৈরেবং ব্রহ্মচারিণোহপি বৃত্তিভেদোহুষ্ঠা-  
তিরো বা পুরুষা ভিদ্যন্তে । তস্মাদ্বিত্তেহপি বহুবচনমবিকল্পম্ ।

যজ্ঞপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম শ্রুতিসম্মত, তজপ, বানপ্রস্থ  
ও গুরুকুলবাস এই দুই আশ্রমও শ্রুতিসম্মত । বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী  
এতন্মামক আশ্রমের প্রতি “তাপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী  
তৃতীয়,” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে । অতএব, আশ্রম  
চতুষ্টয় বিষয়ে উপদেশের বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের  
বিকল্প অথবা সমুচ্চয় পাওয়া যাইতে পারে । (যে যে-আশ্রম ইচ্ছা করে  
সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে । অথবা পর পর সমুদায় আশ্রম  
গ্রহণ করিতে পারে ।) স্বত্রে যে “ইতরেষাং” বহুবচন প্রয়োগ আছে,  
বৃত্তিতে হইবে, তাহা বৃত্তির বা অহুষ্ঠানের ভিন্নতা অহুসারে । বানপ্রস্থের  
ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অগ্ন্যাশ্রমবৃত্তি হইতে ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই হউক  
আর অগ্ন্যাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রম দ্বয়ে অহুষ্ঠানের আধিক্য,  
এই অভিপ্রায়েই হউক, বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ।

\* ইতরেষাং বানপ্রস্থব্রহ্মচারিণোঃ । বৃত্তিভেদবিবক্ষয়া বহুবচনম্ ।—শ্রুতিতে মৌনপ্রস্থের  
ন্যায় অন্যান্য আশ্রমেরও উপদেশ (বিধান) আছে ।

† অনাবিকূর্ষন্ আশ্রমানমবিখ্যাপয়ন্ দত্তদর্পাদিরহিতোত্তবেদিতি ভাবগুক্তিরূপমেব বাল্যং  
বিধায়ত ইতি পুংসঃ । তত্র হেতুঃ অযথাৎ । এবং হস্য বাক্যাসাধয়ঃ সঙ্গত্বার্থতা সেৎস্যাতি ।—  
ভাবগুক্তিরূপ বাল্যই “বাল্যে অবস্থান করিবেক” এতদ্বাক্যে বিহিত হইয়াছে, যথেষ্টাচারি-  
রূপ বালচরিতের অহুষ্ঠান বিহিত হয় নাই । কারণ, ভাবগুক্তিরূপেই বাক্যার্থের সঙ্গতি হয় ।  
যথেষ্টাচার পক্ষে নহে । অপিচ, জ্ঞানবিধির সহকারিত্বও ভাবগুক্তি বিধান পক্ষেই সঙ্গত হয় ।  
(ভাষ্যানুবাদ দেখ) ,

‘তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাৎ’  
 ইতি বাল্যমমুষ্ঠেয়তয়া শ্রু্যতে। তত্র বাল্যস্ত ভাবঃ কন্ম বা  
 বাল্যমিতি তন্ধিতে সতি বালভাবস্ত বয়োবিশেষস্তেচ্ছয়া  
 সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ যথোপপাদমূত্রেপুরীষত্বাদিবালচরিতম-  
 স্তুর্গতা বা ভাববিশুদ্ধির্দম্ভদর্পাঃপ্রোঢ়েস্ত্রিয়ত্বাদিরহিততা বা  
 বাল্যং স্যাদিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। কামচারবাদভ-  
 ক্ততা যথোপপাদমূত্রেপুরীষত্বঞ্চ প্রসিদ্ধতরং লোকে বাল্য-  
 মিতি তদগ্রহণং যুক্তম্। ননু পতিতত্বাদিদোষপ্রাপ্তেৰ্ন যুক্তং

বাল্যেনেতি যাবদ্বালচরিতশ্রুতেঃ কামচারবাদভক্তত্যাশ্চাত্যস্তবাল্যেন  
 প্রসিদ্ধেঃ শৌচাদিনিয়মবিধায়িনশ্চ সামান্তশাস্ত্রস্তাহনে বিশেষশাস্ত্রেণ বাদনাৎ

“ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে স্থিতি করিবেন” এই শ্রুতিতে  
 বালভাবেৰ অমুষ্ঠেয়তা শ্রুত হইয়াছে। তদ্বাক্যস্থ বালভাব কি তাহা  
 বিবেচনীয়। “বালকের ভাব বা বালকের কন্ম” এইরূপ অর্থে বাল্যশব্দ  
 তদ্ধিতপ্রত্যয়নিম্পন্ন। বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ। সেই  
 বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না। সুতরাং বাল্যাস্তুর্গত  
 অপর দুইটা ভাব আছে সেই দুইট অস্তর বাল্যশব্দে গৃহীত হইতে  
 পারে। বালকের এক ভাব যথেষ্টাচার—উদ্বেগহীন লীলা—বিষ্টামূত্রাদি-  
 জ্ঞানশূন্যতা এবং অপর ভাব ভাবশুদ্ধি (সারল্য)—দম্ভদর্পাদিরাহিত্য—  
 ইন্দ্రిয়চেষ্টাবর্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অমুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া উদা-  
 হৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; উক্ত দ্বিবিধ বালচরিতের অন্তর চরিত  
 অর্থই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমে উক্ত বাল-  
 চরিত অর্থ গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি  
 কামচার কামভক্ষ কামবাদী ও বিষ্টামূত্রাদিমুক্ত হইবেন? কি বালকের  
 ত্রায় শুদ্ধভাবাধিত ও যৌবনোচিত ইন্দ্రిয়চেষ্টাদি রহিত হইবেন? “স্বর্ক-  
 পক্ষে পাওয়া যায়, কামচার কামবাদ কামভক্ষ ও বিষ্টামূত্রাদি বিষয়ে  
 যথেষ্টাচার হইবেন। কারণ, বালকের ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। [নহু...  
 মাত্ৰীয়তে] যদি বল, তাহাতে তাহার (সন্ন্যাসীর) পাণ্ডিত্যাদি প্রাপ্তি  
 হয়, আমরা বলি, তাহা তাহার হয় না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্রবিধান  
 সম্মত হইলে জ্ঞানী সন্ন্যাসী তাহাতে পাণ্ডিত্যাদি দোষ জন্মিবে কেন?  
 প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্যতঃ লিখিত

কান্ধাচারতাদ্যাচরণম্। ন। বিদ্যাবতঃ সম্যাসিনো বচনসাম-  
র্থ্যাদ্দোষনিবৃত্তেঃ পশুহিংসাদিষিবেত্যেবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে।  
ন। বচনস্ত গত্যন্তরসম্ভবাৎ। অবিরুদ্ধে হৃদয়গ্নি বাল্যশকা-  
ভিলপ্যে লভ্যমানে ন বিধ্যন্তরব্যাঘাতকল্পনা যুক্তা। প্রধা-  
নোপকারায় চাপ্পং বিধীয়ন্তে জ্ঞানাভ্যাসস্ত প্রধানমিহ যতী-  
নামনুষ্ঠেয়ম্। ন চ সকল্যাং বালচর্য্যায়ামঙ্গীক্রিয়মাণায়াং  
জ্ঞানাভ্যাসঃ সম্ভাব্যতে। তস্মাদান্তরো ভাববিশেষো বালস্তা-  
হপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়হাদিরিহ বাল্যমাত্মীয়তে। তদাহ—অনাবিকুর্স্ব-

সকলবালচরিতবিধানমিতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে। বিদ্যাক্ষেপে বাল্যবিধানাৎ  
সমস্তবালচর্য্যায়াক্ষেপে প্রধানবিরোধপ্রসঙ্গাৎ যৎ তদনুগুণমপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়হাদি ভাব-

সত্য; কিন্তু শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। সেই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি,  
যথেষ্টাচার সম্বন্ধে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার  
জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে গৃহস্থের  
শাস্ত্রীয় হিংসার জ্ঞায় নির্দোষ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্বত্রকার  
তাহার উত্তরপক্ষ বিভ্রাস করিতেছেন। তাহা নহে। অর্থাৎ উদাহৃত বচনের  
যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই। যে স্থানে গতান্তর না থাকে সেই  
স্থানেই যথাক্রমার্থ স্বীকৃত হয়; পরন্তু এ স্থানে গতান্তর আছে। যদি  
বাল্যশব্দের অবিরুদ্ধ অর্থ থাকে অথবা পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিধ্য-  
ন্তরের পীড়া বা বাধা জন্মান উচিত নহে। প্রধানের উপকারার্থেই অঙ্গের  
বিধান, এখানেও জ্ঞানাভ্যাস প্রধান। অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসই যত্নদিগের  
প্রধান অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানী হইবার জন্য যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার  
করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ? অতএব, তদন্তর্ভুক্ত  
ভাবসারল্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্যভাব এই দুই বাল্যই সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়।  
[তদাহ...উপপদ্যতে] ব্যাস এই সিদ্ধান্ত “অনাবিকুর্স্ব” হুজে বলিয়াছেন।  
সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও ধার্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রথ্যাত  
না করিয়া দম্ভদম্পাদিরহিত হইবেন। যেমন বালক অল্পবয়সে ইন্দ্রিয়তা  
নিবন্ধন ক্ষুধাভাবে থাকে, আত্মমহিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পায় না,  
উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপে অবস্থিতি করিবেন। সেইরূপ বাল্যই বিধেয়।  
সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্যবাক্যের প্রধানোপকারিতা  
সংরক্ষিত হইতে পারে। প্রধান বিধি জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অন্তর্বিধি



মিতি । জ্ঞানার্থ্যনধার্মিকত্বাদিভিরাত্মানমবিখ্যাপয়ন মন্ত-  
দর্পাদিরহিতো ভবেৎ যথা বালোহপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়তয়া ন পরে-  
ষাত্মানমাবিক্তুমীহতে তদ্বৎ । এবং হ্যস্ম্য বাক্যস্ম প্রধানোপ-  
কার্যর্থানুগম উপপদ্যতে । তথা চোক্তং স্মৃতিকারৈঃ—

‘যম্ম সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্ ।

ন স্মরতং ন দূরতং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ ॥

গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ ।

অন্ধবৎ জড়বচ্চাহপি মুকুবচ্চ মহীকরেৎ ॥’

‘অব্যক্তলিঙ্গোহব্যক্তচরঃ’ ইতি চৈবমাদি ॥ ৫০ ॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥\*

সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরিত্যত আরভ্যোচ্চাবচং

শুদ্ধরূপং তদেব বিধীয়তে ।—এবং শাস্ত্রান্তরাবধেনাপ্যুপপত্তৌ ন শাস্ত্রান্তর-  
বাধনমন্তায্যং ভবিষ্যতীতি ।

সঙ্গতিমাহ—“সর্বাপেক্ষা চে”তি । কিং শ্রবণাদিভিরিহৈব বা জন্মনি

বাল্য । [ তথাচোক্তং...চৈবমাদি ] এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন ।  
যথা—“যে আপনার কুলীনস্ব অকুলীনস্ব, পাণ্ডিত্য অপাণ্ডিত্য, সদাচারি  
অসদাচারি জ্ঞাত নহে সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ । অর্থাৎ  
ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার কৌলীত্বাদির অভিমান করে না । সে সকল তাহার  
থাকেও না, অনুষ্ঠেয়ও নহে । জ্ঞানীরা রহস্তাবলম্বন পূর্বক অজ্ঞাত চর্য্যায়  
বিচরণ করেন । তাঁহাদের চর্য্য বা শীল অস্ত্রের হৃজের । তাঁহারা এই  
পৃথিবীতে অন্ধের ছায়, জড়ের ছায় ও মুকের ছায় বিচরণ করেন ।  
তাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন, রসনেন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের  
বশ্যও নহেন ।” “তব্রজ লোক অব্যক্তলিঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম্মচিন্ত্যারী হন আ ।  
তাঁহাদের আচার নিত্যস্ত দুর্কোধ্য ।” ইত্যাদি ।

“সর্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদিশ্রুতঃ” এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত

\* বিদ্যাজ্ঞ ঐহিকমপি ভবতি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে অসতি বাধকে । অস্তি শব্দশার্বে ।  
প্রতিবন্ধকরূপেক্ষয়া বিদ্যাজ্ঞৈহিকমাসুদ্বিকং ভেতি পরমার্থঃ । তদর্শয়তি ঐতিহ্যিতি শেষঃ ।—  
প্রতিবন্ধ না থাকিলে এতদ্বেদে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে । প্রতিবন্ধ থাকিলে বাবৎ না  
প্রতিবন্ধ করপ্রাপ্ত হয় তাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি হয় না ; অবরুদ্ধ থাকে । সেই কারণে তাহা  
অসম্ভব হইবে । এই সিদ্ধান্ত ঐতিকর্কক দর্শিত হইয়াছে ।

স্নিধ্যসাধনমবধারিতং তৎফলং বিদ্যা সিধ্যন্তী কিমিহৈব জন্ম-  
নি সিধ্যতু্যত কদাচিদমুত্রাপীতি চিন্ত্যতে। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্।  
ইহৈবেতি। কিং কারণম্। শ্রবণাদিপূর্বিকা ইি বিদ্যা।  
ন চ কচ্চিদমুত্র বিদ্যা মে জায়তামিত্যভিসন্ধায় শ্রবণাদিষু  
প্রবর্ততে সমান এব তু জন্মনি বিদ্যা জন্মাভিসন্ধায় তেষু প্রব-  
র্তমানো দৃশ্যতে। যজ্ঞাদীনাংপি শ্রবণাদিদ্বারেণৈব বিদ্যাং  
জনয়ন্তি প্রমাণজ্ঞানদ্বাদ্বিদ্যায়াঃ। তস্মাদেহিকমেব বিদ্যা-  
• জন্মেত্যেবং প্রাপ্তে বদামঃ। ঐহিকং বিদ্যাজন্ম ভবত্যসতি

বিদ্যা সাধাতে উতানিষম ইহ বাহমুত্র বেতি। যদ্যপি কক্ষাপি যজ্ঞাদীত্ননিত-  
ফলানি তেষাঞ্চ বিদ্যোৎপাদসাধনজ্ঞেন বিদ্যোৎপাদজ্ঞানিয়মঃ প্রতিভাতি  
তথা চ গৰ্ভস্তস্ত্র বামদেবস্ত্রায় প্রতিবোধশ্রবণাং অনেকজন্মসংস্কৃত্ততো  
যাতি পরাং গতিমিতি চ স্মরণাদামুগ্নিকত্বমপ্যবগম্যতে তথাপি যজ্ঞাদীনাং  
প্রমাণাণামপ্রমাণত্বাচ্ছ্রবণাদেশচ প্রমাণত্বান্তেষামেব সাংক্ষাদ্বিদ্যাসাধনত্বম্।  
যজ্ঞাদীনাং সত্ত্বগুণ্যসাধনেন বা বিদ্যোৎপাদকশ্রবণাদিসংক্ষণপ্রমাণপ্রবৃত্তিবি-  
য়োপশমেন বা বিদ্যাসাধনত্বম্। শ্রবণাদীনাং অনপেক্ষাণামেব বিদ্যোৎপাদ-  
কত্বম্। ন চ প্রমাণেষু প্রবর্তমানাঃ প্রমাতার ঐহিকমপি চিবভাবিনঃ প্রমোৎ-  
পাদং কাময়ন্তে কিন্তু তাদাত্ত্বিকমেব প্রাণেব তু পারলৌকিকম্। ন হি  
কুস্তদ্বিকুশ্চকুবী সমুদ্রীয়তি কালাস্তরীয়ায় কুস্তদর্শনার কিন্তু তাদাত্ত্বিকায়।

- ছোট বড় নানাপ্রকার জ্ঞানসাধন বিচারিত হইল। এক্ষণে বিচার্য  
এই যে, সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা (জ্ঞান), তাহা এতজন্মেই জন্মে  
কি পর জন্মে জন্মে। অর্থাৎ সাধকের সাধনফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয়  
কি না! পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয়। কারণ এই যে, বিদ্যা  
শ্রবণাদি পূর্বিকা। অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনেব অব্যবহিত পরেই  
বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে। কোনও সাধক পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক  
ভাবিয়া শ্রবণাদির অন্তর্যানে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যাকল জ্ঞান কারীরীকল  
(কারীরী—একপ্রকার যাগ) বৃষ্টির সহিত সমান। তাহা যেমন ঐহিক  
তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক। (কোন কালে ঘট জন্মিবে তাহার  
হিয়তা নাই, তেমন স্থলে কেহই কালান্তরভাবী ঘট দেখিবার জন্ত  
নেত্র উন্মীলন করে না। তেমন কোন জন্মে বা কোন দেহে তত্ত্ব জ্ঞান  
জন্মিবে তাহা হিয় না থাকিলে দেহান্তরলভ্য জ্ঞানোদয়ের জন্ত কোনও  
ব্যক্তি শ্রবণাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না) এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক, এইরূপ  
আশায় লোক সকল শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সর্বজন বিদিত।

প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ ইতি । এতদুক্তং ভবতি । যদা প্রকৃষ্টস্য বিদ্যাসাধনস্য কশ্চিৎ প্রতিবন্ধো ন ক্রিয়তে উপস্থিতবিপাকেন কর্মাস্তুরেণ তদেহৈব বিদ্যা উপপদ্যতে । যদা তু খলু প্রতিবন্ধঃ ক্রিয়তে তদাহমুক্তেতি । উপস্থিতবিপাকত্বঞ্চ কর্মণো দেশকালনিমিত্তোপনিপাতাস্তবতি । যানি চৈকস্য কর্মণো বিপাচকানি দেশকালনিমিত্তানি ন তাত্ত্বোবাশ্রয়স্বাপীতি নিয়ন্তুং শক্যতে যতো বিরুদ্ধফলান্যপি কর্ম্মাণি ভবন্তি । শাস্ত্রমপ্যস্ম্য কর্ম্মণ ইদং ফলমিত্যেতাবতি পর্য্যবসিতং ন দেশ-

তস্মাদৈহিক এব বিদ্যোৎপাদো নানিয়তকালঃ । শ্রুতিস্মৃতী চ পারলৌকিকং বিদ্যোৎপাদং স্তুত্যা ক্রুতে । ইথস্মৃতানি নাম শ্রবণাদীন্মাবশ্যকফলানি যৎ কালান্তরেহপি বিদ্যামুৎপাদয়ন্তীতি । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । যত এবাহত্র বিদ্যোৎ-

যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক । (যজ্ঞাদি করিতে করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হইলেই শ্রবণাদিপ্রবৃত্তি হয়, অনন্তর শ্রুতবিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করে, তৎপরে তাহার তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয় ।) বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব ; সে জ্ঞান তাহার শ্রবণ-পূর্ব্বকই অব্যাহত । ফলিতার্থ—যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না ; কিন্তু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মায় । শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসন, তৎপরে জ্ঞান । এইরূপেই যজ্ঞাদি কার্য্য জ্ঞানের উপকারী । সেই জ্ঞানই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক অর্থাৎ ইহ জন্মেই হয় । এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ লাভ হওয়ায় তদন্তর্য্যর্থ বলি যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক । অর্থাৎ ঐহি জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে । [ এতদুক্তং... সঙ্কীর্ণ্যতি ] পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এতদ্বিত্তয় ঐকান্তিক সাধন কি না । তদ্বার্থে সূত্রকার বলিতেছেন—জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অথ কোন কর্ম্মবিপাক (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ ভোগসাধন কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে । কিন্তু তৎকালে যদি কর্ম্মাস্তর বলবৎ বেগে ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্যমে না হইয়া পর জন্মে হইবে । কৃতকর্ম্মের বিপাক (ফলে পরিণত হওয়া) দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার অন্তথা হয় না । যে সকল দেশ, কাল ও নিমিত্ত ( কারণ ) এক কর্ম্মের বিপাচক অর্থাৎ ফলদাতা, সেই কাল, সেই দেশ, সেই নিমিত্ত যে সেই কালে কর্ম্মাস্তরেরও বিপাচক,

কালনিমিত্তবিশেষমপি সক্ষীর্ভয়তি। সাধনবীৰ্য্যবিশেষাভূতীঃ  
প্রিয়। হি কশ্চচিৎ শক্তিরাবির্ভবতীতি তৎ প্রতিবন্ধাহপরম্  
তিষ্ঠতি। ন চাবিশেষেণ বিদ্যায়ামভিসন্ধিনোৎপদ্যত ইহা-  
মুত্র বা মে বিদ্যা জায়তামিত্যভিসন্ধেনিরঙ্কুশত্বাৎ। শ্রবণা-

পাদে শ্রবণাদিভিঃ কৰ্ত্তব্যে যজ্ঞাদীনাং সম্বন্ধাদিহাং বা বিদ্যোপশমদ্বারা  
বোপযোগেহত এব ভেদাং যজ্ঞাদীনাং কৰ্ম্মান্তরপ্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধাভ্যামনিত-

এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর  
বিরুদ্ধ। (বিরুদ্ধ বলিয়াই ভোগসাধন কৰ্ম্মফল জ্ঞানসাধন কৰ্ম্মের ফল  
জন্মিতে দেয় না—অবরুদ্ধ রাখাে।) শাস্ত্র “অমুক কৰ্ম্মের অমুক ফল”  
এইমাত্র বলেন কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন্ উপলক্ষে হইবে তাহা  
বলেন না। তাহাতেই বুঝা যায়, কৰ্ম্মের ফলকাল অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন। [সাধন...  
ত্বাৎ] অত্যাশ্রয় কৰ্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কৰ্ম্ম কৰ্ম্ম-  
স্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয় না তাহা বলিতেছি। সাধনের শক্তি  
একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল; তদনুসারে  
সাধকাত্মায় অনির্বাচ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি আইসে, সেই শক্তির প্রভাবেই  
ক্ষুদ্রশক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থীরা সাধন-সাম-  
র্থ্যের অধরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেই জন্য তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন  
বা তবতম হয়। কেহ “এই জন্মেই জ্ঞানী হইব” ইত্যাকার উৎকট  
(তীব্র) সম্বন্ধ ধারণ করতঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল  
ভাবে সাধনাচেষ্টা করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাধে  
ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ  
বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এই জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে,  
সকলের একপ অভিসন্ধি (সম্বন্ধ) থাকে না। কাচাব কাচার “এই জন্মেই  
জ্ঞানদর্শনলাভ করিব” এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে। \* [শ্রবণাদি... সপ্তা-  
ব্যতে] শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞানজন্মের প্রতি পুঙ্খ  
হেতু ইহা সত্য বটে; পরন্তু তাহা (শ্রবণাদি) প্রতিবন্ধকরূপেও  
(জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকভাবে সহকারে শ্রবণাদির কাৰণতা অবগত)

\* যাহাদের উক্ত প্রকার তীব্র বা উৎকট অভিসন্ধি, তাহাদেরই সাধনা (শ্রবণাদি)  
অতিশয় তীব্র বা বীৰ্য্যবান হয় ও অতীন্দ্রিয়শক্তি জন্মায়। সুতরাং তাহাদেরই শ্রবণাদি দ্বারা  
বিশ্ব অতিক্রম করিয়া তদেহেই জ্ঞান জন্মায়। অভিসন্ধির ও সাধনের শিথিলতা থাকিলেই  
পূৰ্ব্বকৃত ভোগসাধক কৰ্ম্ম প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, হয় জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মায়। সেই  
কারণে তাহাদের জ্ঞানসাধনের ফল জন্মান্তর প্রতীক্ষা কবে। জন্মান্তর প্রতীক্ষা কি না ভোগক্ষয়  
প্রতীক্ষা। ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের জ্ঞান হয় না। ভোগ শেষ এক জন্মেও  
হইতে পারে, ততোধিক জন্মেও হইতে পারে। ভরতের তিন জন্মে ভোগক্ষয় হইয়াছিল।

দিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধক্যাপেক্ষয়ৈকোৎপদ্যতে। তথা চ শ্রুতিতুর্বোধত্বমাত্মনো দর্শয়তি—

‘শ্রবণায়াপি বহুভিষৌ ন লভ্যঃ

শৃণুস্তোহপি বহবো যম বিদ্বুঃ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধা

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ’ ॥ ইতি।

গর্ভস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবমিতি বদন্তী জ্ঞানান্তরসংস্কৃতিঃ সাধনাদপি জ্ঞানান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি। ন হি গর্ভস্থস্তৈবৈহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভাব্যতে। স্মৃতাবপি ‘অপ্রাপ্য যোগসংস্কিং কাং গতিং কৃষ্য! গচ্ছতি’ ইত্যর্জ্জুনেন পৃক্টো ভগবান্ বামদেবঃ ‘ন হি কল্যাণকৃৎ

ফলত্বেন তদপেক্ষাণাং শ্রবণাদীনাং পান্যনিয়তফলত্বং ত্রাণ্যমনপহতবিদ্বানাং শ্রবণাদীনাং মুৎপাদকত্বাদবিশুদ্ধসত্ত্বা পুংসঃ প্রত্যাহুৎপাদকত্বাৎ। তথা চ তেষাং যজ্ঞাদ্যপেক্ষাণাং তেষাঞ্চানিয়তফলত্বেন শ্রবণাদীনাং পান্যনিয়তফলত্বং যুক্তমেবং

আছে।) সেই কারণে প্রতিবন্ধক ফলপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। শ্রুতিও সেই কারণে বা তাহা দেগাইবাব জন্ম আত্মার দুর্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—“যিনি শ্রবণেও বহু লোকেব লভ্য নহেন অর্থাৎ যাহার শ্রবণ নিতান্ত দুষ্কর ও সকলের সাধ্যাত্ত নহে, শুনিলেও যাহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে স্থলভ নহে, এই আত্মার বক্তা (বক্তা = উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে পায় বা লাভ কবে, একপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোন ব্যক্তি)। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপবোক্ষ জ্ঞান লাভ করে একপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ।” এতদ্বিধি অন্য শ্রুতি গর্ভস্থ বামদেবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া জানাইয়াছেন যে, জ্ঞানান্তরসংস্কৃত সাধনার বেগেও জ্ঞানান্তরে জ্ঞানদর্শন হয়। জ্ঞানান্তরসংস্কৃতসাধনসংস্কারের জ্ঞানকারণতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গর্ভস্থ বামদেবের ঐহিক সাধন কোথায়? তাহার সম্ভাবনাই বা কি? [স্মৃতা...দর্শয়তি] একথা স্মৃতিতেও আছে। ভগবান্ বামদেব অর্জুনকর্তৃক “হে কৃষ্য! অপ্রাপ্যযোগকল যোগী মরণের পর কি গতি প্রাপ্ত হয়” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া “হে তাত! কোনও পুণ্যকৃৎ হর্গতি প্রাপ্ত হয় না” এইরূপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যলোক

কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি' ইত্যুক্তা পুনস্তস্মৈ পুণ্যলোক-  
প্রাপ্তিং সাধুকূলে সমুত্তীর্ণাভিধায়, অনন্তরং, ‘তত্র তং বুদ্ধি-  
সংযোগং লভতে পৌৰ্ব্বদৈহিকম্’ ইত্যাদিনা ‘অনেকজন্ম-  
সংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিম্’ ইত্যন্তেনৈতদেব দর্শয়তি।  
তস্মাদৈহিকমামুশ্রিকং বা বিদ্যাজন্ম প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়েতি  
স্থিতম্ ॥ ৫১ ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মসুদবস্থা বধুতে সুদব-

স্থা বধুতেঃ ॥ ৫২ ॥\*

যথা মুমুক্শোর্বিদ্যাসাধনাবলম্বিনঃ সাধনবীৰ্য্যাবিশেষাৎ

শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিবন্ধো ন স্তুতিমাত্রেন ব্যাখ্যেয়োভবিষ্যতি। পুরুষাশ্চ বিদ্যা-  
র্থিনঃ সাধনসামর্থ্যাভুসারেণ তদনুরূপমেব কাময়িষ্যন্তে। তদ্বিন্মুক্তমভিসন্ধে-  
নিরন্তরাদিতি।

প্রাপ্তি ও সাধুকূলে জন্ম হওয়া বর্ণন করিবারে। তৎপরে বলিয়াছেন  
“সেই জন্মে সে পূর্বোপার্জিত সাধনের বলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।”  
পুনশ্চ বলিয়াছেন “অনেকজন্মপরম্পরায় সাধনসিদ্ধ হইয়া অবশেষে সে  
পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।” [ তস্মা...প্তিতম্ ] অতএব, জ্ঞানের  
উৎপত্তি ঐহিক ও আমুশ্রিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত। প্রতিবন্ধ  
ক্ষয় হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয় এবং প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা  
জন্মান্তরপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জ্ঞানসাধনাবলম্বী মুমুকুর ফললাভ (জ্ঞানলাভ) সাধনের আবশ্য  
দৌর্লভ্য অনুসারে, হয় ইহ জন্মে না হয় পবজন্মে হইয়া পাকে, এই  
বেমন বিশেষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমন, জ্ঞানফল মুক্তি

\*-মুক্তিকালে মুক্তিলাভে জ্ঞানফলে অনিয়মঃ জ্ঞানবিশিষ্টাভাবঃ। জ্ঞানোৎকর্ষপকর্ষকৃত-  
বিশেষাবশস্তাবাভাব ইত্যর্থঃ। কৃতঃ? তদবস্থাবধুতেঃ। মুক্তেরৈকরূপাবধারণাৎ শ্রুতিপ্রতি-  
বোদ্ধম্। যথা বিদ্যাকালে সাধনকালে সাধনোৎকর্ষপকর্ষকৃতঃ কালোৎকর্ষপকর্ষকৃতো বা  
বিশেষাবশস্তাবোহস্তি ন তথা বিদ্যাকালে মোক্ষে। মুক্তেরৈকরূপাৎ। মুক্তি নাম বিশেষ-  
বপ্রাপ্যপরবর্তীতি নিষ্কর্ষঃ।—বলা হইল যে, সাধনের ফল বিদ্যা, তাহা সাধনের তারতম্যে  
বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে উদ্ভূত হয়, তদ্ব্যস্তান্ত্রে বিদ্যাকালে মোক্ষেরও বিদ্যার উৎকর্ষ-  
পকর্ষ অমুদয় বিশেষ হওয়ার আশঙ্কা হইতে পারে। স্বরকার সে আশঙ্কা নিবারণার্থ  
বলিতেছেন, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, বিদ্যাকালে মোক্ষ সর্বত্র একরূপ, তাহার তারতম্য, উপচয়  
অপচয় বা উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই। তাহার কোনরূপ বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।  
বিশেষ হওয়ার নিয়ম জ্ঞানে, জ্ঞানফলে মোক্ষে নহে। হুজ্জে শেষ পদের দিক্‌প্তি অধ্যায়  
সমাপ্তির দ্যোতক।

বিদ্যালক্ষণে ফলে ঐহিকামুগ্ধিকফলত্বকৃতো বিশেষপ্রতি  
 যমো দৃষ্ট এবং মুক্তিলক্ষণেহ্যুৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কশ্চি  
 শেষপ্রতিনিয়মঃ আদিত্যাশঙ্ক্যাহ।—এবং মুক্তিফলাদি  
 ইতি। ন খলু মুক্তিকলে কশ্চিদেবভূতো বিশেষপ্রতি  
 আশঙ্কিতব্যঃ। কুতঃ। তদবস্থাবধ্বংসে। মুক্ত্যবস্থা হি সর্ব  
 দাস্তেষ্টেষেকরূপৈবাবধার্য্যতে। ত্রৈলোক্যেব হি মুক্ত্যবস্থা। :  
 ব্রহ্মণোহনেকাকারযোগোহন্ত্যেকলিঙ্গত্বাবধারণাৎ ‘অমূল্য  
 ‘স এষ নেতি নেত্যাশ্রা’ ‘যত্র নাশ্চৎ পশ্চতি’ ‘ত্রৈলোক্যেবদমঃ  
 পুরস্তাৎ’ ‘ইদং সর্বং যদয়মাত্মা’ ‘স বা এষ মহানজ আ  
 হজরোহমরোহ্মতোহভয়ো ব্রহ্ম’ ‘যত্র ত্বশ্চ সর্বমাত্তৈ

যজ্ঞাদ্যাপকৃতবিদ্যাদাধনশ্রবণাদিবীৰ্য্যবিশেষাৎ কিল তৎফলে বিদ্যা  
 হিকামুগ্ধিকত্বলক্ষণ উৎকর্ষোদর্শিতঃ। তথা চ যথা সাধনোৎকর্ষনিকর্ষ  
 তৎফলশ্চ বিদ্যায়া উৎকর্ষনিকর্ষাবেবং বিদ্যাফলশ্চাপি মুক্তেত্বৎকর্ষনি  
 সম্ভাব্যোতে। ন চ মুক্তাবৈহিকামুগ্ধিকত্বলক্ষণো বিশেষ উপপদ্যতে ব্রহ্মে  
 সনাপরিপাকলব্ধজন্মনি বিদ্যায়াং জীবতে। মুক্তেরবগ্ধত্বাবনিয়মাৎ সত্যং  
 ক্রটিপাককর্ম্মাপ্রাক্ষয়ে। তস্মাৎকৃত্যবেব রূপতো নিকর্ষাপকর্ষো আ  
 অপি চ সত্ত্বগানাং বিদ্যানামুৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলানামুৎকর্ষনি  
 দৃষ্টাবিতি মুক্তেরপি বিদ্যাফলত্বাক্রপতশ্চোৎকর্ষনিকর্ষো আত্মমিতি

বিষয়ে উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই  
 বলিবার জ্ঞান এই ৫২ সূত্র অবতারণিত হইল। জ্ঞানফল মুক্তিতে  
 বিশিষ্ট নিয়ম থাকার আশঙ্কা করিও না। কারণ, ঐতিহ্যে মাত্র  
 একই অবস্থার অবধারণ আছে। সর্বত্র যোগ্যাবস্থা একরূপ, ও  
 তাবতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবধৃত আছে। মুক্ত্যবস্থা  
 কিছু নহে, ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন ( তিনি  
 প্রকার ) সেই জ্ঞান মুক্তিও একাকার, অনেকাকার নহে। ঐ  
 ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারণিত হইয়াছে। যথা—“তিনি স্থূল ন  
 হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ ও নহেন, ক্ষুদ্র ও নহেন।” “তিনি ইহা নহেন  
 নহেন ইত্যাদি ক্রমে সর্বনিষেধেব সীমাস্বরূপ ও আত্মা।” “যা  
 তেদ দর্শন নাই” “পুরোবর্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।” “এই যে  
 ইনিই এ সমুদায়।” “সেই এই মহান অজ ( জগাদিরহিত—নির্ভা  
 আত্মা অজর অমর অমৃত ( মুক্ত ) অভয় ব্রহ্ম।” “এই সীমন্ত, যখন সা:

২. তৎ কেন কল্পশ্চেৎ’ ইত্যাদি প্রতিভ্যঃ। অপি চ বিদ্যা-  
ধনং স্ববীৰ্য্যবিশেষাৎ স্বফল এব বিদ্যায়ান্ কশ্চিদতিশয়মা-  
য়ৈৎ ন বিদ্যাকলে মুক্তৌ। তদ্ব্যসাধ্যং নিত্যসিদ্ধস্বভাব-  
তমেব বিদ্যাধিগম্যত ইত্যসকৃদবাদিস্থ। ন চ তস্মাৎপূ-  
ৰ্ণাভ্যাকোহতিশয় উপপদ্যতে। নিকৃষ্টায়া বিদ্যাত্বাভাবাৎ।  
তুষ্কৈব বিদ্যা ভবতি। তস্মাৎ তস্মাৎ চিরাচিরোৎপত্তিস্ব-  
পো বিশেষো ভবেৎ ন তু মুক্তৌ কশ্চিদতিশয়সম্ভবোহস্তি।  
দ্যোভেদাভাবাদপি তৎফলভেদনিয়মাভাবঃ কৰ্ম্মফলবৎ। ন  
মুক্তিসাধনভূতয়া বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মণামিব ভেদোহস্তি। সগু-  
নু তু বিদ্যাস্থ ‘মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ’ ইত্যাদ্যাস্থ গুণাবা-

তে। মুক্তিস্তত্র তত্রৈকরূপাশ্রুতৈরুপপত্তেঃ। সাধ্যং হি সাধনবিশেষা-  
শেষবদ্ববতি। ন চ মুক্তিৰ্ভ্রুকণো নিত্যস্বরূপাবস্থানলক্ষণা নিত্য সত্যী  
য়া ভবিতুমর্হতি। ন চ সবাসননিঃশেষক্ৰেণকৰ্ম্মাশয়প্রেক্ষয়া বিদ্যাজন্ম  
শেষবান্ যেন তদ্বিশেষাভ্যাকোবিশেষবান্ ভবেৎ। ন চ সাবশেষক্ৰেণাদি-

য়া হয় তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?” ইত্যাদি। [অপিচ...বাদিস্থ]  
রও দেখ, জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি ঐক্যটা অমুৎকোটা বা প্রবল দুর্বল  
সারে জানে আতিশয্য (তারতম্য বা উপচর্যাপচয়) জন্মায় কিন্তু জ্ঞান-  
মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে না। কারণ, মুক্তি আত্মার স্বরূপ-  
্য, নিত্যসিদ্ধ, সূত্রাং তাহা সাধনসাধ্য নহে। তাহা একরূপ। তাদৃশী  
পিভূতা মুক্তি বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারাই লব্ধ হয় এ কথা অনেকবার  
হইয়াছে। [ন চ...ভেদোহস্তি] মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ আতিশয্য  
বৈ হয় না। যাহা যাহা নিকৃষ্ট তাহা তাহা বিদ্যা নহে। কিন্তু যাহা  
কৃষ্ট তাহাই বিদ্যা। সূত্রাং বিদ্যারই শীঘ্রোৎপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তিরূপ  
শক ঘটনা হইয়া থাকে। সে বিশেষ মুক্তিতে নাই, থাকা অসম্ভব।  
শেষতঃ বেদ্য এক বলিয়া বিদ্যার ভেদ নাই। ভেদ না থাকার তাহাব  
লরও ভেদনিয়ম নাই। কৰ্ম্ম নানা, সেই কারণে তাহার ফলও নানা।  
স্ত মুক্তিসাধন বিদ্যা-কৰ্ম্মের ত্রায় নানা নহে। সেই কারণে তাহার ফল  
ক্ৰও নানা নহে। [সগুণাস্থ...দ্যোতয়তি] “তিনি মনোময় প্রাণশরীর”  
য়াদি ইত্যাদি সগুণা বিদ্যায় (উপাসনায়) গুণের আবাপ উদ্বাপ  
কান এক গুণের ত্যাগ ও কোন এক গুণের উদ্ধার আছে, সেই  
রণে সগুণবিদ্যার ভেদসম্ভব হয়। ভেদসম্ভব হওয়ার ভেদ অনুসারে সে



পোদ্ধাপবশাং ভেদোপপত্তৌ সত্যামুপপদ্যতে যথাস্বং ফল-  
ভেদনিয়মঃ কৰ্মফলবৎ । তথা চ লিঙ্গদর্শনং ‘তং যথা যথো-  
পাসতে তদেব ভবতি’ ইতি নৈবং নিৰ্গুণায়াং বিদ্যায়াং গুণা-  
ভাবাৎ । তথা চ স্মৃতিঃ । ‘ন হি গতিরধিকাস্তি কশ্চচিৎ সতি  
হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্’ ইতি । তদবস্থাবধূতেস্তদবস্থাব-  
ধূতেরিতি পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ৫২ ॥

ইতি ত্রিশারীরকমীমাংসাতাম্যে ত্রীমচ্ছব্ধগবৎ-

পাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

প্রকর্যো মোক্ষায় কর্ততে । ন চ চিরাচিরোৎপাদাভ্যুৎপাদাবস্তুরেণ বিদ্যায়ামপি  
রূপতো ভেদঃ কশ্চিদুপলক্ষ্যতে তস্তা অপৈক্যরূপত্বেন শ্রুতেঃ । সগুণায়াং  
বিদ্যায়াস্তত্ত্বগুণাবাপোদ্ধাপাভ্যাং তৎকার্যন্ত ফলশ্রোতংকৰ্মনিকৰ্ষৌ যজ্ঞেতে ।  
ন চাত্র বিদ্যাভ্যং সামান্যতোদৃষ্টবতি । আগমতৎপ্রভবযুক্তিবাধিতয়েন  
কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ । তন্মাৎ তস্তা মুক্ত্যবস্থায় ঐকরূপ্যাবধূতেমুক্তিলক্ষণন্ত  
ফলশ্রাবিশেষোযুক্ত ইতি ।

ইতি ত্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে

ভামত্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ॥

অধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ ॥

সকলের ফলের কৰ্মফলের স্থায় ভেদনিয়ম ( ভিন্নতার অবশ্যস্তাব ) ঘটে  
বা সম্ভব হয় । এ কথা “তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে তাহার  
নিকট তিনি সেই প্রকারই হন ।” ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে ।  
কিন্তু নিৰ্গুণ বিদ্যায় ( নিৰ্গুণজ্ঞানে ) গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব  
অবধারিত । সেই কারণে অভেদজ্ঞানের পরতাবী মোক্ষফলে ভেদ র  
অতিশয় ( তারতম্য ) থাকে না । এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“কেন  
নিৰ্গুণজ্ঞানীর অধিক গতি নাই । ( অধিক গতি = ফলভেদ । ) কারণ  
এই যে, যদি গুণ থাকে তবেই গুণ অনুসারে গুণীর অতুল্যতা অর্থাৎ  
ভেদ হয় ।” সুত্রে যে দুই বার “তদবস্থাবধূতেঃ” বলা হইয়াছে তাহা  
অধ্যায় সমাপ্তির পরিচায়ক ।

তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত ।

Recd. on... 17.12.85

R. R. No... 698

G. R. No... 40936









